দচত্র দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন

৺দ্বারকানাথ বিভাভূষণ কর্ত্ত্বক সম্পাদিত কর্ত্ত্রম হইতে উদ্ধৃত

দুর্গাচরণ রায়

গুরুদাস চট্টোপাঁধ্যায় এগু সন্স্ ২০৩১৷১, কর্ণওয়ানিস্ খ্রীট্ট, কনিকাতা

তিন টাকা



দ্বিতীয় সংস্করণ

উৎসর্গ

সোমপ্রকাশ-সম্পাদক শশুভবর

৺দারকানাথ বিছাভূষণ

মহাশয়ের উদ্দেশে-

গুরুদেব !

"দেবগণের মর্জ্যে আগমন" এক্ষ্ণে প্রচারিত হইল। কিন্তু ছঃথের বিষয়, আপনার প্রিয়্ন দেবগণ কোথায় আপনাকে উৎসর্গ করিব—না দেবগণের হন্তে আপনাকৈ উৎসর্গ করিয়াছি! আপনি যেমন যত্নসহকারে দেবগণকে কল্পদ্রন আশ্রম দিয়াছিলেন, আশা করি, দেবগণও সেইরূপ আপনাকে যত্নের সহিত নন্দন-কাননে আশ্রম দিয়াছেন। আপনি অমরাবতীতে স্থথে আছেন ভাবিয়া আমরা নিশ্চিক্ত আছি। আপনি তথা হইতে আশীর্কাদ করুন।

> আশীর্বাদাকাক্রী— ভগতিরপ রায়

সূচীপত্ৰ

অহাবতী।—ইন্দ্রালয়, ইন্দ্র-বর্কণ-সংবাদ, মর্ক্ত্যের রাজা, ব্যোমঘান ও ব্যোমজাহাজ, বজ্র-পরিচালক, অমরাবতী ও কৈলাস, তুলনায় সমালোচনা, জলের কল, ভারতের কয়েকটি দ্রষ্টবাস্থান, বাষ্পীয় শকট। পৃঃ ১—৫

ব্রক্ষতেশাক ।—মানস-সরোবর, * ব্রহ্মা, ব্রহ্মা-ইক্স-বরুণ-সংবাদ, বেদ-ব্যাসস্থরধুনী-সংবাদ, কলের গাড়ী। পৃঃ •— ৭

বৈক্স) ।—নারায়ণ-ইক্র-বরুণ-সংবাদ, নারায়ণীর আশকা। পৃঃ ৮—১০ কৈল্যাস।—হর-নারায়ণ-ইক্র-বরুণ-সংবাদ,কার্ত্তিক-গণেশ। পৃঃ ১০—১২

- হবিভার। —হরিষার-দৃশ্র, ভাগীর্থীর মর্ত্ত্যে আগমন, কুন্তুমেল।, ব্রহ্মান কুন্তু, মারাপ্রা, বিফুপদচিহ্ন ও গঙ্গামূর্ত্তি, নারারণশিলা, কুশাবর্ত্তের ঘাট, তার্থের মংখ্যা দক্ষগৃহ, শিব-রহিত বজ্ঞা, দক্ষেপর, সাতাকুণ্ড, স্থান-মাহাত্মা, বার্দ্ধকো স্ত্রীবিরোগ-শোক, ক্রুণ্ড্রালন, ভীমগদা, ক্রুন্ত্রতক্রের পথ সপ্তধারা, ক্রন্ত্রীতক্রুপ্ত, লাক্ষ্মাণ-ব্র্যালা, বাদ্ধরিক্রাপ্তত্মের পথ, নীল-পর্বত, নীলধারা, গৌরীশঙ্কর, বিরোকেশ্বর, পিছোড়নাথ, এক্কার ঘোড়া ও কেরাণী, কটলি-খাল। প্র: ১২—২১
- সাহারাপপুর।—স্বর্গীয়-মুদ্রা-বিজ্রাট্, দেশীয় টাকা ও নোট, ডাক-রণার, ডাক, পোষ্টকার্ড, ষ্টালপেন, ওয়েটিংক্লম, জেন্টেল্ম্যানের অর্থ, ছাটের গুণ। পৃ: ২১—২৫
- দিক জ্বী। ইক্সপ্রস্থ, ধৃতরাষ্ট্রের কেল্লা, ইক্সপ্রস্থের ইতিহাস, অর্জুনের কেলা, পাঞ্ডবগণের আশ্রম, রাজস্ব-যজ্ঞস্থান, আগমযোড়ের ঘাট, সিরারগড়, ইক্রপথ, হমো বা হুমায়ুন কে ?—দিলা নাম কেন ?

লোহার পিল্পে বা ভীমের ছড়ি, লালকোট, কেল্লারায় পৃথুরাজকা, অনকপাল দিঘা, ভূতথানা, কূতবইস্লামের মস্জিদ্, কূতবমিনার-কথা, জাহনপালা বা সাতকেলা দেলানদরজা, জাহানারার কবর, নিজামকৃপ, ফিরোজসাহের ছড়ি, বোর্কা, সাতপুলার বাঁধ, ছমায়ুনের কবর, নবাবী গোরস্থান, সাজাহানাবাদ, বিবিধ গেট, চাঁদনীচক, যুমা মস্জিদ্, ভারতের টাকা, সাজাহান বাদসার রাজবাটী ও কেল্লা, দেওয়ান-ই-খাস, ময়ুর-তক্ত, স্ত্রীলোক ও বাদসা, নবাবী অন্তর, বাবুদের বিবি, হামাম বা স্থানসূহ, কালোয়াৎ, আলিমদ্দিনের খাল, হাজারিবাগ, নাণীরের ভারত-আক্রমণ কথা, কোহিত্বর কথা, গাজি-মদ্দিনের কলেজ, রোহিলা-উপদ্রব, লাইত্রেরী, যাহ্র্ণর, কুইন্স, গার্ডেন, দিল্লীতে দেওয়ানী, দিল্লীকা লাজ্যু, ফয়্তা দেওয়া, টিকিট কেনা, আলিস্প্রভুল্ল বিব্রুল্ন, মৃত্তিকার হুর্গ, কলেজ, মঝুরার ট্রেণ, ব্রজবাসী বা বুন্দাবনের পাণ্ডা। পৃঃ২ং—৩৯

- অথুব্রা।—কংসের কেল্লা, কংসটোলার বিবরণ, দেবকীর সারাগার, দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণ-মৃত্তি, দেব ও দৈত্য, যমুনা, পৃতনাকাহিনী, পূতনা-ঘাট, বিশ্রাম-ঘাট, যমুনার কছ্পে, কছ্পে কামড়ানর ঔষধ, এখানে এত কচ্ছপ কেন <u>१—বৃন্</u>দাবনের ভিন্কুক, শেঠেদের ঠাকুরখাড়ী, সোণার তালগাছ। পৃঃ ৩৯—৪২
- ক্রান্দর ।— তৈতন্ত দাস বাবাজীর কুঞ্জ, বাবাজীর ধর্ম-ব্যুৎপত্তি,
 গোবিন্দজীর ভগ্ন মন্দির, গোবিন্দজীর নৃতন মন্দির, গোবিন্দজী-কথা,
 ললিতা, দ্বারকার দ্বারকানাথ, জন্মপুরের রাজার দান, বৈরাগীদের
 প্রোকার, পদ্মযোনির আফিং ও গাই, ছংখিনী বন্ধ-রমণী, ছোঁড়াদের
 কাণ্ড, বৃন্দাবনের মন্দির-কথা, গোপীনাথ—কেশীঘাট, বকান্থরঘাট,
 বস্ত্রহরণ-বৃক্ষ, বন্ধহরণ কি ? কেলি-কদম্ব, ব্রহ্মকুণ্ড, গোপেশ্বর, হরিদান
 গোস্বামী, তপোবন, পুলিন, লালাবাবুর বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ, লালাবাবুর

কথা, লালাবাবুর সৎকার্য্য, গোবর্দ্ধন রংজী, নিধুবন, ললিতাকুণ্ড, বৃন্দাবনী চাদর, রীধাকান্ত দেবের কীর্ন্তি, রূপগোস্বামীর আশ্রম, ভরত-পুরের মন্দির, মদনমোহন, চৈতন্তের পদচিহ্ন, রূপসনাতনের বৈরাগ্য, নিকুজ্ঞবন, মাখন-গাছ, বঙ্কুবিহারী, গোবর্দ্ধন পর্বত, গোবর্দ্ধনদেব, র্ব্বকভাম, বৃন্দাবন-নামোৎপত্তি, বৃন্দাকাহিনী, মানভঞ্জন, হলন ও ঝুলন, বৈরাগীর কদাচার কাম্যবন, নন্দনবন, নন্দ-যশোদা-মূর্ত্তি, সোক্রিন্দ্রন, গোকুলনাথ, বৃন্দাবন-বৃত্তান্ত, কুণ্ড, কুঞ্জ, স্থানীয় পণ্যদ্রব্য, বছবিবাহ, ইং আইং রেল—ভি প্রক্রা। গুং ৪২—৫৯

- তাপ্রা।—আগ্রার কেলা, হোটেল, ব্যাসদেবের জন্মন্থান, যম্নাসেতু, টেনস্ ব্রিজ, এমদাদ-বাগ, রামবাগ, যম্নার থেদ, কপিলার বন্ধন, কালীবাড়ী, কেলা, বোধারা-গেট, নহবৎ-থানা, দেওয়ান-ই-খাদ, সম্মন্র্র্জ, শিশমহল, মছলিভবন, স্থড়ঙ্গ, দেওয়ানথানা, সোমনাথের ছার, মতি মস্জিদ্, মর্ম্মর-সিংহাসন-কথা, জাহাঙ্গীরের স্নানপাত্র, মন্থাভারতের কালের কামান, স্থড়ঙ্গ, দেবগণের আ্রুকথা, তাজমহল, মমতাজ মহল, তাজের ইতিহাস, স্থানীয় পণ্ডব্য, আদালত, কলেজ প্রভৃতি। প্র: ৬০—৬৮
- কানপুর। সতীচৌড়ার ঘাট, সহমরণ-প্রথা, মাকাল ঠাকুর, হুর্গামূর্ত্তি, কটলিখাঁর থাল, জল চালিত ময়দার কল, হত্যাগৃহ-কাহিনী, সিপাহী বিদ্রোহের কারণ, নানাদাহেব, হত্যাকুপ, বিদ্রোহে বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার, বাঙ্গালীর চাকরা, বারিক, চর্মদ্রব্য, শৃদ্রের ধৃষ্টতা ব্রাহ্মণত্ব। প্র: ৬৮—৭৭
- ক্রান্তের্ক্রী। লক্ষণাবতী, বিজয়সিংহের রাজবাটী, আজিমাবাদের বাজার, কেশব বাগ, নবাব ওয়াজিদ্-আলি সাহ, নবাবের হোলিখেলা, নবাবের, কৌতুক, ছত্র-মস্জিদ, মতিমহল, বেলিগার্ড, লরেন্সের কবর, আলম বাগ, সেকেক্সা বাগ, বাদসা বাগ, নবাবের প্লানাগার, রৌশন্

উদ্দোলার কুঠি, গাজিউদ্দিন হয়দারের কবর, লক্ষ্ণীয়ে বাইনাচ, স্থরদাসের সেতার-বাদন, কালকা ও কেদারের নৃত্য, বারাণদীবাগ,
মর্ম্মর-বর্ম, লা মার্টিনীয়া কলেজ, ক্যানিং কলেজ, লক্ষ্ণৌর পাণতামাক,
ভৈরবনাধ, সাতাইশ রকম চিজ্, আগা মীরের দেউড়ী, লৈমিন্স্যাব্রেল্যের পাথা, তথায় আছে কি ?—ব্রহ্মাকুণ্ড, ললিতাদেবী,
ভাতেশাপ্র্যান, রামচক্রের জন্মবেদী, হয়ুমান্জী, প্রশ্যিষ্ঠ প্রাম্যাট, স্থর্গঘাট, অযোধ্যার শিব ও কালী। পৃঃ ৭৭—১০

काश्री। - मिक्र्रान् - गन्नाभूख, मिक्र्रान करन्छ, भूखकानम, উইन-ফোর্ডের কবর, গঙ্গার জন্ম ব্রহ্মার থেদ, মণিকর্ণিকা, চক্রতীর্থ, মরাঘাট, কাশীতে সর্বাত্তো কুমারী-ভোজন কেন, চণ্ডীপুজার কারণ. मिरवामारमत कथा, विरवश्वत, बक्का-नाताम्रग-भिव-श्रम्भर्था-मःवाम, करनत গাড়ীর কথা, তীর্থে প্রথম দিন, বরুণ ও ম্যালেরিয়া, 'সুরির' জারি, कानी পশ্চিমের ফরাসভাঙ্গা, बन्धा ও অন্তর্পূর্ণা, রাজরাজেখরী-ঘাট, কাল-ভৈরব ও তাহার উৎপত্তি, অব্যয় কে १-কাশী সৃষ্টির' কারণ, আরতি, পুরাতন ভগ্ন মন্দির, মুসলমান উপদ্রবের ফল, জ্ঞানবাপী কি ? — জন্মপূর্ণার হাতে হাতা ও থালা কেন ?— ত্রিলোচন, সঙ্কটা, বঙ্গ-বিধবা ও মহুর বিধি, কলঙ্ক-কথা গীত (টপ্লা)-কুলটার কাশী-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, গীত (টপ্না)-কুলটার দেবলীলা-কীর্ত্তন, অমপুর্ণা-নারায়ণ-সংবাদ, বিখেশরের মন্দিরের নির্মাতা কে ? কামুর বেণু, শিবের শিঙ্গা, কাশীর ভাঙ্গন নাই কেন ? স্থানীয় পণ্যদ্রব্য, প্রাচীন ও আধুনিক কাশী, তুর্গাবাড়ী, দশুপাণিকেশ্বরের উৎপত্তির কারণ, কাণীতে স্নানধাত্রা, যুবা ভিকুক, কাশীতে নারামণ, আদি-কেশব ও कमला, जुलालश्वत, हक्यान-व्यक्त, क्लातनारथत উৎপত্তি, ज्ञानीय পণ্যদ্ৰথা, জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব ও জ্যেষ্ঠা গৌরী কাহা দ্বারা স্থাপিত ?— বীরেশবের স্থাপন-কর্ত্তা কে १-- দেবগণের বিদায়-পর্ব্ব--পারমিশন লেটার, কথাবার্ত্তায় ইংরেজি বুক্নি, বিদায়, জগস্তোয়র ও অগস্তাকুগু, তৈলঙ্গ স্থামী, পিশাচ-মোচন তাঁর্থ, রাজঘাট, ব্যাসকাশী-নির্মাণের
উদ্দেশ্য, ক্রা'অন্সপ্র রামনবমী, বৃন্দাবনে শেঠেদের দেবালয়ের
বিবরণ, বারাণসীর স্থূল বৃত্তাস্ত, গুপুা, মান-মন্দির, বাপুদেব শাল্তী,
মিত্রপরিবার-পরিচয়, রাজা শিবপ্রসাদ, প্রয়াগ যাত্রা, মহাতীর্থের
আভাষ, দেবগণের শেক্স্থাপ্ত, শেক্স্থাপ্ত-প্রথা, মিরজাপুর টোনস্
বিজ, যমুনা বিজ ও ষ্টেনেস্ বিজ। প্ঃ ১০—১৩১

এলাতাবাদ্য। – ফ্রকিরাবাদ, বেণীতার, চক, প্রয়াগের প্রামাণিক, কেলার ইতিবৃত্ত, আকবর হিন্দু - পাতালপুরী, অক্ষরবট ও শিব, আকবরের প্রাসাদ, ভীমের গদা, ত্রিবেণী, ঘাটের কাণ্ড, নাপিতের राँकार, रुश्मान बिट्याजा, तोकाम्र जिका, भागत मा, जालाभीवाग, ष्पारमाशी (मवी, উৎপত্তির কারণ, বেণীঘাট, বিকুমূর্ত্তি, বেণীমাধব, হবাচন্দ্রের রাজবাটী, হবাচন্দ্রের শান্ত্রন-প্রণালী, রাজা বাসকি, বাসকির ঘাট,•শিবকোটা, মুম্নাম্রোতত্ত্রর, দিল্লীযাত্রা, প্রস্নাগ, সেতুর তিনটা ভাগ, यमूना जिकालपर्निनी, अनक्रवांश, नवांहे, युग्रा मन्जिल, देवरण्य উপবীত, এল্ফ্রেড্ পার্ক, ধর্ণহিল্ মেমোরিয়্যাল, হাইকোর্ট, মিয়াস কলেজ, পদোর কারা, এলাহাবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । পু: ১৩১-১৪৭ হিব্ৰজ্যপুর।—মিরজাপুরের কেল্লা, চক, বিশ্রাম-ঘাট, নৌকার প্রকারভেদ, বাহাছরী কাঠ, সন্ন্যাসীর হাত-সাফাই। পু: ১৪৭--১৭৩ বিজ্ঞ্যাচল ।—যোগমায়া, বিশ্ব্য-শিপরে 'যোগমায়া, বিশ্বাবাদিনীর উৎপত্তি কথা, স্বড়ঙ্গ, দেবীর গাত্রবন্ধ, সংহার-মায়া, মহাকালী কি মৃত্তি ?—নাথজীর সমাধি ও আসন—চুলাব্র, চুনারের কেল্লা, স্থানীয় পণাদ্রব্য, পাজিপুরের কথা-ক্যাণ্টনমেন্ট, कर्न अप्रानित्मत्र कवत् । श्रः ১৪৯-->६२

বক্সার।—বন্ধারের কথা, কাশিম-আলির প্রাসাদ, বিশ্বামিত্রের

তপোবন, গৌতমের তপোবন, অহল্যা-পাষাণী, অহল্যা-পাষাণী হয় কেন ?—ইক্রলীলা, বন-ঠান্ধান কি ?—বিধাতার দোষ কি ? গবর্ণমেন্টের অশ্বশালা, শোণ ব্রিজ, ব্রাক্তিপুল্ল—গয়ালী ও চৌবে। প্র:১৫৩—১৬১

শিক্ষা।—গরা স্থগম হওয়ায় ব্রহ্মার উদ্বেগ, গয়ার শ্রেষ্টত্ব, বৃন্দাবনের চৌবেপরিচর-প্রথা, মধুগয়া ও সিংহগয়া, গয়ার উৎপত্তি, গদাধরের মন্দিরে পিণ্ড দেয় কেন ?—মর্ক্তোর কোথায় কুলটা নাই ? ফল্ক, অন্তঃসলিলা কেন ?—সীতাকুণ্ড, রাম-লক্ষণ ও সীতা-মূর্ত্তি, ফল্কপ্রাদ্ধ, ব্রহ্মণ, তুলসী ও ফল্ক, ফল্কসান-মন্ত্র, বিষ্ণু মন্দির-পিণ্ডদান-প্রক্রিয়া, পিণ্ডদান-মন্ত্র, বিষ্ণুমন্দিরের নির্মাতা কে ?—গদাধর, রামশিলা, ব্রহ্মযোনী, গয়ায় বেশ্রা ও লম্পট, প্রেতশিলা, স্বফল, বোধর্ক্ষ, গয়ালীর উৎপত্তি, স্বফল পীড়ন, পূর্ব্বোক্ত বেগ্রা ও লম্পটের কাণ্ড, গয়ার বিবরণ, গয়ায় বৃদ্ধদেব, স্থানীয় পণাদ্রব্য, ভীমসেনের পিণ্ডদান, ব্রহ্মা-কর্ত্বক গয়ায় গোদান। পৃঃ ১৬১—১৭৩

পাতনা।—বাঁকিপুর, দানাপুর, পাটনা বা আজিমবাদ, পাটলিপুত্রের ইতিহাস, নন্দ-চক্রপ্তপ্ত-অশোকের রাজবাটী,চাণক্য ও রাক্ষস,ভীমসেন, হাজিপুর, গজ়-কচ্ছপের যুদ্ধক্রেত্র, হরিহরনাথ, হব্রিহর-ছিত্রের ত্রেক্সা, মাণিকটাদের পুষ্করিণী, খাত্য-খাদক, কন্ধরবাগ, জেলখানা, ডাকবাঙ্গলার হোটেল, গোলাগর, আফিসাদি, এজেন্ট আফিস, শাশুড়ে বাবু, মেডিক্যাল হল, ক্লেজ, এমামবাড়ী, গোরস্থান, আফিম-গুদামমানব-হন্ত্রী আবকারী, আফিম স্বষ্টি কেন পূ—পাটনদেবী, এমামবাড়ী, পন্ধগন্ধর ও দেবগণ, খুষ্টের স্বথ, পণ্যক্রবা, রামনারান্ধণের কেল্লা, ব্যবসান্ধের কেল্ক, মারুগঞ্জ, বেহারীর স্বাস্থ্যবোধ, হরমন্দির, গুরুণোবিন্দের পাতৃকা ও গ্রন্থ, গুরুণোবিন্দ কে প্—স্থানাপ্তির—বারিক, পাটনার প্রসিদ্ধ দ্বর্য, বাড়্ক, ছ্লের তৈল, মিথিক্সা,

জনকপুরী, অক্তন্ত স্থান্ত বেহারী যাত্রীর প্রক্বতি, গার্ড কর্ভ্বক রেলযাত্রীর ব্যবস্থা, ব্রহ্মার হর্দশা, বেহারীর গাত্র-গন্ধ, ভারত-ভাগ্যে শনি, উপশনি, কেরাণী-কথা। প্র: ১৭৪— ৮৯

জ্যামালপুর।—ওয়ার্কশপের ভোঁ, হেঁয়ালী, আবার কেরাণী-কথা, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ বা কারখানা, সাহা ফ্রেগুস্, অখাত্মে বিভাবাগীশ, গৌরমোহন সাহার কথা,শীতাকুণ্ডের সোডা লেমনেড,বাঙ্গালীর বাবুয়ানা ও ইংরেজের হিসাব, বাঙ্গালার অবনতির কারণ, বড়-বাবু, রেলওয়ে-কোয়ার্টার, সাহেব-মেম-সংবাদ, ক্লপণের কথা, ট্রাফিক বাব, দেবগণের নিবাস ও পরিচয়,অমরপুর-সমাচার, বৈত্যের বিবাহ-বাজার, সম্ভান-বিক্রেয়, সস্তান-বিক্রেতার প্রায়শ্চিত্তবিধি, তাস থেলা, মেঘের যাদ, আমোদ-প্রমোদ, ভোমার অর্থ, রেলওয়ে হাঁসপাতাল, মেকানিক ইন্ষ্টিটিউট্, হরিসভা, হরিনাম-ফল, বৌড়দৌড়ের মাঠ, পাহাড়ে কালী, মুনি-কোটর, চার্চ্চ (রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট), শ্রমজীবী বা কুলি-কথা, বেলভাষে পাশের ক্থা, কাশীরামদাস, চাকরী-প্রদঙ্গ, উপশনি কথা,বাবুর "দ" কি ৭ বেলওয়ে ট্যাক্ষ, পশ্পিং এঞ্জিন ঘর, দেবগণ বাবুর "দ"তে, বাবুস্কৃতি, চাকরীর বাজার, গত্যস্কর, ব্রাহ্মমঠ, ব্রাহ্মধর্মের সার্থকতা, ব্রাহ্মধর্ম কি ? বাধা বেশ্রার ব্যবহার, তাস, ওয়ার্কশুপের পাশ, চাকরীর বাজার, লোকোমোটভ ্আফিদ, রিডকান-বিভাট, উমেদারের পরীক্ষা, সম্বন্ধীর তীক্ষ বৃদ্ধি, চাকরীর বাজার, মেন লাইন্ ষ্টেশন প্লাটফর্ম, তার-বাবুর উৎপত্তি, নিমন্ত্রণ-ভোজে পদ-ভারতম্য, মুদ্রা-মাহাত্ম্য-ভর্তুহরির শ্লোক, ওয়ার্কশপের কুলি—টিকিট, ওয়ার্কশপের অভ্যস্তর, নিউ টর্নিং শপ, ইরেক্টিং শপ, ওল্ড টর্লিং শপু, ব্রাস্ ফিনিসিং শপু, ফিটিং শপ্, ব্লাক্সিথ শপ্, বোল্ট্মেকিং শপ্, স্প্রিং শপ্, হুইল শপ্, কপার্ স্থি শপ্ টিন্সিথ শপ্, প্যাটার্ণ শপ্, ব্যাষ্ ভিত্, আয়র্ণ ফাউণ্ডি, আফিস, বেতন বর্দ্ধনের কৌশল, পিতা-পুত্র- সংবাদ, মুঙ্গের, ব্রাহ্ম-দম্পতি, ঢেবুয়া, জানালপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পঃ ১৮৯—২৩৪

মুটেক্র—মুক্তের কেলা (জরাসদ্ধের), লালদরওয়াজা, রাজা রাজ-বল্লভের হত্যার কারণ,মুঙ্গের-নামোৎপত্তি, হাঁদপাতাল, সৎকার প্রহসন, কষ্টহারিণীর ঘাট, "বোলী", কষ্টহারিণী নাম কেন 🕈 মুলাল হইতে মুঙ্গের হইল কেন ?, করণচড়া, পীপর পাঁতি, চণ্ডীস্থান, বিক্রমচণ্ডী সম্বন্ধে গল্ল, पाठाकर्व ও विक्रमापिठा-काहिनी, निव-अन्नभूनी-भार्क्त**ी-का**गरे**ड**तव, শ্মশান- ঘাট, নবাবের প্রাণাদ-চিহ্ন, জেল, পৈতা ছেঁড়ার গল্প, আদাল-তাদি, সুল, চিত্রশালা, কেরাণী-সম্প্রদায় ছই খেণীর, উপরি वाछ, (शोख-त्रश्य, श्रामीय श्रेगाखर्ग, वाका ममाक, वाकामश्या, मूक्टतत्र সমাজ বিখ্যাতকেন !-প্রচারক পরিচয়, সীভাক্রণ্ডে ও পাণ্ডাগণ, লক্ষণকুঞ্জ, রামকুঞ্জ, রামমন্দির, সাতাকুঞ্জ, প্রেতশীলা, সাতাকুঞ্জের উৎপত্তি, রামকুণ্ডের জল, সীতাকুণ্ড কি ? পিতৃ-পিণ্ডদান, পাণ্ডার বসন্ত, পীর পাহাড়, প্রসন্ত্রমার ঠাকুর, আর্য্যসভা, বক্তৃতার নমুনা, মুক্লেরের সংক্ষিপ্তবিবরণ, স্থানীয় পণ্যদ্রব্য, পাশ-পরিচয়, টনেল বা মুড়ঙ্গ-পথ, সুক্রতানপঞ্জ বা জন্তু-আশ্রম, গৈরিকনাথ, কিম্বৰম্ভী, রেলে বঙ্গ-রমণী। পু: ২৩8—২**৬**৭

তাপলপুর—মাড়োয়ারী পটি, মাড়োয়াড়ীর বিবাহ-যাত্রা, যোগসর,
বুজোনাপ, মাড়োয়ারীর ব্যয়, স্নানের ঘাট, মাড়োয়ারীনীর স্নান, মুসলমানের জ্বাই, সরাই, হিন্দুর বিপরীত মুসলমান, চল্পাইনপ্র
কর্ণপুরী, বেছলানদী, চম্পাইনগর নামের উৎপত্তি, কেল্লা, কর্ণের
গড়, চাঁদ সওদাগর, বেছলার উপাথ্যান, সাতালি পর্ব্বত, রাজবাড়ী,
রেল-বাবুদের কে বড় ? রাম্যাত্রায় হন্তুমান, ক্রান্ত্রের বাড়ী, জৈন
পণ্যদ্রব্য, দেশীয় খ্রীষ্টান, কোম্পানীর বাগান, কর্ণেলের বাড়ী, জৈন
মন্দির, মনস্বগঞ্জ, ভাগলপুরী উকীল, মডেল বাবু, ক্লটি বিস্কুট,

স্থলের বালক, কলিুর কাপ, কপচায় ভাল, স্থলের বালিকা, রমণীর বিভাশিকা, বিদেশে বঙ্গরমণীর ধর্ম-বিখাস, ব্রতনেম, রক্ষাকালী পূজা, ব্রাক্ষের গোড়ামী, থঞ্জনপুর, বর্দ্ধমান রাজবাটী, মি: জঞ্জেল, ভাগলপুরী গাই, বিচারালয় ও বিদ্যালয়, সেন্ট্রাল জেল, রমণীর হর্ক্, দিল্পতি-ব্যবহার প্রহসন, মুনিকোটর, ভাগলপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, শৃষ্ট কেল্লা, কাহালগাঁ, ভীম একাদশীর কথা, প্রীব্রটপাঁভি. বৌদ্ধ মন্দির, পীরপৈতির পাণ, মেড়ুয়াবাজী বাত্তী, সাহেবগঞ্জ, রেলওমে ডি: টি: আফিস, রেলওমে [®]গার্ড-নিবাস, সিক্রিগলি, কেলার ভগ্নাবশেষ. রুফ্চজী-মহাবীরজী, কারগোলা, মহারাজপুর, ভিন-পাহাভূ, রাজ্মহল, তেলিয়াগড়ির ছর্গ চিহ্ন, সিংহ দালান, নবাব-দেলারি-চিক্ত জুম্মা মদজিদ্, রাজমহলের তামাক, নলহাটী, বেহারীর টিকিট, আজিমগঞ্জের পথে, ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ী। পৃঃ ২৬৭—২৯৫ মুব্র শিলাবাদ্-আজিমগঞ্জ, ধনপং সিংহের কথা, জিয়াগঞ্জ, কেঁয়ে-কথা, বালুচর, চেলি, লছমীপতের বাড়ী, মহিমাপুর, জগৎশেঠের বাড়ী, জগৎশেঠ কে ? নদাপুর রাজবাড়ী, স্মূব্রশিদ্দাবাদ্দ, নৃতন-প্রাসাদ, অব্দর মহাল, এমাম বাড়ী, তোপধ্বনি, নিজামত স্কুল ও কলেজ, নবাবের পেন্সন-রহস্ত, কুদারোগ, আলিবর্দির কথা ও কবর, সিরাজ-উদ্দৌলার কথা ও কবর, আ**গভা**, থাগ**ড়া**র ঘার্ট, খাগড়ার वामन, मूफ्की, क्रूबाटादात शहा, वश्त्रमश्त वाात्राक, वाकानीत मिन-होती (छुन, त्रामनान रमत्नत कीवनी, वाहेमाहैरकन, महात्रानी वर्शमत्रीत বাটী, রাণীর প্রকৃতি, স্বর্ণমন্ত্রীর জীবনী, রাণীর বদান্ততা দেওয়ান রাজীবলোচনের জীবনী, কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান ক্বঞ্চকাস্ত নন্দীর কথা, রাজা দিগম্বর মিত্রের শ্রীবৃদ্ধির স্ত্রপাত, नन्त्रीनातावनकीत्र मन्तित्र, मूत्रनिमाराप्तत्र मःक्लिश्च विवत्रन, ज्लान्यूङ्गा কান্দি, দেওমান গলাগোবিন্দ সিংহ, বিষ্ণুমৃত্তি, মন্তরাম বাবাজী,

রামপুরহাউ, হরিসভা ও বান্ধসমান্ধ, সিন্থিয়া বা সাঁইথিয়া, বীরভূম, সিউড়ি, বীরভূমের রাজার কথা, বোলপুর, স্থপুর, স্থরথ রাজার কাণীমূর্ত্তি, কান্মুক্তহংসন, বৈলভ্যমে থিছ-নাথের উৎপত্তি, কর্ম্মনাশা নদীর উৎপত্তি, জন্মহর্মা, রেলওয়ে স্প্টির কথা। পৃ: ২৯৫—৩১৯

ব্দিক্রান্স-বাবুর ব্যাগ বিভ্রাট, রাণীসায়ের, ওলা, ভামসায়ের, জেল, বেশ্রাশক্তির পরিণাম, সর্ব্বমঙ্গলার পুছরিণী, কৃষ্ণসায়ের তোপ, বেশ্রার वावश्यत, क्रक्षमादम्दत्रत्र कॅमिनी, यदमत्र मःवाम, शानाभवाग, दमनत्थाम-বাগ, চিডিয়াখানা, বাবের কথা, বনমাত্রুষের কথা, বানরের কথা, রাজহংসের কথা, গোলোক ধাঁধা, গজগিরি, গোলাবাড়ী, রাজ-প্রাসাদ, রাজবংশ-পরিচয়, মহাতাপ মঞ্জিল, রাজার মহাভারত, वादबादी, बाक्रममाञ, नातावनी-मञ्जन, ताज-काहादि, नक्तीनातावनकी বিগ্রহ ও পুজা, হুর্গাবাড়ী, পটে পুজা, স্কুলবাড়ী, গোশালা, অন্নপুর্ণা, ও রাধাবল্লভঞ্জী, রামগুলাল মন্বরা, পাঁচন-রহস্ত, ডাক্তার, বওলা উঠা, বাঁকা, বার্থারী বাগান, মালিনীপোতা, বিজাস্থন্দর, ভারত-চক্র রায়ের জীবনী, সর্বমঙ্গলা ও তাঁহার বাড়ী, নবচুর্গা, উইলবাড়ী, হাঁদপাতাল, 'বাপ-বেটার এয়ারকি, তেল মাভাই, বেখার ব্যবহার, কলে জল সরবরাহ, ব্রাহ্মণসমাজাদি, ওয়েব্রেটের গ্রিজ্জা, পুরাতন বৰ্দ্ধমান, সৰ্ব্বাসিং-কাহিনী, সের আফগানের কাহিনী, আজীম ওসমান মদ্জিদ, কলির বৌ, বর্দ্ধনান ত্যাগ, উডেন্ পেন্দিল, বাবুর ধোপানী-প্রীতি, বর্দ্ধমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, চক্রুদ্দিন্দি, চকদিঘীর জমিদার-বংশ-পরিচয়, ট্রাঁচি, বৈঁচির জমিদারগণ, গ্রাগুটাঙ্ক রোড নামকরণ, কৃঁকড়ো। পৃঃ ৩২ • — ৩৪৯

শাক্ত্রা, পেঁড়োর মন্দির, গোবুদ্ধের বিবরণ, দা-দফি পীরপুকুর, বাবুর কাণ্ড, ফতেবাঁর এমামবাড়ী, পীরপুকুরের ফকীর ও কুমীর, আমার



ইন্দ্র-বরুণ সংবাদ--অমরাবতী

> %

উঠে, তোমার বজে কি করিবে ? তুমি ইংরাজ জাতির কল-কৌশল ए शिल ना. अनिल नो विविधारे गर्स कत **এবং মনে** ভাব তোমার অমরাবতীর অপেক্ষা স্থন্দর স্থান আর নাই: কিন্তু যদি একবার ইংরাজ-রাজ্ধানী কলিকাতা দেখ, অমরাবতীতে আর আসিতেও চাহিবে না। এখানে তুমি সামান্ত স্থন্দরী শচীকে পাইয়া ভুলিয়া আছু: কিন্তু কলিকাতায় যাইয়া যদি আরমানি বিবি দেশ, হয়তো আর শর্চার প্রতি ফিরেও তাকাইবে না। এথানে তুমি সামান্ত বন নন্দন-কাননে যাইয়া অনেক রাত্রি পর্যান্ত বসিয়া থাক. কিন্তু কলিকাতায় যাইয়া যদি একদিন ইডেন গার্ডেনে প্রবেশ কর, তাহ'লে হয়তো আর ফিরে আসতে চাইবে না। ত্মি স্বর্গীয় ধেনো মদকে সুধা বল, কিন্তু ইংরাজ রাজ্যে যাইয়া যন্ত্রপি সেরি, স্থাম্পেন, ব্রাণ্ডি পান কর, হয়তো আর এ স্থধা মুখেও ক'রবে না। ইংরাজেরা তৈল-শলিতা-বিহীন লগ্ননে আলে। জালে। লোহ-তারে খবর আনে। জলে কলে তরী চালায়। কুইনাইন নামক ঔষধে স্থঃ জ্বর আরাম করে। ইংরাজকৃত কুইনাইনের শিশি সম্বল করিয়া কত শত গ্রুমর্থ ধন্মরের হইয়া পথে পথে ডিসপেন্সরি খুলে বিরাজ করিতেছে। এক পাইপের সৃষ্টি ক'রে আমার মাথাটা একেবারে থেয়েছে।

ইন্ত্র। পাইপ কি ?

বরুণ। জলের কল। এই কল মার্টির মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়া প্রজার বাড়ী বাড়ী জল দিতেছে। লোকে যেখানে-সেখানে স্বেচ্ছামত নল বসাইয়া জল লইতেছে। বিহাৎ ধরিয়া তদ্ধারা তারে থবরাথবর পাঠাইতেছে, রাস্তায় আলো দিতেছে। উহার নাম বৈহাতিক সংবাদ ও বৈহাতিক আলো। বেরূপ দেখিতেছি, ক্রমে পবন ভাষারও চাক্রি থাকে কি না থাকে।

ইন্দ্র। বরণা তোমার মুখে ইংরাজ জাতির ও কলিকাতার বেরুপ্ স্থাতি শুনিলাম, তাহাতে আমার কলিকাতা দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। বরুণ। বেশ তো চল না, তোমাকে ইংরাজরুত বালীয় শুকুটে আরোহণ করাইয়া কলিকাতায় লইয়া যাই। যাইতে কোন কট হইকেনা। 'আমরা রাস্তার ধারে ধারে ভাল ভাল টেশনে নামিয়া হ এক দিন করিয়া বিশ্রাম করিব, তাহা হইলে দিল্লী, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, মুঙ্গের, ভাগলপুর, বারাণদী প্রভৃতি প্রাচীন সহর সকলও দেখা হইবে এবং অসময়ে আহারাদি করার জন্মও কোন কট হইবে না।

ইক্র। আমারও একাস্ত ইচ্ছা—পূর্ব্বরাজ্যগুলি বর্ত্তমানে কিরুপ অবস্থা ধারণ করিতেছে দেখি। ভাল, বাঙ্গীয় শকট কি ?

বরুণ। ইংরাজক্বত একপ্রকার রথ। ইহা চালাইবার জন্ত ঘোড়া ও হাতীর দরকার করে না। বাষ্পে চলে বলিয়া ইহার নাম বাষ্পীয় শকট হইয়াছে। কলে বাষ্পের দ্বারা চলে বলিয়া অনেকে ইহাকে কলের গাড়ীও বলে। ইহার যাতায়াতের রাস্তা লোহের রেল। এজন্ত ইহা রেলওয়ে ট্রেণ বলিয়াও অভিহিত হয়। ট্রেণ অর্থাৎ বস্তুসংখ্যক প্রথম দ্বিতীয় ভৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী একত্র লইয়া যাওয়া হয়। লোকে যে যেমন পয়্রদা ব্যয় করে, সে সেইমত গাড়ীতে যাইতে পারে। স্পেনাই যত দেওয়া য়ায়, স্বছ্লেন্দে লইয়া য়ায়।

ইক্র। আহা ! এমন আশ্চর্য্য রথও ইংরাজেরা নির্ম্মাণ করিয়াছে ! চল একদিন মর্ত্ত্যে ঘাইরা চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করি ও মনের সাধ মিটাইরা লই । আপাততঃ চল ব্রহ্মলোকে বাইরা পিতামহকে সঙ্গে লইরা ঘাইবার চেষ্টা পাই । আমাদের দেখিবার অনেক সময় আছে । পিতামহের যেরূপ অবস্থা—আজু কা'লের মধ্যে যদি কৃক করিয়া মারা যান, এত স্থথের কলিকাতা আর দেখিতে পাইবেন না ৷ বড় আপসোস থাক্বে ৷ আমরা পিতামহকে এ সব কথা ভেঙ্গে বিলিব না, কেবল কৌশলে লইরা ঘাইবার চেষ্টা পাইব ৷ তাহা হইলে তিনি মর্ত্যে ঘাইয়া হয়া নিজ স্থির মধ্যে আশ্চর্যা সৃষ্টি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন ৷

ক্ষেপা বলিয়া দেবরাজ মাতলিকে রথ সাজাইতে আজ্ঞা দিলেন এবং



বরুণসং অন্দরে প্রবৈশপূর্বক কিঞ্চিং জলবোগ করিয়া রথারোহণে ব্রহ্মলোকের অভিমুখে গাত্রা করিলেন।

ব্ৰহ্মলোক

ব্রহ্মার মানস-সরোবরে অত্যস্ত পানা হইয়াছে, বিশেষতঃ কয়েক বর্ষ ভাল বর্ষা না হওয়াতে জলকটে তাবং মংশু মরিয়া যাইতেছিল। পদ্মযোনি বাধাঘাটে বিদিয়া ছদ্ ছদ্ শব্দে কাক তাঁড়াইতেছিলেন এবং যে মাছটী মরিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল, তংক্ষণাং তুলিয়া একস্থানে একত্ত করিয়া রাখিতেছিলেন। তথাপি চীল, মাচরাঙ্গা ও শিক্রে পাখিতে ছোঁ মারিয়া ছ একটা লইতে ছাড়ছিল না। অপরায়ে পিতামহ আর কয়েকটী বৃদ্ধ-সমভিব্যাহারে তাঁহার মানস সরোবরের উদ্ধানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ইহার পরিধানে রেলি বাদারের ধোয়া খান, ক বক্ষঃস্থলে খেত লোমের উপর শেতি যজ্ঞোপবীত, পায়ে শিংতোলা জুতা,—হাতে তালের ছড়ি। এমন সময়ে ইক্র ও বরুণ আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন শিতামহ। প্রণাম করি।"

বন্ধা। কেতে তোমরা १

ইন্দ্র। আজে, চিস্তে পার্চেন না 🤊 বরুণ আর ইন্দ্র।

ব্রহ্ম। আরে এস এস ! আর ভাই, চোকে ভাল দেখুতে পাইনে, এখন তোমাদের রেখে যেতে পাল্লেই বাঁচি। তবে অসময়ে আসিবার কারণ কি—স্বর্গে তো দৈত্যেরা কোন উপদ্রব আরম্ভ করে নাই ?

ইক্র। করে নাই বটে, কিন্তু কর্বার উপক্রম।

ব্রহ্মা। কারা উপদ্রব ক'র্বে 🤊

দেবগণের জুতা, কাপড় প্রভৃতি যাহা যাহা আবগুক হইত, বক্ল তাহা কলিকাতা
 ইইতে আনিয়া দিতেন।

ইক্র। ইংরাজ জাতি।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মার মুখ মলিন হইয়া গেল। পূর্ব্ব পূর্ব্বকার দৈতাদিগের উপদ্রব তাঁহার স্মরণ হওয়াতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং "চল দেখি—বেদে কি লেখা আছে" বলিয়া, ইক্র ও বরুণ সহ ভবনাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া চালের বাতা হইতে পুরাতন বস্ত্রে বাঁধা কতকগুলি বেদ বাহির করিয়া চদ্মা চক্ষে দিয়া দেখিতে দেখিতে কহিলেন "না, ইহাদের হইতে দেবগণের কোন ভয় নাই। এই ইংরাজজাতির রাজ্যসময়ে মনসা, জগন্নাথ প্রভৃতি গ্রামাদেবগণ স্বর্গে চলিয়া আসিবেন।" বলিয়া হাস্ত করিলেন।

ইন্ত্র। দাদা মহাশয়। আপনার তাতে এত সম্ভোব যে ?

ব্রহ্মা। ভাই, এই রাজ্যসময়ে পতিতপাবনী দ্রবমন্ত্রী স্থ্রধুনীকে আমি পুনরার কমগুলুতে প্রাপ্ত হইব। আহা! মাকে বখন ভগীরথ মর্জ্যে শইরা যার, বাছা কত কেঁলেছিলেন, "বাবা! মনে শেরখো, পত্র 'লিখিলে উত্তর দিও!" এইরূপ কত কথাই ব'লেছিলেন। এইবার এত দিনের পর আমার গৃহে আসিবেন—এত দিনের পর আমার সর্ব্বছঃখ দ্র হইবে; আর তিনি ক্রেকে বৎসরমাত্র নরলোকে আছেন। *

বরুণ। মার ছঃথের পরিসীমা নাই। তাঁকে কলিকাতার মল মূত্র বহনের কাজ ক'র্তে হ'চে। পূর্বে ঐরাবত বে প্রবাহ ধারণ ক'র্তে পারে নাই, সেই প্রবাহ ইংরাজের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। ইংরাজেরা তাঁকে যথা ইচ্ছা খনন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আবার হাবড়া ও হুগলীর নিকট বাধিয়াছে।

ব্ৰশ্ন কাঁদিয়া কহিলেন, "য়ঁচা, বেধেছে ! তুমি নিকটে যাইলে কিছু
বিশ্নেন ?"

রক্ষণ। কল কল শব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, "বক্ষণ। আমার

বোধ হয় কপাল পুর্ত্তৈছে—বাবা বৃঝি বেঁচে নাই; নচেৎ আমার এ ছংখের দশা দেখে কথনই নিশ্চিম্ভ থাকতেন না।"

ইন্দ্র। আপনার এক এক বার যাওয়া উচিত।

ব্রহ্ম। কি ক'রে ভাই ধাই, জান তো আমার ঘুমেতেট মাধা থেয়েছে। *

বরুণ। আপনি একদিন চলুন, নচেৎ লোকে ব্যঙ্গ ক'রে প্রায়ই ব'লে থাকে—"বুড়ো, মেয়েটাকে জলে দিয়ে কেমন ক'রে নিশ্চিম্ভ আছে ?"

ব্রহ্মা। ক্ষমতা থাকিলে কি বাইতে অসাধ ? ঘুমকে যদিও পারি— প্রাচীন শরীরে এক পাও চলিবার শক্তি নাই।

বঙ্গণ। চলুন—আপনাকে হাঁট্তে হবে না, কলের গাড়ীতে নিম্নে যাব। প্রাচীন শরীরে পিত্তি প'ড়ে পাছে অস্থুখ হয়, এজন্ম ভাল ভাল ষ্টেশনে বিশ্রাম করিব।

ব্ৰহ্মা। কলেবু গাড়ী কি ?

বরুণ। ইংরাজক্কত এক প্রকার রখ। ঐ রণ কলে চলে বলিয়া "কলের গাড়ী" নাম হইয়াছে।

ব্রহ্মা। মাকে আমার বেধেছে গুনে মন যেরূপ চঞ্চল হ'রে উঠ্লো, তাহাতে একবার মর্ব্যে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক হ'চেট। তোমরা বৈকুঠে নাইয়া নারায়ণকে আমার নাম করিয়া ডাকিয়া আন। দৈত্যেরা তাঁহার পরিবারবর্গের উপর যে নানাপ্রকার ক্ষত্যাচার করিতেছে, তিনি কি তাহার থবরটাও রাথেন না ?

এই কথার পর দেবগণ পুনরায় রপারোহণে বৈকুঠের অভিম্থে চলিলেন।

[#] ৪০২০০০ বংসরে ও বুপা। এই ৪ বুগে দেবতাদিপের ১ বুগ। এইরূপ হাজার বুর্বে জ্বনার এক রাতি।

বৈকুপ্ত

আহারান্তে লক্ষ্মী নিজ কক্ষে পালকে বসিয়া আলুলায়িত কেশে কার্পেট বুনিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে রেলপেড়ে শাটী, হত্তে হাঙ্গরমূথো ডায়মন্ কাটা বলয়, কর্ণে হুটী স্থন্দর এয়ারিং, গাত্রের বর্ণ বস্ত্রমধা দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বিস্থোষ্ঠ স্বাভাবিক লাল, তাহাতে আবার তাত্ব্ল চর্ব্বণ করাতে আরো টুক্টুক্ করিতেছিল। নারায়ণ নিকটে বসিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া আল্বোলার নল মূথে "থবরের কাগজ" দেখিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নারায়ণীর বদন প্রতি চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন।

এই সময়ে ভূত্য আসিয়া কহিল "দেবরাজ ও বরুণ ঠাকুর ুআপনার নিকটে আসিয়াছেন।"

নারায়ণ এ সংবাদে কিছু বিষয় হইলেন এবং ভত্যকে নিদায় দিয়া নারায়ণীকে কহিলেন "প্রিয়ে। বোধ হয়, স্বর্গে পুনরায় অস্কুরেরা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। তুমি কিঞ্ছিং অপেক্ষা কর, আমি তৃত্তামুসন্ধান কুরিয়া আসি" বলিয়া ক্রতপদে প্রস্থান করিলেন এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন "প্রিয়ে। আমাকে বিদায় দেও, মর্জ্যে যাইতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া নারায়ণী কহিলেন, "কেন—এখন মর্ব্তো কেন ?— তোমার তো কব্বিরূপে জন্মগ্রহণ করিবার বিলম্ব আছে।"

নারায়ণ। একবার কোল্কেতা দেখিতে ও কলের গাড়ীতে চড়িতে বড় সাধ হইয়াছে,—বেড়াইতে যার।

"পাঁচ জনেই তোমাকে থারাপ কল্লে" বলিয়া নারায়ণী হস্তস্থি কার্পেট দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং চকু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতে লাগিলেন— "ছি: কালামুথ! মর্জ্যে বাইতে, মর্ক্তোর নাম করিতে তোমার কি ভয় হয় না,—তোমার কি লজ্জা হয় না ? ভাব দেখি, সত্যা, ত্রেতা, ছাপর মুগ্যে ক্লিয়ানে শ্লিমে কত চলাচলি কু'রেছ এক্ক আমাকেও কত কট দিয়েছ!



লন্ধী-নারায়ণ সংবাদ—বৈক্ঠ

নারায়ণ। কেবল তিন দিন,—আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে যাচিচ, তিন দিনের মধ্যে ফিরে আস্বো। কলিকাতা দেখা আর কলের গাড়ীতে উঠা আমার নিতাস্ত সাধ, তাই কেবল যাচিচ।

নারায়ণী। ভাল—সাধ হয়েছে, আর কিছু কাল ধৈর্যা ধ'রে থাক, তার পর কল্লিরপে জন্মিয়া কত কলের গাড়ীতে উঠ্বে, কত কলিকাতা দেথ্বে। নারায়ণ। সে পরের কথা, এক্ষণে কেবল তিন দিনের জন্ম বিদায় দেও; আমি নিশ্চয় ব'ল্চি, এই মেয়াদের মধ্যে হাজির হব।

নারায়ণী। নাথ! আর কেন জালাও ? সেথানে গেলে তুমি যদি তিন দিন ছেড়ে তিন শত বৎসরের মধ্যে ফিরে এস—এক কলম আমি লিথে দিতে পারি। সেথানে গিয়ে যদি আরমানি বিবি পাও, আর কি আমায় মনে ধ'রবে ? না, স্বর্গের প্রতি ফিরে চাইবে ? হয়তো তাদের সঙ্গে মিশে মদ, ম্রগী, বিসকুট, পাঁউরুটী থেয়ে ইচকাল, পরকাল ও জাত থোয়াবে! শেষে জেতে উট্টা ভার হবে, আর দেখ্তে দেখ্তে যে বিষয়টুকু আছে তাও কোয়া বাবে। এমনও হতে পারে,—এাজসমাজে নাম লিথিয়ে বিধবা বিয়ে ক'রে ব'স্বে। কিংবা থিয়েটারের দলে মিশে ইয়ারের চরম হয়ে রাতদিন কেবল ফুলুট বাজাবে ও লক্ষীছাড়া হবে। ওন্তি, কোল্কাতার শীল, নোড়া না কারা ৭৫ হাজার টাকার্ম কোন্থিয়েটার কিনে ছই তিন লক্ষ টাকা উড়াইবার যোগাড় ক'রেছে, আমিও শীঘ্র তাহাদের বাড়ী পরিত্যাগের ইচ্ছা ক'রেছি। 'সে ষা হউক নাথ! শামি তোমাকে প্রাণ থাকিতে বিদায় দেব না।

বলিয়া নারায়নী চক্ষে অঞ্চল দিয়া, কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কাঁদিতে লাগিলেন।
নারায়ণ বিবেচনা করিলেন, যদি নারায়ণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ভাঁহার
ানোমত কাজ করেন, তাহা হইলে একপাল মহিনী * লইয়া কোনক্রমেই

^{*} কথিত আছে, নারায়ণের বাট হাজার মহিবী ফিল ।

সংসার নির্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন না; অতএব নারায়ণীকে আর কোন কথা না বলিয়া নিজ বস্ত্রাদি ও পাথেয় লইয়া বহির্বাটীতে গ্মন করিলেন।

নারায়ণী নারায়ণের এই প্রকার নিপ্লুর কার্য্য দেখিয়। অবাক্ হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "শেষা পৌষে বাড়ী হ'তে যাচ্চো—ধ্ব সাবধানে থেকো, নৃতন সহরে চর্ব্বি মিশান ঘিয়ে ভাজা ময়রার দোকানের জিনিস গুলো বেশী থেও না, পেটের অস্থুও হবে। আসিবার সময় যদি মনে থাকে, বেশী ক'রে পুঁতি আর পাঁচ রঙের উল কিনে আনিও; তোমার জন্ম জুতো বুন্বো।"

নারায়ণ, ইক্স ও বরুণের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "চল. ভোলা দাদাকেও সঙ্গে লইতে হবে, তা না হ'লে আমোদ হবে না।" এ প্রস্তাবে বরুণ প্রভৃতি সম্মত হইলেন এবং তিন জনে কৈলাসে চলিলেন।

কৈলাস

অন্ত পৌষ মাদের সংক্রাস্তি, পার্ব্বতী পিঠেপুলি প্রস্তুত করি-তেছেন; আর দেবাদিদেব মহাদেব নিকটে বসিয়া কার্ত্তিককে গালি দিতেছেন।

পার্মতী কহিলেন "ওকে ব'কো ঝ'কো না; আইবুড় ছেলে ঘরে আছে এই যথেষ্ট; আবার রাগ ক'রে যদি এক দিকে চ'লে নায়, তোমাকেই ভূগ্তে হবে।"

এই সময় নন্দী আসিয়া কহিল "ছোট কর্ত্তা এবং আর ছটী ঠাকুর আপনার নিকট আসিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া সদাশিব অত্যস্ত ভীত হইলেন এবং ভগবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "প্রিয়ে ় বোধ হয়, স্বর্গে পুনরায় দৈতোরা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে ; নচেৎ অসময়ে ইহাদের আসিবার কারণ কি ?



रत-शार्वाजी मरवान-देवनाम

রলিয়া নন্দী সহ প্রস্থান করিলেন। তিনি বহির্বাটীতে উপস্থিত হইবামান্ত্র-দেবগণ একে একে প্রণাম ও সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

শিব। স্বর্গের কুশল তো १

নারা। আজে হা।

শিব। তবে অসময়ে আসিবার কারণ কি 🤊

নারা। আমরা কলিকাতা দর্শন করিতে যাব, সেই জন্তে বড়দাদা আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

শিব। ভাই, এ অপেক্ষা আর স্থখের বিষয় কি আছে; তবে বাড়ী ফেলে আনার একদণ্ড কোন স্থানে যাবার যো নাই। আমি গেলে বিষয়-কর্ম্ম দেখে, এমন লোক একটীও নাই।

নারা। কেন, কার্ত্তিক ও গণেশ বাবাজীরা আছেন, উহাঁরা দেখিবেন। উপযুক্ত হইয়াছেন, এখন হ'তে বিষয়কর্ম্ম না দেখিলে চলিবে কেন ?

শিব শি মহাভারত । ও-বেটারা মানুষ হ'লে ভাবনা কি । ছটো ছেলের একটাও মানুষের নত হ'ল না। কার্ত্তিকেটা তো ঘোর ইয়ার হয়ে উঠেছে, রাত দিন কেবল আয়না ক্রদ নিয়েই আছে; আর ল্যাবেণ্ডার ওডিকলম প্রভৃতি কি ছাই ভস্ম গুলো মাথায় লেপ্ছে। বেটা কালাপেড়ে দিমলার ধুতি না হ'লে পরেন না এবং পাঁচ টাকা দামের চীনেম্যানের বাড়ার জুত না হ'লে পায়ে দেন না। আমি পয়দা বাঁচিয়ে বাঘছালে লজ্জা নিবারণ ক'রে বেড়াই—বেটা আমার সিল্কের পাঞ্জাবী পোরে তেড়ী কেটে বাবু সেজে বেড়ান।

ইন্দ্র। আপনি খরচপত্র দেন কেন १

শিব। আমি কি দিই; আখিন মাসে ওর মামার বাড়ী গিয়ে নিয়ে আসে। আমার শশুরই তো ছেলেগুলোর মাথা থাচেন; ব'লে শুনেন

না, লুকিয়ে লুকিয়ে রেজেষ্টরি ক'রে নোট পাঠান। আবার গিন্নি মাগীও কম নন,—যা ছুই এক পরসা পান, কার্ত্তিক ও গণেশকে দেন।

ইন্দ্র। গণেশটী কেমন १

শিব। দাদার ভাই। বেটা প্রত্যহ আদ মণ ক'রে সিদ্ধি থায়। তুঃথের কথা ব'লবো কি.—আজকাল আবার নাম হয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশ।

নারা। বেশ হয়েছে,—যেমন বুড়ো বয়সে বে বে ক'রে হেদিয়েছিলেন, তেমনি ফলভোগ করুন। বৌ আবার মধ্যে মধ্যে রাগ ক'রে ঐ ছেলেদের কোলে নিয়ে বাপের বাড়ী যান নয় ?

শিব। এখন আর সে রোগটা নাই।

নারা। সাধ ক'রে নাই ? বুড় বয়সে বাপের বাড়ী গেলে বাপে জায়গা দেবে কেন ? আর ক্রমে ক্রমে যে রকম মাগ্যিগণ্ডার দিন হ'য়ে উঠ্ছে !—

ইন্দ্র। তবে আমরাউঠি।

शिव। ना ना—गांदा तकन ? शिर्छ पूर्वि इ'एक (थर्म गांट ना ?

নারা। আজে, তা হবে না। আমাদের আবার সম্বর মর্ক্ত্য হ'তে ফিরে আস্তে হবে।

দেবগণ এই কথা বলিয়া মানস সরোবরে যাত্রা করিলেন। সেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিয়া তৎপরদিন ব্রহ্মার সহিত সকলে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদার

হরিশ্বরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন "ঐ যা। আসিবার সময় আমাদের পূর্ণঘট-দর্শন এবং সিদ্ধি ও বিরপত্তের আত্মাণ গ্রহণপূর্বক সাতবার

কথিত আছে, হরিছারের জনতিদূরে মানস সরোবর। এবং হরিছারই স্বর্গের

ুর্গা নাম জপ করিয়া যুাত্রা করা হয় নাই। এক্ষণে মন থারাপ হইতেছে, চল ফিরে যাই।"

নারায়ণ। আমরা উষাতে বাটী হইতে বাহির হইয়াছি। উষাকাল না দিন, না রাত্রি। অতএব উত্তম যাত্রা করাই হইয়াছে। আপনি অনর্থক মন ধারাপ করিবেন না।

বরুণ। হরিদ্বারের ছই দিকে পর্বতশ্রেণী, মধ্যে ত্রিধারা হইয়া গঙ্গা প্রবাহিতা। ঐ তিন ধারা কঙ্খালে আসিয়া মিলিয়াছে। পর্বতসমূহে অনেকগুলি বাস করিবার উপযুক্ত গুহাঁ আছে। তাহাতে সাধুগ্ল বাস করিয়া থাকেন। হরিদ্বারে সাধুগণের অনেক মঠ ইত্যাদি আছে, কিন্তু গৃহস্থ কেহ বাস করে না।

আমাদের দেবগণ ১লা মাঘ্ সেই হরিন্ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
একে শীতকাল, তাহাতে পাহাড়ে দেশ; অতএব পাঠকগণ তথায় কিরূপ
শীতের প্রাহুর্ভাব বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমাদের দেশে "মান্দের শীত
বাঘের ভর্ম" যে চলিত কথা আছে, তাহার প্রত্যক্ষ ফল যদি কেহ পরীক্ষা
করিতে চাহেন, শীতকালে একবার হরিন্ধার ভ্রমণে গমন করুন। দেবগণ
যদিও অনেক শীতবস্ত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তথাপি বৃদ্ধ বন্ধার
বিশেষ কষ্ট হইতেছিল। তিনি যাইতে যাইতে কহিলেন, "ও বন্ধণ।
এ কোথায় আন্লি ?"

বরুণ। ছরিদ্বার।

ব্রহ্মা। হরিদার না যমের দার। দেখু দেখি, আমার ঠন্ঠনের চটীতে বরফ উঠ্ছে, আর শীতে হাত পা পেটের মধ্যে প্রবেশ কচে। আগুন কর্, না হ'লে মারা ঘাই।

নারায়ণ ব্রহ্মার প্রতি তাকাইয়া বিশেষ হঃথিত হইলেন এবং কহিলেন, "আপনাকে শীতকালে মর্জ্যে আসিতে কে ব'লেছিল ?"

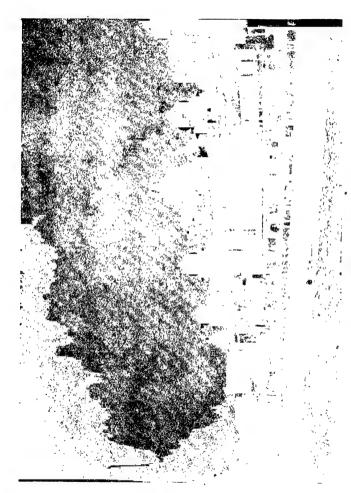
अका। गांक कि गांकि ? गंकोटक य दौंस्पर !

বরুণ। আমরা ভাল ভেবে শীতকালে মর্ক্তো আসিতে চাহিল্লাম, কিন্তু কপালক্রমে মন্দ হইল।

ব্দ্ধা। আপাততঃ আমাকে আগুন ক'রে সেক তাপ দিয়ে বাঁচাও।
এই সময় অদ্বে কতকগুলি কুটীর দেখিয়া বরুণ কহিলেন, "চলুন ঐ
কুটীরের মধ্যে যাইয়া আপাততঃ আশ্রর লই। বােধ হয়, সম্প্রতি হরিদারের
মেলা হইয়া গিয়াছে।" এই কথা বলিয়া সকলে কুটীরের মধ্যে উপস্থিত
হইলেন এবং চকমকা বাহির করিয়া ঠুকিতে লাগিলেন। শোলাগুলি
থারাপ হইয়াছিল, আগুন পড়িনামাত্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্বাণ
হইতে লাগিল। অতএব শোলাতে আগুন পড়িবামাত্র পরস্পরে "শোলার
গলা টিপে ধর" "শোলার গলা টিপে ধর" বলিয়া চাৎকার ও তক্রপ চেষ্টা
করিতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে অতি কষ্টে
নারায়ণ অয়ি বাহির করিলেন। তথন দেবগণ সানন্দ চিত্তে আগুন
ধরাইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। বহুণ, তথন তুমি ব'ল্ছিলে— হরিদারে কুন্ত মেলা হইরা গিয়াছে। মেলা কি, এবং হয় কেন, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বঙ্গণ। ভগীরথের তপস্থায় ভাগীরথী সম্ভষ্ট হইয়া যথন মত্তো আগমন করেন, প্রথমে এই স্থানে পতিত হন। তজ্জ্য এথানে অত্যাপি দ্বাদশ বৎসর অস্তর একটা করিয়া প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলাকে কুস্তমেলা কহে। যাত্রিগণ মেলার সময় আসিয়া মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন কুস্তযোগে স্নান করিয়া থাকে। সেই সময়ে এথানে সমারোহের পরিসীমা থাকে না। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের রাজারাই প্রায় ঐ উপলক্ষে অসংখ্য অসংখ্য দাস, দাসী, হস্তী, অখ, বাছভাগু সমভিব্যাহারে আসিয়া দীন দরিত্রদিগকে অসংখ্য ধন দান করিয়া থাকেন এবং নানা প্রদেশ হইতে শৈব, শাক্ত, নাগা, সয়্ল্যাসী, দুগুী, মোহাস্ক, পরমহংস, অবধৃত ও রামায়তগণ আসিয়া উপস্থিত হন। কেবল আধুনিক বাক্ষ



ক্রক্র প্রক সম্প্রদায় গঙ্গাকে নদী বলিয়া অবহেলা করিয়া মেলার আসিয়া
ক্রেক্র', দেন না। মেলার সময় এস্থান নগররূপে পরিণত হয়, তথন

জন্ম। তবে অভাপি গঙ্গার পৃথিবাতে কিছু মান আছে !

বঞ্জা। দেই জন্ম পৃথিবীও আছে; লোকের ঐ ভক্তিটুকু গেলেই শিখীপ যাবেন।

🛤। যাত্রীরা মেলায় আসিয়া কোন স্থানে স্নান করে ?

ন্ধা। চল আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া আসি।

পেবগণ তথায় গমন পূর্বক স্থান আফ্রিক করিলেন এবং ব্যাগ হইতে ক্ষামূল সল্পে বাহির করিয়া গঙ্গাদেবীর প্রতিমৃত্তিকে । উৎসর্গ করিয়া গকলো আহার করিতে বসিলেন। আহারাস্তে তামাকু সেবন করিয়া গেন্ধাশ নারায়ণশিলা দশনে চলিলেন।

ক্ষাক্রণ। পিতামহ! এই যে নারায়ণের প্রতিমৃত্তি দেখিতেছেন, ইহা ক্ষোপতি পূজা করিতেন। এথানে গোদান ও অন্নদান করিলে প্রস্তাবিক্যু-লোক প্রাপ্ত হয়।

স্ক্রায়ণ। এই ঘাটের নাম কুশাবর্ত্তের ঘাট দশন করিতে চলিলেন। ‡

স্পায়াপুরীর পূর্বে নীলপর্বত, পশ্চিমে বিজকেশর, দক্ষিণে পিছোড়নাথ এবং

দ্ধক্ষকুঙ্রে নিকটন্থ মন্দিরে বিশুপদ্দিক এবং গলাদেবার এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইরিয়ারের অর্গ ক্রোশ দক্ষিণে। ব্ৰহ্মা। এ যাট এত প্ৰসিদ্ধ কেন 🤊

বক্ষণ। এই স্থানে জনৈক ঋষি সমাধিত্ব হইয়া যোগসাধন করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে গঙ্গা হিমালয় হইতে পতিত হইয়া তাঁহার কুশ লোতে ভাসাইয়া লইয়া যান। ধাানভঙ্গে মুনি নিজ কুশ না দেখিয়া ক্রোমে কুশ সহ গঙ্গাকে আকর্ষণ করেন। ভগবতা হাইচিত্তে ঋষির নিকট আসিয়া তাঁহাকে কুশ প্রত্যপ্রপুর্বক বর দেন যে, অভ হইতে এ স্থানের নাম কুশাবর্ত্ত হইল; অতঃপর এই স্থানে যে কোন ব্যক্তি আপন পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিবে, তাঁহার পিতৃগণ বিষ্ণুতুল্য হইয়া বিষ্ণুধামে বাস করিবে। এ জন্ম অভাপি যাত্রিগণ এখানে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিয়া থাকে ।

ব্ৰহ্মা। ইহাতে কত মংশ্ৰ দেখ !

বরুণ। তার্থের মৎস্থ বলিয়া কেই ইহাদের প্রতি অত্যাচার করে না, এবং মৎস্থেরাও মন্থ্যু দেখিয়া ভয় পায় না। যাত্রীরা এখানে আসিরা মৎস্থ সকলকে চিঁড়ে মুড়ি খাইতে দেয়। হাজার হাজার মৎস্থ সেই সময় তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ইন্দ্র। দক্ষ প্রজাপতির গৃহ কোথায় ?

বরুণ। "এই স্থানের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে" বলিয়া সকলের সঙ্গে সেই দিকে চলিলেন এবং উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "পিতামহ! এই আপনার প্রিয় পুজের গৃহ।"

ইন্দ্র। এই স্থানেই কি শিবরহিত যজ্ঞ হইয়াছিল ?

বরণ। হাঁ ভাই, এই স্থানে দক্ষ প্রজাপতি শিবর্হিত যজ্ঞ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব সতীবিরহে দক্ষয়ত্ত ভঙ্গ ও দক্ষের মুগুচ্ছেদ্নপূর্ব্বক তাহাতে অজমুগু সংযোগ করেন। পরিশেষে দক্ষ দিব্যজ্ঞান প্রাশ্ব হইয়া দক্ষেশ্বর নামক এই শিব ◆ সংস্থাপিত করেন।

ইক্স । সতী কি এই স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দক প্রকাপতির গৃহে অন্তাপি ঐ শিব-মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে



দেখিতে দেখিতে বেলা তিনটার সময় দেবগণের এক্কা সকল সাহারাণপুরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে খাবারওয়ালা দোকানদারগণ, "বাবু এদিকে আস্থন, বাবু এদিকে আস্থন" বলিয়া চীৎকার করিতে আরস্ক করিল।

<u> সাহারাণপুর</u>

দেবগণ একা হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিকটস্থ একটা দোকান-ঘরে উপবেশন করিলেন। একটা ছেলে ডাবা ছাঁকায় তামাক সাজিয়া দেবগণের নিকটে আসিয়া "বাবু, ব্রাহ্মণের ছাঁকা দেব ?" বলিয়া পদ্মযোনির হস্তে ছাঁকা প্রদান করিল।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্যাগ খুলিয়া গাড়োয়ানকে টাকা দিতে গিয়া বিপদে পড়িলেন। কারণ স্বর্গীয় টাকার পাশ কাটা এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম নাই; গাড়োয়ান "এতে বিবির মুখ কই" বলিয়া, তাহা প্রত্যর্পণ করিল। "তথন দেবগণ" গালাইয়া বিক্রেয় করিয়া দেশায় টাকা লইবেন দিন্ধান্ত করিয়া সকলে বেণের দোকানে চলিলেন। সেখানেও মন্দ্র বিপদ্ন নহে। বণিক্ স্বর্গীয় টাকার বদলে কয়েকটা দেশায় টাকা ও নোট প্রদান করিল। দেবগণ কহিলেন, "টাকা নিয়ে কাগজ দিয়ে ঠকাবে— আমাদের এত বোকা পাওনি।" তথন পোদ্ধার ব্যাখ্যা করিয়া দিল, "মহাশয়! ইহার নাম নোট; নোট ভারতবাসীদিগের বড় আদরের ধন। অতএব এই নোট ভারতবর্বেয় যে প্রদেশের যে ব্যক্তিকে দিবেন, সে সম্ভোষের সহিত গ্রহণ করিবে। বাড়ীতে থরচ পাঠাইবার এবং পথ-থরচের জক্ত সঙ্গেল লইবার এমন স্ব্রবিধা আর কিছুতেই নাই।" তথন দেবরাজ মনে মনে স্থির করিলেন, 'স্বর্গে যাইয়া নোট প্রচলিত করিবেন, অনর্থক স্বর্ণ রৌপ্য আর ধনাগার হইতে বাহির করিবেন না।

এই ঘটনার পর সকলে আহারাদি করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত

হইতেছেন, এমন সময় ডাকের রণার্কে জতপদে যাইতে দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন "বয়ংণ। ও কে ? আর এত জতই বা যাইতেছে কেন ?"

বরুণ। ও ডাক্ঘরের রণার্, নির্দিষ্ট স্থানে ডাক প্রছছিয়া দিবার নিমিত্ত ক্রতবেগে যাইতেছে।

ব্ৰহ্মা। ডাক কি ?

বরুণ। ছ এক পরসা লইয়া পত্রাদি ভারতের এক প্রাস্ত ইইতে অন্থ প্রাস্তে নির্কিন্দে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে পঁহুছিয়া দিবার জন্ম ইংরাজরাজ ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে চিঠি পত্র জমিবার একটি আড্ডা করিয়াছেন; ঐ আড্ডাকে ডাক্ঘর করে।

ব্রহ্মা। ছ এক প্রসায় গেখানে সেখানে পঁহুছে দেয়, যুঁগা় খ্রচ পোষায় তো ?

বরুণ। বরং লাভ থাকে।

ইক্র । পরসা উপারের মন্দ উপায় নয় । আমি স্বর্গে যাইয়া পোষ্ট আফিস স্থাপন করিব।

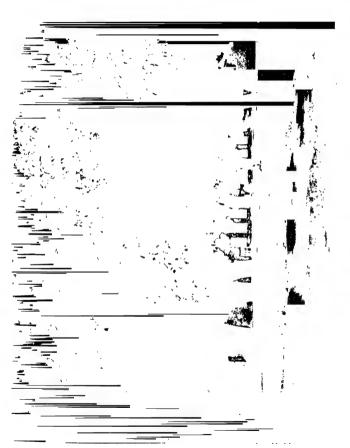
ব্ৰহ্মা। দোত ও কলম পাইলে বাটাতে এক থান পত্ৰ লিখিতাম, পঁছছে দিতে পারে ভাল, নচেৎ ছ প্রসা অপবায় হইলে কিছু মারা যাবো না।

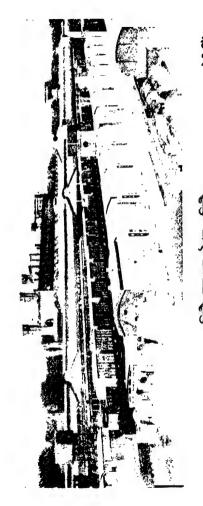
বঙ্গণ। "ইংরাজরাজ্যে দোত কলমের অভাব নাই, ভারতের প্রত্যেক দোকানে প্রায় বিলাতি কালি, কাগজ, কলম বিক্রয় হইয়া থাকে।" বলিয়া পিতামহকে একথানি পোষ্ট কার্ড আনিয়া দিলেন।

বন্ধা। এথানির দাম কত ?

বৰুণ। এক পয়সা মাত্র।

ব্রহ্মা। বিশ্বরে কার্ড থানির এ পীঠ ও পীঠ দেখিলেন। পরে তিনি ছাণ্ডেলে নিব্ বদাইতে গিয়া—"য়ঁগা! কাট্তে হয় না ?" এই কথা বলেন আর কৌভুকে বিশ্বরে দম আট্কে মারা যান। পরে বলিলেন "বঙ্কণ! মামাকে বেশী ক'রে ষ্টিল্পেন নিব্ কিনে এনে দেও—শ্বর্গে





দিলী রেলওয়ে প্রেশন—দিলী

লইয়া যাইব। নচেৎ সার সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া বাধারি চেঁচে ্রচচে কলম তৈয়ার করিতে পেরে উঠিনে।"

সাহারাণপুর একটি বিখ্যাত জেলা। এখানে গ্রথমেন্টের জজ আদালত প্রভৃতি যাহা আবশুক সমস্তই আছে। দেবগণ অপরাফ্লে নগর ভ্রমণ করিয়া 'বংশিষ পরিভূষ্ট হইলেন এবং' পুনরায় বাজারে প্রভ্যাগমন পূর্ব্বক কাষ্টের ভূলকাটা বাক্স দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং প্রভ্যাগমন-সময়ে প্রভ্যেকে এক একটি খরিদ করিয়া স্বর্ফে লইয়া গাইবেন স্থির হইল। *

বৰুণ। "দেখ কৃষ্ণ, রাত্রিগোগে ধূমপান করিতে হইবে। অতএব এক প্রসায় গুইটা ম্যাচ্ বক্ষ লওয়া যাক" বলিয়া গুইটি থরিদ করিলেন।

ব্রহ্ম। এক পয়সা ছুইটি বাক্সের দাম। এর চেয়ে আধ পয়সার ক্ষেক কিনে ঘরে দেশলাই তৈয়ার ক'বলে কি সন্তা পড়ে না ?

বরুণ। "ইহার বিশেষ গুণ এই, ইহা জালিতে আগুনের প্রয়োজন হয়।" বলিয়া, বেমন একটি কাটি ঘসিলেন, অমনি দপ করিয়া জালিয়া উঠিল।

দেবগণ তদ্দনি বিশ্বয়াভিভূত হইয়া "দেখি, আমি পারি কি না" বলিয়া ইনি একটি, উনি একটি জ্বালেন আর কচি ছেলের মত ফিক্ ফিক্ করিয়া হাস্ত করেন। তৎপ্রে ঠাহারা ষ্টেশন অভিমুখে চলিরেন।

এই স্থান দিয়া সিজ্পঞ্জাব রেলওয়ে যাইয়াছে। দেবগণ ষ্টেশনে উপস্থিত হুইলে ব্রহ্মা "এটা কি, ওটা কি, এ কেন, ও কেন" ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, এবং বরুণ যথাযথ প্রভ্যুত্তর দিলেন। ঐ দিন কার্যাগতিকে ট্রেণ আসিতে বিলম্ব হওয়ায় বরুণ বলিলেন, "পিতামহ! অনর্থক এখানে দাঁড়াইয়া থাকার অপেকা চলুন আমরা ওয়েটিং রুমে বাইয়া বিশ্রাম করি" বলিয়া, বেমন সকলে প্রবেশ করিলেন, অয়ি চাপরাসী নিরেধ করিয়া কহিল "এ তোমাদের জন্ত নহে।"

শহারাণপুরের ফুলকাটা বাক্স বড় বিখ্যাত।

বহুণ। আমাদের জন্ম নহে কেন ? এই ত স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে "ওয়েটিং কম ফর্জেণ্টেল্মেন।"

চাপ। জেণ্টেশম্যান শব্দে ইংরাজ জাতি, অন্ত নহে।

বরুণ। "তবে 'ওয়েটিং রুম ফর্ ইংলিস্ জেণ্টেল্মেন' লেখা নাই কেন ?" বলিয়া বলপুর্বাক প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় চাপরাসী পুনরায় কহিল, "প্রবেশ করিবেন না, প্রবেশ করিলে অপমানিত হইবেন।"

বরুণ। তুমি জান— সদাশর কোম্পানির এরূপ নিয়ম নয়; আমাদের প্রতি তোমার হর্ব্যবহারের কথা কোম্পানিকে জানাইলে তোমার কর্ম্ম যাইবার সম্ভাবনা।

-ইন্দ্র। ওহে ভাই, ফিরে এম; ও বরে ব'নে কি আমরা চতুতুঁজ হব ?

দেবগণ অন্ত দিকে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময় বরুণ গৃহের ভিতর দিকে উকি মারিয়া উচ্চ হাস্ত করিয়া উঠিলেন।

रेख। कि दर्

বরুণ। ভিতরে একজন জেণ্টেল্ম্যান ব'দে আছে দেখেছে। ?

ইক্ত। কই না; কে ব'দে আছে?

বরুণ। তোমার স্থরণ থাক্তে পারে, জয়স্তের বিবাহের সময় মেয়েদের উপরোধে যমালয় হ'তে যে একদল ইংরাজী বাজাওয়ালা আনা হয়, তন্মধো ডিকু নামক বে ব্যক্তি জয়ঢাক বাজায়, তার পুত্র পিক্র জেণ্টেল্ম্যান সেজে ব'সে আছে।

চাপ। টুপির এমি গুণ!

বরুণ। টুপির এত আদর ?

চাপ। ই্যা, মাথা খোলা পা খোলা অসভ্যদিগকে স্থসভ্য ইংরাজজাতি বিশেষ দ্বণা করেন, এজন্ত গবর্ণমেন্ট আফিসের চাপরাসীরা পর্যাস্ত মন্তকে পাকৃড়ি ধারণ করে। ইক্র। আহা ! এমন জান্লে আমরা সেজেগুড়ে টুপী মাধায় দিয়ে আসিতাম।

এই সময়ে দ্বীং ল্যাটাং, দ্বীং ল্যাটাং করিয়া টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়া হইল। দেবতারা যাইয়া দিল্লা পর্যন্ত টিকিট লইলেন। যথাসময়ে তুপ্ তুপ্ গুপ্ শব্দে ট্রেণ আর্সিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ সন্ধরে ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন, চারিদিক্ হইতে "চাই জলথাবার" "চাই পাণ" শব্দ হইতে লাগিল, এবং একজন "সাহাঝাণপুর" বলিয়া চাৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে নীল রঙের লঠন দেথান হইল। ওদিকে ভাইল সাতলানোর স্থায় যেমন একটা ভয়য়য়র শব্দ হইল, সেই সঙ্গে বংশীধ্বনি হইয়া ট্রেণ পূর্বের স্থায় তুপ্ তুপ্ গুপ্ শব্দে চলিতে লাগিল। ট্রেণের চলন দেথিয়া দেবগণ হেদে বাচেন না। ক্রমে ক্রমে ট্রেণ দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

मिल्ली

ট্রেণ ইইতে অবতীর্ণ হুইয়া সকলে গেটের নিকট টিকিট দিয়া বাহিরে থাইয়া দেখেন, অসংখ্য গাড়ী দণ্ডায়মান। গাড়োয়ানেরা "বাবু, এ বগীতে আহ্ন, এ বগীতে আহ্ন" বলিয়া টীৎকার করিতেছে। * দেবগণ একখানি গাড়ীতে উঠিবামাত্র গাড়োয়ান ক্রতগতি নগরাভিমুখে লইয়া চলিল। তাঁহারা যনুনাতে স্নান আফ্রিক করিয়া বৈকালে নগর ভ্রমণে চলিলেন। +

যাইতে যাইতে ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! এ সহরে তিনপ্রকার মন্দির
দৃষ্ট হইতেছে কেন ?"

বরুণ। আজ্ঞে দিল্লী পর্যায়ক্রমে হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজ্ জাতির রাজধানী হয়; সেইজন্ত প্রথমে মন্দির পরে মস্জিদ এবং সর্বশেষে চর্চ নির্মিত হইয়াছে।

ইন্দ্র। কোন হিন্দু রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন ?

^{*} দিল্লীতে সকল প্রকার গাড়ীকেই বগী কছে।

[†] पिल्ली यम्नात्र छेशत ।

বরুণ। এ নগরকে পূর্বেই ক্রপ্রস্থ কহিত। রাজা স্বিষ্টির এই স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন।

ব্ৰহ্মা। ইক্সপ্ৰস্থ কোন্ স্থানকে বলে ?

নারা। সে স্থান যমুনা নদার দক্ষিণ দিকে ছিল।

বরুণ। "বর্ত্তমান দিল্লী হইতে ঐ স্থান এক ক্রোশ দূরে। চলুন আপনা-দিগকে দেখাইয়া আনি." বলিয়া সকলকে লইয়া তদভিমুখে চলিলেন।

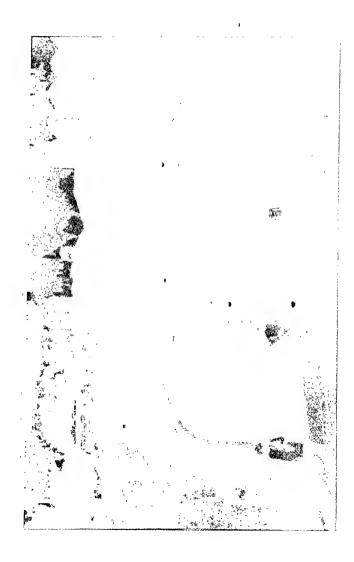
্রহ্মা। এ ধ্বংসাবশেষ গৃহালি কোথাকার १

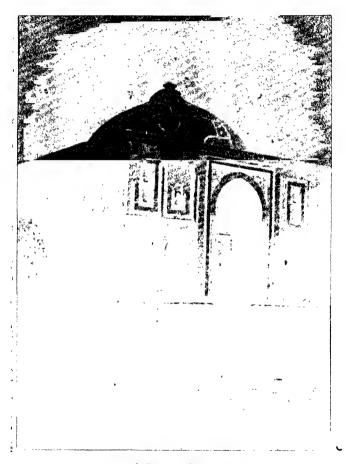
বরুণ। এই ইন্দ্রপ্রস্থের রাস্তা। রাজা র্তরাষ্ট্র পঞ্চপাগুরকে পানিপত, সোনপত, ইন্দ্রপত, টিলপত, এবং ভাগপত, নামক যে পাঁচখণ্ড জমী দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টিলপত ও ভাগপত নামক ঐ দেখুন ছই খণ্ড জমী অত্যাপি বর্ত্তমান আছে। অবশিষ্ট তিন খণ্ড যমুনা-গর্ভে লীন হইয়াছে। এই স্থানে চতুর্দ্দিকে গড়-বেষ্টিত পুরাতন কেলা ছিল। এক্ষণে কেলাটী মুসলমান-দিগের কৌশলে এত পরিবর্ভিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বের বলিয়া কিছুমাত্র চিনিবার যো নাই। পিতামহ! ঐ যে হুমায়ুনের মস্জিদ দেখিতেছেন, ঐ স্থানে মহাবীর অর্জ্জুনের কেলা ছিল! আর ঐ যে সের-শার রাজবাটী দেখিতেছেন, ঐ স্থানে মহাবীর অর্জ্জুনের কেলা ছিল! আর ঐ যে সের-শার রাজবাটী দেখিতেছেন, ঐ স্থানে পাণ্ডুপুত্রগণ নারায়ণ এবং মহর্দি ব্যাস প্রভৃতি কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেন। আর যে স্থানে রাজস্থ যজ্ঞ উপলক্ষে ফল্প, কলাক প্রভৃতি দেশের রাজারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে ঘাটে যুধিন্তির অশ্বমেধ যজ্ঞের হোম করেন, সে ঘাট অত্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাকে আগ্যমযোড়ের ঘাট কহে।

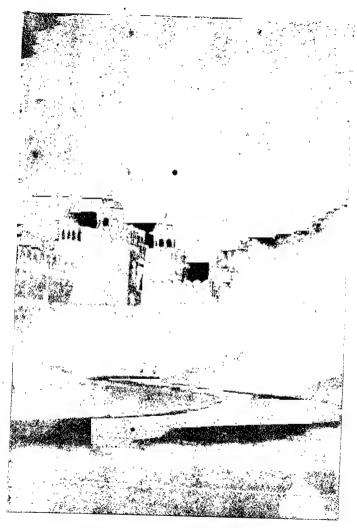
ব্রহ্মা। এস্থানের বর্ত্তমান নাম কি ? সের-শা বাটী নির্মাণ করায় নামের কি কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে ?

বরুণ। আজ্ঞে, যদিচ সের-শা, নাম পরিবর্ত্তন জন্ম অনেক চেষ্টা পান এবং নিজ নাম অনুসারে ইহার সিয়ারগড় নাম দেন, কিন্তু অভাপি লোকে

ইন্দপ্রস্থ পুরান কিল্লা—দিলী







দিল্লী তোরণ—কেল্লা, দিল্লী

ইহাকে পুরাতন কেলা বাঁ ইক্সপত কহে। ঐ কেলার চারিদিকে গড় আছে। উঠা যমুনার সহিত সংলগ্ন। এবং ইহার চারিটি তোরণ বা গেট আছে। এই স্থানে হুমায়্ন বাদসা অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ইন্দ্র। হুমায়ুন বাদসা কে ?

বরণ। ইনি একজন বিখ্যাত বাদসা ছিলেন। ছেলে মেরে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিলে অভাপি বঙ্গবাসীরা, "ঐ তুমো আস্ছে" বলিয়া, তাহা-দ্বিগকে ভর দেখায়।

নারা। এ নগরের নাম দিল্লী হইল কেন ?

বরুণ। অনেকে বলে—ডিলু রাজার নাম অনুসারে ইহার নাম এ দিল্লী হইয়াছে। এথানে একটি লোহার পিল্পের উপর লেখা ছিল— ১৪ শতাক্লীতে এই নগর সংস্থাপিত হয়। ঐ অক্ষর সংস্কৃত, এজন্ত ইহা যে হিন্দু রাজার নির্শ্বিত ইহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রনা। লোহার পিলুপে ?

বৰুণ। আজ্ঞে হাঁা, কেহ কেহ ঐ পিল্পেকে ভীমের হাতের ছড়ি বলে। কেহ বলে, ইহা বাস্থাকির মস্তকের নিকট পর্যান্ত পোতা আছে। কলত: ইহার গান্নের লেখা পড়িতে পারা যায় না, এজন্ম ইহা যে কি তাহা ছির হয় নাই। ইহার পর দেবগণ লালকোট দর্শন করিতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইরা ইক্ত কহিলেন, "ইহারই নাম কি লালকোট ?"

বরুণ। হাঁ। ভাই—ইহা দ্বিতীয় অনক্ষপাল নির্মাণ করেন। ইহার পরিধি
আড়াই মাইল। প্রাচীর ৬০ ফিট উচ্চ এবং চতুর্দিক্ গড়-বেষ্টিত ছিল।
এক্ষণে তিন দিকের গড় বর্ত্তমান আছে, দক্ষিণ দিক্টে বুজে গিন্ধেছে।
ইহার অনেকগুলি গেট আছে; তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের গেটকে রণ্জিৎ
গেট কহে। এই বলিয়া সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ব্ৰহ্মা। ঐ যে বৃহৎ দীঘি দেখা যাচেছ, উহার নাম কি ? বৃহণ । উহার নাম "অনঙ্গপাল দীঘি"। ইহা ১৬৯ ফিট লম্বা এবং ১৫২ ফিট গভীর। ইহা রাজা বিতীয়ে অনক্ষণালের কৃত।
বিতীয় অনক্ষণালের পুত্র তৃতীয় অনক্ষণালের সময় মহম্মদ ঘোরী
অধিকার করেন। আক্রমণ-ভরে রাজা সপরিবারে লালকোট
আত্রর গ্রহণ করেন। ঐ কেলাকে লোকে অক্সাপি "কেলা রায়
রাজের" কহিল্লা থাকে। কেলার যে গেট দিলা মুসলমানেরা ও
করে, তাহাকে "গিজনি গেট" কহে।

এই বলিয়া সকলে গমন করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ। এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। ইহার নাম ভূতথানা। পৃথ্বাজের রাজধানীতে ২৭টি হিন্দুর মন্দির ছিল। সেই সমস্ত মাল-মসলায় ভূতথানা প্রস্তুত হইয়ায

অনস্কর সকলে উহাতে প্রবেশ করিলেন।

ব্রহ্মা। ইহার মধ্যে এ সব প্রতিমূর্ত্তি কাহাদের ?

বরুণ। এই যে পর্যান্ধে মহাপুরুষ শয়ন করিষ্ধা আছেন, বাহার । দেশে পদাস্ক এবং মস্তকে ও পদতলের নিকট গৃই জন বদিয়া আ ইনি আমাদের বর্তমান নারায়ণ।

ক্ষীরা। আমাকে এনে শেষে ভূতধানায় হাজির ক'রেছে ! হা ছ কি বক্ষণ। কাহারও পরিত্রাণ নাই, এই দেখুন ঐরাবত-পৃষ্ঠে দিগের দেবরাজ, এবং এই হংসপৃষ্ঠে পিতামহ আপনি, আর এই ই পৃষ্ঠে নন্দী সহ আমাদের দেবাদিদেব মহাদেব। *

नाता। अ मम्बिन ए कि १

বরুণ। কুতুব ইন্লামের মস্জিদ। ইনিই দিল্লীর প্রথম মুস রাজা ছিলেন। ইহাতে প্রবেশ করিবার তিনটী গেট ছিল। ইহ দেব-মন্দিরের মাল-মসলায় তিন বৎসরে প্রস্তুত হয়। এক সময় ইহা

ष्ट्रज्ञानांत्र উপরি উক্ত দেবমূর্জ্ সকল আছে।

দ্যালাগ্য ছিল যে, তৈমুর**লক স্থমা**রকলে ইহার প্রতিরূপ একটি মস্জিদ নর্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

ইহার পর দেব তারা কুতুব-মিনার দেখিতে চলিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হার নামই কি কুতুব-মিনার ? আহা। দেখিবার উপযুক্ত বটে,— পাঁচ কি ক্রমান্বয়ে লাল, সাদা এবং রক্তবর্ণ পাণরে নির্মিত।

বরুণ। পিতামহ! এই মিনার ১৫২ হাত উচ্চ এবং ইহার রিধি প্রায় ৯৮ হাত। ঐ যে বিবিধু রঙ্গের পাঁচটি থাক দেখিতেছেন, হা পাঁচটি কুঠারি। ঐ কুঠারিগুলির মধ্যে কোনটী কোণবিশিষ্ট, কানটী কিঞ্চিৎ অর্দ্ধচন্দ্রাকার, কোনটী বা গোল এবং কোনটী বা কোণের গ্রায়। ইহার উপরে ঠিবার ৩৭৬টী ধাপ-বিশিষ্ট সিঁড়ি আছে।

ইক্স। ইহার নির্মাণ সক্ষমে অনেক কথা নাগরী অক্ষরে লেখা আছে।
কহ বলে "এই মিনার, কোন হিন্দু রাজা, তাঁহার কক্সা সূর্য্য উদরের সময়
দার হইতে গঙ্গা দর্শন পূর্ব্বক উপাসনা করিবেন বলিয়া, নির্মাণ করেন।"
কহ বলে "সায়দ আহম্মদ মুন্সী নামক এক ব্যক্তি আকবর শার সরকারে
দর্ম করিত, সে এই নগরের লোকের সাহায্যে ইহা নির্মাণ করে।"
মনারের উত্তর দিকের স্বারপ্তলি হিন্দু স্বারের স্থায়, তদ্ভিয় এখানে একটি
টৌ আছে। এ সমস্ত দেখলে ইহা যে হিন্দু র তৈরি, তা বেশ প্রতীত
য়; কিছু মুনলমানদিগের কৌশলে হঠাৎ হিন্দু দিগের বলিয়া বোধ হয় না।
হার উপর হইতে ব্রুম্নাকে স্তার স্থায় এবং মনুষ্যকে পুত্তলিকার স্থায়
নথায়। ইহার চতুর্দিকের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বোধ হয় এমন সহর
ধিবীতে আর ছিল না।

ব্রহ্মা। ইহার নিকটে ও উচ্চ স্থানটী কি १

বরুণ। ইহাকে লোকে অসমাপ্ত মিনার কহে। কথিত আছে, মার একটি হিন্দুবালিকা পূর্ব্বোক্ত মিনার দেখিরা নিজ পিতাকে ঐপ্রকার একটি করিয়া দিতে বলে। অর্দ্ধেক আন্দাক্ত প্রস্তুত হইলে মুসলমানের।
নগর আক্রমণ করে, স্থতরাং অসমাপ্ত রহিয়া যায়।

ইক্স। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঐ কুপ এবং কবর কাহার ? আর ঐ ধ্বংসাবশেষ জমীই বা কি ?

বরুণ। কৃপটি শ্বিতীয় অনঙ্গপালের, এবং কবরটি আদম থাঁ নামক এক ব্যক্তির। এই স্থানে হুমায়ুন বাদসারও কবর আছে।

পরে দেবগণ যাইতে যাইতে এক স্থানে দেখেন, একটি অন্ধকার গৃহে হন্ধুমানের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে; তদ্দর্শনে বরুণ হাস্ত করিয়া কহিলেন—''হমু, তুমি লঙ্কার ফর্জ্জয় সমরে জয়লাভ করিয়াছ এবং পৃষ্ঠদেশে গদ্ধমাদন পর্বত্তও বহন করিয়াছ, কিন্তু আজ দিল্লীতে অন্ধকার ঘরে ব'দে কেন গু" বলিয়া সকলে অগ্রসর হইলেন।

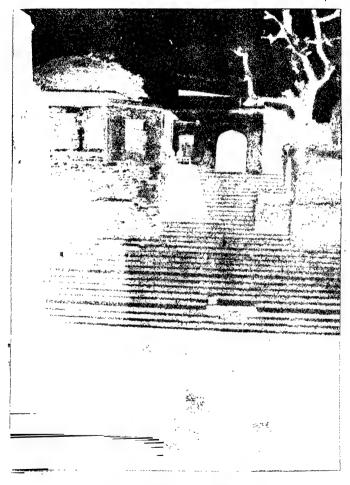
ইক্র। বরুণ, সন্মুখে বাহা দেখা যাইতেছে উহা কি ?

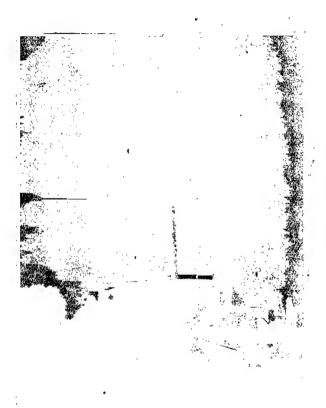
বঙ্গণ। "উহার নাম জাহানপারা। এখানে ৫২টি গেট আছে, এবং সাতটি কেলা আছে, এজন্ম ইহাকে 'সাত কেলা 'দেওয়ান দর্গলা' কহে। এবং ইহারই নাম অনুসারে লোকে অন্তাপি কহে "দিলী সাত কেলা সহর।" বলিয়া, যাইতে যাইতে কহিলেন "এই যে কবর দেখিতেছেন, ইহা রাজপুত্রী জাহানারার। ইনি সমাট্ সাজাহানের কন্তা, পিতার কারাবাস-সময়ে সেবা করিবার জন্ম ইনিও কারাক্ষম হন। ইহার নাম দিল্লীতে আদরণীর।"

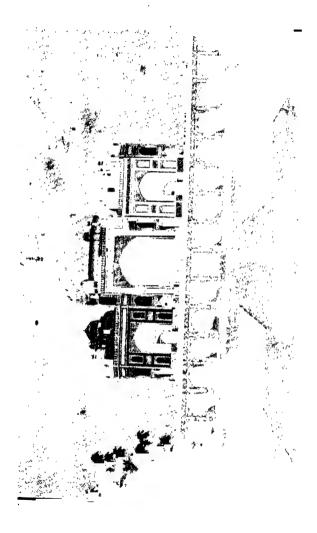
দেবগণ একটি বৃহৎ কুপের নিকট উপস্থিত হইলে একা কহিলেন, "বঙ্কণ! এ কৃপটী কি ?"

বঙ্গণ। ইহাকে লোকে "নিজাম উদ্দীনের কুপ" কহে। প্রতি-বংসর এথানে একটি বিখ্যাত মেলা হর, সেই সময় যাত্রীরা আসিয়া ল্লান করে। ওদিকে দেখুন ফিরোজাবাদ সহর, উহা ফিরোজ শাহের ক্বত। ঐ স্থানে ২০টি রাজবাটী, ১০টি মহুমেণ্ট, পাঁচটি কবর, তাঙ্গি কালেজ, হাঁসপাতাল

জাহানারার সমাধি—দিল্লী







ইত্যাদি আছে। ঐ•যে অত্যুক্ত পিলার দেখিতেছেন, উহাকে লোকে "ফিরোজ শাহের ছড়ি" কহে; উহা এত উচ্চ যে পাঁচ ক্রোশ দূর ক্রইতে দেখা যায়। এই বলিয়া, সকলে সাতপুলাবাধ দেখিতে চলিলেন।

যথন তাঁহারা রাস্তা দিয়া বাইতেছিলেন, একটি দীর্ঘাকৃতি স্ত্রীলোক—
আপাদমস্তক নয়ানস্থ থানের বেরাটোপে ঢাকা, রাস্তা দিয়া দূরে
বাইতেছিলেন। দেবতারা তদ্দর্শনে "ও: বাবা, এটা কি !" বলিয়া
সবিশ্বয়ে পলাইলেন।

বরুণ। আপনারা উহাঁকে দেখিয়া ভয় পাইতেছেন কেন ৽ উনি কোন সম্ভ্রাস্ত মুসলমান-রমণী। হীনাবস্থানিবন্ধন পদব্রজে যাইতেছেন। এবং লোকে দেখিয়া পাছে চিনে বলিয়া সর্বাঙ্গ বস্তার্ত করিয়াছেন।

ইব্রঃ এ স্থানের নাম কি 🤊

বরুণ। ইহাকে লোকে "সাতপুলার বাধ" কহে। তৈমুরলঙ্গ এই স্থান আক্রমণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নাশ, ও অনেক বৃহৎ অট্টালিকা ধ্বংস করেন, এবং বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী হরণ করিয়া লুইয়া যান। সের-শাহের পুত্র সলিমান এই নগর নির্মাণ করেন। এই স্থানে আওরঙ্গজেবের আদেশে মোরাদকে বন্ধন করিয়া আনা হয়, এবং দারার পুত্রও এই স্থানে অবরুদ্ধ ছিলেন। এই স্থান ভারতের রঙ্গভূমি। এথানে মোগুল, পাঠান ও হিন্দু রাজারা অনেক রঙ্গ দেখাইয়াছেন।

ব্রহ্মা। ওদিকে ও অত্যুচ্চ মন্দিরটা কি ?.

বরুণ। হুমার্ন বাদসাহের টুম্। ইহা দিল্লীর মধ্যে একটি আশুর্য মস্জিদ। ইহার আকার অতি বৃহৎ, নির্মাণ করিতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যন্ন হুইন্নাছিল। ঐ স্থানে হুমার্নের প্রিয় বেগম ছামিদাভামুর ও দারার কবর আছে। তদ্তির ফেরোক্স শা, * জাহা-

ন্দার শা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আলমগীরেরও * এই সানে কবর আছে। এই সমস্ত গোরস্থানের চারিদিকে স্থন্দর বাগান আছে। বাগানের মধ্যে মধ্যে ফোয়ারায় জল দেওয়া হইত। বাগানের চারিদিকে দেয়াল আছে, দেয়ালের উপরিভাগে নানা রঙ্গের স্তম্ভ সকল বিরাজ করিতেছে।

অনস্তর সকলে সাজেহানাবাদে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে বাজার, তাট ও বসতি প্রভৃতি আছে। ইহার চারিদিকে প্রাচীর, ভিতরে বাইবার জন্ত কাশ্মার, কাব্ল, লাহোর, ফরাসথানা, আজমীর, দিল্লী, রাজঘাট ও কলিকাতা গেট নামক অনেকগুলি গেট আছে। কলিকাতা গেটের মধ্য দিয়া রেলের রাস্তা গিয়াছে। দেবগণ এই গেট দিয়া প্রবেশ করিয়া চাঁদনী-চকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্ৰহ্মা। বৰুণ। ঐ যে দেখা বাচেচ, উহা কি ?

বরুণ। উহার নাম যুমা মস্জিদ। এমন প্রকাণ্ড মস্জিদ অত্যাপি
মহুদ্ম দ্বারা নির্দ্ধিত হয় নাই। হিন্দুদিগের যেমন জ্ঞীক্ষেত্রের জগন্নাথের
মন্দির—মুসলমানদিগের তেমি যুমা মস্জিদ।

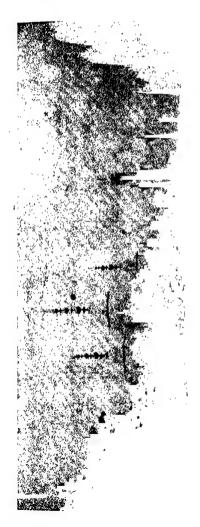
বন্ধা। সমস্তই খেত পাথরের।

্বরুণ। ইহা আগরার তাজমহলের অপেকা নীচু, কিন্তু দিল্লীর সকল বাড়ী অপেকা উচ্চ। মন্জিন্টী মকার দিকে সন্মুখ করিয়া আছে। উহা ২০১ ফিট লম্বা ১২০ ফিট চোড়া। উহার মস্তকে তিনটি গিল্টী করা লাল ও কাল পাথরের সুসজ্জিত স্তম্ভ আছে। ঐ মন্দির নির্মাণ করিতে দশ লক্ষ টাকা বায় হয়।

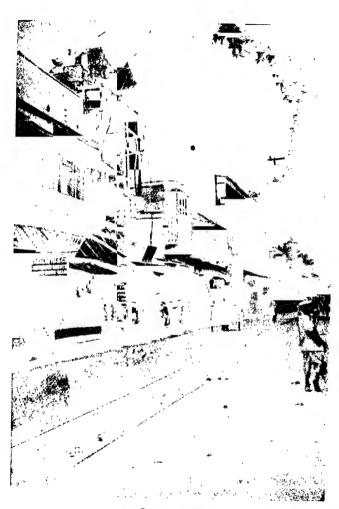
ইন্দ্র। এত টাকা পেতো কেথায় ?

বঙ্গণ। ভারতের সমস্ত ধনরত্ন লুঠ করিয়া আনিয়া এই স্থানে টাকার শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে।

ইক্স। বন্ধণ! ঐ সম্মুখের প্রকাপ্ত বাড়ীটী কি ? ভূঠীর আলমণীর ইংরাজদিগকে দেওরানী প্রদান করেন।



4



ठाँपनी ठक-- पिल्ली

বক্ষণ। উহা সাজেহান বাদসার রাজবাটী এবং কেল্লা। উহার প্রাচীর রক্তবর্ণ এবং আড়াই মাইল বিস্তৃত। অন্দরে জল লইয়া যাইবার জন্ম উক্ত বাদসা যে থাল থনন করান, তাহা অত্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাজবাটীতে প্রবেশ করিবার ছারের উপর নহবদ-থানা, তংপরে কিছু দ্রে দেওয়ানী-থানা। দেওয়ানী-থানাতে সমাটের প্রকাশ্ত দরবার হইত। এই স্থানে তাঁহার ময়ূর-সিংহাসন ছিল। ঐ সিংহাসন, ছটি ময়ূরের উপর সংস্থাপিত ছিল বলিয়া ময়ূর-সিংহাসন বলে। ময়ূর ছটীর পেথম, পুছে, গাত্র এবং চকু বহুমূল্য মণি মুক্তনর ছারা স্থাজ্জিত করা ছিল। সিংহাসন দেখিলেই বোধ হইত, উহা আমাদের কার্ত্তিকের নিকট হইতে বলপুর্ব্বক লওয়া হইয়াছে।

ব্দা। বৰুণ! স্মাট্ যে পোষাক পরিধান ক'রে ময়ূর-সিংহাসনে বসিতেন, তাহার মূল্য কত ?

বক্ষণ। তাহার মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। কারণ আমার নিকটে যাইয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল নাঁ। ঐ সিংহাসন নাদীর শা বলপূর্ব্বক লইয়া যান। নারা। স্ত্রীলোকদিগের সহিত মুসলমান বাদসাদিগের অনেক সৌসাদৃশ্র আছে! তাহারা বেমন টাকা হাতে পেলেই গহনা কিংবা ভাল কাপড়ের জন্ম ব্যর করে, সম্রাটেরা তেমনি নগদ টাকা হাতে না রেখে সিংহাসন, মস্জিদ ইত্যাদিতে ব্যর করিতেন।

বন্ধা। ভাল, ঐ ছোট ছোট একতালা জ্ঞানালা-বিহীন ঘরগুলি কি ?

বরুণ। উহা সূমাটের অন্দরমহল। তাঁহারা বেগমদিগকে অপরে দেখিবে ভাবিয়া বড় কষ্টে রাখিতেন। মুরশিদাবাদের নবাবেরাও এই নিয়মে চলেন। কিন্তু কলিকাতার অনেক বাবুর নিয়ম স্বতন্ত্র—তাঁহারা রাস্তার ধারে অসংখ্য জানালাযুক্ত দোতালা তেতালাতেও পরিবার রাখিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন না। সময়ে সময়ে তাহাদিগকে খোলা গাড়ীতে পাশে বসিয়ে বিবি সাজিয়ে ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খাইয়ে আনেন।

ব্ৰহ্মা। বেদে লেখা আছে—কলির শেষ দশাম স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছা-চারিণী হয়ে যথা তথা ভ্রমণ ক'রবে, তাহারই স্ত্রপাত।

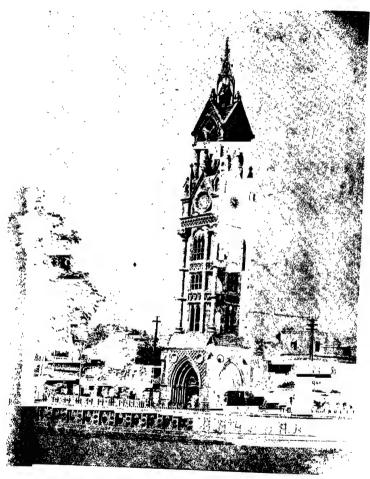
বরুণ। ওদিকে যে বাড়ী দেখিতেছেন, উহার মধ্যে বাদসার তিনটি শ্বেত-পাথরের স্নানের ঘর আছে। গৃহের ভিতর অনেক নল-লাগান ঝরণাও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তিনটি গৃহে উষণ, শীতল ইত্যাদি জল থাকিত। জল গ্রম করিতে প্রত্যহ একশত মণ করিয়া কাঠ লাগিত।

ইক্র। দেশের পালা-ঝালা আর রাথ্তোনা বল।

ইহার পর দেবতারা চাঁদনী চকে যাইয়। দেথেন, একটি বাড়ীতে কালোয়াতি গান হইতেছে। ইহারা আর কখন কালোয়াতের মুখে গান শুনেন নাই। অতএব আগ্রহ সহকারে ভিতরে প্রবেশ করিলেন বটে; কিন্তু গানগুলি হিন্দি বলিয়া একছত্রও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা কালোয়াতের অঙ্গভঙ্গা ও মাথা নাড়া দেখিয়া পরস্পরে গা টেপাটেপি করিয়া হেদে বাঁচেন না। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় প্রত্যেকে চাঁদনী চক হইতে এক-একটা শুড়গুড়ির নল এবং এক-একথানি বাজ্মে বসান আয়না কিনিয়া লইলেন। এই সময় পদ্যোনি একটা খাল দেখিয়া কহিলেন "বরুল। ও খালটা কি ৮"

বক্ষণ। আলিমর্দান নামক এক ব্যক্তি ঐ থাল থনন করার বলিরা উহাকে আলিমর্দানের থাল কহে। এই থালের উভর তীর ষেত পাথর দিয়া বাধান ইহা প্রায় ৫ ফিট গভার ও তিন মাইল লম্বা হইবে। ইহার অনেকগুলি সেতু আছে এবং ধারে ধারে ওমরাহদিগের ভাল ভাল জট্টালিকা আছে। এই স্থান হইতে সকলে হাজারিবাগে বাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বক্ষণ কহিলেন "দেথ, জনার্দ্দন! এই স্থানে মহম্মদ শা নামক বাদসার বেগমের কবর আছে।"

নারা। বেথানে দেখানে কবর ! দিল্লীতে বে-কত মাম্দো আর মাম্দী ভূত আছে বলা বায় না।



ठाँक्नी ठटकत चिक्-चत्र-क्रिती

বর্ষণ। মহম্মদ শাঁর সময় নাদীর দিল্লী আক্রমণ করেন, আজব জা ও সায়েদ গাঁ নামক ছই ব্যক্তি তাঁহাকে এথানে আনেন। নাদীর ঐ বিশ্বাসঘাতক্বরকে পরিশেষে শ্রশ্রমুণ্ডন পূর্বক অপমান করিয়া নগর হইতে বহিন্নত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা দ্বণায় ও লজ্জায় বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। নাদীর এথানে রাজ্য করিবার অভিপ্রায়ে আসেন নাই। তিনি প্রথমে নগরের লোকের প্রতি অভ্যাচার করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহার মিথা৷ মৃত্যুসমাচার ক্রারমধ্যে প্রচার হওয়ায় দিল্লী গেট হইতে লাহাের গেট পর্যান্ত লােক ক্রেপে দাড়ায় এবং নাদীরের ২।০ জন লােককে হতা৷ করে। তজ্জন্ত তিনি ক্রোধান্ত হইয়ে অন্যুন বিশ হাজার লােকের প্রাণ নপ্ত করেন। হত্যাকাণ্ড প্রাত্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছই প্রহরের সময় সমাপ্ত হয়; ধাড়ী বাজ্যা কেহই নিঙ্কৃতি পায় নাই। হত্যার পর তিনি অগ্নি দারা নগরের অনেক অংশ ধ্বংস করেন। পরিশেষে ছ্রভাগ্য স্মাট্ কাদিতে কাঁদিতে যাইয়৷ তাঁহার চরণধারণ পূর্বক সান্ত্বনা করিলে, তবে ক্রান্ত হন এবং ময়র্রসংহাসন সহ কহিমুর মণি লইয়া প্রস্থান করেল।

ব্রহ্মা। কহিনুর মণি কি?

বরুণ। এই মণি সত্রাজিৎ রাজা সূর্য্যের আবোধনায় প্রাপ্ত হন। উহার জন্ম শ্রীকৃক্ষের মণিচোরা নাম হয়।

ব্রহ্মা। দেমণি ইহারা কোথায় পেলে এবং এক্ষণেই বা কোথায় আছে ৪ কারণ, উহা এক সংসারে অধিক দিন থাকিবে না।

বরুণ। মিরজুয়া নামক সেনাপতি উহা গোলকুণ্ডা প্রদেশ হইতে আনিয়া সাজেহান বাদসাকে নজর দেন। পরে এখান হইতে নাদার শা লৃইয়া যান। নাদিরের পর মহম্মদ শা ও তৎপুত্র শা স্কুজা ভোগ করেন। এই শা স্কুজার সময়ে রণজিৎ সিংহ উহা লইয়া আসেন। একপে এ মণি *

^{*} এক সময়ে গবর্ণর জেনারেল লার্ড মিন্টো রণজিংকে ঐ মণির মূল্য জিজ্ঞাসা । করার তিনি কহেন "ইস্কা কিম্মত পাঁচ জৃতি" অর্থাৎ ইছা কখন কেছ মূল্য দিয়া থরিদ করে নাই; জৃতি অর্থাৎ বলপুর্বক গ্রহণ করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডে ভারতেশ্বরীর মস্তকে বিরাজ করিতেছে। অাপনি ব'ল্লেন "উহা এক সংসারে অধিক দিন থাকিবে না"—এই জন্ম বোধ করি স্থচতূর ইংরাজেরা কেটে কুটে নিয়েছেন।

ইহার পর সকলে গাজিউদ্দীনের কলেজ দেখিতে যান। যখন তাঁহারা যাইতেছিলেন, রাস্তার পার্শ্বন্থ একটী ভাঙ্গা মস্জিদের দ্বার হইতে একজন মুদলমান একটী মুরগীর গলা কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। মুরগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে আমাদের পিতামহের পদতলে আদিয়া পড়িল। পিতামহ তদর্শনে "য়ঁটা! শ্রীবিফুঃ!" বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। নারা। ঠাকুরদাদা! আপনার স্ষ্ট জীব আপনার শরণ লইল, রক্ষা

कक्रन।

বন্ধা। ওর ভাগ্যে বাহা ছিল, ঘটিল। বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে ? বরুণ। এই গাজিউদ্দীনের কলেজ, এক্ষণে ছাত্র অভাবে বন্ধ। মহারাষ্ট্রীরেরা এথানে অত্যস্ত উপদ্রব করিয়াছিল, তাহারা কবরের মধ্যে টাকা থাকে ভাবিয়া অনেক ভাল ভাল কবর নই করে। রোহিলারাও এথানে অত্যস্ত উপদ্রব করিয়াছিল। নাদীর মিপ মুক্তা, মহারাষ্ট্রীরেরা স্বর্ণ রোপ্য এবং রোহিলারা প্রাচীর হইতে ভাল ভাল পাথরগুলি উঠাইয়া লইয়া যায়।

ইন্দ্র। দিল্লীতে আর কি আছে ?

বঙ্গণ। ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের কাছারি, কলেজ, কোতোয়ালি এবং
দিল্লী ব্যান্ধ নামে ব্যান্ধ আছে। এথানকার পুস্তকালয় দেখিতে ভাল।
উহাতে অনেক নাগরী ও পারসী পুস্তক আছে। দিল্লী-মিউলিয়মে
অনেক নাক কাণ, ভাঙ্গা প্রতিমূর্দ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কাছার
তাহা স্থির হয় না। মিউলিয়মের ভিতরে সার্ হেন্রী লরেন্স, সার
চার্লস মেটকাফ প্রভৃতি কভিপয় ইংরাজ মহাপুরুষের প্রতিমূর্দ্ধি আছে।
মিউলিয়মের পূর্কদিকে কলেজ ও কুইনের বাগান। এই বাগানের গেটে
আকবর-নির্দ্ধিত জয়মলের প্রতিমূর্দ্ধি সহ কাল প্রস্তরে নির্দ্ধিত হাতী আছে।

3

डीनिजिशान बाशिन—क्रि

দেওয়ালীর সময় দিল্লীতে বড় সমারোহ হইয়া থাকে। এই সময়ে প্রত্যেক দোকানদার দোকান্দরগুলি উত্তমরূপে স্থসজ্জিত করিয়া আলো দেয়, এবং প্রত্যেক দরে নৃত্য গীত হয়। মহাজনেরা এই সময়ে সংবৎসরের টাকা আদায় করে, এবং হিন্দুরা লক্ষা পূজা করিয়া থাকে।

এমন সময় এক ব্যক্তি "চাই দিল্লীকো লাড্ডু" "চাই দিল্লীকো লাড্ডু" বলিয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হইল। তথন ব্রহ্মা কহিলেন "অনেক দিন অবধি নাম শুনা আছে, কিন্তু কথক থাই নাই।" ইন্দ্র কহিলেন, "যদি ভাল হয়—ছেলেপিলের জন্ম দিকে পাঁচের কিনে নিয়ে যাইব।" নারায়ণ কহিলেন "আমিও কিছু নিয়ে গিয়ে শনি ফনিকে খেতে দেব যে, তাহারা পচ্তাবে না।" বলিয়া, চারি পয়দা করিয়া দরচ্ক্তি করিলেন এবং প্রত্যেকে ক্ষীর দিয়া ছাওয়া লাড্ডুতে কামড় মারিয়া থু থু করিয়া কাষ্টের গুঁড়া ফেলিতে ফেলিতে পচ্তাইতে পচ্তাইতে চলিলেন।

কিরৎদুরে যাইয়া পিতাম দেখেন, কতকগুলি মোলা কাছা খুলে
ফয়তা দিচে। ইনি আর কথন ফয়তা দেওয়া দেখেন নাই; স্থতরাং
হাসিতে হাসিতে কহিলেন "বরুণ! ওরা কি ক'র্চে ?"

বরুণ। ঈশ্বরকে ডাক্চে?

বন্ধা। কাচা খোলা কেন ?

বরুণ। তানাহ'লে তিনি সম্ভুষ্ট হন্না।

এই সময় নারায়ণ বরুণের কাণে কাণে কহিলেন "দিল্লীর বাই ভাল শোনা ছিল; কিন্তু মাগীরে বারাণ্ডায় ব'সে যে শুড়ুক তামাক থাচেচ, দেখে অশ্রনা হয়ে গেল!"

ষ্টেশনে যাইয়া দেবগণ দেখেন, "ট্রিং ল্যাটাং" "ট্রিং ল্যাটাং" শব্দে টিকি-টের ঘণ্টা হইতেছে। বরুণ তৎশ্রবণে কহিলেন "নারায়ণ, শীদ্র ব্যাগ্ খুলিয়া টাকা দেও।" কিন্তু তিনি টাকা বাহির করিতে বিলম্ব করায় বরুণ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আমি আর পার্বো না, তুমি গিয়ে টিকিট কিনিয়া আন"। "এ ত ভারি শক্ত কথা !" বলিয়া নারায়ণ টিকিট কিনিতে যাইলেন।
দেখেন, টিকিট-ঘরের দ্বারে বহুসংখ্যক মুদলমান দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।
নারায়ণ, চাচাদিগের মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া "ওগো চারিখানি টিকিট
দেও" বলিয়া, নাকে কাপড় দিয়া "ওয়াক্" ওয়াক্" করিতে করিতে পলাইয়া
স্মাসিলেন । ব্রহ্মা তদর্শনে নিকটে যাইয়া কহিলেন "কৃষ্ণ। কি হইয়াছে ?"

নারা। বাবা! রহুন থেয়ে এয়ি টেকুর তুলেছে যে, গা-বমী-বমী
ক'রে মারা যাই, বোধ হয় ইহ-য়েগ আর এ গা-বমী-বমী সার্বে না।

বরুণ তদর্শনে হাস্ত করিতে করিতে যাইয়া, মথুরা বৃদ্দাবন দর্শনা-ভিলাবে হাটারসের টিকিট লইয়া গাড়িতে উঠিলেন, টেণ ছপা ছপ্ গুপা গুপুশক্ষে আলিগড়ে যাইয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্র। বরুণ, এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। এ স্থানের নাম আলিগড়। পূর্ব্বে এখানে কোল নামক অসন্তা জাতিরা বাস করিত। কোলেরা অত্যস্ত ডাকাইত ছিল। রাজা জরাসন্ধ তাঁহার জামাতা কংসের নিধন-সমাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া যথন ক্রঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধাতা করেন, সেই সময়ে এই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। এখানে অনেক উৎকৃষ্ট অট্রালিকা আছে। এখানকার মৃত্তিকার ছর্গ বিখ্যাত। এই কেল্লা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক অধিকার করেন। অত্যাপি নগরের ছই মাইল দূরে উক্ত ছর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরার টেণ ছাড়িয়া হাটারসে উপস্থিত হইল। দেবতারা তথা হইতে ব্রাঞ্চ-রেলে মথুরায় চলিলেন। টেপের চলন দেখিয়া দেবগণ হাস্ত করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন "এ গাড়ি যেরূপ ভাবে যাইতেছে, ছুটে গিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আসিতে পারে যায় । বরুণ। অক্তান্ত রেলের স্থায় এ গাড়ি ক্রত গমন করিতে পারে না কেন ? এবং কি কারণেই বা ইহার ছু'ধারে বেড়া দেয়া নাই ?

বৰুণ। এ গাড়ির কল ছোট ও দেশীয় চালকে চালায় বলিয়া তাদৃশ

1

ক্রত গমন করিতে পারে না। ইহার গমন এত ধীর বে, তুই হাত দুরে ট্রেণ থাকিতে গো-শকট অনায়াদেই রাস্তা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে; স্বতরাং বেড়ার কোন আবশ্রক হয় না।

যাহা হোক্, টেণ গজেন্দ্রগমনে যাইয়া মথুরায় উপস্থিত হইল। গেটে টিকিট দিয়া দেবগণ যেমন ফটকের বাহির হয়েছেন, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে চাঁকে পাণ্ডারা আসিয়া তাঁহাদিগকে মৌমাছির মত ছাঁাকা বাঁকা করিয়া ধরিল এবং "বাবু আমার সঙ্গে আসুন, আমার সঙ্গে আসুন" বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। দেবগণ কাহার যজমান এই কথা লইয়া পাণ্ডাদের মধ্যে মহা গণ্ডগোল বাধিল; তথন একজন কহিল, "বাবু আপনাদিগের নিবাস, আর পিতার নাম ?" স্প্টেকর্ত্তা ভাবিয়া কহিলেন "আমাদের নিবাস শৃত্তে, পিতার নাম যথানাম চক্রা!" সে ব্যক্তি কহিল হাঁ, হাঁ,, এক সময়ে যথানাম চক্র শৃত্ত হইতে বুন্দাবন দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি তথন ছোট ছিলাম, আমার ঠাকুর তাঁহাকে দেখেন, এই থাতাতে লেখা আছে" বলিয়া একথানি বহুকালের জীর্ণ থাতা বাহির করিল এবং বৃদ্ধ পিতামহের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল; দেবগণ অগত্যা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পোলের উপর হইতে দেবগণ মথুরার দৃষ্ঠ দেখিয়া কহিলেন, আহা! নয়ন ও মন চরিতার্থ হইল।"

মথুরা

মথুরার প্রবেশ করিলে বর্ক্ষণ কহিলেন। "দেখুন পিতামহ! পূর্বে েছানে অতাস্ত বন ছিল, তথন দৈত্যেরা এথানে রাজস্ব করিত। উহারা রামচন্দ্র এবং লক্ষণের সমকালীন। উহাদের পর রাজা কংস এবং শীরুষ্ণ এথানে রাজ্য করেন।"

বন্ধা। বৃক্ষ-লতা-পূর্ণ সন্মুখস্থ ও ঢিপিটা কি ?

বরুণ। মাটির পাহাড়। এখানে ওপ্রকার মাটির পাহাড়ের অসন্তাব

নাই। যেটী দেখিতেছেন, উহাকে কংসটোলা ক্ষ্যে। উহারই উপর জ্ঞীক্ষ্যুক্ত কংসকে বিনাশ করেন" বলিয়া, সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

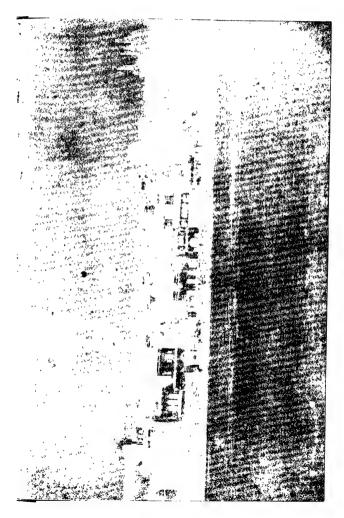
কিছু দ্ব যাইয়া ইক্র কহিলেন "বরুণ! ও মন্দির এবং পুছরিণী কাহার ?" বরুণ। মন্দিরটো দেবকীর কারাগার। কংস নারদমূথে দেবকীর অষ্ঠম-গর্ভের সস্তান কর্ত্ত্ব নিহত হইবে শুনিয়া এই স্থানে বস্থদেব ও দেবকীর বক্ষে পাষাণ চাপা দিয়া রুদ্ধ করিয়া রাথিয়াছিল। ঐ যে স্পাকার প্রস্তর দেখিতেছেন, ঐ স্থানে কারাগার ছিল; মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া ঐ মস্জিদটী নির্মাণ করিয়া রাথিয়াছে। যে পুছরিণীটী দেখিতেছেন, ইহাতে দেবকী স্তিকা-মান করিয়াছিলেন। পুছরিণীটী গোয়ালিয়রের মহারাজ যত্ন করিয়া বাধাইয়া দিয়াছেন। ঐ ভাঙ্গা ঘরে দেবকী ও শীক্রক্ষের প্রতিমর্ভি আছে।

ইন্দ্র। দৈত্যেরা সকলই পারে।

বন্ধা। এ তোমার অন্তায় কথা, কেন দেবতারাই কি দকল পারে না? তুমি রুত্রসংহার-সময়ে কি কারণে নিরপরাধী দধীচি-মুনির অস্থি লইলে? অতএব কংস নিজের প্রাণ রক্ষার জন্ত যে কাজ করিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া অন্তায়। একণে বেলা হইয়াছে, চল স্নান ক'রে আহারের উত্যোগ করা যাক।" বলিয়া, সকলে যমুনাতে স্নান করিতে উপস্থিত হইলেন।

বরুণ। এই যমুনা পার হয়ে বস্থদেব গোকুলে জ্ঞীকৃষ্ণকে রেখে আসেন। ব্রহ্মা। আহা! কত উত্তম উত্তম বাঁধীঘাট উভয় তীরে রহিয়াছে।

বঙ্গণ। ঐ যে পরপারে ঘাট দেখিতেছেন, ঐ ঘাটে পৃতনাকে দগ্ধ করা হয়। এই পৃতনা-রাক্ষনী শ্রীক্ষঞ্চের নিধন জন্ম স্তনে বিষ মিশ্রিত করিয়া বৃন্দাবনে এসেছিল। শ্রীকৃষ্ণ এমন জোরে তাহার স্তন টানেন যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। এই ঘাটকে বিশ্রামঘাট কহে। কৃষ্ণ ও বলরাম কংসকে নিধন করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সন্ধার



সময় ব্রজ্বাসীরা আসিয়া ক্থন য**মুনাদেবীকে আরতি করে, তথন ঘাটের** বড় চমৎকার শোভা হয়।

নারা। জলে যে কচ্ছপ, স্নান করি কিরপে ? শুনেছি কাছিমে কামড়ালে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না।

ইন্দ্র। তুমি নির্বিন্দ্রে স্নান কর; যদিই কাছিমে ধরে, আমি মুরুকের মেঘ সকলকে ডেকে দেব।

নারা। তারপর রক্ত-ছোটা জলুনীর কি?

ইক্র। উপরে বিস্তর পাথুরে কয়লা প'রে আছে—ঘ'যে দিলেই সেরে যাবে। আহা। এত কাছিম স্বর্গে থাক্লে বুনোপাড়ার লোক থেয়ে ভূট ক'র্তো।

বরুণ। এথানেও কাছিম-থেগো বিস্তর আছে, কেবল তীর্থস্থান ব'লে জীব হত্যা ক'র্তে পায় না। ভাল, পিতামহ! বুন্দাবনে এত কাছিম কেন ?

রহ্মা। তীর্থ করিবার অভিপ্রায়ে এখানে এসে বাহার। পাপ করে, তাহারাই কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হয়।

শ্বনগণ গামছায় করিয়া জল লইয়া যোগে যোগে স্থান করিলেন এবং
আহারাদি করিয়া অপরাহে এক্কাযোগে বৃন্দাবনে চলিলেন, দেবগণের
একাও যেমন সবেগে বৃন্দাবন-অভিমুখে ছুটিল, ৮০।৯০ জন ভিক্ষুক বালকও
পশ্চাৎ পশ্চাৎ "বাবু মহাশয় একটি পয়সা" "কর্ত্তা বাবু একটি পয়সা"
বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল। তাহারা বৃন্দাবনের অর্জেক
রাস্তা পর্যাস্ত যাইলে পিতামহ কহিলেন "কৃষ্ণ। হু'চারটি পয়সা দেও।"

নারা। দেখা যাক্না—বেটারা কতদূর দৌড়িতে পারে ?

বন্ধা। ছি! তুমি এমন নির্ভূর হইতেছ কেন ? যদি ছুটিতে ছুটিতে মারা পড়ে ? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। দ্র ইইতে তাঁহারা শেঠদের ঠাকুরবাড়ীর সোণার তালগাছ দেখিতে পাইলেন। বন্ধা। বৰুণ। ও তালগাছ কাহাদের 🤊 '

বরুণ। মথুরার শোঠেদের। ইহাদের বিশ্বর ঐশ্বর্যা মথুরা ব্লাছবজ্মের পার্শ্বে থে প্রকাণ্ড ইন্দ্রালয়তুলা বাড়ী দেখিলেন, উহা ও শোঠেদের। এই শোঠেদের ইচ্ছা আছে, নিজ ব্যয়ে মথুরা হইতে বুন্দাবং পর্যান্ত বেল করিয়া দেন।

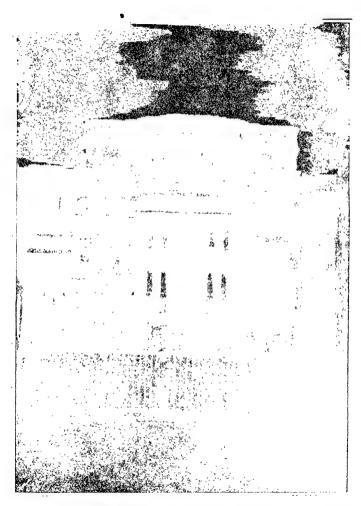
রন্দাবন

দেবতারা বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দজার মন্দিরের সন্ধিকটং চৈতগুদাস বাবাজীর কুঞ্জে বাসা লইলেন। চৈতগুদাস বাবাজীর বয়স ৭০।৭৫ হইবে, তাঁহার আজামূলস্বিত শাল শণের আন্ধ ধপ্ধপে সাদা বাবাজী প্রায়ই ৬০।৭০ জন সেবাদাসী লইয়া বিরাজ করেন। দেবগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ অসম্ভুষ্ট হইলেন। কারণ, সে বৈষ্ণৰ অথচ ভাগবতের কোন বিষয়ই জানে না; কথাবার্ত্তা এত থারাপ যে, ভানিলেই বোধ হয় এ ব্যক্তি ইতর-জাতীয় দক্ষা ছিল, রাজদণ্ডভরে বৃন্দাবনে আসিয়া ভেক লইয়া ছন্মবেশে আছে। দেবরাজ কহিলেন "বাবাজীর চৈতগুদেবের কথা কিছু জানা আছে গ্"

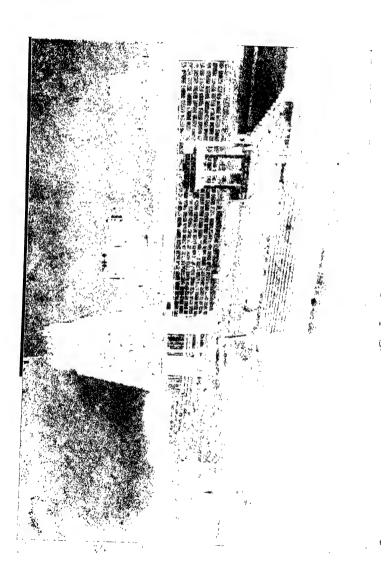
"জানি বই কি" বলিরা বাবাজী কহিল, "চৈতগুদেব শচী মারের ব্যাটা। তিনি যথন সন্ন্যাসী হয়ে লবরদ্বীপ হ'তে পেলয়ে আসেন, চাকদার ঘাটে একজন মালোর কাছ হ'তে চাটি মচ্চ চেন্নেছিলেন, কিন্তু সে তা দের নি, সেই পাপে যথন আন্তিরে বেঁউতি জাল পাত্তে যায়, কুমীরে ধ'রে থেরেলো।"

দেবগণ ইহার পর নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং কহিলেন "বরুণ ! ও চুড়াবিহীন মন্দিরটী কাহার ?"

বৰুণ। গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির। ইহা নগরের মধ্যে সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ। দিল্লী হইতে ইহার চূড়া দেখা যাইত বলিয়া সম্রাট্ আওরঙ্গজেব ভালিয়া দেন। ুঞ্জুলে বিগ্রহ ওদিকের ঐ নৃতন মন্দিরে আছেন।



গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির—বৃন্দাবন ৪২ পৃঃ



বুন্দাবন

ব্রহ্মা। আহা কি অত্যাচার । যবনেরা প্রায় সর্বব্রই দৌরাজ্মা করিয়াছে। যবনেরা আর কিছু দিন্ ভারতবর্ষে আধিপত্য ক'লে যথার্থই হিন্দুর নাম পর্যাস্ক লোপ পাইত।

দেবগণ ইহাঁর দ্বারে ॥ ০ করিয়া ভেট দিরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, গোবিন্দজী রাধা ও শলিতার সহিত মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। ইনি দিবসের এক এক ভাগে এক এক বেশে স্থসজ্জিত হন। বংশীটী সকল সময়েই হাতে থাকে।

বরুণ। এই মূর্ত্তি মামুদের ভয়ে গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। বলরাম আচার্য্য বাহির করেন। পরিশেষে অনেক উপদ্রব সহু করিয়াও আওরঙ্গজেবের ভয়ে ছারকায় পলান। তথায় অভাপি ছারকানাথ নামে বিগ্রহ আছেন। তাঁহার মন্দিরকে মানমন্দির কহে। উহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ ও বিখ্যাত। গোবিন্দ্জী অভাপি জয়পুরের মহারাজের তত্ত্বাবধানে আছেন। শুকুষ্ণ অতাস্ত মাখন ভাল বাসিতেন, এমন কি সময়ে সময়ে বেসালি হইঁতে চুরি করিয়া খাইতেন বলিয়া ইহার সেবায় অধিক পরিমাণে মাখন দেওয়া হয়। ইনি যত্ত্বংশের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া রাজপুতেরা অতাস্ত ভক্তি করে। জয়পুরের রাজা ইহার সেবার জন্ম বৃন্দাবনের আয়ের এক তৃতীয়াংশ দান করিয়াছেন। ইহার ভক্তেরা বৈরাগী।

ইন্দ্র। বৈরাগীরা কিপ্রকার १

বরুণ। উহাদের মাথা ওলের স্থায় কামান, মধ্যস্থলে তরমুজের বোঁটার স্থায় চৈতন, হাতে কুড়োজালি এবং সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের তিলক, পরিধান কৌপীন, গলায় হরিনামের মালা। বলিতে বলিতে সেই স্থান দিয়া কতকগুলি বৈরাগী "জয় রাধা" শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। দেবগণ তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্থ করিতে লাগিলেন। ক্রেমে সন্ধ্যা হইল। দেবগণ আর নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন না। তাঁহারা বাসায় বসিয়া অনেক স্থণহংথের কথা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে পদ্মধানি আফিংয়ের কোঁটা

বাহির করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎমাত্র লইয়া হাই দিয়া নরম করিয়া গুলি পাকাইতে পাকাইতে কহিলেন "পাটনায় শুনেছি আফিং সন্তা, সেখান হ'তে কিছু কিনে নিতে হবে" বলিয়া টাক্রায় ফেলিয়া দিয়া কোঁত ক'রে গিলে ফেল্লেন এবং কহিলেন, "দেখ কৃষ্ণ! এত হুধ খাচিচ, কিন্তু মঙ্গলার (ব্রহ্মার গাই গরুর নাম) হুধের মত মিষ্ট লাগে না। আজ কা'ল সে আড়াই সের ক'রে হুধ দিচেচ।"

নারা। আমাকে যে একটা বাছুর দেবেন ব'লেছিলেন ?

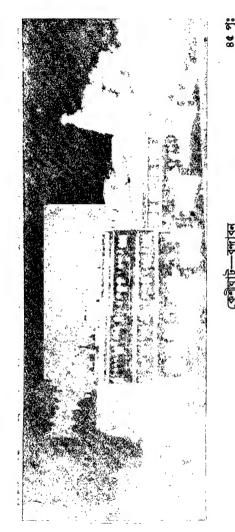
ব্রহ্মা। হাঁ, দেব—কিন্তু এবার নয়, এবারকারটা ভরণীকে দিতে হবে সে অনেক দিন পর্যাস্ত চাচেচ।

ক্রমে নানা কথার রাত কাটিল। প্রাতে উঠিয়া দেখেন, একটি ছ:থিনী বাঙ্গালী-রমণী আদিরা তাঁহাদের ঘর-দার পরিকার করিয়া দিতেছে। পিতামহ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,—"মা, তুমি কে ? আর কি কারণেই বা আমাদের ঘর-দার পরিকার করিয়া দিতেছ ?"

স্ত্রীলোক। বাবা, আমি ছঃখিনী বঙ্গ-রমণী। এক সময় আমার স্থামী, পুত্র, বিষয়, বিভব সকলই ছিল; কিন্তু বিধাতা আমার সহিত বাদ সাধিল; স্থামী পুত্র সব হারালাম, জ্ঞাতিতে বিষয় কাড়িয়া লইল। এক্ষণে আমি বৃন্দাবনে বাস করিতেছি। যে কোন ভদ্রলোক এখানে তীর্থ দর্শনে আসেন, তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দিই এবং তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্বক যা তুই এক পরসা দেন, তাহাতেই জীবিকা নির্বাহ করি।

এই সময় একজন বাবাজী উচৈচঃশ্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আদিয়া দেব-গণের কুঞ্জ-শ্বামী বাবাজীকে কহিল,—"বাবাজী! শীঘ্র উঠে বাহিরে এদ, আমার সর্বানাশ হয়েছে।" চৈতঞ্জদাস বাবাজা তৎপ্রবণে আদিয়া সবিশ্বয়ে কহিল "কি হয়েছে ?"

কলিকাতা হইতে কতকগুলো ছোঁড়া যাত্ৰী এসেছিল জান ? ংয়। জানি।



১ম। (ক্রন্দন করিনা) আমার ছোট সেবাদাসীকে নিয়ে পালিয়েছে।

২য়। গোবিন । এখন ক'র্তে হবে কি ?

১ম। এখনও বেশী দূর যায় নাই, চল, দলবল নিয়ে ছিনিয়ে আনি।

২য়। গোবিন্দের ইচ্ছা যাহা তা ঘটিয়াছে, আমি ত আর যাইবার.
আবশুক দেখি না।

প্রথম তংশ্রবণে নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু ছোট সেবাদাসীর রূপ, গুণ .
ও বয়স যত মনে হইতে লাগিল তত ক্রন্দন করিয়া মাটি ভিজাইতে লাগিল।
দেবগণ যমুনাতে স্নান করিয়া নগর-ভ্রমণে চলিলেন। চৈতঞ্জদাস
বাবাজীর সেবাদাসীর দলও ভিক্ষায় বাহির হইল।

🖫 ব্রহ্মা। বৃন্দাবনে এত মন্দির কাহার 🤉

বরুণ। এথানে জয়পুর, সিন্ধিয়া, হুলকার এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের মহারাজেরা এবং অনেক জমীদার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রত্যেক দেবালয়ে একশত টাকা হইতে দশ টাকা পর্যাস্ত প্রাত্যহিক পূজার বরাদ আছে। অনেক যাত্রী এথানে আজ্ঞাবন প্রসাদ খাইয়া কাটায়। ক্রমে সকলে গোপীনাথের মন্দিরের নিকট যাইয়া ছারে ॥০ আনা করিয়া ভেট দিয়া বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বৰুণ। শ্রীক্রম্বা গোপীদিগের কর্ত্তা ছিলেন বলিরা তাঁহার নাম গোপীনাথ হয়। তিনি যে বেশে গোঠে যাইরা কালিন্দীতীরস্থ বনে বনে শ্রীরাধিকার হাত ধরিরা পরিভ্রমণ করিতেন, এ মন্দিরে সেই প্রতিমূর্ত্তি আছে। কালিন্দীতীরস্থ সেই বন অক্ষাপি বর্ত্তমান আছে। ছঃধের বিষয়—বংশী নীরব।

দেবতারা গোপীনাথ দেখিয়া কেশি-ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বরুণ। শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে কেশি-নামক দৈত্যকে সংহার করেন বিশিয়া ইহাও কেশি-ঘাট নাম হইয়াছে। এই ঘাটেই তিনি থেয়া দিতেন। এফান্ত অফ্যাপি একথানি নৌকা ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে। ইক্র। নারায়ণ বৃদ্দাবনে জন্মগ্রহণ ক'রে অনৈক থেলাই থেলেছেন বঙ্গণ। ওঁয়ার দোষ নাই, উনি রাখালদের অসংসঙ্গে মিশেই থার হয়ে যান; নচেৎ ওঁয়ার বৃদ্ধিগুদ্ধি বেশ ছিল। এখনকার মত গ্রামে গ্রা বিভালয় থাক্লে বিলক্ষণ বিভা শিক্ষা ক'রে মথুরায় রাজত্ব ক'র্ পারতেন। যাক্, গত বিয়য়ের জল অমুতাপ রুণা। ওদিকে যে ঘ দেখিতেছেন, ঐ ঘাটে প্রীক্ষণ বকাম্বরকে বধ করেন, আর এই বৃক্ষটীরে ব্স্তাহরণের স্কুক্ষ কহে।

ু ইক্স। দ্বাপরের গাছ এক্ষণেও যেরূপ ছোট, তথন বোধ করি অং *মাত্র ছিল।

ব্ৰহ্মা। গাছটা বেটেও হ'তে পারে।

বরুণ। আজে, আদল গাছটী নাই এটা নকল বৃক্ষ। প্রদা উপার্জ্জনে জন্তু পাণ্ডারা এইটাকে আদল বলিয়া যাত্রিগণের নিকট হইতে প্রদা লয়ঃ

ব্রনা। বস্ত্রহরণ কি ?

নারাম্বণ বরুণকে চক্ষু দারা ইপ্পিত করিয়া বলিতে বারণ করিলেন।

বরূপ। ইনি ঠিক স্নানের সময় এই বৃক্ষে উঠিয়া পাতার মনে লুকাইরা থাকিতেন, গোপীর। আদিয়া বেমন উলঙ্গ হয়ে ঘাটের থাবে বন্ধগুলি * রাথিয়া জলে নামিত, অমি ইনি ধারে ধারে নামিয়া সমকাপড় লইয়া গাছে উঠিতেন এবং প্রভ্যেক শাথায় প্রশাথায় বন্ধগুণ ঝুলাইয়া বংশীধবনি পূর্বক নিজের বাহাছরী জানাইতেন। পরিশে মাগীরে অনেক কাকুতি মিনতি ক'র্লে বন্ধ দিয়ে য়াস্তে হাস্তে আ বেতেন। ওদিকে কালিদহ দেখুন। ঐ ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়-সর্পন্নে করিয়াছিলেন। ঐ যে কদম্ব গাছ দেখিতেছেন, উহার নাকালিকদ্র। উহারই উপর হইতে তিনি জলে বাঁপ দিয়া সর্পকে সংহ

[্]অভাপি ব্ৰঙ্গবাসিনীরা এক্সপে স্নান করিয়া থাকে।

করেন। এথানে বংসর বংসর একটি করিয়া মেলা হর, সেই সময়ে অনেক যাত্রী আসিয়া মেলাতে বোগ দিয়া থাকে।

পরে সকলে যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, এক সমর আপনি শ্রীরুঞ্জের দহিত কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে পক্ষিবেশে আদিয়া এই স্থান হইতে কতকগুলি গরু, বাছুর এবং বালককে হরণ করিয়াছিল। শ্রীরুঞ্জ তদ্দশনে ঠিক সেইপ্রকার গরু, বাছুর এবং নালক স্পৃষ্টি করিলে আপনি শাহা বাহা লইয়া যান, সেই সমস্তই প্রত্যর্পণ করেন। এই স্থানের নাম তদ্বধি ব্রহ্মকুণ্ড হইয়াছে। এখানে হরহরির মৃত্তির স্থায় প্রতিমৃত্তি আছে, ক্রাহাকে লোকে গোপেশ্বর বলে। বিখ্যাত হরিদাস গোস্বামীর সমাজ ও সমাধিস্থানও এই স্থানে। এক সময়ে সম্রাট্ আকবর নৌকাযোগে যমুনা দিয়া যাইতে যাইতে গোস্বামীর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হন এবং গুপ্তবেশে যাইয়া আঅপ্রকাশু পূর্বক তাঁহাকে অনেক টাকা কড়ির প্রলোভন দেখাইয়া দিল্লীতে যাইতে কহেন। তিনি অর্থ যে অকিঞ্ছিৎকর বস্তু, তাহা বিশেষরূপে বৃশ্বাইয়া পাটনা-নিবাদী তানসান নামক ৯ ৯২০ বংসরের নিজ শিশ্বকে সমাট সহ পাঠাইয়া দেন। তানসান দিল্লীতে যাইয়া মুদলমানধর্ম গ্রহণ করেন।"

ইহার পর সকলে পুলিনে যাইয়া উপস্থিত হইলে পদ্মযোনি জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীকৃষ্ণ এথানে কি লীলা থেলেন ?"

বঙ্গণ। এই স্থানে তিনি গোপীদিগের সহিত কেলি করিতেন। এথানে লালাবাবুর ক্বত এক ক্ষম্রি আছে। এই লালাবাবু শেষ-দশাতে সংদারধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এথানে আসিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

उन्ना। नानावावू देवस्व इन दकन ?

বরুণ। কথিত আছে এক ধীবরপত্নী মংস্থ বিক্রেরের টাকা চাহিতে আসিয়া কছে "বেলা গেল—পারে যাব কথন ?" এই কথা শ্রুরণে লালাবাব্র মনে উদয় হইল—"বেলা অর্থাৎ জীবন প্রায় গত হইল, পারে যাব অর্থাৎ কথন এ হস্তর ভবনদী কি প্রকারে পার হব ?" এই ভাবিয়া সংসারে তাঁহার বৈরাগ্য হয়। তিনি বৈষ্ণবধ্দা গ্রহণ করেন।

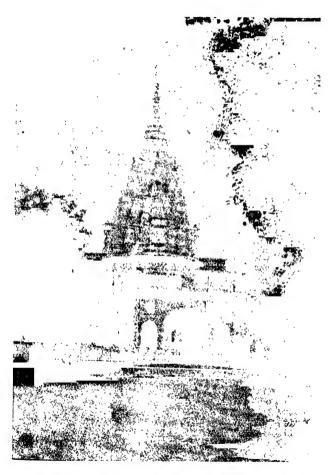
ব্রহ্মা। সেই মহাপুরুষ এধানে আসিয়া কি কি সংকার্য্য করিয়াছিলেন ? এই কথাতে বরুণ দেবগণকে শইয়া লালাবাবুর কুঞ্জের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন, বিস্তর লোক থাতাপত্র লইয়া হিসাব করিতেছে। দেবতারা এক এক টাকা ভেট দিলে একজুন কেরাণী খাতাতে তাঁহাদের নাম ও কুঞ্জের ঠিকানা লিথিয়া লইয়া, কত দিন বুন্দাবনে আছেন জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ। তুমি লালাবাবুর বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইনি মুরশীদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমোকাঁদি নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন; জাতিতে কারস্থ। গবর্ণর হেটিং সাহেবের দেওয়ান গঙ্গাবিন্দ সিংহের ইনি পৌত্র। ইহার প্রকৃত নাম দেওয়ান ক্ষণচক্র সিংহ। ইনি কিছু সময়ের জ্ঞাক উক ও বর্জমানের কালেন্টরের দেওয়ানী করিয়াছিলেন। লালাবাবু যৌবনকালেই সংসার হইতে অবসর লইয়া বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। ঐ স্থানে মন্দির ও রাধা-কামু নামক সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহার পর দেবগণ ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন, লালাবাবু ঐ ক্লফমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার নামে চল্লিশ হাজার টাকা আরের বিষয় করিয়া দেন। দেব-সেবার বরাদ প্রত্যহ একশত টাকা। প্রতিদিন এখানে পাঁচশত লোক প্রসাদ থাইয়া থাকে। পনর দিনের বেশী একজনকে আহার দেওয়া হয় না। লালাবাবু য়য়ং ছারে ছারে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাই আহার করিতেন। ত্রজমায়ীরা তাঁহাকে ভিক্ষা দিবার জন্ম করিছে করিয়া রাখিত। সেই হ'তে এখানে লালাবাবুর কটা নামে একপ্রকার কটার নাম হইয়াছে।

্ত্রিক্ষা। আহা। লালাবাবু কি মহাপুরুষই ছিলেন, তাঁহার বিষয় আরো বল।



लालावावूत कूळ-वृन्नावन

বরুণ। শেষ দশাতে তিনি গোবর্দ্ধন গিরির গ্রহার বাস করেন।
ঐ স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তথার লালাবাবুর কুঞ্জ আছে। কুঞ্জের
সন্নিকটে তিনি জায়েন-মন্দির নামক একটি উৎক্কষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন,
মন্দিরের মধ্যে রংজী নামক প্রতিমূর্তি আছে।" এই কথা বলিয়া সকলে
নিধুবন দর্শনে গমন করিলেন।

নিধুবনে উপস্থিত হইয়া ইস্ত্র কহিলেন, "একি সেই নিধুবন ? আমরা দোলের সময় যে গান করি—

> 'আজ হোলি থেল্বো খ্রাম তোমার সনে। একলা পেরেছি তোমার নিধুবনে॥'

এ নিধুবন কি সেই নিধুবন ?"

বঙ্গণ। হাঁ ভাই ! এই বনে আসিরা ইক্তিক বনক্ল তুলে মালা গেঁপে নিজ গলে পরিধান করিয়া কদৰ গাছে উঠে পা দোলাইতে দোলাইতে বংশীধ্বনি করিতেন, অমনি ইন্ধিত অমুসারে ব্রজগোপীরা জল লইবার ছল করিয়া আঁসিয়া তাঁহার সঁহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। এই বনেই তিনি রাধিকাকে রাজা সাজাইয়া স্বয়ং কোটাল সাজেন। এ যে পুর্কীরিণী দেখিতেছ, উহাকে ললিতাকুগু কহে।

এই সময়ে কতকগুলি বানর আদিয়া দেবগণের হস্ত হইতে সজোরে গুড়গুড়ির নলগুলি লইয়া নিকটস্থ একটি বটবুক্ষে উঠিয়া বদিল। পিতামহ "ভূ" শব্দে কুকুর ডাকিয়া তাহাদিগকে মারিতে উদ্ভত হইলে বানরগণ রাগে নলগুলি থপ্ত থপ্ত করিয়া তলায় ফেলিয়া দিয়া দাঁত থিচাইতে লাগিল।

ব্রহ্মা। আহা ! এমন নলগুলি একেবারে নষ্ট ক'রে দিলে; বেঁধে ছেঁদে যে কাজ চালাব, সে পথও রাথে নি । বাড়ী গিরে ফর্সীতে লাগিরে বিদ একদিনও একছিলেম মিটেকড়া তাম হৈ থেতে পেতেম, মনে এত আপশোষ হ'তো না। কেনই বা গড়গী । কিনিবার জন্ত এগুলো হাতেক'রে এনেছিলাম !

্রক্ষণ। ওদের মার্তে গিয়া রাগান অক্সার হলেছে, কিছু থাবার দিলে আপনারাই দিরে যেতো। ুবুন্দাবনে বানরের অত্যক্ত উপদ্রব। মাধবজী সিদ্ধিয়া-এই সমস্ত বানরের সেবার জন্ম অনেক টাকা জ্মা দিয়ে গিয়াছেন। এথানে কেহ বানরের প্রতি অত্যাচার করে না।

ইক্স। তোমার মুখে শুনেছি, ইংরাজেরা অত্যম্ভ শীকারপ্রিয় ; কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় তার্থের বানর বলিয়া এপ্রলোকে হত্যা করেন না।

ব্রহ্মা। বানরের মাংস খার না, কি ক'রতে মারবে १

বরুণ। আজ্ঞে না, পূর্বে মথ্রা হইতে পালে পালে রাজপুরুষেরা এখানে আসিয়া বানর, হরিণ এবং ময়ুর শীকার করিতেন, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাছর দর্থান্ত করিয়া বানর মারা রহিত করেন।

ব্ৰহ্মা। সেই মহাপুৰুষ কে ?

বঙ্গণ। বিখ্যাত শব্দ-করজম-লেখক। তাঁহারও এখানে মন্দির ইত্যাদি আছে।

ইন্তর। বরুণ। ওদিকে যে প্রকাণ্ড মন্দির দেখা যাচেচ, উহা কাহার প্রতিষ্ঠিত ?

বরুণ। ভরতপুরের মহারাজার ! ঐ মন্দির নগরের মধ্যে উৎকৃষ্ট। মন্দিরের সন্নিকটি রূপ-গোস্বামীর আশ্রম আছে।

ইবা। মন্দির মধ্যে কি প্রতিমূর্ত্তি আছে ?

বঙ্গণ। পোবিন্দ মহলে গোবিন্দ আছেন। ইনি বনমধ্যে পুকারিত ছিলেন। সাজী সকল প্রত্যাহ ঘাইরা হগ্ধ থাওরাইরা আসিত। পরিশেষে রূপ-সনাতন্দশীলে দেখিরা ঠাকুর বাহির করেন।

এখান হইতে দেবগণ মদনমোহন দেখিতে বান এবং তথায় উপস্থিত
স্কলা বৰুণ কহেন 'কুজা এই দুর্গ পূজা করিত, মধুরা ধ্বংস হইলে মৃতিও'
স্বায় হন। ক্লশ-সনাতন টুলুকে এক চোবেনীর গৃহ হইতে বাহির
স্কলেন। চোবেনী, থেলনা ভাবিয়া তাহার ছেলেকে থেলা করিতে

দিরাছিল। নৌকা ডাক্লার আট্কাইলে মদনমোহনের পূজা মানিলে জলে ভাসে, এজস্ত সদাগরদিগের ঘারা ইহাঁর এই মন্দির, অতিথিশালা এবং যথেষ্ট বিষয় হইয়াছে।

বন্ধা। রূপ-সনাতন কে ?

বরুণ। রূপ এবং সনাতন ছই ভাই পূর্ব্বে মুসলমান ছিলেন। পরে চৈতস্তদেব কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া রূপ-গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবনমধ্যে ইহাঁদের সমাজ বৃহৎ এবং বিখ্যাত। সমাজের সন্নিকটস্থ তেঁতুলতলায় অভাপি চৈতস্তদেবের পদ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা। রূপ-গোস্বামীর সংসারে বিরাগ হইবার কারণ কি ?

বঙ্গণ। কথিত আছে—রূপ নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন।
একদিন বর্ধাকালের অন্ধকার রন্ধনীতে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া
পাঠান। জলে ভিদ্রিতে ভিজিতে কাদার উপর দিয়া যথন তিনি
নবাব-সন্নিধানে গমন করেন, এক মেথ্রাণী কৃটীরের মধ্যে মেধরকে
জিজ্ঞাসা করিল "এ অক্ষকারে কাদা ভেক্সে কে যায় ৽ " মেথর কিল
"কুক্র।" মেথ্রাণী কহিল "না কুক্র এ অন্ধকারে বাহির হবে না, এ
নিঃসন্দেহ চাকর। কারণ কুক্রেরও একটু স্বাধীনতা আছে। তাহারা
স্বেচ্ছামত অনেক কাজ করিতে পারে, কিন্তু ছ্রভাগ্য চাকরের ভাগ্যে তা
হবার যো নাই।" এই কথা শ্রবণে রূপ-গোস্বামী আপনাকে ধিকার দিয়া
ও কুক্রেরও অধ্য জানিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈঞ্চব হন।

দেবগণ এস্থানে হইতে নিকুঞ্জরন দর্শনে গমন করেন এবং উপস্থিত হইয়া বরুণ কহেন "এই নিকুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বার্মে বসাইয়া মনের হরিষে গান গাইতেন।"

ব্ৰহ্ম। ও ছোট ঘৱটা কি ? আর উহার মধ্যে খাট পালক কেন ?
বৰুণ। এই খাটে প্রতিদিন সন্ধার সময় পূজাশ্যা করিবা রাধা
হয় এবং প্রাতে দেখিয়া বোধ হয় যেন কোন ব্যক্তি শরন করিবাছিল।

কেন এমন হয়, কেই রঞ্জনীতে আসিয়া দেখিয়া য়াইতে সাহস করে না। একজন চোবে দেখিবার জন্ম একরাত্তি এখানে বাস করিয়াছিল; কিন্তু প্রাতে দেখা যায়, সে বোবা হইয়া বাক্য-রহিত হইয়াছে।

এই সময়ে দেবগণ "সাহেব আস্চে" "সাহেব আস্চে" বলিয়া, পথ ছাজিয়া পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। বারংবার সাহেবের মুখের দিকে এবং গাছের দিকে চাহিতে লাগিলেন। সাহেব নিকটে আসিয়া—"বাঙ্গালী—টোম্রা কি দেখিতেছে" বলিয়া চলিয়া গেল।

ইক্র। বা: ! সাহেব ত বেশ্বাঙ্গালা কথা বলে, যেন ময়না পাখী কপ্চে গেল।

বরুণ। ঠাকুরদা, আপনি অত গাছের দিকে তাকাতে লাগ্লেন কেন ? বন্ধা। পাথরের মত ছাল, ওটা কি—তাই, দেখছিলাম।

বন্ধণ—"এইটী একটি নৃতন রকমের বছকালের পুরাতন বৃক্ষ" এই বলিয়া সকলে তথা হইতে বঙ্কবিহারী দেখিতে যান এবং উপস্থিত হইয়া বক্ষণ কহেন, "ইনিই বঙ্কবিহারী, এই মূর্ত্তি বৃন্দাবনের সকল মূত্তি অপেক্ষা বৃহৎ ব্রজ্কবাসীদিগের ইনিই উপাস্ত দেবতা।"

ইক্র। ইহার বামে রাধা নাই কেন ? ক্লফ ত তিলার্দ্ধ মাত্র রাধিকাকে ছেড়ে থাক্তে পার্তেন না।

বঙ্গণ। কথিত আছে—ব্রজ্বাসীরা ইহাঁর বামে ৩/৪ বার রাধিকা দিয়াছিল, কিন্তু ইনি লজ্জায় টেনে ফেলে দেন। অনেকে বলে 'ইনি রজনীতে প্রকৃত রাধিকার সহিত বিহার করিত বলিয়া ক্লন্ত্রম রাধিকা বামে লয়েন না।" প্রাতে নয়টার কম ইহাঁর নিজাভঙ্গ হয় না, স্থতরাং তংপুর্বেষ্ঠ মন্দিরের ছারও খোলা হয় না। কাকের ডাকে পাছে নিজা ভঙ্গ হয়, এই আশক্ষায় কাকগণ সন্ধ্যার পূর্বেষ্ঠ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যাইয়া আশ্রম্ম লয়। ব্রজ্বাসীয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আসিয়া ইহাঁকে আরতি করিয়া থাকে।

এথান হইতে দেবতারা রাধারমণ দেখিতে যান। ইনি শালগ্রামশিলা :

গোপাল ভট্ট ইহাঁর পূঁজা করিতেন। একলে প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ শালগ্রাম রাখা হইয়াছে। তথা হইতে সকলে গোবর্দ্ধন পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হন এবং ব্রহ্মা কহেন "এই কি গোবর্দ্ধন পর্বতি ? এই স্থানে কি লালাবাবু শেষ দশাতে আসিয়া বাস করেন ?"

বক্ষণ। আজে হাঁ। এই স্থানে তিনি বাস করেন এবং এই স্থানেই হঠাৎ পতিত হইয়া তাঁহার অপমৃত্য ঘটে।

বন্ধা। কেন ? কেন ? অমন মহাপুরুষের ভাগ্যে অপমৃত্যু।

বরুণ। কারণ এই, তিনি বৈষ্ণব হইয়া নৌকা-যোগে (তথন রেল ছিল না) বৃন্দাবনে আসেন, পথিমধ্যে কাশীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া নৌকার পরদা ফেলে দিতে আজ্ঞা দেন।

ইন্দ্র। পরদা ফেলে দিবার আজ্ঞা দেন কেন ?

বরুণ। তিনি বৈষ্ণব, শৈব তীর্থস্থান দেখ্বেন। এ কি কখন হ'তে পারে ?

ব্রহ্মা। ঐ ত বাঙ্গালীর দোষ! ঈশ্বর ভেবে উপাসনা করিতেও দলাদলি করিয়া পাপ করিয়া বসে। ঈশ্বর কি ভিন্ন ?—দেশভেদে, কালভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন আক্রতি ধরিলেও মূলে সেই এক মাত্র।

বরুণ। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সম্বন্ধে লোকে বলে "হমুমান্ যথন বিশ্ল্যাকরণীসহ গন্ধমাদন-পর্বত স্কন্ধে লইয়া লক্ষ্ণকে বাঁচাইতে যান, ভরতের বাঁটুলাঘাতে এই স্থানে পতিত হইয়াছিলেন। পর্বতের যে একটু সামাম্য অংশ অন্ধকারে দেখুতে না পাওয়ায় ফেলিয়া যান, তাহাকেই গোবর্দ্ধন গিরি কহে।" আবার অনেকে এরূপ বলে "এক সময়ে দেবরাজ অনবরত জল ঢালিয়া বৃন্দাবন ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ এই পর্বত ছাতার স্থায় কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া বৃন্দাবনবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।" পর্বতের উপর গোবর্দ্ধন দেবের প্রতিমূর্জি আছে।

ব্ৰহ্মা। ঐ মূর্ব্তি কি প্রকার 🎙

বরুণ। উহা শ্রীক্বফের বাল্যকালের গোপাল-মুর্তি। তিনি উলঙ্গ হয়ে হাঁটু পেতে নাড়ু থাচ্ছেন। বল্লভ-আচার্য্য এই মূর্ত্তি স্থাপন করেন। গোবর্জন দেব মামুদের ভয়ে এই পর্বতে পলাইয়া আসেন। এখানে কার্ত্তিক মাসে একটি করিয়া মেলা হয়, মেলার সময় অনেক ধাত্রী আসিয়া থাকে।

এ স্থান হইতে দেবগণ বৃক্তায় পর্বান্ত দেখিতে যান। এই পর্বাতে রাধিকার পিতা বৃক্তায় বাদ করিতেন। পর্বাতের উপরে ও নীচে অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আছে। তগা হইতে সকলে বাসায় ফিরিয়া যাইয়া শয়ন করিলেন এবং নানাপ্রকার কথোপকথন চলিতে লাগিল।

বঙ্গণ। এ স্থানে পূর্ব্বে অত্যস্ত বন ছিল। বৃন্ধা নামে এক চুন্চরিত্রা স্ত্রীলোক গ্রামের যত মেয়ে-ছেলেকে এনে এই বনে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। তাহারই নাম অনুসারে এই স্থানকে বৃন্ধার বন বা বৃন্ধাবন কহে। সেই আমাদের নারায়ণকেও থারাপ করে।

নারা। বরুণ, চুপ কর ভাই ! তোমার মুখে কি অন্ত কথা নাই ?
বরুণ। ঐ স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা ১০৮ জন। তন্মধ্যে দলিতা,
বিশাখা, চল্রাবলী প্রভৃতি অষ্ট-স্থী প্রধান। ঐ অষ্ট-স্থীর মধ্যে এক
মাগী ভূতুড়ে কালো ছিল, তাহার গাত্রের বর্ণ ক্লঞ্চের ন্যায় বলিয়া শ্রামা
স্থী নাম হয়। চল্রাবলী সকলের অপেক্ষা কিছু স্কুন্দরী ছিল, কৃষ্ণ অনেক
সময়ে রাধিকাকে ফাঁকি দিয়া তাহার সহিত বিহার করিতেন।

কোন কোন দিন চন্দ্রাবণীর কুঞ্জে নিশা প্রভাত করিয়া আসিয়া রাধিকার কাছে নারায়ণের আর তিরস্কারের পরিসীমা থাকিত না। তিনি যত গাত্রের ঝাল অকথা কুকথার দ্বারা প্রকাশ করিয়া ঘোন্টা টেনে মানে ব'স্তেন।

ইক্র। মানে ব'স্তেন ? তার পর—

বক্ল। জীকুষ্ণ বেগতিক দেখে পরিশেষে বৃন্দার কাছে পরামর্শ নিজেন। সে মাগী পারে ধরতে শিখিরে দিত। তাতেও মান না ভাঙ্গিলে নারায়ণ মনের ছঃখে কথন ব'ল্তেন্ "সয়াসী হয়ে কাশী যাব।" কথন ব'ল্তেন্ "বৈষ্ণব হ'য়ে বারে দ্বারে দির্বা।" এই প্রকারে তিনি বিদেশিনী প্রভৃতি যা হউক একটা সেজে এলেই বৃন্দা মধাস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন পূর্বাক মিলন করিয়া দিত। বলিতে কি, মাগীগুলো ওঁকে নিয়ে অনেক রক্ষই করিত,—কথন কথন পাঁচ সাতটা একত্র হয়ে হাতী সেজে পূটে লইয়া বনে বনে ফির্তো। কথন বা গাছে তুলে দোলন ও ঝুলন থাওয়াতো, সে জন্ম অন্থাপি দোলু ও ঝুলনথাতা প্রচলিত আছে।

এই সময়ে চৈতক্সদাস বাবাজীর কল্পেকজন সেবাদাসী আসিয়া ডাকিল—"ওগো তোমরা এস।"

নারা। কোণায় যাব १

সেবাদা। রাত হয়েছে, শোবে.না ?

ইন্দ্র। কেন, আমার ত শুমে আছি।

সেবাদা। বুন্দাবনে কি এক্লা ভতে আছে ?

ইন্দ্র। কেন, আমরা ত চারি জন আছি।

সেবাদা। ও মা। মিন্সেরা বলে কি—বৃন্দাবনে কি.যুগলরূপ না হরে রাত্রি বাস ক'রতে আছে। ওতে যে পাপ হয়। বাহির হয়ে এস।

ইক্স। তোমরা চ'লে যাও, আমাদের না হয় পাপ হবে। কি দর্মনাশ! বঙ্গণ! এই কি তীর্থস্থান ?—এই কি তীর্থস্থানের ব্যবহার ? ধিকৃ! ইহারা কি এই মন্দ অভিপ্রায়ের জন্ত বৈষ্ণবী হয়েছে! ধর্মের জন্ম নহে?

এই সময়ে চৈতক্সদাস বাবাজী আসিয়া কহিল "ক্লম্ক তোমাদের মঙ্গল করুন, বলি বাবাজী!"

ইন্দ্র। কি বাবাজী ?

চৈতন্ত্র। আমার সেবাদাসীদিগকে বঞ্চিত ক'রে ফিরাইরাছেন কেন ? তারা অত্যস্ত হু:থ ক'র্ছে। এখানকার যাহা ধর্ম, তাহা রক্ষা কর্মন: নচেৎ যে অধ্যম হবে। ইক্স। তোমার ধর্ম তুমি রক্ষা কর, আমাদের অধর্মই ভাল।

চৈতপ্রদাস চলিয়া গেলে দেবগণের এই সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হয়। প্রাতে সকলে কাম্যবন দেখিতে যান। তথার সকলে উপস্থিত হইলে বরুল কহিলেন "পিতামহ! এই স্থানে রাজা যুখিষ্টির পাশা খেলায় সর্বস্বাস্ত হওয়ার পর বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার শ্রীক্লক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হয়।" এই বলিয়া সকলে নন্দনবন দেখিতে চলিলেন।

ব্ৰহ্মা। নন্দনবনে কি হইয়াছিল १

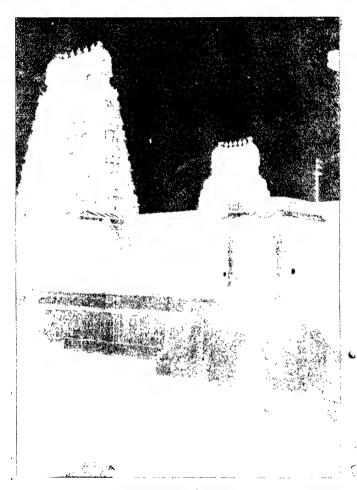
বরুণ। এই নক্ষনবনে শ্রীক্লঞ্চ কংসের ভয়ে লুক্কায়িত ছিলেন। এথানে নক্ষ বশোদার প্রতিমূর্ত্তি আছে। যে বেসালি হইতে শ্রীকৃঞ্চ ননী চুরি করিয়া থাইতেন, সেই বেসালি এবং তাঁহার মস্তকের চূড়া ও পীতধড়াও অ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ইব্র। ওদিকে ও দ্বীপের আকার কি १

বঙ্গণ। ঐ গোকুল। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ, কংসের ভয়ে, লুকায়িত ছিলেন। ওথানে একটি-গৃহে তাঁহার বাল্যকালের থেলিবার দ্রব্যসামগ্রী, অপর গৃহে বস্থানেও দেবকীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। মুসলমানদিগের ভয়ে গোকুলনাথ ঐ স্থানে লুকায়িত থাকেন, বল্লভ-আচার্য্য বাহির করেন। সমাট্ আওরংজেবের সময়ে গোকুলনাথ পুনরায় ও স্থান হইতে পলাইয়াছেন, এক্ষণে ক্কৃত্রিম প্রতিমৃত্তি আছে।

बन्ना। वृन्तावरमत जून वृक्षास मःस्कर्भ वन।

বঙ্গণ। বৃন্ধাবনে সেবাদাসী সহ অনেক বাবাজী বাস করেন। ঘৃত এবং মন্ধ্যার এখানে বেশী আমদানী। এখানে প্রায় ছন্ন সাত হাজার ঘর ব্রজ্বাসী আছে। তল্মধ্যে ছই শত ঘর পাণ্ডা। ব্রজ্বাসীরা মাটির ঘরে বাস করে। তাহাদের মধ্যে বিক্তাশিক্ষার আলোচনা নাই। ব্রজ্বাসীদিগকে দোবে এবং মধুরাবাসীদিগকে চোবে কছে। ইহারা বড় নরম প্রক্লতির লোক। এখানে অনেক বাঙ্গালী আসিন্না বৈরাগী হন্নে বাস করিতেছে।



(শঠেদের মন্দির—রুন্দাবন

বঙ্গদেশের মহাবংশসভূত অনেক স্ত্রীলোককেও এথানে দেখিতে পাওয়া । তাঁহারা পতিপুত্রবিহীনা হইয়া সংসারস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। অনেক ছণ্চরিত্রা রমণীও স্বদেশে লোকলজ্জার ভয়ে বৃন্দাবনে আসিয়া বসতি করে। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ ইত্যাদিতে তাহাদের বেশ এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, হঠাও দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। যমুনার উপর দয়ানন্দ-ঠাকুরের বাড়ী আছে। এখানে অনেকগুলি,কুও আছে। যথা—রাধাকুও, শ্রামকুও, ললিতাকুও, ইত্যাদি। শ্রামকুওের সন্ধিহিত পাহাড়ের যে গুহায় বসিয়া কৃষ্ণদাস চৈতগ্রচরিতামৃত লেখেন, তাহাও অত্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখানে পাঁচটি বৃক্ষ আছে। ইহাদিগকে লোকে পঞ্চপাওব পাঁচ-ভ্রাতা কহে। বৃন্দাবনে অনেকগুলি কৃষ্ণ আছে। যাত্রিগণ ভাকা জমা দিলে এই সকল কুঞ্জে যাবজ্জীবন থাইতে পায়।

ইহার পর দেবগণ একটি বাজারে যাইয়া দেখেন, খেলনার দোকানই অধিক। প্রত্যেক দোকানেই প্রায় রাধাক্ষেত্র প্রতিমৃষ্ঠি, নামাবলী, তিলকমাটি মালা ইত্যাদি বিক্রম হইতেছে। নিক্স্পবন ইত্যাদির পটও বিস্তর বিক্রম হইয়া থাকে। ব্রহ্মা প্রাতঃমান করিয়া গাত্রে দিবার জন্ত একথানি নামাবলী থরিদ করিলেন।

বেলা একটার সমন্ন দেবতারা বাসান্ন আসিন্ধা দেখেন, চৈতন্তদাস বাবাজী তথনও শব্যা ছাড়িয়া উঠে নাই। সে থাটিয়াতে শন্তন করিয়াই আছে। সেবাদাসীরা ভিক্ষা করিয়া আসিন্না তাহাকে তুলিল এবং কেহ পদসেবা করিতেও কেহ তৈল মাথাইতে লাগিল। কেহ বা তামাক সাজিন্না দিল এবং ছই একজন রাঁধিতে গেল। অন্ধ-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে সেবাদাসীরা তাহাকে আহার করাইন্না সেই পাতে প্রসাদ থাইতে লাগিল। চৈতন্তদাসের স্কুথ দেখিন্না নারান্নণ মনে মনে স্থির করিলেন, আর স্বর্গে ঘাইবেন না,ভেক লইন্না কতকগুলি সেবাদাসী রাখিবেন এবং অতঃপর বৃন্দাবনেই বাদ করিবেন।

"হরি বল গাঁট্রী তোল" বলিয়া যখন দেবগণ নিজ নিজ পোঁটলা পুঁটলি লইয়া যাত্রা করেন, নারায়ণ আর উঠেন না। তথন ইন্দ্র কহিলেন "নারায়ণ! ভাই উঠ, চল আমরা কলিকাতায় গমন করি। তুমি অমন বিমর্ধভাবে ব'দলে কেন ? বরুণ তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলায় কি অভিমান ক'রেছো?"

বরুণ। বিষ্ণু! তুমি কি আমার উপর রাগ ক'র্লে ? নারা। দেবরাজ। আর আদি স্বর্গে যাইব না।

ইজ। কেন! কেন! নারায়ণ, স্বর্গে যাইবে না কেন?

নারা। কি স্থথে আর যাইব ভাই! আমি দেখ্চি স্বর্গে আর কোন
স্থথই নাই। প্রথমতঃ পেটের ভাবনা ভেবেই অস্থির। বদিচ সমস্ত দিন
থেটে খুটে মাধার মোট ক'রে ছ-এক পর্যা এনে দিই, তাতেও নিস্তার
নাই,—মাগীগুলো সমস্ত দিনই পরস্পরে বিবাদ বিসংবাদ মারামারি
টেচাটেচি ক'রেই কাটাচেচ; ব'ল্তে কি, আমার বাড়ী যেন সম্বাবতীর
হাট। এর উপর পারিজাত চাই, এ চাই, ও চাই ফরমাস ক'রে বন্ধ্বিচ্ছেদ ও গৃহবিচ্ছেদ ঘটাবারও বিধিমত প্রকারে চেষ্টা পার। অতএব সেই
সব ছঃথ হ'তে এড়াতে আমি প্রতিক্তা ক'রেছি—ভেকধারী বৈষ্ণব হব।

ব্রহ্মা। দেখ ভাই ! দেবই হউক বা গন্ধর্কই হউক, আর নরই হউক বা কিন্নরই হউক, বহু-বিবাহ দোষের আকর। বহু-স্ত্রীর যে ব্যক্তি পাণিগ্রহণ ক'রে, তার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কোন স্থানেই স্থখ নাই। অতএব তুমি বহু-বিবাহ ক'রে নিজের স্থখ নিজে নষ্ট ক'রেছ, এক্ষণে সে জন্ম পরি-তাপ করা অন্যায়। তুমি নিজের কুকর্মের জন্ম পরিতাপ কর এবং বিবাহিত পদ্মীগণকে স্থী করিবার চেষ্টা পাঞ্চ, নচেৎ ইহকাল পরকালে অধর্ম হবে।

ইক্স। নারায়ণ! তোমার ছঃখ আর কদিন १—লক্ষী শুনেছি যথাসর্বস্ব তোমাকে উইল ক'রে দেবেন।

নারা। তাঁর আর আছে কি ? লোকে বলে তিনি সপত্নীগণের

উপর রাগ ক'রে যা [•]কিছু আছে মর্ক্তালোকের রূপণ ধনীদের বিতরণ ক'রেছেন।

বরুণ। যা হোক্ ভাই। সংসারধর্ম ক'র্তে হ'লেই সকলপ্রকার স্থ হংথ সহ্য ক'র্তে হয়; অতএব সে জন্ম তোমার অভিমান করা অন্সায়। এক্ষণে গাতোখান কর, ট্রেণ মিস্ হ'লে আর আগ্রায় যাওয়া হবে না।

এই কথাতে নারায়ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ব্যাগ হস্তে লইয়া গাত্রোখান করিলেন এবং সকলে একাযোগে বৃন্দাবন হইতে মথুরা ষ্টেশনে যাইয়া টুগুলার টিকিট লইয়া টেণে উঠিলেন, টেণ হুপাহুপ শব্দে দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

রহ্মা। বাঃ! এ গাড়ীগুলি যেমন দেখুতে স্থলর, তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দ্রুতগামী। এ কোন দলের বঙ্গণ ?

বরুণ। ইষ্ট-ইপ্তিয়া-কোম্পানী নামক এক দলের। ইহাদের লাইন মন্ত্রান্ত দল অপেক্ষা অনেক দূর বিস্তৃত এবং ইহাদের অধীনে অনেক লোক-জনও থাটিতেছে ও কল-কার্থানা চলিতেছে।

দেবগণ গাড়ির চতুর্দিকে চাহিয়া দেখেন—বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দি
বড় বড় অক্ষরে লেথা রহিয়াছে—"প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচ জনের বেখী বসিতে
পারিবে না।" তদর্শনে তাঁহারা কোম্পানীকে যথেষ্ঠ প্রশংসা করিতে
লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, কলিকাতা পর্যাস্ত আরামে যাইতে
পারিবেন। ক্রমে ট্রেণ টুগুলায় আসিয়া পঁতছিল, দেবগণ অর সময়
ভ্রমায় থাকিলেন। তাঁহারা দেখিলেন এখানে কয়েকজন বাঙ্গালী-বাবু
থাকায় রিডিক্লব প্রভৃতি প্রতিষ্টিত হইয়াছে। তাঁহারা অর সময়ের মধ্যে
টুগুলা দেখিয়া তথা হইতে ব্রাঞ্চ রেলে আগ্রায় চলিলেন।

আগ্ৰা

দেবগণ ষ্টেশন হইতে বাহির হইবামাত্র ব্রহ্মা কহিলেন "উ: বাবা! বঙ্গণ! ওটা কি গ্রাম—যার অত বড় লম্বা চওড়া প্রাচীর, আর তার গারে কুটো ফুটো ?"

বরুণ। উহা আগ্রা ফোর্ট। এই নগর আক্বর বাদশার রাজধানী ছিল বণিয়া, আগ্রা নাম হইয়াছে ।

ইক্র। বেলা হ'য়েছে, চল আমরা অগ্রে স্নান আহার করি, পরে প্রাণ ভোরে আগ্রা দেখা বাবে। আহা । আহারটা প্রত্যহ না থাক্তো !

নারা। এ সমস্ত দেখ্লে আর ক্ষা থাকে না। কেউ আমাদের জন্ত অন্ধ-ব্যঞ্জন প্রস্তুত ক'রে রাখ্তো, তা হলে চট্ ক'রে চারটী খেন্নে নিয়ে সমস্ত দিন টো টো ক'রে দেখে বেড়াতাম।

বরুণ। ইংরাজ রাজ্যে তৈয়ারি অন্নও পাওয়া যায়। যে স্থানে প্রস্তুত হয়, তাহাকে হোটেল বলে। হোটেলে চারি পয়না দিলে নোটাম্টি এবং ছই আনা দিলে ভালরূপ আহার দেয়। সেথানে শয়নেরও উত্তম বন্দোবস্তু আছে।

ব্রহ্মা। রাঁধে কারা ?

বরুণ। বান্ধণে, মাইনে করা ভাল পাচক-ব্রাহ্মণ আছে।

নারা। এখন হ'তে আমরা হোটেলেই আহার ক'র্বো, নচেৎ প্রতাহ
আর হাত প্রতিয়ে রেঁধে খাওয়া যায় না।

দেবগণ স্নান করিতে যমুনাতে চলিলেন। তথার উপস্থিত হইলে বন্ধণ কছিলেন "পিতামহ। এই যমুনা-তীরস্থ বালুকার উপর ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন।

নারা। আহা ! কি চমৎকার সেতুই প্রস্তুত ক'রেছে। বরুণ ! পর পারে যে উন্থান দেখা যাচ্ছে, উহার নাম কি ?



বঙ্গণ। উহা সমাট্• আকবরের ক্কৃত এম্দাদ্ উত্থান। ঐ স্থানে বামবাগ নামক তাঁহার একটি অভাুৎক্কট বৈঠকথানাও আছে।

দেবগণ স্থান করিয়া আছিক করিতেছেন, এমন সময়ে এক অব-গুঠনাবৃত স্ত্রীলোক আসিয়া ব্রহ্মার চরণে প্রণাম পূর্বক রোদন করিতে লাগিল।

ব্ৰহ্ম। ছঃখিনি। ভূমি কে ?

ন্ত্রীমূর্ত্তি কহিল "বিধাতা, আর আমাকে চিস্তে পার্বে কিন ? ধাতা, স্তিকা-বরে কি আমার ভাগ্যে এত কটুঁও লিথ্তে আছে ? উদ্ধার কর ! আমি আমার কপালের লিখন জলে ধুরে আসি, আর এক কলম ভাল ক'রে লিখে দাও! আর সহু হয় না,—ওমা! প্রাণ যায়।"

ব্রহ্মা। কে, যমুনা ? ভগিনি ? তোমার আঁজি এ অবস্থা কেন ? দিদি, তোমার হঃখ দেখে যে আমার প্রাণ ফেটে যাচেচ।

যমুনা। বিধে ! তোমার মহযোরা আমার কি ছর্দশা ক'রেছে দেখ। তাহারা আমাকে এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে এমন ক'রে কেঁছে যে, আর আমার পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতা নাই। আমি বন্ধন-দশাতে অস্থির হয়ে, রাত দিন কেবল কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে জলবৃদ্ধি ক'র্চি। ও মা ! প্রাণ যায়, আর সঞ্ছ হয় না ।

ব্রহ্মা। যমুনে । মহাপ্রলম্ন পর্যাস্ত তোমাকে এই অবস্থায় পাক্তে হবে। তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?

যমুনা। এলাহাবাদ হইতে সম্প্রতি এখানে এসে পোলের (ব্রিজের) তলার একটি গহ্বর প্রস্তুত ক'রেছি। তথার ব'সে রাত দিন কেবল কাঁদি। কোন্ স্থানটা ভগ্ন হ'লে আমাকে আঘাত সহু ক'র্তে হবে, এই ভেবে আমার চোখে যুম, পেটে ভাত নাই!

ব্রহ্মা। দেখ দিদি ! .তোমার দাদা শমন আমার মহয়গণের উপর বড় অত্যাচার করেন, সেই জন্মই তাদের বারা তোমার এ অবস্থা ঘটেছে। যমের জ্ববিচারে মনে বড় কন্ট হয়, তিনি পিডা মাতার ক্রোড় হইতে তাহাদের সর্কাশ্ব-ধন—একমাত্র পুত্রকে হয়ণ করেন। সংসারের মধ্যে যেটা সর্কোৎকৃষ্ট, অগ্রেই যেন তাঁহার চোক সেই দিকেই খুরে বেড়ায়। তিনি যাহাকে অনেকগুলি পরিবার প্রতিপালন ক'র্তে দেখেন, সর্বাত্রে তাহাকেই নিমে নিশ্চিস্ত হন। অনেক শিশু সন্তানের পিতা মাতার মধ্য হইতে পিতাকে অগ্রে লইয়া আমোদ দেখেন। দম্পতী, যাহারা পরস্পরে তিলেক বিচ্ছেদ হ'লে একয়্ল ভাবে, যাহারা রাত দিন উভয়ে উভয়ের মুখাবলোকন করিয়াও তৃপ্ত হয় না, এমন অক্লত্রিম প্রেমবন্ধন তিনি নিজ কুঠারাঘাতে ছেদন করিয়া উভয়ের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটান। অতএব ভগিনি, সেই মন্তম্মজাতি তোমার দাদার অবিচার ও জ্বতাচার সম্ভ করিতে না পেরেই তোমার এ হ্নদা ক'রেছে।

ইন্দ্র। যমের অবিচারে যমুনার বন্ধন, এ কিরূপ বিচার ?

বরুণ। চোরা গরুর অপরাধে কপিশার বন্ধন থেরূপ বিচারে হ'ন্নেছিল। দেবগণ ইহার পর হোটেলে চলিলেন। যমুনাও কাঁদিতেঁ কাঁদিতে জলমধ্যে প্রবেশ করিরা নিজ গহররে আশ্রয় লইলেন। দেবতারা হোটেলে প্রবেশ করিবামাত্র একটি বাঙ্গালী-বাবু ক্রতপদে আদিয়া পিতামহের হাত ধরিয়া বাহিরে আনিলেন; তাহা দেখিয়া অপর দেবগণ সঙ্গে সঙ্গে আদিলেন।

ব্রহ্ম। আপনি আমার হাত ধ'রে বাহিরে আন্লেন কেন?

বাঙ্গালী। ক'চ্ছেন কি মশাইরা ? হোটেলে কি ভদ্রলোক আহার করে ? ও পাচকেরা যে শ্লেচ্ছ ! হিন্দুজাতির জাতি নষ্ট করিবার জন্ম গলায় পৈতা দিয়া ঐপ্রকার ব্রাহ্মণ সেজে আছে । আপনারা কালীবাড়ীতে চলুন ।

ব্ৰহ্মা। কাণীবাড়ী কি ?

বাঙ্গালী। পশ্চিমে মুসলমানের। এইপ্রকার অত্যাচার করে বলির। হিন্দুরা চাঁদা দারা অর্থ সংগ্রহ করিরা স্থানে স্থানে এক একটি প্রতিমূর্ত্তি সহ কালীবাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। তথায় ভাল ব্রাহ্মণ দারা মহামায়ার ভোগের জন্ম রন্ধনাদি হয়, এবং ঐ প্রসাদ যাত্রীদিগকে আহার করিতে দেওয়া হইয়া থাকে।

দেবগণ কালীবাড়ীতে আদরের সহিত বাসস্থান পাইলেন। তাঁহার। আহারাদি করিয়া অপরাহে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে ফোটের (কেলার) নিকট উপস্থিত হইলেন।

বঙ্গণ। দেখুন পিতামহ। ইহারই নাম আগ্রা ফোর্ট। কেল্লায় প্রবেশ করিবার এই যে দরজা দেখিতেছেন, ইহার নাম দর্শন-দক্ষণা। এই দর্শন দরজা হইতে বেগমেরা মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি দেখিতেন।

বন্ধা। দরজার খিলানগুলিতো বড়ই চমৎকার!

বরুণ। ইহা প্রায় তিন হাজার বৎসরের, কিন্তু অস্তাপি দেখিলে নূতন বোধ হয়।

সকলে প্রবেশ করিয়া ছর্গের মধ্যে, বাইতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা কহিলেন "বাঃ! এমন চমৎকার গেট তো কোথাও দেখি নাই। ইহার থিলানও চশংকার! এ গেটের নাম কি বরুণ ?

বরুণ। ইহার নাম বোধারা-গেট। এক্ষণে ইহাকে "ওমরাও সিংক। ফটক" কহে।

ইক্র। ভিতরে ত উত্তম উত্তম বাড়ী রহিয়াছে ! ও ছাদে কি হইত বরুল ? বরুণ। উহা সম্রাটের নহবংখানা। ঐ স্থানে দিবসের প্রত্যেক সময়ে, প্রত্যেক স্থরে নহবং বাজিত। নদীর দিকে ঐ যে শ্বেতপাধরের অসংখ্য খিলানবিশেষ স্থানটী দেখিতেছেন, উহার নাম দেওয়ানী খাস। ঐ স্থানে বসিয়া আকবর বাদসা বঙ্গ বেহার ও কাশ্মীর আক্রমণের মতলব স্থির করিতেন। সাজাহান বাদসা শেষ দশাতে ঐ স্থানেই কারারুদ্ধ খাকেন। ঐ স্থানে কাল মার্কেল প্রস্তরের এক্থানি সিংহাসন আছে। উহা ১২ ফুট চৌড়া এবং ফুই ফুট উচ্চ। ঐ সিংহাসনে বসিয়া আকবর বাদসা গ্রীম্বকালে বায়ু সেবন করিতেন।

নারা। আহা ! এরাই যথার্থ স্থপভোগ ক'রেছে। আমরা দেবতা করে কি ক'রেছি !

সকলে সিসমহলের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "দেখুন পিতামহ । এই স্থানকে সিসমহল কছে । এস্থানের প্রাচীর কাচের।"

ইন্দ্ৰ। এখানে কি হইত १

বরুণ। এই গৃহে বেগমেরা স্নান করিতেন। স্নানের পর এলো চুলে, ভিজে কাপড়ে স্ত্রীলোকদিগকে বড় স্থন্দর দেখায়। এ জন্ম সম্রাটের। দেখিবেন বলিয়া গৃহের প্রাচীর কাচের করিয়াছিলেন।

নারা। সখও মন্দ নছে।

ব্রহ্মা। নানা রঙ্গের কুদ্র কুদ্র পাথর দিয়া সাজান এটা কি ? আহা ! এমন স্থলর পাথর ত কথন চক্ষে দেখি নাই।

বরুণ। উহা একটি কবর। ওদিকে সম্রাটের অন্ধরের বাগান দেখুন। ঐ বাগানে এমন স্থন্দর স্থন্দর পুষ্প আছে, যাহা দেবতারা কথন চক্ষে দেখেন নাই।

এ স্থান হইতে দেবগণ দেওয়ানখানা দেখিতে চলিলেন। যাইবার সময় বিহ্নণ কহিলেন "দেখুন ঠাকুরদাদা! এই যে স্নড়ঙ্গ দেখিতেছেন, লোকে বলে ইহার ভিতর দিয়া আগ্রা হইতে দিল্লী পর্যাস্ক পাওয়া যায়।"

বন্ধা। উ: । অভুত ক্ষতা !!

ক্রমে দেবতারা দেওয়ানথানায় উপস্থিত হইয়া প্রকাণ্ড দালান দেথিয়া অত্যস্ত আশ্চর্য্য হইলেন। বরুণ কহিলেন, "এই দালান লম্বায় ১৮০ ফিট এবং প্রস্থে ৬০ ফিট। এই দালানে একথানি সিংহাসন ছিল, তাহাতে বিসিয়া আকবর প্রত্যাহ দরবার করিতেন। সোমনাথদেবের বিথ্যাত চন্দন কাঠের দরজা দস্থারা হরণ করিয়া আনিয়া ঐ স্থানে রাথিয়াছিল।"

ব্রহ্ম। আহা ! ঐ দরজার জন্ত সদাশিব সম্ভাপি মধ্যে মধ্যে আমার কাছে হঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বঙ্গণ। ওদিকে দেখুন মতি-মন্জিদ। ভাগ ভাগ খেত পাথর মতির সহিত মিলাইরা ঐ মন্জিদ প্রস্তুত হয়। এ কারণ মতি-মন্জিদ নাম হইরাছে। মতি-মন্জিদের নিকট সকলে উপস্থিত হইলে বন্ধা কহিলেন "আহা মতি-মন্জিদই বটে।"

বঙ্গণ। এই মস্জিদে ৪০ ফিট পরিধি-বিশিষ্ট একথানি মাত্র খেত পাথরের সিংহাসন ছিল। তাহাতে উপবেশন করিয়া আকবর বাদসা প্রত্যহ স্থান করিতেন। সিংহাসন খানি এত স্থন্দর যে, রাজপ্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিংস দেখিয়া চমৎক্ষত হয়েন এবং চতুর্থ জর্জ্জকে উপঢ়ৌকন দিবার জন্ত বিলাতে প্রেম্বণ করেন।

ইন্দ্র। কার ধন কে কাকে উপঢ়োকন দের। এখানে আর কি আছে ?
বরুণ। একণে আর কিছু নাই। তবে এক সময় জাহাঙ্গীরের
বিখ্যাত পানপাত্র এই স্থানে ছিল। উহা অতি চমৎকার বহুমূল্য মণিমুক্তার ঘারা স্থসজ্জিত করা ছিল। পানপাত্রটি ইংরাজ রাজপুরুষের।
কলিকাতঃ মিউজিয়মে লইয়া গিয়া রাথিয়াছেন। এখানে একটি বৃহৎ
কামান ছিল। লোকে বলে উহা মহাভারতের বীরপুরুষগণের। সে
কামানটীও বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে।

ইন্দ্র। ছই একটা দ্রব্য দেখে বিলাতের লোকের কি কৌজুহল চরিতার্থ হবে ? এই মতি-মস্জিদটী যদি সমগ্র পাঠান হইত, তাহা হইলে তাঁহারা চমৎক্বত হইতেন এবং ভারতবাদীদিগের কারিগিরি ও বুদ্ধিরুত্তিরও কিছু পরিচয় পাইতেন।

বঙ্গণ। তাহার যে যো নাই। নচেৎ রাজপুরুষেরা সমস্ত আগ্রাকে ইংলপ্তে উঠাইয়া লইয়া যাইতেন।

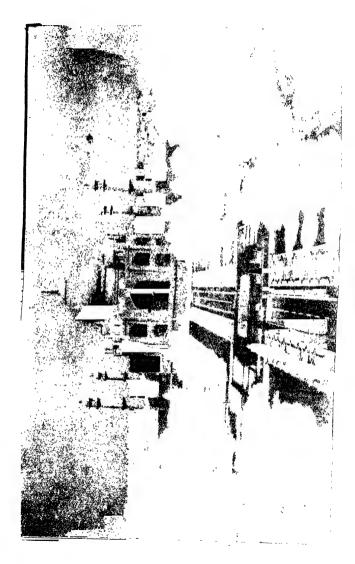
ইছার পর দেবগণ বাসার প্রত্যাগমন করেন। আসিবার সময় বরুণ কহিলেন "দেখুন পিতামহ! কেল্লার ঐ যে স্থানটা দেখা যাচে, ঐ স্থানের উপর হইতে নীচে একটি ভয়ানক গহুর গিয়াছে। গহুরের ভলা যে ক্ষেমার, মন্তাপি তাহা দ্বির হর নাই। কোন ব্যক্তি হত্যাপরাধে অপরাধী হুইলে সম্রাটেরা তাহাকে ঐ গহারের মধ্যে মিক্ষেপ করিছেন।"

ইহার পর দেবগণ বাসার আসিরা শরন করিলেন। শর্মন করিয়া তাঁহাদিগের সাংসারিক অনেক কথোপকথন হইতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন, "ক্র্যাণ বেটাকে থন্দগুলো ক্ষেতে ছড়ারে দিতে ব'লে এসেছি—দের ত ভাল,—নচেৎ অনেক ক্ষতি হইবে। মর্ত্তা হ'তে ফিরে গিয়ে চগুীমগুপথান উঁচু ক'রে ছাওয়াব মনে ক'রেছি, কিন্তু উলুর যে দর—কি করি কিছু স্থির ক'র্তে পার্টিনে।" তাঁহাদের বাসার সন্নিকটে সেই দিন এক মুসলমানের বাড়ীতে বে ছিল, বাত্তকরেরা সমস্ত রাত্তি এক ঘেরে বাজাইয়া দেবগণকে বড় বিরক্ত করিতে লাগিল।

নারা। বেটার চুলির যত আব্দার আমাদের কাছে। বে কি পূজার সময় নবাব-পূত্রদের তেল দেও, জলধাবার দেও, বক্সিস দেও; কিন্তু ঢোলে আর কাঠি পড়ে না। জন্দ বেটারা মুসলমানের কাছে। বাপু। একদেয়ে বাজিয়ে মাথা গ্রম ক'বে দিলে।

পরদিন প্রাতে সকলে বিখ্যাত তাজ্বমহল দেখিতে চলিলেন। নিকটে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! এ কি! আমার ইচ্ছা হ'চেচ, চতুস্মুখ এবং অষ্টচক্ষ্ বাহির করিয়া কেবল দেখি।" ইক্র কহিলেন "আমারও ইচ্ছা আজ সহস্র-লোচন বাহির করি, কিন্তু কি জানি পাছে ন্তন জানোয়ার ভেবে চিড়িয়াখানায় আটক করে।" নারায়ণ কহিলেন "যে এই তাজ প্রস্তুত ক'রেছে, সে আমাদের বিশ্বকশ্বার বাবার বাবা।"

বরণ। ইহার পাঁচটা চূড়া দেখুন কত উচ্চ। তাজ যমুনার উপর অবস্থিত। এ ক্ষারণ নোকা হইতে দেখিতে কড় স্থলর দেখায়। ইহার ভূলা উচ্চ মস্জিদ পৃথিবীতে আর নাই। বাইশ হাজার লোক বাইশ বংসরে ইহা নির্মাণ করে। আগ্রা তাজমহলের কর বিধ্যাত।





বন্ধা। দেয়ালে যে বৃক্ষণতা এবং ফলপুষ্পা সকল বহিয়াছে, প্রথমে সত্য বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল।

বরণ। এক সমরে এই সমস্ত বৃক্ষণতা ও ফলপুষ্প হীরা ও মণি মুক্তা ধারা স্থসজ্জিত ছিল। মহারাষ্ট্রীয় দস্তারা সেই সমস্ত হীরা ও মণি-মুক্তা প্রাচীর হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

দকলে মস্জিদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন এবং একটি কবর দেখিয়া ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ। এ স্থানটী কি ?"

বৰুণ। ইহাকে মন্তাজমহল কচে। এই স্থানে জাহালীর বাদসাকে কবর দেওয়া হয়।

বন্ধা। ওদিকে যে কবর দেখা যাচে, উহা কাহার, এবং তাক্ষমহল নিশ্মাণের কারণ কি ?

বঙ্গণ। ওদিকের কবরটা সাজাহানের প্রির বেগম মম্তাজের।
একদা তিনি সমাটের সহিত তাস খেলিতে খেলিতে কহেন "নাখ! আমি
ম'লে তুয়ি কি ক'র্বে ৽ তাহাতে সমাট্ প্রত্যুত্তর দেন "প্রিরে! তোমাকে
এমন স্থানে কবর দেব যে, পৃথিবীর মধ্যে সেই স্থান সকলেই জানিবে"
বলিরা তাজমহল নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করান। ইহার নির্মাণসময়ে
মনেক রাজা সাহায্য করিরাছিলেন। জরপুরের রাজা অনেক উৎকৃষ্ট
প্রস্তর দেন। সে সমস্ত ৮০ কোল রাস্তা হইতে গাড়ী করিরা আনা হয়।

নারা। ইহার ভিতর আর কি আছে ?

বরুণ। মুরজাহানের কল্পা আজব জা,—বাঁহার সহিত সাজেহান বাদসার বিবাহ হয়, তাঁহাকেও এই স্থানে কবর দেয়। তাজের সংলগ্ধ উন্ধান বড় চমংকার। বাগানের মধ্যে যাইবার রাস্তার উভরদিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ৮৩টা জলের ফোরারা আছে। ইহার পূর্ব্যদিকে অনেকগুলি মুস্কিদ এবং অপর দিকে অনেক ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকার প্রাচীর ইত্যাদি দেখিতে পাওরা বার। এথানে একটা মার্কেল প্রস্তারে নির্নিত সেতৃ আছে। ঐ দেতু আরম্ভ হইলে সমাট্ সাজাহান ও তাহার কোন কোন পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এ কারণ নির্মাণকার্য্য স্থগিত থাকে।

ব্ৰহ্মা। প্ৰকৃত আগ্ৰা কোন্ স্থানের নাম ?

বন্ধণ। "আগ্রা যমুনার উভয় তীরে অবস্থিত। আগ্রার চক বড় চমৎকার" বলিয়া সকলে চক দেখিতে চলিলেন। যাইবার পূর্বের তাঁহার। "সিসমহল" দিয়া ঘুরিয়া গেলেন। কাচ-নির্দ্মিত প্রাসাদ দেখিয়া দেবগণ অবাকৃ হইলেন।

চকে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা শ্বসংখ্য মণি-মুক্তার দোকান এবং নানাপ্রকার দ্রবাসামগ্রী দেখিয়া অত্যন্ত আফ্লাদিত হইলেন। দেবরান্ধ নিজ্ঞ
পৌত্রের বিবাহের সময় জুরুনীতে দিবেন বিশ্বয়া পাঁচ টাক। মূল্যের প্রস্তরনির্মাত একটি তাজমহল থরিদ করিলেন। ব্রহ্মার শুড়গুড়ির নলগুলি ইতিপূর্ব্বে বানরে নষ্ট করায় আগ্রাদ্ধ পুনরায় থরিদ করিলেন এবং পূজা করিবার
সময় বিসবেন ভাবিয়া একথানি আসনও লইলেন। নারায়ণ কয়েকখানি
সভরঞ্চ ও গাল্চে থরিদ করিয়া লইয়া সকলে ষ্টেশুনের অভিমুখে চলিলেন।
বর্মণ। গ্রীয়কালে আগ্রায় অত্যন্ত গ্রীয় হয়, এমন কি 'লু' চলে।
ইহা একটি জেলা; এজন্ত এখানে কালেক্টরি, ফৌজদারী, জন্ধ আদালত
প্রভৃতি যাহা যাহা জেলাতে থাকা আবশ্রুক, সকলই আছে। আগ্রার
কলেজ বড় বিখ্যাত। এই কলেজ হইতে বংসর বংসর অনেক ছাত্র
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্রায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

দেবগণ ষ্টেশনে যাইয়া কানপুরের টিকিট লইয়া টেণে উঠিলেন। ট্রেণ ছপা ছপ্ শক্তে যথাসময়ে কানপুরে পঁতছাইয়া দিল।

কানপুর

ঠেশন হইতে বাহির হইরা দেবগণ একা গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং সকলে ভাহাতে আরোহণ করিয়া প্রাশস্ত রাজবর্ত্মের মধ্য দিয়া অসংখ্য উন্থান এবং বাঙ্গলা দেখিতে দেখিতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি দোকানে বাসা স্থির হইল, তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সকলে স্নানার্থ সতী-চৌড়ার ঘাটে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ব্রক্ষা কহিলেন "বরুণ। এ ঘাটের নাম সতীচৌড়ার ঘাট হইল কেন ?"

বরুণ। পূর্বে এই ঘাটে অনেক সতী মৃতপতি সহ সহমৃতা হইতেন, এই জন্ম ইহার নাম সতীচৌড়ার ঘাট হইয়াছে।

ব্ৰহ্মা। সহমূতা হইতেন কেন ?

বরুণ। ভারতের অনেক স্থানে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকেরা আর বিবাহ করিতে পারে না, তাহাদিগকে আজীবন পতিবিরহানলে দশ্ধ হইতে হয়। এ কারণ সভীরা নিজে নিজেই মৃত পতিকে কোলে লইয়া প্রজ্ঞানিত চিতারোহণপূর্মক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া চিরকাল দগ্ধ হওয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইতেন।

ব্রহ্মা। মাহা। মামার সোণার ভারত সতীত্বের আকর। বরুণ। কলিতেও কি এমন সতী আছে ?—মস্তাপি কি সতীরা পতিবিরহ-অনলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন ?

় বরুণ। অনেক দিন পর্যাস্ত ঐ সহ-মরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, পরে ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি লর্ড বেণ্টিক ঐ ভয়ানক হত্যাকাপ্ত রহিত করেন।

ব্ৰহ্মা। ভয়ানক হত্যাকাও কিসে ?

বরুণ। ইদানীস্থন স্ত্রীলোকেরা অতি অল্প বয়সে বিধবা হইতে লাগিল, এবং তাহাদের আত্মীয় স্বজনও অত্যস্ত অক্সায় আচরণ-পূর্বক তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া গবর্ণরের সরল হুদরে দয়ার উদ্রেক হুপ্তরাতে তিনি সতীদাহ নিবারণ করেন।

ব্রন্ধা। এ কাজটী ভূত কাজ স্বাকার করি, কিন্তু ধর্মশিক্ষার অভাব হইলে ইহাতে ব্যভিচার-দোষের বৃদ্ধি হইতে পারে। ঘাটে এ মন্দিরটী কিসের গ বরুণ। মাকাল ঠাকুরের।

বন্ধা। মাকাল ঠাকুর কি ?

ইন্দ্র। ঠাকুরদাদা। আজ মর্জ্যে এসে সব ভূলে গেলেন।

বরুণ। হাঁ, উনি এক্ষণে কলিকাতার ক্যাকা বাবু সেজেছেন।

নারা। দে কি-রকম १

বঙ্গণ। কলিকাতার অনেক বাবু পল্লীপ্রামের সব জানেন অথচ মধ্যে মধ্যে স্থানবিশেষে স্থাকা সেজে ধান'গাছ দেখে জিজ্ঞাসা করেন "এ সব কিসের গাছ?" তাহাতে যদি কেত উত্তর দেয় "যে ধানের চাউল থেয়ে এত বড় হয়েছে, এ সেই ধান-গাছ।" অন্নি হেসে বলেন "ঠাটা কর কেন ভাই, ধানগাছ কি চিনিনে—তার মস্ত মস্ত গাছ, রাঙ্গা রাঙ্গা কূল। গাছের শুঁড়িতে তক্তা হয়।" তেমনি ঠাঁকুর-দা আমার চিরদিন মাধাল ঠাকুর মংস্ত-জীবীদিগের উপাশ্ত দেবতা জেনেও জিজ্ঞাসা ক'র্ছেন, মাধাল ঠাকুর কে ?

ব্রহ্মা। মরুক্ গে, আমার ভুল হয়েছে। ওদিকের ওঘাটের দাম কি ? বরুণ। উহা বিহারিলালের ঘাট। ঐ ঘাটে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। সকলে স্নান আহ্নিক সমাপনাস্তে বাসায় আসিতেছেন, এমন সময়ে নারায়ণ একটী গৃহে ছর্গার প্রতিমূর্জি দেখিয়া কহিলেন "বরুণ। কানপুরেও-

বৰুণ। কেমন ক'রে জান্লে?

নারা। ঐ দেখ।

বাঙ্গালী আছে ?"

বরুণ। ঐ মুর্ত্তি যে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত, নিশ্চয় কি ? হিন্দুস্থানে কি হিন্দু নাই, না হিন্দুস্থানীরা দেবদেবীর প্রতিমৃত্তি পূজা করে না ?

নারা। হিন্দুস্থানে হিন্দু আছে স্বীকার করি এবং হিন্দুস্থানীরা দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে সত্য; কিন্তু পরিষ্কার গঠন বাঙ্গালী ভিন্ন অপরের হারা হওয়া অসম্ভব। আমাকে এক প্রাক্ত হইতে অপর প্রাক্ত বন্ধণ। তুমি যা ব'ল্চো সত্য। ইহা একটা কলিকাতার বাবুর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কলিকাতা হইতে কারিগর আনাইয়া এই মূর্চ্ছি নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন।

ইহার পর দেবগণ বাসায় আসিয়া উচ্ছে আলু ভাতে ভাত এবং বুটের ডাল রাঁধিয়া আহার করেন এবং আহারাস্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সকলে নগর ভ্রমণে বহির্গত হন। পথে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! ওটা কি বলুন দেখি ?"

বন্ধা। ব'লতে পারি নে।

বরুণ। কট্লিখার থাল (লাহোর)। উহা বিজ্ঞানবিদ্ কট্লি খনন করাইয়া হরিষার হইতে কানপুর পর্যান্ত আনিয়াছিলেন। কেন, শ্বরণ নাই ? হরিছারে ত আপনাকে দেখাইয়াছি।

ব্রহ্মা—"হাঁ। হাঁ।—বিশ্বত হইয়াছিলাম।" এই কথা বলিয়া সকলে ময়দার কুল্মরের নিকটু, যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ইক্র। ঠাকুরদা। মর্ব্জে এসে যা দেথ্ছেন, যা শুন্চেন, তাতেই আশ্চর্যা হোচেন। বুড়ো হয়ে উহাঁর বুদ্ধিল্রংশ হইয়াছে, নচেৎ স্বয়ং এই বিশ্বসংসার স্থাষ্টি করিয়া মনুষ্যকৃত সামান্ত সামান্ত কল-কারথানা দেথে এত বিশ্বিত হইবেন কেন ?

ব্রহ্মা। এ তোমার অন্তায় কথা ভাই! বিবেচনা কর, এক ব্যক্তি একটি বাগান নির্মাণ করিয়া তাহাতে নানাবিধ ফল ফুলের গাছ স্বহস্তে রোপণ করিল। কালক্রমে বৃক্ষগুলি বৃহৎ হইলে চারিদিক্ হইতে নানাবিধ কীট পতঙ্গ এবং পশু পক্ষী আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল, মধুমক্ষিকারা ক্রুদ্র ক্ষুদ্র গাছে মোচাক এবং বাবুই পক্ষীতে তালগাছে কূলায় নির্মাণ করিল। এখন বাগানের মালিক কি স্বহস্তে নির্মিত বাগান বলিয়া মোচাক দেখিয়া আশ্র্যান্থিত হইবে না ? না—বাবুই পক্ষীর বাসা দেখিয়া বাহবা দিবে না ? বাহা হউক, কলম্বরে অনেকগুলি লোক প্রতিপালন হইতেছে।

বঙ্গণ। অনেকগুলি লোক প্রতিপালন হ'চেচ সত্য; কিন্তু অনেক মন্ধদা-বিক্রেতার অন্ন মারা গিরেছে।

व्या (कन १

্বক্রণ। কলের ময়দা একে পরিষ্কার, তাহাতে সন্তা।

ইন্দ্র। আমরা অতঃপর ক্রিয়া কর্ম উপলক্ষে কলের ময়দা ব্যবহার করিব এবং মুর্গেও ২০১টি ময়দার কল বসাইব।

এথান হইতে দেবতারা হত্যাগৃহ, হত্যাকৃপ দেখিতে চলিলেন।
দারের নিকট উপস্থিত হইলে পাহারাওয়ালা কহিল, "হিন্দুস্থানীর ভিতরে
যাওয়া নিষেধ।"

বরুণ। আমরা হিন্দুস্থানী নহি।

নারা। বরুণ ! হিন্দু স্থানীরা যাইতে পায় না কেন ?

বরুণ। হিন্দুস্থানীরাই ঐ ভয়ানক হত্যা করিয়াছিল।

পাহা। আপনারা ছাতা, ছড়ি, জুতা এই স্থানে রাধিয়া, ভিতরে প্রবেশ করুন; কিন্তু সাবধান! ঘাড় হেঁট করিয়া যাইবেন, গান করিবেন না কিংবা শীশ দিবেন না।

় দেবগণ গেটের নিকট ছাতা প্রভৃতি রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। যাইতে যাইতে ত্রন্ধা কহিলেন, "বরুণ! দেথ আমাতে কি ছঃথের চিক্ প্রকাশ পাচেচ।"

वक्र। इनवित्भार यक्ति अकान भाषा क्रिकि नारे।

া সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলে, বরুণ কহিলেন, "দেখুন পিতামহ! ঐ সেই ভয়ানক হত্যাগৃহ। ঐ গৃহে সেপাহীরা ২৬০ জন ইংরাজকে প্রহারে জর্জনিত করিয়া অর্দ্ধলীবিতাবস্থায় ঐ কুপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। হত্যাকাঞ্চের পর গৃহে এক ইঞ্চি পরিমাণ রক্ত জমিয়াছিল। গৃহের প্রাচীর ইত্যাদিতে যে রক্তের দাগ দেখিতেছেন, উহা দেই সময়ের; কিন্তু এমন যক্ত করিয়া রাধিয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয় হত্যাকাণ্ড এই কতক্ষণ

ट्रेकश्वर्वाश्— नारक्री

সমাপ্ত হইরাছে। আহাঁ! ছ্রাচারদিগের অত্যাচার অস্থাপি শ্বরণ হইলে সর্বাদরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে। তাহারা পিতা মাতার ক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক পুত্র কাড়িয়া লইরা শুন্তে নিক্ষেপপূর্ব্বক তরবারি দ্বারা থণ্ড থণ্ড করিয়াছিল। পতির হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তৎসন্মুথে অত্রে স্ত্রীর স্তন, পরে নাসিকাকর্ণ ছেদনপূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় কৃপে নিক্ষেপ করিয়া পরে স্থামীকে নানারূপ উৎপীড়িত করিয়া হত্যা করিয়াছিল, ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলিকে পেরেকের দ্বারা দেওয়ালে সংলগ্ধ করিয়া পৈশাচিক হাস্তে গৃহপূর্ণ করিয়াছিল। অনেক ইংরাজকে "তোমরা নির্বিদ্বে পলায়ন কর" এই আখাস দিয়া নৌকার উঠাইরা, পরে তাহারা ভাগীরথীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে গোলার দ্বারা তরীসহ আরোহীদিগকে জলমগ্ধ করিয়া করতালি দিতে দিতে কৃত্য করিয়াছিল।

ব্রন্ধা। কি অত্যাচার ! কি পৈশাচিক কাণ্ড ! ভাল—ইংরাজ রাজপুরুষদিগের এমন কি অপরাধ হইরাছিল যে, সিপাহীরা হঠাং ক্ষেপে উঠে ?
বরুণ। অপরাধ এই, রাজপুরুষেরা কিছু পরিষ্কার ও পরিচ্ছর থাকিতে
ভালবাদেন, এজন্ত এক সময় সিপাহীদিগের মালকোঁচা ছাড়াইয়া জামা
এবং টুপী ব্যবহার করান। তাহাতে তাহারা সম্মত হয় বটে, কিন্তু মনে
মনে "আমাদিগকে সাহেব সাজাইয়া পরে কাণে মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক প্রীষ্টান
করিবে" ভাবিয়া অসন্তোষ প্রকাশ ও পরস্পরে কুমন্ত্রণা করিতে থাকে।
ইতিমধ্যে ইংরাজেরা কাগজের টোটা উঠাইয়া দিয়া চামড়ার টোটা প্রচলিত
করেন; উহা দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে পূরিবার বড় অবিধা হয়।
বর্ত্তমান টোটা প্রচলিত হইলে সিপাহীরা পরস্পরে কহিল, "দেখ ভাই!
এই টোটা একে চামের—তাহাতে আবার চরবি লাগান। অতএব ধর্ম্ম
আর থাকে না; এক্ষণে এস—হয় ধর্ম্ম রক্ষা, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করি"
বলিয়া, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যান্ত যত সেপাই ক্ষেপে ওঠে এবং
অজন্ম ইংরাজ বধ করিতে থাকে!

ইক্র। আহা! এমন নিষ্ঠুর কাণ্ডও করে!

নারা। সেপাহীদিগের দলের প্রধান ছিল কে? অর্থাৎ কাহার অমুমতি অমুসারে তাহারা কাজ করিত ?

বরুণ। নানা সাহেব নামক এক ব্যক্তি কানপুরের সন্ধিকটস্থ বিপুর নামক স্থানে বাস করিত। গ্রহণিমেন্ট তাহার পেন্সন বন্ধ করার অনেক দিন পর্যাস্ত সে ইংরাজ জাতির উপর অসম্ভূষ্ট থাকে। পরে সেপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে ইংরাজদিগকে জন্দ করিবার এই উপযুক্ত সময়—ভাবিয়া তাঁহাদের নিকটে যাইয়া কহে, মামাকে যদি গোলা গুলি ও বারুদ প্রদান করেন, বিজ্ঞোহানল নির্বাণ করিয়া দিতে পারি।" ইংরাজেরা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া বারুদের গুদাম প্রদান করিলে গুরায়া কতক অগ্নি ছারা নষ্ট করিয়া অবশিষ্ট সেপাহীদিগকে দিয়া তাহাদের দলে প্রবেশপুর্বক অজন্ম ইংরাজদিগকে হতা। করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। পরিশেষে নানা সাহেব ও সেপাহীদিগের কি অবস্থা ঘটে ?

বরুণ। ইংরাজেরা দেপাহীদিগকে ধ'রে এনে ক্রমান্তরে তোপে উড়াইয়া দিতে থাকেন। নানা সাহেব এই গোলবোগের সময় একদিকে পলায়, অন্থাপি তাহাকে পাওয়া যায় নাই। নানা সাহেবের উপর ইংরাজদিগের এমনি ক্রোধ হয় যে, যুদ্দের শাস্তির পরেও যে যাহাকে নানা সাহেব বলিয়া ধরিয়া আনিয়া দেয়—দেখা নাই শুনা নাই, তংক্ষণাং তাহার প্রাণ যায়। যে কৃপে ই:রাজদিগকে হত্যা করিয়া সেপাহীয়া, নিক্ষেপ করে, কতকগুলি প্রতিমৃর্ভিসহ ঐ দেখুন, সেই কৃপ বর্ত্তমান। কৃপটী রাজপুরুষেরা যত্রের সহিত বাধাইয়া রাধিয়াছেন।

নারা। আহা যত্নের সামগ্রী বটে!

ব্রহ্মা। আছো, ঐ অক্সায় হতা। কি নানা সাহেবর অভিমতে হইয়াছিল ?

বরুণ। আজ্ঞে হাা। বে সমস্ত বাঙ্গালী এখানে বিষয় কর্ম উপলক্ষে

আসিয়া বাস করিতেছিল, নানা সাহেব তাহাদিগকে মেক্টের দাস বলিয়া কাহারও নাক কাণ, কাহারও হাত পা কাটিয়া দিতে ছকুম দেয়।

ইন্দ্র। আহা ! ও বেচারাদের প্রতি অত্যাচার কেন ? ওরা সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, কেবল পেটের জন্ম দাসত্ব করে।

বরুণ। যা ব'লে সত্য; কিন্তু অনেক ঝেঁাক ওদেরই পোহাতে হয়, কারণ এ দিকে ত অনেকের হাত কাণ গেল, আবার বাড়ী গিয়ে দেখে কুটনো কুটে থাবার পথও বন্ধ হইয়াছে কারণ ইংরাজের। ভবিষ্যৎ-বিদ্রোহ-ভয়ে বাঙ্গালীর ঘরের অন্ত্র (খস্তা, কুড়ুল, বঁটা) কাড়িয়া লইতেছেন।

ব্রহ্মা। এখানে ত আবার অনেক বাঙ্গালী এসে জুটেছে দেখ্চি। ওদের কি প্রাণের উপর দয়া মায়া নাই ? এ পোড়া চাকরী আবার কেন ? এর চেয়ে দেশে ব'সে চাষ ক'রে খায় না কেন ?

বরুণ। চাকরীর যে মধুর রস, তাহা বাঙ্গালীরাই আস্বাদন ক'রেছে। ওরা সে তার আর ভূল্বে:না, ভূল্তেও পার্বে না। সেই জন্তুই ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে এত দুরদেশে আসিয়া মুনীবের পাছকাঘাতে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। আবার তাও বলি, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রেই বা কি নিয়ে, দেশে আছে কি ?

ইহার পর দেবতারা কান্টন্মেন্ট্ ব্যারাক, অসংখ্য বাগান ও বাজলা এবং গবর্ণমেন্টের আফিস আদালত সকল দেখিয়া বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নারায়ণ নিজের বিনামা জোড়াটী ছিঁড়ে যাওয়ায় এক জোড়া জুতা ধরিদ করিলেন এবং দেবরাজ একটি পোট্মেন্ট্ কিনিয়া লইলেন। * স্টেশনে যাইয়া সকলে তামাক খাইতেছেন, এমন সময় এক জন কায়স্থ যাত্রী পদ্মযোনির হস্ত হইতে হুঁকা লইবার জন্ত হস্ত বাড়াইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "তুমি কি শুদ্র ৪"

কারস্থ। আজে, পাঁচ জনে জুটে আমাদিগকে শুদ্র করিরাছিল,

* কানপুরের চামের জবাপি বাদ বিখ্যাত

সম্প্রতি আমাদের ব্রাহ্মণ হইবার উদেয়াগ হইতেছে। আনেক কাগজপত্রে আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম প্রমাণ হওয়ায় কলিকাতা অঞ্চলের কায়স্থেরা পৈতা লইবার জন্ম হাত ধুয়ে ব'সেছে। *

ব্ৰহ্মা। এ বলে কি ? য়াঁ। !—কলিতে নীচ উচ্চ হবে ; এ কি তাহারই পূর্বে লক্ষণ ?

কারস্থ। আজ্ঞে, না। অকাটা প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যেমন অন্তান্ত জাতি ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্তি স্ত্ততে উৎপন্ন হয়, তেমনি কারস্থেরা তাঁহার কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

নারা। এ মনদ নর । ভাল—তা হ'লে তো মুচিরে মুথ হ'তে, হাড়িরা হাড় হ'তে, চাষারা চামড়া হ'তে এবং মুসলমানেরা মস্তক হ'তে উৎপন্ন হয়েছি ব'লে পৈতা নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রবে ?

বরুণ। আহা ! পৈতা নিয়ে ওরা যদি সন্তুষ্ট থাকে লউক, কিন্তু সে পৈতায় কাজ হবে কি ? কেউ ওদের দেখে প্রাণামও করিবে না, পাতের প্রসাদও থাবে না ; ঢাকের বাঁয়া থাকা না থাকা সমান । বেহার অঞ্চলে বে, সকল জাতিরই গলায় পৈতা, তাতে এসে নায় কি ? ফল কথা, রাজা হিন্দুধর্মাবলমী হ'লে এ সব অত্যাচার ঘট্তো না । রাজা অভ্যধর্মাবলমী হওয়াতে যার মনে যা উদয় হ'চেচ, সে তাই ক'য়্চে ! ব'ল্তে কি হিন্দুধর্মাটাকে নাস্তানাবৃদ ক'রে তুলেছে ।

ব্রহ্মা। যা ব'লে সত্য-কিন্তু এমনি ক'রে ছঁকো টেনে তো লোকের জাত থাবে ? আ মর্! সাহস কম নয়! তোরা বামুন ছিলি বলে কোন মুর্থ ? কারস্থ। আজ্ঞে-ভাল ভাল পঞ্জিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্রহ্মা। তোরা নিঃসন্দেহ ঘুষ থাইয়েছিস্ ? যে ঘুষ থার, সে কি পঞ্জিত ?

বরুণ। ঠাকুরদা, ্যা ব'ল্লেন স্বত্য; উহারা নিঃস্লেফ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে টাকা থাইরেছে। কারণ, আমি বেশ জানি—আজ কাল মর্জ্ঞো টাকায় না হয় এমন কার্জ নাই।

ক্রমে টিকিট দিবার ঘণ্টা দিল। দেবগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাজোখান-করিলেন। তথন ব্রহ্মা কায়স্থ-যাত্রীকে কহিলেন, "দেথ বাপু, তুমি আমার বাক্য ব্রহ্মার বেদ-বাক্য বিবেচনা করিয়া যেখানে যত কায়স্থ দেখিবে বলিও—কানপুরে এক বুড়ো বামুন ব'লে গেল 'কায়স্তেরা বর্ণসহুর শুদ্র। অত্তাব এ বিষয়ে বেশী প্রমাণ দিবার আবশুক করে না'।" এই বলিয়া সকলে ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ ব্র্বলেন এবং লক্ষোয়ের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেণ নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদিগকে লক্ষোয়ে প্রছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। *

निका

নগরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্র কহিলেন, "বাং! কোথা হ'তে এসে আমরা অমরাবতীতে উপস্থিত হইলাম। এথানে রেলের রাস্তাই বা এর মধ্যে কে করিল এবং মর্ত্তালোকের এত পুষ্পর্বাই বা কোথা হইতে জুটিল ?"

বরুণ হাস্ত পূর্বক কহিলেন, "ইন্দ্র ! নগর দেখে তোমার দ্রম হইতেছে, এ অমরাবতী নহে। এ স্থানের নাম লক্ষ্ণে। রাজা জীরামচন্দ্রের প্রাতা লক্ষ্ণ এই নগর নির্মাণ করেন বলিয়া ইহার নাম লক্ষ্ণে। হইয়াছে।" এই বলিয়া সকলে লাইনের উপরিস্থ পোল পার হইয়া এক্ষা গাড়ীতে আরোহণ করিলেন এবং চতুর্দিকে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে জয়গঞ্জের মধ্যে যাইয়া উপন্থিত হইলেন।

ইক্র। বরুণ। রাস্তার উভন্ন পার্শ্বে এই যে উত্তম উত্তম অসংখ্য অট্টালিকা দেখা যাচেচ, এ স্থানের নাম কি ?

এই স্থান দিয়া আউদ এও রোহিলথও রেলওয়ে গিয়াছে।

বরুণ। ইহাবীর বিজয়সিংহ নামক রাজার রাজবাটী। এ স্থানের নাম জয়গঞ্জ।

ক্রমে সকলে যাইয়া আজিমাবাদের বাজারে উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য উত্তম উত্তম খাক্সদ্রব্যের দোকান দেখিয়া দেবতাদের মুখে লাল পড়িতে লাগিল। পিতামহ ব্রহ্মা সকলের অগ্রে "ক্ষুধা পেয়েছে" বলিয়া ধুয়া ধরিলেন। দেবগণ গাড়োয়ানদিগকে বিদায় দিয়া একটা দোকানে গিয়া, বসিলেন। পশ্চিমে স্বভাবতঃ অত্যস্ত শীত; সে দিন আরো শীত বোধ হওয়ায় তাঁহারা আর সান করিকেন না, কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যা আজিক সারিলেন এবং জলযোগে বসিয়া গেলেন। যথা সময়ে আহারাদি সমাপ্ত ভইলে সকলে যাইয়া কেশববাগের সয়িকটে উপস্থিত হইলেন।

নারা। বরুণ। একটা গ্রামকে গ্রাম এই যে অট্টালিকাশ্রেণী দেখা যাচেচ, ইহা কি ?

বরুণ। ইহার নাম কেশববাগ। ইহার মধ্যে নবাব ওয়াজাদ আলি
-শার বাহারোটী অন্দর মহল আছে, ইহাতে তাঁহার বেগমেরা বাদ করিত।

ইন্দ্র। এত বেগম!

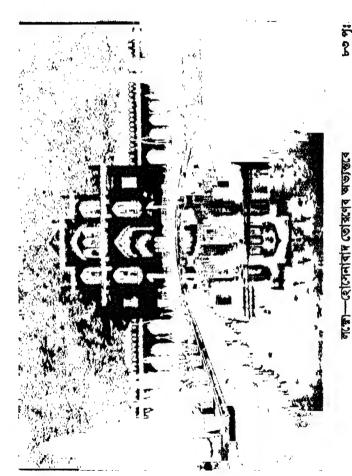
বৰুণ। "নবাৰ কলিযুগের মুদলমান ক্লঞ্চ ছিলেন। তিনি আমাদের দেশী ক্লঞ্চের উপাধ্যান শুনির। ঠিক সেই মত কাজ করিতেন। কেশব-বাগের মধ্যে কুঞ্জবন, নিকুঞ্জবন, বস্ত্রহরণ-বৃক্ষ ইত্যাদি সকলই আছে।" এই বলিয়া সকলে পশ্চিম দিকের গেট দিয়া প্রবেশ করিলেন।

্ ব্রহ্ম। যে নবাব এরূপ ইন্দ্রিস্থপরায়ণ, তাঁহার রাজকার্য্য চ'ল্ভো । কিরূপে ?

বরুণ। পাঁচ জনে গোলে হরিবোল দিয়ে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করিত। নবাবের খণ্ডর ইহাদের মধ্যে সর্ক্বেস্ক্রা ছিল। ঐ ত্রাদ্ধা নিজে সিংহাসনে বসিবার অভিপ্রাধ্বে নবাবের চরিত্র সম্বন্ধে গবর্ণরকে পত্র লেখে। তথন লর্ড ডেলহাউসি গবর্ণর ছিলেন। তিনি পত্রপাঠ লক্ষ্

नार नजरकत मया। ४ — मटका

गाउ-वास्त्रा



পর কাদকা ও কেদার নৃত্যু গীত আরম্ভ করিল। ইহাবার বিখ্যাত নাচিরে গাইরে। ক্রমে দুরীতসভা ভুক হইলে দেবতারা বাদার প্রত্যাগমন করিলেন, আদিতে আদিতে দেবরাক কহিলেন "আমাব একান্ড সাধ, ঐ কয় বাজিকে স্বর্গে লইরা যাই। কারণ, আমরা যেখানে সেধানে হাহয়া সঙ্গীতাদি ভানিতে পারি, পরাধীন দেবীরা জ্বার তা পারেন না। যে দিন সঙ্গ,ত ছইবে, আমি পারী পাঠাইরা বৈকৃত্ব প্রভৃতি হইতে দেবীগণকে "নামাইন"। বরুণ, বল দেখি—এদের লইয়া যাইতে কি খরচা পড়ে ?"

ব্রহা। ওপর কাজে আমি বড় চটা। সামাপ্ত আমোদে অর্থবার কেন বল দেখি ? বরং ঐ টাক্সাতে দশজন গরীবকে প্রতিপালন কর, দেশের বাতে উরতি হর তাহার চেট্টা দেখ। যে দেশে যাত্রা, থিরেটার, বাইনাচের বেশী প্রাহর্তার, লে দেশ ত উৎসর যেতে ব'সেছে। দেখ, মর্ত্তালাকে রাজা, প্রজা, গাইরে, বাজিরে কেহই চিরদিন থাকিবে না, সময়ে সকলকেই মরিতে হটবে। ইহারা স্বর্গে বাইলে ত স্থলভ মূল্যে ও অল্পব্যায়ে নৃত্য গীত শুনিতে পাইবে।

ইক্স। নতা; কিন্তু ইহারা পাপ পুণোর ফলাফল জন্ম সর্গে যাইবে কি নরকে যাইবে, তাহার নিশ্চর কি ৪

পরদিন প্রাতে দেবগণ বারাণসীবাগ দেখিতে চলিলেন। ঐ স্থানে একটা উৎক্কষ্ট শ্বেত পাথরের রাস্তা আছে। রাস্তার উপর জুতা পারে দিয়া বাইতে মারা হয়। দেবতারা বিশ্বিত হইরা, বাইতে বাইতে একটা উৎক্কষ্ট বাড়ী দেখিয়া অধিকতর বিশ্বিত হইলেন। তথন বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই বাড়টা নিশ্বাণ করিতে ত্রিশ জোর টাকা ব্যয় হইয়াছিল।" ক্রমে সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি ও বৃক্ষ লতা দেখিয়া আন্চর্যায়িত হইলেন এবং প্রত্যেকে নানাপ্রকার পুলোর বীজ অপহরণ করিতে লাগিলেন।

^{*} চুরি করা মহাণাশ; কিন্তু ঋষিগণ কহেন, "দেবতার পুজার্থে পুপ্ অপহরণে শাপ নাই।" যদি বলেন "দেবগণের আবার দেবপুলা কি ?" তা নহ, তাহারাও পরস্পর পরস্পরের পুজা করিয়া থাকেন।

বারাণ্ড গান্তরভূততে সকলৈ এক দিকে ঘাইতেছেন, এই নারাহৰ তেই ক্লিকি ছিছে হইয়া কহিলেন, "বৰুণ। সন্থাৰ ঐ বান্তীটা বিশ্ব

বৰ্ষণ উভাগা মাটিন কলেজ। ঐ কলেজে ইংবাজন বিছা শিক্ষা কৰে। বাড়ীটী কাই তালা। প্ৰত্যেক তালাম ছাদ । উপাৰ। এই বাড়ীতে নবাবেৰ মাদ্ৰাসা ছিল।

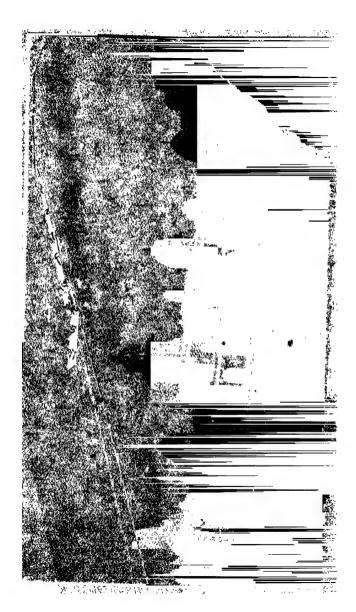
নার। ভারতবাসীদিগের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে না । বঙ্গল। তাহাদের জন্ম এখানে একটি কলেজ আছে। লক্ষ্যেক্যানিং কলেজ বলে। নে বাড়াও বেখ। এই কলেজ । রাজ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যারের যত্ত্বেই স্থাপিত হয়। বাটীর সং

ं अंका। ताका मिक्गात्रश्चन एक १

বর্ষণ। ইনি একজন বাঙ্গালী কুলান ব্রাজ্পের সম্ভান।
পিতা কলিকাতার এক ধনা পিরালীর গৃহে বিবাহ করিয়া খণ্ড ।
বাল করিতেন। দক্ষিণারঞ্জন অতি সুসুক্ষর, এবং তাঁহার পুলিও প্রথব। তিনি কলিকাতার হিল্কলেছে প্রবিষ্ট হইয়া শীক্ষই ।
বুদ্ধিমান্ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। দে সময়ে হিল্কলেছে ডিরেনার্ক একজন কিরিঙ্গা যুবক অধ্যাপক ছিলেন। সেরুপ অদাধারণ সংসালে অতি বিরল। দক্ষিণাঞ্জন ডিরোজিওর একজন প্রিয়তম ছিলেন। কিন্তু যৌবনের সঙ্গে তাঁহার চরিত্র উচ্ছু আল ইইয়া পড়িল, প্রোর হারাপারী হইয়া উঠলেন। শেষে তাঁহার চুরিত্র এতদ্র ব হইল যে, তাঁহার আত্মারের। ঔবধ পাওরাইয়া অক্সান করিয়া উ কাশীতে পাঠাইলেন। কাশী হহতে ফিরিয়া গিয়া তিনি আবার মন্তপ্রারম্ভ করিলেন।

इंशत किंद्यूकान भरत वर्षनात्मत विधवा तानी चम्छक्मासीत





গাহার পরিচয় ২ম। জিনি বসক্ষ্মারীর দেওয়ান হইলেন। ম্ম কবৈধ প্রণয়ে পরিণত হইল। এক দিন সুযোগ পাইয়া দলিলাক্সম াণীকে নাইয়া কলিকাতাভিমুখে প্রনায়ন করিলেন। রাজভবনে এ সংবাদ াচাৰিত হইবামাত প্ৰাতকগণকে ধরিবার জন্ম আখারোহী সৈনিক সকল প্রবিত্ত হইল ৷ তাহারা উভয়কে ধরিল ও দক্ষিণারঞ্জনকে হত্যা কবিতে এতত হইল। এমন সময়ে কমেক জন ইংরাজ সেথানে আসিয়া প্রায় তাঁহার প্রাণরকা হইল । রাণী বসম্ভকুষারী পুনরায় বর্দ্ধানে ভানীতা হইলেন। কিন্ত ইহার আছ দিন পরেই ভিনি আবার খীর প্রণয়ী। সহিত ্বিলিত ইইলেন। প্রাণের ও লোকলজ্জার ভয়ে দক্ষিণারঞ্জন রাণ্ড.ক শইয়া লক্ষ্ণৌ নগরে আসিয়া বাস করিলেন। অসাধারণ বৃদ্ধি প্রভাবে 'এনি শীক্ষই লক্ষে নগরে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমন কি, লক্ষে এর তালুক-ম রেরা তাঁহারই পরামর্শ-অমুদারে চলিয়া থাকেন। ১৮৫৭ ্ট্রান্ধে সিপাছী লোহের ব্যুষ্থ দক্ষিণার শ্বন ইংরাজদিণের অনেক সাহায়া কবিয়াছিলেন 🚜 ইজন্ত বড় লাট লাড় ক্যানিং তাঁহাকে একটা জাইগী ও গালা উপাধি দান করেন। রাজা দক্ষিণারঞ্জনের ঘারা অনেক হি কর কার্য্য সাধিত হন্যাছে।

এখন সময়ে পশ্চানিকে গাড়ীর শক শুনিয়া দেবগৃং রাস্তার এক পার্বে গ্রান্টাড়াইলেন। একথানি যুড়া তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল।
চার্কে ফুইজন মাত্র লোক পাশাপাশি ব্রিরাছিলেন। বরুণ কহিলেন,
ভামহ, আমি যে রাজা দক্ষিণারপ্রনেক্তিকথা ব্রলিভেছিলাম, গাড়ীতে ঐ
উক্তামধারী ব্যক্তিকে দেখিলেন, উনিই তিদ্যি।"

हेका। विक् , बावा जुनाहेबाका क्रम वर् है।

বক্সণ। আরে উহারই দক্ষিণভাগে উপাইও যে ব্যক্তিকে দেখিলেন, ার নাম রাজকুমার সর্বাধিকারী । তিনি ক্যানিং কলেজের একজন

১৮৮৭ সালে ইতার মৃত্যু ইইরাছে।

দেবগণের মর্ভ্যে আগমন

শিলক। ইংরাজী, সংস্কৃত প্রস্তৃতি ভাষার ও ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি
শাস্ত্রে উহার প্রগাঢ় পাণ্ডিতা আছে। কলিকাতার সংস্কৃত কলেছে
বৈয়েতর জাতির ছাত্রেরা প্রবেশাধিকার পাইলে, উনিই উক্ত প্রথম কারস্থ ছাত্র। স্বায় প্রতিভাবলে উনি কলেজের ছাত্রগণের বিহান ধিকার করিয়াছিলেন। উহার গুণে মুগ্ম হইয়া রাজা দক্ষিণারঞ্জন বিহান করিয়াছিলেন। উহার গুণে মুগ্ম হইয়া রাজা দক্ষিণারঞ্জন

চিক বাইরা উপস্থিত হইলেন। চক দেখিরা স্থাইকর্তার
কি, ওটা কি" বোল হরে গেল। নারারণ এবং ইর
ত বিশ্বত হইরা কেবল একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন।
পথে তামাক থাইবার জন্ম গোটাকত মাটির নল
নাদারিরা) কিন্লে হয় না ? কারণ কলিছ কাট'
ইন্দে হইবে। এ ছই চারিটা বাইলে ছংখনোই।
হইলেন এবং একটা প্রসা গুড়গুড়ি মায় কলং
কড়া কড়িও প্রাপ্ত স্ইলেন। এই সম্ভে
ত প্রাণ্ড কহিল "বার্। পাণ খাবেন না ? বড়
চম্ব্

ব্ৰন্থ ক'ৰ্বো ? আমাদের কি ছেলৈ-মেশ্বের বে যে, এন বিন্যুক্তি

থেকে

গ্ৰহ

দোকা। এত কই বাব্! বেশী তো নয়, টাকায় ছটো। এ বন্ধা। উ: বাবা! টাকায় ছটো ?

এমন সময়ে কতকগুলি বেশু। আসিয়া দেবগণের হাত বিশ্বনান শুনিবার জন্ম টানাটানি আরম্ভ করিল। দেবভারা "আ দ্র্রাড়্!" "আ মর্! হাত ছাড়্!" বলিয়া সরিয়া বাইটে বাই সময়ে গুলির আড়োর কর্জারা হেঁড়ে-গল্পার "বাবু চঙ্ ইন্ট্রিল বা ইচ্ছা এক এক টান টেনে গান গুন্তে বাবেন" বিশ্বনার জনবিল।

দেবগণ বেগতিক দেথিয়া ক্রতপদে চক হইতে পলা নিদরের নিকটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতানী নকট একটী ক্ষুজারয়ৰ খেত অশ্বত্থগাছ দেখুন। ইসা চাহা স্থির হয় না।"

ব্রহ্মা। ভাই, যেথানে বেক্সাতে এলে হাত ধরে, ক্রান্ত্রীকা কা মহাপাপ। আর আমাদের এথানে থাকিবার করি।

বঙ্গণ। ঠাকুরদা। আপনি একবার হাত ধর*ে এই পুরি* আজ এ ঘটনা বান্ধালী নব্য বাবুদিগের মধ্যে হইলে ক্রান্ত্র

ক্রমে সকলে ষ্টেশনে যাইয়া বারাণদীর টিকিট বাই বিবাহ করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "পিতামং। আনকার বাই বিখ্যাত। চকের সন্নিকটে অনেক ধনী সদ্ধা হান লোকেরা বভ্ থর্চে। আগা মীরের দেউ বিশ্রমি নাই। লক্ষ্ণেই নামক

ু বন্ধা। কোথায় সে স্থান ?

বঙ্গণ,। এই সংক্ষোত্রর পর গোটাকতক ষ্টেশন উজান যাইরা শান্তিলা নামক স্থানে নামিতে হয়, তথা হইতে নৈমিধারণা অনুনি ৮৫ ক্রোশ পথ কইবে। ষ্টেশনে ভুলীয় অসম্ভাব নাই।

বন্ধা। না ভাই, আর কাজ নাই, তবে কলিকাতার যাইবার পথে চইলে যাহা হয় করা যাইত। বাড়ী ছেড়ে, যেমন কথন প্রবাদে আহি নাই, তেমনি প্রাণটা যেন হাপ্পো হাপো করিতেছে, এখন ভালয় ভালর ব্যবকাতা দেখে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে পার্লে বাঁচি।

ইন্দ্র। নৈমিধারণ্যে আছে কি ?

विकार। ज्ञांत्र प्रीिति भूनित आक्षम आह्र । वृद्धनःशातमभात जूमि **(संयंभ गृह जै**रिनेत निकटि गाँहेश वडा मिश्रीण खन्न श्राप्ति। कतित्व মুনিব: বলৈর, "দেবলাজ! আমি নিজ অন্থি তোমাকে প্রদান করিব প্রতি্ত করিতেছি; কিন্ত কিছুদিনের জন্ত অবসর প্রদান করঁ, আমি এক শার হার্থ পর্যাটন করিয়া আসি। কারণ অভ্যাপি আমার তীর্থ পর্যাটন কার্বা শেং হয় নাই।" কিন্ধু তুমি তাঁহার অন্থির জন্ম এত ব্যগ্র হইরাছিলে যে, মুনিকে বলিলে "হে তপোধন! আর আপনার তীর্থ পর্যাটনের আৎশ্রক करत ना आमि शृथिवीत यावजीत जीर्थरक এই ज्ञान आनाहेगा দেখাইতেছি বৈই জন্ত এক সময়ে যাবতীয় তীর্থ নৈমিনারণো দেখা দিয়াছিল। তৃত্তির দেখানে একটা কুণ্ডও আছে। উহাকে পূর্বের ব্রহ্মকুণ্ড কহিত। জীর সচল্ল রাবণবধজনিত ব্রশ্নহত্যা-পাপে নিপ্ত হইলে জাহার शरुखन मान किছूटिक केंद्र नार, ये कूट अन्मानन कराम केंद्रिमा বাওমাতে তিনি কুডের নাম পাপ-হরণ-কুও দিয়া, এই বর দেন-অতংগর বে কোন পাপী এই কুণ্ডে নান করিবে, তাহার সর্বাপাপ মোচন ইয়া এ নৈমিধায়েণ্যে গৰুড় গল্প-কচ্ছপকে লইয়া গিয়া ভক্তৰ করিরাছিল 👫 ওড়ির ও স্বাস্থ্র কলিতাদেবীর প্রতিমূর্তি আছে। অনেকে वरन डिटा वाबाव शीक्ष हात्नवे बरश धकरी शिक्शन।

ক্রমে টেপ আসিরা উপস্থিত হইকা। 'সেবসপ বাইরা উঠিয়া বসিলেন। টেণ ছপাতপ শব্দে অযোধ্যার আসিয়া ধার্ত্রীর জন্ম থামিয়া বহিল।

ু বন্ধা। বৰুণ। এ কোন্টেশন १

বক্রণ। এ স্থানের নাম অবোধ্যা। ভগীরথ এবং ব্রীরামচক্র এই স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন।

ৰক্ষা। এখানে নামিলে ইইজ না ?

বরুণ। আজে, এথানে দেখিবার মত কিছুই নাই। কেবল নশরথের বাটীতে একটী বেদী আছে। লোকে বলে—ঐ বেদীর উপর ামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্তাপি যাত্রীরা যাইয়া কেদী প্রদক্ষিণ দরিয়া থাকে। বেদীর নিকটে এক যোড়া জাতা ও একটি উনান পাছে! অনেকে বলে-রামচন্দ্র দীতাকে বিবাহ করিয়া আনিলে যে ্বীভাতের বজ্ঞ হয়, তাহাতে ঐ উনানে রালা এবং ঐ জাঁতায় ডাইল ভাকা হইয়াছিল। এথানে রামের অপেকা হ্মুমানের বেশী সমাদর। একটি উৎক্রষ্ট মন্দিরে হতুমান্জী আছেন। মন্দিরের মধ্যে একটি ভাল চাঁদোয়া উৎকৃষ্ট ছাতা আছে। পশ্চান্তাগের একটা গৃহে রাম, গক্ষণ, ভরত, ক্তম এবং সীতার প্রতিমৃত্তি আছে। কিন্তু যাত্রীদিগের নিকট তাঁহাদের াদৃশ সমাদর নাই। বশিষ্ঠাশ্রমে ভগবতীর প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং একটি শও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কূপের নিকট শ্রীরামচক্র বাল্যকালে ্ তৃগৰসহ ক্রীড়া করিতেন এবং কথন কথন জলে লাফাইর। পড়িতেন। াযু নদীতে রামঘাট ও স্বর্গঘাট নামে ছটি উৎকৃষ্ট ঘাট আছে। ্ট্র সদৃশ বাট আর পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। প্রাতঃকালে नक्काकाटन यथन बामाक्र टेक्श्वनन এই चाटि विमिन्न स्थूत बाम नाम উত্তারণপূর্বক স্তোত্র পাঠ কবে, গুনিলে মনে এক আক্র্য্য ভাবের উদয় 🦥। এথানকার মোহান্ত প্রকৃত মাধু এবং সিদ্ধ-পুরুষ। মত অতিথি ি স্থিত হউক, তিনি কাছাকেও বিমুখ করেন না। নগরবাগীরা প্রতাহ

সন্ধার সময় গৃহে ধূপ-দীপ আলিয়া যখন রাম রাম শক্ষের সহিত শঝ্বানীর দক্ষ করে, তখন মন বড় প্রাকৃত্বা হয় এবং পূর্বা আযোধ্যার সেই সমস্ত ভাব যেন চক্ষের উপর আসিয়া নৃত্য করিতে থাকে। এখানকার রাস্তাঘাট বড় উদ্ভম। নগরবাসীদিগের মধ্যে রামায়ত বৈক্ষবের সংখ্যাই বেশী।

পুনরায় ট্রেন ছাড়িল এক সিকরোল ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ।

কাশী

ষ্টেশনের বাহিরে আসিরা দেবগণ যে দিকে চাহেন, দেখেন একটি মেম ও একটি সাহেব জোড়ে পরিত্রমণ করিতেছে। মেম নাকি-সুরে মিহি-গলার সাহেবকে মনের কথা ব্যক্ত করিতেছেন, সাহেব চুরুট টানিতে টানিতে ভারি গলার মেমের কথার উত্তর দিতেছেন। তাঁহাদের গারের বোট্কা গলের সহিত চুক্কটের গন্ধ মিশ্রিত হইয়া এক অভিনর নৃতন গন্ধ বাহির হইতেছে। কোন স্থানে কতিপক্ষ ইংরাজ বালক ও বালিকা ছুটতেছে, বসিতেছে, কেহ বা মস্তকের টুপী দূরে নিক্ষেপ করিয়া হাঁশ "হো" শলে হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া গিয়া কুড়াইয়া আনিতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, "আহা! যেন মলিকাফুলের বাগান। এ স্থানের নাম কি বরুণ ?"

বরুণ। এ স্থানের নাম সিকরোল। এখানে ইংরাজেরা বাস করে।
এই সময়ে দেবগণকৈ দেখিতে পাইয়া ক্রেকথানি গাড়ি ও কতিপদ্ধ গ্রন্থাপ্ত ও বাত্রাওয়ালা চুটিয়া আসিল। পিতামহ তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গ্রন্থাপ্ত কহিল, "আমি গ্রন্থাপ্ত, আমার কাজ গঙ্গাদান সম্বার মন্ত্রপাত্নান, আমি মন্ত্র না পড়াইলে লোকের সান সিদ্ধ হয় না।"

करवाशात (क नित्र, वदः कालीमृद्धि आद्धः) अत्तरक वदन ताला मनतथ छहा अठिल कदन ।

भ जामता रा नमस्त्रत कुंबा दलिराहि, उथन बाताबनीएक स्त्रिम हत नाहे।



যাত্রাওয়ালা কহিল, "আমার কাজ যাত্রীদিগকে দেবালয় সকল দর্শন করাইয়া আনা।"

শুনিয়া নারায়ণ ইক্তের কাণে কাণে বলিলেন, "দাদা মহাশয় এথানে অনেকগুলি "ভূঁইফোড়" দোহিত্তের মূখ দেখে "দোহিত্তজ লোকে" যাবার পথ পরিষার করিলেন।

অতঃপর দেশ্রগণ একথানি বোজার গাড়ী ভাড়া করিয়া উভর দিকের দরজা খুলিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন। নারায়ণ এই সময় দূরে একটী বছচ্ডাবিশিষ্ট বাড়ী দেখিয়া বঙ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্গণ ! ওটা কি ?"

বক্ষণ। উহা সিকরোল কলেজ। কলেজের বাড়ীটি বড় চমৎকার।
কলেজের নিকটস্থ প্রাঙ্গণে একটি কুদ্র পুন্ধরিণী আছে এবং দশকদিপের
কৌতৃহল বৃদ্ধির জন্ম জলে ছটী কুন্তীর পোষা হইয়াছে। কলেজের মধ্যে
একটী উৎক্ট পুস্তকালয় আছে। পুস্তকালয়ে ইংরাজী অপেকা সংস্কৃত
পুস্তকের ভাগ বেশী। এই স্থানে কর্ণেল উইলফোর্ডের কবর আছে।
ইনি একজন বিধ্যাত সংস্কৃতক্ত ছিলেন।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী সদর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া গলি ঘুঁজির মধ্য দেরা মণিকর্ণিকার ঘাটে বাইয়া উপস্থিত হইল। নারায়ণ বৃদ্ধ পিতামহের গাত ধরিয়া জলের নিকট লইয়া ঘাইলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া করেক বিন্দু জল লইয়া মন্তকে স্পর্শ করিলেন এবং "আঃ! চরিতার্থ হইলাম" বলিয়া, "স্থরধুনি, এদ মা! কমগুলুতে এদ মা!" বলিয়া রোদন করিতে গাগিনেন এবং ভাঁহার ঘন ঘন মোহ উপস্থিত হইতে লাগিল।

বরুণ। আপান করেন কি ? মর্ভো এসে কি পাগল ইইলেন ?

ব্ৰহ্মা। বৰুণ, দাদা—পত্য কল, মাকে এত ছাক্ছি দেখা দিচেন। কেন প্তাঁৱ ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ?

বরুণ। গঙ্গার আবার অমৃঙ্গল কি, তাঁর কি কিছু অমঙ্গল আছে ? বন্ধা। জানি কি ভাই, মর্দ্ধো একে স্থানে স্থানে যে জলের কল,

(मदशर्गत मर्खा व्यागमन

স্থানের কল দেখতে পাচিচ, মাকে আমার পাছে কোন কলমরেতে জুড়ে খাকে। ভগীরখের জ্ঞার দেখ, গঙ্গাকে আমার পৃথিবীতে এনে দেশমর ছড়িরে বেখেচে, এ স্থানে রাখ্লেও খুঁজে পেতাম।

বঙ্গণ। আপনার কোন ভয় নাই—হেখানে পারি গলার সহিত

বিন্ধাকে ঘন ঘন মৃদ্ধ বিষাইতে দেখিয়া বালালী স্ত্রীশ্রলাকেরা নিকটে ছুটিরা আদিল। একজন কহিল "মিন্সে পাগল।" অপরা কহিল "এলো তা নর, বরেস হওরার মিন্সের ভীমরতি হরেচে" আর একজন কহিল "মিন্সে নিঃসন্দেহ বালাল। বালাল না হ'লে কি গলা ব'লে হাপুশ নয়নে কেঁলে মরে।"

দেবগণ ইহার পর জলে নামিলেন। তাঁহারা এক গলা জলে দাঁড়াইরা আাচন, গলাপুত্র আর মন্ধ পড়ার না, কেবল দক্ষিণার জন্ত দর কসাঁকিসি আইবিতে লাগিল। লেবে নারারণ অত্যস্ত বিরক্ত হইরা কহিলেন "দেখ, একটি ক'বে আদলা পাবে—ইচ্ছা হয় মন্ত্র পড়াও নচেৎ এই অ্যুমি ডুব দিয়া ফেলাম।" বলিরা ভুশ ক'বে ডুব দিলেন। গলাপুত্র দেখিল, একটা লোক হাডছাড়া হইল, অতএব বিলম্ব করা উচিত নহে, যা পাই তাই লাভ, তাবিরা মন্ত্র পড়াইতে লাগিল।

শান সমাপনাস্থে ইক্স কহিলেন "পিতামহ! এ স্থানের নাম মণি- ক্রিকা হুইল কেন ৮

ব্রহ্মা। এক সময় বিষ্ণু চক্র ছারা এক পুছরিণী খনন করিয়া তাহা নিজে গাতের খেদে পরিপূর্ণ করেন এবং তীরে বসিয়া পাঁচ-সহস্র-বংসর শিবের আরাধনা করিতে থাকেন। নারায়ণের ঘারতর তপস্তা দেখিয়া মহাদেবের শিরঃকম্প হওয়ায় তাঁহার হুণ হইতে কর্নভূষণ, থসিয়া পড়ে বলিয়া এই ছানের নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে। চক্র ছারা এই সরোবর খনন করা হয় বলিয়া ইহাকে চক্রতার্বিও কছে। শিব নারায়ণকে বর দিতে চাহিলে তিনি এই বর আর্থিনা করেন, যে ব্যক্তি এই স্থানে মরিবে, দেবগণ যাত্রাওয়ালীর সাহায্যে কয়েকটা কুমারী পাইয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন। বলা আবেশ্রক, যাত্রাওয়'লা কুমারীর সংখ্যা মন্ত্র পাওয়ায় কয়েকটি কুমারকে ভেজাল দিয়াছিল। দেবগণ সেটা আর ধরিতে পারেন নাই:

কুমারী ভোজন শেষ হইলে বন্ধা কহিলেন "চল, আমরা চৃণ্ডিরাজ গণেশের পূজা করিয়া আসি! তাঁহার পূজা না করিয়া বিশ্বেষর দশন করা উচিত নহে," বলিয়া সকলে সেই দিকে চলিলেন।

ইন্দ্র। পিতামহ ! ঢুভিরাজ গণেশের পূজা না করিয়া বিশেষর দর্শন করা উচিত নতে কেন্দ্

ব্রহ্ম। দিবেদাদের পাপ অন্নেষ্ণ ছন্ত শিব গণেশকেও গণক সেজে গরে গবে অন্মেণ করিতে পাঠাহয়ছিলেন। তিনিও পাপের কোন অন্ধ্যন্ধান পান নাহ। বরং অধিক দিন কাশাতে বাস করিয়া মায়া বসিয়া যায় ও অমুনল কাজ বিশ্বত হন। মহাদেব বিবিধ উপায়ে কাশা প্রাপ্ত হইয়া প্রবেশ করিয়া দেখেন, গণেশ গর দার বেঁধে ব'সে ব'সে লাজ্ থাচেন। তিনি তদ্ধনি হাস্তপূর্বক কহেন "দেখ গণেশ। তুমি আমার কায়ে অপরাক হইয়াও শখন অন্তর্জন না পলাইয়া আমার প্রিয় কাশিতেই আছে, তখন এই বর দিতেছি খে, অতঃপর গে কোন যাত্রী কাশিতে পুলাবে অত্যে তোমাকে তিলের লাজ্ব দিয়া পূজা করিবে। তোমার পুলানা করিলে আমি ভাহার পূজা গ্রহণ করিব না।"

দেবগণ একটি গণিও প্রবেশমুখে চুণ্ডিগণেশের দেখা পাইলেন এবং িনারা পূজা করিয়া, "ব্যোম হর হর' শক্ত করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরের বাজতি বাইয়া উপস্থিত ইইলেন। এই সময়ে শিব সন্ন্যাসিবেশে সন্ন্যাসিদদে বিশ্লীয়া গাজা খাইতেছিলেন। দেবগণকে দেখিয়া সমন্ত্রমে গাজোখান য়া নিকটে আসিলেন এবং পিতামহের হস্ত ধরিয়া দেবগণসহ প্রম লাদে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথা ইইতে স্কুল্পথে প্রবেশ করিয়া এক আশ্চর্যা বৈঠকখানা-গৃহে সকলকে লইছাঁ যাইলেন। এদিকে যাত্রাপ্তয়ালা, ইহাঁরা কোঞ্জয় গেলেন, না জানিতে পারায় খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হইতে লাগিল।

নারা। মেজদা, আপনি তথন মর্ত্তো আসিতে চান নাই,—এই ত এসেছেন।

শিব। কাশী কি ভাই মৰ্ত্তা ? আমি ত এথানে অপ্তপ্ৰচরই আছি! আমার নামলা, মকদ্দমা, বিনয়, আশয় সবই ত ভাই কাশী নিয়ে। কাশিই ত আমার বাহারবন্দর তালুক, এ ছেড়ে কি এক মুহুর্তু থাক্তে পারি ?

ব্রহ্ম। উপরে তোমার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি, নিম্নে মাটির মধ্যে তোমার বাস, এর কারণ কি ?

শিব। জানি কি দাদা, যে লাল, কাল, হবেক রকমের রাজা হ'চ্চে—কোন্ দিন কোন্ বেটা এসে যদি মন্দিরটে তোপে উড়িয়ে দেয়, শেষকালে কি অপমৃত্যুতে মর্বো। একবার এক মুসলমান বাদসার • ক্সাত হ'তে জ্ঞানবাপী দিয়ে পালিয়ে বাঁচি। শেষে অনেক বিবেচনার পর বিশ্বকর্মার ছারা মন্দিরের তলায় এই বাড়াটী তৈয়ার করিয়া স্ত্রী-পুরুষে বাস করিতেছি। উপরে আমাদের চাট ছ্থানি আছে মাত্র। এখন মনে ভাবি, আহা! আগে এ বুদ্ধি জোগালে সোমতীর্থে অত আঘাত পেতেও হত না এবং অনর্থক অত ভাক্তার থরচও লাগ্তো না। ব'ল্তে কি আমি সেখানে ধনে প্রাণে মারা বিমাছিলাম †। আপনারা বস্থন—আমি বাটার মধ্যে চাটি ভাত চাপিয়ে দিতে ব'লে আসি। ও বেলার তরকারী রায়া আছে; ভাত হ'তে আর কতক্ষণ লাগ্বে!

বরুণ। আছে, আমরা কিছু সাহার ক'র্ব না।

আওরঙ্গরেব।

[†] মামুদ ছাদশ বারের ভারত আক্রমণে দেবমুর্তিস্থ সোমনাথের মন্দিরের সৌন্দর্য্য নষ্ট করেন।

শিব। সে কি ! ু অনি শুধু শুধু উপোষ ক'র্বে, কিঞিং জলযোগ ? ব্রহ্মা। কিছু না ; তীর্থের ধর্ম্ম যা, তা না রাধুলে চ'ল্বে কেন ?

ভৃত্যকে তামাক ও পা ধোবার জল দি ত আজ্ঞা দিয়া সদাশিব নারায়ণের হস্ত ধারণ পূর্বকৈ অন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং "গিরি কোপায় গেলে গো" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা আদ্বোমটা দিয়া উপস্থিত হইলে "কে আদিয়াছে দেখ!" বলিয়া বাহিরবাটীতে প্রস্থান করিলেন।

ভগবতী নারায়ণকে একথানি পিঁড়ে পাতিয়া বসিতে দিলেন এবং নিজে ধরাসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন"এত কাহিল যে ! অসুথ বিস্থুথ হয়নি ত ?

নারা। মধ্যে পেটের অন্তথ হয়, ক'বার ভেদ বমীও হয়েছিল, রাজু কবিরাজ কি একটা ঔষধ দিয়ে আরোগ্য করেন।

অন্নপূর্ণা। আমি রোজ রোজ ওঁর কাছে গল্প করি, কোল্কেতা হ'তে কত লোক আসে, ঠাকুরপো একবার আসেন না কেন ? এলে কিসে ? নারা। কলের গাড়িতে।

অন্নপূর্ণা। আগ! কি কলই তৈয়ের ক'রেচে, কিছুই ক'বৃতে হয়
না—টিকিট কিনে উঠ্তে পাল্লেই পৌছে দিয়ে যায়। দিন দিন কত
রকমের লোকই ভাই দেখা দিচেচ। আবার স্কুল কলেজের ছেলেগুলো
পরীক্ষের ভয়ে, কি মা বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বাস্ক ভেঙ্গে টাকা নিয়ে
পালিয়ে আস্তে আরম্ভ ক'রেচে। তোমার দাদা যখন খবরের কাগজ
পড়েন—"আমার ছোট ভাই, রং কাল, মাধায় টাক আছে, তোত্লা কথা
কয়, বয়স ১৮।১৯, বেঁটে খেটে মামুষটা, অমুক রাত্রে নিক্দেশ হ'য়েচে.
কেউ ধরে দিতে পার্লে ৫০ টাকা পারিতোষিক দেব।" শুনে আর মুধে
কাপড় দিয়ে হেসে হেসে বাঁচিনে। বউদের আনলে না কেন ?

নারা। নিজের আস্তেই প্রাণ ওঠাগত, ট্রেণে কি স্ত্রীলোক আনা যায় ? বাবা! যে ভিড়!

অন্নপূর্ণা। তোমাদের হজনেরই ঐ এক বোল। কেন এদিকে ত

বড় ভিড় নেই; ভিড় বটে কল্কেতার পথে। তা ভিড় হ'লেই বা ক্ষতি কি ? কোল্কেতার যে কত বাবু সোমন্ত সোমন্ত বৌ সঙ্গে ক'রে কাশা আসেন। আহা! আন্তিত হয়। ভাল ঠাকুরপো! তুমি যে ভিড়ের কথা বোল্চো, কিন্তু মনে কর, কোল্কেতায় যদি তোমার চাকরি হ'ত, বউ কেলে কেমন ক'রে থাক্তে ?

নারা। সে কথা আমি ব'ল্তে পারিনে। কিন্তু তুমি যে কোল্কেতার লোকের কথা বল্চো, বোধ হয় তাঁহাদের বুকের পাটা দেবতাদের অপেক্ষা শক্ত, সেই জক্কই ট্রেণে পরিবার আন্তে সাহস হয়। কৈ— তুমি কথন কলের গাড়িতে উঠেছ ?

অন্নপূর্ণা। তোমার দাদা কি তেমনি যে, রেল গাড়িতে উঠ্তে দেবেন ? গ্রহণের দিন প্রেয়াগে গঙ্গাস্থান ক'র্তে যাব ব'লে কত সাধ্যি সাধনা ক'র্লাম, কিছুতেই বিদায় দিলেন না!

নারা। কলের গাড়িও দেখনি ?

অন্নপূর্ণা। একদিন উনি বাড়ী ছিলেন না, লুকিয়ে গিঁয়ে দেখে এসেছি। ছমিন্সে গোরা গাড়িখানাকে যেন নক্ষত্রবেগে ছুটিয়ে নিয়ে গেল! ভূমি বোসো, জলখাবার আনি।

নারা। আজ আর কিছু থাব না, তীর্থে এসে প্রথম দিন উপবাস ক'রতে হয়।

অন্নপূর্ণ। ওমা, কেন! তুমি ছেলে মাসুষ, তিনবার থাবার বরেস, তোমার আবার উপবাস কেন। তাই ত বলি, মুখ-খানি যেন গুরু গুরু দেখাচেচ। তোমার সঙ্গে আর কে এসেছে।

নারা। বড়দা, দেবরাজ ও বরুণ।

অন্নপূর্ণা। বরুণ ত এইথানে (মর্ক্ত্যে) চাকরি করেন। এখন কি তাঁর ছুটি? নারা। এখন ছুটি বটে; কিন্তু আজ কা'ল উহাঁর ছুটির কোন স্থিরতা নাই; মেলেরিয়া জ্বর হয়ে পর্যন্ত যখন তখন বিদায় নিয়ে স্বর্গে যান। অন্নপূর্ণা। ঐ জাত্তৈ সময়ে জল না হওয়ায় ধান টান গুলো ভালরূপ জন্মায় না বটে! আচ্ছা দেবরাজ যে কোল্কেতায় চল্লেন, উনি কি বিষয় আশয় গুলো উইল ক'রে এলেন ১

नाता। উইল क'ब्रियन किन १

অন্নপূর্ণা। শুনেছি রাজ রাজড়ারা কোল্কেতার যাবার আগে, যদি আর না ফেরেন ভেবে, উইল ক'রে থাকেন ?

নার'। সেথানে গেলে আর ফির্বেন নাকেন ? অরপুণা। ধর্ম জানেন।

নারা। বড়দা আজ বড় জালাতন ক'রে মেরেছেন। ঘাটে এসেই "সুরধুনী" "সুরধুনী" শব্দে কাঁদ্তে আরম্ভ ক'র্লেন, দেশের মাগীপ্তলো তামাসা দেখতে ছুটে এল, আমরা ত আর লজ্জায় বাঁচিনে।

অন্নপূর্ণ। স্থারির কথা ভাই ব'লো না। ব'ল্লাম, আগে আমাদের ছ' সতানে কগ্নুড়া হত, এখন বয়স হয়েচে, এখন ত আর সে সব ভাল দেখার না, আয় বোন ছজনে ভাব ক'রে মিলে মিশে থাকি। প্রভাহ আমাকে ছত্তিশ জেতের জন্ত রাঁধ্তে হয়, একা আর পেবে উঠিনে। তুই থাক্লে, হ'লো তুই একদিন রাঁধ্লি, আমি এক দিন রাঁধ্লুম—তা তো গায়ে লাগে না। তা ভাই—কিছুতেই শুন্লে না, অহঙ্কারে উত্তরবাহিনী হয়ে চ'লে গেল *। যেমন কথা শোনেননি, তেমনি এখন মর্ছেন, ইংরাজেরা জাহাজ আর স্থামার বহিয়ে বহিয়ে কোমর ভেকে দিচেচ।

"তুমি বোদো আমি বাহির হ'তে আদি—কারণ বড়দ। প্রভৃতি বয়েছেন" বলিয়। নারায়ণ বহিবাটীতে প্রস্থান করিলেন। জয়া আদিয়া কহিল, "মা, ও বাবুটী কে ?" অয়পূর্ণা কহিল "মর্, দব ভুলে গেলি ? উনি যে আমার দেওর নারায়ণ।" জয়া কহিল ''বয়েদ হয়েছে, আর চোকে কাণে ভাল দেখুতে শুনতে পাইনে।"

কাশীতে গ্ৰহা উত্তরবাহিনী।

বহির্বাটীতে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ দেখেন, ব্রহ্মা তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন। দেবরাজ আলবোলায় ধ্মপান করিতেছেন। সদাশিব ভুঁড়ি উচু ক'রে পাইচারি করিতে করিতে বলিতেছেন, "ভাল ভেবে কাশী নিৰ্মাণ ক'রলেম—কপালক্রমে মন্দ হ'ল। তথন ভেবেছিলাম, কাশীই হ'ল মর্ক্তো আমার ফরাসভাঙ্গা অর্থাৎ কেহ কথন পাপ ক'রে এথানে পালিছে এলে উদ্ধার হবে! এখন দেখ ছি-হয়ে দাভিয়েছে ফ্যালসানী গারদ। কি সর্বানেশে কলের গাড়িই স্পষ্টি হ'ল। রাত দিন কামাই নেই. ফোঁস কোঁস শব্দ ক'রে যত রাজ্যের পাপিষ্ঠ গুলোকে নামিয়ে দিয়ে যাচে। ঐ লক্ষীছাড়া গাড়ির জন্ম ফর্মা কাপড় প'রে বাহিরে যাবার যো নাই, পাথুরে কম্বলার ধোঁয়ায় এক দিনেতেই ময়ল। হয়। পূর্বের রেলের রাস্তা একদিকে ছিল, আজ কা'ল আবার ছই দিক দিয়ে সর্পের মত এঁকে বেঁকে এনে কাশীকে যেন গ্রাস ক'রতে ব'সেছে। পূর্ব্বে এথানে ঘি ময়দা বিলক্ষণ সম্ভাছিল। ঐ হতভাগা গাড়ি এখানকার তা ওথানে, ওথ নকার তা এখানে এনে সকল দ্রবোই যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমার কাশীতে চোর, ছাাচোড়, বদুমায়েস্ এত জুটেছে যে, রাত্রিতে নির্বিল্পে কাছারো যুমাবার যো নাই। নগর, মহলে মহলে বিভাগ করা; রজনীতে প্রত্যেক মহলের দ্বার বন্ধ থাকে; তথাপি তার মধ্যে আশ্চর্যা চুরি, জ্ঞাহত্যা, প্রাণিহত্যা কাশীতে প্রতাহ যে কত ঘটচে, তার আর সংখ্যা নাই। সংপাত্রে অন্নদান শাস্ত্রসন্মত; কিত্ত আমার ভাগ্যে অসৎ পাত্রই জুট্ছে। যত বেটা মায়ে-তাড়ানো বাপে-থেদানো গুলিখোর গেঁজেল দণ্ডী সেজে দিন দিন এসে থালা থালা ভাত মেরে যাচে।"

ব্ৰহ্মা। কত লোক প্ৰতাহ থায় ?

শিব। তার ঠিক নাই, এখানে এলে ত আর ফিরাব না; ঐ জ্ঞেই কাশী নিশ্মাণ করা। তবে রেঁধে রেঁধে মাগী না একটা রোগ ক'রে বসে! এই সময় পার্ম্বের মুরের দ্বারে ঈষৎ আঘাতের শব্দ হইল। শিব জ্রুত

থেম্টানাচেচ, দেখে ভ বোধ হয় না যে, কম্মিন্ কালেও লজ্জা সরম ছিল।

বরুণ। আজে, ঐ স্ত্রীলোক বাঙ্গালী বটে, কিন্তু এক্ষণে বেশ্রাস্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় হজ্জা সরম সকলেরই মাথা থেয়েছে। নচেৎ এক দিন উহার হজ্জা সরম ধর্মভিয় সকলই ছিল। উহার ভাশুরই উহার এ দশা ক'রেছে। ইন্দ্র। ভাশুর।

বরুণ। হাঁ। যুবতী অল্প বয়সে বিধবা হয়ে ভাশুরের য়ড়ে য়য়ৢরালয়ে বাস করিতে থাকে। উহার ভাশুর অত্যন্ত হুশ্চরিত্র ছিল। হরাআর প্রোচাবস্থার পরিবার গত হয়। বিষয় আশয় নিতান্ত মন্দ ছিল না। পরিশেষে পাপাত্মার ভাদ্রবধূর উপর নজর পড়ে ও উভয়ে পাপ-পঙ্কে নিময় হয়। এই কথা ক্রমে ক্রমে গ্রামমধ্যে রাষ্ট্র হইল এবং জ্ঞাতিরা অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। তথন উহারা হইজনে পরামর্শ করে য়ে, আমরা য়ে পাপে লিপ্ত হইয়াছি ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, এক উপায় আছে, কাশী গিয়া বাস করা। কার্ন শিবের প্রতিক্রা আছে, য়ে কোন পাপী কাশীতে বাস করিয়া ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার আর শমনভয় থাকিবে না। এইয়প পরামর্শ স্থির হইলে উহারা বিষয় আশয় বিক্রয় করিয়া এই স্থানে আগিয়া বাস করিতেছে।

ব্হা। ছি! ছি! ভাশুর ভাদ্রবৌ !! কাশি! তুমি ধ্বংস হও।—
পৃথিবি! তুমি রসাতলে প্রস্থান কর, আর কেন ?—প্রবেধ্র সদৃশ ভাতৃবধ্হরণ! অহো! শ্রবণে মহাপাপ !!!

এই সময় গ্ৰতী আর একটা গান ধরিল—

"স্থবাদে কি বাধে লো সই যারে চাহে মন। কি করে গুরুগঞ্জনা মজিলে নয়ন॥

তুলনা কি দিব অন্তে, ব্রহ্মা হরে নিজ কন্তে, এমন মদন জন্তে শরীর করে জ্লোতন।" পদ্মযোনি ঘাড় হেঁট করিলেন, আর তাঁর মুপে কথা নাই। নারায়ণ ও ইক্সের তদর্শনে মুখ চাওয়া-চাওিয় ক'রে হাসি দেখে কে। এই সময়ে যুবতা গানের দ্বিতীয় চরণ আরম্ভ করিল—

> "দেখ কৃষ্ণ অবতারে, নিজে মাতুলানী হরে, ইন্দ্র গুরু-পত্নী হোরে সহস্র-লোচন॥"

দেবরাজ ও নারায়ণ খাড় হেঁট করিলেন। তথন বরুণ দেখেন, এ মজা মন্দ নয়! তিনি আপনা আপনি একটু হেসে নিয়ে কহিলেন, "চলুন পিতামহ, বাসায় যাই, রাত হয়েছে।"

"হাাঁ চল" বলিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "দেখ বরুণ, এদের চোক ফুটেছে।" বরুণ। আজ্ঞে, ব্রিটিশ শাসনে এদের চোক কাণ অনেক দিন ফুটেছে। কেবল হাত না থাকাতেই প্রাণে মরে আছে।

দেবতারা এথান হইতে যাইয়া পূর্ব্বপরিচিত স্থড়ঙ্গ দিয়া বিশ্বেখরের বৈঠকথানা-গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথন সদাশিব দ্বারে দাঁড়াইয়া দেবগণের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। গৃহমধ্যে সন্ধ্যা-আছিকের স্থান এবং জলথাবার সাজান ছিল। নারায়ণ আর বহির্বাটীতে অপেক্ষা করিলেন না। তিনি ঘরের ছেলের মত মস্ মস্ শব্দে অন্দরে প্রবেশ করিয়া "বৌ" "বৌ" শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিলেন।

অন্নপূর্ণা ক্রতগতি আসিয়া কহিলেন "এস ভাই এস। বলি জল থেতে কি মনে নাই ? আমি যেমন ঠাকুরপোর কাছে বোস্তে, ঠাকুরপোর মুথের গল্প শুন্তে ভালবাসি, ঠাকুরপোর তেন্ধি পান্ন। ভারি হয়েছে।"

নারা। কাশী এলাম, চারিদিক্ দেখ্বো না ?

অন্ন। দেখতে বারণ ক'র্চিনে, বলি একদিনে কি ঝোল পালাবে ? নারা। ওঁরা দেখ্বার জন্ত ব্যক্ত হ'লেন।

অল্ল। ওঁরা আর তুমি সমান! তুমি ত সেদিন মরে বেঁচেচো।
শরীরে আর কি আছে বল ত ? একবার আয়নাধ'রে দেখনা, বুকের

বিষ্ণুপাঁজর কথান গণা যাচে। শীতকালের হিম লাগিয়ে যদি একথানা রোগ ক'রে বোসো, এই জন্মই বোকে মরি।

নারা। আহা! তাই হোক্। বৌ, আমাকে এই আশীর্কাদ কর, বেন আমার মৃত্যুই ঘটে।

অয়। ওমা, বালাই। তোমার এত কি হঃখ ?

নারা। ছঃথ নয় १—রাতদিন জ'লে পুড়ে মর্চি। বাড়ী যে আমার মেচোহাটা বৌ! আমার যে গা'ল থেতে থেতে আর পায়ে ধ'র্তে ধ'র্তে প্রাণটা গেল বৌ!

অন্ন। বুজে ওজে চ'ল্তে না জান্লেই ঐপ্তলো ঘটে। আমার ভাই,আজ আরতি দেখা হয়নি। এই এলে, এই এলে ক'রে পথপানে চেন্নেছিলাম।

এই সময় দাসী আসিয়া এক ঠোকা পুরী, কচ্রী, মোহনভোগ অন্নপূর্ণার হস্তে দিল। দেবা নিজ অঞ্চলে একথানি রেকাবীর জল মুছিয়া নারায়ণকে "খাও" "খাও" বলিয়া এক এক থানি দিতে লাগিলেন। নারায়ণ "এত কেন" বলৈন অথচ থাইতেও ছাড়েন না। দাসী পুনরায় আসিয়া একটী ডিবেয় ক'রে পাণ ও একটী ফরসীতে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। নারায়ণ গালে পাণটা দিয়া তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, "বৌ, দাদার মন্দিরটী কি বিশ্বকর্মা মিস্তির হাতের গাঁথা ?"

অন্ন। না ভাই, ওটা ওঁকে অহল্যাবাই ক'রে দেয়।

নারা। সোণা তো বড় কম দেয়নি ! অর্দ্ধেকটা সোণার পাতে মোড়া।
আর । সোণা দিয়ে মুড়ে দেয় ঐ সিং—মর্, মিসের নামও মনে আসে
। খুব নড়াই ক'র্তে পার্তো, যাকে ইংরাজেরাও ভয় ক'র্তো।
নামটা কি ভাল,—রণজিৎ।

নারা। লোকে বলে—বিশ্বেশবের মন্দির বিশ্বকর্মার ক্রত।
আব্ধান বারা জানে না, তারাই ঐ কথা বলে। ঠাকুরপো। আজ
ভাই তোমার বাঁশীর গান শুন্বো।

নারা। ও বৌ! বাঁশী বাজান ছেড়ে দিইটি। ডাজ্ঞারেরা বলে "ওতে দাঁত প'ড়ে যায়, যক্ষ্মারোগ জন্মায়, আর শিরঃপীড়ার স্থাষ্ট হয়। আজকাল বেহালা শিথ্তে আরম্ভ ক'রেছি। তোমার যদি নিতান্তই শোনবার স্থ হয়ে থাকে, না হয় বলো, দাদার শিক্ষেটা এনে ফুঁ দিই।

অন্ন। ক্ষান্ত হও ভাই, ঐ শিঙ্গের শব্দে আমাকে অন্থির ক'রে ভূলেছে। আজকাল আবার কি বোল ধ'রেছেন, জান १—নলেন "প্রসা দেও, রবরের একটা তুবড়ী কিন্বো।"

রা। তুবড়ী কি १

অন্ন। ঐ যে সাপুড়েরা "পো" "পো" শব্দে বাজিয়ে বেড়ায়। ঠাকুর-পো, তুমি হিং থাও ?

নারা। কেন বল দেখি ?

শ্বন্ধ। ববে চাটি থাড়িমুস্থরি ছিল, হিং কোড়ন দিয়ে একটু ভুনী খিচুড়ী রেঁধে দিতাম।

নারা। না বৌ, আমি হিং খাইনে। একে হুর্গন্ধ, তাতে খতান্ত গরম।
অন্ধ। তুমি হুর্গন্ধ ব'লে একটু হিং খাও না; কিন্তু এখনকার বাবুরা
পৌরাজ রম্মন খেয়ে ভুট ক'লে। বাবুরা সথ ক'রে পৌরাজের নাম রেখেছেন
"গরম মসলা"।

নারা। মাগীরেও বোধ হয় পেঁয়াজ খেতে শিখেছে ?

অল। কেন १

নারা। না হ'লে মিন্সেদের এমন কি সাহস ? ওর গ্রেল্ পালায়। বৌ, একটি বড় কৌতুক দেখ্লান—তোমার সপত্নী গ্রন্ধ একপার না একপার ভেঙ্গে থাকেন। বিশেষতঃ যে পারে জ্বল অতি পারেই তাঁর উপদ্রব বেশী। কিন্তু কাশীতে তাঁর সে উপদ্রব নাই , এতদিন তোমার সোণার কাশীর অর্দ্ধেক আন্দান্ধ উদরস্থ ক'রে ব'স

অন্ন। কাশী না ভাঙ্গার একটা কারণ আছে। যখন গ্রন্থা

দিয়ে যায়, তোমার দাদাকে দেখে আহলাদে গদগদ হয়ে কল কল শব্দে হাস্তে হাস্তে আসে। তোমার দাদা দেখ্তে পেরে ছুটে গিয়ে ব'ল্লেন "থবদিরে! এথানে এসো না। তুমি এলে আমার সোণার কানী ভেল্লেচ্রে নষ্ট হবে, সহা ক'র্তে পার্বো না। তাতে কালাম্থী এই সত্য করে—"একবার তোমায় দেখেই আমি এখান হ'তে বিদায় হব। প্রতিজ্ঞাক'র্চি, কাশীর কোন অনিষ্ট ক'র্বো না।" •

নারা। বৌ, কাশীর কোন জিনিস ভাল ?

অন্ন। কেন কাশীর চিনি, পেয়ারা, বারাণসী শাড়ী,—একি কখন শোন নাই ? বউদের জন্মে কিছু কাপড় কিনে নিম্নে যাও, ছেলে মেয়ের বেতে, হ'লো পূজোটুজোর সময়ে, পোরে বরণ ক'র্বেন।

নারা। এক আধ থানা হ'লে নিয়ে যেতাম, জান ত বিশ বস্তা নিয়ে গেলেও কুলিয়ে উঠতে পার্ব না।

অন। আমি রানা চাপাই, তুমি ভাই কাছে বোসে গল কর! আমি তোমার মুথে গল শুন্তে বড় ভালবাসি।

"আমি চট্ ক'রে একবার বাহির হ'তে আসি।" বলিয়া নারায়ণ প্রস্থান করিলেন। তিনি বহিন্দাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সদাশিব

টোল খুলে দোকান পেতে, বাসে আছেন। যে সব. বিছা বুদ্ধি! কোন্ দিন বা হর হরি বিভিন্ন ভেবে হরিসভা খুলে বিষ্ণার পরিচয় দেন ! • দেখ দেবরাজ। এই কাশাতেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সর্বস্বাস্ত হয়ে বাস ক'রে-ছিলেন, এই কাশীতেই তুলগীদাসের আশ্রম এবং রামানন্দের মঠ ছিল। এখন সেই কাশতে আছে কি না কতকগুলো বেখা এবং লম্পট। এখন সেই কাশী কি না বাঙ্গালী বালবিধবাদিগের আগুমান। যতু ক'রে কাশী নির্মাণ ক'রলাম—ভূমিকম্প হ'তে রক্ষার জন্ম ত্রিশূলের উপর কাশীকে স্থাপন ক'রুলাম, এখন কি না পাপের ভরে মাসে ৩২ বার কানীতে ভূমিকম্প হ'চেচ। এক একবার এমনি রাগ ধরে ও হঃথ হয় যে, কাশী ভেকে গোলায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হই; কাশী অগ্নি দারা ধ্বংস ক'রে ভিথারী শঙ্কর আবার ভিক্ষা ক'রে থাই: শশানবাদী শিব আবার শশানে গিয়ে আশ্রম লই। বরুণ। এ কি কম হঃখ—পাপীর সংখ্যা বুদ্ধি দেখে কাল-ভৈরব প্রহরীর কার্য্য পরিত্যাগ ক'রেছে। কলিও আমার সঙ্গে কৌতৃক আরম্ভ ক'রেছে। এক একবার গোপনে এনে সে ইহার ভিত্তিস্বরূপ ত্রিশুল গাছটা ধ'রে এমনি সজোরে নাড়া দেয় যে, বোধ হয় কাশাটে বুঝি উল্টে প'ছল। আমি কাশীবাসীদিগের স্থথ স্বচ্ছন্দতার জন্ম সকলই ক্রণবৈদ্যির দেখলাম কতকজ্ঞলো পাঠা মদেব মথে পাঠার মাংস ভাল-

বাল্যাবস্থা হ'তেই অত্যন্ত শিবভক্ত ছিল। সে লেখাপড়ায় মন না দিয়া রাত দিন এক মনে শিবেরই ধ্যান করিত। তাহাতে যক্ষ রাগান্তিত হইয়া নিজ পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে কাশীতে আসিয়া এই লিক্ষ স্থাপনা পূর্বক আরাধনা করিতে থাকে। পরিশেষে শিব দেখা দিয়া এই বর দেন—"অভাবিধি তোমার নাম দণ্ডপাশি হইল। লোকের মৃত্যু হইলে তুমি আমার নিকট লইয়া বাইবে, আমু উদ্ধার করিব। এই দণ্ডগাছটী দিতেছি গ্রহণ কর, অহঙ্কারী ব্যক্তিদিগকে এই দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া কাশী হইতে তাড়াইয়া দিবে এবং জ্ঞানীদিগকে বত্নের সহিত কাশীতে রাথিবে। কেহ অগ্রে তোমার পূজা না করিলে তাহার পূজা আমি গ্রহণ করিব না। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবের নাম অভ হইতে দণ্ডপাণীশ্বর হইল।"

ইন্দ্র। কই এখন ত আর দশুপাণি পাপীদিগকে তাড়াইতে পারেন না!

বরুণ। কলির শাপনে কি কাহারো কিছু করিবার যো আছে ? যেমন ইংরাজ শাসনে কোন রাজা রাজড়ার ট্যা ফোঁ করিবার যো নাই, তেমি কলির শাসনেও কোন দেবতার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

নারা। বাপ ! কেবল শিবমূর্ত্তি, অক্ত দেবতার এখানে কোল্লে পাবার বো নাই।

বঙ্কণ। এ তোমার অন্তায় কথা। বৃন্দাবনে বটে অন্ত দেবতার কোৰে পাবার যো নাই; এথানে ও কথা বলা শোভা পায় না। কারণ, এই কানীতে ছুর্না, গণেশ, পরেশনাথ, আদিকেশব প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দৈব্যার প্রতিমূর্ত্তি আছে।

দৈবগণ অসংখ্য অট্টালিকা, দোকান, বাজার হাট দেখিতে দেখিতে রাস্তা দিয়া চলিলেন। তথন স্থাদেব সম্পূর্ণভাবে কাশীতে দেখা দেন নাই। কেবল তিনি পূর্বা দিক্ হইতে উকি মারিতেছিলেন। তাঁহার মুখের জ্যোতি ঈবংমাত্র নগরে দেখা দিতেছিল। দোকানদারগণ দোকান্দর পরিষ্ণার করিয়া ধুনা দিতেছিল এবং গঙ্গাজল ছিটাইতেছিল। কতকগুলি স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া গঙ্গাখানে যাইতেছিল। তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ কতিপয় সন্ন্যাসী—উলঙ্গ ভস্মমাথা চিমটা হাতে "ব্যোম হর হর" শব্দে চলিতেছিল। গেরুরাবসন-ধারী জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর, গঞ্জিকা সেবনে রক্তচক্ষ্ কতকগুলি দণ্ডী ইহার পরক্ষণেই স্থানে বাহির হইল। উর্দ্ধবাস্থ, একবাস্থ, বামন, থঞ্জ, কাণা ক্রমে চতুদ্দিক্ হইতে দেখা দিতে লাগিল। পরিশেষে একদল যুবা ভিক্ষক দলবদ্ধ হইলা উপস্থিত হইল।

ইক্র । বরুণ ! এই যুবা ব্যক্তিরা ভিক্ষা করে কেন ? ভিক্ষা অপেক্ষা ইহাদের ত পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা ভাল ! লোকে এমন অসৎ-পাত্রে কি কারণে ভিক্ষা দেয় ? ইহাতে ত পুণা নাই, বরং পাপই হইন্ধা থাকে । ভিক্ষার পাত্র অন্ধ, থক্ক, বৃদ্ধ ও বালক ; তাহাদের ত কাশীতে অসন্তাব নাই।

বঙ্কণ। লোকে কেন ভিক্ষা দেয়, তাহা আমি ব'ল্তে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকেরা এ বিষয়ে বড় পটুতা লাভ করিয়াছে। তাহারা অন্ধকেও বলে "তো বেটার বল আছে খেটে খেগে," বৃদ্ধ এবং বালককেও, বলে "তো বেটার বল আছে খেটে খেগে", আর যুবাকে ত-ব'ল্বেই।

नाता। वक्न, अमिटक अ किरमत मन्तित ?

বঙ্কণ। ঐ দেথ, তুমি ব'ল্ছিলে কাশীতে কেবল শিব, অস্তু দেবতার কোকে পাবার যো নাই; কিন্তু ঐ মন্দিরে তুমিই আছ।

ইন্দ্র। ইনি আছেন কি কারণে ?

বৰুণ। যথন গণেশ প্রভৃতি দেবগণ দিবোদাসকে কাশী হইতে তাড়া-ইতে অসমর্থ হন, তথন শিব নারায়ণের নিকট কাশী-বিরহে কাঁদিতে লাগি-লেন। নারায়ণ তদ্দর্শনে শিবকে অভয় দিয়া লক্ষ্মীসহ কাশীতে আসেন এবং ঐ মন্দিরে আদি-কেশব ও কমলা দেবীর মূর্ব্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেক ঘরে ঘরে স্ত্রা পুরুষে বৌদ্ধমত প্রচার করিতে থাকেন। বৌদ্ধমত প্রচার হইলে লোক নান্তিকতা প্রাপ্ত হইলে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ব্যভিচার-পাপ ঘটিতে লাগিল। দিবোদাস তদ্ধনি নারায়ণের স্তব আরম্ভ করিলে তিনি আসিয়া দেখা দিলেন। দিবোদাস নারায়ণকে কহিলেন "ঠাকুর! কি পাপে আমার কাশীতে ব্যভিচারদোষ ঘটিতেছে ?" নারায়ণ কহিলেন "তুমি শিবের কাশা শিবকে না দিয়া যে অধর্ম্ম করিয়াছ, ইহা সেই পাপের ফল। অতএব এক্ষণে এক শিবমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া শিবের কাশী শিবকে প্রত্যর্পণ পূর্বক পাপ হইতে মুক্ত হও।" দিবোদাস তৎশ্রবণে "যে আজ্ঞে" বলিয়া ভূপালেশ্বর নামক এক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া কাশী পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করেন। সেই আদি-কেশবের প্রতিমূর্ত্তি অম্বাপি ঐ মন্দিরের মধ্যে আছে।

দেবগণ এথান হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেখেন, এক ব্যক্তি রাস্তার ধারে বসিয়া "দোহাই বাবা, কাণাকে একটা পয়সা দে বাবা, আমি চারিদিন থেতে পাইনি বাবা" বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

ব্রহ্মার দয়ার উদ্রেক হওয়ায় নারায়ণকে কহিলেন "কাণাকে একটা পয়সা দেও।" নারায়ণ পকেট হইতে বাহির করিয়া পয়সা দিতে উল্পত হইলে, বরুণ কহিলেন "কর কি ? ও কাণা নয় ; ঐপ্রকার মিথ্যা জুয়াচুরি করিয়া পয়সা রোজগার করে।"

কাণা। না বাবা, আমি সত্যি সত্যি কাণা। পর্যসাটা দে বাবা, আমি সত্যি সত্যি কাণা।

নারায়ণ কহিলেন "দেখি, তুই তাকা দেখি, কাণা কি না দেখি।" কাণা তৎশ্রবণে নয়ন উন্মীলন করিল। নারায়ণ কহিলেন "এ বেটা জ্য়াচোরই বটে। তুই কাণা কই রে? ঐ ত তোর চোকের তারা, পুতুল দেখা যাচেচ।" তখন দে ব্যক্তি ফিক্ ফিক্ ক'রে হেনে পলাইল। যাইবার সময় বলিল "এ ব্যাটা আছো ঝায়ু বটে।"

দেবতারা অবাক্। "য়ঁটা এ কি। কাশীতে কি এইপ্রকার বদমায়েস-দিগের আশ্রম।"

বঙ্গ। পিতামহ! কেদারনাথের মন্দির দেখুন।

ব্রহ্মা। কেদারনাথের উৎপত্তির কারণ বল।

বঙ্গণ। এক থিচুড়ি-থেকো বামুন অত্যস্ত থিচুড়ি ভালবাসিত। এমন কি, প্রতাহ তাহার থিচুড়া না হ'লে আহার হইত না। লোকটা সিদ্ধপুরুষ ছিল। কেদারনাথের প্রতিপ্ত তাহার আস্তরিক ভক্তি ছিল। সে প্রতাহ থিচুড়ি রেঁধে এখান হইতে কেদারনাথ তার্থে যাইয়া নিবেদন করিয়া দিয়া তবে আহার করিত। একদিন অস্থথ বোধ হওয়ায় কিছু আহার করিল না, পরে অপরাফ্লে ক্ষ্ধার উদ্রেক হইলে চাটি চেলে ডেলে চাপাইয়া দেয় এবং সিদ্ধ হইলে পাতে ঢালিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, "প্রভা কেদারনাথ! অবেলায় তোমার নিকট যাইয়া যে নিবেদন করা হইল না; ঠাকুর! এক্ষণে কি ক'রে ইহা আহার করি ?" এই প্রকারে চক্ষু মুদিয়া কাঁদিতেছিল, হঠাৎ চক্ষু মেলে দেখে—থিচুড়ি জোমে পাথর হ'চেচ। তথন "হায়! এ কি হ'লো" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় দৈববানী হইল "আমি তোমার থিচুড়িতে আবিভূতি হইয়াছি, এজন্ম উহা জমিয়া পাথর হইতেছে; অল্লাবধি আর তোমাকে কেদারনাথ তীর্থে যাইতে হইবে না; এই পাথরের মধ্যেই আমি রহিলাম।"

এখান হইতে দেবগণ একটা বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং উভয় দিকের দোকানসমূহে স্কুপাকার বারাণসী শাড়ী, বিবিধবর্ণের ধৃতি, উড়ানী, শাল, ফুলকাটা সতরঞ্চ, গালিচা, আসন, ঘটী, বাটী, হাতির দাঁতের চিক্রণী দেখিতে দেখিতে চলিলেন। ব্রহ্মা একটা দোকান হইতে শালপাতে মোড়া এক ঠোকা নস্ত কিনিয়া লইলেন এবং ভাল কি না পরীক্ষার জন্ম একটু লইয়া নাসিকায় দিলেন। নারায়ণ কহিলেন "দেখি, আমাকে একটু দিন।" দেখা দেখি দেবরাজেরও ইচ্ছা হইল। তথন প্রত্যেকে নস্ত

নাকে দিয়া "হিঁচ দ্র যা !" "হিঁচ দ্র যা !" করিয়া হাঁচ্তে হাঁচ্তে রাস্ত। দিয়া চলিলেন ।

এক স্থানে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ, এ মন্দিরে কি প্রতি-মুর্ত্তি আছে ?"

বরুণ। জ্বোঠেশ্বর শিব এবং জ্যেষ্ঠা গৌরী নামে ভগবতীর প্রতি-মূর্ত্তি আছে।

ব্রহ্মা। এ মূর্ত্তি কে স্থাপিত করে ?

বরুণ। দিবোদাসকে কাশী হইতে বিদায় করিয়া শিবের প্রত্যাগমন-সময়ে তাঁহাকে নাদর সম্ভাষণ করিবার জক্ত নারায়ণ এই স্থানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়া-ছিল। এই ঘটনা স্থাবণ হইবার জন্ত নারায়ণ স্বয়ং এই শিব ও ভগবতীর মূর্ষ্টি সংস্থাপিত করেন।

ইন্দ্র। কাশীতে স্থার কি আছে ?

বরুণ। আছে বিস্তর; যদি কিছুদিন বাস করিতে পার, আমি একে একে সমস্তই দেখাতে পারি।

ব্রহ্মা। না, আর কাজ নাই। বরুণ, শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় নিয়ে চল ভাই, গঙ্গা দর্শন ক'রে চরিতার্থ হই। আহা! মাকে হাবড়ার নিকটে বেঁধেছে শুনে পর্যাস্ত আমাতে আর আমি নাই।

"তবে চলুন, বস্ত্রাদি লইয়া বিদায় হয়ে আসি" বলিয়া বরুণ দেবগণের সঙ্গে বাসায় চলিলেন এবং যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"দেবরাজ, বীরেশ্বরের মন্দির দেখ।"

ইন্দ্র। এ শিব কে প্রতিষ্ঠা করে ?

বরুণ। এক রাজপুত্র গণ্ডে জন্মে বলিয়া রাজা গণৎকারদিগের পরামর্শে পুত্রটীকে ছর্গাদেবীর নিকট ফেলিয়া দিয়া যান। দেবীর ডাকিনী যোগিনী-গণ ঐ সস্তানটীকে লালন পালন করিয়া মাছ্যু করে। বালকটীর জ্ঞানের উদ্রেক ইইলে নিজ পিতা মাতার অন্বেষণে বাহির হয়, কিন্তু কুত্রাপি সন্ধান পায় না। তথন সে একমনে এক ধ্যানে শিবের আরাধনা করিতে থাকে। শিব সন্তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করেন যে, অন্ত হইতে তোমার নাম বীর এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত শিবের নাম বীরেশ্বর হইল। অপুত্রক ব্যক্তি এই শিবের পূজা করিলে পুত্রমুখ দেখিবে।

দেবগণ বাসায় গিয়া দেখেন, সদাশিব চাকরের নিকট বাজারের হিসাব নিচেন এবং "কাল্কের যে পয়সা ছটো তোর কাছে জমা ছিল, তা কি ক'র্লি" বলিয়া ভৃত্যটীকে ধমকাইতেছেন। তাহা দেখিয়া দেবরাজ চুপি চুপি বক্লণকে বলিলেন "সদাশিব এখন আর আমাদের সে ভোলানাথ নহেন: কাশীর জমিদারী পাইয়া অবধি খুব সেয়ানা হইয়াছেন।"

বরুণ। লোকে ঠেকে শিখে; উহাঁকে ঠকাইতে ত কেউ কশুর করে নাই।

দেবগণ উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন "মেজদা, ভাতের দেরী কত ?"
"একটু বিলম্ব আছে। তোমরা ততক্ষণ স্নান ক'রে জলটল থাও না"
বিলিয়া, সদাশিব ভৃত্যকে কহিলেন "দে রে, বাবুদের তেল এনে দে।"

নারা। জলটল থেতে আর বিলম্ব সম্ম না, চাটি ভাত পেলেই থেয়ে এখান হ'তে প্রস্থান করি।

শিব। বলক্ষণ, এর মধ্যে কি যেতে দিতে পারি! তোমরা এসে অবধি এক দিন ভাল ক'রে থাওয়ান হ'ল না। আমি পোলাও খাওয়াব ভেবে রোজ রোজ চাকরকে বাজারে পাঠাচিচ; কিন্তু এমন হুরদৃষ্ট, এ পর্যান্ত একটা ভাল মাছ মিলিল না।

ব্রহ্মা। না ভাই, তথন কৈলাসে গিয়ে একদিন ভাল ক'রে খাইও। আপাততঃ বিদায় দাও, সত্বর একবার কলিকাতা হ'তে ফিরে আসি। বাড়ীতে কোন অভিভাবক না থাকায় এক একবার এমি মনে হ'চেচ যে, দুর কর, এইখান হ'তেই ফিরে যাই। শিব। "আহা ! বাড়ী থেকে কখন প্রবাদে আসা অভ্যাস নাই বলিরাই মনটা এত থারাপ হ'রেচে, তা তাড়াভাড়ি কি ? এ পারে তো রাত দিনই গাড়ী চ'ল্চে। একটু বিশ্রাম করুন, অপরাহে আপনাদিগকে আমি ট্রেণে তুলে দিয়ে আস্বো" বলিয়া সদাশিব ভৃত্যকে কহিলেন "দেখ, দেওয়ানজীকে ব'লে আয়—সত্তর যেন একথান পার্মিশন লেটার ষ্টেশনে সই ক'র্তে পাঠান।"

নারায়ণ। পার্মিশর্ন লেটার কি १

শিব। ট্রেণ টাইমের সময় যাত্রী বাতাঁত অপরকে ষ্টেশনে এটেও করিতে দেয় না; সে জন্ম অপর কেচ সে সময়ে ষ্টেশনে যাইতে ইচ্ছা করিলে তৎপূর্ব্বে একথানি ছাড়-পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইতে হয়।

नाता। ञाशनि य कग्रं कथा व'स्त्रन, এत समस्ट हेश्ताकी।

শিব। কি ক'র্বো ভাই, আজকাল যে বাঙ্গালা ভাষা, যাবনিক ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী ভাষাতে নিজ কলেবর পুষ্টি করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় যে পনর ভাগ ইংরেজা প্রবেশ ক'রেছে।

নারা। আপনাকে এ সব শেখালে কে ?

শিব। শেখাবে আর কে? শুনে শুনেই শিখুতে হয়েচে। আজকাল মাগীরে পর্যান্ত ইংরাজী শিথেছে। বিশেষতঃ আমাকে শিথিবার জয়ে তো কোন কপ্ট পেতে হয় না; মন্দিরে ব'সেই অনেক শিথ্তে পাই। বাঙ্গলা হ'তে বাবুরা এসে সপাছকা মন্দিরে উঠে পরস্পর যে কথাবার্তা কয়, সেইগুলি শুনি। কেউ বলেন "উঃ! টেণ জানিতে হোল নাইট কি কপ্টই হয়েছে।" কেউ বলেন "আজ আমরা এই স্থানে রেপ্ট নিয়ে নেক্ট ময়্ণিংএ আপে যাব।" আবার কেউ বা বলেন "ভাগ্গি ওয়াইফ্কে সয়ে আনি নি, তা হ'লে তার বড় ট্রল্ল হ'তো।" আবার হয় তো আর একজন ব'য়েন "ওয়াইফ্কে প্রোগ্লাণ্ট দেখে এসেচি, সন্ হলো কি ডটার হলোটের পেলাম না।"

ক্রমে দেবগণ আহারাদি করিয়া অপরাছে বিদায়ের সাজ পোষাক করিতে লাগিলেন। সদাশিব এই সময় প্রত্যেকের জন্ম এক এক যোড়া ধৃতি উড়ানী এনে নারায়ণের হস্তে দিলেন। নারায়ণ "আবার কাপড় কেন ?" "আবার কাপড় কেন ?" বলিয়া ব্যাগের মধ্যে পূরিয়া রাখিলেন এবং ব্যাগ বন্ধ করিয়া অন্ধপূর্ণার নিকট গমন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্ধক কহিলেন "বৌ. তবে চ'লাম।"

অন্ন। সে কি ঠাকুরপো! এ আসার চেয়ে তো না আসাই ভাল ছিল; এমন মায়া বাড়াতে তোমায় কে শেখালে ?

নারা। কি করি বৌ, কেবল বড়দার জন্মেই আমাকে যেতে হ'চেচ, নচেৎ আর কিছু দিন থাকবার ইচ্ছা ছিল।

অন। আর কি দেখা হবে ?

নারা। হবে বৈ কি । কৈলাসে যাব। কিছুদিন পরে কন্ধি অবতার হব।
অন্ন। দেথ এই পাঁচটী টাকা তোমার বড়দাদাকে দিয়ে বোলো—
"বৌ তাঁর নাকে মাচ থেতে দিয়েছেন। কোল্কাতায় গিয়ে খুব
সাবধানে থেকো।"

নারায়ণ বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলে দেবতারা "ব্যোম হর হর" শব্দ করিয়া যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, "বৰুণ, সমুধস্থ ও শিব এবং কুণ্ডের নাম কি ?"

বরুণ। ঐ শিবের নাম অগস্ত্যেশ্বর এবং কুণ্ডের নাম অগস্ত্যকুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া শিবপূজা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমৃক্ত হওয়া যায়। এই সময় রাস্তা দিয়া তৈলঙ্গস্বামীকে যাইতে দেখিয়া ইন্দ্র কহিলেন "ও লোকটা কে গেল ?"

বরুণ। উহাঁর নাম তৈলঙ্গস্বামী। উহাঁর অনেকগুলি অমান্থবিক ক্ষমতা আছে। তদ্ভিন্ন উহাঁর অনেকটা ব্রদ্ধক্তানও লাভ হইয়াছে। কথিত আছে যে, দিপাহী বিদ্রোহের সময়ে একজ্ঞন ইংরাজ রাজপুরুষ কাশীর সমস্ত উলক্ষ সন্ন্যাসীকে বিদ্রোহী সন্দেহ করিয়৷ তাঁহাদের উপর যৎপরোনাস্তিঃ অত্যাচার করিতে থাকেন। সেই ভরে অনেক সন্ন্যাসীই কাপড় পরিয়া আত্মরক্ষা করেন। তৈলক্ষ স্থামী আত্মরক্ষার কোন উপায় করিলেন না। তাঁহাকে উপর্যুপরি কয়েক দিবস অনাহারে কারাক্ষর করিয়া রাখা হয়। কিছু তিনি স্বীয় অমায়্থবিক শক্তিবলে আপনার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া উক্ত ইংরাজ রাজপুরুষ বিশ্বিত হন ও তদবধি তাঁহার প্রতি আর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। দেবরাজ! ওদিকে দেখ পিশাচমোহন তীর্থ। ঐ তীর্থে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্র-চতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। এক ব্রাহ্মণ দানগ্রহণে পিশাচদেহ প্রাপ্ত হয়, পরে দে এই স্থানে স্নান করিয়া মুক্তিলাভ করে বলিয়া ইহার নাম পিশাচমোহন তীর্থ হইয়াছে।

দেবতার। ঘাটে যাইয়া একথানি নৌকা ভাড়া করিলেন এবং কাশীর মপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে রাজঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে ঘাটের উপর উঠিলে ইক্র কহিলেন "বরুণ, এই স্থান এবং এই বোট-নির্শ্বিত ঘাটের নাম কি ?"

বরুণ। বাটের নাম রাজঘাট, এই ঘাটে রেলের লোক পার হইরা। থাকে। গঙ্গার অপর পারে ব্যাসকাশী। ব্যাস, শিবের উপর রাগ করিয়া, ঐ কাশী নির্মাণ করেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

ইক্স। ব্যাস কি উদ্দেশ্যে ঐ কাশী নির্মাণ করেন এবং কি জন্মই বা তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হয় ?

বরুণ। ব্যাস প্রতিজ্ঞা করেন—শিবের কাশীতে পাপীরা আসিয়া বাস করিয়া যদি আর পাপ না করে, তবেই মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু যদি কাশীবাসী হইয়া পাপ করে, সে পাপের আর মুক্তি নাই। অতএব আমি এমন কাশী নির্মাণ করিব, তাহাতে লোকে পাপ করিয়া আসিয়া যদি বাস করে কিংবা বাস করিয়াও যদি পাপ করে, হেলায় উদ্ধার

হইবে। অন্নপূর্ণা ভাবিলেন, এ বিপদ মন্দ নয়। যদি ব্যাস প্রকৃতই ওরূপ কাশী নিশ্মাণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সোণার কাশী বন হইয়া যাইবে। অতএব দেবী অনেক ভাবিয়া চিস্কিয়া এক বুদ্ধার বেশ ধারণ পূর্ব্বক যষ্টিহন্তে ধীরে ধীরে ব্যাদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "বাবা, তোমার কি হ'চেচ বাবা ?" ব্যাস কহিলেন "বুড়ী, আমি এমন কাশী নির্মাণ ক'রচি যে. এখানে যে সে পাপী আসিয়া মরুক কিংবা বাস করিয়া যে यिक्र भाभ कक्रक. मुका श्रेटानरे मुक्त श्रेट ।" "ভान" "ভान" विह्या অন্নপূর্ণা কয়েক পদ প্রস্থান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন "এখানে মলে কি হবে ব'ল্লে বাবা ? আমি কাণে কিছু কম শুনি, আবার বল।" ব্যাসদেব চাৎকার শব্দে কহিলেন "এথানে যে সে পাপী আসিয়া বাস করুক কিংবা বাস করিয়া যে যেরূপ পাপ করুক, মৃত্যু হইলে হেলার মুক্তিলাভ করিবে।" অরপূর্ণা আবার কয়েকপদ প্রস্থান করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং কহিলেন "ও বাবা! ভাল বুঝ্তে পাল্লেম না, মলে কি হবে ব'ল্লে ?" তথন ব্যাস বিরক্ত হইয়া চীৎকারশব্দে কহিলেন "গাধা হবে.—এখানে মলে লোকে গাধা হবে।" দেবী তৎশ্ৰবণে হাস্তপূর্ব্বক "তথাস্ক" বলিয়া অন্তহিতা হইলেন। ব্যাসও "হায়। কি ক'রলাম" বলিয়া, অমুতাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

নারা। দাদার চাইতে বৌ মজবুত। ব'ল্তে কি, বৌ দাদাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন।

ইক্র। কথাতেই তো আছে—স্বামী হাবা-গোবা হ'লে বৌ সেয়ান-চতুর হয়। মহেশ্বরী মহেশ্বরকে এখন অনেকটা মান্ত্র্য ক'রে তুলেছেন। বরুণ। দূরে যে অট্টালিকাশ্রেণী দেখা যাচেচ, ও স্থানের নাম কি ?

বরুণ। রামনগর, উহাও ব্যাসকাশীর মধ্যে। কাশীর রাজা রামনগরে বাস করিয়া থাকেন। রামনগরে রামনবমীর সময় বেশ সমারোহের সহিত রাম-শীলা হইয়া থাকে। তথন বাজী এবং রোসনায়ে অনেক টাকার প্রাদ্ধ হয়। নারা। ব**রুণ, তুমি ব'লে** "ব্যাসকাশীতে মৃত্যু হইলে গাধা হয়।" কিন্তু রামনগরে যে**রূপ** ঘন ঘন বসতি দেখা যাচেচ, ধোপাদের ত গাধার অপ্রতুল থাক্বে না!

বরুণ। মৃত্যুর পূর্বের কাশীতে নিয়ে পালায়, ওথানে মর্তে দেয় না।

ইক্র। চল একবার রামনগর দেখে আসি।

ব্ৰহ্মা। এখন না, চল আগে কলিকাতা দেখে আদি।

নারা। না ! এঁকে নিয়ে বড় স্থবিধা হ'ল না, কলিকাতা কলিকাতা ক'রে বড় বিরক্ত ক'রতে লাগলেন।

বরুণ। উহার কথা ছেড়ে দেও। উহার জন্তে রুন্দাবনে আমি শেঠেদের কীর্ত্তি দেখাতে ভূলে গেলাম। যে শেঠেদের নিয়ে রুন্দাবন, তাঁহাদের নাম পর্যাস্ত তথার আমার উল্লেখ করা হয় নাই।

ব্রহ্মা। যাদের সোণার তালগাছ ? বৃন্দাবনে তাদের আর কি আছে ? আমি ভাই, বৈষ্ণবী মাগীরে বিরক্ত করায় সম্বর পালিয়ে এলাম। তুমি শেঠেদের বিষয়ে গল্প কর।

বঙ্গণ। তথন সন্ধ্যা হওয়ায় দেবালয় প্রভৃতি দেখান হয় নাই।
তাঁহাদের দেবমন্দিরে স্থবর্ণের হস্তী, অশ্ব ইত্যাদির প্রতিমৃত্তি বিরাজ
করিতেছে। মন্দিরের সন্ধিকটে স্থবিস্তৃত গৃহ। প্রাচীরের চারি কোণে
চারিটী প্রস্তরনির্দ্মিত গরুড়ের প্রতিমৃত্তি আছে। পুলোভান, পুন্ধরিণী ও
ক্রজ্রেম প্রস্রবণ দ্বারা ঐ গৃহটার শোভা আরো বৃদ্ধি করা ইইয়াছে। গৃহমধ্যে
কাকাতুয়া, হীরামন প্রভৃতি নানা বর্ণের নানা পক্ষী এবং নেপাল প্রভৃতি
হানের মহিষাদি জন্তু সকল আনিয়া পোষা ইইয়াছে। দেবালয় প্রস্তুত
করিতে শেঠদিগের বিপুল অর্থবায়, ইইয়াছিল। লক্ষোনিবাসী সাবিহারিলালেরও বৃন্দাবনে অনেক কীর্ত্তি আছে। রাধারমণের মন্দিরটা
তাহার সাক্ষাস্থল।

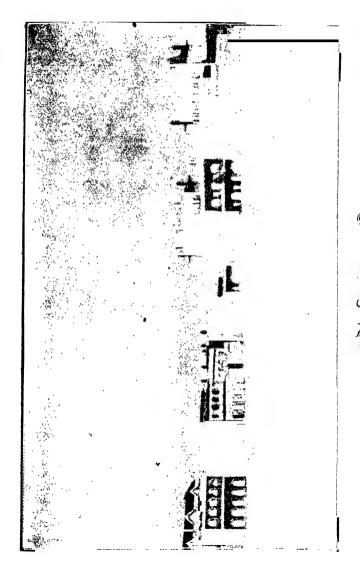
ব্ৰহ্ম। "আহা ় শেঠ মহাত্মাদিগের কীর্ত্তিকলাপ না দেখার মনে বড়

কণ্ট হইতেছে। তুমি কাশীর স্থূল বৃত্তাস্ত বর্ণন কর" বলিয়া, দেবগণ সহ ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন।

वक्रम । वातामंत्री कलाटक मः ऋष्ठ ভाষার वित्मिष আলোচনা আছে। তজ্জ্য একটি সংস্কৃত বিভাগ আছে। এই বিভাগের বায় রামনগরের রাজা নির্বাহ করিয়া থাকেন। কলেজ হইতে কিছু দূরে একটী প্রস্তরনির্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভ আছে। উহা দীর্ঘে ত্রিশ হাত এবং প্রস্তে পাঁচ হাত হইবে। স্তম্ভটী গাজিপুর জেলার কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার গাত্রের লেখা পড়িবার যো নাই বলিয়া, কোনু রাজার সময়ের তাহা স্থির হয় না। কাশীতে ভারতের সকল প্রদেশেরই লোক আসিয়া বাস করিতেছে। বাঙ্গালীটোলায় বাঙ্গালীদিগের বাস। উহাদের মধ্যে সাধু, অসাধু, মাতাল এবং লম্পট বিস্তব আছে। কেশেল নামক এক সম্প্রদায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এখানে বাস করে। উহারা ব্যভিচারদোষাসক্ত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা উৎপন্ন, এজন্ম উহারা সমাজচ্যুত হইয়া আছে। কাশীতে বেদ, বেদাস্ক, বিজ্ঞান, দর্শন ও পুরাণাদিবিৎ পঞ্জিত অনেক আছেন। এথানে অন্যুন তিন চারি শত দণ্ডী, মোহাস্ক, সন্ন্যাসী, অবধৃত, পরমহংস এবং পরিব্রাজক বাস করিয়া থাকেন। কাশীবাদী দণ্ডীদিগের মধ্যে অসচ্চরিত্র ও ভণ্ড অনেক আছে। এইস্থানে অনেক অন্নসত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ধনিগণ অন্নপূর্ণার মান রক্ষার্থ অকাতরে অন্নদান করিয়া থাকেন: স্মুতরাং কেহ কথন অভুক্ত থাকে না। গলি ঘুঁজিতে অনেক শিবকে অভুক্ত থাকিতে হয়। এমন কি, ওাঁহাদের মস্তকে দিনাস্তে এক বিন্দু জল পড়ে কি না সন্দেহ। তবে মধ্যে মধ্যে শৃগাল কুকুরগণের দয়ার উদ্রেক হওয়ায় সানকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা। দেখ ! কাশী এসে পাপ ক'রে ফাঁকি দিয়ে শিব হওরা নয়। তার পর বল।

বরুণ। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার সময় প্রায় প্রত্যেক দেবালয়ে নহবৎ



মিত্র। ইনি রাজ্বাট হইতে বারাণসী পর্যন্ত সাড়ে আট বিঘা জমী গ্রাপ্ত
ট্রান্ধ রোড নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেন্টকে দান করেন। ইহার দান দর্শনে সন্তুষ্ট
হইয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে পান্ধি প্রভৃতি সাতটী দ্রব্য থেলাত দিয়াছিলেন।
১৮৫৬ সালে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম প্রক্রদাস ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বরদাদাস মিত্র। প্রক্রদাস মিউটিনির সময় গবর্ণমেন্টকে সাহায্য
করায় ছই হাজার টাকা থেলাত পান। বরদা বাবুও অত্যন্ত দাতা।
ইহারা ছইভাই হাজার টাকা এলাহাবাদ কলেজে, ছয় হাজার টাকা
প্রিক্র অব্ ওয়েল্সের ভভাগমনের স্মরণার্থে, ৫০০ শত টাকা রাজসাহীর
ফেমিন রিলিফ ফণ্ডে এবং অন্যুন হাজার টাকা দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে
দান করিয়াছেন।

রাজা শিবপ্রসাদ সি, এস, আই। ইনি একজন প্রসিদ্ধ লোক।
ইহার পিতার নাম গোপীটাদ, ইনি মুরশীদাবাদের জগৎ শেঠের বংশীয়।
ইনি বেনারস কলেজে বিভা শিক্ষা করেন এবং ১৭ বংসর বয়ংক্রমকালে
ভরতপুরের মহারাজার উকীল নিযুক্ত হন। যথন শিথ্যুদ্ধ আরম্ভ হয়,
রাজা ফিরোজপুরে ফরেন ডিপার্টমেন্টের নায়েব মির মুন্সী পদ প্রাপ্ত
হন। ইহার পর ইনি সিমলা এজেন্সীর মির মুন্সী পদ প্রাপ্ত হন। ইহার
পর ইনি গবর্গমেন্টের অধীনে জয়েন্ট ইন্ম্পেক্টর মব্ পব্লিক ইন্ট্রাক্সন্
ডিপার্টমেন্টের ইন্স্পেক্টর হন। পরে ইনি ফুল ইন্স্পেক্টর পদ প্রাপ্ত হন।
এক্ষণে ৩০ বংসর কর্ম্ম করিয়া বার্ষিক ৫০০০ হাজার টাকা পেন্সন্
পাইতেছেন। এবং গবর্গমেন্ট কর্জুক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেবগণ ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন টিকিট দিবার ঘণ্টা দিতেছে। বরুণ কহিলেন "নারায়ণ, ব্যাগ খুলে টাকা দেও, টিকিট কিনে আনি।"

नित । এ গাড়ী কলিকাতায় যাইবে না, তথা হইতে আসিতেছে; এলাহাবাদে যাইবে।

বরুণ। দেও জনার্দন, আসিবার সময় রাস্তা ভূলে আমি ভোমার্দের

এও বোহিলথও বেলওয়ে দিয়া আনিয়াছি; স্থতরাং এলাহাবাদ হয় নাই। এলাহাবাদে দেখিবার অনেক আছে, ঐ স্থানেই নামক মহাতীর্থ। প্রয়াগে ভাগীর্থী, যমুনা ও সরস্বতীর সহিত হইয়াছেন।

রা— "প্রায়াগে বাইতে ইইবে বৈকি, তুমি এলাহাবাদের টিকিট করিয়া আন" বলিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে কহিলেন "দেখুন পিতামহ, যাইলে আমাদের গঙ্গাদর্শন ঘটিতে পারে। কারণ, এই সময় ই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া যমুনা ও সরস্বতী উভয় স্থীর নিক্ট ধর গল্প করিতে পারেন।"

চল, না হয় একবার প্রস্নাগে যাই।
বিগণ টিকিট লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় স্থপাস্থপ শব্দে
াসিয়া উপস্থিত হুইল। তথন সদাশিব ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া
পর দেবগণের হস্ত ধারণ পূর্বকি শেক্ছাও করিতে লাগিলেন।
নাশিবকে শেক্ছাও করিতে দেখিয়া নারায়ণ হাসিতে হাসিতে
ন, "মেজদা! আপনি ক'র্চেন কি ? একবার এর হাত ধ'রে—
্ ওর হাত ধ'রে নাড়া দিচেন কেন ?"

ভায়ার আমার বাতিকের ছিট এখনও একটু একটু আছে।
বি। নারায়ণ! আমি নাড়া দিচ্ছিনে, এর নাম শেক্ছাগু।
লোককে প্রণাম এবং সমবয়য় বা বন্ধবারূবকে শেক্ছাগু করিয়া
দেওয়া হ'চেচ, ইংরাজী ধরণের আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন। এখন
ধোপা, নাপিত, কলু, কামার ইংরাজী শিথে বাবু হ'চেচ, তেয়ি
বর সম্মানের জন্ম শেক্ছাগু নামক উত্তম চিজ্ও প্রস্তুত হয়েছে।
লেগু হইতে আনীত। বাঙ্গালার দ্রবা নহে।

🔻 (হাসিতে হাসিতে):, আমরাও স্বর্গে পেক্হাও, প্রচলিত

দেবতারা একে একে ট্রেণে আরোহণ করিলেন। ক্রমে ট্রিং ল্যাটাং টাট্রিং ল্যাটাং শব্দে ট্রেণের বিদায়স্থচক ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। গার্ড সাহেব ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ওদিকে "পোঁ পোঁ" শব্দে বংনীধ্বনি হইল, অমনি ট্রেণ একবার সজোরে গাঝাড়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। সদাশিব কিছু দূর পর্যান্ত ফ্রেণের সহিত ক্রতপদে ঘাইয়া নারায়ণকে কহিলেন, "নারায়ণ! কলিকাতায় পহুঁছে আমাকে পত্র লিখো।" এই সময় ট্রেণ প্লাট্ফরম পার হইয়া "লটাপট" "বটাপট" "বটাপট" "বটাপট" শব্দে দৌড়াইল।

ক্রমে ট্রেণ মিরজাপুর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ধূম উদগার করিতে করিতে ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাং শব্দ করিতে লাগিল। বরুণ চীংকার করিয়া বলিলেন, "পিতামহ! উঠে দেখুন, যমুনাব্রিজের উপর গাড়ী এসেছে।" দেবতারা ব্যগ্রতার সহিত দ্বারের নিকট আসিয়া একদৃষ্টে পোল দেখিতে লাগিলেন। ট্রেণ মন্দগতিতে ব্রিজ অতিক্রম করিয়া পুনরায় হুপাছুপ্ শব্দে ছুটিতে লাগিল। দেবগণ আপন আপন স্থানে শয়ন করিয়া ইংরাজ জাতির ভুয়্সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"হাটী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ট্রেণ আবার পূর্বের গ্রায় "ঝন ঝন ঝনাং" "ঝন ঝন ঝনাং" শব্দ করিতে লাগিল। এই সময় বাত্রিগণ একবার সজোরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। বরুণ বলিলেন, "ঠাকুরদা! উঠে এসে দেখুন, সেটা যমুনা ব্রিজ নয়, যমুনা ব্রিজ এইটে,—আমার তথন অম হয়েছিল।" দেবগণ সবিস্ময়ে একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, "পৃথিবীতে ইহাদের দ্বারা অসম্ভব কিছুই নাই। বাস্তবিক ইহারা একদিন স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করিবে।"

নারায়ণ। পূর্বের সে পোলটা কি ? সেটাও ত প্রায় এমি বৃহৎ।

বরুণ। সেটা টোন্স্ ব্রিজ। সেটাও যমুনা ব্রিজের মত বৃহৎ বলিয়া

অনেক সময়ে লোকের আমার ভায় ভ্রম হইয়া থাকে।

এই সময়ে ট্রেণ ধীরে ধীরে: ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিল ৷ গাত্রিগণ মনের হরিষে উচ্চরবে ঘন ঘন হরিধবনি করিতে লাগিল ৷

নারা। বরুণ ! এত ষ্টেশন পার হয়ে এলাম—কোথাও ত এমন হরিধ্বনি শুনি নাই। এলাহাবাদে এত হরিনামের ধূম কেন ?

বঙ্গণ। প্রশ্নাগের মাঘ-মেলা উপস্থিত, এজন্ম যে সমস্ত যাত্রী তার্থ দর্শন অভিপ্রায়ে আসিয়াছে, তাহারা অভিলয়িত স্থানে ট্রেণ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া মনের আনন্দে উচ্চৈঃশ্বরে হরিধ্বনি করিতেছে।

এই কথা শ্রবণে দেবগণেরও মনে আনন্দের উদয় হইল; তাঁহার। গাত্রিগণের সঙ্গে উচৈচঃস্বরে "হরি হরি বল" "হরি হরি বল" শব্দ করিয়া। ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

এলাহাবাদ

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেবতারা একথানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া গলা বমুনা ও সরস্বতী নদীত্ররের সঙ্গমস্থল অভিমুখে চলিলেন ব লাইতে যাইতে ইক্ত কহিলেন, "বরুণ ৷ অক্তান্ত স্থান অপেক্ষা এলাহাবাদে ঘর বাড়ী এত কম কেন ১"

বরুণ। এলাহাবাদে বাড়ী ঘরের সংখ্যা কম, এজস্ক ইহার আর একটী নাম ফকিরাবাদ। এখানকার পল্লীসকল পরস্পার এত দূরে অবস্থিত যে, এক একটীকে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম বলিন্না বোধ হয়।

ষ্টেশন হইতে বেণীতীর আড়াই ক্রোশ পথ। যোড়ার গাড়ীতে এই
সামাস্থ্য পথ অতিক্রম করিতেও দেবগণের অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল।
ভাগ্যক্রমে গাড়োরান সে দিন একটা নৃতন ঘোড়া জুতিয়াছিল। অনভ্যাসবশতঃ যাইবার সময় কথন সেটা গুইয়া পড়িবার—কথন বা দক্ষিণপশ্চিম
দিকের নর্দমায় গাড়ীসহ দেবগণকে উন্টাইয়া ফেলিবার বিধিমত প্রকারে
চিষ্টা পায়। কেবল গাড়ীর পশ্চাৎভাগের ঘেস্কড়ে তাঁহাদের বিপদের

কাণ্ডারী হইয়া উদ্ধার করে। সে বেগতিক দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া ঘোড়াটাকে উত্তমরূপ প্রহার পূর্ব্বক শিক্ষা দেয় যে—হাজার নষ্টামি কর, এ ভারবহনক্রেশ হ'তে তোমার নিস্তার নাই। বিধাতা তোমার অদৃষ্টে ছ্যাকড়াগাড়া বহন বিধিয়াছেন। অতএব বত দিন জাবিত থাক, একটু একটু দানা জল থেয়ে এই কাজে প্রবৃত্ত হও। কেন আর অনর্থক প্রহার-যন্ত্রণা সহু কর। শমন না লওয়া পর্যাস্ত তোমাদের নিস্তার নাই।

ক্রমে ক্রমে দেবগণের গাড়ী বেণীতীরের বিবিধ সামগ্রীপূর্ণ চকের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেবগণ দেখেন, নাপিতেরা ভাড়-বগলে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্রুণ। ওরা কারা? আর এত আনন্দিতই বা কি জন্ত ?"

বরুণ। উহারা প্রন্নাগের পরামাণিক। মাঘ মাসে উহাদের পোহাবারো, কারণ যাত্রীদিগের মাথায় ক্ষুর বুলাইয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিবে। এবৎসর যাত্রিসংখ্যা বেশী দেখিয়াই উহাদের আনন্দের পরিসীমা নাই।

বেণীঘাটের সন্মিকটে গাড়ী উপস্থিত হইবামাত্র এলাহাবাদের প্রাসিদ্ধ কেল্লা দেবগণের নম্নপথে পতিত হইল। দেবরাজ কহিলেন "বরুণ! দেখা যাচ্চে—ওটা কি ?"

বরুণ। এলাহাবাদ ফোট কেলা। এই ছর্গ, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছিল। ছর্গটী গঙ্গা এবং যমুনার সন্ধিস্থলে। ইংরাজেরা ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ইন্দ্র। ইহা নির্মাণ করে কে ?

বরুণ। ইহা বহুকাল পূর্বে হিন্দুরাজাদিগের দ্বারা নির্মিত। মধ্যে ধ্বংস হইয়া প্রাচীরমাত্র অবশিষ্ট থাকে, আকবর বাদসা পুনরায় ইহা নৃতন করিয়া নির্মাণ করেন। এলাহাবাদের লোকে বলে—আকবর হিন্দু ছিলেন, শাপে মুসলমনি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

নারা। তীর্থস্থানে একটা কেল্লা মেরামত করীয় কি তিনি হিন্দু হ'লেন ?

বরণ। না ভাই, তিনি হিন্দুদিগের মঙ্গলকর অনেক কার্যা করিয়াছিলেন ও তাঁহার আদান প্রদান ক্রিয়া কর্ম বাহা কিছু—অধিকাংশই
হিন্দুদিগের সহিত হইত। হিন্দুরাজাদিগের হস্তে তিনি বিশ্বাসপূর্বক
রাজ্যের অনেকগুলি প্রধান প্রধান কর্ম দিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানকে
তিনি কথন ভিন্ন ভাবিয়া পক্ষপাত করিতেন না। রাজা তোডরমল
তাঁহার রাজস্বসচিব এবং মানসিংহ তাঁহার সৈল্যাধ্যক্ষ ছিলেন। আকবর
জয়পুর-রাজ বিহারী মলের ক্লাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ও রাজা
মানসিংহের ভগিনীর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

নারারণ। আকবর হ'ল মুদলমান—রাজপুতেরা হিন্দু ও মুদলমানে বিবাহ হওয়াতে অক্সান্ত রাজারা কোন আপত্তি করিতেন না ?

বরুণ। রাজপুতেরা কল্পাদান করিয়া তাহাকে আর লইয়া আসিতেন না এবং তাহার হাতে থাইতেন না,—স্থুতরাং অক্সান্ত রাজারা আপত্তি করিবেন কেন ?

নারা। আহা! মেয়েগুলার কি কষ্ট!

বৰুণ। কষ্ট কিসে ?

নারা। কষ্ট নয় ? শ্বন্ধালয়ে এসে পৌয়াজ রহ্মন দিয়ে ভাঁট্ক ।
নাচ ভাজা কুঁকড়োর ঝোল, সপে ব'সে সানকিতে ক'রে ভাত খাওয়া—
ফিল্র মেয়ের কষ্ট নয় ? জুতা পায়ে দিয়ে বেগম সাজা, আঁচল পেতে
ওঠা বসা ক'রতে ক'রতে নেমাজ পড়া—হিন্দুর মেয়েদের কি কম কষ্ট ?

বরুণ। ক্রেমে সয়ে যায়। দেখুন পিতামহ! ঐ কেলা হিন্দু,
মুসলমান এবং ইংরাজ তিন জাতির স্বেচ্ছামত নির্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতের
কত দেশ কত রাজ্য ধ্বংস হইল, কিন্তু এলাহাবাদের কেলা চিরকাল
বর্ত্তমান আছে। কেলার মধ্যে পাতালপুরী। পাতালপুরীতে এক
অক্ষয়বট ও শিবমুর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

"চল আমরা দেখে আসি" বলিয়া পদ্মযোনি দেবগণসহ অক্ষয়বট

দেখিতে চলিলেন। যাইবার সময় দেখেন, একজন সাহেব ও তৎপশ্চাৎ কতিপয় বাঙ্গালী রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, সাহেব একজন পাদরি, আর বাঙ্গালী কয়জন খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়া অন্ধকার হ'তে আলোয় এসেছে। বাঙ্গালী কয়জনেব অর্থাভাবে গাত্রবন্ত্রগুলি মলিন, শরীরেও তাদৃশ লাবণ্য নাই। প্রত্যেকের কপোলে তই চারি গাছি শাশ্রু বিরাজিত, বগলে বটতলা অঞ্চলে ছাপান চটা চটী পুস্তক; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, ফেরিওয়ালারা বই ফেরি করিতে বাহির হইয়ছে। পুস্তক অকাতরে বিতরণ করা হ'চেচ। নারায়ণ ছুটে গিয়া"ওগো আমাকে একথানা বহি দাও" বলিয়া চাহিয়া লইলেন।

বঙ্গণ। কৃষ্ণ। ফেলে দাও, ফেলে দাও; দিয়ে প্রয়াগে মাথা মুড়াও। খৃষ্টানী বহি কি ব'লে ছুঁলে ? জান, দেবতারা যদি জান্তে পারেন, তোমাকে গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত করাবেন।

ব্রহ্মা। না, তুমি ফেলে দাও। বরুণ, ওরা কি গঙ্গাল্লানে এসেছে ?
বরুণ। আজে না; ঐ কর্ত্তারা মেলার স্থানে প্রায়ই আসিয়া দেখা
দেন, এবং হিন্দুধর্মের নিন্দা করে লোকগুলোকে খৃষ্টান ক'র্বার
চেষ্টা পান।

দেবগণ কেলার মধ্যে প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন. "এই কেলাটী নগর হইতে দূরস্থ ময়দানে অবস্থিত। তুই নদীর মিলিত কোণে ইহা নির্দ্দিত হইয়াছে। গুদিকে দেখুন—আকবর বাদসার রাজবাটী। ঐ বাটী হইতে জলে নামিবার সিঁড়ি অস্তাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ সিঁড়িতে বিসয়া পূর্বের মোগল রমনীগণ স্নান করিতেন।" ইহার পর দেবতারা পাতালপুরী দেখেন। ব্রহ্মা অক্ষয়বট দেখিয়া বলিলেন, "গাছটী দেখে আমার সন্দেহ হ'চেচ. বোধ হয় ইহার মধ্যে পাঞাদিগের জ্য়াচরি আছে।"

ইন্দ্র। আ**জে, মর্ন্ড্যের লোক আজ কা'ল** যেরূপ অর্থলোভী, **ধর্ম্মের** ভাণ করিয়া প্রতারণা করিবে বিচিত্র কি ?

ইহার পর দেবগণ ভীমের গদা দেখিয়া কেলা হইতে প্রত্যাগমন পূর্লক ত্রিবেণী তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন অসংখা নাপিত গঙ্গাপুত্র, পুরোহিত, বিজ ও ভিক্ষুক যাত্রীদিগকে যেন পাঁটা ছেঁড়াছিঁ ড়ি করিতেছে। সকলেই দেখিলেন, পাণ্ডাগণ নিজ নিজ স্থান সকল অংশ করিয়া বিদিয়া আছে। প্রত্যেকের দখলি অংশে বিভিন্ন প্রকার পতাকা উড়িতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন বন্দরে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী-দিগের বাণিজ্যতরীতে নিশান উড়িতেছে। ঘাটে মহাগণ্ডগোল! কেহ পূজা করিতেছে, কেহ মাথা মুড়াইতেছে, কাহারো বা পাণ্ডাদিগের সহিত দক্ষিণা লইয়া বচসা ও সেই সঙ্গে হাতাহাতি হইবার যোগাড় হইতেছে, কাহারো বা হাত হইতে ভিক্ষকগণ পয়সা কাড়িয়া লইতেছে।

পদ্মযোনি গোলের মুধ্য দির। জলের নিকট ঘাইরা উপস্থিত হইলেন এবং আবার উচ্চরবে "গঙ্গে—পতিতপাবনি, এস মা, একবার আমার কমগুলুতে এস মা" বলিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন।

বরুণ। করেন কি ? শেষে কি আত্মপ্রকাশ ক'রে ব'স্বেন ? ভয় নাই, আমি বেথানে পারি, তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।

নারা। ওঁকে নিয়ে বড় মুস্কিল হ'লো। যে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে পুলিস ফিরচে, হয় তো ধ'রে নিয়ে পাগলা গারদে দেবে।

এই সময় নাপিত নিকটে আসিয়া ক্ষুর চোকাইতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন, "তোমরা একে একে মাথার চুলগুলো ফেলে দিয়ে ডুব দিয়ে ফেল।"

নারা। আমি মাথা কামাতে পার্বো না।

বন্ধা। কেই। বলিস্কি ? মর্ত্ত্যের ভাব দেখে শুনে কি নাস্তিক হ'লি ? তীর্থের যাধর্ম, তা' রাখ্। নারা। আমি পার্বো না। আপনি জ্যেষ্ঠ আছেন—আপনি কামালেই আমাদের হ'ল। আমরা বরং দক্ষিণাস্বরূপ প্রামাণিককে কিছু ধরিয়া দিই।

"যা তোমাদের খুসি হয় কর, ক্রমে হিঁছন্নানি সকলই গেল।" বলিয়া ব্রহ্মা কামাইতে বদিলেন। গঙ্গার বিরহে তাঁহার ছনয়নে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এই সময় পূর্ব্বপরিচিত পাদরি সাহেব সদলে পিতামহের নিকটে আসিয়া "বুড়া, টুমি গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া কাঁদিটেছে। কি পরিটাপ ! জল হইয়া কথন ডেখা দিটে পারে ?" বলিয়া চলিয়া গেল।

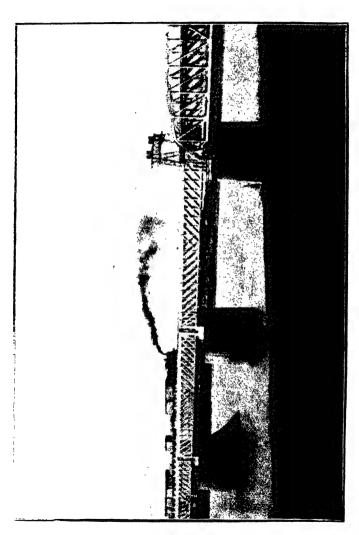
ইব্রু । সাহেব বেশ কপ্চাইরা গেল। বরুণ! ঐ কাদায় প'ড়ে একটা প্রকাণ্ড মুর্ত্তি কি ? আর কাদাতেই বা প'ড়ে কেন ?

বরুণ। উহা হমুমানের প্রতিমূর্তি। বোধ হর, হমুমানের মনে মনে অহঙ্কার ছিল যে, তাঁহার তুলা ধীর আর জগতে নাই, তিনি ভিন্ন কাহার সাধা এমন হর্জের সাগর বন্ধন করে! কিন্তু সম্প্রতি যমুনার ব্রিজ দেথে স্থির করিলেন, "না—আমার বাবাও আছে, অতএব রুথা গর্বজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ম প্রয়াগে মাথা মুড়াই।" মাথা মুড়ান শেষ হইলে আবার ভাবিলেন—"কোন্ মুখে আর এ'মুখ দেখাইব ? অতএব কাদাতেই প'ড়ে থাকি।" এজন্ম কাদার পড়ে আপুসোষ ক'রছেন।

ইক্র। ভিন্ন ভিন্ন আকারের জল দেখে তো গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীকে বেশ চিনে লওয়া যায়।

এই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীতে নানারূপ দেবমূর্ত্তি সাজাইয়া পাশুগণ সন্ সন্বেগে দেবগণের নিকট দাঁড় টানিয়া আসিল এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল। নারায়ণ তাহাদিগকে হাঁকাইয়া বিদায় করিলেন।

দেবগণ স্থান সমাপনাজে তীরে উঠিয়া দেখেন, পূর্ব্বপরিচিত পাদরি সাহেব বক্তৃতা করিতেছেন, আর দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শুনিতেছে। সাহেব বলিতেছেন:—



"হায়, এ অপেক্ষা কি পরিটাপ আছে। যে জল, যে সামাগ্ত জল, বাঙ্গালী! টোমরা টাহাকেও ডেবটা বলিয়া পূজা করিটেছে, টাহার নিকট মাটা মুড়াইটেছে। অটএব টোমরা বড্ অবিষ্কার ডুর কর, এফণে অন্তকার হইটে আলোয় আইস,। প্রভু যীশুর নিকট ক্ষমা চাও, টাহার নিকট পরিটাপ কর, টিনি টোমাডিগকে উড্ডার করিবে।"

নিকটে একজন বাঙ্গালী বুবা উপস্থিত ছিল। সে এই সময় ক্রতবেগে আসিয়া একজন দেশী খুষ্টানের হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা, তোমরা কি আলোয় এসেছ ?" খুষ্টান মাথা নাড়িয়া কহিল, "কিছু কিছু।"

নারা। সাহেব বেশ বাঙ্গালা বলে, মরে কেবল ত স্থানে ট এবং দ স্থানে ড উচ্চারণ ক'রে।

পাদরি ! হে প্রাভূগণ, ঈশ্বর জগটের প্রাট এমনই প্রেম কড়িলেন যে, টাহার একজাট পুটু যীশুকে জগটে পাঠাইলেন যে, যে কেহ অমুটপ্ট হইয়া টাহাড় শড়ণ লইবে, সেই নিষ্টাড় পাইবে। যীশু জগটের পাপের জন্ম আপনার প্রাণ ডিলেন, আপনার ড়ক্ট ডিয়া জগতের উড্ডার করিলেন। টোমরা সেই সডাপ্রভূকে ডাক, টিনি ভিয় কেহ টোমাডের পাপ টাপ ডুর কড়িতে পাড়িবে না। আর ডেথ—

পূর্ব্বোক্ত বঙ্গীয় যুবা এই সময়ে বাধা দিয়া বলিল—"দেথ সাহেব বাঙ্গকে আমি ভক্তি করি, তিনি যথার্থই একজন মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি ভিন্ন জীবের মুক্তিদাতা কেহ নাই, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। ঈশ্বরকে যে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিবে, যে যথার্থই তাঁহাকে পাইবার জন্ম ব্যাক্ল হইবে, ভগবান্ তাঁহাকেই কোলে তুলিয়া লইবেন। অন্থ সকল কাজ বরাত দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু ধর্ম কথনও বরাত দিয়া চলিতে পারে না। যদি পাপের জন্ম প্রকৃত অমুতাপ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে হরি, যীঙ, মহম্মদ কাহাকেও ডাকিতে হইবে না, মুক্তি আপনিই হইবে। ঈশ্বরকে কি তুমি এমনই পক্ষপাতী মনে কর যে, তিনি বিশিষা-

ছেন, যত বড় ধার্ম্মিকই হওনা কেন, বীশুকে না ডাকিলে আমাকে পাইবে না, বা যত পাপই কর না কেন, বীশুকে ডাকিলেই সকল পাপ দূর হইবে ? এ সব মূর্য ভূলান কথা ছাড়িয়া দাও। সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক ; কোন ধর্মের নিন্দা করিও না, ইহা বোধ হয় স্বয়ং যীশুরও অভি-প্রেত নহে। দেখ, হিন্দুধর্ম কত উদার! হিন্দুধর্ম কোন ধর্মের গ্লানি করে না, বরং অন্ত ধর্মের গ্লানি করার পাপ হয় বলিয়াছে।

ব্ৰহ্মা। বেশ ব'লেছ বাবা, বেশ ব'লেছ।

যাহারা শুনিতেছিল, তাহাদের অনেকেও যুবকের কথায় সম্ভোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পাদরী সাহেব বেগতিক বুঝিয়া সদলবলে সেন্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"বাঙ্গালী লোক বর চালাক হইটেছে। আমি প্রট্যেক গ্রাম হইতে মিশনাবি স্থলগুলো উঠাইটে লিখিবে।"

দেবতারা সে দিন চকের সন্নিকটস্থ পদোর মার দোকানে বাসা করিলেন। পদোর মা অর্থাৎ পদ্মলোচনের মা। লোকে পদ্মলোচনের মাকে প্রথমতঃ পদ্মর মা পরিশেষে পদোর মা বলিয়া ডাকিত। পদোর মার একথানি সামাক্স মুদিখানার দোকান আছে। দোকানের সমস্ত কার্য্য তাহাকে নিজেই করিতে হয়। পদো ঘোর বাবু; সে রাত্রিদিন আমোদেই আছে, সময়ে চার্টি খায় মাত্র। পদোর মার গুণ বিস্তর। সে যাত্রী পেলে মহাখুসি! কাহাকেও কোন কন্ত পাইতে হয় না; নিজের দোকান হইতে চা'ল, ডা'ল, তরিতরকারি দিয়ে, ও নিজে বাটনা বেটে, কুটনো কুটে সব ঠিকঠাক করিয়া দেয়, কেবল নামাইয়া খাইতে যা কন্ত ; পদোর মার দোষ এই, সে যাত্রীদিগের নিকট প্রথমে কিছু পয়সার কথা বলে না, কিন্ত শেষে স্ক্রনাশ করে ;—যদি এক ছটাক ঘি দিয়া থাকে, তাহার স্থানে একপোয়া, অর্দ্ধ সের ডালে এক সের, এই প্রকারে মস্ত একটা ফর্দ্ধ আনিয়া দেয়। পসার বজায় রাখিবার জন্ত বরভাড়া একটী পয়সাও লয় না।

আমাদের দেবতারা পদোর মার দোকানে আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে আলোপীবাগে আলোপীদেবী দর্শনে যাত্রা করিলেন। ত্রিবেণীতীর হইতে এই মন্দির এক মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরের সন্মুথে অনেকগুলি বুছৎ বুক্ষ ও শিবমন্দির আছে। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রমোনি কছিলেন, "আহা। স্থানটীতে এসে মনে বেন এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। আলোপী দেবীর উৎপত্তির কারণ কি বরুণ ?"

বরূণ। দক্ষালয়ে শিবনিন্দাশ্রবণে সতী প্রাণত্যাগ করিলে দেবাদিদেও
মহাদেব ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সেই মৃত-শরীর মস্তকে বহন করিয়া ত্রিলোক
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; নারায়ণ তদ্দর্শনে নিজ চক্র দ্বারা ঐ শব ৫২
থণ্ডে বিভক্ত করেন। সেই ৫২ খণ্ডের এক এক খণ্ড যে যে স্থানে পতিত
হয়—দেবী সেই স্থানে অভ্যাপি এক এক মৃর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।
প্রমাগে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি পড়ায় আলোপী-দেবীমূর্ত্তি হইয়াছে।

দেবগণ মন্দিরে প্রচ্ছেশ করিয়া দেখেন, দেবী এক বৃহৎ তাম্র-সিংহা-সনের উপর বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের চতুর্দিকে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ স্থমধুরস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন।

এস্থান হইতে দেবতারা মুখুঘো ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুক্ষয বিখ্যাত ভরবাজ আশ্রম দেখিতে চলিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ থাকায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড় শোভা ধারণ করিয়াছিল। যাইয়া দেখেন অনেকগুলি শিবমন্দির রহিয়াছে। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডাদিগের রুবতী কক্ষারা পদ্মদার জন্ম এমন বিরক্ত করিতে লাগিল যে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। দেবগণ সে রাত্রি পদোর মার দোকানে কম্বল মুড়ি দিয়া কাটাইয়া প্রাতে বেণীঘাটে স্নান করিতে চলিলেন।

ঘাটে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! এই মন্দিরাধিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তির নাম কি ?"

বরুণ। বিষ্ণুমৃত্তির নাম বেণীমাধব। বেণীমাধবের নাম অমুসারে

বাটের নাম বেণীমাধবের ঘাট হইশ্বাছে। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে যাইবার সময় এই ঘাটে পার হইশ্বাছিলেন। পার হইশ্বা কিছু দূর যাইলে গুহক চণ্ডালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

ইন্দ্র। পরপারে ও বাড়ীঘর কাহার १

বহৃণ। হ্বাচন্দ্র রাজার। লোকে যে কথায় বলে "হ্বাচন্দ্র রাজার গ্বাচন্দ্র মন্ত্রী"—সেই হ্বাচন্দ্র রাজা ঐ স্থানে রাজা করিতেন।

ইন্দ্র। হবাচন্দ্র রাজার রাজাশাসন কিরুপ १

বরুণ। লিথে লপ্ত, তোমাদের উপকার দেথতে পারে। হ্বাচন্দ্র দেথিলেন, সকল রাজাই দিবসে রাজকার্য্যের আলোচনা করেন এবং বাজারে চা'ল, ডা'ল, মুড়, মুড়কী, গন্ধা মতিচুর ভিন্ন ভিন্ন দরে বিক্রম হয়। তিনি নিয়ম করিলেন, তাঁহার রাজ্যে রাজকার্যা প্রভৃতির আলোচনা দিবসে না হইয়। রজনীযোগেই নির্বাহ এবং বাজারের প্রত্যেকে দ্রব্য এক দরে ও ওজনে বিক্রম হইবে। প্রত্যেক প্রজাকে ব্রজনীতে স্নান আহার পূজা আহ্নিক আদি করিতে হইবে। ঐ সময় আলো জেলে বাজার হাট বিসিবে, ক্রমকেরা মশাল হাতে ক'বে লাঙ্গল চবিবে। দিবসে প্রত্যেকে দ্বার বন্ধ করিয়া নিদ্রা থাইবে ও চৌকিদার চৌকী হাঁকিয়া পথে পথে ফিরিবে।

ইক্র হাস্ত করিয়া কহিলেন, "হবাচক্র রাজার রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা মন্দ নয়!"

এখান হইতে দেবগণ রাজা বাস্ত্রকি দেখিতে যান। ইনি একটা বাঁধা বাটের উপর মন্দিরমধ্যে আছেন। মন্দিরটা বৃহদাকার সর্পের দ্বারা বেষ্টন করা। রাজা বাস্ত্রকির ঘাট বড় উৎক্কষ্ট; নগরের মধ্যে এই ঘাটটা প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখান হইতে সকলে শিবকোটা দেখেন। কথিত আছে, রামচন্দ্র বন-গমন সময়ে এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। ইহাকে পূজা করিলে কোটা শিবপূজার ফল প্রাপ্তঃ হওয়া বায় বলিয়া শিবকোটা নাম হইয়াছে। অবশেষে দেবগণ যমুনার



উপরিস্থ লৌহনির্দ্মিত, স্থান্দির্ঘিত দেখিবার জন্ম উপস্থিত হইলেন। যথন তাঁহারা পোলের নীচে দাঁড়াইয়া সেতুর গুণাগুণ বর্ণন করিতেছিলেন, তথন উপর দিয়া "স্যাঁৎ স্যাঁৎ হুপা "ছপ" "স্যাঁৎ স্যাঁৎ হুপাছপ" শক্ষে একখানি ট্রেণ চলিয়া গেল, দেবতারা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

বরুণ। দেথুন পিতামহ, এই গোহনিশ্বিত সেতু তিন ভাগে বিভক্ত। উপর দিয়া বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করিতেছে। উহার নিয়ে মনুষ্যগণেব যাতায়াতের পথ। তাহার নিম্ন দিয়া জলযান সকল গতায়াত করিয়া থাকে।

নারারণ। যমুনা যে আগ্রায় পিতামহের নিকট কাঁদিয়াছিল, তাহার একণে প্রকৃতই কাঁদিবার দিন। কারণ, সে তিন স্থানে বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হুইয়াছে। প্রথমতঃ দিল্লাতে; দ্বিতীয়তঃ আগ্রায়, এবং সর্বশেষে প্রয়াগে। যমুনা বছকাল আদরের সহিত ভারতে বিচরণ করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস যমুনার যেমন জানা আছে, এমন আর কাহারও নাই। যমুনা অনেক যুদ্ধ স্বচক্ষে দেথিয়াছে এবং যুদ্ধের শবও বহন করিয়াছে—এমন কি. এক সময়ে সে বীরপুরুষ্দিগের রক্ত নিজ গাত্রে মাথিয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। আজ দেখুন, সেই যমুনা ভারতবাদীদিগের সহিত কি তুরবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছে। এক সময়ে এই যমুনা-জলে ভারত-রমণীগণ ুনির্ভয়ে অবগাহন করিত। এক সময়ে এই যমুনাপুলিনে ভারত-রমণীগণের চরণনুপুরের স্থমধুর শব্দ ২ইত, আজ সেই যমুনা গুৰুপ্রায় হইয়া মন্দগতিতে বহিতেছে। আজ রেলের চাকায় সেই যমুনার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতেছে! পিতামহ !৷ এই ধুমুনাতীরে আমার মথুরাপুরী ; আমি যথন বালস্বভাব-প্রযুক্ত এইখানে কদমগাছে বিদিয়া বাঁণীর গান করিতাম, দেই সময়ে পাগলিনী যমুনা উজান বহিয়া ভূনিতে আসিত। আজ সেই যমুনার ছঃখ দেখে আমার হুঃথ ধরে না ৷ ঠাকুরদাদা ৷ যমুনা চিরকাল রাজভোগে পাকিয়া আজ দাসী। যমুনা চিরকাল স্বাধীনা থাকিয়া আজ পরাধীনা। এ অপেক্ষা আর হঃখের বিষয় কি আছে ?

দেবগণ এইরূপ তৃঃখ করিতে করিতে বাসায় আসিলেন। তাঁহারা অপরা**হে খস্**রুবাগ দেখিতে যান। তথায় উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই উল্লানটা সম্রাট-পুত্র খসরু নির্দ্মাণ করিয়াছিলেন। উল্লানের চতুদ্দিকে যে অত্যুক্ত প্রাচীর দেখিতেছেন উহা, এলাহাবাদের কেলা নির্দ্মাণ হুইলে যে জ্ব্যুসামগ্রী অবশিষ্ট থাকে, তাহা দ্বারা নির্দ্মিত।"

দেবগণ একটী বৃহৎ ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত রাস্তা দিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ! দেখা যাইতেছে ও ছটো কি ?"

বরুণ। ও ছটা পুরাতন মদজিদ। ওদিকে দেখ-মাটির মধ্যে একটা গৃহ। এই উত্থানে এমন চমৎকার চমৎকার বৃক্ষ লতা আছে যে, আমি তৎসমুদয়ের নাম জানি না। ওদিকে সরাই; ঐ সরায়ে আসিয়া বাত্রিগণ বাসা করিয়া থাকে। সরায়ের সন্নিকটে একটী কৃপ ও তাহার মধ্যে নামিবার সিঁড়ি আছে।

দেবগণ খসরুবাগ হইতে যুম্মা মস্জিদ দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় বরুণ পথি-মধ্যে সেই পূর্ব্ব পরিচিত বাঙ্গালী যুবাকে (যিনি পাদরী সাহেবের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন) দেখিতে পান। এক্ষা যুবাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তো বাঙ্গালী দেখিতেছি। তোমার নামটী কি বাবা ?"

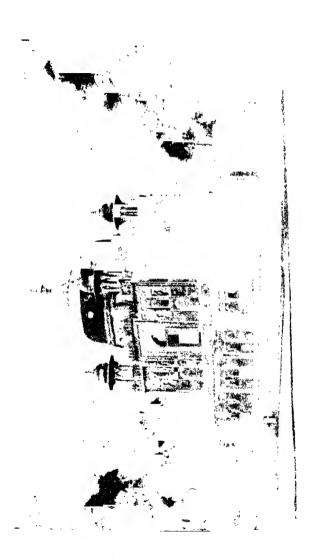
যবা। নিশিকান্ত সেন।

ব্ৰহ্মা। জাতি ?

যুবা। বৈশ্ব।

"কুলালার! তোর গলায় পৈতা কৈ" ? বলিয়া ব্রহ্মা সজোরে এমনি একটী ধাক্কা দিলেন যে, যুবা পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

বঙ্গণ। ঠাকুরদা। এত রাগ্লেন কেন ? পৈতা উহার কোমরে আছে। বন্ধা। কেন—ঘুনুসীর অভাবে কি বৈক্ষের পৈতা ব্যবহার ?



বঙ্গণ। আজ্ঞে, খুনেকে বলে বৈশুজাতির গলায় পৈতা ব্যবহার করা উচিত নহে।

বন্ধা । যারা বলে, তারা **ভান্ত**।

ইন্দ্র। বৈজ্ঞেরা গলায় পৈতা ব্যবহার কর্তে পারে १

ব্রহ্মা। পারে না ? ব্রাহ্মণ কর্তৃক শাস্ত্রবিধানে বিবাহিত বৈশ্রাপত্নীতে ্ন পুত্র জন্মে, তাহারা অষষ্ঠ, বৈগু জাতি সেই অষষ্ঠ, অতএব গলায় প্রতা ব্যবহার করিতে পারে না ?

বঙ্গণ। অনেক ব্রাহ্মণ বলেন, বৈশ্বজাতি গলায় পৈতা রাখিলে ভ্রমবশতঃ তাঁহারা যদি প্রণাম করেন, এজন্ত উহাদের কোমরে পৈতঃ বাখা উচিত।

বন্ধা। যে ব্রাহ্মণ এ কথা বলে, শাস্ত্রে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই।
কি আশ্চর্যা! যথন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—তিন বর্ণের পৈতাধারণের
মধিকার আছে, তথন পৈতা গলায় দেওয়া দেখেই প্রণাম না ক'রে,
মগ্রে পরিচয় লইলেই ত সুকল গোল মিটে যায়। শাস্ত্রে কি পৈতা গলায়
দেখিলেই প্রণাম করিতে হইবে, এমন কোন কথা আছে ?

যুবা। ঠাকুর! আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে, প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে আবার যদি পৈতা গ্রহণ করি, তা'কি হ'তে পারে না ?

ব্রনা। আচ্ছা তাই ক'রো। তুমি এখানে কর কি ?

ধুবা। আজ্ঞে, আমি রেলওয়ে অফিসের কেরাণী।

ব্রহ্মা। "না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। কেরাণীগিরি ক'র্তে মর্তে এসেছ প্রয়াগে? দেশে গিয়ে কেন পাঁচন বেচে খাওগে না ? বাহ্মণ ও অপর বর্ণের চিকিৎসার জন্ম তোমাদিগের স্বাষ্টি। এক্ষণে কি না নিজ ব্যবসা ছেড়ে দাসত্ব ক'রে নরকে যেতে ব'সেছ ? রোগীর মুখে মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি একটা লাল বড়ি পড়ে, তা হ'লেও উদ্ধার হয়, এ জেনেও 'নজ ব্যবসা ছেড়ে কি পাপে ভূব্ছ—ভাব দেখি ? বিলাতের জল ধাইয়ে

লোকগুলোকে নরকে ফেলার ফল তোমাদেরই ভুগ্তে হবে। অচিকিৎসার দক্ষণ মৃত্যুর জবাবদিহি তোমাদিগকেই যমালয়ে ক'র্তে হ'বে। ধিকৃ! তোমাদের বৈগুজাতিকে ধিক্"! বলিয়া, দেবতারা চলিয়া গেলেন। যুবাও অবনতমস্তকে একদিকে প্রস্থান করিল।

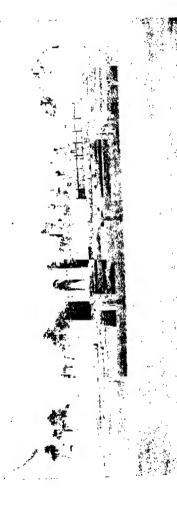
দেবতারা পরে এল্ফ্রেড পার্ক দেখিতে যান। সেথানে গিয়া বরুণ বলিলেন, "ডিউক অব্ এডিন্বরার নাম অন্তুসাবে এই বাগানের নাম এল-ফ্রেড পার্ক হইয়াছে।"

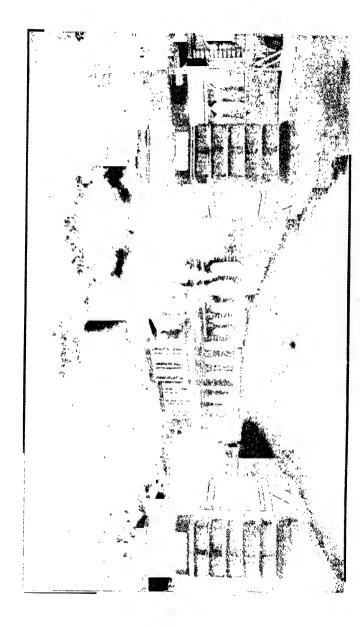
ইন্দ্র। বাগানটী থদ্রুবাগ অপেক্ষা বৃহৎ। বরুণ। সমুখে ওটা কি ? বরুণ। বিশ্রামবেদী। এই প্রস্তরনিশ্বিত বেদিটী নিশ্বাণ করিতে নীলকমল মিত্র নামক এক ব্যক্তি অনেক টাকা ব্যয় করেন। ওদিকে দেখ থর্ণহিল্দ্র মেমোরিয়াল। এ গুতের ভিতরটী বড় মনোহর।

এই সময় একটা সাহেব এবং একটা মেন অশ্বারোহণে উপ্সান-ভ্রমণে আদিল। দেবতারা আর কথন মেয়ে-মামুষকে ঘোড়ায় চাপিতে দেখেন নাই; স্থতরাং আশ্চর্যান্বিত হইয়া চাহিতে লাগিলেন। সাহেব বিবি উভরে কি কথোপকথন করিয়া হ'জনেই অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া বিহাতের স্থায় অদৃষ্ঠ হইল। তথন পদ্মঘোনি উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ধন্ত তোমাদের সাহস, ধন্ত তোমাদের লীলাখেলা! মেয়ে পুরুষ সকলেই সমান! য্রাঁ! ঘোড়ায় পাছে লাথি মারে—এই ভেবে আমরা ঘোড়ার কাছ দিয়ে হাঁটিনে! "শতহন্তেন বাজিনং" বলিয়া বিধান দিয়া থাকি।"

এখান হইতে দেবগণ হাইকোর্ট, মিয়স্কলেজ প্রভৃতি দেখিয়া বাসায় আদিলেন এবং পদোর মাকে বলিলেন, "পদোর মা, তোমার কত পাওনা ই'ল হিসাব ক'রে লও, আমরা চ'লেম।"

ে পদোর মা মনে মনে মহা-ছঃথিতা হইল। তাহার মনের ভাব—আর ে দন থাকিলে বেশ দশ টাকা হাত করিত। যাহা হউক, সে তৎশ্রবণে





হাতে বহরে খুব লম্বা একটী ফর্দ আনিয়া দিল,—সেটা পদোর হাতের লেখা। দেবতারা ফর্দ দেখে অবাক্! পদোর মা ক'র্লে কি! আগে দর দম্ভর ক'রে দ্রবাদি না লইয়া তাঁহারা নিজেই বোকা হইয়াছেন। অতএব কথা কহিতে সাহস হইল না। কেবল বরুণ কহিলেন, "পদোর মা, আর হাতী টাতী আসে ?"

পদোর মা। (সক্রোধে) এখানেও লাগ্লে ? যার জন্মে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলাম, আবার এখানেও তাই ? তোমার কি ক'রেছি বল তো ?

"না পদোর মা, এই নেও তোমার টাকা নেও" বলিয়া বরুণ টাকা-কড়ি চুকাইয়া দিয়া দেবগণ সহ ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন।

যাইতে যাইতে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! পদোর মাকে হাতী আদে কি না জিজ্ঞাসা করায় ও অমন রেগে উঠুলো কেন ?"

বঙ্গণ। বাল্যকালে পদোর গান-বাজনায় বড় দথ ছিল। উহাদের বাদস্থান সোণাখালি। গ্রামের ভদ্রলোকেরা এক সময়ে একটী কবির দল করেন। তাঁহাদের দলটা উত্তম হইয়াছিল। ঐ দল দেথে পদোও রাজ্যের চোয়াড় একত্র ক'রে একটা কবির দল করে। বার্দের দথ ফুরাইলে, দলটা ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু পদোর দল জীবিত থাকে। এই সময়ে গোবরডাঙ্গার বাব্রা সোণাখালির কবির দল উত্তম হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাদের কোন বন্ধুকে অবশ্র অবশ্র ঐ দল পাঠাইতে লিখেন। বন্ধু পত্রপাঠে বিবেচনা করিলেন—বার্দের দল তো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে বোই হয় পদোর দল পাঠাইতে লিখেয়া থাকিবেন। অতএব তিনি পদোকে দম্মত করিয়া গোবরডাঙ্গায় পত্র লেখেন। বাব্রা তদমুসারে কয়েকটা হাতা পাঠাইয়া ঘরদ্বার ঝাড়লগ্রন দ্বারা ভালরূপে সাজাইতে আরম্ভ করেন। এদিকে পদ্মনাথ স্বান্ধ্রে হস্তী আরোহণে গোবরডাঙ্গা অভিমুথে চলিলেন। দলটা দেখিয়া বার্দের মনে ঘুণা হয়, কিন্তু গুণ থাকিলেও থাকিতে পারে ভাবিয়া বাস্মু দেন এবং পোলাও কালিয়াগ্রলা প্রস্তুত ইইয়াছে, অনর্থক

ফেলা যাবে ভাবিয়া খাইতে দেন। ছোটলোক—কথন ভাল দ্রব্য চক্ষে দেখে নাই. অতএব এক একজন গাণ্ডে পিণ্ডে গিলে আর নাড তে পারে না, কিন্তু কি করে—যে জন্মে আসা তা ক'র্তেই হবে ভাবিয়া সকলে কষ্টে সৃষ্টে আসরে গিয়ে দেখা দেয়। আসরে উপস্থিত হইয়া দেখে ঝাড় লঠনে এলাহি কারথানা ক'রে ফেলেছে। এরা কখন বাতির আলোয় গান করে নাই, স্থতরাং গালে হাত দিয়া ভাবতে লাগুল। ওদিকে ঢ়লীরা এই সময় ঢোলে চাঁটি দিয়া "ঘাঁ ঘিচা ঘাঁ" "ঘাঁ ঘিচা ঘাঁ" বাছা আরম্ভ করিল। ষণ্ডার দলের তথন কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া মাটি কাঁপাইয়া তালে তালে নৃত্য পভার মত একটা বিদক্টে চীৎকার ক'রে গলা সেধে লয় এবং শ্রেণীবদ্ধ হয়ে এই ভাবে দাঁড়ায়, যেন বন্দুকে বারুদ প্রভৃতি মন্তুদ, এক ফুদ্ধি আগুনের অভাব। এই সময় পদ্মনাথ থাতা হাতে লইয়া সকলের পশ্চান্তাগে আসিয়া বাতির আলোতে ঝাপুদা দেখে যেমন ব'লেছে "আ মলো দেখুতে পাইনে যে" অন্নি দোরারের। গান ভেবে নাচিতে নাচিতে ধ'রে ফেল্লে—"আ! মলো, দে'খতে পাইনে যে।" পদো অমনি ব'ল্লে "মর বেটারা ক'ল্লি কি ?" দোয়ারেরা চীৎকার করিয়া গাহিল "মর বেটারা—ক'লি কি ?" বাব এই সমস্ত দেখে শুনে একজনকে ধ'রে আগাপাশতলা মারেন। পদে। এবং হুই একজন কোন প্রকারে পালিয়ে আসে। পদো বাড়ী এলে গ্রান শুদ্ধ ছেলে বুড়ো একত্র হয়ে ক্ষেপাতে থাকে। কেহু বলে "হাাগা পদোর মা ৷ তোমাদের বাড়ীতে নাকি হাতীতে নেদে গিয়েছে ?" কেহ বলে "পদোর মা। এবার হয় ত তোমাকেই হাতিতে উঠতে হবে।" এইরূপ ব্যঙ্গ করাতে ইহারা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে এক দিন রজনীযোগে বাড়ীঘর ফৈলে প্রয়াগে এসে মুদিখানার দোকান খুলে বাস করিতেছে।

"পদোর জীবনচরিত মন্দ নয়" বলিয়া সকলে ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন,

টিকিট দিবার বিলম্ব আনুছে। ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ, এলাহাবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বল।"

বরুণ। এলাহাবাদ অতি প্রাচীনকালের বৃহৎ নগর। এথানে বাদসাহী মণ্ডাই, রাণীমণ্ডাই, সাগঞ্জ, কর্ণেলগঞ্জ, কীউগঞ্জ, মুউগঞ্জ প্রভৃতি অনেক শুলি পল্লী আছে। এথানে অনেক বাঙ্গালী বিষয়কর্ম উপলক্ষে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। এথানকার জলবায় স্বাস্থ্যকর। মাঘ মেলার সময় এথানে দ্রদেশ হইতে অনেক সাধু মোহাস্ত ও থাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময় অনেক রাজা রাজড়া ও ধনী আসিয়া যোগদান করেন। মেলার সময় দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্য হয়।

এই সমর টিকিট দিধার ঘণ্টা দিল। দেবগণ মিরজাপুরের টিকিট লইয়া টেণে উঠিলেন।

মিরজাপুর

ষ্টেশনে নামিয়া দেবতারা একটি প্রস্তরনির্দ্মিত কেল্লার নিকট দিয়া
চকের মধ্যে থাইরা উপস্থিত হইলেন এবং অসংখ্য দোকান দেখিয়া সকলে
মানার্থ জাহ্নী অভিমুখে চলিলেন। ভাগীরপীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন
মনেক শুলি প্রস্তরনির্দ্মিত বাঁধাঘাট রহিয়াছে। জলে অসংখ্য তরী
ভাসিতেছে। তরীশুলির মধ্যে কোনখানির উপর মুসলমান মাজীরা বিসয়া
সান্থিতে ভাত খাইতেছে। কোনখানিতে "কড্ কড্" শব্দে পা'ল
ভূলিতেছে। কোনখানির অর্দ্ধ-উন্মুক্ত পা'ল বায়্ভরে লটাপট্ শব্দ করিতেছে।
নারায়ণ একদৃষ্টে নোকা দেখেন আর বঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করেন "এখানি এ
আকারের কেন ? ওখানি ও আকারের কেন ?" বহুল, "ইহার নাম পলোয়ার, উহার নাম ফুক্নী" ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। নৌকাদেখে আর কি হবে ? এস একে একে স্নান সারিয়া লই। ইন্দ্র। এখানে এত বাহাছরি কাষ্ঠ কেন ?

বরুণ। এ স্থানটি ঐ কাষ্ঠ বিক্রয়ের একটা প্রধান বন্দর। এখানে কাষ্ঠ থরিদ করিলে অক্সান্ত স্থান অপেক্ষা স্থালত মল্যে পাওয়া যায়।

ইন্দ্র। আমার বৈঠকথানার ছাদ বদলাইতে হইবে—এজন্ত হু'একটা কাঠের প্রয়োজন ছিল। এখান হইতে লইয়া বাইবার কি স্থবিধা হইবে না ১

সকলে স্থান করিতে জলে নামিবেন, এমন সময়ে বরুণ কহিলেন মিরজাপুরে অত্যস্ত চোরের উপদ্রব, অতএব সকলে এক সঙ্গে স্থান না করিয়া এক একজন পাহারা থাকা আবশুক।"

"থাটে অপর লোক নাই, একটা ক'রে ডুব দিতেই কে আর তার ভিতরে চুরি করিবে ?" বলিয়া পিতামহ যেমন জলে নামিবেন, অমনি দেখেন, নিকটে এক সন্মানী নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি দেবগণকে সন্মানীর নিকট দ্রব্যাদি রাখিতে আদেশ করিয়া কহিলেন "ঠাকুর! এগুলোর প্রতি একটু একটু নজর রাখিবেন।" সন্মানী ঈষৎ হাস্ত করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতির লক্ষণ প্রকাশ করিলে, দেবতারা নিশ্চিস্তমনে জলে নামিয়া গামছায় গা মলিতে লাগিলেন। এই স্থ্যোগে ভণ্ড সন্মানী একটা বুহৎ পোঁটলা অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল।

দেবতারা স্নান করিয়া উঠিয়া দেখেন সন্ন্যাসী নাই। তথন অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল—নারায়ণের আগ্রা প্রভৃতি স্থানের থরিদা গালিচা ছলিচার পোঁটলাটী চুরি গিয়াছে।

নারা। বেটা ম'লো ম'লো—আমারই মাথায় হাত বুলালে ?

ব্রহ্মা। বরুণ ! একি ! র্টা ! সন্ন্যাসী-বেশে চোর ! সাধু-বেশে অসাধু ৷ মাহুষকে ত চেনা ভার !

বরুণ। ভাগ্গি ক্যাস্ বাক্সটা হাত করেনি! তা' হ'লেই কল্কেতা যাওয়া ঘুরিয়ে দিত।

এখান হইতে দেবতারা ভোগমায়া দেখিতে গমন করেন। উপস্থিত হইয়া

দেখেন—ষ**ণ্ডা মণ্ডা পাঁপ্ডারা আদিয়া তাঁহাদিগকে টোপ**ঘেরা করিল। উহা-দের আকারপ্রকার যেমন কদর্য্য, তেমনি কর্কশ। দেখিলে আ**আপু**ক্ষ শুকাইয়া যায়। দেবতারা স্থিত দিদ্ধান্ত করিলেন, এরা বোম্বেটে ডাকাত।

বরুণ। পিতামহ। ঐ যে পিতলের স্তম্ভ দারা বেষ্টিত সন্ধীর্ণ গৃহমধ্যে দেবীমূর্ত্তি বিসন্ধা আছেন, উনিই ভোগমায়া। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দেখুন, আরো অনেক দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছে।

এই সময় পাণ্ডাগণ পয়সার জন্ম অত্যন্ত বিরক্ত করায় দেবতারা আর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন না। একথানি গাড়ী ভাড়া করিয়া বিস্কাচল পর্বতের অধিষ্ঠাত্তী যোগমায়ার (অষ্টভুজা বা বিদ্ধাবাসিনীর) দর্শনে চলিলেন।

দূর হইতে বিদ্ধাপর্কতি দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! যদি ঐ পর্কাতের উপর যোগমায়া থাকেন, তাহা হইলে না যাইরা এস্থান হইতে কিরিলেই ভাল হর। কারণ, আমার যেরূপ প্রাচীন শরার - কি সাধা যে, পাহাড়ে উঠে ঠাকুর দেখি!

বরুণ। আজ্ঞে, উপরে উঠিতে কোন কষ্ট হইবে না। দেবীর একজন হক্ত অনেক অর্থ বায়ে একটি সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া সিঁড়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। দেবতারা প্রফুল্ল মনে হাত ধরাধরি করিয়া ধাপ ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। উঠিয়া দেখেন বৃহৎ বৃহ্ণশ্রেণী, তন্মধ্যে শিবমন্দির। মন্দিরাধ্যক্ষগণের বাসের জন্ম পর্বাত-গাত্রে অনেকগুলি গুহা খনন করা রহিয়াছে। স্থানটির চ্ছুদিকে বসিয়া সাধুগণ বেদপাঠ করিতেছেন। শৈলশিখরের কিয়দংশে গুহা খনন করিয়া দেবমূর্ণ্ডি তন্মধ্যে রাখা হইয়াছে। গৃহটি বৃহৎ নহে, মন্যুন দশজন মাত্র উপবেশন করিতে পারে। গৃহের ছটি ছার।

ব্রহ্মা। এ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে কে?

বরুণ। যে সময়ে নারায়ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম লয়েন, ঠিক সেই দিন সেই সময়ে মহামায়াও যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ জনিবামাত্র বস্থদেবের প্রতি দৈববাণী হয়, তুমি এই রজনীতে নিজপুত্রকে যশোদার স্তিকাগৃহে রাথিয়া তাঁহার কন্তাকে অপহরণ করিয়া আন। বস্থদেব দৈববাণী অনুসারে দেবীকে বদল করিয়া আনিয়া নিজ কারাগৃহে রাথিবামাত্র তিনি চাঁৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠেন। প্রহরিগণ সেই ক্রন্দন শ্রবণে কংসকে সংবাদ দেয় যে, দেবকীর সম্ভান হইয়াছে; কিন্তু কংস আসিয়া দেখেন, সম্ভান নয়—একটি কন্তা। তথন তিনি মনে মনে কহিলেন "দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, দেবকীর অন্তম গর্ভের পুত্র আমাকে বিনষ্ট করিবে;" কিন্তু অন্তম গর্ভের পুত্র আমাকে বিনষ্ট করিবে;" কিন্তু অন্তম গর্ভে গুত্র না হইয়া কন্তা হইল। ইহাকে আর অনর্থক হত্যা করিয়া কি হইবে ?" আবার ভাবিলেন, "শক্র কিছুই ভাল নহে, নিকাশ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে" এই ভাবিয়া তিনি স্তিকাঘরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই স্তঃপ্রস্ত কন্তাকে গ্রহণ করিয়া হত্যাভিলাবে প্রস্তরের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিবামাত্র দেবী হাসিতে হাসিতে শুন্তে অম্বর্হিতা হইলেন। যাইবার সময় তিনি মিরজাপুরে এই মূর্জ্তিতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

দেবগণ তথন ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। ইক্স কহিলেন, "বরুণ! যোগমায়ার দক্ষিণে ও স্কৃত্বকটি কি ?" বরুণ। পাণ্ডারা বলে—তিনি ঐ স্কৃত্ব দিয়াই আবিভূ তা হন।

ইন্দ্র। দেবীর গাত্রে যে একখানি বন্ধ দেখিতেছি, উহা কি শীতপ্রয়ক্ত দেওয়া হইয়াছে ?

বরুণ। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই উহার গাত্র বস্তব্যারা আচ্ছাদিত থাকে। বাত্রিগণ আসিয়া একথানি নৃতন বস্তু দিলে পাণ্ডাগণ সেইথানি গাত্রে দিয়া ঐ থানি লাভ করে।

"এথানকার পাগুাগণ বড় ভদ্র। ইহাদের তেমন দৌরাত্ম্য দেখিতেছি না" বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণসহ সংহারমায়া দেখিতে চলিলেন। এই মহাকালী-মূর্ত্তি এস্থান হইতে অন্যুন অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে উচ্চতর পর্বতে আছেন। প্রায় দেড়শত আন্দান্ধ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া তবে উপরে উঠিতে হয়। দেবগণ ক্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সংহারমায়ার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সভয়ে দেখিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "মুখের হাঁটা দেখ, যেন একটা ছোট খাট পর্বতের গ**হব**র।"

বহুণ। পিতামহের শ্বরণ থাকিতে পারে—এক সময় শুস্ত নিশুস্ত দৈতা সদলে শ্বর্গ মর্ত্তা পাতাল অধিকার করিয়া দেবগণের প্রতি অত্যস্ত অত্যাচার আরম্ভ করিলে আমরা ভগবতীর শরণ লই। দেবী আমাদিগকে অভয় দিয়া মোহিনীবেশে শুস্ত দৈত্যের উত্থানে আসিয়া দেখা দেন। এই স্থানে সেই উত্থান ছিল। ধ্রলোচনের মুখে সে রূপের কথা শুনিয়া দৈতাবংশ পতশ্বেৎ রূপবহ্নিতে গা ঢালিতে থাকে। যে মুর্ভিতে ভগবতী শুস্তকে সংহার করেন, এই সংহারমূর্ভি সেই মুর্ভি।

এই কথা শ্রবণে দেবগণের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তাঁহারা দেবীকে বারংবার প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

এথান হইতে বিদায় হইবার সময় পদ্মঘোনি মন্দিরের সন্নিকটে একটি স্থান দেখিয়া বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরুণ ৷ এ স্থানটি কি ?"

বরুণ। উহা নাথজী নামক এক সাধুর সমাধিস্থান। এই স্থানে অন্তাপি কেহ কেহ বরাহ বলি দিয়া থাকে। উক্ত সাধু যে স্থানে বসিয়া তপস্তা করিতেন, ওদিকে দেখুন সে স্থানও বর্ত্তমান। ঐ স্থানটি ঠিক বিক্রমাদিত্যের বিজ্ঞাশ সিংহাসনের ত্যায়। ঐ স্থানে বসিয়া কেহ কথনও তপস্তা করিতে পারে না। কয়েকজন বসিয়া তপস্তা করিবার চেষ্টা করে, তয়ধ্যে একজন উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়, অপরের সাংঘাতিক পীড়া জয়ে, আর একজন একটা প্রকাণ্ড সর্প দেখিয়া ভয় পায়।

দেবগণ বিদ্ধাচন হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আহারাদি করিয়া অসংখ্য অট্টালিকা, বাজার, হাট দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার পর ষ্টেশনে আসিয়া বাঁকীপুরের টিকিট হইয়া ট্রেনে উঠিলেন। **এটা হুপাছুপ শব্দে কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চুনারে** আসিয়া উপস্থিত হুইল।

हेला। এ छिनातत्र नाम कि वक्रन ?

বন্ধণ। এ স্থানের নাম চুনার। চুনারের কেলা বড় বিখ্যাত। ঐ কেলা পাল রাজাদিগের দ্বারা নির্দ্মিত হয়। অনেকের সংস্কার আছে— ভূতে উহা এক রাত্রিতে নির্দ্মাণ করিয়াছে। রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিংস্ বারাণসী হইতে চৈত সিংহের ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যে গৃহে বাস করেন, সে গৃহটীও অভাপি বর্ত্তমান আছে। এথানে হিন্দুরাজা-দিগের বছকালের পুরাতন রাজবাটী আছে। একটি কৃপও দেখিতে পাওয়া যায়। উহার পরিধি ১৫ ফিট। চুনারের পাথরবাটী ও তামাক বড় বিখ্যাত।

ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণ মোগলসরাই প্রভৃতি অতিক্রম করিয়। যুমানিয়াষ্ট্রেশনে উপস্থিত হইলে। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ। এই ষ্ট্রেশন হইতে ১৪ মাইল দ্রে গাজিপুর নামক একটি উৎকৃষ্ট স্থান আছে। এ স্থানটী দেখিবার উপযুক্ত বটে। গাজিপুরের অনেকগুলি উত্তম উত্তম বাজার ও ক্যান্টন্মেন্ট আছে এবং ইংরাজ-পটীতে অনেক ইংরাজ বাস করিয়া থাকে। রাজ প্রতিনিধি কর্ণওয়ালিসের ঐ স্থানে মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রস্তারনির্দ্ধিত কবর অভাপি বর্ত্তমান আছে। গাজিপুরে অনেক গোলাপ ফ্লের বাগান আছে। লোকে কৌশলে পুঙ্গা হইতে স্থগন্ধ বাহির করিয়া গোলাপ জল ও গোলাপের আতর প্রস্তুত করে। গাজিপুরের ভায় গোলাপজল ও আতর পৃথিবীতে কুত্রাপি প্রস্তুত হয় না। এখানে চিনির কুঠি আছে।"

মন্তুষ্যের আলশু আছে, বিশ্রাম আছে এবং ক্ষুধাতৃষ্ণ। আছে; কিন্তু বাষ্ণীয় শকটের কোন বালাই নাই। সে অবিশ্রাস্ত উদ্ধর্যাসে ছুটিতে লাগিল এবং কয়েকটা ষ্টেশন পশ্চাতে ফেলিয়া বক্সারে আসিয়া দেখা দিল।

ইব্রঃ। বরুণ, এ স্থন্দর ষ্টেশনটীর নাম কি ?

বরুণ। এ স্থানের,নাম বক্সার। বক্সারের কেলা বন্ধী বিখ্যাত। এস্থানে অনেকগুলি যুদ্ধ হয়। বক্সারের দ্বিতীয় যুদ্ধে সে সদ্ধি হয়, তাহাতে সম্রাট্ সা আলম কোরা, এলাহাবাদ ও দোয়াব, স্কুজাউদ্দোলা মযোধ্যা, এবং ইংরাজেরা বঙ্গ, বেহার ও উড়িয়া প্রাপ্ত হন। এখানেনবাব কাসিম আলি খাঁর বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ অন্তাপি দেখিতে পাওয়া বায়। এই স্থানেই বিশ্বামিত্রের তপোবন ছিল। শ্রীরামচন্দ্র হরধম্ব ভঙ্গ করিয়া সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করিতে বাইবার সময় ঐ তপোবনে বাস করেন। পরে এখান হইতে মিথিলা বাইবার কালে পথিমধ্যে ছাপরার সন্নিকটে গৌতমের তপোবনে উপস্থিত হইলে উক্ত শ্ববিপত্নী অহল্যা ভাহার পাদস্পর্শে পাবাণদেহ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রয়দেহ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মা। গৌতমভার্য্যার পাধাণী হইবার কারণ কি ?

দেবরাজ এই কথা শ্রবণে গা টিপিয়া এবং চক্ষু দ্বারা ইঞ্চিত করিয়া জানাইলেন—চেপে যাও। কিন্তু নারায়ণ বারংবার জেদ করিতে লাগিলেন।

बन्ना। वक्रन! कि कांत्ररन अहना भाषानी इन ?

বরুণ। গৌতমভার্য্যা অহল্যা অদিতীয়া স্থানরী ছিলেন। আমাদের রাজাধিরাজ মহারাজ শ্রীল শ্রী সেইরূপে মুগ্ধ হইয়া সামান্ত ব্রাহ্মণ-বেশে গৌতম-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ছাত্র হন এবং গোপনে গোপনে ঐ সতীকে প্রলোভন দেখাইয়া অসতী করিবার চেষ্টা পান।

নারায়ণ। তা না হ'লে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয় কৈ ?

বরুণ। সতীর মন চঞ্চল করা, সতীকে প্রলোভনে বশ করা দেবের মসাধ্য; অতএব দেবরাজ তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া অন্ত উপায় অবলম্বন করিলেন। গোতম প্রতিদিন প্রাতঃমান করেন দেথিয়া তিনি একদিন রজনী থাকিতে আসিয়া ঋষির কুটীরের সন্নিকটে বন ঠ্যাঙ্গাইতে আরম্ভ করেন। তাহাতে পাখীপক্ষীগুলি প্রাণের ভয়ে কিচির মিচির শব্দে ভাকিয়া উঠে। ঋষি কোশা কুশী হাতে লইয়া রাত্তি নাই ভাবিয়া

যেমন গৃহ **জাই**তে বহির্গত হইলেন, দেবরাজ অমনি গৌতম-বেশ পরিগ্রহ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গুরুশ্যা দখল করিলেন।

নারায়ণ। বন ঠ্যাঙ্গানোর অর্থ কি ?

বরুণ। পাখী ডাকাইয়া রাত্রি নাই জানান হইল। ওদিকে ঋষি জ্যোৎসা প্রযুক্ত প্রথমে রাত ঠাওরাইতে পারেন নাই। শেষে রজনী আছে দেখিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যথন গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, দেবরাজ ঠিক সেই সময় গৃহ হইতে বহির্গত হওয়ায়—ধর্ম্মের কেমন আশ্চর্য্য মহিমা!— উভয় গৌতমের মস্তকে মস্তকে আঘাত লাগিল তথন প্রকৃত গৌতম, ভগু গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিল "তুই কে ৽" দেবরাজ উত্তর দিবেন কি—প্রাণের দায়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। মহর্ষি শেষে এই অভিসম্পাত করিলেন—এই ছঙ্কর্মের প্রতিফলম্বরূপ তোকে সর্ব্বাক্তে সহস্রযোনি ধারণ করিতে হইবে। তিনি অহল্যাকেও এই শাপ দেন—অন্ত হইতে পাষাণদেহ ধারণ কর; যে পর্যাপ্ত না শ্রীরামচক্রের পদ তোকে স্পর্শ করে, সে পর্যাপ্ত ঐ অবস্থায় তোকে থাকিতে হইবে।

বন্ধা। ছি! ছি! ছি! যথন দেবতার এই কাজ, তথন আমার মহয়গণের অপরাধ কি? আমার মহয়েরা কোথার আমাদের দেথে তৎশিক্ষা পাবে, সহপদেশ লাভ ক'র্বে,—না এই সব অসৎ দৃষ্টাস্ত দেখান হইতেছে। বরুণ! ক্ষান্ত হও, আর প্রকাশের আবশ্রুক নাই! ওসব বিষয় যাহাতে গোপন থাকে, বাহাতে লোকে জানিতে না পারে—এমন করাই উচিত।

বরুণ। এ সব ঘটনা মন্বুরোর যত অগোচর আছে, কাশীতে যে গানটী শুনেছেন, তাহাতেই প্রকাশ হয়েছে। স্বর্গ, মর্ন্তা, পাতালের মন্দ থবর শুলি মন্বুয়াগণকে যেন ভূতে আনিয়া দেয়। উহাদের ধর্ম-পুস্তকের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে এই সব বিষয় লিখিত আছে। স্থাধের বিষয়, অনেকে এই সমস্ত ঘটনা কবির কল্পনা মনে করিয়া উপেকা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

আবার ছই একটি দেবতার দোবে অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সমগ্র দেবতার উপর অশ্রদ্ধা হওয়ায় তাঁহারা সহজাত ব্রাহ্মধর্ম নামে একপ্রকার ধর্মের সৃষ্টি করিতেছেন।

নারায়ণ। সহজাত ব্রাহ্মধন্ম ?

বহুণ। হাঁা ভাই! যে ব্রাহ্মধর্ম শুক, সনাতন, নারদ, বেদবাাস প্রভৃতি আজন্ম রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে, অনাহার-ত্রত সার ক'রেও লাভ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে সেই ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্মেরা পেটের মধ্যে লাভ ক'রে স্থতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হইতেছেন।

বন্ধা। যাক্—ওদব কথা যেতে দাও! বক্সারে আর কি আছে বল।
বন্ধণ। বক্সারের অনতিদুরে তাড়কা রাক্ষসীর বন ছিল। ব্রীরামচক্র তাড়কাবধ করিয়। যেখানে তাহার মৃতদেহ নিক্ষেপ করেন, সেই
তাড়কা—নালা অত্যাপি বর্ত্তমান আছে। রামচক্র তাড়কাবধের পর
ভাগীরথীতে স্নান করিয়া বক্সারে যে শিবপূজা করেন, সেই রামেম্বর
শিব অত্যাপি এথানে আছেন। কথিত আছে, ঐ শিবের মস্তকে জল
দিলে স্ত্রীলোকে সীতা সতীর স্তায় পতি প্রাপ্ত হয়। এথানে গবর্ণমেন্টের
একটা বিখ্যাত অশ্বশালা আছে। এপ্রকার অশ্বশালা ভারতে ক্রাপি
দেখা যায় না। এই অশ্বালয়ে অশ্ব সকল স্থাশিক্ষিত করিয়া দিকে দিকে
প্রেরিত হয়। জলসেচন জন্ত অনেক অর্থবায়ে গঙ্গা হইতে একটা প্রকাপ্ত
জলপ্রণালী নির্মাণ করা হইয়াছে। প্রতি বংসরে বক্সারে হুটা করিয়া
মেলা হয়। একটা ছাতুমেলা, অপরটা থিচুড়িমেলা। প্রথমটি চৈত্রসংক্রাস্তিতে, দিতীয়টী মাদী সংক্রাস্তিতে হইয়া থাকে। মেলার সময়
অনেক যাত্রী আসিয়া ছাতু এবং থিচুড়ি থায়। এথানেও অনেকগুলি
বাঙ্গালী আছেন।

পুনরায় ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণ কয়েকটা ষ্টেশন দ্রুতবেগে যাইয়া আর চলিতে পারিল না। (Disable) ডিসেবল্ হইল। তথন ব্রহ্মা কছিলেন, "বরুণ! আর গাড়ী চলে না কেন?" "দেখি" বলিয়া বরুণ দারের নিকট যাইয়া কহিলেন, "ঠাকুরদা! কল খারাপ হওয়ায় ট্রেণ থামিয়া গিয়াছে।" তখন দেবগণ সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি হবে! হাঁা বরুণ! না জানি আমাদের এস্থানে কতদিন পচাবে।"

বঙ্কণ। বেশীক্ষণ থাক্তে হবে না। থপর পেলেই দোস্রা কল ছুটে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। আপনারা ততক্ষণ শোণ-ব্রিজ দেখুন। এমন চমৎকার ও বৃহদাকার সেতৃ ভারতে আর নাই।

দেবগণ এই কথা শ্রবণে আগ্রহসহকারে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া পোল দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা ও অপর যাত্রিগণ সেতু দেখিবেন বলিয়া যেমন গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন, অন্নি শোল রক্তাক্তকলেবরে সজলনয়নে কল্ কল্ রবে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দেবগণের চরণতলে ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দে মাথা কুটতে লাগিল।

নারা। নদ, তুমি কে ? তোমার সর্বশরীরে রক্ত কেন ? *

শোণ। প্রভো! আমি হৃঃথিত হ'লাম,—আপনি সর্বজ্ঞ হইয়া আজ আমার ভাগ্যে অজ্ঞ হইলেন ? আমাকে কি আপনি জানেন না, না— চিনেন না? এই পাপিটের নাম শোণ। লোকে বলে—জগতে স্থংহৃঃথ চিরদিন সমান থাকে না, স্থ অস্তে হৃঃথ এবং হৃঃথ অস্তে স্থথর উদয় হয়। কিন্তু আমি দেখ্ছি, ছ্ভাগা শোণের ভাগ্যে বিধাতা চিরছৃঃথই লিথিয়াছেন। না হবে কেন ? এ হতভাগ্যের জন্ম চিরছৃঃথী বিদ্ধা পর্বতের নয়নজলে। বাবা নিজ্ঞ গুরু অগস্তাের আগমনে যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন, অমি অগস্তা কহেন—"বিদ্ধা! আমার প্রত্যাগমন না হওয়া পর্যান্ত ভাবেই থাক, আর মাথা ভূলো না।" এই ব'লে সেই যে গেলেন আর এলেন না। বাবা আমার ঘাড় ইেট ক'রে থেকে শেষে কাঁদ্তে লাগ্লেন,

^{: *} শোণের জন রক্তবর্ণ :

তাঁর সেই নয়ন-জলেই এই অধমের জন্ম হয়। পিতা চিরত্নংখী ছিলেন বটে. কিন্তু তিনিও এক সময়ে মাথা তুলেছিলেন। তাঁর মাথা তোলাতেই দেবগুণ ভীত হয়ে এ হর্দশা ঘটান। কিন্তু দেব। আমার অপরাধ কি ? আমি ত কখনও মাথা তুলি নাই, আমিত কখনও তৃষ্ণাতুরকে জল দিতে কুপণ্তা প্রকাশ করি নাই; তবে আমার এদশা ঘটে কেন ? আপনার চিরশক্ত জরাসন্ধ আমার তীরে রাজধানী ক'রেছিল বলিয়াই কি এ দশা ঘটিয়াছে ? দেই পাপে কি ছত্তিশ জেতে ট্রেণে উঠে আমার বুকের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছে

 আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শরীরে রক্ত কেন

 " শরীরের আর অপরাধ কি অষ্টপ্রহর রেলের চাকায় শরীর ক্ষতবিক্ষত হইছে শরীরের ভিতরের কি আর রক্ত থাকে ৪ আপনি স্ব ইচ্চায় বলির দ্বারে ক্ষন হন. আমি অনিচছায় ইংরাজ-দ্বারে কি কারণে রুদ্ধ হই ? বিধাতা ভারতভাগ্যে চিরছঃখ লিখেছেন লিখুন,—সে চির্নিন পরাধীন থাকে থাক. আমরা ভারতের নদী নালা, আমরা কেন কণ্ট পাই ? আমরা কেন পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে রাত দিন কেঁদে মরি ? ভারতের নদটা পর্যান্ত কি স্বাধীনতাস্থ্রথে বঞ্চিত থাক্বে ? দেব ৷ ইংরাজেরা আমার কি তুর্দ্দশা ক'রেছে দেখুন। তাহারা আমাকে বন্ধন ক'রে, আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত করেও ক্ষান্ত নছে, আবার কৌতুক-কারণ পোলটা পর্য্যন্ত রক্তবর্ণের করিয়াছে। আমার ভাগ্যে বিধাতা কতক দেব ও কতক মন্ত্রয়ভাব সংগঠন ক'রে বাদ সাধিয়াছেন। তিনি যদি আমাকে সমস্ত দেবভাব দিতেন,— এত কষ্ট সহু করিতাম না। আর যদি সমস্তই মহুয়ভাব দিতেন, এতদিন মৃত্যু হইত ; সকল ছঃখ এড়াইতাম। আপনি তাঁহার দেখা পেলে ব'লবেন. শোণ তাঁর শ্রীচরণে এমন কি অপরাধ ক'রেছে যে, তার অদৃষ্টে এত ছঃথ !

বরুণ। শোণ। তুমি বিধাতাকে দোষী ক'রো না। শোণ। ঐ চেয়ে দেখ—সামান্ত বেশে বৃদ্ধ বিধাতা তোমার কূলে দণ্ডায়মান। ঐ চেয়ে দেখ—দীন-বেশে স্বর্গের অধিরাজ উপস্থিত। আর এই দেখ—আমি তোমাদের অধিপতি শ্বয়ং বর্ত্তমান। বৎস ! আজ 'আমাদের এ অবস্থঃ কেন ? যে ভারত দেবগণের বিলাস-ভবন, যে ভারতে দেবতারা ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া রঙ্গ দেখিতেন, যে ভারতে মহর্ষি নারদ র্টেকী আরোহণে অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিয়া শ্বর্গে টেলিগ্রাফের গ্রায় সংবাদ যোগাইতেন, আজ সেই ভারতে আমরা কে—তুমি বিবেচনা কর। আজ আমাদের এ বেশ—এ চোরের শ্রায় বেশ দেথে কি দেবতা ব'লে বিশ্বাস হয় ? শোণ! যে দেবতারা কটাক্ষে সকল করিতে পারেন, আজ দেখ—সেই দেবতারা প্যাসেঞ্জার ট্রেণে থার্ড্রাশে কলিকাতা দেখিতে যাইতেছেন। কেন ? ইহাঁদের কি অর্থাভাব, তাই এ ভাবে যাইতেছেন ? তা নয়; ফাষ্ট ক্লাশে যাইলে পাছে ইংরাজের ঘুসি থেতে হয়, এই আশক্ষা।

এই সময় বংশীধ্বনি করিতে করিতে একথানি এঞ্জিন (কল) নক্ষত্র-বেগে ছুটে আসিতেছে দেখিয়া দেবগণ দ্রুত গিয়া ট্রেণে উঠিলেন। কলখানি উপস্থিত হইয়াই "গপাৎ" শব্দে ট্রেণ খানাকে গেঁথে নিয়ে "ছপাছপ গুপাগুপ" শব্দে ছুটিতে লাগিল।

বরুণ কহিলেন, "ঐ যা! ঠাকুরদাদার তামাক থাবার তোজদান বন্দুক শোণকে দিয়ে আস্তে ভূলে এলাম। বাপ! সমস্ত পথটা কেবল 'তামাক রে, কল্কে রে, নল রে' ক'রে জালাতন করে মেরেছেন।"

ব্রহ্মা। কেন বরুণ! শোণকে আমার তামাক থাবার যন্ত্র তন্ত্রগুলি দিতে চাচ্ছ?

বরুণ। যাচেচন কোথায় জানেন না ? এ সব সভা দেশ, এরা ঘন ঘন তামাক খেলে বড় চটে।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! সভ্যেরা আমার ঘন ঘন তামাক খাওয়া দেখে চটেন চট্বেন। কি ক'র্বো ভাই,—হাত নাই! যথন আমি আহামুকি ক'রে ও ছাই ভন্ম স্পষ্ট ক'রে কেলেছি, তথন আমাকে এক ছিলিমের স্থানে বিশ ছিলিম পোড়াতে হবে। এতে নিন্দা হয় নাচার।

ক্রমে ট্রেণ দানাপুর অতিক্রম করিয়া বাঁকীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে চলিলেন। গেটের বাহিরে গিয়াঃ দেখেন—অসংখ্য একা এবং বছসংখ্যক গয়ালী ও চৌবে * পাণ্ডারা যাত্রীর জক্ত অপেক্ষা করিতেছে। গয়ালীদিগের যেমন চেহারা, তেমনি সাজ পোষাক। শীত প্রযুক্ত প্রত্যেকেরই গাত্রে কম্বল জড়ান, তাহা আবার দৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্ত এক একথানি মোটা ময়লা বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করা। সকলেরই স্কন্ধে এক এক গাছি মোটা বাঁশের লাঠি। লাঠির অগ্রভাগে এক এক যোড়া তুই হাত আড়াই হাত আন্দাক্ত মহিষ-চর্ম্মনিশ্মিত নাগরা জুতা ও তৎসহ এক একটী লোটা (ঘটা) লম্বমান রহিয়াছে। দেবতারা অগ্রে যমদৃত বিবেচনায় ভয় পান; কিছ্ব বন্ধণ বুঝাইয়া দেন, ইহাদেরই নাম গয়ালী।

গয়ালী। আমরা গয়ালী গুরুর গো—মাষ্টার।

ইক্র। কি বলে १

বঙ্গণ। ব'ল্চে "আমরা গয়ালী গুরুর গোমস্তা। এরা সর্বাদা। বাঙ্গালায় যায়, তাই বাঙ্গালা কথা শিখে এসেছে।

ব্রহ্মা। এখান হ'তে গয়া কতদূর ?

বরুণ। সাডে আটাইশ ক্রোশ রাস্তা হবে। +

ব্রহ্মা। ছি! ছি! যমের বড় অন্তায়। যথন প্রথমে রেলের রাস্তাপ্রস্তুত হয়, শমন আমার নিকট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "পিতামহ! এত দিনের পর আমার সর্বানাশ উপস্থিত। গয়ায় রেল হইতেছে, আমার জেলখানা (নরক) আর থাকে না! লোকে গদাধরের পাদপদ্মে পিশুদিয়া আমার বস্তুকালের কয়েদীকেও খালাস করিয়া লইধে, নৃতন পাপীর

গয়া করিয়া যাত্রিগণ মথুরা ও বৃন্দাবনে যাইবে, এই আখাদে এথানেও চৌবে
পাঙারা উপন্থিত থাকে।

[🕂] একণে গ্রায় যাতায়াতের আরও স্বাধা হইয়াছে।

আর আমদানী হইবে না। তাহা হইলেই নরক উঠে গেল। নরক গেলে আমার থার থাক্ল কি ? আমি কয়েদীদিগকে জেলে থাটাইয়া বস্ত্র বয়ন, কাঠ কাঠরার কাজ এবং কপির চাস প্রভৃতি করাইয়া লই। ঐ সমস্ত জ্বা বিক্রয়ে আমার বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ থাকে। এমন কি, জেলের থরচ বাদে সংবৎসর আমার বাবুয়ানা, দোল, হুর্গোৎসব, অতিথিসেবা প্রভৃতি সমস্ত কার্যাই নির্বাহ হয়। ঐ পদ আপনারাই আমাকে দিয়াছিলেন, এক্ষণে বাহাতে থাকে তাহার উপায় করুন; নচেৎ ফেরার হই।"

নারা। আপনি কি ক'র্লেন ?

ব্রহ্মা। তুমি ভাই তথন বৌমাকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রে বাচ খেলাতে গিয়াছিলে। আমি যমের কায়া সতা বিবেচনা করিয়া অনর্থক আর তোমাকে বিরক্ত করিতে গেলেম না। কহিলাম "দেখ শমন! কলিতে ধার্ম্মিক থুব কম আছে। অধার্ম্মিকেরা কিছু গয়াতে গিয়া পিশু দিবে না। অতএব তুমি ম্যালেরিয়াকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া এই উপদেশ দেও, সে যেন অধার্ম্মিকের বংশ নির্বাংশ করে। তাহা হইলে তোমার নরক যেমন শুল্জার তেমি রহিল। তাহাতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে "ম্যালেরিয়াকে কি অছিলাদ করিয়া তথায় পাঠাইব ?" আমি কহিলাম, "যে রেল হওয়াতে তোমার এত আশস্কা, সেই রেল রাস্তা প্রস্তুত করাতে অনেক পয়ংপ্রণালী বদ্ধ হইয়াছে, এই অছিলা অবলম্বন কর।" আরো কহিলাম, "ম্যালেরিয়া-রোগাক্রাস্ত ব্যক্তি যে দেশে যাইবে, ম্যালেরিয়া ইচ্ছা করিলে সঙ্গে গঙ্গে যাইয়া তথাকার লোককেও আক্রমণ করিতে পারিবে।"

বরুণ। গিয়ে দেখ্বেন বাঙ্গালা ছারথার। পিতামহ। এ স্থানের নাম বাঁকীপুর। বাঁকীপুর পাটনার দিভিল ষ্টেশন। আপনি অগ্রে গয়া করিবেন, না—বাঁকীপুর দেখিবেন ?

ব্ৰহ্মা। ভাই! গয়া অপেকা তীৰ্থ নাই। পৃথিবীতে যত তীৰ্থ আছে, সৰ্বাপেকা গয়াতীৰ্থ শ্ৰেষ্ঠ। কারণ, অন্তান্থ তীৰ্থে যে যে ব্যক্তি গমন কি বাস করে, সৈ নিজে উদ্ধার হয়। কিন্তু গরাতে যে ব্যক্তি গমন করে, তাহার পরলোকগত ৫৬ কোটী পুরুষ মৃক্ত হন। অতএব অগ্রে আমি গরা করিব। এখান হইতে কি উপায়ে যাওয়া যায় ?

বরুণ। আজ্ঞে, ট্রেণে।

চৌবে পাঙা। বাবা, রামকিশোন সাড়ে তিন ভাই, ভূলিও মং।

"চল ট্রেণে যাই" বলিয়া দেবগণ ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণে আরোহণ করিলেন। ট্রেণ শস্তপূর্ণ ক্ষেত্র সকলের মধ্য দিয়া গয়া অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। চৌবে পাগুারা "বাবা, রামকিশোন সাড়ে তিন ভাই ভূলিও মং।" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

ব্রহা। বরুণ, ওরাকি বলে ?

বঙ্গণ। এ ব্যক্তি বৃন্দাবনের চৌবে পাণ্ডা। ইহারা চারি ভ্রাতা, তন্মধ্যে একজনের বিবাহ হয় নাই। যাহার বিবাহ হয় নাই, তাহাকে উহারা অর্জ্ব গণনা করে এবং ঐমত অংশ দেয়। উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যাত্রিগণ গয়া প্রভৃতি তীর্থ করিয়া পরিশেষে বৃন্দাবনে যাইবে; এজন্ত চারি ভ্রাতার মধ্যে তিন জনে ভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীদিগকে এইপ্রকার কহিতেছে। আর একজন মথুরা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া "রামকিশোন সাজ্বেতিন ভাই" এই শব্দে বারংবার চাৎকার করিতেছে। যাত্রীরা সেই শব্দ অনুসারে ইহাদের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাকেই পাণ্ডা নিবৃক্ত

টেণ অপরাহে গয়া ষ্টেশনে বাইয়া উপস্থিত হইল। বরুণ কাহলেন, "গয়াতে চৈত্রমাসে মধুগয়া ও ভাদ্রমাসে সিংহগয়া করিবার জক্ত বিস্তর বাত্রী আসিয়া থাকে।" তাঁহারা গয়ালীদিগের ফল্পতীরস্থ একটী ভাড়াটে বাটাতে বাসা পাইলেন এবং হবিষ্যাদি করিয়া রজনীতে সকলে শয়ন করিয়া গয় করিতে লাগিলেন।

ইক্র। বরুণ। গন্ধার উৎপত্তির কারণ বল।

বরুণ। ত্রিপুরাস্থরের পুত্র গয়াস্থর এক সময়ে ব্রহ্মার তপস্থা করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি নিজ পিতার মৃত্যুর প্রতিফল দিবার জন্ম শঙ্করের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। সদাশিব পরাস্ত হইয়া কৌশলে গ্রাম্বরকে নারায়ণের সহিত যদ্ধ করিতে পাঠান। নারায়ণ ছুইবার তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহেন, ইহাতে গ্রাম্বর হাস্ত করিয়া তাঁহাকেও বর দিবেন কহেন। স্থচত্র নারায়ণ গ্রাম্বর বর দিতে চাহিলে, তাঁহাকে সত্যবদ্ধ করিয়া এই বর লন, "তুমি অন্তাৰ্ধি পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে থাক।" গয়াম্বর এই চাত্রীতে আবদ্ধ হইয়া নারায়ণকে কহেন. "তুমিও আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। অতএব এই বর দেও, আমি পাতালে প্রবেশ করিলে তমি আমার মন্তকের উপর পা দিয়া দাড়াইয়া থাকিবে এবং লোকে তোমার সেই শ্রীপাদপন্মে পিও দিলে তাহার পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার হইমা বৈকুঠে যাইমা আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। যে দিন দেখিব কেহ তোমার পাদপদ্মে পিগু দিলে না, সেই দিন পাতাল ভেদ করিয়া উঠিয়া আবার তোমার শহিত যুদ্ধ করিব।" এই গয়াক্ষেত্রে গন্ধাস্থরের মস্তক, জাহাজপুরে নাভি এবং শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার চরণ 🏞 চিছ ; এ জন্ম লোকে ঐ ঐ স্থানেও পিগু দান করে।

ইন্দ্র। আচ্ছা বরুণ! গয়াক্ষেত্র যুড়ে যদি গয়াস্থরের মস্তক থাকে তবে লোকে গদাধরের মন্দিরে পিণ্ড দান করে কেন? রাস্তা ঘাটে যেথানে সেথানে ত পিণ্ড দিলে হ'তে পারে।

বরুণ। গদাধরের মন্দিরে পিগু দিতে না যাইলে পাঞ্জাদের ফাঁদে পা পড়ে কৈ ?

ব্রহ্মা। দেথ ইক্র! আমার মনুষ্মেরা যেমন কথায় কথায় পাপ করে, তেয়ি তাহাদের উদ্ধারের কত সহজ উপায় রহিয়াছে।

বরুণ। উপায় রয়েছে সত্য, কিন্তু উদ্ধার করে কে ? কুলাঙ্গাব

পুত্রেরা এসব মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেয়, কেবল কতকগুলি বিধবা মেয়ের শ্বারা সময়ে সময়ে উপকার হইয়া থাকে।

এই সময় পাশের ঘর হইতে বামাকণ্ঠনিঃস্ত সঙ্গীতধ্বনি দেবগণের কর্ণে প্রবেশ করিল^{*}। পিতামহ তৎশ্রবণে কহিলেন, "বরুণ ৷ এথানেও আছে ১"

বৰুণ। কি আছে १

ব্রহা। থারাপ স্ত্রীলোক।

বরুণ। আপনি ধারাপ স্ত্রীলোক ব'লে ভয়ে আড়ষ্ট হ'লেন। আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বভ্রই থারাপ স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বেশ্চার নিকট দিয়া যাইলে পাপ হয়, যে নগরে বেশ্চা থাকে তথায় বাস করিলে পাপ হয়, এত বিচার ক'রে চ'লতে হ'লে আর মর্জ্যে আগমন হয় না।

ব্ৰহ্মা। স্বৰ্গে গিয়ে চাক্ৰায়ণ ক'ৰ্বো।

বৰুণ। সেই ভাল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেবগণ ফল্পনদীতে স্নান করিতে চলিলেন।
বাটে নামিয়া দেখেন—অসংখ্য নাপিত বসিয়া আছে। ঝুনো নারিকেল,
তুলসী ও তিল এবং ববের ছাতুর সারি সারি দোকান বসিয়াছে। অসংখ্য
শ্কর ফুল্পতীরে বেডাইতেছে। উপস্থিত হইয়া ইল্র কহিলেন "বরুণ!
ফল্পনদী অস্তঃসলিলা বহিতেছে কেন ?"

বঙ্গণ। শ্রীরামচন্দ্র বনগমন—কালে এই নদীর পরপারস্থিত বর্ত্তমান সীতাকুণ্ড নামক স্থানে পীতাকে রাখিয়া লক্ষ্মণসহ ফল অন্তেমণে গমন করেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিকালে রাজা দশরথ আসিয়া সীতার নিকটে পিণ্ড চান। সীতা গৃহে কোন দ্রব্যাদি না থাকায় কি দিয়া পিণ্ড দিবেন ভাবিয়া অস্থির হইলে মৃত রাজা তাঁহাকে বালির পিণ্ড দিতে কহেন। যে স্থান হইতে সীতা বালি লইয়া পিণ্ড প্রদান করেন, সেই স্থানকে এক্ষণে সাতাকুণ্ড কহে। ঐ সীতাকুণ্ডে অত্যাপি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণসহ প্রত্যাগমন করিলে সীতা এই ঘটনা তাঁহাদিগকে কছেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে বিশ্বাস না গ্রুত্বায় ফল্পনদীকে সাক্ষী মানা গ্রুত্বাছিল। ফল্প মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে অত্যাপি অস্তঃস্লিলা রহিয়াছেন। *

দেবগণ ফল্পনদীতে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিতে লাগিলেন।
নারায়ণ বালি খনন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ডুব দিলেন।
—

ফল্পতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃত:।

পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভৃক্তিমৃক্তি প্রসিদ্ধয়ে

ইহার পর সকলে তাঁরে উঠিয়া ভিজে কাপড়ে বসিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিলেন এবং গয়ালী গুরুকে একটী করিয়া নারিকেল ও একটী করিয়া টাকা দিয়া প্রস্তরনির্দ্ধিত বাধাঘাট দিয়া উঠিয়া গদাধরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন—মাতা গয়ায় আসিয়া পুত্রকে পিগু দিতে হইবে ভাবিয়া বাধান পাথরের মেজেয় শয়ন করিয়া চীৎকার করিতেছেন। স্ত্রী স্বামীকে পিগু দিতে হইবে ভাবিয়া মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। গদাধরের বাড়ীতে যেন শোকের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে।

দেবগণ ছংখিত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং সকলে গদাধরের পদচিহ্ন বেষ্টন করিয়া থসিয়া পুরোহিতের আদেশমত পিণ্ড দিতে লাগিলেন। শেষে পুরোহিত কহিলেন, আপনারা মনে মনে যাহাকে ইচ্ছা পিণ্ড দিতে পারেন। তচ্ছুবণে নারায়ণ নিম্নলিখিতরূপে পিণ্ড দিতে লাগিলেন। †

^{*} কথিত আছে—সীতাদেবা বটবৃক্ষ, কল্পনদা, ব্রাহ্মণ এবং তুলসী বৃক্ষকে সাক্ষা মানিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বট গাছ ভিন্ন সকলেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে ব্রাহ্মণ কলির ব্রাহ্মণ হন, তুলসীগাছে কুকুরশৃগালে প্রস্রাব পরিত্যাগ করে, কল্পনদী অন্তঃসলিলা বছিতেছে এবং বটবৃক্ষ চারিয়ুগ যত্নের সহিত পূজা পাইতেছে।

[†] গ্রায় পিওদানকালে যে "পিত্বোড়শী" ও "মাত্বোড়শী"র মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত ভাবের কথা আছে।—সম্পাদক।

"আমার বংশে 'যে সকল গোয়ালা বা বৈষ্ণৰ অথবা রজপুত বা ব্রাহ্মণ, মংস্ত কিংবা বরাহ কি কুর্ম প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষের মৃত্যু হইলে গতি হয় নাই, তাঁহাদের জন্ম এই পিণ্ডার্পণ করিলাম। আমার কয়েক অবভারে বন্ধুগণের বংশে, আমার বংশে, মাতামহের বংশে, প্রতিবেশীর বংশে এবং গ্রামের লোকের বংশে বাহারা মাতগর্ভে পাকিয়াই. অথবা দর্পাঘাতে, চোর ডাকাতের হাতে, জলমগ্ন হয়ে, ঘর চাপা প'ড়ে, ব্যাম্ম কর্ত্তক, পশুগণের শৃঙ্গে, বুক্ষ হ'তে পতিত হয়ে, কুকুর শুগাণের দংশনে, আফিং কিংবা বিষ ভোজনে, ছুরি ও দড়ি গলায় দিয়ে, অকালে না থেতে পেয়ে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যদি কেন্ন প্রাণত্যাগ ক'রে থাকেন. তাঁহাদের উদ্দেশে পিগুর্পণ করিলাম। আমার বংশে যদি কোন স্তালোক একাদশীর দিন ক্ষুৎপিপাদায় কাতর হয়ে, প্রদববেদনায় স্থৃতিকাগৃহে অথবা স্বামিবিয়োগে কাতর হইয়া চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উদ্দেশে পিগুদান করিলাম। আমার বংশে যদি কেহ নরকে থাকেন, পশুযোনি প্রাপ্ত ইইয়া থাকেন অথবা ভূত প্রেত ইইয়া পূর্থাবীতে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাদের উদ্দেশে পিগুার্পণ করিলাম। আমার খঞ্জর-কুলে, গুরু-পুরোহিত-কুলে, পাড়ার লোকের কুলে, চাকরচাকরাণীর কুলে, এবং তাঁহাদের ও আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধ বান্ধব ও গ্রামন্ত কাহারও কুলে যদি কেহ নরকে থাকেন, সকলের উদ্দেশে পিগু প্রদান করিলাম। আমার যে দকল ভ্রাতা ভগিনী কংদকর্তৃক অসময়ে স্থতিকাগৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমার যে সকল গরু বুন্দাবনের মাঠে, যে সকল বানর লঙ্কার সমরক্ষেত্রে, যে সকল বন্ধু কুরুক্ষেত্রের হুর্জ্জন্ম সমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্ম পিঞ্চান করিলাম।

"মা ! তোমরা আমাকে গর্ভে ধ'রে অনেক কষ্ট পেয়েছ । মাটিতে আঁচল পেতে শুরে দশ মাস পর্যাস্ত উপাদের থাতা ফেলে কেবল পোড়া মাটি থেয়েছ । মা ! প্রসব-বেদনার সময় স্থতিকাঘরে কত কষ্ট সহু ক'রেছ । প্রসবের পর তিন দিন উপবাস ক'রে তীব্র অগ্নি দ্বার্রা নিজ শরীর শোষণ ও কটু দ্রব্য পান ভোজন ক'রেছ। মা! তোমরা কোন হর্লভ দ্রবা হস্তে পেয়ে বদনে দেবার উল্লোগ ক'রেছ, এমন সময়ে ছুটে গিয়ে কেন্ডে থেইছি, তাতেও সস্তোষ দেথিয়েছ। বাল্যাবস্থায় কোলে শয়ন ক'রে কভ মলমূত্র পরিত্যাগ ক'রেছি, মূত্রসিক্ত ও বিষ্ঠালাগা বস্ত্রে কোন কপ্ত বোধ না ক'রে, রজনীতে নিদ্রা গিয়েছ। আমার গা তপ্ত হ'লে নিজে উপবাস-ক্রেশ সহ্থ ক'রে মনের উৎকণ্ঠায় কালাভিপাত ক'রেছ। আমার ক্র্যা হ'লে ভোজনপার ফেলে ছুটে এসে স্তন দিয়েছ। এ হতভাগার জন্ম নিজ ল্রাতা কংস কর্ত্বক কারাক্রদ্ধ হয়ে বক্ষে বৃহৎ শিলা বহন ক'রেছ। এ হতভাগা লক্ষ্মণ ও সীতা সহ বনগমন করিলে অনশনত্রত সার ক'রে দিনরাত্রি কেঁদে কেঁদে চক্ষ্ হারিয়েছ। মা! আমি গোকুলে মূর্চ্ছা গেলে, আত্মবিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত হয়েছিলে। তোমাদের শুণ অসীম, তোমাদের স্নেহের অস্ত্র নাই। তোমাদের শ্বণ পূত্র হয়ে পরিশোধ করিবার উপায় নাই। আজ আমি গয়াধামে এসে তোমাদের উদ্দেশে পিণ্ড দিতেছি। হর্ভাগার দত্ত পিণ্ড গ্রহণ কর।"

তৎপরে তিনি প্রণয়িনীগণের পিঞার্পণ ক'রে হস্ত প্রক্ষালন করিবার উল্লোগ করিতেছেন দেখিয়া বরুণ কহিলেন, "ভাই! আর কিছু পিঞ তোমাকে বাজে খরচ ক'রতে হবে।"

নারা। কাহাদের জন্ম বল १

বরুণ। ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টান, এবং বিলাত-ফেরৎ দলের জন্ম। ইহারা সকলেই হিঁছর ছেলে। আমাদের মান্ত্রক বা না মান্তক—তৃমি হিঁছর দেবতা, এজন্ম তোমার দয়া করা কর্ত্তবা। আহা! ব্রহ্মজ্ঞানীর দল যথন সপ্তাহাস্তে একদিন মন্দিরে ব'সে চক্ষু মুদে ব্রহ্মের জ্যোতিঃ দেখে প্রেমে গ'লে কেঁদে সারা হন, দেখে আমার বড় ভাব লাগে। খৃষ্টানেরা আলোয় যাবেন ভেবে স্বধ্ম পরিত্যাগ ক'রে যথন অন্ধকারে হাতড়াতে থাকেন,

দেখে আমার আন্তর্ণরিক কণ্ট হয়। বিলাত যাবার দল বিলাত যাইবার পথে কিংবা প্রত্যাগমন ক'রে চুনাগলিতে ১থন অক্ষা পান, তাহাদের ছরবস্থা দেখে আমার চক্ষে জল আদে।

নারায়ণ এই কথা শ্রবণে উচ্ছিষ্ট পিণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া নয়টা মালসা পরিপূর্ণ করিলেন এবং প্রথমতঃ তিনটে উপর্যুপিরি সাজাইয়া ব্রাহ্মগণের উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সাকার, নিরাকরেল বে আকারের ঈশ্বর ভাব, আমি তোমাদের গতির জন্ম ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালের তিন মালসা পিণ্ড গচ্ছিত রাখিলাম, সকলে লাভ্-ভাবে ভাগযোগ ক'রে খেও; দেখো যেন পিণ্ড খেতেও দলাদলি, মারামারি, চেঁচাচেঁচি না হয়। হে হিঁহুর ছেলে খুষ্টানগণ! তোমাদের জন্মও তিন মালসা জমা রাখিলাম; এর জােরে আলাের মুখ দেখে প্রেত্যানি অর্থাৎ যে যােনিতে তোমরা ল্রমণ ক'র্চো তাই থেকে মুক্ত হবে। হে বিলাত-কেরত বাঙ্গালী সাহেবগণ! তোমরা বেস জেনাে, ইংরাজ-ম্বর্গে তোমাদের স্থান হইবে না। কালা বাঙ্গালীর যেরপে আদের, তোমরা ইংরাজ-নরকেও স্থান পাও কি না সন্দেহ। আমি তোমাদের স্কাতির জন্ম তিন মালসা পিণ্ড রাখিলাম। তোমরা ভাগাড়েই মর, আর দাতব্যচিকিৎসালয়েই মর, এর জােরে হিঁহুর স্বর্গই পাবে।" বিলয়া হস্ত প্রহ্মালনপূর্যক দাংক্রণমুখ হয়ে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

এব পিণ্ডো ময়া দত্ত-স্তব হস্তে জনার্দন। গয়াণীর্ষে ত্বয়া দেয়ো মহুং পিণ্ডো মৃতে ময়ি॥ ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ,! এ মন্দির নির্ম্মাণ করে দেয় কে १"

বরুণ। ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাই এই মন্দির নির্দ্মাণ করান।
মন্দিরটী কষ্টি পাথরে নির্দ্মিত। অহল্যাবাই বর্ত্তমান টুক্জী হল্কারের
পিতামহী। বিষ্ণুমন্দিরের ওদিকে যে মন্দিরে দেখা যাচ্ছে, ঐ মন্দিরে শ্বেতপ্রস্তবে-নির্দ্মিত অহল্যাবাইয়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ সতীকেও লোকে

দেবীর স্থায় পূজা করিয়া থাকে। এই স্থানকেই বুদ্ধগন্ধা কহে। স্থবিখ্যাত শাক্যসিংহ এই স্থানেই সাধনা করিয়া সিদ্ধ হন।

ইন্দ্র। বিষ্ণুমন্দিরে আর কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই ?

বরুণ। না; কেবল প্রস্তরে অঙ্কিত বিষ্ণুর পদচিহ্ন আছে। লোকে ঐ পদচিহ্নের উপর পিণ্ডার্পণ করে। মন্দিরের ওদিকে গদাধরের প্রতিমৃত্তি আচে।

দেবগণ ইহার পর রামশিলা, ব্রহ্মযোনি ইত্যাদি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পিগুদান করিয়া প্রেতশিলা অভিমুখে চলিলেন।

তাঁহারা যাইবার সময় দেখেন—একজন বেশ্রা ছইজন লম্পট সঙ্গে প্রেতশিলায় যাইতেছে। লম্পট-দ্বরের মধ্যে একজন বেশী মাতাল। সে বেশ্রাকে বলিতেছে "বাবা গোলাপ! (বেশ্রার নাম) তুই আমাকে কেমন ভাল বাসিস? আমি তোকে, ফল্প-তীরের শৃকরেরা যেমন বিষ্ঠা ভালবাসে তেমি ভালবাস।" বেশ্রা কহিল "ওরে শুরোটা! থাম্ তোদের জ্বালাতেই প্রেতশিলায় যাজিঃ"

ইক্রন বরুপ। ও কি । মাগীকে মিজেন ডাক্টে বাবা ব'লে, মাগী উত্তর দিচেচ ৩৪ য়োটা ব'লে।

বরুণ। মাতালেরা যাকে তাকে বাবা বলে।

নারা। মার অপরাধ 🤊

वक्रन। अमन एक्टन (भए भरतन रकन ?

দেবগণ ক্রমে যাইয়া প্রেতশিলার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন "এথানে পিও দিলে পূর্ব্বপুরুষগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হন।"

এই সময় কতকগুলি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পরস্পার গল্প করিতে করিতে প্রেতশিলার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাদের মধ্যে একজন কহিল "বোস্ দ্ধিদি, আমার শশুরের মামাতো ভাষের পিস্থশুরের ভাগ্নের নামটা কি তোর মনে আছে? আহা। বড় ছেলে বাপকে জুতো মারায় তিনি আফিং থেয়ে মরেন। শোনা যায় মরে ভূত হয়ে অত্যক্ত উপদ্রব ক'চ্ছেন। যে দব' ছেলে।—মিন্সের উদ্ধার হবার আর উপায় নেই. একটা পিণ্ডি দিয়ে গতি ক'রতাম।" আর একজন কহিল "মা গো। গাটা কাঁটা দিয়ে উঠে, কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখি—আমার মেজো ননদ— হাতে শাঁখা, কপালে এক কপাল সিঁদর, আমার শিয়রে খোনা খোনা কথায় ব'ল্লেন "বৌ এঁ সেঁটো বদি আঁমার সঁলাঁতি কারেঁ বেঁও. এঁকটা পিঁভিঁ দিতে ভূঁলোঁনা। জানত মাঁমিঁ আতু ড্ঘরেঁ মাঁরে ভোঁমাদের বাশবাগানে পেঁত্নী হঁয়ে আঁছি।" আর একটী রমণী কাঁদতে কাঁদতে ব'লেন. "দেখু মা মোক্ষদা। কাল স্বপ্নে দেখেচি—কত্তা দেন শিয়রে ব'দে ব'লচেন. 'গিলি। শাস্তিপুরে পুজোর বার্ষিক আদায় ক'রতে যাবার সময় কামার-ডেঙ্গীর থালে ডাকাতেরা আমায় ঠেঙ্গিয়ে মারে, সেই থেকে আর আমি তোমাকে দেখতে পাইনি। মৃত্যুর পর হ'তে আমি দেখানে একটা শিমূল গাছে ভত হয়ে আছি। যদি কপালক্রমে গয়ায় এসেছ, আমার গতি ক'রো, একটা পিণ্ডি দিতে ভূলো না।' (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) মোক্ষদা মা। গ্রামি কি ক'ত্তে গয়ায় এলাম ? তিনি যে এত ক'রে ব'ল্লেন, কিছুই ক'ত্তে পেলাম না, বাধা প'ডুল, এ লজ্জা আর কোথায় রাখবো ? আমার কি বাছা। তিনি তো পিণ্ডি থেয়ে স্বর্গে গিয়ে স্থথী হ'তেন। আমার কপালে যা আছে হবে--আমি মল্লিক-বাজীর হাঁডি ঠেলে ঠেলেই দিন কাটাব।"

দেবগণ এই কথা গুনিয়া অত্যন্ত ছঃথিত হইলেন এবং এখান হইতে সকলে বাসায় গেলেন। পরে তিন দিন গয়াতে অবস্থিতি করিয়া সকলে অক্ষয়বটের তলা হইতে স্কুফল আনিতে চলিলেন। দেবগণ যাইয়া দেখেন, লোকে লোকারণা। গয়ালী শুকুরা কেহ শিবিকা মধ্যে, কেহ তামু মধ্যে এবং কেহ কেহ বা বৈঠকখানা গৃহে বিরাজ করিতেছেন। যাত্রী স্ত্রীলোকেরা তাঁদের সন্নিকটে কর্যোড়ে দাঁড়াইয়া বিনীতভাবে পাঁচ সিকা, নয় শিকা এবং কেহ কেহ বার আনা মূল্যের স্কুফল চাহিতেছে। "পাঁচ টাকার ক্য মূল্যের স্কুফল নাই" বলিয়া গয়ালী শুকুরা প্রত্যেক যাত্রীর

হস্তপুষ্পানালায় বাঁদ্ধিয়া ফেলিতে ছকুম দিতেছেন। যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ দর কমাইবার জগু নিজের অবস্থা সবিস্তারে ব্যক্ত করিতেছে। তাহাতে কিছু না হইলে কাঁদিতেছ, অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া পায়ে ধরিতেছে। কিছু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।"

বরুণ। দেখুন পিতামহ! মহর্ষি গৌতম এই বটরুক্ষের তলে বসিয়া ৬০ হাজার বৎসর শিবের আরাধনা ক'রেছিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ ! ঐ নির্দিয় জন্ত, যাহাদের পদ ধরিয়া স্ত্রীলোকেরা রোদন করিতেছে, অথচ দয়া করিতেছে না, উহারা কে ?

বরুণ। উহারাই গয়ালী।

ইক্র। গয়ালীদিগের উৎপত্তির কারণ বল।

বঙ্গণ। এক সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা গয়াধামে আদিয়া নিজ পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডার্পণ করেন। পরে তাঁহার প্রত্যাগমন-সময়ে তৎক্বত পার্বনশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ সাতটা সজীব হইয়া কহে, "প্রতো! আপনি ত আমাদিগের স্থাষ্টি করিলেন, এক্ষণে আমরা কি কাজ করিব, তদাজ্ঞা প্রচার কর্কন"। প্রজাপতি তৎশ্রবণে কহিলেন, "তোমরা অন্ত হইতে এই গয়া তার্থের ব্রাহ্মণ হইলে। তীর্থ্যাত্রিগণ ফুল চন্দন দিয়া তোমাদিগের পাদপদ্ম পূজা না করিলে সফলকাম হইবে না এবং তোমাদিগকে সম্ভই করিতে না পারিলে গয়া তীর্থের কার্যাও স্ক্সম্পন্ন হইবে না।" সেই সাতজন ব্রাহ্মণ গয়ালী শুরুর বংশধর।

এই সময়ে এক অল্পবয়স্থা বিধবা আসিয়া গয়ালী গুরুর পা পুজান্তে চৌদ্দ আনার স্থফল চাহিল। কিন্তু গয়ালী গুরু কহিল, "১৪ টাকা ব্যতীত তোমার পিতা মাতাকে স্বর্গে পাঠাইতে পারি না।" বালিকা কত কাঁদিলা পায়ে ধরিল; কিন্তু কিছুতেই তাহারা স্বীকার পাইল না।

ব্ৰহ্মা। বৰুণ ! বালিকা অত কাঁদিতেছে কেন ? ও কেন স্থফল না লইয়া চলিয়া যাইতেছে না ? বরুণ। আজে, উহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—গরালী গুরুকে সম্ভূষ্ট ক'র্তে না পার্লে গরার আশা বুথা হ'ল,পিতা মাতাকে স্বর্গে পাঠান হ'ল না।

নারা। আহা ! পিতামহ কি অস্তৃত জানোয়ারই স্ষ্টি ক'রেছেন। আমার আশক্ষা হ'চেচ, পাছে আবার এবারকার কৃশগুলো চেগে উঠে, ঐ প্রকার না হয় !

ইন্দ্র। আচছা, উহাদের এইপ্রকার অত্যাচারের দরুণ রাজা কেন সাজা দেন না ?

বঙ্গণ। ইংরাজরাজের প্রতিজ্ঞা আছে, প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না।

ব্রহ্মা। ইহাঁদের রাজ্য অক্ষয় হউক ! এরূপ বিষয়ে হস্তার্পণ করায় আমি তত দোষ দেখিতেছি না।

এ দিকে বালিকা পা ধরিয়াই কাঁদিতেছে। কিছুতেই পাষগুদিগের দয়ার সঞ্চার হইতেছে না। অবশেষে অপরাপর যাত্রিগণ, বিশেষতঃ বালিকার স্থ্যামবাসী থাঁত্রিগণ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার অবস্থা বিশেষ করিয়া বলায় ৫ টাকা মূলোর স্ফল পাইল।

এই সময়ে পূর্ববিধি কি মাতালত্রয় গোলাপী বেশ্রার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। গোলাপী চরণ পূজাস্তে কর্যোড়ে দণ্ডায়মান হইবামাত্র গ্যালীদিগের কর্তৃক তাহার হস্ত পূজ্মালায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইল। গয়ালী শুরু গোলাপীর গাত্রের স্বর্ণাভরণ দেখিয়া ৫০০০টাকার স্কুফল কিনিতে কহিলেন। "অত টাকা কোথায় পাইব" বলিয়া গোলাপী চরণ ধরিয়ারোদন আরম্ভ করিল।

গোলাপীকে পায়ে ধরিতে দেখিয়া লম্পটেরা মহাচঃখিত। একজন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অপর একজন কিচল "বাবা গোলাপ! পা ছাড়, লক্ষ্মীধন আমার! পা ছাড়, তোমার কোন্ পুরুষে কার পায়ে ধ'রেছ ? লোকেই তোমার পায়ে ধরে।" মাতাল তিন জন পরামর্শ করিল, "এস—গোলাপকে তুলে আমরা গুরুজীর পায়ে ধ'রে স্কুল আদায় করি। কারণ, আমাদের পায়ে ধরা অভ্যাস আছে।" তাখাদের যে কথা, সেই কাজ; বেশ্যাটাকে তফাতে টানিয়া রাথিয়া এসে, গয়লীগুরুর পদ হুইটা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া "স্কুল দে বাবা! এমন স্কুল দে, যেন মদের মুথে ভাল চাট হয়" বলিয়া মাথা কুটিতে লাগিল। মদের গরে গুরুজীর অয়প্রাশনের অয় উঠিবার উপক্রম হইল। তিনি যে পলাইবেন, সে সামর্থ্যও নাই; ভিন জনে শক্ত করিয়া পা হুথানি ধরিয়া আছে। তিনি নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বেশ্যাকে কহিলেন. "মা! তোমার সন্তানগণকে উঠাইয়া লও, এবং যা খুসি হয় দিয়া স্কুল লইয়া প্রস্থান কর।" বেশ্যা তৎশ্রবণে হাসিতে হাসিতে আসিয়া হুই টাকার স্কুল লইল এবং লম্পটত্রয়কে কহিল, "তোরা ওঠ, আমি স্কুলল পেয়েছি।" তাহারা "কই" বলিয়া দেখিতে চাহিল এবং দেখিতে না পাইয়া আবার মাথা কুটিতে লাগিল। এইবার মাথা কুটিতে কুটিতে একব্যক্তি গুরুজীর তাহারা হাড়িল না। অবশেষে পুলিস ডাকিয়া নিয়্নতি লাভ করিলেন।

দেবগণ চাহিয়া দেখেন— পতামহ নিকটে নাই। তিনি ক্রতপদে এক দিকে ছুটিয়া পলাইতেছেন। তদ্ধি তাঁহারাও ক্রত যাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং কহিলেন, "ঠাকুরদা। কোথায় যাচ্ছেন ?"

ব্রহ্মা। ভাই, যেথানে বেশ্মার দান গ্রহণ করিয়া স্থফল দেয়, সেথানে এক মুহূর্ত্তও থাক্তে নাই। আমি এই দত্তে গরা পরিত্যাগ করিলাম, তোমাদের ইচ্ছা হয় থাক।

দেবগণ তাঁহার কথার সম্মত হইরা তল্পী তল্পা উঠাইয়া লইলেন। এবং কতকগুলা পাথ্যবাটী থরিদ করিয়া ষ্টেশনে চলিলেন। যাইতে যাইতে ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! গ্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বল।"

বরুণ। গন্না একটা বছকালের তীর্থস্থান। এখানে প্রায় ছই হাজার

বৎসরের মন্দির আছে। গমার তুলা তীর্থ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। এখানে সমস্ত ভারতের যাত্রিগণ পিতৃগণের উদ্দেশে পিওদান করিতে আসিয়া থাকে। নগরের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলি আড়া আছে। সেইখানে আসিয়া তাহারা বাসা লয়। গয়ালীরাই গয়ার সর্বময় কর্তা। ইহারা নিতান্ত নির্কোধ, বি্্যা-শিক্ষা ইহাদের কুষ্ঠীতে লেখা নাই; কিন্তু বিনা পরিশ্রমে যাত্রীদিগকে উৎপীতন করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া পাকে। প্রত্যেক গয়ালীরই হাতী, পান্ধী, ঘোড়া আছে। গয়াতে এত গাড়ী ঘোড়া দেখা যায় যে, কলিকাতার সহিত তুলনা করিলে গয়াই প্রধান হইবে। নগরবাসীদিগের সভাতার কিছুমাত্র উন্নতি নাই। এই নগরে কোন সভা কিংবা বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে অপর কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয় না। লোকের মনে বিশ্বাস আছে, যে পুজা করিবে দে নির্বংশ হইবে। ডোমেরা আশ্বিন মালে ২।১ খানি কালী পূজা করে। গয়া ছই ভাগে বিভক্ত,—সেটি গয়া ও সাহেব-গঞ্জ। সাহেবগঞ্জে সাহেবরাই বাস করেন। গয়াতে অনেক ইষ্টকনিশ্বিত অট্রালিকা আছে: কিন্তু কোনটীরই শ্রীছাঁদ নাই। বিষয়কর্ম উপলক্ষে এথানে প্রায় পাঁচ হাজার বাঙ্গালী বাদ করিয়া থাকেন। গয়াতে বৌদ্ধ-দিগের অনেক কার্ত্তি আছে। উক্ত দর্শ্ব-প্রচারক শাকাসিংহের প্রতিমৃত্তি একটা মন্দিরমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গুয়ার পাথরবাটা ও তামাক বড বিখ্যাত। একটা পাহাড়ে একটি গহবর আছে: লোকে বলে—ভীমসেন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিণ্ড দিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বাম হাঁটু বসিয়া গিয়া ঐ গছবর হয়। আর এক স্থানে প্রস্তারের উপর কতকশুলি গরুর পায়ের চিক্ত আছে; লোকে বলে—ব্রহ্মা এক সময়ে আসিয়া গয়ায় গো-দান করেন, সেই সকল গরুর পদচিহ্ন। ইহার পর দেবগণ টেলে উঠিলেন। টেণ যথাসময়ে বাঁকীপরে নামাইয়া দিল।

পাটনা

বঙ্গণ কহিলেন, পিতামহ! এ স্থানের নাম বাঁকীপুর। পাটনা, বাঁকীপুর, দানাপুর পরস্পর সংলগ্ন। এ জন্ম এই তিন স্থানকে এক নগর বলা যাইতে পারে। বাঁকীপুরের পশ্চিম অংশকে দানাপুর এবং পূর্বাংশকে পাটনা কহে। পাটনা ছই খণ্ডে বিভক্ত, নূতন পাটনা এবং পুরাতন পাটনা। নগরটা অত্যন্ত প্রশন্ত, দীর্ঘে যোল মাইল হইবে; কিন্তু প্রস্তে এক মাইল হইবে কি না সন্দেহ। পুরাণাদিতে এই পাটনার বিশেষ উল্লেখ আছে। ইহার প্রাচীন নাম পাটলিপুত্র। পাটলিপুত্র হিন্দু রাজাদিগের রাজধানী ছিল। মগধের রাজারা এই স্থানেই রাজ্য করিতেন।"

ইক্র। কোন্ হিন্দু রাজা এখানে রাজ্য করিয়াছেন ?

বরুণ। নন্দ, চক্রগুপ্ত এবং অশোকের এই রাজধানী ছিল। এই স্থানেই স্থবিখ্যাত নন্দবংশের অভিনয় হয়। এই স্থানেই স্থপ্রসিদ্ধ চাণকা পণ্ডিত তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার ও অধ্যবসায়শীলতার পরিচয় প্রদান করেন, এবং এই স্থানেই নন্দবংশের অমুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসও এক সময়ে চাণকোর বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্থীকার করেন।

নারা। কোন্ চাণকা ? দাতাকর্ণ নামক পুস্তকে যে চাণকোর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি কি সেই মহাপুরুষ ?

বরুণ। হাঁ ভাই, অনেকে বলে ইনিই তিনি । দেখুন পিতামই, এই পাটনা নগরেই মহাবীর ভীমসেন জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করেন। এই স্থানেই বৌদ্ধদিগের প্রাত্তাব হয়। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে পাটনা বেহারের রাজধানী ছিল। তথন বেহার প্রদেশের স্থবেদারগণ এই স্থানেই বাস করিতেন। সেই সময় হইতে হিন্দু ও মুসলমান ভাষা এক হইয়া যায়। পাটনার অপর নাম আজিমাবাদ হইয়াছে।

দেবতারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

যাইতে যাইতে বৰুণ কহিলেন, "পাটনার অনতিদূরে হাজিপুর নামক একটী স্থান আছে। গৰুড় যে গজকচ্ছপকে লইয়া নৈমিষারণ্যে যাইয়া ভক্ষণ করে, ঐ হাজিপুরের সন্নিকটে সেই গজকচ্ছপের যুদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ স্থানের নাম হরিহর ছত্র। তথায় হরিহর দেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রতি বৎসর হরিহর ছত্রে একটা করিয়া মেলা হইয়া থাকে। মেলায় বিস্তর হস্তা, সংখ, গাড়া, ঘোড়া বিক্রয় হয়।"

এই সময় মারায়ণ অদূরে একটী বৃহদাকার পুষ্করিণী দেথিয়া কহিলেন, "বরুণ! এই বৃহৎ পুষ্করিণী কাহার ?"

বরুণ। লোকে উহাকে মাণিকচাঁদের পুষ্করিণী বলিয়া থাকে। উহা যে কতকালের এবং কাহার, আমি স্থির বলিতে পারি না।

ক্রমে তাঁহারা সরস্বতী তাঁরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে দেখেন

সুন্ধরিণীটার সমস্ত জলই শৈবাল, পানা এবং কল্মীলতাদি দ্বারা
আছাদিত। চতুম্পার্শ্বে বছকালের বাঁধা ঘাটের ধ্বংসাবশেষ বিষ্ণমান
রহিয়াছে। পুন্ধরিণীতে যে অতি অল্পমাত্র জল শৈবালাদি হইতে পৃথক্
হইয়া দেখা দিতেছে, তাহাতে অসংখ্য ভেক শাবকগণসহ সম্ভরণ করিতেছে।
কোন স্থানে শৈবালাদির উপরে বসিয়া ছই একটা ভেক নির্ভীক চিত্তে স্থার
উদ্ভাপ স্থথে ভোগ করিতেছিল,—লতাপাতার মধ্য দিয়া স্থানীর্ঘ সপি ধীরে
ধীরে আসিয়া তাহাদিগের পদ ধরিয়া টানিয়া গ্রাস করিবার উদ্যোগ
করিতেছে। ভেক অস্তিমকালে "কাঁয়" "কোঁ" শব্দে ডাক ছাড়িয়া আত্মরক্ষার সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াও নিক্ষল হইতেছে।

নারা। পিতামহের কি অনাস্ষ্টি! ভেক এবং দর্পে যথন খাছাথাদক সম্বন্ধ, তথন তাহাদের এক্লপ এক স্থানে বাসের ব্যবস্থা করা কি উচিত হইয়াছে ?

ব্রহ্মা। ভাই! আমার স্বষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন্টির সহিত কোন্টির খাল্পথাদক সম্বন্ধ নয়। আমি ভেকদিগকে জল ও স্থল উভয় স্থানে বাসের উপযোগী করিয়া স্পষ্ট করিয়াছি এবং সোণা বাাং নামক যে ভেকসম্প্রদায়সচরাচর জলে বাস করিতে ভালবাসে, তাহাদিগকে আত্মরক্ষার
জন্ত যথেষ্ট লন্দনশক্তিও প্রদান করিয়াছি : কিন্তু নিজের মৃত্যুর জন্ত যদি
সকল ভেকই জলে বাস করে, তাহাতে আমার দোষ কি ? দেখ, আমি
আমার প্রিয় মন্থ্যগণকেও নিরাপদ্ করিয়া স্পষ্ট করি নাই। আমি
তাহাদেরও দেহমধ্যে আশীবিষসদৃশ অনেকগুলি বিষাক্ত রিপু প্রদান
করিয়াছি। আমার মান্ত্রেরা যদি নিজ দোষে সেই বিপুদংশনে প্রাণে
মরে, তাহাতে আমার দোষ কি ?

এখান হইতে দেবগণ কল্পরবাগ দেখিতে যান। এই উপ্তানে বাজ , ভল্লুক প্রভৃতি কয়েকটী পশু, এবং জলাশয়ে একজাতীয় রক্তবর্ণের মংশু ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দেবগণ বাগানটি দেখিয়া বিশেষ আনন্দামূভব করিলেন। এখান হইতে যাইতে যাইতে ব্রহ্মা একস্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বরুণ! সমুখে ওটা কি ?"

বরুণ। জেলখানা অর্থাৎ ইংরাজ-রাজের ক্বত নরক। পাপীরা যেরূপ পাপ করে, তাহাদের সেইরূপ সাজা এই নরকেই হয়। পাপের তারতম্য অমুসারে কেহ নরকে বসিয়া পাধর ভাঙ্গিতেছে, কেই বা চক্ষে ঠুলি দিয়া খানিকলে তৈল বাহির করিতেছে।

নারা: এখানে একবার, যমালয়ে একবার, ছইবার করিয়া কি পাপীদিগের দণ্ড হয় ?

বরুণ। না ভাই! এইখানেই পাপ-পুণ্যের সাজা হয়। তবে যাহারা অর্থাদি ঘুস দিয়া পাপ হইতে এড়াইয়া যায়, তাহাদেরই দণ্ড যমালয়ে হইয়া থাকে। পিতামহ! ওদিকে দেখুন ডাকবাঙ্গালা। আমাদের মত পথিক সাহেবরা ঐ স্থানে আসিয়া বাস করে। পয়সা বায় করিলে তাহারা উপযুক্ত শ্যা, আহার এবং গৃহাদি প্রাপ্ত হয়।

নারা। বাঙ্গালীদের ডাক-বাঙ্গালা আছে ?

Ĩ

有不敢不不不不 是一一有人人人也是不 大學人

বঙ্গণ। আছে বই কি ! তাহাদের যেমন পোড়া কপাল, তেমনি ডাক-বাঙ্গালার নাম হ'চেচ হোটেল। খানা—পোড়া ভাত। শ্যা,— ছেঁড়া চট। ওদিকে ব্যাঙ্ক, ঐথানে টাকার বিনিময়ে কাগজ বিলি হয়। সমূথে কমিশনারের কাছারি ও ডাকঘর। আর ওদিকে ঐ অত্যুচ্চ গোলাঘর দেখা যাইতেছে।

বন্ধা। উ: গোলাঘরটা ত কম উচু নয়! চল দেখে আসি।

দেবতারা গোলাঘরের সন্নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই গোলাঘরের অপর নাম গাষ্টিস কলি। বেহার প্রদেশে বহুকাল ব্যাপিয়া ছর্ভিক্ষ হয় বলিয়া শস্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্ত গাষ্টিন্স সাহেব বহু অর্থ ব্যয়ে ১৮৮৪ অব্দে এই গৃহটী নির্মাণ করান। প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মাণ করা হয় অথচ কোন কাজে আদে না, এই জন্ত লোকে ইহাকে গাষ্টিন্স কলি অর্থাৎ গাষ্টিন্সের নির্ম্ব দ্বিতা কহিয়া থাকে। ইহা ১১০ কুট উচ্চ। উপরে উঠিবার জন্ত ১৪০টী ধাপ-বিশিষ্ট সিঁড়ি আছে। নেপালের রাজমন্ত্রী জঙ্বাহাছর এক সময় অশ্বারোহণে ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন দেখিয়া লোকের চক্ষ্টির হইয়াছিল। অনেকে ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন দেখিয়া লোকের কেন্দ্রির হইয়াছিল। অনেকে ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন দেথিয়া লোকের শোভা সন্দর্শন করিয়া থাকে। গৃহমধ্যে যথেষ্ট হান আছে। এত স্থান আছে যে, শক্ষ লক্ষ মণ শস্ত সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে।"

ইক্র। এক্ষণে ইহার মধ্যে কত মণ আন্দাজ শস্ত আছে ?

বরুণ। এক্ষণে আর উহাতে শস্তাদি থাকে না, ইহা একটী রহস্ত দেখিবার গৃহ। ইহার মধ্যে একবার কোন কথা কহিলে কিংবা শব্দ করিলে দশবার প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে।

"য়ঁটা বল কি!" বলিয়া দেবগণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নারায়ণ একবার এ কোণে একবার ও কোণে যাইয়। "ভূ" "ভূ" শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। দেবগণ ইহার পর কালেক্টরি, গভর্ণমেন্ট টেলিগ্রাফ আফিস, প্র্লিস ও বিলিয়ার্ড রুম দেখিরা জজ আফিসের সন্নিকটস্থ বাবাজীদিগের একটী মঠে উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ। দেখুন, গৃহমধ্যে কত দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। বৎসর বৎসর এখান হইতে একখানি রথও চলিয়া থাকে। ওদিকে দেখুন আফিঙের এজেন্ট আফিস।"

ইন্দ্ৰ। এজেণ্ট আফিসে কি কাজ হয়।

বক্কণ। ঐ বিষ এদেশে কত প্রস্তুত হইল এবং চীন দেশের সর্কনাশ জন্ম কত প্রেরিত হইয়ছে এবং তহবিলেই বা কত মজুত আছে, আর এদেশীরেরাই বা কি পরিমাণে ভক্ষণ করিয়াছে, তাহার আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা হয়। এই সময়ে এক বাঙ্গালী বাবুকে বগী হাঁকাইয়া যাইতে দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। ও বাবুট কে ?"

বরুণ। উনি একজন স্থাশিকত ক্লতবিত্ব বাবু। পাটনার সকলেই উহাকে চেনেন। শাশুড়েবাবু বলিলে না চেনে, এমন লোক এখানে খুব কম আছে।

ইন্দ্র। শাশুড়েবাবু কি ?

বঙ্গণ। বাবুর ত্রিসংসারে কোন স্ত্রীলোক অভিভাবক ছিল না।
এজস্ত পরিবার কিরূপে বিদেশে একাকিনী থাকিবেন ভাবিয়া তাহার
বিধবা মাতাকে আনিয়া সংসারভুক্ত করেন এবং তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন
করিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি দেখান। কিছুদিন পরে বিধবা শাশুড়ী সম্ভান
প্রসব করিয়া বসিলেন।

ব্রহ্মা। ছি! ছি! পাটনা, তুমি বাঙ্গালীর জন্ত ধ্বংস হ'তে বসেছ।

ইন্দ্র। কুলাঙ্গারের। বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া এথানে আসে কেন ?

বৰুণ। পেটের আলায়।

ব্ৰহ্মা। যমালয়ে কি এ সব পাপীর জন্ত কোন নরক আছে ?

"আজ্ঞেনা" বলিয়া দেবরাজ নিজ নোটবুকে লিথিয়া লইলেন।

এথান হইতে কিছুদ্র যাইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! টেম্পল মেডি-কেল স্কুল দেখুন।"

ব্ৰহ্মা। ওথানে কি হয় ?

বরুণ। বেহারবাদীদিগের সম্ভানগণকে ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া ডাক্তার করা হয়।

ইন্দ্র। ইংরাজী চিকিৎসায় কি এদেশীয় লোকের কোন উপকার দর্শে ? বরুণ। অন্ত্র-চিকিৎসায় উপকার দর্শে বটে, কিন্তু অক্সান্ত রোগে তাদৃশ উপকার দেখা যায় না। তবে ছই চারিদিনের জক্ত রোগটাকে দমন করিয়া রাথে মাত্র।

ব্রহ্মা। ইহা দেখিয়াও কি ভারতবাসীরা ইংরাজী চিকিৎসার আদর করে ? বরুণ। যথেষ্ট। এত আদর করে যে, বোধ হয় সম্বরেই দেশীর চিকিৎসাবিস্থার লোপ হইবে।

ব্রহ্মা। ইংরাজী চিকিৎসার সমাদর করিয়া দেখিতেছি আমার মারুষেরা অকালে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিবে।

নারা। বরুণ! ওদিকে ও অত্যুচ্চ বাড়ীটা কি ? বরুণ। পাটনা কলেজ।

ক্রমে দেবগণ কলেজের সিয়কটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন—প্রত্যেক গৃহে বালকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিদিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। ছই চারিটী হিল্পুলনী বালকের মধ্যে এক একটী বাঙ্গালী বালক বিদিয়া আছে। বালকগণের মধ্যস্থলে চেয়ারের উপর হিল্পুলনী শিক্ষক বিরাজমান। তাহার গাত্রের চাপকান গাত্রের সহিত এবং পাজামা পায়ের সহিত এরপভাবে সংলগ্ন হইয়া আছে যে, দেখিলে বোধ হয়্ম দরজীতে কাপড় চুরী করিবে এই আশক্ষায় গাত্রের মাপ দিয়াই ঐপ্রকার সেলাই করান হইয়াছিল অথবা মহাবীর কর্ণের ক্রায়্ম স্থাপ্রদন্ত বর্ম্ম সহিতই মাতুগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

নারা। বরুণ! বেহারে এত বাঙ্গালী কেন ?

বরুণ। অনেকের পিতা এখানে বিষয়কর্ম উপলক্ষে বাস করিতে-ছেন। আর অনেক ছেলে দ্বিতীয় বিভাগে পাস হইয়া ছাত্রবৃত্তি পাইবার আশায় আসিয়াছে।

ইন্দ্র। বাঙ্গালায় কি ছাত্রবৃত্তি নাই ?

বরুণ। আছে, কিন্তু অসভা বেহারবাসীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্ত এ প্রদেশে কিছু বেশী পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে। ছঃথের বিষয়, বৃত্তি গুলির মধ্যে প্রায় সমস্তই বাঙ্গালী বালকগণ লইয়া যায়। *

দেবগণ এখান হইতে এমামবাড়ীর সন্ধিকটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "এই স্থানে মহরমের সময় বড় ধুমধাম হইয়া থাকে; তখন মুসলমানেরা "হাসেন হোসেন" শব্দে এমন জোরে বুক্ চাপড়ায় ও লাঠি তরয়াল থেলে যে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ওদিকে দেখুন কবরস্থান। ঐ স্থানে অনেকগুলি জলের ফোয়ারা আছে।" এই বলিয়া সকলে গুলজারবাগে যাইয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন—শত শত লোক কাঠের বাক্স প্রস্তুত করিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ। এই সমস্ত সামাত্ত কার্চের বাক্সে कि হইবে ?

বরুণ। চীনদেশের সর্বানশের জন্ম ইহার মধ্যে আফিং চালান হইবে। পিতামহ, আপনি বেছে বেছে এমন দ্রব্যও স্ষষ্টি ক'রেছিলেন।

ব্রহ্মা। ওদিকে ঐ বহুদূরবিস্কৃত একতালা কোটায় কি হয় ? আর উহাতে অত শাস্ত্রী পাহারাই বা কেন ?

বরুণ। ঐ হ'চেচ আফিংল্লের গুদাম। ঐথানেই মাল আমদানী হয়ে জমে। চলুন, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখাইয়া আনি।

এক্ষণে বৃত্তিগুলি নৃত্ন নিয়মে বিভাগ করিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।—

সম্পাদক

দেবগণ গুদামঘরে প্রবেশ করিয়া চাহিয়া দেখেন—কাটরায় তাল তাল আফিং সাজান রহিয়াছে। একটী গৃহে বাষ্পাযোগে একখানি করাতকল ঘুরিয়া থান্ খান্ শব্দে পুরু পুরু কাষ্ঠগুলি নিমেষ মধ্যে চিরিয়া তক্তা প্রস্তুত করিয়া দিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিলে ইংরাজ-রাজ কি দণ্ড করেন ১

বরুণ। তাহার ফাঁদী হয়।

तका। विष था अब्राहेबा मातिता १

বঙ্গণ। তাহাতেও ফাঁদী হয়।

ব্রহ্মা। তবে নিজ হস্তে কি ব'লে প্রজাকে বিষ খাওয়াচেন १

বরুণ। এতে আয় বিস্তর।

ব্রহ্মা। ছিঃ! আয় কি অন্ত উপায়ে হইতে পারে না ? প্রজার উপকারার্থ না হয় এ আয় পরিত্যাগই ক'লেন! দেখ, প্রজার হিত করাই রাজার প্রধান ধর্ম। ইংরাজরাজ বিধিমত প্রকারে প্রজার হিত ক'চেন সত্য, কিন্তু এ কাজটীত ভাই হিতের কাজ নয়। *

নারা। আপনি সমস্ত পথ ব'লে এসেছেন—পাটনায় আফিং সন্তা; কিছু বেশী ক'রে লউন।

বরুণ। চারি ভরির বেশী ত বিনা লাইসেন্সে বিক্রশ্ব করিবে না।

ইন্দ্র। মুনা। এদিকে ত ভাল।

ব্রহ্মা। ভাল কিসে ? প্রত্যহ যদি এক ব্যক্তি চারি ভরি ক'রে কিনে থায়, রাজার কি তাতে কোন বারণ আছে ?

নারা। পিতামহ। এ ছাই আফিং কেন সৃষ্টি ক'রেছিলেন ?

ব্রহ্মা। আমি আফিং সৃষ্টি করি নাই, তবে আফিংয়ের বুক্ষের সৃষ্টি

এক্ষণে গ্রবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে আফিমের চাষ সংষত করিবার আদেশ কবিয়াছেন। সম্পাদক। করিয়াছি বটে। তথন কি জানিতাম যে, আমার মন্থব্যেরা পরিশ্রম করিয়া কোন্ বৃক্ষের ফুলের আঠায় বিষাক্ত আফিং প্রস্তুত হয় আবিদ্ধার করিবে ও সেই বিষ বেশী মাত্রায় খাইয়া উৎসন্ন যাইবে ? এরূপ জানিলে আমি কথনই অহিফেনের বৃক্ষের সৃষ্টি করি তাম না।

এথান হইতে দেবতারা পাটনদেবীর মন্দির দেখিতে চলিলেন। ইনি কালীমূর্ত্তি,—সামান্ত একটী মন্দিরমধ্যে আছেন। বরুণ কহিলেন "পিতামহ! ইহারই নাম হইতে পাটনা নাম হইয়াছে। বেতিয়ার মহারাজ এই বাড়ীটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।"

रेखा। वक्षा ७ छो कि १

বৰুণ। এমামবাড়ী।

নারা। কত এমামবাড়ী १

वक्रन। यूननमान नहत, (वनी अमामवाड़ी इहेरव ना ?

্ৰই সময় এক বৃদ্ধ মুগলমান যষ্টিহস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিরা ব্ৰহ্মাকে কহিল "চাচা। সেলাম গো।"

্ৰন্ধা। কে ভূমি ?

মুসলমান। আজে, ভূমিও যে, আমিও সে। ভূমি হিঁছর দেবত! ব্রহ্মা, আমি মুসলমান-দেবতা পীর প্রগম্বর।

নারা। তোমার এ দশা কেন ?

পয়গয়র। তোমাদেরও যেই দশা, আমারও সেই দশা। দেখ, তোমরা এক সময় এই পাটনায় কত সমাদরের সহিত পূজা পাইয়াছ, আর আজ সামাল্য বেশে পাটনার রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াছছ। আমিও এক দিন এখানে যথেষ্ট পূজা পেয়েছি। আর আজ সামাল্য বেশে কবর হাতড়ে বেড়াচিচ। তবে তোমাদের অপেক্ষা আমি অনেকটা স্থী। কারণ তুমি তোমাদের নন্দ, চক্রগুপ্ত প্রভৃতি যে কোথায় হ'ল আর কোন্ স্থানেই বা মোলো তার কোন চিহ্নও দেখিতে পাইতছে না; আমি কবর

হাতড়ে তবু জাস্তে পাচ্ছি "অমুক, অমুক কবরে চিরনিদ্রায় অভিভূত আছেন।"

নারা। পরগম্বর, স্থী কে ?

পয়গ। যীশু।

ব্রহ্মা। দেখ পদ্মগন্ধর ! অপরের স্থুখ দেখে তোমার হুঃখ করা উচিত নহে। দেব দানব মন্ত্র্যা প্রাভৃতি কেহই চির স্থুখ ভোগ করিতে পাদ্ধ না। আমাদের স্থুখের দিন অতীত হইয়া আজ যীশুর স্থুখের দিন উপস্থিত। তাহার স্থুখ দেখে হুঃখ করা দেবোচিত কার্য্য নহে।

এখান হইতে দেবগণ একটা চকের মধ্যে যাইয়া দেখেন—প্রত্যেক দোকানেই কাঠের খেলানা ও কোটা প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। তাঁহারা একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের সন্নিকটয় গির্জ্জার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে সকলে রামনারায়ণের কেল্লা দেখিতে চলিলেন। উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন "দেখ দেবরাজ! ইহাকেই লোকে রামনারায়ণের কেল্লা কহে। এই কেল্লা-মধ্যে এক সময়ে নবাব মিরকাসিমের আজ্ঞায় সময় কর্তৃক ১৫০ জন ইংরাজ হত্যা হইয়াছিল। এয়ান হইতে প্রায়্ম অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে ইংরাজদিগের পুরাতন কবর-স্থান। এ স্থানে সাদা ও কাল পাথরে নির্ম্মিত ১৩০ ফুট উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে।"

এথান হইতে দকলে মারুগঞ্জের মধ্যে গিয়া দেখেন নানাস্থান হইতে
নানাপ্রকার শস্ত বোঝাই গো-শকট দকল আদিয়া উপস্থিত হইতেছে।
প্রত্যেক দোকান্যরে লবণ, ছোলা, মদিনা এবং জনার পর্বতাকারে
দাজান রহিয়াছে। বঙ্কণ কহিলেন শিতামহ। এই স্থানের নাম মারুগঞ্জ।
পাটনার মধ্যে মারুগঞ্জই প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের স্থান।

ইস্র । বঙ্গণ ! পাটনার যাবতীয় গৃহই প্রায় কান্ত নির্দ্ধিত কেন ? আর কি কারণেই বা গৃহাদিতে গবাক্ষাদি দৃষ্ট হইতেছে না ?

বঙ্গণ। এখানে কাৰ্চ খুব সন্তা, এজন্ম প্ৰত্যেক বাড়ীই কাৰ্চে

নির্ম্মিত। বেহারবাসীরা নিতাস্ত অসভ্য বলিয়াই গৃহে জানালাদি রাথে না। কিলে স্মান্থ্যরক্ষা হয়, ইহারা তাহা জানে না। ইহারা মিউনিসিপাল ট্যাক্স দেয়, অথচ এমন অসভ্য যে, সে ট্যাক্স কেন দেওয়া হয়, তার অর্থ পর্যাস্ত অবগত নহে। আমি আপনাদিগকে পাটনার কোন গলির মধ্যে লইয়া যাইতে সাহস করিতেছি না; কি জানি পাছে পচা গদ্ধে বমী করিয়া বদেন। পাটনার লোক এমন নির্কোধ যে, মিউনিসিপ্যালিটির নিকট নিজ ছঃথ জানাইয়া সে ছঃখ দুর করিয়া লইবারও চেষ্টা করে না।

এথান হইতে কিছু দুরে যাইয়া ইক্র কহিলেন "বক্রণ! সমুথে ও মন্দিরটি কি ১"

বরুণ। উহার নাম হরমন্দির। এই মন্দিরটা রণজিৎ সিংহ নির্মাণ করান। মন্দিরমধ্যে গুরুগোবিন্দের পাছকা ও গ্রন্থ আছে। তাঁহার ভক্তমাত্রেই দেই গ্রন্থ পাঠে অধিকারী।

हेका। श्वक्रशाविन एक ?

বরুণ। ইনি শিথদিগের একজন শুরু। থিথেরা তাঁহার নিকটে ধর্মোপদেশ ও তৎসহ যুদ্ধবিতা শিক্ষা করে। গুরুগোবিন্দ পাটনা নগরেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মুসল্মানধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবেন।

এথান হইতে দেবগণ ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলে বক্কণ কহিলেন
"পিতামহ ৷ দানাপুর দেখিবেন কি »"

ব্ৰহ্ম। দেখানে কি আছে ?

বন্ধণ। দানাপুরেই ইংরাজদিগের সৈঞ্চশালা। তথাকার বারিক বড় বিখ্যাত। ঐ স্থানে অনেক চামার বাস করে। তাহারা "দানাপুরে জুতা" নামে একপ্রকার স্কুতা প্রস্তুত করে।

বন্ধা। নাভাই, কলিকাতায় নিয়ে চল।

নারা। বরুণ! এবার আমরা কোথায় গিয়া বিশ্রাম লইব ?

বরুণ। জামালপুরে। ঐ স্থানে রেলওয়ের অনেকগুলি আফিস আছে।

এই সময়ে টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়ায় দেবতারা যাইয়া টিকিট লইলেন ও একথানি ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেণ স্থপ্ স্থপ্ শব্দে ছুটিতে লাগিল।

ইক্র । বরুণ ! পাটনার কোন্দ্রবা ভাল ? বরুণ ৷ পাটনার কুল ও দাড়িম বড় বিখ্যাত ।

এদিকে ট্রেণ কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ। এ স্থান্দর ষ্টেশনটীর নাম কি ?"

বঙ্গণ। এ স্থানের নাম বাড়, বাড় একটা বিখ্যাত বাণিজ্যের স্থান। এখানে অসংখ্য চামেলি ও বেল কুলের বাগান আছে। এই থানেই বিখ্যাত ফুলের তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই স্থানের সীমা হইতে জ্বিস্তুত রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ ত্রিস্তুত রাজ্যের প্রাচীন নাম মিথিলা। মিথিলায় জনক রাজার রাজধানী ছিল। অস্থাপি প্রতিবৎসর রামনবমীতে তথায় একটা করিয়া মেলা হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। মিথিলা এখান হইতে কতদূর হইবে ?

বরুণ। বাড়ঘাট প্রেশন হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে মজঃফরপুর। মজঃফরপুর হইতে মিথিলা চারি পাঁচ দিনের রাস্তা।

এদিকে ট্রেণ "হুপান্থপ" শব্দে বাড় পরিত্যাগ করিয়া মোকামা ষ্টেশনে আসিরা উপস্থিত হইল। দেবগণ কর্ডলাইন পরিত্যাগ করিয়া লুপ লাইনে আসিবেন, এজন্তে সে ট্রেণ পরিত্যাগ করিয়া অপর ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহারা যে কামরায় বসিয়াছিলেন, তাহাতে তবন সর্ব্বশুদ্ধ বারো জন লোকছিল। একটী বাঙ্গালী বাবুও ইহাঁদের সহিত ছিলেন। বাবুটী পাছে অপর লোক ঐ গাড়ীতে উঠে, এই আশঙ্কায় দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া "স্থান নাই, স্থান নাই" বলিয়া অপর যাত্রীদিগকে বিমুথ করিতেছিলেন। ক্রমে এক ঝাঁক

অসভ্য বেহারবাসী গাত্রের বোটুকা গন্ধ বাহির করিয়া কোলাহল করিতে করিতে ঐ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের এক এক জনের স্কল্পে এক একটা তিন চারি মণ আন্দাজ পোঁটলা। টেণে উঠিবার শময় বেহারবাসীদিগের সহিত মেষের পালের অনেকটা সৌসাদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। মেষের পাল যেমন নদী পার হইবার সময় তীরে আসিয়া চীৎকার করিতে থাকে, প্রাণাম্ভেও জলে নামে না, পরিশেষে একটার কাণ ধরিয়া জলে নামাইয়া দিলে দলকে দল আপনা হইতে নামিয়া পছে। ইহা-দের অনেকটা তদ্ধপ অবস্থা ঘটে। গাড়ীতে স্থান থাক বা না থাক. দলের মধ্যে একজন যে গাড়ীতে উঠিবে, পালে পালে সেই গাড়ীতে উঠিয়া স্থানা ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে, তথাপি অন্ত গাড়ীতে যাইবে না। কোন ব্যক্তি কোন স্থানে ঘাইবার সময় বোধ হয় যেন পাঁচখানি প্রামের লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া জুটাইয়া আনিয়াছে। তুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত ঝাঁকটা আমাদের দেবগণের কামরার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যে বাবু দারের নিকট দাঁড়াইয়া লোক উঠিবার বাধা দিতে ছিলৈন, তাঁহার খালি স্থানটি দেখিয়া এক ব্যক্তি দাঁডাইয়া বহিল: স্মৃতবাং সমস্ত দলটা দাঁডাইয়া কোলা-হল করিতে লাগিল। গোলযোগ দেখিয়া গার্ড সাহেব নিকটে আসিয়া কহিলেন "এখানে কি ?" তাহারা কহিল "ভিতরে স্থান আছে উঠিতে দিতেছে না।" তৎশ্রবণে সাহেব সজোরে গাড়ীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহাদিগকে উঠিতে কহিলেন। অর্দ্ধেক আন্দাজ উঠিয়া গায় গায় হইয়া যথন স্থানাভাবে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতে লাগিল, তখন সাহেব অবশিষ্ট-গুলাকে রুলপেটা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বাঙ্গালী বাবু কাতর স্বরে কহিলেন "সাহেব। ক'ল্লে কি ?" সাহেব তহন্তরে কহিলেন, "হ'উ ব্লিডি নিগার, গোল মৎ কবিও।"

বৰুণ চাহিয়া দেখিলেন, বুদ্ধ পিতামহ লোকের ভিড়ে কোণ-ঠাশা হইয়া

দম আটকাইয়া মারা যাইবার মত হইয়াছেন, কথা কহিতে পারিতেছেননা। তথন দেবতারা নিজ নিজ স্থান ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে স্থান করিয়া দিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! এই বিশ্ব-ব্রমাণ্ড যাঁহার স্বষ্ট, যাঁহার আদেশে রবি শশী উদয় ও অন্তে যাইতেছে, যিনি কটাক্ষে সকল করিতে পারেন, আজ রেলগাড়ীতে তাঁহার কি হর্দশা! ট্রেণে দেখ্চি ভদ্র, শৃদ্র, রাজা, প্রজা, মর, অমর, সকলেরই এক দশা!"

বন্ধা। বৰুণ। ইহাদের গাত্তে এমন তুর্গন্ধ কেন ?

বরুণ। উহারা যে বন্ধ পরিধান করে, তাহা না মরিলে পরিত্যাগ করে না; বন্ধথানি জলে ভিজিলে পাছে শীঘ্র ছিন্ন হয়, সেই আশকায় সহজে জলাভিষিক্ত হইতে দেয় না। এত যত্নেও যদি ছিন্ন হয়, তাহাতে পিরাণ সেলাই করে। তাহা ছিন্ন হইলে তালিরূপে কাঁথাতে উঠে। সেই কাঁথা ধুক্ডি সঙ্গে এনেছে। ও গন্ধ কি সহজে যায় ?

ব্রহ্ম। জামালপুর আর কত দ্র ? শীঘ্র নাম্তে পারিলে বাঁচি, গক্ষে আমার প্রাণ যায় !

ঐ কথা করেকটা তিনি এমন স্বরে বলিয়াছিলেন, শুনিলে বক্ষ বিদীর্ণ হয়। হায়! আজ আমি এই সমস্ত কথা প্রচার করিতে বিদয়াছি। এই অপরাধে না জানি লোকে আমাকে কত বাঙ্গ করিতেছেন। হয় ত আমি দেবগণের অবমাননা করিতেছি বলিয়া কত হিন্দুসস্তান আক্ষেপ করিতেছেন। কেহ কেহ আমাকে নাস্তিক মনে করিয়া আমাকে কত তিরস্কার করিতেছেন ও ধিকার দিতেছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় অগ্রে শনিদেবকে তিরস্কার ও ধিকার দেওয়া উচিত। আজি শনি যদি ভারতের এ অবস্থা না করিতেন, আজি শনি যদি আমার স্বন্ধে চাপিয়া না বসিতেন, কে দেবগণকে মর্জ্যে আসিতে দেখিতে পাইত ? আর এক কথা, বিধাতারও এ বিষয়ে কিছু দোষ আছে,—তিনি সকলের ভাগাই

লিখিয়া থাকেন। স্থতরাং নিজভাগ্যে ও ভারতভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন, স্বস্ত তাহারই অভিনয় হইতেছে; আমাদের লেখা উপলক্ষ মাত্র। দেব-গণকে স্পোদাল ট্রেণে আনিয়া প্রিক্ষেপ ঘাটে তুলিয়া তোপধ্বনি করিলে এবং কলিকাতা মহানগরী এই উপলক্ষে আলোকমালায় বিভূষিত করিলে তবে দেবগণের সন্মান করা হইত। কিন্তু আমাদের স্পোদাল কৈ ? তোপ কৈ ? দেবতাদিগের কুদৃষ্টিতে আমাদের পাথুরে বন্দুক পর্যান্ত ব্যবহার করিবার যো নাই; গৃহে ব্যান্ত প্রবেশ করিয়া ধ'রে ধ'রে থাইলেও আত্মরক্ষার জন্ত আমরা অন্তব্যবহারে অধিকারী নহি। এ-হেন দেবতা-দিগকে আমরা প্যাসেঞ্জার ট্রেণে থাড় ক্লাসে আনিব না তো কি করিব ?

ব্রহ্মা। বরুণ! আমি পূর্ব্বে এই ট্রেণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি;
কিন্তু এ কি! যদি আরোহীদিগকে এমন কষ্টভোগ করিতে হয়, তবে
প্রত্যেক কামরায় হিন্দি, বাঙ্গালা, ইংরাজীতে লেখা ও কাগজগুলো লট্টকাইয়া দিবার আবশ্রকতা কি ?

বরুণ। আপনার কথা সত্য, কিন্তু আমি এবিষয়ের জন্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষদিগের কোন দোষ দেখিতেছি না। এ সমস্ত অবিচার ষ্টেশনের কর্ত্তাদিগেরই দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

অতি প্রত্যুবে ট্রেণ জামালপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ দেখেন—শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আলো জ্বলিতেছে এবং "চং চং" শব্দে ঘণ্টা বাজিতেছে। তদ্ধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের ভভাগমন জন্ত মঙ্গল-আরতি হইতেছে ভাবিয়া আহ্লাদ করিতে লাগিলেন।

দেবতারা টিকিট দিয়া গেটের বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে একটা গোরবর্ণের ছিপ্ছিপে বালক জ্রুতপদে গিয়া ব্রহ্মার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "কন্তা জ্বেস। আমিও এসেছি।"

ব্রহ্মা। কেরে উপশ্নি। তুই এথানে কেন? তোর বাবা শনি এখন কোথায়? উপ। জেঠা মহাশর। আমি এখানে চাক্রী ক'র্বো। বাবা গবর্ণমেন্ট আফিদে কর্ম ক'র্চেন।

্রহ্মা। তুই বলিস্ কি ? এই পাহাড়ে দেশে এসেছিস্ চাক্রী ক'র্তে! কেন, স্বর্গে কি একটু কাজকর্ম জোটে না ? এর চেয়ে যে দেশে পাঁচটাকা মাইনের প্যায়দাগিরি ভাল!

উপ। বাবা ব'ল্লেন "বাঙ্গালীরা যেমন ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে চাক্রী চাক্রী ক'রে উন্মন্ত হয়েচে, চল্ তেমনি আমরা বাপ-বেটায় গিয়ে চাক্রীর বাজারে শুভদৃষ্টি দিয়ে আসিগে। আমি বুড়ো মায়ুষ, গবর্ণমেন্ট আফিসগুলি বাতীত পেরে উঠ্ব না, তুই বাবা একবার রেলওয়েতে কটাক্ষপাত ক'রে আয়, শুনেছি জামালপুরে অনেক রেলওয়ে কেরাণী আছে, তাদের বড় মুখ; বৎসরে ছইবার মাইনে বাড়ে এবং যাতায়াতের পাশ পায়। তুই সেধানে গিয়ে একবার বাজারটা গরম ক'রে দিয়ে আয়। তাহাদের স্থের পথে কন্টক ফেল্।

ব্ৰহ্মা। বৰুণ। উপ বলে কি ?

বরুণ। শনি বা কোন্ চালাক! এথানকার বড় বাবুরা তাঁর চেয়ে বেশী চালাক—তাঁকে টাঁকে শুঁজে নস্ত ক'র্তে পারেন। বাবা! রেল-ওয়ের বড় বাবুদের কাছে এসেছ দাঁত ফুটাতে?

জামালপুর

দেবগণ গেট দিয়া বাহির হইয়া ষ্টেশনের গুদামঘরে কিছু সময়ের জন্ম উপবেশন করিলেন এবং বরুণ ও নারায়ণ বাসার অমুসন্ধানে চলিলেন।

নারায়ণ ও বরুণকে বিদায় দিয়া দেবগণ বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে রেলওয়ে ওয়ার্কসপের (কারখানার) ভোমা বিকটাকার শক্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই শক্ষ শ্রবণে আমাদের পিতামহ লাফাইয়া উঠিলেন এবং দেবরান্ধকে কহিলেন, "সার্লে; ইক্স! দেখ্ছো কি ? দফা সার্লে! এত দিনে হাতে দড়ি প'ড়্লো। জানি, ও ছোঁড়া খুনে—ওর কি দিখিদিক জ্ঞান আছে ?"

ইন্দ্র। ও কিসের শব্দ ঠাকুরদা ?

ব্রহ্মা। বুঝ্তে পার্ছোনা ? ক্বফ পাঞ্চজন্ত শাঁক বাজাচেচ। এথনি পুলিসের লোক ছুটে এসে সকলকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

এই সময় বরুণও নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ঠাকুরদা। উত্তম বাসা হয়েছে, সা-ফ্রেণ্ডদের দোতালা।"

ব্রহ্মা। এ কি তোমার কুরুক্ষেত্র ?

নারা। হয়েছে কি?

ব্ৰহ্মা। তুমি কি ব'লে ইংরাজ-রাজ্যে এসে পাঞ্চজন্ত শাঁক বাজালে ? চেয়ে দেখ দেখি। রাস্তা দিয়ে কত লোক ছুট্চে। এখনি পুলিশ এসে বেঁধে নিয়ে গেলে কে আমাদের রক্ষা ক'ৰুবে ?

এই সময় দ্বিতীয়বার ভোমা বাজিয়া উঠিল। তথন পদ্মযোনি কহিলেন, "এ তা নয়।"

বরুণ। ঠাকুরদা। স্বর্গীয় বালকগণ সচরাচর করতালি দিয়া যে হেঁয়ালি বলে, তাও কি আপনি কথনও শোনেন নাই ?

ব্ৰহ্মা। কোন্ হেঁয়ালি ?

বক্ষণ। ঐ যে—

"শব্দ হইলে পরে ধ'রে রাথা দায়,
দেশী বিলাতীর পাল ঝাঁকে ঝাঁকে যায়।
কহেন কবি কালিদাস ওরে ভাই কেশেবল দেখি এমন জন্ধ আছে.কোন্ দেশে ?"

ব্ৰহ্মা। অৰ্থ হ'ল কি ?

বরুণ। অর্থাৎ ওয়ার্কসপের ভোমা। ঐ ওয়ার্কসপে দেশী ও বিলাতী উভয়প্রকার লোক কর্ম করে।

ব্ৰহ্মা। ঠিক; সে জন্ত এই জামালপুরে আছে বটে! ভাল, যথন লোকগুলো ছুটে যায়, কতকগুলো বাঙ্গালী দেথ্লাম—পাণ চিবাইতে চিবাইতে ছুটে গেল; ওরা কে?—

বরুণ। ওরা ওয়ার্কসপের কেরাণী।

নারা। এত প্রত্যুষে পাণ চিবাচ্চে কেন ?

বরুণ। আহার হয়েছে—পাণ চিবাবে না ?

নারা। এত শীতে এবং এত প্রাতে পেটে ভাত যায় ?

বরুণ। না গেলে চলে কৈ ? ওদের হর্দশার কথা ভাই ব'লো না! রাত্রি তিনটার সময় উঠে "চাপাও চাপাও" শব্দে পরিবারের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন। তার পর, হ-এক ঘটা কুপজল মাথার দিয়ে "ভাত আন, শীন্ত্র ভাত আন, বেলা হ'ল" ব'লে চীৎকার আরম্ভ করেন। গৃহিণী গরম ভাত, তরকারি এবং গরম ডালের বাটী কোলে দিয়ে যান। বাবুদের বেলা হইবার ভরে ঠাণ্ডা করিয়া থাইবার অবসর হয় না; গরম গরম মুথে দিতে থাকেন। হয় ত দিবামাত্র ছাাক ছাাক্ শব্দে জিহ্বা দয় হইতে থাকে; অমি ছাপ্লায় রকম মুথভঙ্গী ক'রে সেইগুলো কোঁৎ কোঁৎ শব্দে গিলিতে থাকেন। এদিকে গৃহিণী গরম হুধের বাটী নিকটে এনে অঞ্চলের বাতাস দিয়ে তাহা শীতল করিবার চেষ্টা পান। কোন কোন দিন এমনও হয়, বাবুর অর্দ্ধেক আন্দাজ ভোজন না হইতে ওয়ার্কসপের ভোমা বাজে। অমি কর্ত্তা ভাতের থালা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠে কহেন "প্রিয়ে! এই রইল তোমার হয়্ম, আমার ভাগ্যে খাওয়া হ'লো না।" ব'লে চোথে মুথে একট্ জল দিয়ে ও একটা কুল্কুচো ক'রে, পাণ একটা গালে কেলে দে ছট্!

ইন্দ্র । আহা ৷ ত্রধ থেয়ে না যাওয়ায় গৃহিণীর ত বড় ছঃখ হয় !

বঞ্জ। ছঃধ ব'লে ছঃধ ! মাগী সমস্ত দিনটে পথে পথে দাপাদাপি ক'রে বেড়ায়, আর লোক ডেকে বলে "আহা ! ছুধটুকু থেয়ে গেল না," "আহা ! ছধটুকু থেয়ে গেল না গা !"

ব্ৰহ্মা। এত কষ্টেও যদি বেলা হয়, তা হ'লে কি হয় ?

বরুণ। ছারের কাছে হাজিরার সময় লিথিবার জন্ম নল, নীল, গয় গবাক্ষের ন্থায় চারিজন আছেন। তাঁহারা একটু চিরকুট কাগজে বড় বাবুদের লিখে পাঠান; বড় বাবুরা এসে মুখ খিঁচাইতে আরম্ভ করেন।

ব্রহ্মা। বল, তার পর কি প্রকারে দিন যায় ?

বরুণ। কাজ কর্মা ক'র্তে যদি ভুলচুক হয়, সাংহব এসে নিগ্রহ করেন। আর যদি সে দিন কপাল পোড়ে—ত্ব এক রোজের বেতনও কাটা যায়। নিতান্তই যদি কপাল ফাটে কর্মটিতে জল দিয়া নিশ্চিস্ত হয়ে বাসায় আসেন।

ইক্র। দিনটে যদি নির্বিন্নে কেটে যার,—এসে হুধ থেতে পান ত १

বক্ষণ। তাহারও স্থিরতা নাই; হয় ত বাসায় এসে দেখেন, পরিবার কাঁচা কাঠে ফু পেড়ে পেড়ে চক্ষু লাল ক'রে ব'সে আছেন। বাবু বাসায় এসে জুতা খুলে যেমন পা ধোবার উদ্যোগ করেন, অন্নি স্থমধুর স্বরে মিঠে গলায় হয় ত বলে উঠেন "পোড়াকপালে! পা ধোবে কি? আগে বাজার থেকে গুরো কাঠ কিনে আন—নচেৎ ভাতের তলো তোমার মাথায় ভাংবো।" বাবু ভয়ে গুরো মুথে আবার জুতা পায়ে দিয়ে টিমাতে গুরো কাঠ কিস্তে যান।

নারা। আমি দেপ্চি-রাতটে ঘুমিয়ে যা স্থুথ পায়।

বরুণ। তাতেই বা স্থথ কৈ ? ঐ ভোমা বাজ্লো—ঐ ভোমা বাজ্লো ভেবে রাত্রে ঘুমের ধোরে চম্কে চম্কে উঠে।

বন্ধা। উপ! তুই এত দকালে থেয়ে, এত কষ্ট দহ্য ক'রে ভোমার চাক্রি ক্রুতে পার্বি ? এখান হইতে দেবগণ ব্যাগ হত্তে করিয়া বাদাভিম্থে চলিলেন।
যাইতে যাইতে সকলে দেখেন—প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ আন্দাজ একটি স্থান
লোহরেল দারা পরিবেষ্টন করা রহিয়াছে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি
অট্টালিকা শ্রেণী; অট্টালিকা শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে গগনস্পর্শী এক একটি
ইষ্টকনির্শ্বিত চিম্নী দিয়া অনর্গল ধুম নির্গত হইয়া স্থানটিকে অন্ধকার
করিয়া রাখিয়াছে। উপ একদৃষ্টে হাঁ করিয়া যেমন সেই দিকে চাহিতেছিল,
অয়ি পাথুরে কয়লার কুঁচো আদিয়া তাহার চক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।
সেক্তগতি ব্যাগ ফেলিয়া হস্তে চক্ষ্কু রগড়াইতে লাগিল।

নারা। বরুণ। এ স্থানটা কি ?

বরুণ। রেলওরে ওয়ার্কসপ। এই ওয়ার্কসপে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেছে। ওয়ার্কসপের মধ্যে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য কল চলিতেছে।

নারা। ওয়ার্কদপ দেখিতে পাওয়া যায় না ?

বক্লণ। যায়; আমি একদিন সকলকে লইয়া গিয়া দেখাইয়া আনিব। ক্রমে সকলে যাইয়া সা-ফ্রেণ্ড কোম্পানীর দোকানের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবগণ দেখেন—দোকানঘরে বিসিয়া কতকগুলি সাহেব "ফ্টাস্ফটাস্" শব্দে বোতলের কর্ক খুলিয়া লেমনেড পান করিতেছেন। পথে রামচন্দ্র বিস্থাবাগীশ বিস্কৃটের বাক্স হাতে করিয়া উমেশ কেরাণীর সহিত গল্প করিতেছেন এবং কহিতেছেন—তাঁহার মুথে কোন দ্রবাদি ভাল না লাগায় রেলওয়ে ডাক্তারেরা বিলাতী বিস্কৃট ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

উপবীতধারী বিষ্ণাবাগীশ হিন্দুসমাজে থাকিরা অথাত ভোজনেও সমাজমধ্যে স্থান পাইতেছেন দেখিরা দেবগণ অবাক্ হইলেন! তথন ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! এ কি! শিক্ষিত-সম্প্রদারের বিশেষতঃ বিভাবাগীশ ও স্তার্বত্ব প্রভৃতির যথন এই কাজ, তথন না জানি আমার অশিক্ষিত হিন্দুসম্ভানেরা কি না করিতেছে ! আমি দেখিতেছি, আমার স্ঠেট রাথিবার আর আবশ্বকতা নাই। চল—স্বর্গে গিরা ইহার প্রতিবিধান করি।"

ইন্দ্র। এ দোকান কাহার 🕈

বঙ্গণ। কলিকাতার প্রসিদ্ধ গৌরমোহন সা নামক এক ব্যক্তির। গৌরমোহন সার নিজ কলিকাতায় এবং অক্সান্ত স্থানে অনেকগুলি দোকান আছে। জামালপুরে এই দোকানটী ভিন্ন তাঁহার কতকগুলি ভাড়াটে বাটী আছে। তন্মধ্যে একটী বাটীর দোতালা আমরা বাসের ক্ষক্ত ভাড়া ক'রেছি।

নারা। দোকানঘরের পশ্চিমদিকের ও ঘরটা কি ? আর উহার ভিতরে ওপ্রকার শব্দ হইতেছে কেন ?

বরুণ। ঐ গৃহে পবিত্র দীতাকুণ্ডের জলে শ্বেতশাক্র-বিরাজিত চাচাদের দারা কলে লেমনেড ও সোডাওরাটার প্রস্তুত হইতেছে।

ব্রহ্ম। খার কারা?

वक्न। हेश्त्राक, वाक्रामी--- (य भाव मिहे शाव।

🕟 উপ। বরুণ কাকা ! আমি থাব।

্রক্ষা। চুপ ! নচহার, পাজি । বরুণ ! লেমনেডের **গুণ** কি এবং মূল্য কত ?

বঙ্গণ। গুণ—শরীর শীতল করে। বাঙ্গালী বাবুরা আচার ব্যবহার— সকল রকমেই ইংরাজের নকল করেন। ইসপ্গুল—মিছরির পানা— বাতাসার জল—এ সবের আর কেহ নাম করে না। ছ-আনা চার আনা দিয়ে—ঐ সব সেচ্ছের জলগুলো থায়।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ ! আমার বাঙ্গালীদের সম্বরেই পতন হবে। ইহারা বেরূপ বিলাসপ্রিয় হইয়াছে, তাহাতে আমি নিশ্চর বলিতেছি, সম্বরেই ইহাদের পতন হইবে। নচেৎ এক পরসার ভাব পাঁকে পুঁতিরা রেখে থেরে ধাত ঠাঙা করিবার যে পদ্ধতি আছে, তৎপরিবর্দ্ধে গু' আনা চার স্মানা বারে যাবনিক জলপানে অপ্রসর হইবে কেন ? আমি শেখিতেছি, আমার বাঙ্গালীদিগের সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন ঘটরাছে। তারা নাগরা জ্বতা পরিত্যাগ ক'রে বুট, দেশী ধূতি পরিত্যাগ ক'রে বিলাতী, এবং বালাপোসের পরিবর্ত্তে শাল জামিরার গায়ে দিতে শিখেছে। যে জাতি অর আরে এত বাবু হয়, তাদের যে শীঘ্র পতন হবে, তা কি তুমি স্বীকার কর না ? অতীত কালের পরিচ্ছদাদি অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের পরিচ্ছদ শুলিতে স্বর্ম বারু সাজাইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু ভাই কদিন যায় ? অতএব ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তৎসমুদয় যদি সাজ পোষাকে পর্যাবসিত হয়, ভবিষ্কৃতের জন্ত সঞ্চয় থাকে কি ?

বৰুণ। উহারা বলে, ঘরে থাই না থাই, তা ত কেছ দেখুতে যাচেচ না। কিন্তু সাজ্ব পোষাকটা সকলেই দেখে থাকে।

नाता। উৎসন্ন याक् !

বঙ্গণ। দেখুন পিতামহ! হিসাবী লোক ইংরাজেরা। বাহাদের রাজ বাকে, তাহাদের ঐকপই হয়। ব'ল্বো কি,—কি রাজা, কি ভিক্ক—সকলেরই পোষাক একরূপ। পোষাকদৃষ্টে কে রাজা, কে চামার—কাহার সাধ্য চিনে লয়! আবার মাগী গুলোও তেমি, কতকগুলো কাকের পালক, বকের পালক মাজায় গুঁজে দিব্য হেসে খেলে বেড়াচে। আর জামাদের এঁদের দেখ্বেন একটু, পরেই ১৫১ টাকা বেতনের কেরাণীরা দিব্য চ্যেন ঝুলিয়ে কেরাণীগিরি ক'র্তে যাবে। তাঁদের পরিবারদেরও প্রতি বৎসর ১০)১৫ ভরি গয়নার রায়না আছে।

এই সময়ে আট্টায়-আফিসে-যাওয়া কেরাণীবাবুরা পঙ্গপালের মত রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবতারা এক পার্শ্বে সরিয়া গাঁড়াইলেন এবং নারায়ণ কহিলেন "উঃ বাবা। এ যে পাল্কে পাল্ রে!!

ব্রহ্মা। বরুণ । এই পর্বতের মধ্যে জামালপুর। এখানে সন্ধান পেয়ে এত বাঙ্গালী কোথা হ'তে জুটিল ?

বৰুণ। আৰু, আৰুকাল প্ৰায় সকল বাদালীরই লক্ষ্য এক চাক্রী।

ব্রাহ্মণ বেদপাঠ ছেড়ে, বৈশ্ব চিকিৎসা-ব্যবসা ছেড়ে, কুম্ভকার ও স্বর্ণকার হাঁড়িপেটা ও গহনা গড়া ছেড়ে,নাপিত ও মংশুজীবী ক্ষুর বুলান ও ক্ষ্যাপলা ফেলা ছেড়ে, ধোপা কাপড় কাচা ছেড়ে এই চাকরীর জন্ম লালায়িত। অত-এব উহারা চাক্রির গন্ধে যে জামালপুরে আদিবে,তাহা আর আশ্রুর্যা কি ?

ব্রহ্মা। দেখ বঙ্কণ ! আমার বাঙ্গালীদিগের এই আর একটা অবনতির কারণ। সকলে নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করায় দেশে স্বাধীন ব্যবসায়ের লোপ হইতেছে। অপর দিকে, রাজাও সকলকে যে মনের মত চাক্রী দিতে পারিতেছেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু তুমি দেখিবে, এমন এক সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে লোকে সামান্ত চাক্রীর জন্ত "হায়! হায়!" করিয়া বেড়াইবে এবং হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যের জন্ত অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে। রাজার মনোযোগ ভিন্ন এ বিষয়ের উপান্নান্তর নাই। যাহা হউক, আমি ছংখিত হইলাম যে আমার বাঙ্গালীরা পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাপ্রে উন্নতি লাভ করিন্নাও নিজের এবং দেশের কিন্তে হিত হয়, তা বুঝিতেছে না।

নারা। আমার বোধ হয় বড়বাবুরা মনে ক'র্লে এ বিষয়ের অনেক স্থবিধা ক'র্তে পারেন। বরুণ। আটার বাবুদের বড়বাবু আছে ?

বরুণ। আছে।

নারা। তাঁরা কেমন १

বঙ্গণ। এক ভন্ম আর ছাই—দোষগুণ কব কার।

নারা। বল না কেন, তাঁরা কেমন?

বঙ্গণ। পরে হবে। দাঁড়াও ভাই, আগে জামালপুর হ'তে পালাই। জানি কি, ব'লে কি শেষে গোহাড় পাট্থেল থেয়ে মর্বো!

দেবগণ সিঁ ড়ি ভাঙ্গিয়া দোতালায় গিয়া উঠিলেন এবং ছাদ হইতে জামালপুরের পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়া আনন্দামূভব করিতে লাগিলেন। উপ কাশ পাতিয়া ওয়ার্কসপের "ঝমাঝম" লোহা পিটান শব্দ শুনিতে লাগিল।

তাঁহারা সেদিন আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লওয়ার পর জামালপুর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং সন্ধার কিছু পুর্বেষ্কে সাহেব-পাড়ার মধ্যে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন—স্থানটী যেন অমরাবতী। প্রত্যেক সাহেব রেলওম্বেপ্রদত্ত এক একটী বাডীতে বাসা পাইয়াছেন, এবং মনের সাধে গৃহগুলি স্থসজ্জিত করিয়া মেমের সহিত যুগলবেশে উপবেশন করিয়া হাস্ত-পরিহাস করিতেছেন। মেমসাহেব কহিতেছেন "দেখ ডিয়ার টম, তোমার হাতে প'ড়ে যে টানাপাখার বাতাস থাব, টমটম হাঁকাব, এ আশা আমি একদিনও করি নাই। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, আয়াগিরি ক'রেই জীবন যাবে।" সাহেব বলিতেছেন "মাইডিয়ার মেরি, পেরিক্লিডের হাতে প'ড়লে তোমার দশা কি হইত গ দে ত তোমাকে প্রায় হাত ক'রেছিল, তোমাদের উভয়ে যথেষ্ট "লভ"ও হইয়াছিল। কিন্তু তোমার ভাগ্য ভাল যে, আমার হাতে পড়িয়াছ। পেরিক্লিড এক্ষণে দেলারের কার্য্য করিতেছে।" কোন গৃহে দেবগণ দেখেন, সাহেব বিবিতে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। সাহেব একখানি সংবাদ-পত্র স্থম্পে ফেলে ব'লচেন "এই লাইনটে সোজা হয় নাই।" মেম কহিতেছেন "ঠিক সোজা হইয়াছে, বল ত আমি রুল ধ'রে দেখায়ে দিতে পারি।" কোন গ্রহে সাহেব হঃথ করিয়া মেমকে বলিতেছেন "এখানে ভাই, তোমাদেরই স্থুখ: আমাদের হু:খের কথা কি ব'লবো-সমস্ত দিন ওয়ার্কসপের হাতৃড়ি পিটে গাত্তে এমি বেদনা হয় যে. "রাত্তে পাশ ফিরে শুতে পারিনে।" মেম বলিতেছেন "আহা। মরে যাই, আগে এ কথা বল নাই কেন, আমি শুকরের চর্ব্বি দিয়া মালিস ক'রে দিতাম।" কোন গ্ৰহে মেম কৌতৃকচ্ছলে সাহেবকে বলিতেছেন "দেখ নাথ। আজ যখন তুমি কারখানা থেকে কালি-ঝুলি মেখে বাসায় এলে, আমি দেখে বড় ভয় পেয়েছিলাম। আমার লিটিল উড় তোমাকে ঘোষ্ট (Ghost) ভেবে মূচ্ছা যাবার মত হইয়াছিল। তোমার পারে পড়ি, এখন হ'তে তুমি রেলওরে ট্যাঙ্কে মুখ ধুরে তবে ঘরে একো।"

ইব্র । বহুণ ! এরা কারা ?

বঙ্গ। এরা ফিরিঙ্গী।

ইন্দ্র। ইংরাজপটিতে ফিরিঙ্গীর বাস ?

বঙ্গণ। রাজপুরুষেরা ফিরিঙ্গীদিগকে বড় ভালবাসেন। বলেন আমাদের ষারাই ত ওরা; কিন্তু ভাল ভাল সাহেবেরা ফিরিঙ্গীদের বড় ম্বণা করেন।

নারা। সাহেবপাড়ায় চল না ?

বঙ্গণ। ওদিকে বড় কুকুরের ভয়, আর একদিন নিয়ে যাব।

উপ। ঠাকুর কাকা। আমি একটা বিলাতী কুকুরের বাচ্ছা নেব।

नावा। जाहे इरव।

এখান হইতে একস্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন—একটা বাবু নিজ পুত্রকে ধমকাইয়া কহিতেছেন "যানা, ভাত খেগেনা, কে আবার তোর জন্তে প্রদাপ জেলে ব'সে থাক্বে।" বালক বলিতেছে "আজ আমায় একটু পড়বার তেল দিতে হবে। সন্ধার সময় শুলে, পড়া হর না—মাষ্টার বকে।" পিতা কহিতেছেন "পড়া হয় না তোর দোষে। তোকে আমি প্রত্যহ বলি—ভাত খেয়ে কেতাব হাতে ক'রে পড়া ব'লে নেবার ছলে কাহারো প্রদীপের আলোয়, কি ষ্টেশনের আলোয় প'ড়ে আস্বি, তা ভুই শুন্বিনে আমি কি ক'র্বো। দেখ, ডুবাল রান্তার আলোয় প'ড়ে বড় লোক হয়েছিল।

बन्धा। वन्ना । ७ व'न्ट कि ?

বক্ষণ। লোকটা অত্যস্ত ক্নপণ, তাই কি উপারে এক ছটাক তেল বাঁচাবে, তারই যোগাড় দেখচে। *

জামালপুরে বোধ হর বিশ্বয় কুপন আছে। ইহারা কাশ-মাকেও থেতে বের বা

এথান হইতে দেবগণ বাসায় গিয়া পদ প্রকালন করিয়া উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় একটী বাঙ্গালী বাবু যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বক্লণ তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন এবং কহিলেন "আপনার কি এথানে থাকা হয় ? মহাশয়ের নাম ?"

বাঙ্গালী। আমি এখানে অনেকদিন আছি, ট্রাফিক আফিসে কর্ম করি; আমার বাসা ঐ সা-ফ্রেপ্তদের দোকানের দক্ষিণ দিকের গলির মধ্যে। নাম শ্রীকাশীনাথ ঘোষাল। মহাশরেরা নৃতন এসেছেন শুনে আলাপ ক'র্তে এলাম; হরেছে কি জানেন—এখানকার হতচ্ছাড়াদের সঙ্গে কথা ক'রে স্থুখ হয় না। কেবল কোম্পানীর কাগজ, সেভিং ব্যাঙ্ক ও বেতন বৃদ্ধির কথা নিয়েই আছে, এবং বড়বাব্দের ল্যাজে তেল দিচেচ। আর কতকগুলো অভাগা মিলে একটা থিয়েটারের আড্ডা ক'রেছে—সেধানে কেবল মদ গাঁঝা আর হৈ হৈ। আপনাদের নিবাস ?

বরুণ। আম'দের নিবাস অমরপুর।

কাশী। অমরপুর অনেক আছে। এ অমরপুর কোথায় মহাশর ?

বরুণ। হরিশ্বারের অনতিদূরে।

কাশী। সেধানকার ভাষা কি মহাশয় ? বোধ হয় বাঙ্গালা; কারণ, আপনারা বড় স্থানর বাঙ্গালা বলিতেছেন।

ব**রুণ। সে স্থানের ভাষা সংস্কৃত। তথাকার আবাল**র্দ্ধবনিতা সকলেই সেই ভাষাতে কথা কয়।

কাশী। হবে বৈ কি। কেবল বাঙ্গালাতেই সংস্কৃত ভাষার লোপ হয়েছে। দিকে দিকে অন্তাপি ঐ ভাষার বেশ সমাদর আছে। শুনা যার, আমেরিকা প্রাভৃতি স্থানে আজ কা'ল সংস্কৃত ভাষার বড় আদর। অমরপুর স্থানটা কেমন মহাশর ?

বরুণ। অতি স্থকর স্থান।

কাশী। তবু কি রকম ? সেখানে কি গবর্ণমেন্ট এমন আলো দের ?

বরুণ। সেখানে গবর্ণমেন্ট যে কি, তাহা কেহ জানে না, এবং গবর্ণ-মেন্টের আলো দিবারও আবশুকতা হয় না। কারণ, চক্দ্র স্থা সে দিক্ হ'তে উদয় হন; স্মৃতরাং রাত্রি দিন সমান আলো থাকে। আমরা কথন দিন রাত্রি স্বতন্ত্র বলিয়া অমুভধ করিতে পারি না এবং স্থানটির এমনি জলের গুণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণারও উদ্রেক হয় না।

কাশী। আহা ! চমৎকার স্থান ত ! ভাল মহাশয়, সেথানে রোগ শোক কেমন ?

বরুণ। তথার রোগ যে কি, তাহা কেহ জানে না এবং অকালমৃত্যু না থাকার লোকে শোকও তাদৃশ অনুভব করিতে পারে না। তথার নিরানন্দ নাই, সকলেই আনন্দে ভাসিতেছে। তথার বৈধব্যযন্ত্রণা নাই, স্ত্রীলোকেরা আজীবন পতিসহ স্থভোগ করিতেছে। তথাকার লোককে পুত্র-কলত্রের বিরহ—যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, এবং ক্রন্দনশস্কের যে কি অর্থ, তাহাও কেহ জানে না।

কাশী। আহা, বড় চমৎকার স্থান ! বড় চমৎকার স্থান ! ! যাইবার রাস্তা ঘাট কেমন ?

বরুণ। ঐ একটু অস্থবিধা। রাস্তাবড় সহজ কিংবা স্থগম নহে; পথে অনেক ভয় আছে। ঐ পথে যাইতে হইলে পথিকের পদে পদে কণ্টক বিদ্ধ হয়। তদ্ভিন্ন পথে অনেক প্রলোভনের দ্রব্য থাকার লোভী ব্যক্তিরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

বরুণ। তথাকার লোকের শুণ বর্ণনাতীত। তথায় হিংসা, দ্বেম, পরঞী-কাতরতা নাই। সকলেই পরস্পর ভাতৃভাবে বাস করে এবং একজনের কোন বিপদ ঘটলে দেশস্থ সমস্ত লোকে প্রাণ দিয়া তাহার প্রত্যুপকার করিয়া থাকে। সেথানে দলাদলি কি মারামারি প্রয়োজন হয় না। কানী। দেখানে দেখচি একতা খুব আছে। ভাল, দেখানকার লোকে কি জাতিবিচার করে মহাশয় ?

বরুণ। সেথানে বিজাতীয়ের প্রবেশধিকার নাই। স্থতরাং সকলেই একজাতি। একতাই সে স্থানের স্থথের মূলীভূত কারণ।

কাশী। দেখানে চাকরীর অবস্থা কিরূপ ?

বরুণ। দেখানকার অভিধানে চাকর শব্দের উল্লেখ নাই। লোকের আবিশ্যক মত সমস্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলিয়া লোকের চাকরী করিবার প্রয়োজন হয় না।

কাশী। দেখানে কি মহাশয়, হিংস্রক পশুর কোন উপদ্রব আছে ?

বরুণ। সেথানে যাইবার রাস্তান্ধ আছে, স্থানটীতে নাই। অমরপুরে ব্যাঘ্র এবং হরিণ, সর্প ও মুষিক সকলেই স্থাভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

কাশী। আপনারা জাতিতে কি মহাশয় ?

বরুণ। কেন গু

কাশী। রাঘব মল্লিক উপকে দেখে মেয়ে দিবার জক্ত পাগল হয়েছেন। নারা। রাঘব বাবু কি তত দূরে মেয়ে পাঠাবেন ?

কাশী। তিনি বলেন—দূর অদূর বৃঝি না। কোনক্সপে মেয়েটাকে পাত্রস্থ ক'রে জাতিরক্ষা ক'র্তে পার্লেই বাঁচি। হয়েছে কি জানেন মহাশয়! রাঘব বাবু অতি সজ্জন, জাতিতে বৈছা, ২৫১ টাকা বেতন পান, মেয়ে পাঁচটি। আজ কা'ল আপনারা শুনে থাকিবেন, বৈছেরা সোণার বেণের উপর টেকা দিয়েছে। তারা এত দামে ছেলে বেচে যে, রাঘববাবুর মত সামান্ত লোকের কিনিবার সঙ্গতি নাই। কিছু তাঁহার কল্পার বয়স হয়েছে, বিবাহ না দিয়াই বা কি ক'রে নিশ্চিম্ভ থাকেন! স্কুতরাং প্রতিজ্ঞা ক'রেচেন, একটী পাত্র পেলেই কল্পা দান ক'র্বেন, দূর অদূর মানিবেন না।

বঙ্গণ। এথানে এত বৈশ্ব আছেন, রাঘব বাবু একটা পাত্র জোটাতে পার্বেন না ? কাশী। বিবাহের বাজার আজ কা'ল ভন্নানক গরম। শুন্বেন তবে—রাঘব বাব্র জেঠা এখানে ভাল কাজ কর্ম ক'র্তেন। তিনি রাম-গোপাল শুপু নামে একটা জংলাকে জলল থেকে ধ'রে এনে হাত ধ'রে "ক" "ধ" লিখ্তে শিথিয়ে চাকরী ক'রে দেন। এক্ষণে রামগোপাল বেশ দশ টাকা সংস্থান ক'রেচে এবং একটা অকাল-কুয়াশু ছেলেরও জন্ম দিয়েছে। রাঘব বাবু কল্পাদায়গ্রস্ত হয়ে মনে মনে দ্বির ক'র্লেন, এই সময় রামগোপালকে ধ'র্লে সে ক্তক্ততাস্বরূপ কুয়াশুটী আমাকে প্রদানক'র্তে পারে এবং আমার জাতি মান বজায় থাকে। এই ভেবে রাঘব বাবু রামগোপালের নিকট গিয়ে তাহার পা ছখানি ধ'রে ভেউ ভেউ ক'রে কাল্তে কাল্তে ব'ল্লে "রামগোপাল। ভাই রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার জাতি যায়।" রামগোপালের তাহাতে ছংখ হওয়া দ্রে থাক, বরং হাস্তে হাস্তে ব'ল্লে "রাঘব। তুই কি পাগল হয়েচিস্, তাই আমার কাছে ছেলে চাচ্চিস্—জানিস ঐ ছেলে আমি পাঁচ হাজার টাকায় বেচ্বো।"

ব্রহ্মা। উ: । কি সর্ব্ধনাশ। ছেলে বিক্রী !—তাহাও আরম্ভ হয়েছে ? বরুণ চল, দেশে পালাই চল !!

কাণী। মহাশয়! সস্তান বিক্রের করা কি মহাপাপ १

বন্ধা। আমাদের অমরপুরের একথানি ধর্মপুস্তকে বলে—যে সস্তান বিক্রেয় করে, তাহার পূর্ব্বর্ত্তী পরবর্তী অষ্টাদশ পুরুষ নরকস্থ হয়: এবং যে দেশে এই ঘটনা ঘটে, তথাকার লোকের ঘাদশ পুরুষ, এবং যে এ কথা বলে ও যে ব্যক্তি প্রবণ করে, তাহার ছর্মপুরুষ নরকস্থ হয়।

কালী। আমি মহাশর ! না জানাতে মহাপাপে লিপ্ত হ'লাম, এক্ষণে কোন প্রায়শিস্ত থাকে ত আজা করুন।

নারা। প্রায়শ্চিত্ত আছে—শনি কি মকলবারে প্রাতে উঠেই বাসিমুখে ছেলেকো দোকানদারের নিকট বেতে হবে, এবং তাহার অক্তাতদারে ক্রতগতি পা থেকে জুতা খুলে তাহার পূঠে বিংশতিবার সজোরে স্পর্শ করিয়ে, এক দমে বাটীতে ছুটে আস্তে হ'বে।

কাশী। যে আজে, এ ত সহজ ! আমি খুব ভোর থাক্তেই মুখে চাদর বেঁধে যাব। কি জানি—চিন্তে পারে।

এই সময় নীচের বাসার লোকেরা "ব্যোম" "ব্যোম" শব্দ করিয়া করতালি দিতে আরম্ভ করিল।

নারা। ও কি ?

কাশী। নীচের বাবুরা তাস খেল্ছেন, তাই হার জিত হওয়ায় কৌতুক হ'চেচ।

"তাসথেলা কিরূপ দেখতে হবে" বলিয়া নারায়ণ ছুটে নীচে গেলেন। "ঠাকুর কাকা! দাড়াও আমিও দেখুবো" বলিয়া উপ তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইল।

ইন্দ্র। নীচের ওরা কারা ?

কাশী। ও একটা মেবের বাসা।

ইব্র । কি ব'লেন, মেষের বাসা ?

কাশী। আজে, মেষের বাসা। অর্থাৎ এথানকার অধিকাংশ কেরাণীই অল্প বেতন পান। পরিবার সঙ্গে থাক্লে থরচ কুলায় না; স্থতরাং ১০।১৫ জন একত্র হয়ে হাপু হোটেল গোচ খুলে আছেন।

ইব্র । মেষের বাসায় আহারাদি কিরূপ হয় ?

কাশী। খাওরা—এ কথার বলে "বাসাড়ে খাওরা"; কচু ঘেঁচু দিরে একটা ঘোঁকার তরকারী, কুঁচোকাঁচা মাছ দিরে একটা অমৃত-রস, একটা ডা'ল ও একটা অম্বল সচরাচর হরে থাকে। তদ্ভির বাবুদের নিতাস্ত অকটি হবার উপক্রম হ'লে কোন কোন মাসে হ'লো পাঁটাটা আশটাও জবাই ক'রে থান।

ইক। হিঁত্র ছেলে জবাই ক'রে খার ?

কাশী। প্রকৃত জবাই নয়, তবে একরপ জবাই বটে। হয়েচে কি জানেন—দেবতাকে উদ্দেশ ক'রে বলি দিতে হ'লে পুরোহিতের দক্ষিণা নৈবেল্প ইত্যাদির থরচ আছে; তদ্ভিন্ন কামারে মুড়িটে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করে; স্থতরাং এই সকল কারণে উত্তাক্ত বিরক্ত হয়ে পাঁটাটাকে অন্ধকারে ছাই গাদায় ফেলে ত্রিশ কোপে বৃত্তিশ কোপে হত্যা ক'রে আহার করা হয়।

ব্রহ্মা। উঃ! কি পাষগু!! একটী জীবকে এই প্রকারে হত্যা করিতে কি মায়াও হয় না ? এ অথাত ভোজন অপেক্ষা ত অন্ত উপায়ে রসনাকে পরিতৃপ্ত করা যেতে পারে ? এ অপেক্ষা ত কসাইথানা হ'তে মাংস থরিদ ক'রে থেলেও অল্প পাপ হয়।

ইন্দ্র। এথানে কতগুলি মেষ আছে ? প্রত্যেক মেষেই কি এইপ্রকার আমোদ চলিতেছে ?

কাশী। এথানকার অধিকাংশই প্রায় মেষ। সকল মেষে একপ্রকার আমোদ চলিতেছে না। কোন বাসার বাবুরা অনবরত দাবা-বোড়ে চেলে অন্তকে মাত ক'রে নিজেই মাত হ'চ্চেন। কোন বাসার অষ্ট প্রহরই ছই, চার, ছক্কা শব্দে পাশা চ'ল্ছে, এবং বিস্তি, ফেরাই শব্দে তাসের পটাপট শব্দ হ'চেচ। কোন কোন বাসার বাবুরা ব'সে এক মনে সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদি পাঠ ক'র্ছেন। কোন বাসার অব্রা আহারাস্তে পাচক বাহ্মণ সহ বারবিলাসিনী-ভবনে মন্তপানে মাতোয়ারা হয়ে আমোদ প্রমোদে উন্মন্ত আছেন। এদিকে ভ্ত্য বাসা হ'তে চাল ডাল অপহরণ করিতেছে, কুকুর শৃগালে হাঁড়ি হ'তে ভাজা মাছ থেয়ে যাচেছ। কোন বাসার কবার নিজেকে একজন সঙ্গীতক্ত স্থির ক'রে থাটিয়ার উপর চিত হয়ে ভ্রেম গান ধ'রেছেন—"মরিরে, ভারতী ছঃথিনী।" কোন বাসার কোন বাবু এয়ারদের কাছে গল্প ক'বৃছেন "এবার থিয়েটারে হয়ুমান্ সেজে লক্ষা

ডিঙ্গান দেখ্য়ে বড় বাবুকে সম্ভষ্ট ক'রে বেতন বৃদ্ধি ক'রে নেবেন।" কোন বাসায় সমস্ত রাত্রি প্রদীপের আলোতে ব'দে বাবুরা "মাছ কাথুর" শব্দ ক'রছেন। আমি মহাশয় এক্ষণে প্রস্থান করি।"

ইক্র। আমরা যে কয়েক দিন জামালপুরে থাকি, অনুগ্রহ ক'রে এক একবার আস্বেন।

কাশী বাবুর প্রস্থান করার অব্যবহিত পরেই নারায়ণ ও উপ নীচে হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তথন দেবগণ শল্পন করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। বিষয়—বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীদিগের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই গল্পে তাঁহাদের অধিক রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর সকলেই নিদ্রোভিত্ত হইলেন। প্রাতে নারায়ণ বাতীত সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিল, কিছু অতাস্ত শীত প্রযুক্ত কেহ আর লেপের বাহির হইলেন না। শয়ন করিয়াই গল্প করিতে লাগিলেন। ইক্র কহিলেন "পিতামহ! আমরা দেবতা, আমাদের কি এত সামান্তরেশে কলিকাতা দর্শনে যাওয়া ভাল হ'চেচ প্রথমার বিবেচনায় কিছু জাঁকজমকের সহিত যাইলেই ভাল হইত।"

ব্রহ্মা। আবশুক কি ? আমরা গোপনে কলিকাতা দর্শনে যাত্রা ক'র্ছি, জাঁকজমকের সহিত যা'বার কোন আবশুক করে না। বিশেষ — আমরা যে মর্ত্তো এসেছি, ইহা সকলকে জানান উচিত হয় না।

এই সময় ওয়ার্কসপের ভোমা বাজিয়ে উঠায় নারায়ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি রাগভরে কত কি বলিলেন এবং বকিতে বকিতে আবার নিদ্রাভিত্ত হইলেন। তথন দ্বিতীয়বার আবার ভোমা বাজিয়া উঠিল। পুনরায় নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত চটিয়া গাত্রের লেপ দ্বে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন 'আমি অভই জামালপুর পরিত্যাগ করিব। বাপ! এমন স্থানেও ভদ্রলোকে থাকে, ঘুমোবার যো নাই। আমি কপালক্রমে নিজ চক্ষে দেখেই ভোমার সন্ধিকটে বাসা স্থির ক'রে. অভায় ক'রেছি। বঙ্গণ! উপরি-উপরি ছবার বাজায় কেন ?"

বৰুণ। একটায় জানাগ্ৰ—সময় হয়েচে,—এস। বিতীয়টায় ব'লে— "আর বিলম্ব হ'লে ঘরে নেব না।"

নারা। বেতন দিয়ে যেন কিনে রেখেছে !

মুখ হাত ধৌত করিয়া দেবগণ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং কিছু
দূরে যাইয়া রেলওয়ে হাঁসপাতালের নিকট উপস্থিত হইলে বঙ্কণ কহিলেন
"দেবরাজ! সম্মুখে দেখ—রেলওয়ে দাতবা চিকিৎসালয়। পুর্বের এখান
হ'তে কেরাণীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করা হইত। কিছ
উহারা প্রতিক্রেপে দেশে গিয়া নৃতন নৃতন রোগ নিয়ে আসায় কোম্পানি
বিরক্ত হয়ে ঔষধ বিতরণ এককালে রহিত ক'রেছেন।"

ইন্ত্র। হাঁসপাতালের ভিতরটা কি প্রকার 🤊

বৃদ্ধণ। ভিতরে প্রবেশ ক'র্তে ভয় করে। বাংগথেগা, সাংপথেগা মৃতদেহ সকল সচরাচর আমদানা হওয়ায় প্রবেশ মাত্রে বোধ হয় যেন ৫।৬ টা ভূত ঘুরে ঘুরে বেড়াচেচ।

डेन। वक्न काका! प्रभी ना विनाजी ?

বক্লণ। দেখ দেখি, এমন ছেলে মামুষকেও চাকরা ক'র্তে পাঠার পূ ভুত আবার দেশী না বিশাতা!

উপ। माहाई वक्षण काका। वन ना ?

বরুণ। ভাল বালাই। ওরে—দেশী বিলাতা হইরকম ভূতই আছে।

डेश। व्यामि (मथ्रवा ?

वक्रव। कि प्रथिव ?

উপ। দেশী ভূত ?

ব্ৰহ্মা। ব'ল্তে নাই; পীড়া না হ'লে কি ভূত দেখে 📍

কিছু দূর গিয়া বঙ্গণ কহিলেন "দেখুন পিতামহ! সম্মুথের ঐ বাড়াটা মেকানিক ইনষ্টিটিউট। ঐ গৃহে রেলওয়ে সাহেবদিগের নৃত্যগীত হয়। এইটীই রেলওফে স্তকালয়।" ইক্স। এ একটা রেলওয়ে কেরাণীদিগের মহৎ স্থা। তাহারা নানা-ক্ষপ পৃস্তকাদি পাঠ ক'র্তে পার।

বৰুণ। বাঙ্গালী কেরাণীদিগকে পুস্তকাদি পাঠ ক'র্তে দেওয়া হয় না। তাহারা ময়লা হাতে পুস্তকশুলিকে ময়লা ক'রে ফেলে ব'লে পুস্তক দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে।

ক্রমে দেবতারা সাহেবপাড়া দেখিতে দেখিতে একবারে হরিসভা-গৃহে

যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন "পিতামহ। এই জামালপুর

হরিসভা। এই গৃহে প্রত্যেক শনিবার ও রবিবার হরির উপাসনা, ভাগবত
পাঠ, স্থোত্র এবং হরিসংকীর্ত্তন হ'য়ে থাকে।

বন্ধা। কলির যেটা প্রধান অঙ্গ, তা দেখ্চি হ'রেছে অর্থাৎ কলিকালে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে হরিমণ্ডপ প্রতিষ্ঠা হবে এবং লোকে
দিনান্তে একবার মাত্র "হরেক্লঞ্চ হরেরাম" এই করেকটা কথা উচ্চারণ
করিলেই সর্বাপাপ হ'তে মুক্ত হবে। পূর্বাকার মুনি ঋষিরা শত বৎসর
তপস্তা ক'রে যে ফল প্রাপ্ত না হ'তেন, কলির মন্থারো একবারমাত্র
হরিনাম ও হরিসংকীর্ত্তন ক'রে সেই ফল প্রাপ্ত হবেন।

তিপঃ পরং ক্বতবুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমূচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুচুর্নাম চৈকং কলৌ যুগে॥"

এখান হইতে দেবগণ ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বঙ্গণ কহিলেন "এই ময়দানে প্রতি বৎসর নববর্ষ উপলক্ষে সাহেবদিগের আনেক আমোদপ্রমোদ হয়ে থাকে। সেই সময়ে ঘৌড়দৌড় হয় ব'লে ঐ দেখুন কাঠের রেলিং অস্তাপি বর্জমান রহিয়াছে। ঐ য়ে সম্মুথে পাহাড় দেখিতেছেন, উহার উপর তেঁতুল-তলায় পাহাড়ে কালী আছেন। তিনিই জামালপুরের একমাত্র গ্রাম্য দেবতা। পাহাড়ে কালীর সিরকটে পর্বতগাত্রে একটি শুহা আছে। তাহাকে লোকে মুনিকোটর কহে। অনেকের সংস্কার আছে—এ কোটরে বসিয়া কোন সময়ে কোন মুনি তপস্তা করিতেন।

এথান হইতে দেবতারা বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন "বরুণ। সম্মুখে দেখা যাচেচ ওটা কি ?"

वक्रन । देश्वाक्रमिरशत ज्ञानम् । उदात नाम ठाई ।

ইক্স। ওদিকে দেখা যাচেচ ওটা কি ?

বৰুণ। উহাও একটা চৰ্চে।

নারা। কতগুলো চর্চ ?

বরুণ। ছইটা। একটা রোমান-ক্যাথলিক, অপরটা প্রেটেষ্টান্ট অর্থাৎ আমাদের যেমন শাক্ত ও বৈষ্ণব, উহাদেরও তেমনি দল আছে।

ইহার পর সকলে বাসার গিয়া আহারাদি করিলেন। যথন তাঁহারা আহারান্তে থড়ুকে থাইতেছেন, তথন শ্রমজীবীদিগের স্ত্রীলোকেরা স্বামী ও পুত্রকে আহার করাইবার জন্ম গামছায় ভাত বাঁধিয়া জলের ঘটা হস্তে রাস্তা দিয়া ছুটোছুটি করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের মস্তকের অর্দ্ধেক আন্দাজ সিন্দুর লেপা, সর্ব্বাক্তে উন্ধি, সমস্ত হাতে চুড়ি, এবং হস্তে, পদযুগলে ও কর্ণে কাঁসার গহনা। সকলে রেলওয়ে ওয়ার্কসপের সম্মিকটে আসিয়াই কেহ গাছতলায়, কেহ বা পথিপার্মে ভাতের পোঁট্লা নামাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে এগারটার ভোমা বাজিল। কুলিরা ছুটিয়া আসিয়া আহারে বিসল। উপ ছুটিয়া ছুটিয়া থাওয়া দেখিতে যায়—এবং কেহ শুদ্ধ লক্ষা দিয়া ছাতু থাইতেছে, কেহ লবণ দিয়া ভাত থাইতেছে দেখিয়া হাম্ম করে, আর মনে মনে কহে "বাবা ব'লেছেন—যে দিন বাঙ্গালীরা চাকরীর অভাবে এই শ্রমজীবীদিগের স্থান সকল দখল ক'রে রাস্তায় ব'সে ছাতু থাবে, সেই দিন আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষক্তি ক'র্বেন। কিন্তু হায়! সে দিনের আর

এই সময় ভোমা আবার সকলকে ডাকিল। দেবগণ গেটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা ওনিতে লাগিলেন, কতকগুলি লোক গরঃ করিতে করিতে যাইতেছে। কেহ কহিতেছে "ভাই! সাধুই আমাদের

মাথা থেলে: কোম্পানির দোষ কি ? তাঁহারা ত অমুগ্রহ ক'রে পাশে লিখে দিতেন—পরিবারস্থ এত লোক। আমরা সেই পাশে গ্রামকে গ্রাম উজোড় ক'রে এনেছি অথচ কোন গোস হয় নাই। কিন্তু সাধ ক'রলে কি ? शँग। বেশ্তাকে পরিবার এবং বেশ্তার মাকে মা ব'লে এনে ধর। প'ড়্লো ? সাহেবেরা একেবারেই পাশ বন্ধ ক'রে দিচ্ছিলেন: শেষে অনেক কাঁদাকাটির পর নিয়ম হয়েছে—শুদ্ধ পরিবার ও পত্রকন্সাগণ বাতীত পাশ দেবেন না। পাশ বংসর বংসর প্রজার সময় একবারমাত দেওয়া হবে; তবে যাহার ভাগ্য ভাল, আর বড় বাবুদের বশ ক'রতে পারবে, সে হুইবার পেলেও পেতে পারে। ভাই। চল আমরা সাধুকে মেরে জামাল-পুর ছাড়া করিগে।" অপর ব্যক্তি কহিল "ওরে ভাই, এখানে অনেক সাধু আছেন: কেহ স্ত্রীকে কক্সার পাশ দিয়া এবং শাশুড়ীকে পরিবারের পাশ দিয়াও এনে থাকেন। কেহ কেহ আবশ্যক হ'লে—শালাকে নিজের ঔরসজাত ছেলে সাজান এবং জন্মদাতা পিতাকে বলেন "বাডীর খানসামা।" কেরাণীরা চলিয়া গেলে দেবতারা হাস্ত করিতে করিতে উপরে উঠিলেন এবং পরস্পরে বলিতে লাগিলেন "পালের বাজারে আগুন সাধুর দোষে লাগে নাই, লেগেছে আমাদের 'উপর' ভভাগমন-দোষে।" তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলে উপ ছুটে গিয়ে রাঁছনি বামুনের নিকট হইতে কাশীদাসী মহাভারতথানি চাহিয়া আনিয়া ব্রহ্মাকে পড়িয়া শোনাইতে লাগিল।

ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ। বৈথানি লিখেচে ভাল। এ লোকটা কে ?"
বরুণ। আজ্ঞে ইহার নাম কাশীরাম দাস, ইহার বাটী কাটোরা নামক
স্থানের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে—সিঙ্গিগ্রাম নামক স্থানে ছিল। ইহার পিতার নাম
কমলাকাস্ত দেব। কাশীরাম দাসই প্রথমে বঙ্গভাবার মহাভারত লেখেন।
এই সমরে কাশীনাথ বাবু আসিরা উপস্থিত হইলেন। উপ তাঁহাকে

ছাবার কেতাব বেশ প'ড়্তে পারে। আপনারা এখানে আছেন, জোগাড় ক'রে একটা কর্ম্ম কাজ ক'রে দিতে পারেন p"

কাশী। আপনারা গত রাত্তে ব'লেছেন "অমরপুরে চাকরী শব্দের অর্থ কি, তাহা জানে না।" তবে আবার ইহার চাকরী করিবার আবশ্রুক কি ? আজ কা'ল চাকরী করার, বিশেষতঃ কেরাণীগিরি করাও যে স্থথ! যদি কাহারও এক সন্ধ্যা থাইবার সংস্থান থাকে, সে যেন আমার পরামর্শে এ কাজে প্রবৃত্ত না হয়।

বরুণ। হয়েচে কি জানেন, এদের সাতপুরুষ এদেশে বাস ক'র্চে। এ বালকের জন্মও এদেশে; স্থতরাং অমরপুরের জলহাওয়া ওদের সহু হয় না।

কাশী। ঐ রোগেই ত মাথা খেরেছে। আমার নিবাশ মহাশর বঙ্গদেশের উলা নামক স্থানে। যে বৎসর সেখানে অত্যস্ত মহামারী হয়, আমি
সপরিবারে পশ্চিমে পালিরে আসি। শেষে এখানে একটী কর্মাপ্ত জুটিয়া
যায়। অনেক দিন পশ্চিমের জলবায়ু সেবন ক'রে এক্ষণে শরীরটে এমনি
হয়েছে যে, দেশে গিয়ে যদি তেরাতি বাস করি, নানাপ্রকার রোগ এসে
ধরে। যাহা হউক, উপ বাবু নিতাস্ত বালক। এক্ষণে উহাকে কর্মা করিতে
দিলে আথেরের মাথা খাওয়া হবে। আমার বিবেচনায় আর কিছুদিন
পডান উচিত।

ব্রহ্মা। বালক ব'লে বালক! এথনও কুকুর বিড়াল নেবার জন্ম আবদার করে। হিন্দুস্থানীরা কি প্রকারে লঙ্কা দিয়ে ছাতৃ খায়, ছুটে গিয়ে দেথে আসে। উপ তুই কিছু দিন জামালপুর স্কুলে পড়্।

উপ। বাবা বলেন "দেখ্ উপ! তোকে যে স্থানে কর্মের জন্ত পাঠাচিচ, সেথানে কচি বয়সেই যাওয়া উচিত। কাঁরণ ঐ সরকারে বেতন বৃদ্ধির কোন নিয়ম নাই,—কেহ কথন ম'লে কি কর্ম পরিত্যাগ ক'র্লে ২০১ টাকা ভাগযোগ ক'রে দেয়। অতএব বাবা! তোকে আর দশ বৎসরের মধ্যে তবু তোর দশ পাঁচ টাকা বেতন বাড়তে পারে। বিশেষতঃ তোর কোগীতে লেখা আছে, চুল পাকলেই কর্ম যাবে; স্থতরাং অল্ল বন্ধসেই কাজে লাগা উচিত হ'চে। তুই যে করেক বৎসর চাকরি ক'র্বি—তন্মধ্যে ছটী ফাঁড়া আছে। একটী—তোর পিতামহীর শ্রাদ্ধোপলক্ষেযথন ছুটী চাবি, অপরটী যথন চুল পাক্বে। প্রথমটীর জন্ম যদি দরখান্ত না করিদ, সে ফাঁড়া কেটে যাবে।"

কাশী। খুব চালাক ছেলে বটে। ও রেলওয়েতে শাইন্ ক'র্তে পার্বে। চলুন আপনাদিগকে একবার বাবুর "দ"তে নিয়ে যাই।

নারা। "দ" কি মহাশয় १

কানী। "দ" অর্থাৎ অনেক। আমি আপনাদিগকে এমন স্থানে নিরে
গিয়ে উপস্থিত ক'র্বো যে, এক পাল বাবু দেখতে পাবেন। ঐ বাবুদের
মধ্যে যে কেহ মনে ক'রবেন, তৎক্ষণাৎ উপ বাবুর ১৪।১৫ টাকা বেতনের
একটা কেরাণীগিরি কর্ম্ম ক'রে দিতে পার্বেন।

এই কথায় সমত হইয়া দেবতারা উপকে সঙ্গে লইয়া কাশী বাবু সহ বাবুর "দ" অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রহ্মা আর যাইলেন না, বাসায় রহিলেন। দেবতারা বাসা হইতে বহির্গত হইয়াই প্রথমে সাহেবপাড়ায় উপস্থিত হন। তাঁহারা দেখেন, সাহেবেরা বেতের জাল্তী হাতে লইয়া শিশ দিতে দিতে খেলা করিতে যাইতেছেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষুত্র ও বৃহদাকারের কুকুরগুলি ছুটিতেছে। কোন সাহেব-বাড়ীতে দেখেন, একথানি জাল টাঙ্গান রহিয়াছে। "।১৬টা মেম ও তৎসহ ২।৪ জন সাহেব ক্রাড়া করিতেছেন। দেবতারা দেখিতে দেখিতে রেলওয়ে ট্যাঙ্কের ধারে উপস্থিত গ্রহা দেখেন, একটা গৃহহর্র মধ্য হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এবং গৃহাভাস্তর ইতে "ব্যম, বাম, বামাঝম" শব্দ বাহির হইতেছে।

উপ। ও খরে কি হোচেচ কাশী বাবু?

বেলওমে ওমার্কসপে যোগাইতেছে। ঐ গৃহের এক পার্দ্ধে বরফ প্রস্তুত হইয়া থাকে। একণে শীতকাল বলিয়া বরফের কল বন্ধ আছে।

শক্ষ্যার কিছু প্রাক্কালে কাশী বাবু দেবগণকে লইয়া বাব্র "দ"তে হাজির করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখেন, গৃহমধ্যে যেন চাঁদের হাট বিদিয়াছে। পরস্পরে গয়ের শ্রাদ্ধ করিতেছেন এবং ঘন ঘন তামাক চলিতেছে। তথন বাজারে কোম্পানীর কাগজ কি দরে বিক্রয় হইতেছে এই বিষয়ের কথোপকথন হইতেছিল। প্রত্যেক বাব্র গাত্র শাল ও জামিয়ারে আবৃত থাকায় দেবতারা চেহারাগুলো ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না।

দেবগণকে দেখিয়া তাঁহারা বসিতে বলিলেন এবং "আপনারা কি ব্রাহ্মণ ? প্রণাম হই" বলিয়া ভূত্যকে তামাক দিতে আজ্ঞা করিলেন। দেবগণের সহিত তাঁহাদের অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত আলাপ হইল। অমরপুর স্থান কেমন, তথায় চাকরীর স্থুথ কি প্রকার, হর দার প্রস্তুত করিয়া দিলে ভাড়া इटेट পারে কি না, তৎসমুদয়ও জানিয়া লইলেন। পরে নানা कथात अत कानी वाव किटलन "आअनाता कामालभूदात ज़रग-चक्रश। আপনারা এখানকার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। আপনারাই এখানকার রবি, শ্নী, তারা। আপনারা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ না হইলেও শ্রেষ্ঠ। কুলীন না হইলেও কুলীন। আপনারা কুরূপ হইলেও অধীন কেরাণীদের চক্ষে স্কুরূপ, এবং নিশ্বণ হইলেও তাহাদের নিকট আপনাদের শুণের পালান দেওয়া যায় না। লোকের পূর্ব্ব জন্মের তপস্থার বলেই আপনাদিগের সহিত আলাপ হয়। লোকের গত জন্মের পুণ্য সঞ্চয় থাকিলে তবে আপনারা তাহাকে "কেমন আছ" ব'লে জিজ্ঞাসা করেন। আপনারা জাতিচ্যতকে জাতি দিতে পারেন। নির্শ্ত ণকে শুণ দিতে পারেন এবং গোমুর্থকেও চাকরী দিতে পারেন। আপনাদের এক কথায় চাকরী হয়, এক কথায় চাকরী যায় এক কথায় মাইনে বাড়ে। আপনারা যে যজ্ঞে উপস্থিত না হন, *ে*

আপনাদের গুণ অব্যক্ত, অসীম, এবং অনস্ত। ইহাঁরা সকলে এই সমস্ত গুণ শ্রবণেই অন্ন আলাপ ক'রতে এসেছেন।"

বাবুরা "হো হো" শব্দে হাসিতে লাগিলেন এবং একজন কহিলেন "মহাশয়! আমরা কোন গুণে গুণী নহি। এখানে কি আপনাদের কোন প্রয়োজন আছে ?"

কাশী। ইহাঁদের ইচ্ছা, এই বালকটার এখানে একটু কর্ম কাজ হয়।
এই কথা শ্রবণে বাবুর দি" হইতে "অবশু" অবশু" শব্দের তরঙ্গ উঠিতে
লাগিল। ঝিমে গলায়, মোটা গলায়, ভাষা গলায়, এবং তোতলা কথায়
যেন "অবশু অবশু" শব্দের টেউ উঠিতে লাগিল। একজন কহিলেন "কেন
না চাকরা হবে, সকলেরই যথন হোচেচ উহারও হবে। ২।৪ বংসর বাসা
ক'রে থেকে কোন আফিসে কাজ কর্মা শিক্ষা ক'র্লে আলবং চাকরা হবে।"

দেবগণ দেখিলেন, এখানে কোন ফল হইবে না; অতএব কাশী বাবুর সহিত সকলে গাজোখান করিলেন। তাঁহারা ডাকঘরের নিকট দিয়া যাইয়া যেমন রেলওরে লাইনের গেটের নিকট উপস্থিত হইলেন, অমনি গেটম্যান গেট বন্ধ করিল। কারণ, এই সময় একখানি গুড্স টেণ রওনা হইবে বলিয়া বংশীর দ্বারা সঞ্চেত করিতেছিল। গেট বন্ধ হওয়ায় অগত্যা সকলে গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাশী বাবু কহিলেন, "দেখ্লেন মহাশয়! চাকরীর বাজার কিয়প। মুফ্বির না থাক্লে আজ কাল কিছু হবার যো নাই। বাবুরা যে উপায়ে চাক্রী হবে ব'লে দিলেন—ও উপায় আমিও ব'লে দিতে পারি। স্পষ্ট 'এখানে কিছু হবে না' না ব'লে কেমন কৌশলে নিরাশ্বাস করা হ'ল দেখুন। মনের ভাব,—কেহ এখানে ৪ বৎসর বাসা ক'রে থাক্তে পারবে না, উহাদিগকে কর্ম্ম কাজ ক'রে দিতেও হবে না। যাহা হউক, ট্রাফিক আফিসের এক সেজো বাবু এবং অডিট আফিসের এক ন-বাবুর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুম্ব আছে, দেখি যদি তাঁহাদের দ্বারা কোন উপায় হয়।" এই সময় "বাঁৎ ঝমা, বাঁৎ ঝমা" শক্ষে

শুড্স্ ট্রেণথানি বাহির হইয়া গেল। গেটম্যান অমনি "ক্যা কোঁচ" শক্তে গেট মুক্ত করিয়া দিল। দেবতারা গল্প করিতে করিতে ব্রাহ্মসমাজের সমূবে উপস্থিত হইলে কাশা বাবু কহিলেন "সম্বথে দেখুন—জামালপুরের ব্রাহ্মদিগের মঠ।"

উপ। ঠাকুর কাকা,চল না, মঠের মধ্যে কি ঠাকুর আছে দেখে আসি। নারা। কাশীবাবু! সন্ধ্যা হয়েছে, একটু অপেক্ষা করুন, আরতি দেখে যাই।

কাশী। আজে, ব্রাহ্মেরা জ্যোতিশ্বয়, কিরণময়, আলোর স্বরূপ, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন; স্থতরাং মঠে কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। ঈশ্বরকে আরতি করার পদ্ধতি ব্রাহ্মশাস্ত্রে উল্লেখ নাই, তবে যদি ভবিষ্যতে হয় ব'ল্তে পারি না। সন্ধ্যা দিবার নিমিত্ত রবি, ও বুধবার ভিন্ন উদ্বাটন হয় না।

ইক্র। রবিবারে দার খুলিয়া রাখিবার কারণ কি ?

কাশী। সকলেই ইংরাজ সরকারে কাজ কর্ম্ম করেন, অন্থ বারে স্ববিধা হয় না। রবিবারে আফিস বন্ধ থাকে, এজন্ম ঐ দিন অনেক রাত্রি পর্যান্ত আমোদ প্রমোদ করিবার স্থবিধা হয়। হয়েছে কি জানেন—আজ কাল কালারও অবস্থা ভাল নহে; স্থতরাং বৈঠকথানা গৃহে পাঁচ এরার সঙ্গে ক'রে বসাটা প্রায় বার তার ভাগ্যে বটে না। ত্রাহ্ম হ'লে সে সাধটা মেটে,—কতকপ্রলাে এয়ার পাওয়া বায় এবং বাতির আলােয় ভাল বিছানায় ব'সে ছটো সরসগয়, একটা ভক্তিরসের গান এবং হুই একটা কীর্ত্তনও শোনা হয়। ত্রাহ্ম-সমাজে নাম লিখিয়ে পৈতে গাছটা না ফেলে দিতে পার্লে যৌবনটা যেন খাপছাড়া থাপছাড়া বােধ হয়।*

* ব্রাহ্মগ্রভৃতি ধর্মের নিগৃত্ তম্ব না জানাতেই দেবগণ এইরূপ ও পুর্বেবাক্তরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন।—সম্পাদক।

জামালপুর

নারা। ব্রাহ্মধর্ম যথন হিন্দুধর্ম, তথন বৃহস্পতিবারেই সমাজ খুলিবার নিয়ম করা উচিত।

কাশী। বর্দ্তমান ব্রাহ্মণর্ম চারিটি পৃথক পৃথক্ ধর্ম হ'তে কিছু কিছু দোহন ক'রে নিম্নে নির্মাণ করা হয়েছে; ইহাতে হিল্মতে বেদীতে বদা, সম্মুণে পুস্তক রাথা এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাান করিবার অংশটা আছে। নাস্তিক মতে পৈতা ফেলা এবং মুদলমান মতে দাড়ি রাথার ও বিধবা বিবাহ করার অংশটা আছে। গ্রীষ্টান মতে যন্ত্রাদি বাজাইয়া সঙ্গীত করা, উপদেশ দেওয়া এবং রবিবারে উপাসনা করার অংশটা লওয়া হইয়াছে। স্কৃতরাং বৃহস্পতিবারে সমাজ শ্বলিলে চলে কৈ ?

এই সময়ে কাশীনাথ বাবু একটী যুবাকে দেথিয়া কছিলেন—"হাঁ৷ হে, মেজ বাবু কেমন আছেন ?"

"সমস্ত দিনটে ফোমেণ্ট কৃ'রে এক্ষণে একটু ভাল বোধ হ'চেচ। ডাক্তারেরা তারপিন তেল দিয়ে ভূঁড়িটে মালিশ ক'রে দিতে বলায় তেল কিস্তে যাচিচ।" বলিয়া যুবা প্রস্থান করিল।

ইন্দ্র। কাশী বাবু । মেজো বাবুর কি হয়েছে ?

কাশী। মেজো বাবুর রাত বেড়ান রোগটা বিলক্ষণ আছে। তিনি ছই ভার্যা সম্বেও এক উপপত্নীকে বেডন দিয়া একচেটে করিয়া রাথিয়াছেন। উপপত্নীকে বেডন দিয়ে একচেটে করিবার চেষ্টা করা যে কতদূর নির্ব্বান্ধিতার কাজ, মেজো বাবু তাহা একদিনও মনে ভাবেন নাই। তাহারা যদি সংপথেই থাকিবে, তবে স্বামী পুত্র সম্বে কুলে জলাঞ্জলি দিয়া আসিবে কেন ? এখন হয়েছে কি জানেন—ঐ বেশ্রার কাছে আমাদের মেজো বাবুর অধীন ছইজন কেরাণীও গোপনে যাতায়াত করিত। গত কলা মেজো বাবু হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তিরস্কারপূর্বক যেমন প্রহার করিবার উদ্যোগ ক'র্বেন, অমি একটা ছোটখাট যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে মুবক্ষয় জয় লাভ করিয়া মেজো বাবু মহাশরকে চিত ক'রে ফেলে

ভুঁড়িতে এম্নি ইংরাজী ধরণের ঘুশী মেরেছে, যে, বেদনাম্ন বাব্ উত্থানশক্তি-রহিত। অস্ত হইতে আফিস কামাই হইতেছে।

নারা। যেমন কর্ম তেমনি ফল।

ইক্র। ছিঃ! ছিঃ! একে বালাবিবাহ প্রচলিত—তাহার উপর ছইটা বিবাহ! তাহার উপর আবার বেশ্যাসক্তি;—উঃ! এ সব পাপীর যে কোন্নরকে স্থান হবে বলা যায় না।

"আপনারা অগ্রসর হউন, এই স্থানে আমার ট্রাফিক ও অভিট অফি-সের হইটা বন্ধু আছেন, তাঁহাদের নিকট উপ বাবুর কর্ম্মের জন্ম উপরোধ ক'রে আসি।" বলিয়া কাশী বাবু এক দিকে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ এথান হইতে জামালপুর বাজারে গিয়া একঘোড়া তাস কিনিয়া লইলেন এবং বাসায় যাইয়া হস্ত পদ প্রকালনাস্তে কয়েকজন তাস থেলিতে বসিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে তাস থেলিতে দেখিয়া চটিয়া আগুন হইলেন এবং যৎপরোনাস্তি ভর্ৎ সনা করিয়া কহিলেন "তোমরা তাস ফেল; শেষে কি স্বর্গে পেরমারা থেলা ঢুকিয়ে সর্ব্ধনাশ ক'র্বে,?"

এই সময়ে কাশীনাথ বাবু প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন "মহাশয়! উপ-বাবুর কর্মের একপ্রকার স্থির ক'রে এলাম। কিন্তু না হ'লে বিশ্বাস নাই। ট্রাফিক আফিসে আজ একটি কাজ থালি হয়েছে, বেতন ১৫ টাকা; ঐ কাজে উনি বাহাল হবেন। কাজটী প্রক্রো বাবুর অধীনে। সেজো বাবুকে বলিবামাত্র—কা'ল সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে ব'লেন।"

ইক্র। মহাশন্ধকে যথেষ্ট কষ্ট দিচিচ। যাহা হউক, ওর একটা বিলি ব্যবস্থা হ'লে আমরাও এথান হ'তে নিশ্চিস্ত হ'ল্লে প্রস্থান ক'র্তে পারি।

নারা। কাশীবাবু! রাত্রেও কি ওয়ার্কদপে কাচ্চ হয় ?

কাশী। উহাতে কামাই নাই, অনবরত রাবণের চিতা জ্ল্চেই।

নারা। ওটা দেখাবার কি ?

[«]উহার ভিতরে প্রবেশ ক'র্তে *হ'লে* একথানি পাশের আব**ন্ত**ক।

বিনা পাশে প্রবেশ ক'র্তে দেয় না। শনিবার দিন পাশ নিয়ে দেখ্বার ছকুম আছে। আমি ঐ দিন আপনাদিগকে একথানি পাশ এনে দিব।" বলিয়া কাশী বাবু প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ সে রাক্রিও অনেকক্ষণ পর্যাস্ত জাগিয়া রহিলেন। ব্রহ্মা কহি-লেন "দেথ্ উপ! তোর চাকরী হ'লে খুব সাবধানে থাকিস, কুসংসর্গে ভ্রমণ কি অসৎ বিষয়ের আলোচনা ভ্রমক্রমেও করিস্নে। বেতনের টাকা পেলে স্থায় থরচা বাদ যাহাতে কিছু বাঁচাতে পারিস, তাহার বিশেষ চেষ্টা ক'র্বি। শরীরের বিষয়ে খুব যত্ন রাখ্বি। লোকের আচার ব্যবহার দৃষ্টে রুখা মাংস ভক্ষণ কিংবা অথান্ধ ভোজন কোন ক্রমেই করিস্নে।"

প্রত্যুষে কাশীবাবু আসিয়া ডাকিলেন,"মহাশয়েরা কি জেগে আছেন ?"

ইন্দ্র। কে ও, কাশী বাবু ? এত প্রত্যুবে যে ?

কাশী। উপ বাবুর কি কসা মাজা জানা আছে ?

ইন্দ্ৰ। কেন বলুন দেখি ?

কাশী। মেজো বাবুর সম্বন্ধী এসেছেন, তিনিও এথানে চাকরী ক'ন্বেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সেজো বাবু ব'লে পাঠিয়েছেন "অনেকগুলি প্রার্থী জুটার অগত্যা পরীক্ষা ক'ন্তে হবে। তোমার লোকটীর যদি গণিত জানা থাকে, তবে যেন আসে, নচেৎ কট্ট ক'রে আস্বার কোন আবশ্রক করে না।"

উপ। আমি কিছু কিছু কদা মাজা জানি।

"আছা, যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাব" বলিয়া কাশী বাবু প্রস্থান করিলেন। ক্রমে একটা ভোমা—ছটো ভোমা বাজিয়া গেল; দেখ্তে দেখ্তে লোকোমটিভের বাবুরা চলিয়া গেলেন। তৎপরে কাশীনাথ বাবু আফিসের সাজ পোষাক পরিধান করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে দেবগণ প্রস্থাত ছিলেন, কাশী বাবু উপস্থিত হইলেই উপকে সঙ্গে লইয়া সিদ্ধিদাতা গণেশের নামোচ্চারণ পূর্বক বহির্গত হইলেন।

किছু पृत्त यांहेब्रा कांनी वाव् कहित्वन "मण्यूर्थ (पथा यात्क-त्वारका-মটিভ আফিস। ঐ স্থানের উপরে ও নীচে ছই তিনটী আফিস আছে। ঐ যে গেট দেখিতেছেন. উহারই ভিতর দিয়া ওয়ার্কসপে যাইতে হয়।" এখান হইতে কিছু দূরে যাইয়া তাঁহারা দেখেন, কতকগুলি লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছে। একজন বলিতেছে, "পুত্রের অন্নপ্রাশনের সমস্ত প্রস্তুত, কিন্তু **ছুটা পেলাম না।** ব'ল্লে বলে—ছেলের মুখে আবার গুভক্ষণে অন্ন দিবে কি ৷ থেতে শিখলে আপ্লিই হাতে ক'রে থাবে ৷" আর এক ব্যক্তি কহিল "আগামী পর্ধ মাতার প্রাদ্ধ। মৃত্যুকালে মার চরণ দর্শন অভাগার ভাগ্যে ঘটে নাই। এক্ষণে ছোট ভাই সমস্ত আয়ো-জন ক'রে আমাকে যেতে লিথেছে। কিন্তু ছুটি চাইলে বলে কি জান— তোমার ভাই আছে যথন, সেই সব ক'রবে, তুমি আবার কি ক'রতে যাবে ? যদি যাও একেবারে যেতে পার।" আর এক ব্যক্তি উচ্চরবে কাঁদিয়া কাহল "ওমা মাগো। প্রাণ যায় যে। আহা। আমার কনিষ্ঠ ভাতা ক্রমান্বয়ে পত্র লিখুচে দাদা। মাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়েচে। তিনি ২।৪ দিন বাঁচেন কি না সন্দেহ। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা অন্তিমকালে একবার আপনাকে দেখেন। অতএব পত্রপাঠ সত্বর আসিবেন, কোন মতে বিলম্ব করিবেন না: কিন্তু ছুটি দিচেচ না ব'ল্লে বলে—এ বৎসর পীড়ায় তোমার সাত দিন কামাই থাকায় ছুটা পেতে পার না। তবে যদি একেবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে পার তো যাও। উ:। কি' করি १—আমার দেখ্চি তিশস্কুর রাজার স্বর্গারোহণ হ'লো। না গেলে মাকে দেখতে পাব না। গেলে চাকরী যাবে, একটা বৃহৎ সংসার অনাহারে মারা যাবে।" এই সময় একটা যুবাকে আসিতে দেখিয়া তাহার: আগ্রহের সহিত জিজ্ঞানা করিল, ! "দাদা, তোমার ছুটার কি হ'ল ?" যুবা কহিল "ব'লে পূজার বন্ধে বাড়ী গিমে বিমে ক'রে এসো। তোমরা আমাদের বিনামুমতিতে বিবাহের দিন স্থির ও সমস্ত আয়োজন কর কেন ?"

ইন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাদ ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হা রে চাক্রী! হা রে পয়সা!"

দেবতারা এখান হইতে অডিট আফিসে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন, একটী গৃহমধ্যে "ঘট্ ঘট্ ঘটাঘট্" শব্দে টিকিট প্রস্তুত হইতেছে। বরুণ কহিলেন "দেবরাজ, আমরা যে টিকিট থরিদ ক'রে ট্রেণে উঠি, চেয়ে দেখ সেই টিকিট প্রস্তুত হ'ছেছ। আর গাড়ি হ'তে নামিয়া যে টিকিট প্রত্যপণ করি—ওদিকে দেখ, সেই সমস্ত টিকিট অগ্নিতে ভক্ম করিয়া ফেলিতেছে।"

এই সময়ে আফিসের ভিতরে ক্রন্দনের শব্দ উঠিল। দেবতারা শুনিলেন, যেন সকলে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"ওরে বাপরে। পুঁটুলে ক্ষেপ্লা প'ড্লোরে। প'ড্লো।"

এই শব্দ শ্রবণে দেবগণ ও কাশীবাবু সবিক্ষয়ে চাহিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন ৪০।৫০ জন কেরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইতেছেন।

কাশী। মহাশয়েরা কাঁদ্চেন কেন ?

কেরাণীগণ কহিল "স্ক্রনাশ হয়েছে মহাশয়! মস্ত একটা রিডক্সনের হকুম এলো। আহা! অনেক কষ্টে চাকরী হ'লে ভেবেছিলাম ছদিন থাক্বে, কিন্তু এমি কপাল ১৫ দিনও ভোগ ক'র্তে পেলেম না! রেলওয়ে চাকরী যেন পদ্মপত্রের জল, যেন কলেরা রোগের রোগী; প্রাতে কিছু জানি না, স্নান আছিক সেরে হাস্তে হাস্তে আফিসে এসে যেমন কাজে ব'সেছি, অমি এই মৃত্যু-থবর এসে উপস্থিত হ'লো।"

ইক্র। মহাশয়ের। ব'ল্তে পারেন "পুঁটুলে ক্লেপ্লা প'ড্লোরে প'ড্লো" ও শক্টার অর্থ কি ?

কেরাণীরা। আছে, রিডক্সনের নিয়ম হ'চ্চে—অল্প বেতনের চুনে: প্রিই প্রাণ যায়। কই মিরগেলের একথানি আঁইষ পর্যাস্ত থসে না।

নারায়ণ ইন্দ্রের কাণে কাণে কহিলেন "উপ বেটা মস্ত পদ্মমস্ত; বা ; চারিধারে বেশ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।"

এখান হইতে কাশীবাবু দেবগণকে লইরা নিজের আফিসে উপস্থিত হইবামাত্র সেজো বাবু ছুটিরা আসিরা কহিলেন "কৈ হে! তোমার বালকটি কৈ ? আমার ভাই, তাকেই কর্ম দিবার একাস্ত ইচ্ছা ছিল; অনেক গুলি প্রার্থী উপস্থিত হওয়ায় কাজেই আমাকে একটা মোটামুটি পরীক্ষা ক'র্তে হ'চে। জানি কি, পরের চাকর, কে আবার কোন্ দিক্ দিয়ে উড়ো চিঠি হাঁকাবে!"

কাশী। তোমাদের যে ধর্মভের আছে, তা আমি বিলক্ষণ জানি; ঐ দেথ আমার দেই বালকটী।

সেজো বাবু তৎশ্রবণে নিজের সম্বন্ধীকে ডাকিয়া আনিয়া প্রথমে উপকে কহিলেন "বাপু! বল দেখি, দশটাকা ক'রে মণ হ'লে এক সেরের দাম।" উপ। চাবি আনা।

সেজাে বাবু। (নিজ সম্বন্ধীর প্রতি) তুমি কি বল ?

সম্বন্ধী। আজে, বোনাই যদি দোকানদার হয়, এক সেরের উপর প্রায় একছটাক আন্দাজ ফাও দিয়ে থাকে।

শেজাে বার্। বেদ্ বেদ্। দেখ হে কাশা বার্, এর বুদ্ধিটে কতদ্র তীক্ষ! একেই ভাই চাকরা দিতে হ'লাে। আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্চি, পুনরায় খালি হ'লে তােমার ঐ বালকটাকৈ দিব।

কাশী। এ কথার আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'র্তে পারি না; জানি কি যদি তোমার আরও ২০১টী সম্বন্ধী থাকেন। এই তো স্থপারিশের জোরে তোমার এ সম্বন্ধাটীর আগমন মাত্রেই চাকরী হ'লো। বিশেষ ছঃথিত হ'লাম যে, কর্ম দেওয়া ও বেতন বাড়াবার সময়ে তোমাদের ধর্ম-ভন্ন থাকে না।

সেজো বাবু। কাশী বাবু! তুমি কি ভাব্চো—এ বালক আমার সম্বন্ধী। তুমি বেশ জেনো, এ আমার সহোদর সম্বন্ধী নয়। তবে পরি-বারকে দিদি সম্বোধন ক'রে ডাকে মাত্র।

"আমার যতদূর সাধ্য চেষ্ঠা ক'র্লাম, এর উপর আর হাত নাই!

এক্ষণে বাসায় গিয়ে আপনারাই এর বিচার ক'র্বেন।" বলিয়া কাশী বাবু দেবগণকে বিদায় দিয়া নিজ কামরায় প্রবেশ পূর্বক কাজে বসিলেন।

দেবতারা এখান হইতে বাসায় গিয়া পরস্পরে বলিতে লাগিলেন 'উপ'র এখানে কর্ম্ম কান্ধের স্থবিধা দেখ্তেছি না; অতএব অনর্থক আর থাকিবার প্রয়োজন কি? চল আমরা প্রস্থান করি।" চারিটার পর কাশীনাথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবগণের হাতে একখানি পাশ দিয়া কহিলেন "আগামী কল্য শনিবার। অতএব কল্য প্রাতে যাইয়া আপনারা রেলওয়ে কারখানা দেখিয়া আসিবেন। এই পাশে আপনাদের প্রত্যেকেরই নাম লেখা আছে। এক্ষণে চলুন একবার নগর ভ্রমণ করিয়া আসি। দেবগণ তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া নগর ভ্রমণে বহির্গৃত হইলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটা বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য।

নারা। কাশী বাবু, এ বাটীতে কি ?

কাশী। বাড়ীর কর্ত্তার পুত্রের অন্ধপ্রাশন।

ক্রমে সকলে যাইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। কাশী বাবু দেথাইতে লাগিলেন "সম্মুখে ঐ মুঙ্গের ষ্টেশনের প্লাটফরম্। এই স্থানে মুঙ্গেরের গাড়ী আসিয়া যাত্রীর জন্ম অপেক্ষা করে। ওদিকে দেখুন মেল লাইন।"

रेखा। स्मानारेन कि?

কাশী। অর্থাৎ স্রোতস্বতী নদী। ঐ লাইন দিয়া অনবরত গুড্স্ প্যাসেঞ্জার, মেল প্রভৃতি নানা নামের নানা ট্রেণ অহোরাত্র গমনাগমন করিতেছে। ব্রাঞ্চ লাইন অর্থাৎ শাখা নদী। এই নদী দিয়া কুদ্র কুদ্র ট্রেণ এক খানি যায়, এক খানি আসিয়া থাকে মাত্র।

এথান হইতে সকলে ষ্টেশনের প্লাটফরমে যাইয়া দেখেন, কোন গৃহে সাহেবদের থানা থাবার দোকান সাজান রহিয়াছে, কোন গৃহে স্তৃপাকার কাগজ পত্র ছড়ান রহিয়াছে, ছই জন কেরাণী বসিয়া লিখিতেছেন। পরি-শেষ কোলংগ দেখন— ধাণ টা টেলি-

গ্রাকের কল রহিয়াছে, পাঁচদাত জন বাবু কলের কাঁটার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে কলের হাণ্ডেল ধরিয়া ঘটু ঘটু শব্দ করিতে করিতে ডাইনে ব্যামে হাঁচকা টান মারিতেছেন। কাশী বাবু কহিলেন "এই হ'চ্ছে টেলিগ্রাফের ঘর। আর ঐ বাবুরা তার-ঘরের বাবু। এই টেলিগ্রাফ যন্ত্র লারা আমরা এক মুহূর্ত্তে একশত মাইল দ্রের ঘটনা জানিতে পারি। এমন আশ্চর্য্য কল আর নাই। ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে রেল্ওয়ে গাড়ী এক পা চলিতে পারে না। গাড়ী প্রত্যেক ষ্টেশনে আসিয়াই রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না, ইহার নিকট জানিয়া তবে রওনা হয়।"

ব্রহ্মা। আহা ! তারদরের বাবুদের মত ছঃখী বোধ হয় জগতে আর নাই। সমস্ত রাত দিন বকের মত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা কি কম কষ্ট ! বয়ুণ, কি পাপে ইহারা এ অবস্থা ভোগ করিতেছে গ

বরুণ। আপনার শারণ থাকিতে পারে, এক সময়ে ভগবান্ অনস্তদেব মৎশুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জলে বাস করিতে থাকেন। ঐ সময়ে কতকপ্তলি লোক সমুদ্র-তীরে বসিয়া মৎশু ধরিতেছিল। দৈবযোগে নারায়ণ যথন তাহাদের চারের নিকট দিয়া পাথনা নাড়িতে নাড়িতে ভাসিয়া যান, তাঁহার পাথনা স্পর্শে এক ব্যক্তির ছিপের ফাত্না ডুবিবার উপক্রম হইলে, সে এমন সজোরে খাঁচ্কা টান মারে যে, ভগবানের শরীরে অত্যস্ত আঘাত লাগে; তাহাতে তিনি কুদ্ধ হইয়া ভক্ষ করিতে উদ্ধত হইলে তাহারা করযোড়ে দাঁড়াইয়া অশ্রপাত করিতে লাগিল। ইহাতে করুণাময়ের মনে করুণার সঞ্চার হওয়াতে কহিলেন—"রাজপ্রতিনিধি আর্ল্ অব্ ডেলহাউসির সময়ে ভারতে তারের থবরের আদান প্রদান আরম্ভ হইবে। তোমরা সেই সময়ে এই তীক্ষ দৃষ্টিসহ তারঘরের বাবুরূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং ফাত্না ডোবার শ্রায় টেলিগ্রাফ যয়ের কাঁটাকে নভিতে দেখিলে হ্লাভেল ধরিয়া ডাইনে বামে খাঁচ্কা টান মারিতে থাকিবে।" তৎশ্রবণে তাহারা বলে প্রভাণ। কতকাল আমাদিগণে এ কন্ত সত্য কবিতে ভ্রম্ব কাক্ষ

করুন।" নারায়ণ তছন্তবে বলেন "যে সময়ে বিনা তারে থবরাথবর প্রেরণ প্রচলিত হইবে, সেই সময়ে তোমরা মুক্তি পাইবে।"

দেবগণ এখান হইতে বাসায় যাইবার সময় প্রব্যোক্ত নিমন্ত্রণ বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে কহিতেছে "হাাঁহে, এ যজ্ঞে ডাক-ডোক কিব্নপ করা হবে গ" তৎশ্রবণে অপর কহিতেছে "আজ্ঞে—আইনমত ২০১ টাকা বেতনের কেরাণীদিগকে ডাকা নিষেধ: কিন্তু আমরা ত্রিশ টাকার নীচে হ'তেই ডাকা বন্ধ ক'রেছি। প্রশ্বরী বলিল "সাধু! সাধু! আহারাদি কিরূপ করান হবে ?" আর এক ব্যক্তি উত্তর করিল "ঠিক নিয়ম মতই করান হবে। আপাতত: উচ্চ বেতনের বড় বাবুদের এখানে বসান হইবে না। তাঁহাদিগকে ভাল ঘরে কুশাসনের উপর উপবেশন করিয়ে উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি ভোজন করিয়ে ইহকালের কাজ অর্থাৎ মাহিনা বৃদ্ধি ক'রে, নেবো। এথানে ভোজনে বসালে তাঁহাদের থাক্সদ্রব্যের উপর যদি অল্প বেতনের কেরাণীরা লোভদষ্টি নিক্ষেপ করে, পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। নিমন্ত্রিতগণ আহারে আসিলে প্রথমত: বাছাই আরম্ভ হবে এবং উদ্ভম মধ্যম অধ্য তিনটী ভাগ করা হবে। উত্তম (বড়) বাবুলা সমস্ত উত্তম উত্তম দ্রবা, এমন কি লেডিক্যানিং, খান্তার কচার এবং মাছভাজা পর্যান্ত খাবেন। মেজো বাবুদের মানরকার্থ বৎসামান্ত পাঁপোর ভাজা ইত্যাদি প্রদত্ত ২বে। অধম অর্থাৎ ছোট বাবুর দলের জন্ম বেশী মাত্রায় বিলাতী কুম্মাণ্ডের তরকারী প্রস্তুত করা হয়েছে—তাই, ও ২।৪টা সন্দেশ প্রদান করা হবে।" প্রশ্নকন্তা এই সমস্ত শ্রবণে "সাধু সাধু শব্দে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "খুব সতর্ক। যেন ৬০ টাকার নীচে মাছের তরকারী না পড়ে।"

দেবগণ শুনিলেন, এই সময় বাটীর মধ্যে একটা মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। একজন কহিল—"রাস্কেল। আমাদের এত অপমান ? তুই জানিস্ অক্সমক্ত ওহার্কসম্পের ক্ষেক্সম্পের কেইন কেই কেইন ক্ষান্ত করে ব আমাদেরও অধীনে ২।> জন কেরাণী আছে। আমরা কথনই ছোট বাবুদের সহিত হিমে ব'সে আসেদ্ধো লুচি লবণ-টাক্না দিয়ে থাব না। হয় আমাদের বড় বাবুদের সহিত একত্রে বসাও, নইলে চ'লে যাব।"

অপর কহিল "ই পিড! এখনি চ'লে যা। তোর স্পদ্ধা তো কম নয়।
সসাগরা-জামালপুরাধীশ্বর মহাপ্রতাপান্তি যে বড় বাবুদের প্রসাদে তুই
কুক্তেম বড়বাবু পদে অধিষ্ঠিত আছিল, সেই মহাত্মা,—বেতন বৃদ্ধি, পাশ ও
ছুটী দেবার বিধাতাদিগের সহিত একত্রে ব'লে আহার ক'র্তে ইচ্ছা
করিল্? আ! ধিক্। ধিক্! তোরা কি জানিস্নে, অনেক সাধ্য সাধনা,
আনেক ভজন পূজন উপাসনা ও তেল না দিলে বড় হওয়া যায় না ?
নরাধম! তুই আজ যে পাপ ক'ব্লি—হয় তো এই পাপে কা'লই তোর
চাক্রী যাবে। তোর প্রভিডেন্ট ফণ্ডের গচ্ছিত টাকা উঠিয়ে নেওয়া
ভার হবে।"

দেবগণ দেখেন, এই সময় কাশী বাবু পকেট হহঁতে একটা টাকা বাহির করিয়া ঘন ঘন তাহাকে চুম্বন করিতেছেন এবং কথন মস্তকে, কথন কপালে, কথন বক্ষে ধারণ করিয়া কহিতেছেন—'হে টাকা! হে মুদ্রা! হে মহারাজ্ঞী-মহারাজ মুখমগুলশোভিত-খেতবর্ণ গোলাকারমূর্ত্তি! তোমাকে শত শত প্রণাম করি। তুমি বাহার গৃহে বিরাজ কর, স্থদে আসলে তাহাকে অনেক প্রস্বাব করিয়া দেও। তুমি চারি যুগ সমভাবে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতেছ। তুমি মর্ত্ত্যে জাজল্যমান দেবতা। তোমার দয়ায় লোকে ম্বর্গস্থভোগ এবং তোমার কর্ষণা বিহনে নরক্ষম্বণা ভোগ করে। তোমার ক্ষমতা অসীম—তুমি ল্রাতায় বিবাদ ও মুখ দেখাদেথি বন্ধ করিয়া দিতে পার। তোমার কুহকে প্রবঞ্চকেরা প্রবঞ্চনা করিয়া অপরের বিষয় লইতেছে। তোমার প্রথণে ভান্তর ভাদ্রবশৃকে বিষদানে প্রাণে মারিতেছে। তোমার মহিমায় অনেকে খুড়ী জেঠীকেও বেশ্রাপবাদ দিতে ছাড়িতেছে না। তোমার প্রণে কহ কেহ পিতৃবধপাপে

নিমগ্ন হইয়া সিংহাদন লইতেছে। তোমার শুণে আপনপর ও পর আপন, সাধু অসাধু এবং অসাধু সাধু। তোমার ক্লপায় দোষী নির্দ্দোষ এবং নির্দ্দোষও দোষী হইয়া রাজ্বারে দণ্ড পাইয়া থাকে। তোমাকে পাইবার জন্ম লোকে জলে অনলে সমরক্ষেত্রে এবং ব্যান্ত ভন্তুকের মুথে যাইতে ভাঁত নহে। তোমাকে পাইবার আশায়্ব অনেকে জাত্যস্তর ও ধন্মাস্তর গ্রহণ করিয়া পিতা মাতাকেও কাঁদাইতেছে। তোমাকে পাইবার জন্ম মাতাপিতা পুত্রকক্ষা পর্যাস্ত বিক্রয় করিয়া থাকে। তুমি বৃক্ষ লতা ফল মূল সকলের মধ্যেই আছে। তোমাকে চেনে না, এমন লোক নাই।

"হে টাকা ! তোমাকে প্রণাম করি ; যেন তোমার বরে আমার ৬০ টাকা পর্যান্ত বেতন বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আমি যজ্জিবাড়ীতে গিয়া পাতে মাছের তরকারী থাইয়া মহুশ্বজীবন সার্থক করিয়া আসিব।"

ইক্স। দেখ্চি পৃথিবীতে অর্থেরই গৌরব বেশী।

বরুণ। গৌরব ব'লে গৌরব!

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে ভূত্যঃ কুপ্যতি নামুগচ্ছতি স্কৃতঃ কাস্কাপি নালিঙ্গতে। অর্থপ্রার্থনশঙ্করা ন কুরুতে২প্যালাপমাত্রং স্কৃত্বও তন্ত্রাদর্থমুপার্জ্জর প্রিয় সথে হুর্থেন সর্ব্বে বশাঃ ॥

নারা। বরুণ, প্রজাহিতৈথী ইংরাজ-রাজ কেন এই সর্ব্ব অনর্থের মূল টাকাগুলিকে এদেশ হইতে স্থানাস্তরিত করিতে চেষ্টা না করিতেছেন ? আমি আজ মন খুলে আশীর্কাদ করি, তাঁহাদের যেন এ প্রদেশে এক কপর্দ্ধকপ্র রাখিতে মতি গতি না হয়।

এখান হইতে দেবগণ বাসায় যাইয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, এবং তৎপরদিন সাতটার ভোমা বাজিবামাত্র সকলে ওয়ার্কদপ্ দেখিতে চলিলেন। তাঁহার। গেট দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ টাইম্কিপার্ আফিসে উপস্থিত হইয়া দেখেন—গৃহটীর হুই দিকের জানালার উপর. লোহের পর্যার আকৃতি অসংখ্য নম্বর সাজান রহিরাছে। কতকগুলি বাবু সেইগুলির নিকট দাঁড়াইয়া কাণ খাড়া করিয়া আছেন। বহির্ভাগ হইতে শ্রমজাবীরা "হাজার, তিন কুড়ি ছয়" বলিবামাত্র বাবুরা তৎক্ষণাৎ সেই খানি লইয়া টুক করিয়া ফেলিয়া দিতেছেন।

ব্রহ্মা। বরুণ, এগুলো দেবার তাৎপর্য্য কি ? এবং "হাজার তিন কুড়ি ছয়" শব্দের অর্থ কি ?

বরণ। এই যে নম্বরগুলি সাজান রহিয়াছে, এত লোক এই কার-খানায় কাজ করিতেছে। এই টিকিটের দ্বারা কত উপস্থিত, কত অমুপস্থিত সহজে জানা যায়। অসভ্য শ্রমজীবীরা হাজার ছয়টি স্মরণ রাখিতে পারে না, এজন্ম তিনকুড়ি ছয় বলিতেছে।

টিকিট্ লইয়া যেমন কুলিরা কারথানার প্রবেশ করিল, অমি চারি দিক্ হইতে সজোরে এমন 'ঝমাঝম গমাগম" শব্দ আরম্ভ হইল যে, কাণ পাতা দায়। দেবতারা কারথানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেথেন, একটা গ্রামকে গ্রাম অট্টালিকাশ্রেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোন দিক্ দিয়া ছই চারিটা রেল-রাস্তা সোজা চলিয়া গিয়াছে। কোন স্থানে এক থানি ভাঙ্গা কল (এন্জিন্) লইয়া ১০০২ জন কুলি চিৎকার করিতে করিতে টানিয়া আনিতেছে। কোন স্থানে কতকগুলি লোক দাড়াইয়া একথণ্ড বৃহদাকার লোই মন্তকে তুলিবার চেষ্টা পাইতেছে। কোন দিক্ দিয়া একজন মোটা কেঁলো সাহেব হন্ হন্ বন্ বন্ শব্দে ক্রতপদে চলিয়া যাইতেছেন। তৎপশ্চাৎ ছই চারিজন হিন্দুস্থানী সেপাই কাগজ কলমের বাক্স হাতে ও থাতা বগলে ছুটিতেছে। কোন দিক্ হইতে একজন কেরাণী কাণে পেন্সিল, হাতে একথানি চিঠি লইয়া এক মনে পাঠ করিতে করিতে আসিতেছেন।

দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—বাষ্পের দ্বারা অনেকগুলি কল ঘুরিতেছে। এবং রেলওয়ে শকটের জন্ম যে যে দ্রব্যের আবশ্রক, তৎসমুদয় দ্রব্য স্থানাস্তর হইতে প্রস্তুত হইয়। আসিয়া এই সমস্ত কলে পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। বরুণ কহিলেন "এই সপের নাম নিউ টনিং সপ্। এই সমস্ত কলের মধ্যে গাড়ির চাকা পরিষ্কারের কলই বড় আশ্চর্যা!"

ব্ৰহ্মা। বৰুণ, সপ্ শব্দের অর্থ কি ?

বরুণ। দোকান, কারখানা।

উপ। বৰুণ কাকা, ঐ যে গৃহের মধ্যে কয়েকটী বাবু বদিয়া আছেন, উহাঁরা কি এই দোকানের দোকানী ১

• বরুণ। একপ্রকার তাই বটে। ইহাঁরা কারথানার হিসাবপত্র রাখেন এবং কোম্পানীর যে যে জ্রব্যের আবশ্রুক হয়, রোকা পাইলেই প্রদান করেন। দেবরাজ! সম্মুথে ঐ যে কতকগুলি এঞ্জিন মেরামত হইতেছে দেখিতেছ, উহার নাম ইরেক্টিং সপ্ অর্থাৎ কল মেরামত কারখানা। ঐ কারখানার মধ্যে আরো কয়েকটী কারখানা আছে। যথা—পেইন্টিং অর্থাৎ চিত্রকরের কারখানা, কারপেন্টিং অর্থাৎ স্ত্রধরের কারখানা এবং টেগুার অর্থাৎ গাড়িতে জল ও কয়লা রাখিবার স্থান নিশ্মাণের কারখানা।

এখান হইতে সকলে ওল্ড টর্নিং সপে যাইয়া দেখেন—নানাপ্রকার কল বেগে ঘুরিয়া কুদ্র কুদ্র নানারূপ লোহ ও পিতলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। কল কারখানা দেখিয়া দেবগণ আশ্চর্যান্থিত হইলেন। এবং কেবল এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বরুণ কহিলেন "এই কারখানার নাম পুরাতন টর্নিং সপ।" এখানে গাড়ির কল সম্বন্ধে যে সমস্ত কুঁচোকাঁচা দ্রব্যের আবশ্রুক, তাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলগুলির মধ্যে এফুপিং মেসিন অর্থাৎ এফুপের প্যাচ প্রস্তুত করিবার কল এবং সাইনিং মেসিন্ অর্থাৎ অস্ত্রাদিতে শাণ দিবার কল বড় আশ্চর্যা।

ব্রহ্মা। দেথ ইক্র, ইংরাজেরা সব পারে। আমার বোধ হইতেছে, এক সময়ে এই জাতি মৃত মমুশ্বকেও জীবন দান করিতে পারিবে।

এখান হইতে বৰুণ দেবগণকে লইয়া ব্ৰাস্ ফিনিসিং সপে উপস্থিত

হইলেন। এবং কহিলেন "এই কারখানার নাম ব্রাস্ ফিনিসিং সপ্ অর্থাৎ পিতলের দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া দিবার কারখানা। ওদিকে দেখা যাচ্চে ফিটিং সপ অর্থাৎ কাঁটা, ছুরি তালা প্রভৃতি মেরামতের কারখানা। এই কারখানার মধ্যে প্রত্যেক সপে এক এক জন করিয়া কর্ত্তা সাহেব আছেন। তাঁহাদিগকে ফোর্ম্যান কহে। তাঁহার অধীনে আবার ২।৪ জন করিয়া বাবু আছেন। এ দোতালার উপর ফিটিং সপের বাবুদের আফিস।

এখান হইতে দেবগণ ব্ল্যাক্স্থি সপে বাইয়া দেখেন—কলে বৃহৎ বৃহৎ লৌহগুলিকে যেন কচু কাটার স্থায় খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিতেছে। এক স্থানে দকলে উপস্থিত হইয়া দেখেন—অনেকগুলি হাপরে অয়ি জ্বলিতেছে। কারিকরেরা হাপরে লৌহকে উত্তমরূপে দয়্ম করিয়া যেমন স্থিম্ স্থামার্ নামক বাষ্পীয় মূলারের তলায় ধরিতেছে, মূলার অয়ি কলের ছারাছ্টিয়া আদিয়া দমাদম্ গমাগম্ শব্দে লৌহখণ্ডকে পিটিয়া দোরস্ত করিয়া দিতেছে। বরুণ কহিলেন "এই দপের নাম ক্লাক্স্মিথ্ দপ্ অর্থাৎ কর্ম্মকারের কার্থানা। ওদিকের ঐ গৃহমধ্যে কর্মকারের বাবু নিজ ক্যোরম্যানের সহিত বিদ্যা কাজ কর্মা করিতেছেন।"

দেবতারা ইহার পর ব্রিং সপে যাইয়া দেখেন—একটী কল যেন থাবার থাইবে বলিয়া হাঁ করিয়া রহিয়াছে। লোহাদি উত্তপ্ত করিয়া যেমন তাহার মুখের মধ্যে দিতেছে, অয়ি কলে এক দিক্ দিয়া সেটাকে পিটাইতেছে, এক দিক্ দিয়া তাহাকে তেলা করিয়া দিতেছে এবং এক দিক্ হইতে সেই লোহথণ্ডের মন্তকে টুপীর স্থায় প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। এইয়পে সমস্ত কার্যা শেষ হইলে কলটা সেই লোহথণ্ডকে ফেলিয়া দিয়া আবার যেন হাঁ করিয়া থাছা দ্রাব্যর আশা করিতেছে। নারায়ণ এক দৃষ্টে কলটার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বরুণকে কহিলেন "বরুণ। এ কলটার নাম কি?"

বরুণ। বোল্ট মেকিং মেসিন্ অর্থাৎ গাড়ীর বোল্ট প্রস্তুত করিবার

কল। এই দপ্টীর নাম শ্রিং দপ অর্থাৎ ইম্পাতের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করি-বার কারথানা। আুর ওদিকে দেথ হুইল্ দপ্ অর্থাৎ গাড়ীর চাকা ঠিক হুইল কি না তাহা পরীক্ষা করিবার কারথানা।

এখান হইতে সকলে কপার স্থিধ্ সপ্ দেখিতে যান এবং উপস্থিত
হইয়া বরুণ কহিলেন "এই সপের নাম কপার স্থিথ্ সপ্ অর্থাৎ তামা কর্মকারের কারখানা। এখানে তামার দারা ইঞ্জিনের পাইপ ইত্যাদি প্রস্তত
হইয়া থাকে। ঐ কারখানায় টিনের দারা লগুনাদি প্রস্তুত হইতেছে। ঐ যে
একটা বাবু কলম হাতে করিয়া বেড়াইতেছেন, উনি টিন কামারের বাবু।"

এখান হইতে সকলে প্যাটার্ণ্ সপ্ অর্থাৎ ফরমা প্রস্তুত করিবার কারথানা দেখিয়া, ব্রাদ্ মোল্ডিং সপ্ অভিমুখে চলিলেন। উপস্থিত ইইয়া দেখেন—পিতল গলাইয়া জলের ফায় তরল করিতেছে এবং কুলিরা সেই সমস্ত তরল পিতল বহন করিয়া লইয়া গিয়া ফরমায় ঢালিয়া আসিতেছে। বক্রণ কহিলেন "এই স্থানের নাম পিতলের ঢালাই ঘর। ওদিকে দেখুন, লৌহ গলাইয়া ছাঁচে ঢালিডেছে। ঐ সপের নাম আইরণ ফাউণ্ডিং অর্থাৎ লৌহের ঢালাই ঘর।" ইহার পর সকলে বয়লার সপ ও ড্রিয়ং আফিস দেখিয়া প্রৌর অর্থাৎ গুদাম ঘরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং বক্রণ কহিলেন "দেখুন পিতামহ, কারখানায় যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এই গুদামে আসিয়া জমিতেছে। এখানে পাট, চামড়া, তুলা, তৈল যাহা কিছু আবশ্রক, সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ যে বাবু বসিয়া গয় করিতেছেন, উনি তেল গুদামের বাবু।"

এখান হইতে দেবগণ প্রভ্যাগমন করিবার সময় এক স্থানে উপস্থিত
হইলে বঙ্গণ কহিলেন "পিতামহ! সম্মুখে দেখুন এসিষ্টান্ট স্থাগারিন্টেশুন্ট
আফিস অর্থাৎ সমস্ত কারখানার কর্ত্তা সাহেবের আফিস; ঐ আফিস্টাতে
কতকগুলি বাঙ্গালী বাবু আছেন। সমস্ত কারখানার ও লোকোমটিভ
ডিপার্চমেন্টের আর এক জন বড় কর্ত্তা এবং ভাহার সাহায্যকারী একজন

ছোট কর্ত্তা সাহেব আছেন। তাঁহারা ওদিকে ঐ দোতালায় থাকেন।
ঐ বড় কর্ত্তাদের অধীনে কতকগুলি আফিস আছে যুধা—স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট
লোকো-পে-বিল একাউন্টেণ্ডেন্ট ইত্যাদি। ঐ বড় কর্ত্তাকে ইংরাজিতে
লোকো-মটিভ স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট কহে। তাঁহার অধীন আফিসগুলিতে
কতকগুলি সাহেব এবং বিস্তর বাঙ্গালী কাজকর্ম্ম করিতেছে।

উপ। কর্ত্তা জেঠা, হঠাৎ আমায় পশ্চাৎদেশে একটা ফোড়া হয়ে এমি টন্টন্ ক'র্চে যে, দাড়াতে পাচিচ না। শীঘ্র বাসায় চলুন।

এই কথায় দেবগণ অত্যস্ত ভীত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন "শুনিয়াছি এ দেশৈ ধ্বসা নামে একপ্রকার পশ্চিমে রোগ হইয়া থাকে। ঐ বোগে প্রথমে ফোড়ার আকার দেখা দেয় এবং সমস্ত অঙ্গে চ'লে চ'লে বেড়ায়। যে স্থান হইতে যে স্থানে চলিয়া যায়, সেই সমস্ত স্থানের মাংস পচিয়া ধসিয়া পড়ে। অতএব আমাদের উপ'র যদি সেই রোগ হয়ে থাকে, ইহাকে ফেরত পাওয়া স্কেচিন হবে।"

নারায়ণের কথা শুনিয়া দেবতারা অত্যস্ত ভীতৃ হইলেন এবং আফিস দেপা বন্ধ করিয়া ধারে ধারে বাসায় চলিলেন, এই সময় তাঁহারা শুনিলেন— এক ব্যক্তি নিজ পুত্রকে কহিতেছে, "বাবা! বড় বাবুর ছেলে এসেছে শুনেছ ?"

পুত্র। হাা—ভুনেছি।

পিতা। একবার দেখা ক'র্তে ষেও?

পুতা। যাব।

পিতা। একসের সন্দেশ নিয়ে গিয়ে বাবুর ছেলের হাতে দিও, তাহা হইলে বড় বাবু সম্ভুষ্ট হবেন।

পুত্র। তা আমি পারবো না।

পিতা। বলিস কি ! র্টা ! পার্বি না ?

পূতা। হাঁয় । আমি পার্বোনা। ভূমি ভোষামোদ ক'র্চো ব'লে কি
ভাষ্টি শুদ্ধকে ভোষামোদ ক'র্তে হবে ?

পিতা দেবগণের প্রতি চাহিয়া কহিল "এ হ'লো কি ? য়ঁটা ! পিতার কথাও পুত্রে রাঝে না ? ছেলের চেয়ে আমার মেয়েটা ভাল, দে এই শীতে ভোরে উঠে রাশি রাশি পাণ তৈয়ের ক'রে ও বাদাম ভেঙ্গে রাঝে। তাই আমি পকেটে ক'রে নিয়ে গিয়ে বড় বাবুকে লুক্য়ে লুক্য়ে দিয়ে .৫ হইলে ৪৫ পর্যান্ত বেতন বুদ্ধি ক'রে নিয়েছি।"

দেবগণ বাসায় যাইয়া কাশীনাথ বাবুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশীনাথ বাবু আসিয়া পীড়ার কথা শুনিবামাত্র কহিলেন "মহাশয়েরঃ মৃক্ষেরে যা'ন।"

ইন্দ্র। কেন বলুন দেখি ?

কাশী। অস্থানেতে ফোড়া, বড়ই ভাবনার কথা।

ব্রহ্মা। মুঙ্গেরের ট্রেণ কথন পাওয়া যায় ?

কানী। একটার সময় আফিস-ট্রেণ আছে। চলুন আপনাদিগকে তুলে দিয়ে আসি।

দেবগণ এই কথার তলপী তালপা উঠাইয়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন। কাশীনাথ বাবৃও তাঁহাদিগকে উঠাইয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সকলে মুঙ্গের প্লাট্ফরমে বিদিয়া আছেন, এমন সময়ে টিকিট দিবার ঘণ্টাদিল। কাশীনাথ বাবৃ যাইয়া ছয় পয়সা মুলাের পাঁচথানি টিকিট থরিদ করিয়া আনিলেন। ক্রমে মুঙ্গের-ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ ট্রেণে উঠিয়া কাশীনাথ বাবৃকে কহিলেন "আপনি অভি সৎ ও ভদ্রলােক। আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে আমাদিগের কিছুমাত্র ইচ্ছা হইতেছে না। খব সাবধানে থাকিবেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে দৃচ্ আস্থা রাথিবেন। আপনি ধনাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, কি করিবেন,—অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যথন যে অবস্থায় থাকেন তাহাতেই সস্তোষ প্রকাশ করিবেন, কদাচ মনে ত্বংথ করিবেন না। আমাদের আশীর্কাদে আপনি এক সময়ে, যথেষ্ট স্থ্যী হইবেন। প্রত্যহ জামালপুর পাহাড়ের সন্ধিকটে জ্রমণ করিতে

যাইয়া অমুসন্ধান করিবেন, কারণ, প্রস্তরমধ্যেও বছমুল্য হীরকাদি থাকিবার সম্ভাবনা "

দেবগণ দেখিলেন-এই সময় একটা বাবুর খাট পালঙ্গ এবং গৃহস্থালীর অনেক দ্রব্যাদি মুটিয়ারা বহন করিয়া আনিতেছে। সর্বশেষে বাবু এক অবশ্বঠনাবত স্ত্রীর হাত ধরিয়া আসিতেছেন এবং তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী ৮।৯ বৎসরের বালক আসিতেছে। তাঁহারা আরও দেখিলেন—অনেকগুলি কেরাণী—কাহারও হাতে হাঁড়ি কলসী, কাহারও হাতে দড়ি, কাহারও হাতে পাণ কাহারও হাতে বা জলখাবারের ঠোকা—ষ্টেশন অভিমুখে আসিতেছেন। সকলে উপস্থিত হইন্না পূর্ব্বোক্ত সন্ত্রীক বাবুকে কহিল, "আপনার কি মুক্লেরেই বাসা করাই স্থির হইল <u>৭</u>" বাবু দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া কহিলেন "অগত্যা।"

ইব্র । কাশী বাবু, ঐ যে বাবুটী স্ত্রী পুত্র সহিত ষ্টেশনে এলেন, উহাকে "মুক্সেরেই কি বাসা করা স্থির হইল" এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ছঃখ প্রকাশ করিলেন কেন ?

কাশী। হয়েছে কি জানেন, ঐ বাবুটী একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম। যে স্ত্রীর হাত ধরিয়া আদিলেন, উহাঁকে উনি ব্রাক্ষহতে বিধবা-বিবাহ ক'রেছেন। পুত্রটী স্ত্রার সাবেক স্থামীর উরসজাত। এই দম্পতীযুগল জামালপুরে স্থথে স্বাছনে বাস করিতেছিলেন, হঠাৎ একটা ব্যাঘাত ঘটিল। ঐ পল্লীর যত দ্রীলোক ঐ শ্রীর কাছে প্রত্যহ দলে দলে আসিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিত "তোমার সাবেক স্বামী বেশী ভাল বাসিতেন, না বর্ত্তমান স্বামী বেশী ভাল বাসেন ?" তোমার কোন স্বামী দেখিতে স্থলর ?" কেহ বলেন "তোমার ছেলে ত ওঁকে বাবা ব'লে ডাকে ? উনি একে স্নেহ মমতা করেন কেমন ?" অপরা কহেন "ওলো তুই থাম্, সংবাবার আর কত স্নেহ হবে ৷ ভাল ব্রাহ্ম বৌ, তুমি যে করেক দিন বিধবা ছিলে—মাছ খেতে পাওনি গ আহা। মাছ না হ'লে কি ভাত খাওয়া যায়। বলি এখন কাঁটা চচ্চডি

বেশী ক'রে খাচ্চো তো ? একটু ভাই বেশী করে মাথায় সিঁছর দিও।
আশীর্কাদ করি জন্মায়তি হও, আবার যেন তোমাকে ব্রাহ্মমতে তৃতীয় পক্ষে
বিবাহ ক'র্তে না হয়। কোন রমণী কহিতেন "বলি ব্রাহ্মবৌ, তোমাদেরও
কি বিয়ের সময়ে মন্ত্র পড়িয়ে দান উৎসর্গ করে ? সত্যি ক'রে বলনা
ভাই, কলা তলায় কজনে তোমাকে পিঁড়িতে বসিয়ে উচু ক'রে ধ'রে
ব'লেছিল—বর বড় না ক'নে বড় ?" কোন রমণী হয় তো জিজ্ঞাসা
করিয়া বসিতেন "বলি ব্রাহ্মদিদি, তোমাদের কি বাসর-ঘর আছে ? চারি
চোথে ভভদৃষ্টি ক'র্তে হয় তো ? সত্যি ক'রে বল—তুমি ভাই ফুলশ্যাার
দিন কি কথা কয়েছিলে ? তোমার ছেলেটী কোথায় ছিল ?" আর
এক রমণী হয় তো বলিয়া বসিলেন—"বলি, হাাগা, ওগো ! তোমার কি
ধ্লোপায়ে লয় হ'য়েছিল ? জামাই বিয়ে ক'র্তে এসেই তো ছেলে কোলে
ক'রে আদর ক'রেছিলেন ?" এইরপ প্রতাহ বিরক্ত করায় ইহাঁরা
জামালপুর পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গের যাইতেছেন। অনেকদিন বাস করিয়া
হানটীতে মায়া বসায় ছঃকিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মা। দেথ বরুণ, মুঙ্গেরী কেরাণীরা কেমন ধার্ম্মিক। ইহারা জামালপুর হইতে টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যায়। এমন কি হাঁড়ি, কলসী, পাণ, তামাক, কাঁচ পর্যাস্ত জামালপুর হইতে মুঙ্গেরে লইয়া যায়, অথচ মুঙ্গেরে বাসা করিয়া থাকে। ইহার কারণ কি, কিছু বুঝো?— অর্থাৎ তথায় থাকিলে পতিতপাবনী ভাগীরখীতে স্নান করিতে পাইবে।

কাশীনাথ বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আজে, তা নয়, সেথানে চেবুয়া চলে।"

ব্ৰহ্মা। ঢেবুয়াকি?

কানী : গৌহ ও তাম্র-মিশ্রিত এক প্রকার পর্যা । ঐ গুলো টাকার ১৮ গণ্ডা, ১৯ গণ্ডা করিয়া বিক্রয় হয়। এবং উহার এক একটার মুঙ্গেরের বাজারে তরকারী প্রভৃতি থরিদ করিতে পাওয়া যায়, জামালপুরে তা হবার যো নাই। এক্ষণে আমি বিদায় হই; কারণ ট্রেণ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই।

এই সময় সমস্ত কেরাণীরা আসিয়া টেণে উঠিল। ট্রেণ "ছ্ছ পাইয়া ছ্ছ পাইয়া" শব্দে উদ্ধানে ছুটিতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ, জামালপুরে আর যা কিছু আছে সংক্ষেপে বল ১"

বরুণ। জামালপুর পূর্বে অরণাপূর্ণ ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসভূমি ছিল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষেরা এই স্থানে শ্রমজাবীর সংখ্যা বেণী দেখিয়া হাবড়া স্থতে ওয়ার্কসপ এবং অনেকগুলি আফিস উঠাইয়া আনিয়া স্থানটীকে জঙ্গল কাটিয়া নগর করিয়া তুলিয়াছেন। একণে ইহাতে দিন দিন বিভাশিক্ষার বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে। বর্তুমান সময়ে ইহাতে একটী ইংরাজা বিভালয়, একটা বালিক। বিভালয়, দাতবা সভা, যুবকগণের সভা, নেটভ ইনিষ্টিটউট্ প্রভৃতি সাধারণের হিতকর অনেক সভা ইত্যাদি আছে।

ক্রমে ট্রেণ মুক্সেরে আদিরা উপস্থিত হইল। দেবতারা ষ্টেশনের বাহিরে আসিরা দেখেন, মুক্সেরের প্রকাণ্ড হুর্গ তাঁহাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে।

মুঙ্গের

উপ। বরুণ কাকা! গাঙ্গুলিদের থামার বাড়ার দেওয়ালের মত দেখা যাচেচ ওটা কি ? বল না বরুণ কাকা!

বরুণ। দেবরাজ ! চেরে দেখ সমুখে মৃঙ্গের কেলা।

ইন্দ্র। এ কেলা নির্মাণ করে কে 🕈

্বরুণ। লোকে বলে—এ কেল্লা জ্বাসন্ধ রাজার ছিল। তৎপরে মুসলমানদিগের সময়ে নবাব হোসেনের হস্তগত হইয়া সা স্কুজার হস্তে যায়। পরে মীরকাসিমের সমন্ন ইহার পুনরান্ন স্থানররূপে মেরামত হয়। এক্ষণে ইহা ইংরাজরাজের অধীনে আছে এবং ইহার প্রশস্ত ক্রোড়ে কতকগুলি ইংরাজ

সদাগর বাস করিতেছে। তন্তির মুঙ্গের জেল, আফিস, আদালত ও চর্চ্চ ইত্যাদি এই ফোর্টের মধ্যেই আছে।

ক্রমে সকলে কেল্লার সন্নিকটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "ওদিকে দেখ—ইংরাজদিগের গোরস্থান।"

নারা। কবর স্থান ত বড় স্থন্দর স্থানে নির্মাণ করা হইয়াছে। বলিতে কি—একেবারে গঙ্গাগর্ভে। এই সমস্ত কবরে যে কোন পাপী থাকুন, নিঃসন্দেহ তিনি গঙ্গালাভ করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন।

দেবতারা ফোর্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন—প্রাচীরে অনেক-গুলি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। নারায়ণ কহিলেন "দেখ বরুণ! ছর্গটী হিন্দু রাজাদিগেরই ছিল। মুস্লমানদিগের হইলে প্রাচীরে এ সব মূর্ত্তি থাকিবে কেন ?"

বঙ্গণ। এমন হইতে পারে দেবছেষী মুসলমানেরা হিন্দু দেব-মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া আনিয়া সেই প্রাচীরে এই প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছে। এই ছর্গটী দীর্ঘে চারি হাজার ফিট এবং প্রস্তে তিন হাজার পাঁচ শত ফিট আন্দাজ হইবে। ইহার প্রাচীর ১৩।১৪ হাত উচ্চ। কেল্লাটীর তিন দিকে গড় এবং একদিকে ভাগীরথী স্বয়ং প্রবাহিতা। এক্ষণে ইহার চারিদিকের প্রাচার এবং চারিটী গেট মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঐ গেটগুলিকে লালদরজা কহে। আহা! এই কেল্লায় ছরাজ্মা নবাব মীরকাসিম রাজা রাজবল্লভকে যেরূপে হত্যা করিয়াছিলেন, অক্সাপি স্বরণ হইলে কাল্লা আইসে।

ইন্দ্র। নবাব রাজা রাজবল্লভকে কি কারণে হত্যা করেন ?

বরুণ। যথন নবাব দেখিলেন, তিনি নামে মাত্র নবাব—তাঁহার হাতে কোন ক্ষমতা নাই, ইংরাজেরাই সর্বাময় কর্ত্তা, তথন তাঁহার স্থান হইবার ইচ্ছা হইল এবং মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মুক্লেরে আগিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন রাজা রাজবল্লভ, মুরশিদাবাদের শেঠেরা এবং আর কতকগুলি লোক ইংরাজদিগের নিতাক্ত অমুগত

এবং বাধ হয় তাহাদেরই ষড়যন্ত্রে ক্রমান্বরে নৃতন নৃতন নবাব পদচ্যুত হইতেছে। অতএব ঐ কয়েকটা কন্টককে অগ্রে বধ করিয়া নিক্ষণ্টক হওয়া উচিত। তিনি এইরূপ স্থির করিয়া রাজা রাজবভন্নকে এখানে বন্দী করিয়া আনেন এবং কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। পরিশেষে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া বলেন "বল দেখি—তোমার কিরূপে মরণে ইচ্ছা হয়। রাজা তৎশ্রবণে কহিলেন "আমাকে যেন জাহুবী-জলে নিমগ্ন করিয়া মারা হয়।" মীরকাসিম এই কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার বক্ষে প্রচণ্ড শিলা বাঁধিয়া জলে নিক্ষেপ করিতে হুকুম দেন। নিক্ষেপ সময়ে রাজা "হা! রাম!" শব্দে যে চাঁৎকার করিয়াছিলেন—সেই শব্দ যেন এক্ষণেও আমার কর্ণে গুরে বেড়াইতেছে।

ব্রহা। বরুণ, এ হলের নাম মুঙ্গের হইল কেন ?

বরুণ। এ স্থানের নাম পূর্ব্বে মুকালপুর ছিল। মুকাল নামক কো ঋষি এই স্থানে বসিয়া তপক্তা করিতেন বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে।

দেবতারা কেল্লার মধাস্থ একটা কবরের সন্নিকটে বাসা ভাড়া করিলেন। এবং সন্ধ্যার পর উপ'র হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলেন। ডাব্রুলার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন "এ সামান্ত ফোড়া— এর জন্তে কোন ভাবনা নাই, একটু একটু ঘি গরম করিয়া দিলেই সারিয়া যাইবে।"

নারা। হাঁসপাতালে এত থাট কেন ?

বরুণ। মুরশিদাবাদের রায় অল্পাপ্রসাদ রায় বাহাছর একদিন হাঁস-পাতাল ভ্রমণে আসিয়া দেখেন—রোক্ষীদিগের শয়নের বড় কষ্ট। এজগু তিনি নিজ ব্যয়ে এই সমস্ত খাট ধরিদ করিয়া হাঁসপাতালে দান করিয়াছেন।

ব্রহ্মা। এইরূপ দানই প্রক্লুত দান। এবং এই দকল লোকই প্রকৃত দাতা।

ষণন তাঁহারা হাঁদপাতাল হইতে বাহির হয়েন, একনি বালালী বাব্ও

তাঁখাদের সহিত বাহির হইলেন। সকলে একটী অখখগাছের তলে উপস্থিত হইয়া দেখেন একটী যুবা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কা-গ্নিত হইল। বাঙ্গালী বাবুটী ক্রত গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন 'কে ও, হরি! তুমি এখানে লুকিয়ে আছ যে ?"

যুবা। আজে, না। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। বাঙ্গালী। গাছের তলায় তোমার কি প্রয়োজন ?

যুবা। আছে, কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাঙ্গালী। বুঝেছি, তোমাদের জামালপুরে ক্লঞ্জাধের পরিবারকে তুলসাতলায় নাম্য়েছে - ম'লে ঘাড়ে ক'রে মুঙ্গেরে আন্তে হবে ব'লে তুমি পলাতক হয়েছ।

যুবা। আমাকে সে বদনাম দেবার যো নাই, ডাকবামাত্র গিয়ে মড়া হাড়ে করি।

বাঙ্গালী। আজ গালিয়ে এলে কেন ?

যুবা। আমাকে আপনি অনর্থক মিধ্যাপবাদ দিচ্চেন, আমার ছোবার যো নাই।

বাঙ্গালী। তোমার ত বিবাহ হয় নাই, ছোঁবার যো নাই কেন ? যুবা। ব'ল্বো—

वाकानी। वनना ?

বুবা। দাদার স্ত্রী অস্তঃস্বত্থা।

"তুমি অধঃপাতে যাও" বলিরা বাঙ্গালী বাবুটী হাসিতে হাসিতে চলিরা গেলেন। দেবগণও অপর দিক্ দিরা বাসার চলিলেন। যাইতে যাইতে বক্ষা কহিলেন "বরুণ! শব বহন অপেক্ষা পুণ্য আর নাই। কলিতে এই কার্য্যের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওরা যায়। কিন্তু এ কি! পাছে শব বহন করিতে হয় এই আশক্ষায় ঐ ব্যক্তি লুক্ষায়িত আছে। আহা! সকলেই যদি এই ভাবে থাকে—মৃত স্ক্রীর স্বামীর আজ কি কষ্ট ? ভাবিতে

থে শরীরে শোণিত পর্যাস্ত শুক্ষ হইতেছে । তিনি এক্ষণে শোকে তাপে বিহ্বল—তাহার উপর আবার মড়া কিন্ধপে বাহির হইবে এই ফুর্ভাবনা। বরুণ, চল আমরা জামালপুরে গিয়ে শববহনরূপ সংকার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রে অক্ষয় পুণা সঞ্চয় ক'রে রাখি।"

বরণ। ২।১ জন লুকায়িত আছে বলিয়া সত্য সত্যই কি শব গৃংহ পচিবে
প্রতিষ্ঠ কেহ না কেহ বহন করিয়া আনিয়া সৎকার করিয়া নাইবে। তজ্জন্ত আপনি উদ্বিয় হইবেন না।

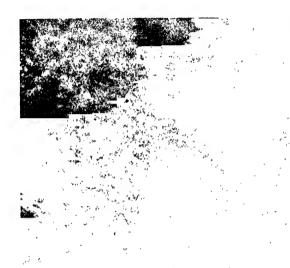
দেবগণ বাসায় আসিয়া তৎপরদিন কন্তইহারিণীর ঘাটে স্নান করিতে
চলিলেন। যাইবার সময় দেখেন, কতকগুলি কেরাণী স্নান করিয়া
আসিতেছেন এবং পরস্পার বলাবলি করিতেছেন "শীভ্র চল, ঘোর ঘোর
খাক্তে না খেয়ে নিলে স্টেশনে গিয়ে ট্রেণ পাওয়া যাবে না, আফিস
কামাই হবে।"

নারা। বরুণ, ইহারা কারা গু

বঞ্চণ। রেলওয়ে আফিসের কেরাণী। ইহাঁরা রজনীযোগেই ছই বার করিয়া আহার করিয়া থাকেন। কারণ, জামালপুর হইতে আসিতেও রাত্রি হয় এবং রাত্রি থাকিতে যাইতে হয়; স্থতরাং স্থ্যালোকে আর আহারাদি করা ঘটে না। ইহাঁদিগকে—দিবসে না দেখায়,—ছেলেরাও বাপ বলিয়া চেনে না; রবিবারে দেখিয়া মনে করে বাড়ীতে কুটুম্ব এসেছে।

ইক্রা এত কটে এখানে থাকার প্রয়োজন ? জামালপুরেই ত বাসা করিলে হয়।

বরুণ। সেথানকার অপেক্ষা এথানে অনেকগুলি বিষয়ের স্থাবিধা আছে। প্রথমতঃ বাড়ীবর সন্তা, দ্রব্যাদি সন্তা, তত্তিয় "ঢেবুয়া" চলে। পিতামছ। চেয়ে দেথুন এই ক্ষুদ্র পোলের নীচে প্রায় শতাধিক-সোপান-বিশিষ্ট গঙ্গাপুলিনপ্রসারিশী বেগমদিগের এক অতি আশ্চর্যা "বৌলী" অর্থাৎ স্নানের ঘাট বর্ত্তমান রহিয়াছে। সোপানের অন্ধকাররাশি নষ্ট



নবাব মিরণের সমাধি—সুঙ্গের

\$ 40°

.

করিবার জন্ম দেখুন অভাপি ছইটি আলোকস্তম্ভও বিভ্নান রহিয়াছে। যে স্থান হইতে এই সোপানশ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানে নবাব মারকাসিমের অন্দর ছিল। বেগমেরা এই স্থানে স্নান করিতেন এবং কোন বিপৎপাতের আশৃষ্ক। হইলে এই শুপ্ত দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া প্লায়ন করিতেন।

দেবগণ কষ্টহারিণী ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—ঘাটটা বড় সুন্দর-ক্রপে বাঁধান। ভাগীরথী ঘাটের নিকট দিয়া কল কল শব্দে উত্তর-বাহিনী ইইয়া প্রাবাহিত ইইতেছেন। ঘাটে করেকটা দেবস্ত্তি রহিয়াছে এবং কতকগুলি গঙ্গাপুত্র, সন্ন্যাসা, মোহাস্ত বাস করিতেছে। ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! এ ঘাটের নাম কষ্টহারিণী ঘাট হইল কেন ?

বরুণ। এই ঘাটে বিদিয়া পূর্বের্ম মূল্যণ ঋষি তপস্থা করিতেন। তাঁহার তপস্থার নিয়ম ছিল, এক পক্ষ উপবাস করিয়া থাকিবেন এবং পক্ষান্তে এক দিন মাত্র তপুলকণা সংগ্রহ্ণ করিয়া আহার করিবেন। তাঁহার এইরূপ কঠিন তপস্থায় নারায়ণ অত্যন্ত সম্ভুষ্ট হইলেন এবং পক্ষান্তে যথন ঋষি তথুলকণা দিদ্ধ করিয়া আহারের উদ্বেশ্য করিতেছেন, তথন তিনি ব্রাহ্মণবেশে অতিথি হহয়া দেখা দিলেন। ঋষি আতথিকে যথাবিধি সংকার করিয়া সেই ভোজ্য দ্বোর অর্দ্ধক প্রদান করিয়া অপরাদ্ধ নিজের আহারের জন্ত রাখিলেন। কিন্তু নারায়ণ কহিলেন, ঐ অপরাদ্ধ তাঁহাকে না দিলে পরিত্পুরূপ আহার করা হইতেছে না। ঋষি তৎশ্রবণে সমস্ত খাছাদ্রবা তাঁহাকে প্রদান করেন এবং অতিথি বিদায় হইলে সম্ভুষ্টাচিত্তে তপস্থা করিতে বদেন। এইরূপে এক পক্ষ অনাহারে গত হইলে দ্বিতীয় পক্ষে আবার ত্রেনন তিনি তভুলকণা পাক করিয়া আহারের উদ্বেশ্য করিতেছেন, নারায়ণ পুনরায় অপর এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া আসিয়। অতিথি হহলেন এবং ঋষির সমস্ত খাছাদ্রব্য আহার করিয়া প্রাহ্

ছই পক্ষ অনাহারে থাকিয়া তৃতীয় পক্ষে আহারের উদেযাগ করিলেন, সেবারেও নারায়ণ আসিয়া সমস্ত দ্রবা আহার করেন। তিনি ভাবিলেন বারংবার আহার করিয়া যাইতেছি; কিন্তু ঋষি অনাহারে থাকিয়া ক্রদ্ধ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর সম্ভষ্ট হইতেছেন; অতএব ছন্মবেশী নারায়ণ কহিলেন, "হে মুদাল। তোমার অভিলধিত বর প্রার্থনা কর।" ঋষি কহিলেন, "তুমি আমাকে বর দিতে চাহিতেছ—তুমি কে ?" নারায়ণ কহিলেন "তুমি যাহার জন্ত এই কঠিন তপস্থা-ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, আমি সেই নারায়ণ, তোমার তপস্থায় সম্ভুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছা कतिर्তाह।" श्री कहिरलन "आमात कान वत आवश्रक हहेर्ल्स ना, যেহেতু পৃথিবীর কোন বিষয়ে আমার অভিলাষ নাই। এক পরমব্রহ্মের অভিলাষ ছিল: কিন্তু আপনার সাক্ষাৎকার লাভ হওয়াতে সে আশাও পূর্ণ হইল। ফলত: একবার আপনার প্রকৃত রূপ দেখিতে অভিলাষ করি।" নারায়ণ তংশ্রবণে নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং কহিলেন "আমি তোমার উপর অতীব সম্ভষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিতেছি, অতএব যে কোনও বর প্রার্থনা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।" তথন ঋষি কহিলেন "তবে এই বর প্রদান করুন—এই ঘাটে আপনার সহিত দাক্ষাৎ হওয়াতে যেমন আমার কণ্ট দূর হইল, তেমনি অত হইতে ইহার নাম কষ্টহারিণী ঘাট হউক। অতঃপর যে কোন বাক্তি এই ঘাটে স্নান দান করিবে, মরণান্তে সে যেন বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়।"

ব্রহ্ম। আ মরি ! মরি ! কট্টহারিণী ঘাট কি মহাতীর্থ !

ইক্র । ভাল বরুণ ! মুশগল হইতে মুক্তের নাম হইল কি প্রকারে ?

বরুণ । বেহারীরা সচরাচর ল স্থানে র উচ্চারণ করিয়া থাকে,

স্থতরাং মুশগল হইতে মুশগর বা মুক্তল নাম হইয়া এক্ষণে মুক্তের

ইইয়াছে ।

प्रतिकाश करण नामिया ज्ञान कतिएक गागिरणन। बक्का दक्ररणः

তিরস্কারের ভয়ে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন "গঙ্গে! পতিতোদ্ধারিণি! একবার দেখা দেও মা !—কমগুলুতে এস মা !"

স্নান করিয়া যেমন তাঁহারা উপরে উঠিতেছেন, গন্ধাপুত্রেরা দ্রুত আসিয়া তাঁহাদের গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া কপালে রক্ত শ্বেত চন্দনের ছাপ দিতে লাগিল। দেবগণ তাহাদিগকে ২০০ পয়সা দান করিয়া করণচড়া দেখিতে চলিলেন।

করণচড়ায় উপস্থিত হইয়া ইক্র কহিলেন "বরুণ! এ স্থানের নাম করণচড়া হইল কেন ৪ এবং করণচড়ার উপর এ স্থানর বাড়ীটি কাহার ৪"

বঙ্গণ। লোকে বলে মহাভারতোক্ত মহাবীর কর্ণ প্রত্যহ কট্টহারিণী ঘাটে স্নান করিয়া এই প্রস্তরের বেদিতে (সামান্ত পাহাড়ে) উপবেশন করিয়া শত শত দীন দরিদ্রকে অকাতরে রত্ন কাঞ্চনাদি দান করিতেন। তিনি ইহাতে চড়িয়া দান করিতেন বলিয়া ইহার নাম করণচড়া হইয়াছে। ঐ যে স্থলর অট্টালিকাটা দেখিতেছেন, উহাতে পূর্বে মুক্লেরের সিভিল জব্দ বাস করিতেন। তংপরে মুর্শীদাবাদের রায় অয়দাপ্রসাদ রায় বাহাছর নামক কোন ধনী জমিদার ইহা ক্রন্ম করেন। লোকের মনে বিশ্বাস আছে, এই পীঠস্থানের উপর যে কেহ বাস করিবে, সে অয়দিনের মধ্যে শমনসদনে গমন করিবে। *

এখান হইতে তাঁহার। একটা রাস্তা দিয়া চলিলেন। রাস্তাটার উভয় পার্শ্বে দেখেন—বছকালের অশ্বথ, পাকুড় ও বটাদি বৃক্ষ সকল বছদ্র শাখা প্রশাখা সকল বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, ইহারা যেন একদৃষ্টে মুক্লেরের অদৃষ্টলিপি দর্শন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে শিশিরক্রপ অশ্ববারি পরিত্যাগ করিয়া মনোহঃথ ব্যক্ত করিতেছে। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবগণের মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল।

রার অল্লদাপ্রসাদ রার বাহাছরের অকালে মৃত্যু হওয়য় লোকের মনে দৃঢ় বিবাদ
 ইইয়াছে যে, করণচড়ার বাটাতে যে বাস করিবে নিশ্চয়ই তাহার রক্ষা নাই।

তাঁহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাছগুলির প্রতি একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন "দেখ বরুণ! আমার ময়ুয়য়ণ অপেক্ষা বৃক্ষণণ অনেক স্থা এবং অনেককাল স্থায়ী। আমার বোধ হইতেছে, এই বৃক্ষেরা মুক্ষেরের সৌভাগ্যের দশা হইতে মিরকাসিমের অত্যাচার প্রভৃতি অনেক বিষয় চক্ষে দেখিয়াছে এবং এক্ষণেও ইহার ধ্বংসের অবস্থা অবলোকন করিতেছে। কিন্তু মুক্ষেরের সেই সমস্ত মহাপুরুষ, সেই সমস্ত পাষও এক্ষণে কোথায় ? একবার আসিয়া দেখুক—তাহাদের অপেক্ষা, তাহাদের অকিঞ্জিৎকর দেহ অপেক্ষা, তাহাদের হন্তরোপিত বৃক্ষগুলি কতকাল স্থায়ী। পরিতাপের বিষয় এই, আমার ময়ুয়য়রা আপনাদিগকে বৃক্ষাদি অপেক্ষা অলকালস্থায়ী দেখিয়াও ধনমদে ঐশ্বর্যামদে উন্মন্ততা প্রকাশ করিতে ছাড়ে না।

এখান হইতে দেবগণ চণ্ডীস্থানের অভিমুখে চলিলেন। উপস্থিত হইরা দেখেন—নগরপ্রাস্তে বিজন স্থানে এবং ভাগীরথীতীরে একটা মন্দির মধ্যে দেবীমূর্ত্তি বিরাক্ত করিতেছে। নিকটে অপর একটা শিবমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। অশ্বত্যভায় কয়েকটা সয়্যাসী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিসয়া আছেন। একটা কুকুর দেবগণকে দেখিয়া ঘেউ বেউ শব্দে ডাকিয়া উঠিল। উপ একথানি এগার ইঞ্চি ইট হাতে লইবামাত্র কুকুরও আত্মসাবধান হইয়া দ্বে পলায়ন করিল বটে; কিন্তু ডাকিতে ছাড়িল না।

বরুণ। পিতামহ! ইঁহারই নাম বিক্রমচণ্ডী।

ব্রহ্মা। এ মূর্ত্তি কে প্রতিষ্ঠা করে এবং ইংরার নাম বিক্রমচণ্ডী হইল কেন—আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। বেহারীরা বলে—ইহা বায়ায়-পীঠের মধ্যে একটী পীঠন্থান; কিন্তু শাস্ত্রাদিতে তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই চণ্ডী সম্বন্ধে একটী অন্তুত গল্প এখানকার পাণ্ডাদিগের মুখে গুনিতে পাণ্ডয়া যায়।

ইন্দ। সে গলটা কি ?

বরুণ। তাহারা বলে—মহামতি কর্ণ প্রতিদিন রজনীযোগে ভাগলপুর হইতে এথানে ইঁহাকে পূজা করিতে আসিতেন। ভাগলপুরে কর্ণপুরী ছিল। তিনি আদিয়াই প্রকাণ্ড অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তচপরি এক কডা ত্বত চাপাইয়া পূজা করিতে বসিতেন। পূজা হইলে সেই কড়ান্থিত উত্তপ্ত ঘতমধ্যে লাফাইয়া পডিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। তাঁহার মাংসাদি ঘতে উত্তমরূপে ভাজা ভাজা হইলে দেবীর ডাকিনী যোগিনীগণ আসিয়া সেই মাংদ লইয়া আহার করিতে বদিত। আহার শেষ হইলে একথানি অস্থিতে অমৃতকুণ্ডের জল দিয়া তাঁহাকে সঞ্জীব করিয়া বর দিতে চাহিত। কর্ণ তদমুসারে ঐ কড়ার এক কড়া স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকাদি প্রার্থনা করিতেন। এবং প্রাতে সেই সমস্ত রত্ন কাঞ্চনাদি দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। রাজা বিক্রমাদিতা, কর্ণ প্রতাহ এত অর্থ কিরূপে সংগ্রহ করেন জানিবার জ্ঞা, তাঁহার নিকটে ছন্মবেশে আদিয়া ভূত্য হইতে প্রার্থনা করেন। কর্ণ তাঁহাকে এই স্থানের ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া পুষ্প চয়ন এবং পূজার স্থানাদি করিবার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য পূজার পদ্ধতি ও উক্ত ঘতে দেহত্যাগ ইত্যাদি কৌশল দেখিয়া একদিন কর্ণ আসিবার পূর্ব্বে শ্বয়ং পূজাদি সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ঘৃতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভাজা ভাজা হইলেন। ডাকিনী যোগিনীগণ তাঁহার মাংস ভোজন করিয়া অমৃতকুণ্ডের জলে জীবন দান করিয়া বর দিতে চাহিলে এই বর প্রার্থনা করেন যে,—অন্ত হইতে কর্ণ আদিবামাত্র যেন তাঁহার প্রার্থিত রত্ন কাঞ্চনাদি প্রাপ্ত হন , আর যেন কন্ত পাইয়া তাঁহাকে উত্তপ্ত ঘতে জীবন ত্যাগ করিতে না হয়। অনেক কণ্টে যোগিনীগণ তাঁহাকে এ বর প্রদান করিলেন। বিক্রমাদিত্য বর প্রাপ্ত হইয়া সেই গ্নতের কড়াখানি দেবীর গহের ছাদের উপর উল্টাইয়া চলিয়া গেলেন *।

বিক্রমাদিত্য অনেকগুলি ছিলেন—এক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে।

সেইজন্ত তদবধি ইহার ছাদ কড়ার আকার ধারণ করিয়াছে এবং সেই কারণেই ইহার নাম বিক্রমচণ্ডী হইয়াছে।"

এই কথা বলিয়া বরুণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কড়ার আংটার স্থায় একটা আংটা খটু খটু শব্দে নাড়িয়া দেবগণকে দেখাইতে লাগিলেন * এবং কহিলেন "এই ঘরে কেহ রন্ধনীতে একাকী থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়।"

দেবগণ ভক্তিভাবে চণ্ডীকে ঘন ঘন প্রণাম করিলেন। বরুণ কহিলেন "এই গৃহের এদিকে ৩।৪টা শিব, অন্ত্রপূর্ণা এবং পার্ব্বতী আছেন। এবং প্রবেশপথে মন্দিরমধ্যে যে শিবমূর্ত্তি দেখিলেন, উনি কালভৈরব।"

দেবতারা চপ্তীস্থান হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময় দেখেন ১০।১৫ জন লোক মৃত শরীর বহন করিয়া আনিতেছে। তাহাদের কাহারো হস্তে আগুনের হাঁড়ি, কাহারো হস্তে ছঁকা কলিকা, কাহারো বগলে কয়েকথানি নৃতন বস্ত্র ও তাহার এক কোণে সোণা রূপা বাঁধা, কাহারো হস্তে একথানি দা ও একটা কলগা। শব তথন চারি জনের য়েরে ছিল; তাহার সমস্ত শরীর সপে জড়ান এবং তহুপরি একটা বাঁশ তিন চারি স্থানে কঠিন রজ্জ্ লারা দৃঢ়রূপে বাঁধা। কেবল পা হুইখানি দেখা যাইতেছিল। বহনকারীরা গঙ্গাকে সয়েকটে দেখিয়া উচ্চ রবে হরিধ্বনি করিল এবং পথশ্রমের ক্লান্তি দ্র করিবার জন্ত একটা অশ্বথর্কের তলায় শব নামাইয়া একজন স্পর্শ করিয়া থাকিল, অপর কয়েক জন তামাক থাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। বঙ্গণ কহিলেন, শপিতামহ! আপনি তথন ভাবিতেছিলেন—দেখুন এই সেই জামালপ্রের বাসি মড়া আসিল।" এই সময়ে বহনকারীরা পরস্পরে কথোপকথন আরম্ভ করিল। একজন কহিল "এই মড়া বাহির করিবার জন্তা বড় কন্ত পাইতে হইয়াছে এবং অনেক নৃতন নৃতন কথা শুনিতে হইয়াছে। সকলেই পরিবারের দোহাই দিয়া

^{*} এই আংটা অস্থাপি বর্ত্তমান আছে।

আমাদিগকে নিরাখাস করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য। তাঁহাদের কি এমন দিন উপস্থিত হইবে না ৭ বিধাতা কি তাঁহাদিগের ভাগ্যে মৃত্যু লেথেন নাই ০ ঈশ্বর অবশ্রুই এ সব বিষয় দেখিতেছেন. তিনি অবশ্রই ইহার বিচার করিবেন। হঃথের কথা কি কহিব— অনেকেই মুক্তকণ্ঠে কহিলেন 'তোমরা কেন ময়লা ফেলার গাড়ী করিয়া লইয়া যাওনা।' কেহ বা কহিলেন 'ডেকারা নদীতে ফেলিয়া এস. তাহা হইলে ২৷৪ জনেই লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে—আমাদের আর সাহায্য আবশুক হইবে না।' আবার কতকগুলি লোক কহিলেন 'কবর দেও।' এই কবর দেওয়ার কথার আবার পোষকতা করিয়া অনেকে বলিলেন "বাঙ্গালীদের গঙ্গাতীরে লইয়া যাইয়া সংকার করা অপেকা কবর দেওয়া সহস্র গুণে ভাল। তাহা করিলে আমরা চাঁদা দিয়া একথান গাড়ী ও তুইটা গরু এবং ক্বরস্থানের জন্ম কিঞ্চিৎ জ্মী থরিদ ক্রিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। এরূপ মৃতশরীর বহন জন্ম কাহাকেও আর কণ্ট পাইতে হইবে না এবং আমরাও বিনা আহ্বানে মূতবহা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাহেবদের মত হঃখ করিতে করিতে গোরস্থান পর্যান্ত বাইয়া কবর দেওয়া দেখিয়া আসিতে পারিব। কেন—আমরা কি গোরস্থানে যাই না ? গোরস্থানে যাওয়া আমাদের অভ্যাস নাই ? সে দিনও চ্যাম্বারলেন সাহেবের মৃত্যু হইলে গিয়াছিলাম এবং শোক প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ তিন দিন তিন রাত্রি কাল বনাত ছেঁড়া হাতে বেঁধেছিলাম। অতএব তোমরা দকলে একমত হইয়া যাহাতে বাঙ্গালীদিগের গোর দেবার ব্যবস্থা হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হও।"

ইহার পর শববহনকারীরা আবার হরিধ্বনি দিরা মৃতদেহ স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুথে চলিল। দেবতারাও ছঃথ করিতে করিতে বাসায় আসিলেন।

বাসার আসিরা সকলে আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করেন এবং অপরাত্নে আবার নগর ভ্রমণে বহির্গত হন। কিছু দূরে যাইলে বরুণ

কহিলেন "পিতামহ! সমুথে ঐ যে ধ্বংসাবশিষ্ট অত্যল্লমাত্র অট্টালিকা দেখিতেছেন, ঐ স্থানে নবাবের প্রাসাদ ছিল। ওদিকে দেখুন মুঙ্গের জেল।"

উপ। ঠাকুর কাকা, চলনা আমরা জেলে যাই।

নারা। তোমার যে প্রথর বৃদ্ধি,তোমার ভাগ্যে জেলে যাওয়াই ঘট্বে।

वक्षा ७ वत्न कि ?

নারা। জেল দেখুবে।

বরুণ। নারে—পৈতে ছিঁড়ে দেবে।

ব্ৰহ্মা। বৰুণা পৈতে ছিঁড়ে দেবে কি १

বরুণ। এক সময়ে মুঙ্গের জেলে একজন সিভিল সার্জ্জন হুইজন পাচক ব্রাহ্মণের পৈতে ছিঁড়ে দিয়াছিলেন। এই পৈতা ছেঁড়ায় জেলের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হুইবার উদেযাগ হয়। ছুই জন বুদ্ধ কয়েদী ২।৩ দিন উপবাস করিয়াছিল।

ব্ৰহ্মা। শ্বান-যজ্ঞাপবীত ছিঁড়ে দিলে १-কেন १

বরুণ। কেন তা তিনিই জানেন। দেখুন পিতামহ! এই স্থানে পূর্বেন নবাবের সৈক্ত সামস্ত থাকিত। যে স্থানে তাঁহার স্থপ্রশস্ত বারিক ও বারুদের দর ছিল, সেই স্থানে এই জেলখানা প্রস্তুত হইয়াছে।

এখান হইতে সকলে আদালতের নিকট যাইয়। উপস্থিত হইলেন।
বক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন এটা কালেক্টরি, এটা ফৌজদারী, ওদিকে এটা
রেক্ষেপ্টারী আফিস, এ গৃহে মুক্সেফ বিসায় বিচার করেন, ওদিকের গৃহে
ডেপুটা বাবুর আফিস। দেবগণ দেখিলেন—আদালতগুলির নিকটস্থ
প্রান্ধণে, বৃক্ষতলে, রাস্তার ধারে অসংখ্য লোক বিসন্না আছে। কেহ
স্ট্যাম্পা বিক্রেম্ন করিতেছে, কেহ জলখাবার খাইতেছে, কেহ কৃপ হইতে
জল তুলিতেছে, কেহ খাবার বিক্রেম্ন করিতেছে। কোন স্থানে কানে
কলম, হাতে কাগজ মোক্তারের দল উকীলের সহিত পরামর্শ করিতেছে।
কোন স্থানে কোন আসামী মকদ্মান্ন জন্মলাভ করার আদালতের চাপরাশীরা

তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া কিছু কিছু পুরক্লার প্রার্থনা করিতেছে। কোন স্থানে আসামীর হাতে হাতকড়ি দিয়া জেল অভিমুখে লইয়া যাইতেছে দেথিয়া তাহার পিতা মাতা পুত্র কলত্রগণ উচ্চরবে ক্রন্দন করিতেছে।

উপ। বৰুণ কাকা। এখানে কি ব্ৰাহ্মণ-ভোজন ?

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই হ'চেচ মুঙ্গের বিচারালয়।

ব্রহ্মা। যত লোক দেখিতেছি—সকলেরই কি মকদ্দমা আছে ?

বঙ্গণ। আজ্ঞে না, বেহারবাসীদিগের অভ্যাস আছে, গ্রামস্থ কোন বাক্তির নামে যে কোন বিষয়ের অভিযোগ হউক, গ্রামস্থ যাবতীয় লোক তামাসা দেখিতে আসিয়া থাকে এবং যে পর্যাস্ত না আদালত বন্ধ হয়, বিসিয়া থাকে। ইহাদের একটা পয়সা মা বাপ—কিন্ত বিচারালয়ে অর্থব্যয় করিতে কাতর নহে।

এখান হইতে দেবতারা গবর্ণমেণ্ট বিভালয় দর্শনে যাত্রা করিলেন। উপস্থিত হইন্না বরুণ কহিলেন "এই মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট স্কুল।"

ইন্দ্র। এইরূপ স্কুল গবর্ণমেন্টের কতগুলি আছে ?

বরুণ। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই এক একটা আছে। তদ্তির ভদ্রপল্লী মাত্রেরই বিভালয়গুলিতে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক নিয়মে সাহায্য করা হয়। ইংরাজরাজের মত কোন রাজাই প্রজাকে বিভা বিতরণ করিতে এত যত্ন করেন নাই।

ব্রহ্মা। বেশ তো! আমার মতে ইংরাজরাজ প্রজাগণকে সাহিত্য বিভা শিক্ষা দিবার স্থায় ব্যায়াম, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতির শিক্ষা দিলে আরো অক্ষয় যশ লাভ করিতে পারেন।

বঙ্গণ। সে বিষয়েও আজকাল যথেষ্ট আয়োজন হইতেছে। বিভালয়ের ওদিকে দেখুন চিত্রশালা। এই চিত্রশালাটী লক্উড্ নামক একজন সাহেবের যত্নে নিশ্বিত হয়। ইন্দ্ৰ। চিত্ৰশালার আছে কি ?

বরুণ। উহার মধ্যে কয়কটা মৃত পক্ষীর এবং মৃত কুম্ভীর কচ্ছপাদির আকার, এবং ৩০ সের আন্দান্ত ওন্ধনের একটা নবাবী আমলের গোলা আছে।

এথান হইতে সকলে বাহিরে আসিয়া দেখেন, আদালত বন্ধ হইয়া যাও-যায় কেরাণী বাবুরা হাসিতে হাসিতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। তাঁহারা দূরে আরও কতকগুলি কেরাণীকে দেখিলেন; কিন্তু তাঁহাদের বদন হাস্তময় নহে।

নারা। বরুণ। মুঙ্গেরে আমি ছই সম্প্রদায় কেরাণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখিতেছি কেন? এক সম্প্রদায় হর্ষযুক্ত, অপর সম্প্রদায় বিষণ্ণ, কারণ কি ?

বরুণ। ইহার বিশেষ কারণ আছে। গবর্ণনেণ্ট আফিসের কেরাণীরা নির্দ্ধারিত বেতন বাদে প্রত্যহ প্রায় এক পকেট ক্রিয়া কাঁচা পর্যনা উপরিলাভ করেন; স্থতরাং তাঁহাদিগকে হর্ষযুক্ত দেখিতেছেন। রেলওয়ে কেরাণীরা বেতন বাদ একটা প্রদা উপরিলাভ করিতে পারেন না; স্থতরাং তাঁহাদের বদনে কোথা হইতে হাসি আসিবে গ

ইন্দ্র। বরুণ ! উপরিলাভ কি ?

বরুণ। কার্যাবিশেষে উপরিলাভ শব্দের নানা প্রকার অর্থ হইরা থাকে। যেমন গবর্ণমেন্ট আফিসের কেরাণীরা নকল করিয়া দিয়া বাদী প্রতিবাদীর নিকট হইতে যে ছই এক পর্মা বেশী লইতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের উপরিলাভ। জ্মীদারী সেরেন্ডার গোমন্তারা প্রজার নিকট থাজনা আদারকালে যে ২০ পর্মা বেশী আদার করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের উপরিলাভ। বাটীর চাকর চাকরাণী বাজার করিতে গিয়া বাজারের পর্মা হইতে যে ২০ পর্মা চুরী করিতে পারে, তাহাই তাদের উপরিলাভ। রেলওয়ে টিকিট-বিক্রেতা বাবুরা চৌদ আনা মূল্যের টিকিট বিক্রের-

কালে এক টাকা লইয়া যদি বক্রী ছই আনা ফেরত না দেন, সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। রেলওরে কল-চালকেরা মহাজনের বস্তা কুটা করিয়া যদি ছই এক সের চিনি বাহির করিয়া লইতে পারে, সেই তাহাদের উপরিলাভ। স্কুল মাষ্টারেরা ছই চারি মিনিট যদি চেয়ারে ঠেশ দিয়া নিলা যাইতে পারেন, সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। মাতাল বাবুরা বন্ধুর বাড়ী হইতে মন্ত পান করিয়া আসিবার সময় পথে মাতলামি করার জন্ত পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া যে ধাক্কা-ধুক্কি থান, সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। ডাক্তার বাবুরা ঔষধে বেশী মাত্রায় জন মিশাইয়া দিতে পারিলে, তাহাই তাঁহাদের উপরিলাভ মোসাহেবেরা যদি বাবুর পাতের লুচি তরকারী থাইতে পান, সেই তাঁহাদের উপরিলাভ। লম্পটেরা কোন ভদ্র মহিলার গৃহে প্রবেশ করিয়া হাত, পা যাহা হউক একথানি দিয়া প্রাণটা নিয়ে যদি পালিয়ে আস্তে পারে, সেই তাহাদের উপরিলাভ। পাত্র কর্পরিলাভ। পাত্র উপরিলাভ। পাত্র উপরিলাভ। পাত্র ক্রান্ত পারে, সেই তাহারে উপরিলাভ।

ব্ৰহ্মা। "ত্ৰীবিষ্ণু" গুঁনা! কি ব'লে ?

বরুণ। প্রত্যেক পুলিসে একটা করিয়া গো-কারাগার থাকে, তাহাকে পৌও কহে। কোন ব্যক্তির গোরু যদি অপর কোন ব্যক্তির গাছ পালা নষ্ট করে, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে ঐ গরু থানায় দিয়া আদিতে পারে। থানায় গরু যত দিন থাকিবে, ছই আনা এবং বাছুর যত দিন থাকিবে এক আনার হিসাবে জরিমানা দিয়া তবে গোরু খালাস করিতে হয়। যে ব্যক্তি এই বিষয়ের হিসাব পত্র রাথে তাহাকে পৌওকিপার কহে। ঐ পৌওকিপার উপরিলাভের প্রত্যাশায় সময়ে সময়ে

ব্রহ্মা। তবু ভাল ! ভাল বরুণ ! তবে আজ কাল মর্ত্যে চুরি শব্দের স্থলেই উপরি শব্দ ব্যবহার হইতেছে। যাহা হউক, তুমি আমাকে ঐ মুক্ষেরস্থ উভয় সম্প্রদায় কেরাণীর দোষ গুণ বিশেষ করিয়া বল। বরুণ। উভয় সম্প্রদায় কেরাণীর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণীরা কিছু অপবায়ী। ইহাঁদের সামান্ত দোবে কর্ম্ম যায় না, তদ্ভিম বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও কিছু কিছু পেন্সন পাইয়া থাকেন; এজন্ত ইহাঁরা উপাজ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেও তাদৃশ মনোযোগী হয়েন না। ইহাঁদিগকে বদ্থেয়ালি অর্থাৎ যাত্রা, থিয়েটার, থেম্টা, বাইনাচ ইত্যা-দিতেই বেশী বায় করিতে দেখা যায়। রেলকেরাণীরা উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিতে জানেন, কারণ ইহাদের চাক্রী কবে আছে—কবে নাই—তাহার কিছু স্থিরতা নাই এবং রেলওয়েতে পেন্সনেরও কোন বন্দোবন্ত নাই। ইহাঁরা মিতবায়ী এবং ইহাঁদিগকে দানধর্ম সম্বন্ধে অর্থাৎ ধর্মসভা ও দাতবা সভা ইত্যাদির দিকেই বেশী থরচ করিতে দেখা যায়।

ব্রহ্মা। রেলওম্বে কেরাণীদিগের ত বিশেষ গুণ আছে!

এই সময়ে সকলে মুঙ্গেরের বাজারে যাইয়! উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন—বাজারটীতে অসংখ্য দোকানখর রহিয়াছে দোকানগুলির উপরে আফিসের কেরাণীদিগের বাসা। দোকানে হরেক রকম দ্রবাসামগ্রী বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে আবলস কাঠের স্থলর অলর বায় বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে। বাক্সগুলির গাত্রে ও ডালায় হাতির দাঁতের কারুকার্য্য করা। কোন দোকানে কলমদানি, কোটা, আলমারি বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে বেনাগাছের পাখা, গমের গাছের ফুলের সাঞ্জি, বাক্স, পেতে বিস্তর প্রস্তুত হইতেছে। তদ্তিয় চাউল, হুঁকা, আরসি, চিক্রুণীরও অসংখ্যা দোকান রহিয়াছে। বাজারটা প্রথমে অনেক দূর পর্যাস্ত সোজা হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তৎপরে বামে ও দক্ষিণ দিকে আবার কতকগুলি শাখা প্রশাখা হইয়া ভিতর দিকে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সমস্ত গলির মধ্যে অসংখ্য দোকান আছে, কিন্তু এমন অন্ধকার যে প্রবেশ করিতে ভয় হয়। বরুণ কহিলেন "মুক্সেরের চক অনেকাংশে কলিকাতার বড়বাজারের সদৃশ।"

এখান হইতে দেবতারা কিছু দূরে যাইয়া দেখেন, একটি গৃহমধ্যে কয়েক
ব্যক্তি চকু মৃদ্রিত করিয়া বিদিয়া আছেন এবং এক ব্যক্তি একটা বেদিতে
উপবেশন করিয়া কহিতেছেন-"হে করুণাময় ! হে বিভূ ! হে হরি ! হে নদী!
আমাদিগকে উদ্ধার কর ! বালক যেমন ধূলি মাথে, কুধায় কাতর হইলে
কাঁদে, অথচ ধূলি যে কি, কুধা হয় কেন—তাহা সে জানে না, হে হরি ! হে
করুণাময় ! তুমি যে কি তাহা আমরা অবগত নহি—আমাদিগকে উত্তোলন
কর, আমাদিগের গাত্র হইতে পাপরুপ ধূলা মুছাইয়া দিয়া কোলে লও।"

বকণ। পিতামহ। মুঙ্গের ব্রাহ্মদমাজ দেখুন।

ব্ৰহ্মা। ব্ৰাহ্মসমাজে ব্ৰাহ্মসংখ্যা এত কম কেন ?

বরুণ। বাক্ষসমাজে সময়ে সময়ে উন্নতি অবনতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।
যথন কোন আফিসে কোন বাক্ষা বড় বাবু আসেন, তথন ইহার উন্নতি
হয়। অনেক কেরাণী, বাবুর প্রিয় হইবার আশায় কপট বাক্ষ সাজিয়া সমাজে আসিয়া থাকেন; আবার সেই ব্রাক্ষা বড় বাবু স্থানাস্তরে বদলি হইলেই সভাসংখা হ্রাস হইয়া থাকে। এক্ষণে এথানে কোন বাক্ষ বড় বাবু না থাকাতে সমাজের অবস্থাও ভাল নহে। মুক্ষের এই ব্রাক্ষসমাজ-টীর জন্মও বড় বিখ্যাত।

ইন্দ্র। এই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম মুঙ্গের বিখ্যাত কেন ?

বরুণ। রাহ্মধর্মের বর্ত্তমান প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচক্র সেন মহাশরের মুক্তের দিতীয় লীলাভূমি। এই নগরে তাঁহার অনেক লীলাধেলা হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে রাহ্ম ও রাহ্মিকাদিগের সহিত চর-ভ্রমণই বড় বিখ্যাত। এক দিন কেশব সকলের সহিত চরভ্রমণে যাইয়া পরম-রক্ষের উপাসনাদি করিয়াছিলেন। রাহ্মদিগের মধ্যে তাস খেলাও এখানকার একটী মন্দ লীলাখেলা নহে। এখানকার রাহ্মেরা এই সময় কেশব বাবুকে অবতার দ্বির করিয়া পাতের প্রসাদ খাইতেও উত্তত হইয়াছিল।

ইক্র। তাঁহারা কেশব বাবুকে কোন্ অবতার স্থির করেন ?

বরুণ। তাঁহারা কহেন "নারারণ সম্বলপুরের মহাত্মা বিষ্ণুযশার ভবনে ক্ষিক্রপে জন্মগ্রহণ না করিয়া গরিফা গ্রামের মহাত্মা রামকমল সেনের ভবনে কেশবচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

ইক্র। নারারণ ! সাবধান। দেখ অনেক দিন তুমি পৃথিবীতে না আসায় তোমার অবতারত্ব বাব্দেরাপ্ত হইতেছে। ১৪ বৎসর যদি উহারা বিনা আপত্তিতে ভোগ দখল করিয়া ফেলে, ভবিষ্যতে তুমি আদালতের আশ্রয় লইয়াও নিজ পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

বরুণ। দেবরাজ! তুমিও সাবধান। ইংরাজরাজ দিন দিন যেরূপ উপাধি স্ষষ্টি করিয়া বিতরণ করিতেছেন, যদি তাঁহারা "দেবরাজ" উপাধি স্কুষ্টি করিয়া বিতরণ করিতে থাকেন, তোমার দশা কি হবে ?

ব্রহ্মা। বঙ্গণ ! বড় স্থান্দর উপদেশ দিচে। প্রচারক জাতিতে কি বরুণ ! বঙ্গণ। উনি জাতিতে তাঁতি।

বন্ধা। এবিষ্ণু। রাঁগা। তাঁতি ? বরুণ। তাঁতি ? চল পৃথিবী হইতে পলাই চল, এক্ষণে কলির সম্পূর্ণ অধিকার।

ইক্র। পিতামহ। প্রচারক তাঁতি শুনে পলাতে যাচেন কেন १

ব্রহ্মা। এক সময় কলি আমাকে জিজ্ঞানা করিয়াছিল—"প্রভু! আজ্ঞা করুন, কোন্ সময়ে আমি মর্জ্যে সূথে এবং নিক্ষটকে রাজ্য করিতে পাইব ?" তছন্তরে আমি বলিয়াছিলাম — যে সমরে শুদ্রে উচ্চাসনে বিসিয়া ধর্মোপদেশ দিতে থাকিছব, ব্রাহ্মণে পৈতা ত্যাগ ও শুদ্রে পৈতা গ্রহণ করিবে, সেই সময়ে তুমি জানিও তোমার সম্পূর্ণ অধিকার হইয়াছে। এক্ষণে এই তাঁতি প্রচারককে দেখিয়া আমার স্মরণ হইল, কলির এক্ষণে সম্পূর্ণ অধিকারকাল উপস্থিত।

এখান হইতে দ্বেরগণ বাসার আসিরা পরস্পরে গল্প করিতেছেন এমন সময়ে নারারণ কহিলেন "ঐ যা! গয়ার পাধরবাটী প্রভৃতির পোঁটলাটা মোকামায় টেণ পরিবর্ত্তনের সময় ফেলে এসেছি।" ব্রহ্মা এই কথা প্রবণে নারায়ণের প্রতি অত্যন্ত অসম্ভন্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমার হাড়ে লক্ষ্মী হবে না; আবার যেখানে যাবে কিছু কিনে দিতে ব'লো, ভাল ক'রে কিনে দেবো!! ছি! ছি! অত্যন্ত অসাবধান। বয়েস হয়েচে, বুদ্ধিগুদ্ধি আছে, এখন এত অসাবধান হ'লে কি পথ চলা যায়? আমি অম্বলের মাছ খাব ব'লে খাসা খাসা ছোট ছোট বাটীগুলি কিনে নিয়ে এলাম, তুমি কি না পথে ফেলে এলে! বাটীগুলির জন্ত মন নিতান্ত খারাপ হ'লো। ইচছা হ'চেচ আবার গয়ায় গিয়ে কিনে আনি!

বক্লণ (নারায়ণকে অপ্রস্তুত দেখিয়া) যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, কলিকাতায় সকল দেশের সকল রকম জিনিস আমদানী হয়—সেইখানে আপনাকে দেখে গুনে ভাল বাটী কিনে দেবো।

পরদিন তাঁহারা একথানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া দীতাকুও দেখিতে চলিলেন। গাড়ী কিছু দূর যাইলে দেবগণ দেখেন—কতকগুলি লোক তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আদিতেছে।

ব্রহ্মা। উহারা কারা ?

বরুণ। উহারা সীতাকুণ্ডের পাণ্ডা। উহারা সংখ্যায় প্রায় ৪।৫ শত ঘর আছে এবং অনেকে সীতাকুণ্ডের প্রসাদে বিলক্ষণ সঙ্গতিও করিয়া লইয়াছে।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী প্রাচীর-বেষ্টিত সীতাকুণ্ডের নিকট আদিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলে পাঞ্জারা চারিদিক্ হইতে আদিয়া বেষ্টন করিতে লাগিল। কতকগুলি পাঙা কহিল "বাবু, আমরা আপনাদের সঙ্গে সঙ্গের হ'তে ছুটে আস্ছি।" অপরে কহিল "বাবুদের নিবাস ?"

উপ। নিশ্চিম্বপুর।

পাঞা। কি কহিলেন বাবু! নিশ্চিস্তপুর ?—কোন্জেলা? উপ। 🕮 কাজনগর। পাণ্ডারা স্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিতে লাগিল এবং • দেবগণকে কহিল "আস্কন বাবু, ভিতরে আস্কন।" তাঁহারা দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখেন—দক্ষিণ দিকে হুইটা এবং বাম দিকে একটা চতুক্ষোণবিশিষ্ট পালাপূর্ণ ইঁদারা রহিয়াছে। এবং জলে ভেক সকল লাফাইয়া বেড়াইতেছে। ইঁদারা গুলি উত্তমরূপে বাঁধান। পাণ্ডারা কহিল "বাবু, বামদিকে লক্ষণকুণ্ড আর সন্মুখে ঐ মন্দিরের নিকট রামকুণ্ড।"

দেবতারা রামকুণ্ড দেখিতে চলিলেন। দেখেন—ইহাও একটা চতুচ্চোণ-বিশিষ্ট বাঁধান ইদারা। জল পাচনসিদ্ধ জলের স্থায় গাঢ় ও রক্তবর্ণ।

ব্ৰহ্মা কহিলেন "সম্মুথে ও মন্দিরটী কি ?"

পাণ্ডা। শ্রীরামচক্রের মন্দির। মন্দির মধ্যে রাম, লক্ষ্ণ এবং সীতার প্রতিমূর্দ্ধি আছে।

ব্ৰহ্মা। সীতাকুগু কই ?

"আহ্বন বাবু, ভিতরে আহ্বন" বলিয়া পার্ণ্ডারা তাঁহাদিগকে অপর
একটা দার দিয়া সীতাকুণ্ডের নিকট উপস্থিত করিল। তাঁহারা দেখেন—
স্থানটার চতুর্দিক্ প্রাচীর-বেষ্টিত। সীতাকুণ্ড একটা উষ্ণ-প্রস্রবণ। ইহা
দীর্বে প্রস্থে ১২॥• হাত হইবে। জল উত্তপ্ত এবং তাহা হইতে অল্প অল্প
বাষ্প ও বুদ্বুদ্ উঠিতেছে। জল এত স্বচ্ছে যে, যাত্রারা আসিয়া যে সমস্ত
পিণ্ড প্রদান ক্ষরিয়াছে, তাহার চাউলপ্তলি গণিয়া লওয়া যায়। সীতাকুণ্ডের
চতুর্দিক্ লোহ রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টন করা। দেবগণ সেই রেলিংয়ের মধ্য
দিয়া হস্ত বাড়াইয়া কতক্ষণ পর্যাস্ত উত্তপ্ত জলে হস্ত রাখিতে পারেন—
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এথান হইতে পাঞ্জারা তাঁহাদিগকে প্রেতশিলা দেথাইতে চলিল। প্রস্রবণের জল উঠিয়া কুণ্ডে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একটী ইষ্টকনির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। পাগুারা ঐ প্রণালীর এক স্থান ফুটাইয়া রাথিয়াছে, ঐ স্থানকে তাহারা প্রেতশিলা কহে এবং যাত্রীদিগকে বিলয়া থাকে—এই স্থানে পিগুপিণ করিলে পিতৃপুক্ষগণ প্রেতত্ব হউতে মুক্তিলাভ করেন।

ইহার পর দেবগণ অপর দ্বার দিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন—অনবরত জল বাহির হইয়া দূবে একটী ক্ষুদ্র নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। দেবতারা সীতাকুণ্ড দেথিয়া বিশেষ স্থী হইলেন এবং গরম গরম জলে পৈতা সাফ করিয়া লইলেন। তাঁহারা তথা হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামকুণ্ডের নিকট উপবেশন করিলে ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! সীতাকুণ্ডের উৎপত্তির কথা বল ?"

বরুণ। শ্রীরামচন্দ্র দীতার উদ্ধার করিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময়ে মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটে বসিয়া বিশ্রাম ও স্নান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কষ্টহারিণীঘাটের অপর পারে বসিয়া অনেকগুলি মুনি ঋষি তপস্থা করিতে-ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সানাস্তে সীতা, লক্ষণ এবং হমুমান সহ তাঁহাদিগকে ফল প্রদান করিতে যাইলে মুনিগণ প্রত্যেকের ফল গ্রহণ করেন; কিন্তু সীতার ফল গ্রহণ করেন নাই। রামচক্র কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "দীতা অনেক দিন রাবণগ্যহে একাকিনী বাদ করিয়া ছিলেন, রাবণের চরিত্রও নিতাস্ত মন্দ ছিল: অতএব সীতা, সতী কি অসতী বিশেষরূপ না জানিলে তাঁহার ফল কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে ?" মুনিগণের মুথে এই কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণ অবনত মস্তকে রহিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া মুনিগণ পুনরায় কহিলেন "জনক ঋষি আমাদের সকল ঋষির শ্রেষ্ঠ। অতএব তিনি যদি বলেন—তাঁহার ছহিতা সতী, তাহা হইলে ফল গ্রহণ করা যাইতে পারে।" হতুমান এই কথা প্রবণে তদণ্ডে জনকপুরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু জনক রাজা কহিলেন "দীতা যত দিন অবিবাহিতা অবস্থায় তাঁহার নিকট ছিলেন, ততদিন তিনি তাঁহার বিষয় জানিতেন। তৎপরে যথন তিনি তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, তথন

আর তাঁহার সীতা সম্বন্ধে কোন বিষয় জ্ঞানিবার আবশ্রক করে না এবং জ্ঞানেনও না।" হমুমান্ প্রত্যাগমন করিয়া এই কথা বলিলে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত হংবিত হইলেন এবং কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। মুনিগণ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন "সীতা যদি অগ্নিতে পরীক্ষা দিতে পারেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার ফল গ্রহণ করিতে পারি।"

নারা। দীভার পরীক্ষা কি এথানে হইয়াছিল ?

বরুণ। হাঁ। তিনি স্বীকার করিলে মুনিগণ মুঙ্গেরের বাহিরে আসিয়া এই স্থান মনোনীত করিলেন এবং হমুমান্ কাঠ সংগ্রহ করিয়া চিতা সাজাইয়া দিলেন। চিতা প্রজ্ঞালিত হইলে সীতা সেই অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু দগ্ধ হইলেন না।

ব্রনা। আ মরি মরি । তার পর বল ?

বক্ষণ। মুনিগণ গীতাকে ভন্ম হইতে না দেখিয়া চিতা হইতে নামিয়া আদিয়া ফল দিতে কহিলেন। তথন গীতা হাইচিত্তে নামিয়া আদিয়া প্রত্যেকের হস্তে ফল প্রদান করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। রামচক্র হস্থমান্কে বলিলেন "জল দিয়া চিতা নির্ম্বাণ করিয়া ফেল।" হস্থমান্ তথপ্রবণে জল আনিবার উত্যোগ করিলে গাঁতা কহিলেন "নাথ! এই স্থানে যখন আমার অগ্নি পরীক্ষা হইল, তখন এই স্থান লোককে জানাইবার জন্ম ইচ্ছা করি। পাতাল হইতে জল উঠাইয়া অগ্নি নির্ম্বাণ করা হউক এবং ঐ জল চিরদিন উত্তপ্ত থাকিয়া ছ্টিতে থাকুক। যাত্রিগণ এখানে আদিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে তাহাদের পিতৃপুক্ষণ যেন বৈকুঠে গিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।"

ব্রহ্মা। তুমি আমাকে শ্রাদ্ধাদি করিবার উদেযাগ ক'রে দাও, আমি সীতাকুণ্ডে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগু প্রদান করি।

পাণ্ডারা এই কথা শ্রবণে মহাসম্ভষ্ট হইয়া এক জন ছুটে চা'ল কিনিতে গেল আর এক জন বলিল "বুড়া বাবা, অর্দ্ধেক গরম জল ও অর্দ্ধেক ঠাণ্ডা জলে মান কর।" "এসো দেবরাজ! আমরা সান করিয়া জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে থাকি। বড়দা, ততক্ষণ পিগুদান করুন" বলিয়া নারায়ণ শিশি হইতে তৈল বাহির করিয়া মাথিলেন এবং সকলের অগ্রে সীতাকুণ্ডে সান করিতে নামিলেন। তিনি একটা ডুব দিয়াই "ওয়াক্" "ওয়াক্" শংল চীৎকার করিয়া কহিলেন "দেবরাজ! দেবরাজ! এথানে স্নান ক'রো না—রাজশরীর, মারা যাবে। স্নান তোমার আজ তোলা থাক্। বাবা রে, বিদ্কুটে হুর্গন্ধ। ও মা মারা যাই। কুণ্ডের ভিতর ব্যাংই বা কত।"

পিতামহ নারায়ণের মুথে সীতাকুণ্ডের নিন্দা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া নারায়ণকে কহিলেন "তুমি বড় বেশী বেশী আরম্ভ করিলে! ভূমি মহাতীর্থ সীতাকুণ্ডের নিন্দা ক'রে কি ভয়য়র পাপে লিপ্ত হ'চো ভাব দেখি ? তোমার দোষ কি ? কলির বাতাস গায়ে লাগ্চে কি না!"

নারা। সীতা কুপ্ত কিসে মহাতীর্থ আমাকে বুঝাইয়া দিন। রামচন্দ্রের আর কাজ ছিল না—তাই অযোধ্যায় প্রত্যাগমন সময়ে রাস্তার ছ ধারে সীতাকে পোড়াতে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। হাঁয়—শাস্ত্রাদিতে যদি ইহার প্রমাণ দেখাইতে পারেন, আমি ভক্তিভাবে স্নান করিয়া সীতাকুপ্তে পিপ্ত প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

বন্ধা। তবে জল এমন টগ্বগ্ক'রে ফুট্ছে কেন ?

নারা। উষ্ণ-প্রস্রবণ-তা ফুটুবে না १

ব্ৰহ্মা। কি?

नाता। उक्ष्म्ययद्या

ব্রহ্মা। উষ্ণ প্রেশ্রবণই হউক আর যাহাই হউক—ঈশ্বরের নাম ক'বে যেখানে যাহা করা যায়, তাহাতেই পুণ্য আছে শ্বীকার কর না ? আয় উপ, আমরা নেয়ে নিই।

উপ কর্তার প্রের হইবার আশার জলে নামিয়া ভূব দিয়া কহিল, "কর্তা জেঠা!—" ব্রহ্মা। কিরে ?

উপ। রাগ না করেন, ত বলি—

ব্ৰহ্মা। বড়গন্ধ নয় ? নাক টিপে বাবা নাক টিপে ডুব দেও ! গন্ধ ব'ল্তে নেই—সীতাকুও মহাতীৰ্থ।

এই সময়ে পাঞারা আদিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। পিতামহ জলে
নামিয়া পানা সরাইয়া ডুব দিতে লাগিলেন। তাঁহার কয়েকটা কুঞে স্নান
সমাপ্ত হইলে দীতাকুণ্ডে এবং প্রেতশিলায় পিণ্ডার্পণ করিলেন। তৎপরে
তক্ষবন্ত্র পরিধান করিয়া পাঞাদিগকে বিদায় করিতে গিয়া মহাবিপদ্গ্রস্ত
হইলেন। তিনি হুইটা করিয়া পয়সা প্রত্যেক পাঞাকে দান করিতেছেন।
দেখিলেন যত দান করেন, ততই নৃতন নৃতন পাঞা আদিয়া উপস্থিত হয়।
ক্রমে অসংখ্য পাঞা আদিয়া পিতামহকে বেষ্টন করিল এবং পরক্ষার ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল। পিতামহ সেই গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া "কোথায়
কৃষ্ণ, কোথায় নায়ায়ণ—উদ্ধার কর," শক্ষে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

নারারণ এই সময়ে সবে মাত্র মতিচুরে কামড় দিরাছিলেন। ব্রহ্মার চীৎকারে হস্ত হইতে মতিচুর দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং গোলযোগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতামহের হস্ত ধরিয়া ঘুসা ঘাসার দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলে দেবরাজ, বহুণ এবং উপ যাইয়াও গাড়ীতে উঠিল। এই সময়ে আবার শত শত পাঙা আসিয়া গাড়ীর গতি রোধ করিল, তথন নারায়ণ অত্যক্ত রাগারিত ইইয়া লক্ষ প্রদানে কোচ বাক্সে উঠিয়া বসিলেন এবং এক হস্তে অশ্ব-রজ্জু, অপর হস্তে কশা গ্রহণ করিয়া সপাসপু শক্ষে পাঙাগণকে এমন প্রহার করিতে লাগিলেন যে, তাহারা রাস্তা ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইল। নারায়ণও নিহ্বলটকে গাড়ী হাঁকাইয়া একেবারে পীরপাহাড়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বঙ্গুল কহিলেন পিতামহ। এই স্থানের নামু পীরপাহাড়। ঐ যে

পাহাড়ের উপর একটা স্থল্পর অট্টালিকা দেখিতেছেন, উহা কলিকাতার মৃত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। ঐ অট্টালিকার গৃহগুলি অতি স্থল্পর ও পরিষ্কাররূপে সাজান আছে। প্রচুর অর্থব্যয়ে পর্বতের উপর যে কৃপ খনন করা হয়, সে কৃপটীও বর্ত্তমান আছে, কিছু জল উঠে না। পর্বতের উপর মুসলমান দেবতা পীরের মস্জিদ থাকায় পীরপাহাড় নাম ইইয়াছে।

ব্রনা। প্রসন্নকুমার ঠাকুর কে ?

বঙ্গণ। ইনি কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী গোপীমোহন ঠাকুরের কনিন্ঠ পুত্র। এই মহাছ্মা আজীবন স্বদেশের উন্নতি সাধনেই রত ছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি যে উইল করেন, তাহাতেও সন্ধিয়ে দানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মূলাযোড় প্রভৃতি স্থানে ইহাঁর বিভালয় প্রভৃতি অনেকগুলি সৎকীর্দ্তি আছে। ইনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কলিকাতার সিনেট হলের সিঁড়ির উপর ইহার একটী পাথরের প্রতিমৃত্তি আছে। মুক্ষেনরের জল হাওয়া ভাল বলিয়া একং এ প্রদেশে তাঁহার অনেক বিষয় বিভব থাকায় এই বাডাটী অনৈক ইংরাজের নিকট হইতে খরিদ করেন।

নারায়ণ পুনরায় অখপুঠে কশাঘাত করিলেন। অখন্বয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেলা আলাজ একটার সময়ে তাঁহাদের বাসায় পাঁহছিয়া দিল।

আহারান্তে দেবগণ পাইচারি করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন, বাসার গেটে একখানি কাগজ টাঙ্গান রহিয়াছে। পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন, অন্ত অপরাহে চারিটার পর মুঙ্গের আর্য্যসভায় ধর্ম্মবিষয়ে একটী বক্তৃতা হইবে। বিজ্ঞাপন দেখিয়া দেবতারা অত্যন্ত বিশ্বয়ায়িত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন—"এ কি! এই ছর্দান্ত কলির রাজ্য বিস্তার সময়ে ধর্মের নাম! ধর্মালোচনা! চল, বক্তৃতা শুনিতে হইবে।" বলিয়া সকলে চারিটা বাজিতে না বাজিতে আর্যাসভা-গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

উপস্থিত হইর। দেখেন, একটী দ্বিতল গৃহে আর্য্যসভা। গৃহটী অভি স্থপশস্ত এবং পরিষ্কান্তরূপে সাজান। গৃহভিত্তিতে আর্ট্র্টুডিওর অনেকণ্ডলি স্থানর স্থানর হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমূর্তিগুলি এমন পরিষ্কাররূপে অন্ধিত যে, দেবগণ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন প্রত্যাগমনের সময়ে কলিকাতা হইতে এক সেট খরিদ করিয়া লইয়া যাইবেন।

ব্রহ্মা। বরুণ। এ আর্য্যসভাটী প্রতিষ্ঠা হইবার কারণ কি १

বন্ধণ। এথানকার কয়েকজন আর্য্যসম্ভান দেখিলেন যে, আপনার আর্য্য ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম ক্রেমে ক্রমে লোপ ইইতে চলিল। গ্রীষ্টান ও রান্ধ প্রভৃতি সম্প্রদারের দিন দিন যেরপ উন্নতি, হয় ত কিছুদিন পরে আপনার বেদেরও নাম গন্ধ থাকিবে না। কারণ উহা ত রেজেপ্টারী করা হয় নাই। সকলেই বলিবে আমাদের স্ব স্থ প্রণীত। এই আশক্ষায় উক্ত আর্য্য সম্ভানেরা লোকের মনে সনাতন ধর্মের উদ্রেক করিবার নিমিন্ত এবং লুপ্ত সংস্কৃত বিভার প্রনক্ষার করিবার মানসে এই আর্য্যসভা এবং ইহার সংলগ্ন একটী সংস্কৃত পার্চশালা সংস্থাপিত করেন। ইহাদের সাধু ইচ্ছায় সম্ভেই হইয়া মুক্রেরের কোন জ্মীদার এই বাড়ীট সভার উদ্দেশ্তে দান করিয়াছেন। আর্য্যসভার সভ্যগণের এমন ইচ্ছা আছে, কয়েকজন প্রচারক দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম প্রচার ছায়া লোকের মনে আর্য্যধর্মের উন্দীপনা করিবেন। ইহাদের এই সাধু প্রস্তাবে সম্ভেই হইয়া জমীদার রায় অয়দাপ্রসাদ রায় বাহাছর এক সময় চার সহস্র টাকা দান স্বীকার করেন এবং আরো কিছু সাছায়্য করিবেন বলেন।

ক্রমে অসংখ্য শ্রোতৃবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যথাসময়ে তান-মান-লয় বিশুদ্ধ কয়েকটী ধর্মসংগীত গান করা হইলে এক ধুবা দাড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন:—

"বন্ধ্যণ! ধর্মই ব্রগতের একমাত্র সহায়। ধর্মের দারাই অধর্ম ও পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। মুস্বামাত্রেই ঈশ্বরকে জানিতে চাহে, ঈশ্বরকে দেখিতে চাহে এবং এই জ্ঞুই সকলেই সাম্প্রদায়িক রীত্যসুসারে ধর্মামুষ্ঠান করিয়া থাকে। যুদি খ্রীষ্টানকে জিঞ্জাসা করা যায়, কি প্রকারে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় ? তিনি কহিবেন "গ্রীষ্টকে বিশ্বাস কর, তাঁহার দর্শন পাইবে।" যদি মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি কহিবেন—"মহম্মদোক্ত উপাসনা-পদ্ধতি অবলম্বন কর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে।" ইত্যাদি (সকলের করতালি)। আমি হিন্দু—আমার কি উপায় অবলম্বন করিলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই মাত্র প্রধান উদ্দেশ্য। অধুনা অনেকে—(ব্রহ্মার করতালি)।

নারা। পিতামহ। বেতাল হ'ল।

ব্রহ্মা। তুমি থাম। ফল হাতে ক'রে বসা হয়নি মনে আছে ?

বক্তা। অধুনা অনেকে স্ব স্ব ক্ষতি অমুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, তজ্জপ্তই বর্ত্তমান সময়ে ধর্মবিপ্লব ঘটিয়াছে। আমার মতে তোমার আমার কচি পরিত্যাগ করিয়া আর্যাঝিষিগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পথ অবলম্বন করা উচিত এবং তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তবা া দেথ ধর্ম এক, ধর্ম কথন ছই হইতে পারে না। পূর্ব্বকাল হইতে শ্রুতি, পুরাণাদি কোন গ্রন্থেই "ধর্ম" শব্দ, ভিন্ন "আর্যাধর্ম" বা "হিন্দুধর্ম" ইত্যাদি কোন বিশেষ নাম উল্লেখ ছিল না। এক্ষণে খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ইত্যাদি বিবিধ ধর্ম হইতে বিশেষ করিবার জন্তু আর্যাধর্ম্ম নাম দিতে হইয়াছে। (সকলের করতালি)। যেমন কোন আফিসে—(ব্রহ্মার করতালি)

নারা। ঐ আবার বেতাল হ'ল।

ব্রহ্মা। মার থাবি ? না হয় ত বল্ উঠে যাই। আমার ভাল লাগচে, তালি দিচিচ, তুই এমন বিরক্ত ক'রতে বস্লি কেন ?

এক শ্রোতা। আহা । ওঁকে বিরক্ত করিবেন না। বোধ হয় কথন বক্ততা শোনেন নি, তাই বেতালে তালি দিচেন।

বক্তা। যেমন কোন আফিলে কতকগুলি বাবু থাকিলে বড় বাবু, ছোট বাবু ইত্যাদি নামে ডাকিতে হয়, তজপ বছ ধর্ম হইতে বিশেষ করিবার জন্ত আধীধর্ম নাম দিতে হইতেছে। শ্রুতিপ্রতিপাত ধর্মই জগতের আদিম ধর্ম। অক্সান্ত ধর্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইরাছে। ধেমন দীপ শিথাতে টীকা ধরাইয়া দেই টীকা গৃহ-চালে ধরাইয়া দেও, গৃহায়ি যেমন দীপ শিথা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হইবে, তজপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার অনুসারে এক ধর্ম নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব পৃথিবীর সকল ধর্মই এক আর্যাধর্মের মহিমা প্রচার করিতেছে। (সকলের করতালি)

ব্ৰহ্মা। বেশ বাবা বেশ-খুব ব'লছো।

নারা। ওকি ? সকলে যে অসভ্য ব'ল্বে !

একা। বলে আমাকে ব'ল্বে, তুমি থাম।

বক্তা। আর্যাধর্মাহুসারে কাজ করিতে হইলে অগ্রে শরীরশুদ্ধি, পরে চিন্তুগুদ্ধি, তৎপরে আত্মগুদ্ধি করিতে হয়; তবে আত্মার দর্শন পাইবে—জীবন সার্থক হইবে। শান্ত্রবিহিত ব্রতাদি ও উপবাস দারা শরীরশুদ্ধি হয়, তপ জপ দারা চিত্তগুদ্ধি হয়, উপাসনা দারা আত্মগুদ্ধি হয়। নচেৎ পীড়িত শরীরে স্বত ও মিষ্টান্ন থাইলে প্লীহা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয় এবং অকালে মৃত্যুগ্রাদে নিপতিত হইতে হয়। দেখ, যে স্বত ও মিষ্টান্ন স্বস্থ শরীরের বলকারক, তাহাই আবার অস্বস্থ শরীরের হলাহল স্বরূপ হইয়া থাকে। যদি কেহ বলেন—মূলশান্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মেরই উপাসনা উক্ত আছে, তবে প্রতিমা পূজা করার আবশুকতা কি
 ত্রুভরে আমি বিলি, প্রতিমা পূজার কালে ধ্যান করিতে হয়। সেই ধ্যানমন্ত্রের দারা ঈশ্বরকে মনোমধ্যে ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে। অতএব হে জীব
জীবন যদি সফল করিতে চাহ, সাধকমগুলীর সঙ্গ লও, তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ কর, আর সময় নষ্ট করিও না। ধর্ম সাক্ষাৎ ঈশ্বস্বরূপ।

বন্ধা। খুব ব'লেছ বাবা!

বস্কৃতা শেষ হইলে পুনরায় কয়েকটী ধর্মসংগীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।
তথন সন্ত্যাগ একে একে প্রস্থান করিতে লাগিলেন দেখিয়া দেবগণও

বাসায় আদিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন "আমি মুক্ষের আর্যাসভা দেখিয়া পরম পরিভূষ্ট হইয়াছি। যদি ইহাদের দৃষ্টান্ত অমুসারে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে এইরূপ এক একটী ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তৎসহ এক একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী থাকে, তাহা হইলে দেখিবে সম্বরেই লুপ্ত সংস্কৃত বিভার পুনরুদ্ধার হইয়া আবার সত্যমুগ আরম্ভ হইবে। বরুণ! কলিকাতায় চল। আর এখানে অনর্থক কাল বিলম্বের আবশ্রকতা নাই।"

পর দিবস দেবগণ ষ্টেশনে আসিয়া ভাগলপুরের টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। টেণ "ছ্ছ্পাইয়াছ্ছ্পাইয়া" শব্দে জামালপুরের অভিমুথে ছুটিতে লাগিল। ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ। মুঙ্গেরের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল।"

বরুণ। মুঙ্গেরে একটা বন্ধ বিছালয়, একটা দাতব্য সভা, একটা সাধারণ পুস্তকালয় আছে। রামপ্রসাদ নামক একজন জমীদার ভাগীরথী-ভীরে ইষ্টকনির্দ্মিত যে একটা ঘাট বাধাইয়া দিয়াছেন, সে ঘাটটাও দেখিবার উপযুক্ত। এথানে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব দেখা যায়। ইহারা একাসনে বিসিয়া পাণ ও তামাক খাইয়া থাকে। মুসলমানেরা হিন্দুর পর্ব্বে এবং হিন্দুরাও মুসলমানদিগের পর্ব্বোপলক্ষে যোগ দিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও রাজপুত ভিয় এখানে অপর বর্ণে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। মুঙ্গেরের মট্কী ঘি বড় বিখ্যাত। এক সময় এখানে দশ টাকা করিয়া মতের মণ বিক্রয় হইয়াছিল। এখানকার কর্ম্মকারেরা উৎকুষ্ট বন্দুক প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত উৎসাহ ও শিক্ষার অভাবে দিন দিন মাট হইয়া যাইতেছে। মুঙ্গেরের জল হাওয়া বড় বিখ্যাত। এজন্ত বর্ষে বর্ষে অনেক জমীদার ও ধনাত্য ব্যক্তি স্থান পরিবর্ত্তনের জন্ত আসিয়া থাকেন। মুঙ্গেরের পাথর, পাখা ও ছেলেদের থেলানা বড় বিখ্যাত।

এই সময় ট্রেণ "ক্যা কোঁচ ঝমাৎ" শব্দে জামালপুর প্লাটফরমে আসিয়া থামিল। এক দেড়ে সাহেব আসিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া টিকিট দেথিয়া চলিয়া গেল। দেবগণ নামিয়া মেন লাইনে টেণে উঠিতে চলিলেন। যাইবার সময় উপ কহিল "ঠাকুর কাকা! সাহেবটার কি প্রকাণ্ড দাড়ী! দাড়ী ধ'রে ঝুলে বেশ দোল থাওয়া যায়।" জামালপুরে ট্রেণ অনেকক্ষণ পর্যাস্ত থামিয়া থাকে। দেবতারা গাড়ীতে উঠিয়া দেখেন—একটি বাবু পরিবারের হাত ধরিয়া একথানি ইন্টার্মিডিয়েট গাড়ীর দ্বারে আসিয়া স্ত্রীকে কহিলেন "উঠ।"

স্ত্রী। না, আমি কখন উঠবো না। তুমি আমাকে বরাবর ব'লেছ গদিওয়ালা গাড়ীতে নিম্নে যাবে, এ গাড়ীতে গদি কই ?

বাবু। এ বংসর হ'তে ভাই ! তোমার কপালে গদিওয়ালা গাড়ী ঘুচে গিয়েছে। আমার একান্ত সাধ ছিল, তোমাকে গদিতে বসিয়ে নিয়ে যাব।

हेका। वक्रन ! उँहाता जी श्रूकरम वरण कि ?

বরুণ। বাব্টী ৪০ টাকা বেতনের রেলওয়ে কেরাণী। রেলওয়ে কোম্পানির নিয়ম ছিল ৪০ টাকা বেতনের কেরাণীরা সেকেগুরুলের পাশ পাইবেন। এজয় বোধ হয় বাবু স্ত্রীর কাছে আফালন করিয়াছিলেন "এবার আমার বেতন রুদ্ধি হইয়া ৪০ টাকা হইয়াছে; অতএব তোমাকে গদিপাতা গাড়ীতে তুলিয়া বাড়ী লইয়া য়াইব।" কিছু বাবুর ভাগ্যদোষে রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন, ৮০ টাকা বেতনের কেরাণীরা সেকেগু ক্লাসে যাইবেন। তাহার নিয় বেতনের কেরাণীরা ইন্টার্মিডিয়েট এবং চল্লিশের নিয় বেতনের কেরাণীরা থার্ড ক্লাশের পাশ পাইবেন। স্ত্রীলোকেরা ত এসব থবর রাথেন না, কেবল "গদি কই" বলিয়া আন্ধার করিতেছেন।

ইন্দ্র। আহা ! মরে যাই। দেখ বরুণ ! রেলওয়েতে পেন্সন নাই, উপরিও নাই ; স্থুখ কেবল পাশে যাওয়া। সে বিষয়ে কোম্পানি এত কড়াকড় নিরম ক'রে ভাল করেন নাই।

বাবু। উঠ উঠ, গাড়ী চ'লে যাবে।

हो। ना व्यामि कथन गांव ना : शिं करे व्याश (मथां ।



এদিকৈ ট্রেণ ছাড়িবার উদেযাগ করিলে অগত্যা তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে উঠিরা বসিলেন। ট্রেণ হুপা হুপ, শব্দে ষ্টেশন অতিক্রম করিরা সাঁগাৎ দাঁদে জামালপুর টনালের মধ্যে প্রবেশ করিল। হঠাৎ ট্রেণ অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিল। হঠাৎ ট্রেণ অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলে পিতামহ বিপদাশক্ষা করিরা বরুণকে আঁক্ড়াইরা ধরিরা চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং আসরকাল উপস্থিত ভাবিয়া হুর্গা নাম স্মরণ করিলেন। বরুণ "ভর্ম নাই" বলিয়া আশ্বস্ত করিতেছেন, এমন সমরে ট্রেণ সাঁ সাঁ সোঁৎ শব্দে টনাল অতিক্রম করিয়া আবার হুপাছপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। স্থ্যোলোক দেখিয়া বৃদ্ধ পিতামহ দেহে প্রাণ পাইলেন। তথন তিনি হাস্তে হাস্তে কহিলেন "বরুণ! ব্যাপারখানা কি ? গর্ব্জের মধ্যে গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল কেন ?"

বরুণ। আজ্ঞে—এই জামালপুর টনাল অর্থাৎ অর্দ্ধ মাইল আন্দাব্দ পর্ব্বত ধনন করিয়া তন্মধ্য দিয়া রেলরাস্তা প্রস্তুত করিয়া গাড়ী চালাইতেছে।

ব্রহ্মা। বল কি ? পর্বত খনন করিয়া রেলরাস্তা প্রস্তুত ক'রেছে ? ইহাদের ত অসাধ্য কাজ নাই, ইহারা সব পারে।

এদিকে ট্রেণ বরিয়ারপুর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া স্থলতানগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা কহিলেন "বহুণ। এ স্থানের নাম কি ?"

বহুণ। এই স্থানের নাম স্থলতানগঞ্জ। এই স্থলতানগঞ্জেই জহ্দু
মূনির আশ্রম ছিল। ভগীরথের তপস্থার ভাগীরণী রাস্ত্রষ্ট হইরা যথন
পৃথিবীতে আগমন করেন, এই স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার জলস্রোতে
মূনির কোশাকুশী ভাসিয়া যায়। ইহাতে মূনি ক্রোধান্ধ হইয়া গণ্ডুবে
গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। ভগীরথ অকস্থাৎ গঙ্গাকে অদৃশ্র ইইতে
দেখিয়া মূনির চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বালকের
রোদনে মূনির মনে দয়ার সঞ্চার হওয়ায় গঙ্গাকে বমন করিয়া বাহির
করিয়া দিলে পাছে তিনি অপবিত্র হন, এই আশক্ষায় উরুদেশ চিরিয়া

বাহির করিরা ভগীরথকে প্রত্যর্পণ করিরাছিলেন। ঐ জহ্ মুনির নাম হুইতে ভাগীরথীর অপর নাম জাহুনী হুইরাছে।

ব্রহ্মা। এখানে আর কি আছে ?

বক্রণ। গঙ্গার মধ্যস্থলে চরের উপর একটা মন্দিরে গৈরিকনাথ নামক এক শিব আছেন। শিবরাত্তির সমন্ন এবং মাবী পূর্ণিমার সমন্ন বিস্তর যাত্রী এই শিবের পূজা দিতে আসে। কথিত আছে—কোন সময়ে এক জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ ত্রাহ্মণ বৈগুনাথের মস্তকে জল দিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার শরীরে এমন বল ছিল না যে, চলিতে পারেন। স্থতরাং অতি কষ্টে বসিয়া বসিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের কট্ট দেখিয়া বৈছনাথ অপর এক ব্রাহ্মণবেশে আদিয়া বলিলেন "পিপাদায় প্রাণ যায়, ঐ জল আমাকে দেও, পান করি।" বৃদ্ধ তহ্স্তরে বলিলেন "এ জল আমি বাবা বৈছনাথের নাম করিয়া লইয়া যাইতেছি, অতএব কি প্রকারে দিতে পারি 🕫 বৈভনাথ বলিলেন "পিপাসায় জল না দেওয়া মহাগ্লাপ—তুমি বরং এ জল আমাকে পান করিতে দিয়া অপর জল গঙ্গা হইতে তুলিয়া লইবা যাও।" তৎশ্রবণে তাঁহাকে জল প্রদান করিলেন। তথন ব্রাহ্মণরূপী বৈঘ্যনাথ সম্ভষ্ট হইয়া কহিলেন "ভূমি যাহাকে জল দিতে যাইতেছ, আমিই সেই বৈশ্বনাথ। তোমার ভক্তি ও কষ্ট দেখিয়া দল্লা হওয়ান্ন এথানে আসিন্না দেখা দিলাম, আর তোমাকে বৈশ্বনাথে যাইতে হইবে না। অতঃপর আমি এই সুলতানুগঞ্জের গৈরিকনাথ শিবের মধ্যে রহিলাম। লোকে এখানে আমার মন্তকে জল প্রদান করিলে বৈশ্বনাধের মন্তকে জল প্রদান ফল প্রাপ্ত হইবে।"

ব্ৰহ্মা। আ মরি মরি ! ভক্তি শ্রদ্ধানা থাকিলে কি দেব দেবীর অমুগ্রহ হয় ? নারায়ণ ! দেথ ; আর তুমি কি না "এ ক'র্বো কেন ?" "ও ক'র্বো কেন" "এ ক'রে কি হয় ?" ব'লে আমার সঙ্গে বাক্বিতঙা কর। পুনরায় টেণ ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে ভাগলপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ দেখিলেন—অনেকগুলি লোক ব্যাগ হতে ট্রেণে উঠিবার জক্স ছুটাছুটি করিতেছে। কোন বাবু যুবতী স্ত্রীর হাত ধরিয়া প্রত্যেক কামরার দ্বারের নিকট ছুটিরা ছুটিরা ঘাইতেছেন। স্ত্রীর সমস্ত অবরব একখানি মোটা বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করা। স্থামী তাঁহার হাত ধরিয়া যে দিকে টানিতেছেন, তিনি কলের পুত্তলিকার স্তায় সেই দিকে যাইতেছেন। বন্ধণ হাস্ত করিয়া কহিলেন "আহা! গৃহে ইহাঁরা শতমুখীহত্তে দিগম্বরী, এখন যেন চোরটী!" এই সময় "চাই পাণ" "চাই পাণ" "চাই পাণ" "চাই জলখাবার" চারিদিকে শব্দ হইতে লাগিল এবং একজন ভাঙ্গা গলায় "ভাগলপুর" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেবগণ গাড়ী হইতে নামিয়া গেটে টিকিট দিয়া বাহির হইলেন এবং একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন।

ভাগলপুর

রেল ওরে কম্পাউপ্ত অতিক্রম করিয়া দেবগণের গাড়ী এক সংকীর্ণ স্থানে আদিয়া উপস্থিত হইল। স্থানটী এত সংকীর্ণ যে, স্থ্যালোকেরও প্রবেশপথ নাই। ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ! যমালয়ে যাইবার দক্ষিণ রাস্তার স্থায় এ কোথায় আনিলে ?"

বঙ্গণ। এ স্থলের নাম ভাগলপুরের মাড়োয়ারি পটা। এথানকার মাড়োয়ারিরা কলিকাতার বড়বাজারের মাড়োয়ারিদিগের স্থায় অতি সংকীর্ণ স্থানে বাস করিয়া থাকে।

এই সময় ঢাকের বাঞ্চে তাঁহাদের গাড়ীর ঘোড়া ছইটী লাফাইতে লাগিল। কোচম্যান ক্ষতগতি গাড়ী হইতে নামিয়া চুমকুড়ি দিতে দিতে ঘোড়া ছটীকে ধরিয়া গাড়ী থানি রাস্তার এক পার্ষে লইয়া যাইল। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি ঢাকী ঢাক বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেল ও অখা- রোহণে কতকগুলি বর্যাত্রীও অগ্রসর হইলেন। তৎপরেই বীরবেশং পাত্র সশঙ্গে আদিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার হস্তে তর্বারি, ' ঢাল, গাত্রে একটী চাপকান এবং মস্তকে পাগড়ী। তাঁহাকে বেষ্টন কা আনেকগুলি স্ত্রীলোক করতালি দিতে দিতে গান করিয়া অগ্রসর কা দিতে যাইতেছে। স্ত্রীলোকেরাও এই শুভকার্য্য উপলক্ষে বেশ ভূষা কা নানা রক্ষের ছোপান বস্ত্র পরিধান করিয়াছে এবং বিবাহ-আনোদে । তাহারা মাতোরারা হইরাই হেলিয়া ছলিয়া উঠিয়া বিসয়া করতালির সা গান করিতেছে।

- নারা। পাত্রের ঢাল তর্য়াল লইবার প্রয়োজন কি ?

বন্ধণ। ভারতে স্বয়ংবর-প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ বিবাহে প সভাস্থ যে পাত্রকে মনোনীত করিতেন, তাঁহারই গলে মাল্য প্রদান ক তেন। সমরে সময়ে পাত্রী অকুলীন এবং বার্যাবিহীন রাজা বা রাজপুরে গলে মাল্য প্রদান করিলে অপরাপর রাজারা পাত্রীকে বলপূর্বক ই করিবার চেষ্টা করিতেন। যেমন তোমার ক্লিমী হরণ। স্তরাং বি বিসংবাদ ঘটবার আশস্কায় পাত্র সশস্ত্রে বিবাহ করিতে হাইতেন। এয় রাজপুতদিগের বলবীর্য্য নাই, কিন্তু বিবাহসময়ে সশস্ত্রে হাওয়া প্রজি আছে; তজ্জ্ম পাত্র ভোঁতা তরবারি ও ভাঙ্গা ঢাল পৃষ্ঠে ঝুলা যাইতেছেন। তজ্জ্মই অম্বাপি বঙ্গবাসীরা বিবাহ সময়ে স্থতীক্ষ জ্বঁ এবং বীর রমনীগণ কাজ্ঞ্প-শতা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নারায়ণ হাসিয়া বলিলেন—"উপযুক্ত অস্ত্র বটে !"

ব্রহ্মা। বরুণ । এস্থানের নাম ভাগলপুর হইল কেন ?

বরুণ। এই স্থানে মহর্ষি ভার্গবের একটি আশ্রম থাকায় সমরে স তিনি আসিয়া বাস করিতেন, ঐ ভার্গবের নামানুসারে বর্ত্তমান ভাগল নাম হইয়াছে।

এই সময় মাড়োয়ারি দ্বীলোকেরা করতালি দিতে দিতে পাত্রকে ল

অদৃশু হইল। দেবসারথি আবার গাড়ী হাঁকাইয়া স্কলাগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে একটী ভগ্ন দেবমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইল।

ব্রহ্মা। বরুণ। এ স্থানের নাম কি ? এ মন্দিরমধ্যে কি প্রতিমূর্ত্তি আছে ?

বঙ্গণ। এছানের নাম যোগসর। মন্দিরমধ্যে বুড়ানাথ নামক এক শিব এবং জয়হুর্গা নামে এক দেবীমূর্ত্তি আছেন। ইহাঁরা বছদিন হইল কোন জমীদারের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হন। এক্ষণে সেই স্থাপনকর্ত্তা না থাকায় এবং লোকের মনেও শ্রদ্ধাভক্তি না থাকায় মন্দিরটী ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, অনেক স্থানও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; বোধ করি ছ একটা ভারি বাদলা হইলে বুড়ানাথ প্রাচীন বয়সে সম্ভ্রাক মন্দির চাপা পড়িয়া অপঘাতে মারা যাইবেন।

বন্ধা। ইনি কি ওদ গলাজল খেয়ে বেঁচে আছেন ?

বঙ্গণ। আজ্ঞে না, যৎসামান্ত ইহাঁর দেবতা বিষয় আছে, তদ্ধারা মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হয়। ঐ বিষয়ে ইহাঁর ৪।৫ জন পুজকও একপ্রকার প্রতিপালিত হইয়া থাকেন। পূজকেরা প্রতিদিন প্রতেও সায়াহে শঙ্খ ঘণ্ট। বাজাইয়া ইহাঁর পূজা করেন। এ নগরে এই দেবমন্দিরটা ভিন্ন অপর কোন দেবালয় নাই।

ইন্দ্র। ভাগলপুরে এত ধনা লোক আছেন, চাঁদা দ্বারা কেন অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্দিরটী মেরামত করিয়া দেন না ?

বরুণ। এখানকার লোকের গুণের কথা বলিও না। এখানকার কেন—আজ কাল ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেরই প্রান্ন সকল লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিরাছে, "দেবতা নাই। যদিই থাকেন, তাঁহাদের কথা কহিবার কিংবা অবমাননা করিলে প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা নাই। অতএব অনুর্থক দেব সম্বন্ধে বান্ধ করা অপেকা বারোন্নারি পূজা করিয়া রংতামাসা দেখিলে বরং সংকাধ্য করা হইবে। বলিতে কি এই ভাগণপুরে বর্ষে বর্ষে পাঁচ ছর হাজার টাকা ব্যর করিয়া বারোয়ারি পূজা করা হয়। পূজ উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশ হইতে মুচি ঢুলি, ক্লফনগর হইতে সংগড়া কুম্ভকার কলিকাতা হইতে থিরেটার যাত্রা আনিবার থরচ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে অথচ বুড়ানাথের মন্দির মেরামতের পয়সা জুটে না !

নারা। এ তোমার অক্সায় কথা। যখন মুসলমান বাইওয়ালি স্থমধু স্বরে গান ধরে এবং বেশ্চারা অঙ্গভঙ্গীর সহিত নৃত্য করিতে করিতে হাং নাড়ে, সেই আসনে বসিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে তামাক টানার ও স্থা, তাহা শত শত বুড়ানাথের মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলেও হং কি না সন্দেহ।

বন্ধণ। দেখুন পিতামহ। বেলাও প্রায় অপরাহ্ন এবং এই ভাগলপুরে বাসাও বড় ছম্প্রাপ্য ; এই ভাঙ্গা মন্দিরে রাত কাটালে হয় না ?

ব্ৰহ্মা। হানি কি?

দেবতারা সে রাত্রি বুড়ানাথের মন্দিরে কম্বল-শ্যায়, ব্যাগ-বালিং
মাথায় দিয়া রাত্রি কাটাইলেন এবং অতি প্রত্যুবে সকলে গাত্রোখা
করিয়া গঙ্গাল্পানে চলিলেন। ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—জলে যেন শত
শত শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। মাড়োয়ারি স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাজ্বলে লজ্জা স
বিসর্জ্জন দিয়া নানারপ অঙ্গভঙ্গীর সহিত জলক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে।

বরুণ। এইটা ভাগলপুরের স্নানের ঘাট। মাড়োরারি স্ত্রীলোকের গাত্র ধৌত করিতেছে। ইহারা প্রতাহ অতি প্রত্যুবে আসিরা গাত্র ধৌত করিরা থাকে; মাসাস্তে একটা করিরা ভূব দের মাত্র। জলের ঘাটে আসিলে ইহাদের লজ্জা সরম থাকে না।

শান করিয়া দেবতারা বুড়ানাথের মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন এব শিবপূজা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যেকে চাটি চাটি চাউল গালে দিয়া একটু জ খাইলেন। তৎপরে তাঁহারা যোগসর হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিবে চলিলেন। কিছুদুরে যাইয়া তাঁহারা দেপেন—রাস্তার উভন্ন পার্শ্বের নর্দা

মার কতকগুলি টুঁটি কাটা থানি, কতকগুলি টুঁটি কাটা মুরগী পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছে। এই সময় একজন চাচা "বিশমোলা" শক করিয়া একটা মুরগা জবাই করিয়া ছাড়িয়া দিল, মুরগীটা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতে করিতে জললের দিকে চলিল। তথাপি সে "বিশমোলা বিশমোলা" শব্দে চীৎকার করিতে ছাড়িল না। বোধ হয় তাহার চীৎকারে বিশমোলার পরিবর্ত্তে এক বিয়াল্লিশমোলা (শৃগাল) সম্ভই হইয়া বন হইতে বাহির হইয়া মুরগীটকে মুথে করিয়া লইয়া দে দোড়! মুসলমানেরা লাঠি হত্তে লইয়া মুরগীর উদ্ধারে ছুটল; কিন্তু বিয়াল্লিশমোলা আর প্রত্যুপণ করিল না।

বন্ধা। বরুণ। এ কোন নরকে নিয়ে এলে ?

বঙ্গণ। এশ্বানের নাম সরাই। এখানে ভাগলপুরের মুসলমানেরা বাস করে। ঐ দেখুন দ্রে ত্ই তিনটী মুসলমান ভজনালয় অর্থাৎ মসজিদ দেখা বাইতেছে। ঐ সমস্ত ভজনালয়ে এখানকার মুসলমানেরা প্রভাহ ফয়তা দেয়।

উপ। কর্ত্তা জেঠা। আমি ফয়তা দেব ?

ব্হনা। দ্র হ ! দ্র হ ! হতভাগা ছেলে ! তোর আরে আমি মুখ দেখ্বনা। বরুণ ! আহা ! খাসীগুলোকে ওরা অমন ক'রে দথ্যে দথ্যে হত্যা ক'র্চে কেন ?

বঙ্গণ। উহাদের হিন্দুদিগের উপর এমনি জাতক্রোধ যে, তাহারা যাহা করে, ইহারা তাহার ঠিক বিপরীত করিয়া থাকে; যথা;—তাহারা মাথায় চূল রাথে, ইহারা ওলকামান করিয়া মাথা কামায়। তাহারা দাড়ী রাথে না, ইহারা দাড়ী রাথে। তাহারা কাছা দেয়, ইহারা কাছা থোলে। তাহারা পুর্বমুখে সন্ধ্যা আছিক করে, ইহারা পশ্চিম মুথে ফয়তা দেয়। তাহারা কলা পাতার সোজা দিকে ভাত থায়, ইহারা উণ্টা দিকে ভাত থায়, থাকে। তাহারা ভগিনীকে বিবাহ করে না, ইহারা ভগিনী বিবাহ

করে। তাহারা গাঁটা গুলোকে এককোপে কেটে খায়, ইহারা জবাই ক'রে দথ্রে দথ্রে মারে।

उन्ना। हन. मचत्र এथान (थरक भनाई हन।

বকণ। দেখ নারায়ণ। এই স্থানে দিল্লীর মত অনেক বাইওয়ালি আছে, সন্ধার সময় আসিলে বড় আমোদ দেখা যায়; কারণ, ঐ সময়ে সকলে নৃত্য গীত শিক্ষা করে এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দেখায়।

উপ। বরুণ কাকা। আস্বে ? তোমার পারে পড়ি—যথন আসুবে আমাকে নিয়ে আসবে ?

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া চম্পানালায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন "বরুণ। এ স্থানের নাম কি ?"

বরুণ। এম্বানের নাম চম্পানালা। অনেকে ইহাকে চম্পাইনগরও বলিয়া থাকে। এই চম্পাইনগর অতি প্রাচীন সহর। চম্পাইনগর পূর্বে ভাগলপুর হইতে স্বতন্ত্র ছিল; কিন্তু ক্রেমে ক্রমে অধিবাদীর সংখ্যা বুদ্ধি হওয়ায় একণে ইহা ভাগলপুরের সংলগ্ন হইয়াছে।

ইক্র। সমুধে ঐ কুদ্র নদীটা দেখা যাচেচ, উহা কি ?

वक्रा। ঐ नमीत्र नाम कामूरे वा विद्या नमी; किन्न প্রকৃত नाम চম্পকাবতী। এই নদী গঙ্গার সহিত সংলগ্ন আছে।

ব্রহ্মা। বরুণ। এ স্থানের নাম চম্পাইনগর হইল কেন १

বরুণ। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—যযাতি বংশে উশীনরের পুত্র দীর্ষ-তমার ঔর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পাঁচ সম্ভান জন্ম। তাঁহাদেরই नाम असुमारत अञ्चरमन, रक्ररमन ও कनिक्ररमन देजामि भूथक् भूथक् रमरनत নাম হইয়াছে। ঐ অঙ্কের চম্প নামে এক সম্ভান ছিল, তিনিই এই নগর নির্মাণ করেন বলিয়া চম্পাইনগর নাম হইয়াছে।

এখান হইতে কিছু দুরে যাইলে নারায়ণ জিজ্ঞাস। করিলেন "বক্ষণ। সম্মধে দেখা যাচে ও কি ?"

উহা ইংরাজদিগের কেরা। এই স্থানেই মহাত্মা কর্ণের গড় ছিল, এই চম্পাই নগরেই তাঁহার কর্ণপূরী ছিল। এই কথা বলিরা বরুণ তাঁহাদিগকে কেলার নিয়ে এক স্থানে লইয়া গিয়া হুটী সুড়ক দেখাইয়া কহিলেন "এই যে দিয়া তাঁকির থাপের মত চিক্ত দেখিতেছেন—কথিত আছে—এই সিঁড়ি দিয়া আসিয়া কর্ণের পরিবারবর্গ গঞ্চালান করিতেন।"

ব্রহ্মা। কর্ণের পর কোন প্রসিদ্ধ লোক এখানে বাস করিয়াছিলেন ? বরুণ। আজ্ঞে, তাঁছার অনেক কাল পরে গন্ধবণিক জাতীয় চাঁদসদাগর নামে একজন ধনাত্য বণিক্ এখানে বাস করিয়াছিলেন। ঐ চাঁদসদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র নখীন্দরের মনসার কোপে বিবাহবাসরে সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে তৎপত্মী বেহুলা সতী মৃত পতির প্রাণ দান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! কি কারণে মনসার কোপ হইল এবং কি উপায়েই বা বেক্সলা সতী মৃত পতির প্রাণদান করিলেন, বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। টাদসদাগরকে বিলক্ষণ সক্ষতিপন্ন এবং সমাজমধ্যে বিশেষ সম্মানিত দেখিরা মনসা মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার দারা মর্জ্যে পূজা প্রচলিত করাইরা লইতে পারিলে লোকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভব্জির সহিত তাঁহার পূজা করিতে থাকিবে। তিনি মনে মনে এইরূপ সঙ্কন্ন করিরা এক দিন টাদের নিকট স্থায় উপস্থিত হইনা ঐ বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। টাদ এক জন গোঁড়া লৈব ছিলেন; তিনি অপর দেবীর পূজা করা দূরে থাক—নাম পর্যাস্থ উল্লেখ করিতেন না। স্থতরাং মনসাকে ফিরাইরা দিলেন। মনসা অপমানিত হইনা প্রতিশোধ লইবার বাসনার টাদের ছরজন বিবাহিত প্রকে সর্প দারা দংশন করাইরা শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর টাদ যখন তরী সাজাইরা বাণিজ্যার্থ বাহির হন, মনসা হত্মমানের সাহাব্যে কালিদহ নামক স্থানে তাঁহার তরী সমস্ত জলমগ্র করেন। টাদকে এইরূপ বারংবার কষ্ট দিরাও মনসার আশা মিটিল না, তিনি টাদের কনিট প্রচ্ছ নখান্দরের প্রাণ সংহার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। গণকেরা টাদকে

কহিলেন "তোমার পুত্রের বিবাহরাত্রে বাসরম্বরে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ হইবে।" চাঁদ এই কথায় বাটীর সন্ধিকটস্থ সাতালি পর্বতের উপর এক লোহের বাসরঘর প্রস্তুত করাইলেন এবং বেছলা নামী এক স্থন্দরীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া সেই রজনীতেই পুত্র ও পুত্রবধ্সহ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ভাঁছাদিগকে ঐ বাসরঘরে স্থাণন করিলেন। মনসার আদেশে ও ভয়ে কারিকরেরা ঐ লোহনির্দ্মিত বাসর্বরের এক স্থানে অতি সামান্তমাত্র ছিদ্র রাখিয়াছিল। মনসা ঐ সামান্ত ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া নখীন্দরকে সংহার করিবার বাসনায় অতি হক্ষ হত্তের আকার স্থদর্শন নামক এক-জাতীয় সর্পকে প্রেরণ করেন। সর্প অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সংহার করে। প্রাতে বেহুলা সতী মৃত পতিকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং শুগুরুকে বলিয়া এক কদলীভেলা প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহাতে পতি সহ আরোহণ করিয়া ভাগীরপীতে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। তিনি এক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তথাকার কোন ধোপানী দেবতাদিগের কাপড কাচিয়া থাকেন। অতএব ঐ ধোপানীর আশ্রয় লইলে উপকার হইবার সম্ভাবনায় পতিকে ভেলা সহ এক স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া ধোপানীর গতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন, এবং তাহাকে মাদী সম্বোধনে ডাকিতে লাগিলেন। একদিন বেছলা ধোপামাসীকে অনেক অনুনয় বিনয়ে সন্মত করিয়া দেবতাদিগের বস্তপ্তলি এমন পরিষ্কার করিয়া কাচিয়া দেন বে, দেবতারা সম্ভুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহেন এবং বর লইতে অনুরোধ করেন। এই স্থযোগে সতী দেবতাদিগের নিকট হইতে বর লইয়া মৃত পতির প্রাণ দান করিয়াছিলেন। তদ্তিম তিনি আরো ঘটা বর লন, তন্মধ্যে একটীতে স্বামীর ছয় অগ্রজের জীবন দান: অপর্টীতে শশুরের জলমগ্র সপ্ত তরীর পুনরুদ্ধার। চাঁদ সদাগর পুত্র পুত্রবধু, সপ্ত ডিব্রা এবং অপর পুত্রগণকে পাইয়া মহাসম্ভষ্ট হইলেন, এবং তদবধি ভক্তির সহিত মনসার পূজা আরম্ভ করিলেন। অ্যাপি এই চম্পাইনগরে বৎসর

বৎসর প্রাবণ সংক্রান্তিতে এই উপলক্ষে একটা করিয়া বিখ্যাত মেলা হইয়া থাকে।

এথান হইতে কিছু দূরে যাইয়া বরুণ কহিলেন "পিতামহ! সন্মুথে ঐ বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটী পাহাড়ের মত উচ্চ জমি দেখিতেছেন, উহারই নাম সাতালি পর্বত। লোকে বলে—এই পর্বতের উপরেই নথীন্দরের স্পাঘাতে মৃত্যু হয়।

ইন্দ্র। বরুণ। ওদিকে দেখা যাচেচ, ও স্থন্দর বাড়ীটা কাহার ?

বঙ্গণ। চম্পাইনগরের রাজার। ইনি একজন জমীদার, কিন্ধু লোকে রাজা বলিয়া ডাকে। যে স্থানে উনি বাড়ী করিয়াছেন, ঐ চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল।

ইন্দ্র। ঐ জমীদার জাতিতে কি ? লোক কেমন ?

বরুণ। উহারা জাতিতে কান্নস্থ, আদি বাস বঙ্গদেশে; কিন্তু এক্ষণে প্রায় হিন্দুস্থানীর আকার প্রাপ্ত হইন্নাছেন। ইঁহার বংশাবলি প্রায় ছই শত বৎসর এথানে বাস করিতেছেন, ধর্ম্মে কর্ম্মে বেশ আস্থা আছে, :এবং প্রতিদিন অতিথিসৎকারাদি সৎকর্ম্মেরও অমুষ্ঠান হইন্না থাকে।

এখান হইতে কিছু দ্রে যাইয়া দেবতারা দেখেন—একথানি ধারবদ্ধ ঘোড়ার গাড়ী রহিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে স্ত্রীলোকেরা পরস্পরে বিবাদ করি-তেছেন। এক রমণী কহিতেছেন "ভোক্তে আমার পাতে দলেশ বেশী পড়িয়াছিল। না হবে কেন, স্বামী আমার ষ্টেশনের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তিনি "ঘন্টা মার্" না বলিলে গাড়ী চলে না।" আর এক রমণী কহিলেন "ওলো থাম্, তোর স্বামীর চাইতে আমার স্বামীর ক্ষমতা বেশী, তিনি তারে থবর না পাঠালে ত গাড়ী আদে না, তোমার স্বামী "ঘন্টা মার্" বলিতে পারেন না।" আর এক রমণী কহিলেন "ব'লে গুমোর করা হয়, কিন্তু না ব'লেও থাক্তে পার্লেম না—বলি, আমার স্বামী টিকিট না বেচে দিলে গাড়ী কি বোঝাই নিয়ে চ'লে যাবে গু" এই কথা শ্রবণে আর এক

রমণী কহিলেন "তবে আমিও বলি—আমার স্বামীর কাছে স্কুলে প'ড়ে বিভার জাহাজ নিয়ে তবে ত ইংবার রেলে চাকরী ক'রচেন।"

ইক্র। বরুণ! গাড়ীতে ইংগরা কারা ?

বঙ্গণ। কথার ভাবে বোধ হ'চেচ—ট্রেশন মাটার বাবুর স্ত্রী, টেলি-প্রাফের বাবুর স্ত্রী, টিকিট বিজেতা বাবুর স্ত্রী, এবং স্কুল মাটার বাবুর স্ত্রী, নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া কাহার স্বামী বড় চাকুরে, এ বিষয়ে বিবাদ করিতেছেন।

নারা। দেখ বরুণ! ইহাদের বিবাদ দেখে আমার একটা হাশুজনক কথা মনে প'ড্লো। এক সময় আমার ন্তন বাগানের প্রজারা একটা যাত্রার দল করে। ঐ দলে তিনকড়ি ছলে হহুমান্ সাজ্তো। এক দিন তিনকড়ির স্ত্রা গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া বাড়ীর মেয়েদের কাছে গল্প করিতেছে— কা'ল কর্ত্তা যেতে না পারায় যাত্রা হয় নি; এমন আশ্চর্য্য দেখি নি, এত লোক রয়েছে তিনি না যাইলে কি একদিন চালিয়ে নিতে পারে না! আমার বড় মেরে রাজেশ্বরী এই কথা শুনিরা জিজ্ঞাসা করিল— হাঁ তিহুর বৌ! তিহু যাত্রায় কি সাজে ? তিহুর স্ত্রী কিছুতেই বলে না, অনেক পীড়াপীড়ের পর কহিল ব্রুতে পার্লে না রাঙ্গা দিদি! যা না হ'লে রাম্যাত্রা হবার যো নাই। রাজেশ্বরী কহিল ভিহুর কি হতুমান্ সাজে ? তিহুর স্ত্রী কহিল "ওগো হাঁ।" আজ আমার এদের কথা শুনে তিহুর স্ত্রীর কথা মনে প'ড়ে গেল।

ইহার পর দেবগণ একটা দোকানে আহারের উদেযাগ করিতে লাগি-লেন। পিতামহ মাছের ঝোলের একটু হলুদ চাহিন্ন। লইন্না অগ্নিতে উত্তপ্ত করিন্না কোমরে হাত দিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন "ঠাকুর দা! কোমরে হলুদ দিচ্ছেন কেন ?"

ব্রহ্মা। ভাই ভাগলপুরের উচু নীচু রাস্তা চ'লে গিয়ে কোমরটা ভেছে গিয়েছে; এমন সহরে রাস্তার অবস্থা অমন কেন উপ। কর্ত্তা জ্যেঠা ! দেখুন—রাস্তার ধূলার আমার শাদা রেফার রালা হয়ে গিয়েছে।

আহারাস্তে দেবগণ পুনরায় নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সাহেবগঞ্জে আসিয়া দেখেন অনেকগুলি লোক হঃখ প্রকাশ করিতে করিতে আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ গোরুর খোরাকের জন্ম ঘান কাটিয়া মাধায় করিয়া আনিতেছে। কেহ ভাগলপুর হইতে দ্র দেশে যাইয়া খেন ও বাপ্তা বিক্রেয় করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছে। কাহারও বা মস্তকে ফুলকপীর ভালা, কাহারও ঘাড়ে ত্রিশ সের ওজনের চাউলের বস্তা।

ইক্র। বরুণ। উহারা কারা ?

বরুণ। দেশীয় খৃষ্টানের দল। এই সাহেবগঞ্জেই দেশীয় খৃষ্টানেরা বাস করিয়া থাকে। ইহাদের ত্রবস্থা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, অতএব বর্ণনা করা নিম্প্রাঞ্জন। এথানে উহাদের উপাসনার জন্ম একটা রোমান ক্যাথলিক চর্চ্চ আছে।

নারা। ছ:থ ক'র্তৈ ক'র্তে খৃষ্টানেরা প্রত্যাগমন করিল কেন ? বরুণ। তখন উহারা ভাবিয়াছিল, আলোর মুখ দেখে স্থুখী হইবে। এক্ষণে আলোর পরিবর্ত্তে অন্ধকার দেখিয়া বড় কণ্ট পাওয়াতে কাজেই ছ:খ

করিতেছে। তাঁতিকুলও গেল—বৈষ্ণবকুলও গেল।

ক্রমে সকলে যাইয়া কোম্পানীর বাগানের নিকট উপস্থিত হইরা দেখিলেন—বাগানটী বন্ধদ্ব বিস্তৃত, কিন্তু তাদৃশ শোভা-সৌন্দর্যা নাই। তাঁহারা উন্থান ভ্রমণ করিতে করিতে একটা স্থানর অট্টালিকা দেখিয়া এক দৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! সমুধে উচ্চ ক্রমির উপর ঐ স্থানর বাড়ীটী কাহার ?"

বরুণ। এখানকার একজ্বন কর্ণেলের। তিনি অনেক অর্থ বারে এই বাড়ী নির্মাণ করেন। এমন স্থন্দর স্থানে, এমন স্থন্দর বাড়ী ভাগলপুরে আর দিতীয় নাই। নিকটেই দেখ, একটী নধ্যম গোচের জৈনমন্দির। অভ্যাপি উহাতে করেকজন জৈন বাস করিয়া পাকেন।

এখান হইতে দেবতারা এক স্থানে উপস্থিত হইরা দেখেন, স্থানটী বড় অপরিষ্কৃত—কোন স্থান দিয়া ভাতের ফেনের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। কোন স্থানে তরকারির খোলা-বাখলা স্তুপাকার জমিয়া রহিয়াছে।

বন্ধা। বরুণ। এস্থানের নাম কি ?

বরুণ। এ স্থানের নাম মুনস্থর্গঞ্জ। ভাগলপুরে যে সমস্ত বাঙ্গালী বিষয়কর্মোপলক্ষে আসেন, তাঁহারা এই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন। আনেকে ২।৩ পুরুষ এখানে বাস করিয়াছেন। এখানে প্রায় ১৫০।২০০ বর আন্দাজ বাঙ্গালী আছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই এখানকার একরূপ অধিবাদী হইয়া পড়িয়াছেন।

ব্রহ্মা। এথানকার বাঙ্গাণীরাও কি কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন ? বরুণ। আজে, হাা; তবে উকীণের ভাগই বেণী।

ইন্দ্র। উকীলদিগের আচার ব্যবহার কিরুপ १

বঙ্গণ। অধিকাংশ উকীলই প্রায় যথেচ্ছাচারী। তবে তন্মধ্যে আবার কতকগুলি হিন্দুও আছেন। জাঁহারা ভক্তির সহিত বাড়ীতে হুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি পূকা করিয়া থাকেন।

এখান হইতে দেবতারা একদিকে যাইতেছেন, এমন সমন্ন দেখেন—
একটী পেটমোটা বাবু ২।৩টা মোসাহেব সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণে বাহির
হইয়াছেন। বাব্টীর পেট একটী ছোটখাট জালা-বিশেষ। তাঁহার গলদেশে এক গোছা যজ্ঞোপবীত এবং স্কল্পে একখানি কোঁচান চাদর। পৈতাগাছটা লোককে দেখাইয়া প্রণাম আদার করিবার অভিপ্রারে গাত্রে তখন
পীরাণ দেন নাই। হাতে একগাছি পিচের ছড়ি। বাবু তখন কহিতেছেন
"সেজো খুড়ো যে অহল্পার করেন,—আমার চাইতে তিনি বড়—কিসে পূ
বিষশ্ব উভ্রেরই সমান, পরিবারকে গহনা বরং তাঁহার অপেকা আমি বেশী

দিইছি। কোম্পানির কাগজও আমার চাইতে তাঁর বেশী হবে না। কিন্তু তা বলি, তাঁর মত ক্বপণ হ'লে আমি আরো এক লক্ষ টাকা সঞ্চয় ক'র্তে পার্তাম। যে মদ থার না, বেখা রাথে না, সে আবার কিসের অহঙার করে? রাখুন দেখি, আমার মত বেতন দিয়ে একটী বেখা রাখুন দেখি, তবে বাহাহরী বৃষ্বো। এই আমি পশ্চিম ভ্রমণে ভাগলপুরে এসে এও মাদ বাদ ক'র্চি, ইহাতেই কি কম থরচ হ'চেচ ?"

একজন মোসাহেব কহিল "আজে, আপনার অপেকা তিনি কোন বিষয়েই বড় নহেন। তবে বাপের ভাই, এজন্ত সম্বন্ধে বড় হয়েছেন বটে।"

এই সময় "চাই পাঁউরুটি," "চাই বিষকুট" শব্দ করিতে করিতে এক জন মুসলমান, বাবুর নিকট কহিল "বাবু ! পাঁউরুটি চাই ?"

বাবু। তো বেটার পাঁউরুটি থেলে পেটের অস্থুও হয়। করিম বক্স দিয়ে যায়, তার গুলো বরং তোর অপেক্ষা ভাল। তোর পাঁউরুটিতে কুঁক্ডোর ডিম দিন্নে বটে ?

क्रिंवि। पिरे रेव कि वातू - कूँक्र्सात छिम पिरेटन उ कि पिरे ?

বাব্। আমার বোধ হ'চ্ছে তোরা ঘুবুর ডিম দিস্। কারণ সে দিন কলিকাতা হ'তে থেয়ে এলাম, তাদের রুটি যেমন স্থায়, তেমনি মোলায়েম। আহা! মুথে দিতে যেন মিলিয়ে বায়, তোদের রুটি অমন শক্ত থাকে কেন ?

ব্রহ্মা। জীবিষ্ণু বরুণ । এ কি ? সমস্ত অধাত্মই প্রায় পেটে যায়, তবে আবার গ্লদেশে যজ্জহত্র ধারণের কারণ কি ?

বঙ্কণ। তানা হ'লে সমাজচ্যুত হ'তে হয়। ঐ কয়েকগাছি স্থা বড়কম নয়! যতক্ষণ গলে থাকে, সকল দোষ ঢাকিয়া বায়। গলা হ'তে পরিত্যাগ ক'র্লেই যত বিপদ্; সমাজ তাঁকে সমাজচ্যুত করেন।

এথান হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেখেন—বালকগণ বিষ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে বিস্থালয়ের ছাত্র বলিয়া

বোধ হর না। প্রত্যেকেরই পরিধানে ৮/১০ অঙ্গুলিপ্রমাণ পাড়ওরালাকালাপেড়ে ধৃতি। বুকে ধ্বজ-বজাঙ্কুশ-চিহুস্বরূপ নানারূপ কাজ করা বেলদার কামিজ। বগলে ২/১ থানি পুস্তক। বাম হস্তে পরিধের কোঁচার কোঁচান ফুল ধারণ করা আছে—মুখে সকলের এক একটা সিগারেট।

্ইব্র। বরুণ! এরা কারা ?

বঙ্গণ। স্কুলের বালক।

ইক্র। মস্তকের মধ্যস্থলে স্ত্রীলোকের স্থায় অমন সিঁথি কেন ? আর স্থলের ছেলে—কচি ছেলে—লেথাপড়া শিখ্তে শিখ্তে চুকট খাচ্ছে কি রক্ষ।

বঙ্গণ। আজ্ঞে ওরা কি সব ছেলে ? ওরা দেশের কাঁটাগাছের চারা। এক এক জন কথাবার্ত্তা এয়ারকি বদমাইদিতে যেন আশীবছরের বুড়ো। এর পর ছঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদ্বে। কোন ব্যাটা জেলে যাবে—কোন ব্যাটা দ্বীপাশ্তরে যাবে—কোন ব্যাটা অভি অয় বয়সেই যক্ষা ধ'রে মর্কে—কোন ব্যাটা আঁআহত্যা ক'রবে।

নারা। বরুণ এরপ মস্তকের মধ্যস্থলে চুল ফেরান ত আর কোন স্থানে দেখ্লাম না। ভাগলপুরে যে নৃতন দেখছি!

বঙ্গণ। নৃতন নহে; বছদিন হইল কলিকাতায় প্রথম স্পষ্ট হ'য়ে ক্রমে এদিকে আমদানী হইয়াছে। শাটী পরিধান এবং মস্তকের মধাস্থলে সিঁধি কাটা হ'চে বর্ত্তমান ফ্যাসান। একরূপ বেশ অধিক দিন প্রচলিত থাকিলে বধন আর ভাল না লাগে, তথন সময়ে সময়ে বেশভূষার যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাকেই ফ্যাসান কহে।

ব্রহ্মা। না বরুণ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক নহে। আমাকে এক সমরে কলি জিজ্ঞাসা করে "পিতামহ! আজ্ঞা করুন আমার রাজ্য সমরে লোকে কিরূপ চিহ্ন ধারণ করিবে ?" তহন্তরে আমি বলিয়াছিলাম— "যথন পুরুষে স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান করিবে ও তাহাদিগের স্থায় মন্তকে সিঁথি কাটিবে এবং খাছাখাছ বিষয়ে কাহারও বিচার থাকিবে না, সেই সময় জানিও তোমার একাধিপত্য বিস্তার হইয়াছে। এই ভাগলপুরের স্কুলের বালকগণকে দেখিয়া আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, একণে কলির সম্পূর্ণ অধিকারকাল সমুপস্থিত।

এই সময়ে একটা বালক উপ'র দিকে চাহিয়া অপর বালকের কাণে কাণে কি বালয়া মৃচকে হেসে চলিয়া যাইল। যাইবার সময় সে অপর একটা বালককে কহিল "আজ আমাদের বাড়ী যেও ভাই, লেমোনেড থাওয়াব।" অপর বালক কহিল "দূর কর, ও শাদা জিনিসে আর প্রাণ ঠাগু হয় না, লাল রং আমদানী কর্বার উদেষাগ কর।"

ইন্দ্র। বরুণ। বালকেরা কি বলে १

বরুণ। কপ্চাচেচ ! দেখুন পিতামহ ! এখানকার যুবকগণের শ্বভাক সাধারণতঃ মন্দ নহে। তবে হঃথের বিষয়, পাঠাবস্থায় অত্যন্ত বাবু হ'ছে পড়ায় লেখা পড়াটা প্রায়ই আমাদের উপ'র মত হয়।

ব্রহ্ম। উপ বড় স্পবোধ ছেলে।

এই সময়ে বালিকাগণকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন "বরুণ। এ মেয়েগুলি কোথায় গিয়েছিল የ"

বরুণ। আজে, এরা বালিকা-বিভালয়ের বালিকা। বিভালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে।

ব্রহ্মা। এখনও কি বালিকাগণকে পূর্বের স্থায় বিস্থা শিক্ষা দেওয়া হয় ৽
বরুণ। বিস্থা শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে পূর্বের স্থায় নহে। বালিকাদিগের বিবাহের বয়দ দশ বৎসর; অতএব ঐ সময়ের মধ্যে কতদূর বিস্থা
হইতে পারে বিবেচনা করিয়া লউন।

ব্রহ্মা। স্ত্রীলোকদিগের অর বিস্থা শিক্ষা দেওয়া মহাপাপ। তদপেকা সূর্থ করিয়া রাখা শাস্ত্রসন্মত। স্ত্রীলোকেরা অর বিস্থা শিক্ষা করিলে। অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। বঙ্গণ। আজে, বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকেরা বিভা শিক্ষা করিরা জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে এ আশায় বিভালয়ে দেওয়া হয় না।

ব্রহ্মা। তবে কি কারণে বিস্তালয়ে দেওয়া হয় ?

বঙ্গণ। একটু লেখা পড়া শিক্ষা না দিলে মেয়েগুলো পাছে থুবুড়ো খাকে, এই আশবার। এমন কাল প'ড়েছে—পাত্রের পিতা যেমন পাত্রীর পিতার সর্বস্থ গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে আবার পাত্রী লেখা পড়া জানেন কি না, সে বিষয়েও অন্নুসন্ধান লন। আজ কাল বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র পাত্রী উভরেই উভরকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। সময়ে সময়ে পাত্র আবার পাত্রীকে পরীক্ষা করেন—"বল দেখি, ব্লাক সি কোথার ? "গবর্ণরজেনেরল এক্ষণে কলিকাতা কি সিমলায় আছেন ?" ইত্যাদি। আমি আশ্চর্য্য দেখিয়াছি— যিনি হা৪ খানি ইংরাজি পুস্তক পড়িয়া ১৫ টাকার কেরাণীগিরি কর্মা করিতেছেন, তিনিও শিক্ষিতা স্ত্রী প্রোর্থনা করেন। সময়ে সময়ে ঐ বিষয়ে লেক্চার দেন। কি আশ্চর্য্য যে নিজে অশিক্ষিত, তাহার আবার শিক্ষিতা স্ত্রীর আশা করা কি বৃষ্টতার কাজ নয় গ্ এই সব দেখিয়া গুনিয়া পিতা মাতা অগত্যা কল্পাকে বিভালয়ে দেন।

ব্রহ্মা। দেথ বন্ধণ! দেশে যেরপ অকাল-মৃত্যুর প্রাহর্ভাব, তাহাতে বোধ হয় অল্পবয়স্কা, অল্পশিক্ষতা বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। অল শিক্ষার গুণে কুলে কালী দিয়া পিতা মাতাকে কাঁদাইতে পারে, ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর না ?

বরুণ। বিশ্বাস করা করি কি ? অনেক স্থলে ঐরপ ঘটনা ঘটতেছে।
এই সময় দেবগণ শুনিলেন—একটা গৃহমধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক হো হো
শব্দে হাস্ত করিয়া কহিতেছেন—"ওমা! কোথা যাব! মৃকী বলে
কি ? য়ঁটা—বলে এবার আমি ছুর্ফো অষ্ট্রমীর বস্তু নেবো! ওমা
ছি: ছি:! এখনও পাড়াগেঁয়ে স্বভাব যায় নি ? ব্রন্ত ক'রে কি হবে ?
— ওর চাইতে ঐ টাকায় ও কেন দানা গড়িয়ে গলায় দেক্ না।

দেখু মুকী, ওদব এখানে হবে টবে না; ইচ্ছা হয় দেশে গিয়ে যা খুসি করিস্।"

ব্রহ্মা। বরুণ! স্ত্রীলোকেরা বলে কি ?

বঙ্গণ। বাঙ্গালা হইতে মোক্ষদা নামে কোন স্ত্ৰীলোক এখানে নৃতন আসিয়াছেন। তাঁহার হিন্দুধর্মে বিশ্বাস থাকায় কোন ব্রত লইব বলায় এখানকার স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে লইয়া কোতুক করিতেছেন। এখানকার অনেক স্ত্রী নাস্তিক স্থামীর সহবাসে নাস্তিক হইয়াছেন। ইহাঁরা হিন্দুমতে ব্রত নিয়ম করিতে ইচ্ছা করেন না।

ব্রহ্মা। হুঁ।—কলির প্রধান লক্ষণ যা তা সব ঘটেছে।

দেবগণ এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—রক্ষাকালী পুজা হইতেছে।
পূজা-স্থানের সন্নিকটস্থ একটা রাস্তা দিয়া চারি জন লোক যাইতেছেন।
তাঁহাদের প্রত্যেকরই চক্ষু বস্ত্র দিয়া বাঁধা, সকলেই হাত ধরাধরি করিয়া
যাইতেছিলেন এবং চক্ষু ছইটা বন্ধ থাকার গরু বাছুর প্রভৃতি যাহার পদশক
ভানিতেছিলেন মুমুয়্য বোধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—"বাবা! ব'লে দে
সেই রক্ষাকালী ঠাকুরটা কোথার ? আর ব্রাহ্মসমাজে যাবার রাস্তাই বা
কোন্ দিকে ?" উপ ছুটিয়া গিয়া কহিল—"বাম দিকে, একটু বাম দিকে
ঘেঁসে যাও।" তাঁহারা উপ'র কথার বিশ্বাস করিয়া যেমন বাম দিক্ ঘেঁসে
যাইবেন, অন্নি একটা স্থগভীর নরদামার মধ্যে কয়েকজনে জটাপটি হইয়া
পড়িয়া গেলেন। রাস্তার লোকে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

বন্ধা। বন্ধণ । উহারা কারা । আর বন্ধ দারা চক্ষ্ বাধা কি কারণে । বন্ধণ । উহারা কয়জনেই ব্রাহ্ম, এজন্ত হিন্দু দেবমূর্ত্তি চক্ষে দেখেন না। কিন্তু কপালক্রমে ঠিক ব্রাহ্মসমাজে ঘাইবার পথেই রক্ষাকালীপুজা হইতেছে; পাছে দেখিতে হয় এই আশক্ষায় চক্ষে কাপড় বেঁধে বাইতেছিলেন। উপ নটামি ক'রে পথ বলিয়া দেওয়ায় নরদামার মধ্যে পড়িয়া গেলেন।

বন্ধা। উঃ! কি গোঁড়ামি!

এথান হইতে দেবগণ ২।> জন বাঙ্গালীর স্থন্দর স্থন্দর বাড়ীঘর দেখিতে দেখিতে থঞ্জনপুরে বর্জমানের মহারাজের বাড়ীর ছারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ইক্র কহিলেন, "বঙ্গণ! এ বাড়ীটী কাহার ৮ এমন স্থন্দর বাড়ীতে লোক জনের সমাগম নাই কি কারণে ৮

বর্রুণ। এ বাড়ীটা বর্দ্ধমানের মহারাজের। লোকের মনে বিশ্বাস আছে এই বাড়ীতে ভূত বাস করে। কোন ব্যক্তি ইহাতে বাস করিলে ভূতের হাতে প্রাণ হারায় (১)।

পিতামহ হাস্ত করিয়া কহিলেন, "রজনী আগতপ্রায়—আমরা আর কোথায় বাদার অমুসন্ধানে ফিরিব ? চল এই রাজবাটীতেই আশ্রয় লই।" এই কথায় সকলে সন্মত হইলে দেবতারা সে রাজি সেই ভূতের বাড়ীতেই অবস্থিতি করিলেন।

প্রাতে উঠিয়া সকলে গঙ্গামানে চলিলেন। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটা স্থল্যর অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। ইন্দ্র চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটা কাহার গুঁ"

বরুণ। জঞ্জেল নামক এক জন নীলকর সাহেবের বাড়ী। জঞ্জেল ভাগলপুরের মধ্যে একজন বিখ্যাত জমীদার।

ব্রহ্মা এই সময়ে জলে নামিয়া স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া ক্রতপদে পলাইতে লাগিলেন। দেবগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটয়া গিয়া কহিলেন, "পিতামহ! পলাচেন কেন ?"

ব্রহ্মা। আমি ভাই, নীলকর সাহেবদের বড় ভন্ন করি। জানি কি একে নীলকর—তাহাতে আবার জমীদার; ধ'রে নিম্নে গিম্নে যদি নীল বুনিয়ে নেয়।

বরুণ। না না—ইনি অতি সং ও ভদ্রলোক। যাহা হউক, যথন আপনার ভর হইয়াছে, চলুন অঞ্চ ঘাটে স্নান করিয়া আসি।

⁽১) করেক বৎসর পুর্বেষ বর্দ্ধমনের মহারাজা মহাতাপটাদ বাহাতুর এই বাড়ীতে আসিরা প্রাণত্যাগ করার লোকের মনে ঐ কুসংকার আরঞ্জ বন্ধুন হইরাছে।

দেবগণ স্থান করিয়া আসিবার সময় দেখেন বৃহৎ বৃহৎ আকারের গরু সকল কর্মা রাথালেরা চরাইতে ঘাইতেছে। আমাদের অহিফেনপ্রিয় পিতা-মহ দেই সমস্ত স্থাইপুষ্ট পর্বতাকার গাভীগুলিকে দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। বরুণ তদ্ধ্যে হাস্ত করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরদা! কি দেখ্ছেন ?" ব্রহ্মা। এমন স্থানর গরু ত কোথায়ও দেখি নাই! ভাল—এরা হুধ দেয় কত ক'রে ৪

বরুণ। প্রায় ৮।১০ সের।

ব্রহ্মা। রঁটা বল কি ? বঙ্কণ! আমাকে একটা কিনে দেওনা। মঙ্কলা বুড়া হওয়ায় আর ত তেমন হুধ দিতে পারে না, একটা ভাগলপুরে গাই স্বর্গে নিয়ে যাই।

বরুণ। কিনে দিতে পারি—কিন্তু নিমে যাবেন কেমন ক'রে ?
কলিকাতা পর্যান্ত সঙ্গে ক'রে নিমে যাওয়া ত সহজ ব্যাপার নহে! যাহা
হউক, আমি আপনাকে অন্ত এক সময়ে একটি গরু কিনিয়া দিয়া আসিব।
দেবগণ বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া ম্যাজিট্রেট, জজ এবং কমিশনরের
আফিস দেখিয়া গবণমেন্ট বিভালয়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ
কহিলেন, "এই ভাগলপুর গবর্ণমেন্ট বিভালয়। এ গৃহটী আদালতসমূহের
গৃহগুলি অপেক্ষা স্থলর।"

ইন্দ্র। বঙ্গণ! প্রত্যেক স্থানেই একটা না একটা বিদ্যালয় দেখিলাম, কিন্তু আমার আশঙ্কা হ'চ্চে—এই সব বালক, বিভালয় পরিত্যাগ করিয়া কাজকর্ম কোথায় পাবে!

বক্ষণ। ইহার মধ্যে তোমার আশক্ষা হইল ? কলিকাভার গিয়া দেখ্বে বিভালয়ে বালকদিগের গাঁদি লোগেছে। ইহাদের জন্ত তোমার আশক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই; বিধাতা অবশ্রুই একটা না একটা উপায় করিয়া দেবেন। অভাব পক্ষে এরা ইংরাজী কথা ব'ল্তে ব'ল্তে ঘাস কেটে এনেও ক'রে থেতে পারবে। কিছু দূরে যাইয়া তাঁহারা দেখেন—একটা গ্রাম প্রাচীর দারা বেষ্টন বারা রহিয়াছে। নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! সমূথে দেখা যাচেচ, ঐ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানটী কি ?"

বঙ্গণ। ভাগলপুরের সেন্ট্রাল জেল। ইহা একটা প্রকাপ্ত অট্টালিকা। জেলথানার মধ্যে প্রায় এক শত বিঘা জমি আছে। জেলের মধ্যে অনেক কয়েদী খাটিতেছে এবং তাহাদের দ্বারা কলে কম্বল প্রস্তুত হইতেছে।

এই সময় দেবগণ দেখেন— দূরে অনেকগুলি লোক একত হইয়া গোল-যোগ করিতেছে। তাঁহারা গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানে যাইয়া দেখেন, একটী কুৎসিত ধুবার সহিত একটী পরমা স্থানরী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। যুবতীর সর্বাঙ্গে স্থাভিরণ, গাত্রের রং বস্ত্রমধ্য দিয়া কুটিয়া বাহির হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় স্থানরী কোন উচ্চবংশসস্তৃতা। কারণ লোকের জনতায় লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পুলিস ইনেস্পেক্টর বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছে— "তুমি কে ? - এই ছট্টই বা কে ? ইহার চেহারাতে ইহাকে ভ তোমার স্বামী বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ ভণ্ড কি তোমায় প্রাণে নষ্ট করিয়া ঐ গাত্রাভরণগুলি অপহরণ করিবার মানসে প্রতারণা করিয়া গৃহের বাহির করিয়া আনিয়াছে ? বল—সমস্ত বিষয় খুলিয়া বল, তদহুসারে ছট্টের দমন করি এবং তোমাকে তোমার স্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিই।"

ব্বতী তথন কহিতে লাগিল—"হুগলি জেলার কোন গ্রামে আমার যশুরালয়। আমার স্বামী বেশ একজন সঙ্গতিশালী ও বিখ্যাত জমীদার। তিনি আমাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া কথন স্বদৃষ্টিতে দেখেন নাই। কথন মিষ্ট কথা বলেন নাই কিংবা আদর যত্ন করেন নাই। এমন কি, দিনাস্তে একবার কাছেও আসিতেন না। বরং সময়ে সময়ে অকারণে তিরস্কার ও প্রহার করিতেন। আমি পূর্বজন্মের পাপে এরূপ ঘটিতেছে ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতাম এবং দিন রাত কেঁদে কেঁদে দিন কাটাইতাম। এক সময়

আমার অত্যন্ত পীড়া হইল—বাঁচিবার কোন আশা রহিল না। মনে মনে তাবিলাম—আহা! যমের ক্লপায় এইবার আমি স্থলী হইব,—দকল জালা যন্ত্রণার হাত এড়াইব। কিন্তু যম এ হতভাগিনী, এ চিরছ:খিনীকে নিলেন না। আমি ক্রমে ক্রমে ভাল হয়ে উঠ্লাম। পথ্য ক'রে ব'সে আছি, এমন সময় দেখি একটী ক'নে বৌ গৃহের বাহিরে খেলা করিতেছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঝি, ও বৌটী কে ?" ঝি কহিল "মা ঠাক্রণ! উনি যে তোমার সতীন। যথন ডাক্জারেরা তোমায় দেখে বলেন, এ যাতা রক্ষা পাইবে না, তথন বাবু হাসিতে হাসিতে বাটী থেকে গিয়ে উহাকে বে ক'রে এনেছেন।" এই কথায় মনে বড় ছঃখ হ'ল—ভাব্লাম আত্মহত্যা করি। আবার ভাবলাম—আত্মহত্যা মহাপাপ, যদি পাপই ক'র্তে হয়, বাটী হ'তে পলাই, ক্লে কলঙ্ক রটুক। লোকে বলুক—অমুক বাবুর স্ত্রী ভাগলপুরে ঘর ভাড়া ক'রে রয়েছে। এইক্রপ স্থির ক'রে পালিয়ে এসেছি।"

পুলিদ ও দর্শকবর্গ এই কথা শুনিয়া চলিয়া গেল। দর্শকদিগের মধ্যে একজন কহিল "মাগী উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে।" আর একজন কহিল "আমার ওরূপ হ'লে ছজনকেই কেটে ফাঁদি যেতাম।" একজন যুবা দর্শক অপর যুবাকে কহিল "গোমস্তা বেটার কপাল ভাল! মেয়ে মান্ত্র্যটী নানালঙ্কারভূষিতা!" দেবগণ চাহিয়া দেখেন—পিতামহ নিকটে নাই। অনুসন্ধান করিতে করিতে দেবতারা তাঁহাকে একটী বটরুক্ষের তলে প্রাপ্ত হইলেন। তথন তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া হুর্গানাম জপ করিতেছিলেন।

নারারণ ডাকিলেন, "পিতামহ! পিতামহ! উঠুন।" ব্রহ্মা নয়ন উন্মীলন করিয়া কহিলেন "বরুণ। ও কি দেখিলাম "

বরুণ। আপনার স্ট বিশ্বরাজ্যরূপ রঙ্গভূমিতে দম্পতি ব্যবহার প্রহসনের অভিনয়।

এথান হইতে দেবগণ জেলথানার উত্তরাংশে যাইয়া উপস্থিত হইলে বন্ধুণ কহিলেন "এই স্থানে গঙ্গাতীরে ছটি অদ্ভূত স্থুড়ঙ্গ আছে।" দেবরাজ ্**স্থড়ক দে**থিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ সকলকে লইয়া দেথাইতে চলিলেন।

সকলে উকি মারিয়া দেখিয়া অত্যস্ত বিশ্বিত হইলেন। নাায়ণ কহি-লেন "বরুণ। এই স্বড়ঙ্গমধ্য দিয়া গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখা মাইতেছে— উহা কি ?"

বৃদ্ধ। অনেকে ইহাকে মুনিকোটর কহে। তাহার। কহে—পূর্ব্ব-কালে কোন মুনি এই স্থানে বিদিয়া তপস্থা করিতেন। আবার কতকগুলি লোকে কহে—ইহা দস্থাদিগের বাসগৃহ। ফলতঃ এথানে দস্থা সাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই, মুনিকোটর হওয়াই সম্ভব। কিছুদিন ২২ল এথানকার ভূতপূর্ব্ব জন্ম সাণ্ডিদ্ সাহেব ঐ গহবরদ্বরের উপরিভাগ ইষ্টক দিয়৷ বাধাইয়া দিয়াছেন। অনেকে এই গহবর আগ্রহ সহকারে দেখিয়া থাকেন।

এখান হইতে সকলে একটা বাজারে গিয়া তসর নিশ্মিত খেন ও বাপ্তা নিজের নিজের জন্ম এবং আত্মীয়স্বজনের জন্ম ধরিদ করিয়া দহলেন। তৎপরে সকলে ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন টিকিট দিবার বিলম্ব আছে; অতএব পরস্পরে গল্প আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ। ভাগলপুরের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল।"

বঙ্গণ। ভাগলপুর অতি প্রাচীন সহর। নগরটী ভাগীর্থীভীরে আনেকদ্র পর্যান্ত বিস্তৃত। এখানে অনেকণ্ডলি পল্লী ও বাজার আছে; হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই এখানে বাস করে, তন্মধো িন্দুর ভাগই বেশী। সাধারণতঃ এখানকার লোকেরা অত্যন্ত অজ্ঞ, বদমান্ত্রেশ এবং কুসংস্কারাপন্ত। একটী চলিত কথা আছে—"ভাগলপুরকা ভাগ্লিয়া, কাহাল গাঁওকা ঠগ, ঔর পাটনাকো দেউলিয়া, তিন মুলুকা ভাদ।" চম্পাইনগর ভাগলপুরের পশ্চিমাংশের শেষ সীমা। ঐ স্থানে চাদের প্রতিন্তিত বছকালের একটী শিবলিক আছে। কিন্তু তাঁহার পূজার কোন বন্দোবন্ত নাই। এখানকার কেলায় প্রায় ৯০০ শত আন্দাক্ত হিন্দু বিশ্বহী আছে

(১) এখানে অনেকগুলি বাঙ্গালী বিষয়-কর্ম উপলক্ষে বাস করেন তাঁহাদের সাধারণ উন্নতিকার্য্যে কিছুমাত্র মনোযোগ নাই। সকলেই আপন আপন স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত।

কিসে বড় হইব, স্ত্রীকে অলঙ্কারে ভূষিত করিব—অনেকের প্রধান সঙ্কর এই। নাচ তামাসায় অনেকে অনেক অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু দীন ছঃৰী অনাথদিগকে এক মৃষ্টি ভিক্ষা দিবার সময় জগন্নাথ হন। এথানকার হাতটী উকিল সাহেবী ধরণে বেড়াইতে ভাল বাসেন।

এই সময় টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়ায় দেবতারা নলহাটির টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ "হুপাহুণ" শব্দে ঘোগা অতিক্রম করিয়া কাহালগাঁ ষ্টেশনে আদিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্র। বরুণ। এ ষ্টেশনটীর নাম কি ?

বরুণ। এস্থানের নাম কাহালগাঁ। মহাবীর ভীমসেন ভীম-একাদশীর উপবাসের পর এই স্থানে পারণ করিয়াছিলেন। তিনটা স্থানর স্থানর পাহাড় উনানের ঝিঁকের ভাবে থাকার, লোকে বলে—উহারই উপর তাহার রন্ধনাদি হইরাছিল।

আবার টেণ ছাড়িল। টেণ "হুপাহুপ" শব্দে পীরপৈতি ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন "বরুণ। এ স্থানের নাম কি ?"

বরুণ। এ স্থানের নাম পীরপৈতি। এখানে বৃদ্ধদেবের মন্দির ইত্যাদি আছে। মুসলমানদিগের একজন সন্ন্যাসীকে এই স্থানে কবর দেওয়া হয়। তাঁহার নাম অনুসারেই স্থানের নাম পীরপৈতি হইন্নাছে। ঐ কবরটী অভাপি বর্ত্তমান আছে। এখানকার পাশ বড় বিখ্যাত।

^{(&}gt;) কেলার গত বংসর পর্যান্ত ৯০০ শত হিন্দুস্থানী সিপাহি ছিল। কিন্তু ত্রাহম্পর্শের দিন তাহারা কাবুলে যাওয়ার জ্বভাপি আসে নাই। একণে এখানে আর সৈক্ত থাকে বা। প্রবর্ণমেন্ট বার সংক্ষেপ করিবার মানসে কেলাটী উঠাইয়া দিয়াছেন। একণে রিজার্ভ গ্রিলিসের এক শত আন্দান্ত সিপাহি বাস করিতেছে।

এই সময়ে একব্যক্তি "চাই পাণ, চাই পাণ" শব্দ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে বন্ধণ নারায়ণকে এক ঠোকা কিনিয়া দিলেন। নারায়ণ যথন ঠোকা খুলিয়া দেবগণকে এক একটা ভাগ করিয়া দিতে-ছিলেন, একপাল অসভ্য বেহারবাসী পোঁটলা পুটলি ঘাড়ে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের গাড়ীর বার ধরিয়া টানিতে লাগিল। উপ তাহাদিগকে উঠিতে নিষেধ করিলে সকলেই ঘাড় নাড়িয়া আফালন পূর্ব্বক কহিল—"এ ছুটায়া হাছি টিকিস্ লিয়া। কভি নেই উৎরেকে। এক এক টিকিস্ লিয়া বাবা! তিন মাহিনাকো খোরাক হামলোককে এস্মে গিয়া। চাহে লাট সাহেব হোয়, চাহে নবাব হোয়, কিছিকা বাৎ নেহি শুনেকে। (ঘাড় নাড়িয়া) টিকিস লিয়া বাবা।"

উপ। উ:। ঘাড় নাড়ার ধূম দেখ। আমরা অন্নি যাচিচ নর ? যা, ঐ পাশের গাড়ীতে উঠ্গে।

তাহার। পাশের গাড়ীতে মাস এবং গদি পাতা দেখিয়া মহা সম্ভ ইইয়া সমস্ত দলবলকে আদর করিয়া ডাকিতে লাগিল—"এ এ শুকোন, এ ভাই শুকোন, ভাই সব জল্দি আও। কাঁচকো কামরা, ইস্কো পর গদি হার, মসলন্দ্ হার, বড়া আরাম্মে যারেঙ্গে। আও আও, ভাইলোক সব জলদি আও।"

এই প্রকারে সকলে একত্র হইয়া যেমন সেকেও ক্লাসে উঠিতে যাইবে, এক জন ফিরিঙ্গি "ইউ ড্যাম", বলিয়া খুসি চালাইল। খুসি খাইয়া তাহারা কহিতে লাগিল—"তুম মার্নেকা কোন্ হায় ? হাম লাল লাল টিকিস্ লিয়া, কভি নেই যাঙ্গে!"

এইরপে গোলযোগ করিতে লাগিল। ট্রেণও তাহাদিগকে কেলিয়া চলিয়া-গেল। তথন তাহারা পরস্পরে কহিতে লাগিল 'ঔর বছত গাড়ী মাওলে, উদ্ বকৎ কোইকো বাৎ নহি শুন্কে একদম কাঁচকো গাড়িকো ভিতর ঘুদ্য বালে।" র্ত্তীদিকে ট্রেণ ছুটিতে ছুটিতে আদিয়া সাহেবগঞ্জে উপস্থিত হইল। অন্নি এক জন বড় চাপরাসী হাঁকিতে লাগিল—"সাহেবগঞ্জ" "নাহেবগঞ্জ" "এ পূর্ণিরা, কারাগোলা, দারজিলিং যানেওয়ালা, উতারো।" "সাহেবগঞ্জ" "সাহেবগঞ্জ।"

ইক্র। বাঃ এ ষ্টেশনটা বড় স্থন্দর। এস্থানের নাম কি ?

বঙ্গণ। এ স্থানের নান সাহেবগঞ্জ। এথানে রেলওয়ে কোম্পানীর ডিট্টিই আফিস আছে। বিংশতি বৎসর পূর্ব্ধে এ স্থান বন জ্বন্ধলে পরিপূর্ণ ছিল। রেলওয়ে হওয়ার পর হইতে দিন দিন ইহার ব্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এথানকার রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। ষ্টেশনের বাহিরেই ইংরাজ্ব মহল। ইংরাজ মহলে রেলওয়ে গার্ডেরা বাস করিয়া থাকে। ইংরাজ মহলটী দেখিতে বড় স্থানর। এই সাহেবগঞ্জের পার্মেই বিখ্যাত সিক্রিগলি। সিক্রিগলিতে স্থামুনের সহিত সের সার একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। এ স্থানের কেল্লার ভগ্নাবশের অভাপি দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেবগঞ্জে অনেকগুলি বাঙ্গালী বাস করেন। তাঁহাদের স্থভাব সাধারণতঃ বড় মন্দ নহে। অনেক বাজালী বেখাও এখানে আছে। অশুভক্ষণে চৌদ্দ আইন জারি হওয়ায় কলিকাতার যত বেখা পলাইয়া আসিয়া চারিদিকে বিরাজ করিতেছে। সাহেবগঞ্জে অনেকগুলি মাড়োয়ারির বাস। তাহাদের উপাক্ত দেবতা ক্রফ্জনীর একটী মন্দির আছে। তন্তিয় মহাবীর হন্তুমানেরও ২।১টী ক্র্দুদ্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এথানে রেলওয়ে কোম্পানীর একটী হাসপাতাল ও একটী ডাক্তার আছেন।

ব্ৰহ্ম। বৰুণ। সাহেবগঞ্জে ত অনেকক্ষণ গাড়ী থাকে।

বরুণ। এস্থানে সাহেবেরা থানা থেয়ে নেয়। সাহেবগঞ্জের পর পারে কারাগোলা। কারাগোলা দিয়া পূর্ণিয়া ও দার্জিলিং যাইতে হয়। সাহেব-গঞ্জের ঘাটে ষ্টিমারে উঠিয়া ছই ঘণ্টায় কারাগোলায় পৌছান বায়। পরে তথা হইতে গরুর গাড়ীর ভাকে পূর্ণিয়া এবং দার্জিলিং যাইতে হয়। এই সময় "সাঁৎ" শব্দে একটা হেঁচকা টান মারিয়া ট্রেণ ছপাছপ শব্দে ছুটিতে ছুটিতে মহারাজপুর অতিক্রম করিয়া তিন পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হুইল। অন্নি চীৎকার শব্দে এক ব্যক্তি হাঁকিতে লাগিল—"তিন পাহাড়" "তিন পাহাড়" "তিন পাহাড়" "তিন পাহাড়" "বাজমহল।"

ব্রহ্মা। বরুণ। এ ষ্টেশনের নাম কি ?

বরুণ। এস্থানের নাম তিনপাহাড়। তিনপাহাড় হইতে ব্রাঞ্চ রেলে রাজমহল যাওয়া যার। বাঙ্গালাদেশে মোগলরাজত্ব-সময়ে রাজমহল অতি সমন্ধিশালী নগর ছিল। আকবর বাদসাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ এই নগর নির্মাণ করেন এবং স্থজার সময় ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। এক সময় রাজমহল আয়তনে ও দৌন্দর্যো দিল্লীর সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। মুসল-মানেরা আকবর বাদসাহের সন্মানার্থ ঐ নগরকে আকবর নগর কহিত। এই রাজমহলেই ১৫৭৬ খৃষ্ঠাব্দে বাঙ্গালার শেব রাজা আকবরের সৈন্ত কর্ত্তক পরাভত ও নিহত হন। রাজমহলের উত্তর পশ্চিমে যে স্থলে রাজ-মহল পাহাড় গঙ্গার তীরস্থ হইয়াছে, ঐ স্থানে তেলিয়াগড়ী নামক প্রসিদ্ধ হুৰ্গ ছিল। এই হুৰ্গ টীকে লোকে বাঙ্গালার দ্বারম্বরূপ জ্ঞান করিত। রাজমহলের পাহাড়ে পাহাড়িয়া নামক এক আদিম ভাতি বাস করে। অম্বাপি রাজমহলে অনেক বাড়ী ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যার। রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইবার সময় অনেক পুরাতন গৃহাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নবাব সিরাজ্বদৌলা পলাশীর সংগ্রামে পরাজিত হইয়া পাটনায় পলায়নকালে এই স্থানে উপস্থিত হইলে এক ফকির তাঁহাকে ধৃত করিয়া দেয়।

इक्ष । ताजमहरण याहेरण हम ना १

বরুণ। রাজমহলে দেখিবার যোগ্য কিছুই নাই। ঐ স্থানে এসিষ্টান্ট কমিশনরের কাছারি, সামাস্ত একটী হাঁসপাতাল ও জেল আছে। সিংহ

দালান নামে একটা পুরাতন দালানের কতকগুলি কাল পাথরের পিলার অভাপি বর্ত্তমান আছে। উহার মধ্যে অসভা সাঁওতালের। সাক্ষা দিতে আসিয়া বাস করিয়া থাকে। দালানটী ০ে।৬০ হাত দীর্ঘ ও ১০।১২ হাত প্রশস্ত হইবে। উহার ছাদ থিলানের উপর ছিল। রাজ্মহলের বাজারে অনেকগুলি খান্ত দ্রব্যের দোকান আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মুদলমান, অত্যন্ন মাত্র হিন্দু। নবাব-দেশরি নামক স্থানেরও অভাপি ধ্বংদাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এথানে জুমা মস্জিদ নামে একটা কাল পাথরের মদজিদ আছে। ঐ মদজিদ পূর্বের অনেক বহুমূল্য প্রস্তরাদি দারা স্থদজ্জিত ছিল—একণে আর নাই। একণে মদ্জিদ মধ্যে গো অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি বাস করিয়া থাকে। মসজিদে পূর্বে ফোয়ারা দ্বারা গ্রন্থাজল আনান হইত। একণে ফোয়ারাটীর চিহ্নমাত্র আছে। মদজিদের সরিকটস্থ উচ্চ ভূমির উপর বেগমদিগের বাদস্থান ছিল, এক্ষণে ঐ স্থানের ধ্বংসাবশেষের উপর লতা গুলা বিরাজ করিতেছে। উহার সন্নিকটে অনেকগুলি কবর আছে। এখানে বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে ১৯।২০ জন বাঙ্গালী বাস করিয়া পাকেন। একটা মধ্য শ্রেণীর বিষ্যালয় আছে। রাজমহলের তামাক বভ বিখ্যাত।

টেণ আবার ছাড়িল এবং হুপাছপ শব্দে ধুম উদ্গার করিতে করিতে কয়েকটা টেশন অতিক্রম করিয়া নলহাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি "নলহাটী" "নলহাটী" "মুশিদাবাদ জানেওয়ালা উতারো" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

দেবগণ দেই শব্দ অমুসারে মোট মাটারি সহ নামিয়া গেটের নিকট উপস্থিত হইলেন। গেটের নিকট যাইয়া দেখেন টিকিট কণেক্টর একজন অসভ্য বিহারীকে লইয়া মহাবিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি টিকিট চাহি-তেছেন, কিন্তু সে ব্যক্তি প্রাণাস্তে দিতেছে না, বলিতেছে—"টিকিস কেঁউ দেকে ? হাম্ কভি নেই টিকিস দেকে। তোমার বিশোয়াস না হোয় তো হামার সাৎ চল, হাম গাঁহাসে লিয়া মোকাবেল। কর্দে।*

টিকিট কলেক্টর দেখিলেন, এ ব্যক্তি সহজে টিকিট দিবে না; অগত্যা "পূলিস ম্যান" "পূলিস ম্যান" শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তথন সে পরিধের বস্ত্রের এক প্রান্ত কোমর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া বত্রিশ বন্ধন মুক্ত করিয়া টিকিট খানি খুলিয়া বাহির করিল এবং টিকিট কলেক্টরের হাতে দিয়া চলিয়া গেল। দেবতারাও নিজ নিজ টিকিট দিয়া গেটের বাহিরে যাইলেন এবং একটা দোকানে জলযোগ করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বন্ধণ কহিলেন "অতি প্রত্যুবে এই গাড়ী আজিমগঞ্জে যাইয়া থাকে। আপাততঃ চল, আমরা গাড়ীর একটা কামরাতে শরন করিয়া রাত্রি যাপন করি।

এই কথার সকলে সন্মত হইলে দেবগণ গাড়ীতে উঠিয়া দেখেন—এক একটী ক্লাশ যেন ঘোড় দৌড়ের মঠে। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বিদিবার জন্ত কোন বেঞ্চি নাই। যাহা হউক, তাঁহারা মেজেতে শতরঞ্চি বিছাইয়া শরন করিলেন এবং জ্যোৎস্লার আলোকে এক একথানি গাড়ীতে কতগুলি করিয়া আড়া মট্কা লাগিয়াছে, হিসাব করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অতি প্রত্যুয়ে বরুণ যাইয়া করেকথানি টিকিট থরিদ করিয়া আনিলেন। অতি প্রত্যুয়ে বরুণ যাইয়া করেকথানি টিকিট থরিদ করিয়া আনিলেন। জমে একথানি কল আদিয়া গাড়ীতে লাগিল। বরুণ কহিলেন "সকলে পিতামহকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বিসয়া থাক। কারণ, গাড়ী যাইবার সময় কথন নিয়ে নামিবে, কথন উর্দ্ধে উঠিবে; অতএব সেই সময় উনি না হঠাৎ পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন।" এই কথায় সক্ষত হইয়া দেবগণ পিতামহকে ধরিয়া বসিলেন। গাড়ীও গজেক্র গমনে "খাঁচাৎ" "খাঁচাৎ" "খাঁচাৎ" শব্দ করিতে করিতে চলিতে আরম্ভ করিল। নারায়ণ হাস্ত করিয়া কহিলেন "বঙ্কণ! এ গাড়ী ঘুঁটের জ্বালে চলে প"

কিছু দুরে যাইলে উপ কহিল "রাজা কাকা, আমার বড় পেটের পীড়া। হয়েছে, আর থাক্তে পার্চি নে।"

নারা। আন্তে আন্তে নেমে—পারিস্তো ছুটে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আয়। গাড়ী যেরূপ ধীরে ধীরে যাচে, আবার দৌড়ে এসে উঠ্তে পার্বিনে ?

বরুণ। না, ছেলেমারুষ যদি আবার উঠ্তে না পারে! তুই বাবা, একটু কট্ট সহু ক'রে থাক্। মধ্যে এক স্থানে মুথ হাত ধোবার জন্ত গাড়ী থামাইয়া থাকে।

ক্রমে গাড়ী নির্দ্ধারিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথন গার্ড চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল—"যাত্রীরা কেহ মুখ হাত ধুইবার ইচ্ছা করিলে নামিতে পার।"

উপ এবং আর কতকগুলি যাত্রী এই কথায় নামিয়া ছুটাছুটি করিয়া মুখ হাত ধুইতে যাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গার্ড আবার কহিল "শীম্র এদ, গাড়ী ছাড়িবার সময় হইরাছে।" তথন উপ এবং অপরাপর যাত্রীরা ছুটিয়া আদিয়া ট্রেণে উঠিলে ট্রেণ আবার পূর্বের ক্রায় শব্দ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল এবং যথাসময়ে আজিমগঞ্জে আদিয়া উপস্থিত হইল।

মুরশিদাবাদ '

দেবগণ ট্রেণ হইতে নামিয়া দেখেন—চমৎকার সহর ! মালকোঁচা পরা মাড়োয়ারিরা লোটা হস্তে দাতন চিবাইতে চিবাইতে স্থানে বাহির হইয়ছে। নগরে নানাপ্রকার পণ্য দ্রব্যের দোকান রহিয়াছে। তাঁহারা ব্যাগ হস্তে যাইতে ঘাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন "বন্ধণ! সম্মুথে এ বাড়ীটী কাহার ?"

বরুণ। ধনপংসিং নামক এক ধনাত্য ব্যক্তির; ইহাঁর বিলক্ষণ ধন-

সম্পত্তি আছে এবং ইহাঁর যত্ত্বে আজিমগঞ্জে পরেশনাথের একটা দেবালন্ধ আছে। তদ্ভিন্ন ধনপৎ সিং নিজবান্ধে এথানে একটা বিভালন্ধ স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ বিভালন্ধে গরিব ছাত্রাদিগকে মাসিক পাঁচটাকার হিসাবে বৃত্তি দিয়া বিভা দান করা হইন্না থাকে। ইহাঁর একাস্ত ইচ্ছা কাপড়, তৈল, মন্ত্রদা প্রভৃতির কল চালাইন্না দেশে স্বাধীন ব্যবসা প্রচলিত করেন।

এথান হইতে সকলে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন—ভাগীরথী যেন ন্গারের শোভা সৌন্দর্যো মুগ্ধ হইয়া নগরীকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া কল কল শব্দে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিতেছেন। দেবতারা ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্র অনেকগুলি বাঙ্গাল মাঝি নিকটে ছুটিয়া আর্গিল এবং কহিল "আইসেন বাবু, আমার লায়ে আইসেন। ছয় আনা ভারা নিমু, বহরমপুরে চড়ায়ে লয়ে যাইমু; কোন কপ্ত অইবে না।"

নারা। বরুণ। পরপারে দেখা ধাইতেছে—ও স্থানের নাম কি ?
করুণ। উহার নাম জিয়াগঞ্জ। আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জে কেঁয়েরাই বাস
করিয়া থাকে। উহারা সকলেই প্রায় সঙ্গতিশার্লী লোক এবং প্রত্যেকেরই
গৃহে প্রায় এক একটা প্রস্তরের পরেশনাথ আছে।

দেবগণ ঘাটে স্নান সারিয়। থেয়ায় পার হইয়া পরপারে যাইয়া দেথেন দোকানে নানাপ্রকার উত্তম উত্তম থাছদ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। তাঁহারা একটা দোকানে যাইয়া মনের সাথে এক পেট ছানাবড়া থাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "এখানকার চেলির কাপড় বড় বিখ্যাত। চেলিতে হাতী, ঘোড়া, সেপাই প্রভৃতির প্রতিমূর্তিগুলি স্থন্দররূপে থাকে। ঐ বালুচরের চেলি কুৎসিতা স্ত্রীলোককেও পরাইলে স্থন্দরী দেখায়।"

নারা। বরুণ ! আমাকে কতকগুলো চেলি কিনে দেও। মর্ত্ত্যে তিন দিনের মিয়াদে আসিয়া যেরূপ কালবিলম্ব করিতেছি, আমার কপালে বিস্তর কষ্ট আছে। তবু চেলি টেলি দিয়াও যদি মন যোগাতে পারি।

বরুণ এ কথায় সম্মত হইয়া নারায়ণকে কতকগুলি চেলি খরিদ করিয়া



দিলেন। দেবরাজও মহিধীর জন্ম ও পুত্রবধুর জন্ম কয়েকথানি লইলেন। পিতামহও একথানি কিনিলেন।

🦈 ইন্দ্র। ঠাকুর দা, ওখানি ঠানদিদিকে পরাবেন 🤊

ব্রহ্মা! না ভাই; ভাব্চি—স্থরধুনী যে দিন স্বর্গে যাবেন, তাঁকে এই চেলিথানি পরিয়ে বরণ ক'রে ঘরে তুল্বো।

বস্তাদি থরিদ হইলে সকলে একথানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মুরশিদাবাদ অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহিলেন "বরুণ, সম্মুখে ও স্থন্দর ্টীটী কাহার ?"

্বরুণ। উহা লছ্মীপৎ সিং নামক এক ধনাচ্য ব্যক্তির বাড়ী।
েরের মধ্যে ইহার ২০১টা দেবালয় ও বিভালয় আছে। বিভালয়ে বিনা
্তেনে ছঃধী বালকদিগকে বিভা দান করা হইয়া থাকে।

এথান হইতে কিছুদ্রে যাইলে ইক্র কহিলেন "বরুণ, এমন সহর ত'
দেখি নাই! ইহার বাজার, হাট, অট্টালিকাদি গণিয়া সংখ্যা করা যাইতেছে
না। ভাল—সম্পুথে যে প্রকাণ্ড সেকেলে ধরণের বাড়ীটা দেখা যাচেচ এ
বাটা কাহার ? এবং এস্থানের নাম কি ?"

ক্রণ। এ স্থানের নাম মহিমাপুর। যে বাড়ীটা দেখিতেছ, উহা
মুরশিদাবাদের শেঠেদের। এক সময় শেঠেরাই এদেশের মধ্যে প্রধান ধনী
।ছিল। এই বংশীয় জগৎশেঠ কথায় কথায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে
পারিতেন।

ইব্র । জগৎশেঠ কে ?

বরুণ। ভারতের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রধান বণিক্ ছিলেন। নবাব সিরাক্ষউদ্দোলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার যে ষড়বন্ত্র হয়, মহাত্মা জগৎশেঠই ভাহার প্রধান উদেয়াগী। এই ষড়বন্ত্রের গুলে স্থবিভূত ভারত সাফ্রাজ্য ইংরাজ-হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। পরিশেষে ইংরাজ-বন্ধু জগৎশেঠকে নবাব মিক্তাশিম মুক্তেরের গঙ্গায় জলমগ্য করিয়া হত্যা করেন। অফ্লাপি ভাঁহার বংশাবলীরা এই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। বিষয়-বিভব আর তাদুশ নাই।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী নদীপুরের রাজবাটীর নিকট দিল্পা নবাবের চকের মধ্যে প্রবেশ করিল। স্থানটীর সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইন্না পিতামহ কহিলেন "বরুণ। এ নগর নির্মাণ করে কে ?"

বঙ্গণ। অনেকে বলে—আকবর বাদদা এই নগর নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু আইনি-আকবরি নামক মুদলমান গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই; ফলতঃ ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে মুরশিদকুলি থাঁ নামক একজন নবাব এই নগর নির্মাণ করিয়া আপনার নামান্সারে ইহার নাম মুরশিদাবাদ রাথেন।

এই সময়ে তাঁহাদের গাড়া নবাবের নৃতন বাড়ীর নিকট গিয়া থামিল। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া সবিস্ময়ে উপর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চাউনি দেখিয়া যেন প্রাসাদোপরিস্থ নীল, লাল, কাল বর্ণের পতাকা স্বল বায়্ভরে চটাচট্ট চটাচট্ট শক্ষ করিতেঁ আরম্ভ করিল।

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই বাড়ীটী দার্ঘে ৪২৫ ফিট, প্রাস্থে ২০০
শত ফিট এবং উচ্চে প্রায় ৪০ ফিট হইবে। ইহা নির্মাণ করিতে বিশলক
টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বাঙীর প্রত্যেক গৃহ নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা
স্থ্যজ্ঞিত করা আছে। মধ্যস্থলে ঐ যে একটী গদ্বজের আকৃতি দেখিতেছেন, ঐ স্থানে ১৫০ ডালের একটা অতি উৎকৃষ্ট ঝাড় ঝুলান আছে।
ঝাড়টী মহারাণী ভারতেশ্বরী নবাবকে উপঢোকন দিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতে
হাতীর দাঁতের কারুকার্য্য করা একখানি নবাবের সিংহাসন আছে।

ইক্স। নবাবের অব্দর মহল কি এই বাড়ীর মধ্যে ?

বক্ষণ। না, ঐ যে দূরে জেলখানার ক্সায় বছদূর বিস্তৃত প্রাচীর দেখিতেছ, ঐ নবাবের অন্দর মহল। অন্দর মহলের প্রথম প্রবেশবারে যমদূতাক্কৃতি খোজারা পাহারা দেয়। তৎপরে ভিতর দ্বারে ভৈরবী-আক্কৃতি দ্বীলোকেরা পাহারা দিয়া থাকে। অন্দরে হাকিম, কবিরাজ – কাহারও যাইবার আজ্ঞা নাই।

এই সময় নবাববাড়ীর সন্নিকটে নহবৎ বাজিতে লাগিল। নারায়ণ কহিলেন "বক্ষণ। এ নহবৎ কোথায় বাজ্জ্ছে ?"

বৰুণ। এমাম বাড়ীতে। ঐ স্থানে প্রতাহ সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে এবং ছই প্রহরের সময় নহবৎ বাজিয়া থাকে।

এই সময় "গুৰুৎ" শব্দে একটা তোপ হইল। হঠাৎ তোপধ্বনি হইবা-মাত্র দেবগণ চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বুক হপ্ হপ্ করিতে লাগিল। ক্রমে গুৰুৎ গুৰুৎ শব্দে কতকগুলো তোপ হইয়া গেল।

নারা। বরুণ। এরপ কামানের শব্দ ক'র্ছে কেন ?

বরুণ। বোধ করি, নবাব মঙ্কংস্বলে গিয়াছিলেন—প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তাই তাঁর সম্মানার্থ তোপ হইতেছে।

ইন্দ্র। মফ:স্বল ইইতে প্রত্যাগমন করিলে তোপ হয় १

বরণ। হাঁা, নবাব মফঃস্বলে যাইলে, কি প্রত্যাগমন করিলে, কি তাঁহার সন্তান জন্মিলে, কিংবা কোন পর্বাদিন উপস্থিত হইলে তোপধানি হইয়া থাকে। তাজিয় প্রতাহ রাত্রি দশটা এবং চারিটার সময় তোপদাগাহয়।

ইক্র। দেখ বরুণ, রাজা কোন স্থানে বাইলে কিংবা প্রত্যাগমন করিলে অথবা তাঁহার সস্তান জন্মিলে তোপের দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করানর উপায়টী মন্দ নহে। আমি ইচ্ছা করিতেছি স্বর্গে গিয়াই কামান পাতিব। কারণ কোনও রাজা বিদেশ হইতে দেশে আদিলে প্রজারা ও।৭ দিন পর্যাস্ত জাস্তে পারে না। কিন্তু ২।৪ বার কামানের শব্দ ক'র্লে সকলেই জাস্তে পারে বে, রাজা দেশে এলেন। বরুণ । নবাববাড়ীর কামানগুলোর আরুতি আমাকে দেখাতে পার ।

"চল" বলিয়া ভাঁলাদিগকে নবাবের বাড়ীর সম্মুখে লইয়া যাইয়া

দেখাইতে লাগিলেন। দেবরাজ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন "কামানটা প্রায় দশ হাত হইবে "

উপ। রাজা কাকা, কামানদাগা অপেক্ষা বজ্ঞাঘাত ক'র্লে ত চ'ল্তে পারবে।

এথান হইতে সকলে একস্থানে যাইরা উপস্থিত হইলে ইক্র কহিলেন "বরুণ। দেখা যাচ্চে—ওটা কি ?"

বরুণ। নবাবের এমাম বাড়ী। হুগলীতে একটী এমাম বাড়ী আছে, তদপেক্ষা এ এমাম বাড়ীটা বৃহৎ। এখানে মুসলমানেরা উপাসনাদি করিয়া থাকে। এমাম বাড়ীর ওদিকে ২।৩টি পিতলের কামান আছে। মুসলমান-দিগের কোন পর্ব্বোপলক্ষে এ বাড়ীতে এমন ভিড় হয় যে বায়ু প্রবেশের পথ থাকে না। মহরমের সময় এঠ স্থানে অতিরিক্ত জাঁক জমক হইয়া থাকে।

ইক্স। ওদিকে দেখা যাচ্চে—ও বাড়ীট কি ?

বরুণ। নিজামত স্থুল এবং নিজামত কলেজ। নিজামত স্থুলে বিনাবেতনে বিজ্ঞানিকা দেওয়া হইয়া থাকে। নিজামত কলেজে শুদ্ধ নবাব-পুজেরা বিজ্ঞান্ডাস করেন।

নারা। নবাব পুত্রগণের জন্ম একটা কলেজের ব্যন্ন বহন করেন ?

বঞ্চ। নবাবের পুত্রগণ যে তোমার বছবংশ। সেই বংশাবলির পাঠ করিবার স্থান কলেজে সংকুলান হয় না। তোমার ১০৮ মহিবী আছেন— ইহাঁর যে কত ১০৮ আছেন গণিয়া সংখ্যা করা যায় না!

ব্রহ্মা। নবাবের বৃহৎ সংসার কি উপায়ে চলে ?

বরুণ। ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে কয়েক লক্ষ টাকা পেন্সন পান।

ব্ৰহ্মা । পেন্সন কি ৮

বরুণ। ইংরাজরাজ কোন উচ্চ বংশের বংশাবলির অবস্থা মন্দ হইলে অমুগ্রহম্বর্কা কিছু কিছু টাকা দেন, তাহাকেই পেন্সন কহে।



ইহার পর দেবতারা গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখেন—জলে অনেকগুলি ছিপ ভাউলে, পান্সি ইত্যাদি নবাবের নৌকা সকল ভাসিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! পরপারে দেখা যাচ্ছে—ওসব কি ?

"ঐ স্থানে কয়েকটি কবর ও কুসারবাগ নামক একটি বাগান আছে।" বলিয়া বরুণ তাঁহাদিগকে থেয়ায় পার করিয়া কুসারবাগ দেখাইতে চলিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন "পিতামহ। নবাব আলিবদ্দী খার কবর দেখুন।"

ব্ৰহ্মা। এ নবাব কেমন ছিলেন ?

বরুণ। ইনি অসাধারণ বীর, কার্য্যকুশল ও বিচক্ষণ ছিলেন।
আবশুক্ষত সময়ে স্ময়ে কপ্টতাচরণ করিতেও সন্ধুচিত ইইতেন না।
ইহাঁর পুত্র-সন্তান ছিল না, তিনটী মাত্র কন্তা ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ জামাতা
কৈনদীনের পুত্র সিরাজইদ্দৌলাকে দত্তক পুত্র-রূপে গ্রহণ করেন।

নারদ। বরুণ ় নবাব আলিবর্দী থাঁর কবরের সন্নিকটে খেত পাথরে নির্ম্মিত ঐ যে বৃহদাকার কবর দেখা যাচেছ, উহা কাহার ?

বরুণ। ঐ কবরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা চিরনিদ্রায় অভিভূত আছেন। ইন্ত্র। ইনি কেমন নবাব ছিলেন প

বরণ। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠ্রপ্রকৃতি ছিলেন; জগতে যত প্রকার নিষ্ঠ্র কার্য্য আছে, তাহা তিনি করিয়াছেন।*

ইহার পর তাঁহারা কলেজ ও আদালত সকল দেখিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী বাবু অপর একটী বাবুর সহিত গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন, বাবুটী কহিতেছেন, "সংস্কৃত ভাষার মত ভাষা আর দিতীয় নাই। ইহার এক একখানি গ্রন্থে এত মধুর রস ও মধুর ভাব যে, শত শত বার পাঠ করিয়াও তৃপ্তি লাভ হয় না।"

ইহার পর দেবগুণ থাগড়ার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা

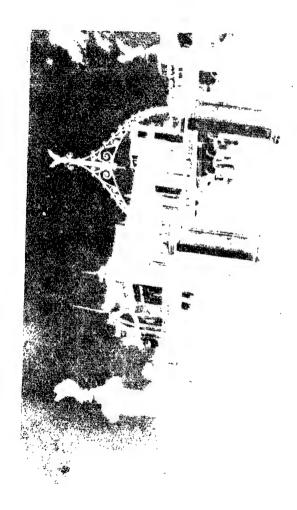
এ সম্বন্ধে এক্ষণে ভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে ।—সম্পাদক।

দেখন — ঘাটে অনেকগুলি মুসলমান ও মুসলমান রমণী স্নান করিতেছেন।
স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেই কেই গঙ্গামৃত্তিকা দিরা চুল পরিষ্কার করিতেছেন,
কেই কেই তুণাদি ঘারা গাত্রাগঙ্কার গুলি মাজিতেছেন। ধনী লোকের
বাড়ীর বাঁকীরা আসিয়া বাঁকে করিয়া পানীয় জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে,
এবং পাচক ব্রাহ্মণের দল দলে দলে আসিয়া গাত্রের কালী খোঁত
করিতেছে। তাঁহারা দেখিতে দেখিতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী
বাড়ীতে বাসা করিলেন। সকলে দেখেন—নগরের অধিকাংশ অট্টালিকার
আর পূর্ব্বের স্থায় শ্রী-সৌন্দর্য্য নাই। কোন বাটীর গাত্রে প্রকাপ্ত প্রকাপ্ত
অশ্বত্থাদি বৃক্ষ স্কল শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া বিরাজ করিতেছে।
তাহাদের শিকডগুলি অট্টালিকার অর্জেক আন্দাজ প্রাচীর দখল করিয়া
ফেলিয়াছে, এবং রীতিমত প্রবেশপথ না পাওয়ায় কোন কোন স্থান
ফাটাইয়া তন্মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সহরস্থ
পুছরিণীগুলির অবস্থা তক্রপ। জল যেমন অপরিক্ষার, তেয়ি তীর সকল
বনজঙ্গলে আরত।

বঙ্গণ। দেখুন পিতামহ, যথন মুরশিদাবাদের অবস্থা ভাল ছিল, তথন এই সমস্ত অট্টালিকা ও পুন্ধরিণীর সৌন্দর্যোর পরিসীমা ছিল না। দক্ষী মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যেমন প্রস্থান করিলেন, অমনি নগরের সৌন্দর্যাও দিন দিন হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইল। বোধ হয় আর কিছু দিন পরে মুরশিদাবাদ বনজন্দলে পরিপূর্ণ হইয়াহিংশ্র জন্তুর আবাসভূমি হইবে।

ুব্রন্ধা। কলিতে নগর বন এবং বন নগর হইবে, ইহা কি জান না ?
বন্ধণ। আজ্ঞে, জানাজানি কি ! জামালপুর ও সাহেবগঞ্জ এ
বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে।

আহারাদি করিয়া দেবতারা খাগড়ার বাজ্ঞারে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন—অসংখ্য দোকানে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রেয় হইতেছে। বঙ্গুল কহিলেন "থাগড়ার বাসন বড় বি্থ্যাত, এখানকার



পাণের ডিপে, জ্বপাবার গ্লাস ও ঘটার যেমন স্থন্দর গঠন, তেমনি উৎকৃষ্ট রোপ্যের স্থায় বর্ণ।

নারা। আমাকে কিছু কিনে দেও।

ব্রহ্মা। না, তোমাকে কিনে দিয়ে কি হবে ? তুমি কি যত্ন ক'রে রাথতে জান ? এখান হ'তে নিম্নে গিয়ে হয় ত নলহাটিতে ফেলে দিয়ে যাবে। তার পর কলিকাতায় গিয়ে তোমার শ্বরণ হবে।

নারা। না, এবার বুকে ক'রে রাখ্বো।

দেবগণ বাসনাদি ধরিদ করিয়া যেমন দোকান হইতে বাহির হইতেছেন, উপ একটা সাহেবকে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়া ছুটয়া গিয়া "গুড্মর্নিং সার্" বলিয়া সেলাম করিল। সাহেবও "গুড্মর্নিং" বলিয়া তাহার সেলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। পিতামহ দেখিয়া অবাক্! মনে করিলেন—উপ বড় কম লোক নয়, উহার সাহেব স্থবোর সহিত ইংরাজীতে কথাবার্তা কহিবার বেশ ক্ষমতা আছে। তিনি দেবরাজকে গা টিপিয়া দেখাইয়া কহিলেন,—"ইক্র! দেখ, উপ কেমন ইংরাজীতে কথা ব'ল্তে পারে; এমন ছেলের চাকরা হ'চেচ না!"

নারা। বরুণ! বাজারে এত মিষ্টালের দোকান দেখা যাইতেছে, এখানকার খান্তব্যের মধ্যে ভাল কি ?

বরুণ। খাগড়ার মুড়কী বড় বিখ্যাত।

দেবগণ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লাস্ত হওয়ায় একটা ময়রার দোকানের নিকট উপবেশন করিলেন। এই সময় দোকানী নিজের ৪।৫ বৎসরের একটা শিশু সস্তানকে দোকান রক্ষার ভার দিয়া বাটার মধ্যে আহার করিতেছিল। একজন জুয়াচোর অবসর ব্ঝিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়া টপ্টপ্করিয়া রসগোল্লা থাইতে আরম্ভ করিল। তথন বালক চীৎকার করিয়া কহিল, "বাবা, থাচে !"

পিতা কহিল "কে ?"

জুয়াচোর কহিল "বল্, বোল্তা।" বালক কহিল "বোল্তা।"

পিতা মনে মনে ভাবিল "বোল্তায় আর কত খাইবে"; অতএব কহিল "থাকু, খাকু।"

এদিকে জুদ্বাচোর রসগোল্লাগুলি খাইয়া প্রস্থান করিলে দোকানী আহারশেষ করিয়া আসিয়া পুত্রকে কহিল, "রসগোল্লাগুলো কি হ'ল রে ?"

পুত্র। বোল্তায় থেয়ে গিয়েছে।

পিতা। বোল্তায় কি এত রসগোলা খেতে পারে 🤊

পুত্ৰ। বোল্তা যে মাহুষ!

দোকানী বৃঝিল—জুয়াচোরে জুয়াচুরী করিয়াছে। দেবগণও জুয়াচোরের উপস্থিত বৃদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

এখান হইতে সকলে বহরমপুরের সৈম্মশালার নিকট উপস্থিত হইলে বঙ্গণ কহিলেন, "নারায়ণ। চেম্নে দেখ—সেপাইগণ মিলিটারি ড্রেসে স্থামজ্জিত হইয়া প্যারেড্ শিক্ষা করিতেছে।"

নারা। বরুণ! বাঙ্গালীদিগের মিলিটারি ডেুদ্ আছে ? বরুণ। আছে।

নারা। সে ড্রেস তাহারা কখন পরিধান করে ? আর ড্রেসই বা কিরূপ ?
বরুণ। বাজার হইতে বেলা ছই প্রহরের সময় ঘর্মাক্ত কলেবরে
প্রত্যাগমন করিয়া মাথায় গামছা বাঁধা, সমুখে তেলের বাটা, হাতে ছঁকা
কল্পে লইয়া যখন কোন কারণ বশতঃ গৃহিণী কি বালক বালিকাগণ অথবা
ক্রমাণের উপর গালি বর্ষণ করিতে থাকেন, সেই প্রক্রুত যুদ্ধের সময়, এবং
সেই সাজই প্রক্রুতই মিলিটারি সাজ্ব।

ব্রহ্মা। বরুণ! সংস্কৃত ভাষার প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, ও বাব্টী কে ? উহাঁর মূখে সংস্কৃত ভাষার প্রশংসা শুনিয়া আমার কিছু বিশ্বয় জ্মিরাছে।

বর্মণ। ইহাঁর নাম রামদাস সেন। ইনি বহরমপুরের একজন জমিদার; ইনি সর্বাক্ষণ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিতেই ভালবাসেন। ঐ বিষয়েই অমুরক্ত আছেন, তজ্জ্জ্জাই ইহাঁর মুখে সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রশংসা শুনিলেন। বন্ধা। এই মহাপুরুষের বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি দেওয়ান ক্লফ্রকাস্ত সেন মহাশয়ের পৌত এবং লালমোহন দেন মহাশদ্বের পুত্র। ১৭৬৭ শকে বহরমপুরে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি এই স্থানের কলেজেই বিভাভাস করিয়াছিলেন। বালাকাল হইতেই ইনি সংবাদপত্তে পদ্ম ও গদ্ম প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধ পরে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। "বঙ্গদর্শন" নামক একথানি মাসিক পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইলে ইনি সেই পত্রে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মঘটিত প্রবন্ধাদি লিথিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে "ঐতিহাসিক রহশু" নাম দিয়া ঐ সমস্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁর "ঐতিহাসিক" গ্রন্থ ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি ভারতবর্ষের বছ প্রাচীন বুত্তাস্ত অনেক হুম্মাপ্য সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ এবং তাম্রশাসনাদি হুইতে অনেক কষ্টে দংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি বহুরমপুরের অনারেরি ম্যাঞ্জিষ্টেট এবং মিউনিসিপাল, রোডসেস, বিষ্ঠালয় প্রভৃতির কমিটীর এবং চিকিৎসালয়ের সভা। এতদ্বাতীত কলিকাতা ও লণ্ডন প্রভৃতি স্থানের অনেক সভার সভাপদে নিযুক্ত আছেন। ইনি ভট্ট মোক্ষমূলার, বুলার প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পঞ্চিতদিগের নিকট পত্র লিখিয়া প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে মতামত আনিয়া থাকেন।

এখান হইতে কিছুদূরে যাইলে একথানি চাকার উপর আরোহণ করিশ্বা অতি ক্রতবেগে এক ব্যক্তি দেবগণের কাণের কাছে ভেঁ৷ শব্দ করিশ্বা চলিশ্বা যাইলে তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন—এই

^{*} বাঙ্গালা ১২৯৬ সালে ইহাঁর মৃত্যু হইরাছে।

কলই বর্কাপেকা উৎকৃষ্ট। দানা চাই না, ঘাস চাই না, ক্যোচ্ম্যান চাই না, অথচ পুঠে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

বন্ধা। আচম্কা যাচিচ, এমন সময় চাকাখানা আমার কাণের কাছ দিয়া "ভোঁ" শব্দে ছুটে যাওয়াতে বৃক্টা ছপ্ছপ্ক'র্চে। কত রকম কলই ক'রেছে, যাঁ।

তাঁহারা নগরের শোভা দর্শন করিতে করিতে এক স্থানে একটা প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সমূথে উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্ম। বহুণ ! এ বাড়ীট কি কোন নবাব ওমরাহের ?

বরুণ। আজ্ঞে, এস্থানের নাম কাসিমবাজার। মহারাণী স্বর্ণমন্থী নামে এক বিধবা রমণী এই বাড়ীর অধীশরী *। স্বর্ণমন্থী সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারসী, আরবী কোন ভাষায় স্থশিক্ষিত নহেন। কিন্তু তিনি এমন বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, ছঃখী ব্যক্তির ছঃখ দেখিলে কাঁদিয়া ফেলেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ক্ষুধা দেখিলে অস্থির হন। বস্ত্রহীনকে বস্তু প্রদান—ইহার স্থভাবসিদ্ধ ধর্ম। ইহার ক্বপা সকলের উপরেই সমান। ইনি ছঃখী বালককে পাঠের খরচ প্রদান করেন। গ্রন্থকারকে অর্থ গাহায্য করিয়া গ্রন্থ প্রচারে উৎসাহ দেন। নিরাশ্রন্ন রোগী ব্যক্তিকে আশ্রন্ন দিয়া চিকিৎসা করান। ইনি নিজ্বচক্ষে সাধারণ লোককে নিজের পরিবারের ক্সান্ন দেখেন। কোন দিন মহারাণীর কোন না কোন সৎকার্য্য না দেখিয়া স্বর্যাদেব অন্তর্গামী হন না। ইনি রমণীরক্ষ। বঙ্গদেশ ইহাঁকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্ত এবং বাঙ্গালীরাও ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্ত হইয়াছেন। রাণী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও স্থ্যী নহেন। বিধাতা আজীবন ইহাঁকে বোধ হয় রোদন করিবার জন্তুই স্পষ্টি করিয়াছেন। শোক তাপ অসহ্য হওয়াতে পরিশেষে

अक्टल देश प्रशासका मनीखाउल ननीत ।—प्रम्लापक ।

রাজ্ঞী ঈশ্বরের উপাসনা ও সংকার্য্যে দান ধ্যানে অমুরক্ত থাকিয়া কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন।

দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া দেই স্থানে বসিলেন। পিতামহ একবার বাড়ীখানির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "বরুণ মহারাণীর জীবনর্ত্তাস্ত আমাকে সংক্ষেপে বল।"

वक्रम। महातानी अर्वमन्नी वाकाला ১२७৪ माल वर्षमान (क्रमान অন্তর্গত ভাটাকুল নামক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৪৫ সালের বৈশাথ মাদে রাজা কৃষ্ণনাথের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইংরাজী ১৮৪৪ সালের অক্টোবর মাসে রাজা নিজ হত্তে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করেন। মুত্রাকালে তিনি সমস্ত বিষয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে উইল করিয়া যান, এজন্ত রাণীকে স্থপ্রিমকোর্টে ঐ কোম্পানীর নামে অভিযোগ করিতে হইয়াছিল। বিচারে স্থিরীকৃত হয়, রাজা যে সময় উইল করেন, তথন তাঁহার মতের স্থিরতা ছিল, না ; অতএব উইল নামঞ্জর। এই জয়লাভ করিয়া রাণী অতুল ঐশর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। ইহাঁর লক্ষ্মী ও সরস্বতীনামে ছই কন্তা ভিন্ন আর পুত্রসম্ভান জন্মে নাই। রাজাও মুত্রাকালে পোষ্যপুত্র লইবার কোন উইল করিয়া যান নাই। রাণীর ছই কন্তা লক্ষ্মী ও সরস্বতী মাতাকে কাঁদাইয়া পলাইয়াছেন। কিন্তু সুশীলা রাণী সমস্ত শোক পরিত্যাগ করিয়া দান ধাানে রত হইয়াছেন। কিন্ত অর্থ সাধারণের উপকারার্থ বায় করিতেছেন। বঙ্গদেশে কেইট ইহাঁর মত দানশীল নাই। রাণী ১৮৪৭ অব্দে যখন বিষয় প্রাপ্ত হন, তখন অনেক টাকা ঋণ ছিল: কিন্তু স্থদক্ষ দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে অচিরাৎ সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া বিষয় বৃদ্ধি হইয়াছে। রাণীর নিকট জাতি কিংবা বর্ণভেদ नाहे। हेनि मकनारक हे ममान हत्क एमरथन। हेराँ ज मान मर्गरन मुद्ध है ছইয়া গবর্ণমেন্ট ১৮৭১ অব্দের আগষ্ট মাসে মহারাণী উপাধি প্রদান করেন। ঐ বংসর এই রাজবাটীতে একটা দরবার করিয়া ইহাঁকে একখানি সনন্দ দেওয়া হয়। দরবারস্থলে রাজসাহীর কমিশনর ই, ভব্লু, মনোনি সাহেব উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণমেন্ট রাণীকে মহারাণী উপাধি দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, স্করাং ১৮৭৮ অব্দের জায়ুয়ারি মাসে ইহাঁকে "ইমপিরিয়েল অর্ডার অব্ দি ক্রাউন" উপাধি প্রদান করেন। ঐ সনের ১৪ই আগষ্ট এই রাজবাটীতে আর একটা দরবার হয়। তাহাতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর এফ, বি, পিকক সাহেব ছোট লাটের প্রতিনিধি হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং রাণীর কতকগুলি দানের উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম। বরুণ! রাণীর দানের কথা শুনিয়া আমার মনে বড় আনন্দ উপস্থিত হইতেছে। তুমি রাণীর কতকশুলি সৎকার্যো দানের উল্লেখ কর।

বরুণ। পিকক সাহেব যে সমস্ত দানের উল্লেখ করেন, আমার তাহা আনেকটা শারণ আছে। আমি আপনার নিকট তৎসমুদারের পুনরুল্লেখ করিতেছি প্রবণ করুন। এই রাণী ১৮৭১।৭২ সালে চট্টগ্রামের সেলার হোম নির্দ্মাণার্থ তিন হাজার টাকা, মেদিনীপুর হাইসুলে হাজার টাকা, কলিকাতা চাঁদনী হাসপাতালে হাজার টাকা, যশোহরের তৈরব নদের সংস্কারার্থ হাজার টাকা এবং মুরশিদাবাদের দীনছংখীদিগের সাহায্যার্থ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭২। ৭৩ সালে বেথুন স্ত্রী-বিভালয়ে ১৫ শত টাকা, বগুড়া ইনষ্টিটিউসনে পাঁচ শত টাকা, নেটীভ হাঁসপাতালে আট হাজার টাকা, ম্যালেরিয়ারোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ১৫ শত টাকা এবং বহরমগঞ্জের রাস্তা নির্ম্মাণার্থ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৪। ৭৫ সালে এক লক্ষ্মণ হাজার টাকা মুরশিদাবাদ, দানাপুর, পাবনা, ২৪ পরগণা, নদীয়া এবং বর্দ্ধমানের অরুকষ্টগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের জন্ত দান করিয়াছিলেন। তন্তির বহরমপুর কালেজে হাজার টাকা, রাজ্যাহী মাজাসায় পাঁচ হাজার টাকা, কটক কলেজে তুই হাজার টাকা, গারোহিল ডিম্পেন্সরিতে পাঁচ শত টাকা

১৮৭৬। ৭৭ সালে মিস মিলম্যান-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা স্ত্রী-मान करत्रन। বিভালয়ে দশ হাজার টাকা, আলিগড় কালেজে এক হাজার টাকা, বঙ্গপুর হাইস্কুলে চারি হাজার টাকা, কলিকাতা জিওলজিকেল গার্ডেনে ১৪ হাজার টাকা. কলিকাতা হুর্ভিক্ষনিবারণী সভায় আট হাজার টাকা, বাধরগঞ্জে মহা-ঝডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ তিনি হাজার টাকা, দান করেন। ঐ বৎসর ১১ হাজার এক শত একুশ টাকার বস্ত্র থরিদ করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে দান করিয়াছিলেন। তম্ভিন্ন পাঁচ শত টাকা জঙ্গিপুর ডিম্পেন্সরিতে, দশ হাজার টাকা মান্তাজ ফ্যামিন রিলিফ ফণ্ডে, এক হাজার টাকা টেম্প্ল নেটিভ এসাইলমে.পাঁচ শত টাকা হাবড়া ডিম্পেন্সরিতে. তিন হাজার টাকা কলিকাতা ওরিএন্টেল সেমিনারিতে, এক হাজার টাকা নবদীপ ও বাঁকুড়ার অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ, পাঁচ শত টাকা কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটীতে, হাজার টাকা ম্যাকডনেল্ড ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে, এবং প্রায় ছই লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে ব্যয় करत्र । देशांत मूत्रभिषाद्वाप. भावना, पिनाकभूत, मानपर, तक्रभूत, वश्चाफ প্রভৃতি প্রত্যেক জেলায় বিষয় থাকায় এবং কলিকাতায় অনেক ভাড়াটে বাড়ী থাকায় ঐ সমস্ত স্থানের দরিদ্রগণের অবস্থা সহজেই জানিতে পারেন।

ইন্দ্র। বরুণ! তুমি রাণীর স্থদক্ষ দেওয়ানের বিষয় কিছু বল।

বরুণ। ইহাঁর দেওয়ানের নাম রায় রাজীবলোচন রায় বাহাছর।
ইনি জাতিতে কায়ন্ত, ঢাকা জেলার অস্তর্গত তিলিগ্রামে ইহাঁর পৈতৃক
বাস। ইহাঁরা উপাধিতে দত্ত। নবাব সরকারে কর্মা করায় রায় উপাধি
প্রাপ্ত হন। তিলির রায়েরা সম্লাস্ত পরিবার। ইহাঁর পিতার নাম
রামলোচন রায়। রাজীবলোচন বাল্যকালে কলিকাতা মাদ্রাসায় পারশু
ভাষা শিক্ষা করেন। পাঠ সমাপ্তে মুরশিদাবাদের ফৌজদারী আফিনে
একটী কর্মা হয়। ইহার পর মহারাজ ক্রফানাথ রায় ইহাঁকে রংপুরের
মোক্তার নিযুক্ত ক্রেন। ক্রেকে বৎসর মোক্তারি করার পর তুষভাঞারের

ভূমাধিকারী রাম রমণীমোহন রাম চৌধুরীর সম্পত্তির ম্যানেজার হন।
মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর স্থামী রামা রুক্ষনাথ রায়ের মৃত্যু হইলে স্বর্ণমন্ত্রী ইষ্ট
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে মোকদমা করেন, তাহা রাজীবলোচন
চালাইবার ভার পান ও মোকদমায় জয়লাভ করেন। এবং তদবধি রাণীর
দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭১ খ্রী: অব্দে গ্রর্ণমেন্ট ইহাঁর কার্য্যকলাপ
দৃষ্টে সম্ভূত হইয়া রায় বাহাত্র উপাধি প্রদান করেন। ১২৮৮ সালে
৯ আখিন ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর দানশক্তিও বিলক্ষণ ছিল। মৃত্যুকালে
যে উইল করেন, তাহাতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৫০১ টাকার
বৃত্তি স্থাপনের জন্ত ১৫ হাজার টাকা ও বহরমপুত্ত কলেজে নিজ নামে ৫০১
টাকার একটা বৃত্তি স্থাপন জন্ত ১৫ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।
ইনি নিঃসন্তান ছিলেন, ৭২ বৎসর বয়নে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

রাজাবলোচন একজন স্থান্দিত, দয়ালু ও সরলহাদয় ব্যক্তি ছিলেন।
ইহাঁর তুল্য স্থ্রিদিসপার ব্যক্তি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি অতিশয়
বিজ্ঞ ও বিবেচক; ইহাঁর চক্ষু সতত পরের হঃথের দিকে ঘ্রিয়া বেড়াইত
এবং অন্তঃকরণ পরের কষ্টেই যেন রোদন করিত। কেবল পরহুংথের
কথা লইয়া ইহাঁর আন্দোলন ছিল। রাণী অন্দরে থাকেন, দেওয়ান কোন্
স্থানে কোন্ দরিদ্র রোদন করিতেছে, তৎসমাচার রাণীকে আনিয়া দিতেন।
ইহাঁ কর্তৃক রাণীর বিষয়ের স্থবন্দোবস্ত এবং রাণীকে সৎকার্য্যে দান ধাান
করাইতে দেখিয়া গ্রন্মেন্ট সম্ভন্ট হইয়া ১৮৭১ সালে রাণীকে মহারাণী
উপাধি প্রাদান-সময়ে ইহাঁকেও রায় বাহাছর উপাধি প্রাদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ । এই রাজবংশের আদি পুরুষ কে ? এবং তিনি কি উপায়ে এই অভুল ঐশ্ব্য লাভ করিলেন, তদ্বিবরণ বল।

বৰুণ। বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ সাহেবের কুপায় এই অতৃল ঐশ্বয্যের অধিকারী হন। যে সময় নবান সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতার অন্ধকৃপহত্যা নামক ভয়ানক কাণ্ডের অভিনয় হয়, সেই সময়

হেষ্টিংস সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাসিমবাজারস্থ রেসমের কুঠির বেসিডেণ্ট ছিলেন। নবাব ইংরাজজাতির উপর ক্রোধান্ধ হইয়া কলিকাতা গমনের পূর্বের এস্থানের কুঠি লুগ্ঠন করেন এবং হেষ্টিংদ্ প্রভৃতি কয়েক জন ইংরাজকে বন্দী করিয়া রাথেন। হেষ্টিংস্ সাহেব কোন প্রকারে পলাইয়া কৃষ্ণকাস্ত নন্দীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি স্বগৃহে লুকাইয়া রাথিয়া তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন। ইহার পর হেষ্টিংস্ সাহেব যথন বাঙ্গালায় গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসেন, তখন ক্লভজ্ঞতাম্বরূপ ক্লফকান্ত বাবুকে ডাকিয়া নিজের দেওয়ানি পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি তাঁহাকে দেওয়ানি পদ দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, গাজিপুর এবং রক্ষপুর জেলায় অনেক জমীদারিও করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ক্রেমে ক্রমে অতুল ঐশ্বর্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। লোকে প্রথমে তাঁহাকে কৃষ্ণকান্ত নন্দী, পরে বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দী এবং তৎপরে দেওয়ান ক্লফকাস্ত নন্দী বলিয়া ডাকিত। ১১৯৫ সালে ক্লফকাস্ত বাবুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর'পর তৎপুত্র লোকনাথ বাহাছর ১৩ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। এই লোকনাথ বাহাছরকেই হেষ্টিংস্ সাহেব প্রথমে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ১২১১ দালে ইনি একবংসরবয়স্ক পুত্র কুমার হরিনাথকে রাথিয়া লোকান্তর গমন করেন। ১২২৭ সালে কুমার প্রাপ্তবয়ঙ্ক হইলে রাজপ্রতিনিধি আর্ল অফ্ আম্হার্ষ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি সহ সনন্দ প্রদান করেন। কুমার হরিনাথও বিলক্ষণ দাতা ছিলেন। তিনি কলিকাতা হিন্দুকালেজ নিশ্মাণার্থ বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তভিন্ন তাঁহার সময় কাসিমবাজারে সংস্কৃত বিস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হইন্নাছিল। ১২৩৯ সালে ইহাঁর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ রাজ্যের উদ্ভরাধিকারী হইলেন। ১২৪৭ সালে ইনি প্রাপ্তবয়ত্ব হইলে রাজপ্রতিনিধি আরল অফ অক্ল্যাও ইহাঁকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ইনিও রীতিমত স্থশিক্ষিত, দেশহিতৈষী এবং বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহদাতা ছিলেন। ডেভিড হেয়ার

সাহেবের মৃত্যুর পর কলিকাতা মেডিকেল হলে দেশীরদিগের যে একটী মহতী সভা হর, সে সভা ইহাঁরই যত্নে হইয়ছিল। ইনি ঐ সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ জন্ত অনেক টাকা দানও করিয়ছিলেন। কলিকাতার স্থবিখ্যাত রাজা দিগম্বর মিত্র, সি-এস-আই মহোদয়কে ইনি এককালে এক লক্ষ টাকা দান করেন। ঐ এক লক্ষ টাকাই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম সোপান। রাজা ক্রফানাথ ইংরাজী ১৮৪৪ সালের ৩১এ অক্টোবর নিজ হত্তে গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দেবগণ ইহার পর মহারাণীর লক্ষ্মীনারায়ণজী প্রাভৃতি দেবালয় দর্শন করিয়া নগরের রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিলেন। বরুণ কহিলেন "পিতামহ! এ সহরে দোকানদারেরা রজনীতে বাস করিবার জন্ম অপি চিত লোককে স্থান দান করে না। অতএব চলুন আজিমগঞ্জে প্রস্থান করি।" তাঁহার কথায় সকলে সম্মত হইলেন এবং একথানি নৌকা ভাড়া করিয়। আজিমগঞ্জের অভিমুখে চলিলেন। ইক্র কহিলেন 'বরুণ। মুরশিদাবাদের অপরাপর বিষয় বল।"

বঙ্গণ। মুরশিদাবাদ ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত। এই সহর দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল এবং প্রস্থে আড়াই মাইল হইবে। কাদিমবাজার বহরমপুর, মতিঝিল, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থান সকল মুরশিদাবাদের অস্তর্গত। মুরশিদাবাদে অনেক বড় বড় জমীদার ও সওদাগর বাস করেন। এই স্থান কোরার কারবারের জন্ম বিখ্যাত। এই কারবার উপলক্ষে পূর্ব্বে অনেক ধনী ইংরাজ ও ফরাসী এখানে কুঠি করিয়া বাস করিত। বহরমপুরের ১৬ মাইল দূরে জামুয়াকাঁদি নামক একটী স্থান আছে। জামুয়াকাঁদি দেওয়ান গলাগোবিন্দ সিংহের জন্মভূমি। ইনি পাকপাড়ার রাজপরিবারের আদিপুক্ষ। এ স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। দেবমূর্ত্তির প্রত্যহ বেশ সমারোহের সহিত সেবা হয় এবং যত মৃতিথি উপস্থিত হউক কাহাকেও বিমুখ করা হয় না। রাসের সময় বড়



সমারোহ হইয়া পাকে। নৃত্য গীত ইত্যাদির খরচে দশ হাজার টাকা वदान আছে। शक्राशाविन मिश्र वर्ड रिष्टैश्म मार्ट्सवद प्रश्रान हिल्ल । এজন্ত তাঁহাকে দেওয়ান 'গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বলে। ইনি মাতৃশ্রাদ্ধে বড় সমারোহ করিয়াছিলেন: পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা ঘতের দারা পূর্ণ করিয়া উৎসর্গ করা হইয়াছিল এবং বঙ্গদেশের যত জমীদারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া টাটকা জগন্নাথের প্রসাদ থাইতে দেওয়া হইরাছিল। ঐ প্রসাদ তিনি কাঁথি হইতে পুরী পর্যান্ত অশ্বের ডাক বসাইয়া আনাইয়া-ছিলেন। জিয়াগঞ্জে মন্তরাম বাবাজী নামক এক উদাসীন সাধুর মঠে অনেকগুলি হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ মন্তরাম, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে—এক সময় সিরাজউদোলা কোন হিন্দু রমণীর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিলে, দতী দতীত্নাশের ভয়ে মন্তরামের কুটীরে ঘাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিরাজ সন্ধান পাইয়া যথন তাঁহাকে ধরিতে লোক পাঠান. তাহারা সাধুর কুটীরদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার উদেযাগ করিলে. কুটীরস্থ অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া এমনি বেগে ঐ লোকদিগের মুথে আদিয়া লাগিতে লাগিল যে, তাহারা পলাইয়া আদিতে বাধা হইল। নবাব এই অসম্ভব কথায় অবিশ্বাস করিয়া স্বয়ং রমণী লাভের প্রত্যাশায় কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সাধুর নিষেধ না ভনিয়া সতীর সতীত্ব নাশ করিবার অভিপ্রায়ে ধরিতে যাইলেন: কিন্তু সাধর প্রভাবে রমণী অদুখ্যা হইলেন! সাধুর এবংবিধ অসাধারণ ক্ষমতা দেথিয়া, নবাব অত্যস্ত বি**স্ময়াভিভূত হইলেন। তদ**বধি <mark>তাঁ</mark>হার পাঁচ টাকা করিয়া মাদিক বু**দ্ধি** ও অনেক জমা জমী করিয়া দিয়াছেন। মস্তরামের পর ক্রমান্তরে চারি জন চেলা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে শ্রবণ দাস বাবাজী বিরাজ করিতেছেন। ইনিও সাধু: বটে ; কিন্তু ছঃখের বিষয় শুরুর শুণের একাংশও প্রাপ্ত হয়েন নাই।

দেবগণ সে রাত্রি আজিমগঞ্জে অতিবাহিত করিয়া প্রাতের ট্রেণে

নলহাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং বর্দ্ধমানের টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ ছপাছপ শব্দে ছুটিতে ছুটিতে রামপুরহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্র। বরুণ। এ প্রেশনটীর নাম কি ?

বঙ্গণ। এ স্থানের নাম রামপুরহাট। রামপুরহাট একটা চেঞ্জিং ষ্টেশন অর্থাৎ এই ষ্টেশনে গাড়ীর কল ও কলচালকের পরিবর্ত্তন হয়। স্থানটী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মন্দ নহে। এখানে গ্রব্ধমেন্টের ২০১টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফিস, আদালত, একটা মধ্যশ্রেণীর বিভালয় আছে এবং বাঙ্গাণী বাবুদিগের বত্নে একটা হরি সভা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

আবার ট্রেণ ছাাড়ল এবং ট্রেণ একটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া সিছিয়া ষ্টেশনে আদিয়া উপস্থিত হইলে দেবগণ দেখিলেন—অনেকপ্তলি বাত্রী উঠিল এবং কতকপ্তলি নামিল। যাহারা নামিল, তন্মধ্যে একজন কহিল "এ রামকাস্তে, বেগটা এপ্তয়ে দেও।"

নারা। বঙ্গণ । এ সব যাত্রী কোথাকার এবং এ স্থানের নাম কি १ বঙ্গণ। এ সব যাত্রী রাঢ়দেশের। এ স্থানের নাম সিস্থিয়া। সিস্থিয়া ময়ুরাক্ষী নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এই ষ্টেশনে নাময়া গাড়ী কিংবা পান্ধাযোগে বীরভূম নামক স্থানে যাওয়া যায়। বীরভূম এখান হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। বীরভূম পূর্ব্বে একটী জেলা ছিল। ঐ স্থানের সদর ষ্টেশনের নাম সিউড়ি। ছোট লাট ক্যাম্বেল সাহেব কর্ত্বক এই জেলাটি থণ্ডে থণ্ডে বিভক্ত হইয়া কতক বহরমপুর ও কতক ভাগলপুর জেলার সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে সিউড়ি একটী ক্ষুদ্র আকারের "বি" শ্রেণীর ডিক্টিট্টি যাত্র। পূর্ব্বে সিউড়ি বড় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। এক্ষণে ম্যালেরিয়া জরের প্রাহ্রভাব হওয়াতে ছয় সাতটি ডিস্পেন্সারি উদ্ভমরূপ চলিভেছে। ঐ স্থানে এক্ষণে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, বঙ্গ ও ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে।

ইন্দ্র। এ দেশে জমিদার কেউ আছে ?

বঙ্গণ। বীরভূমে একঘর রাজা আছেন।

हेका। छाँशत विषय वन।

বঙ্গণ। বীরভূমের রাজপরিবারেরা মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে বিখ্যাত। ঐ রাজবংশের নিত্যানল প্রথম, সম্রাট্ সা আলম কর্তৃক মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা নিত্যানলের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বনোয়ারিলাল রাজা হন। ইনি ব্রিটিশ গ্বর্ণমেন্টের অত্যপ্ত অমুগত ও বন্ধু ছিলেন। উক্ত গ্বর্ণমেন্ট ইহাঁকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। বনোয়ারিলালের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ল্রাতা জগদিক্র বনোয়ারি গোবিন্দ রাজা হন। তিনি ১৮৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর গ্বর্ণমেন্ট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি স্থাশিক্ষিত, ধার্মিক ও প্রজাহিত্যী ছিলেন।

ট্রেণ আবার ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে ভোলপুর ষ্টেশনে আদিয়া উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন "বরুণ। এ স্থানের নাম কি ?"

বরুণ। এ স্থানের নাম ভোলপুর। ভোলপুর ষ্টেশনের ছই মাইল দূরে স্থপুর নামক একটা স্থান আছে। হিন্দু রাজাদিগের সময় স্থপুর একটা বিখ্যাত নগর ছিল। ঐ নগর রাজা স্থরথ কর্ত্তক সংস্থাপিত হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি অম্ভাপি বর্ত্তমান আছেন। ঐ কালীর নিকট রাজা প্রতাহ লক্ষ বলি প্রদান করিতেন। দেবীর মন্দিরটা এক্ষণে ধ্বংসাবশেষ। এক্ষণে তিনি প্রতাহ লক্ষ বলির পরিবর্ত্তে এক এক বলি প্রাপ্ত হন কি না সন্দেহ। মন্দিরের সন্নিকটে স্থপুরের বাজার। স্থপুরে বাসা-বাটা ও চাউল বড় সন্তা।

পুনরায় ট্রেণ ছাড়িল এবং ট্রেণ ছইটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া কার্মুজং-সনে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! এ স্থানের নাম কান্থুজংশন। এই স্থান হইতেই কর্ড ও লুপ লাইন নামক রেলওয়ের ছইটা শাথা ছই দিকে পৃথক হইয়া গিয়াছে। ঐ কর্ড লাইনের ধারে বৈখনাথ তীর্থ।"

ব্রহ্মা। কতগুলো ষ্টেশন পরে বৈছ্যনাথ তীর্থ ?

বরুণ। তা অনেকগুলো হবে,—২০।২১টার কম নর।

বন্ধা। তুমি বৈচ্চনাথের উৎপত্তির কারণ বল।

বঙ্গণ। রাবণ স্বর্ণপুরী লঙ্কা নির্ম্মাণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "এ নগরের প্রতিহারী কাহাকে নিযুক্ত করিলে নিরাপদে বাদ করিতে পারি।" অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, "দেবগণের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবই সর্বপ্রধান এবং লোকটাও সাদাসিদে। অতএব তাঁহাকে আনিয়া যদি নগর্বারে প্রতিহারী নিযুক্ত করা য়ায়, তাহা হইলে নিরাপদে বাস করিতে পারিব। অতএব অগ্রে যাইয়া তপস্থা দ্বারা সম্ভষ্ট করিয়া এই বিষয়ের জন্ম বর প্রার্থনা করা উচিত।" আবার ভাবিলেন "বর প্রার্থনা করিবারই বা আবশুকতা কি ? স্ববলে কৈলাস পর্বতটা উঠাইয়া আনিয়া লঙ্কার দ্বারে স্থাপন করিয়া দিই।" এইরূপ স্থির করিয়া লঙ্কেশ্বর কৈলাস পর্বতের নিকট যাইয়া ঘন ঘন পর্বত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। ইহাতে পর্বত কাঁপিয়া উঠায় ভূতপ্রেতগণ ভীত হইয়া শিবকে গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শিব কহিলেন "তোমাদের কোন আশভা নাই, রাবণ আমাকে স্ববলে কৈলান সহ উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্ম চেষ্টা করিতেছে: কিন্তু নে অক্কতকার্য্য হইবে।" এ দিকে দশানন অনেক চেষ্টা করিয়া পর্বত উঠা-ইতে না পারায় দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্থা করিতে বসিলেন। শিব রাবণের স্তবে সম্ভষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে রাবণ এই বর প্রার্থনা করেন, "তোমাকে যাইয়া লঙ্কার দার রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে।" মহাদেব তৎশ্রবণে কহিলেন "তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত আছি, কিন্তু আমাকে মন্তকে করিক্সা লইয়া যাইতে হইবে এবং পথিমধ্যে কোন স্থানে নামাইতে পারিবে না : যদি নামাও, আর উঠিব না।" রাবণ এ কথায় সন্মত হইয়া শিবকে মন্তকে উঠাইয়া লক্ষাভিমুখে চলিলেন। আমরা স্বর্গে এই সমাচার পাইয়া উদ্বিয় হইলাম এবং রাবণকে প্রতারণা দ্বারা ঠকাইয়া লিবকে ছিনাইয়া লই-বার জন্ত করেকজন দেবতা পরামর্শ করিয়া পূথিবীতে অবতীর্ণ হইলাম। আমরা উপস্থিত হইয়া দেখি—রাবণ শিব ঘাড়ে করিয়া বৈশ্বনাথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তথন আমি সাত পাঁচ ভাবিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়া প্রস্রাবের পীড়া জন্মাইয়া দিলাম। রাবণ প্রস্রাবের পীড়ায় কাতর; অথচ শিবকে নামাইলে তিনি আর উঠিবেন না : কি করেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলেন। এই সময় আমাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে ষষ্টিহন্তে ধীরে ধীরে রাবণের নিকট আদিয়া উপস্থিত হইলেন। রাবণ জাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন "ঠাকুর। এই শিবটে যদি একটু ধরেন, তাহা হইলে প্রস্রাব করিয়া লই।" ব্রাহ্মণ কহিলেন "আমি প্রাচীন, ও পাথর কি আমার সাধ্য বহন করিতে পারি ?" কি**ন্ধ** রাবণ বারংবার অমুনয় বিনয় করায় গ্রাহ্মণ কহিলেন "দেও, কিন্তু সম্বরে প্রস্রাব করিয়া লইবে, নচেৎ আমি ফেলিয়া দিব।" রাবণ তথান্ত বলিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় শিব চাপাইয়া দিয়া প্রস্রাবে বসিলেন: কিন্তু তাঁহার প্রস্রাব আর শেষ হয়না। ঐ প্রস্রাবে কর্মনাশা নদীর উৎপত্তি হইল • রাবণ প্রস্রাবই করিতেছেন, প্রস্রাবের তেজে নদীতে স্রোত বহিতে শাগিল, ঢেউ উঠিল তথাপি বিরাম নাই। এই সময়ে ব্রাহ্মণ কহিলেন "তোমার নিব লও, নচেৎ আর পারিনে—মাথা ফেটে যাচ্ছে।" রাবণ কহিলেন "আর একটু বাবা—দোহাই তোর—আমার প্রায় হয়েচে।" ব্রাহ্মণ কহিলেন "দূর কর, হয়েচে—ব'সে পর্যান্ত ব'লচো। আমি আর পারিনে—এই থাকলো তোমার শিব" বলিয়া পলায়ন করিলেন। তথন আমিও রাবণের দেহ হইতে বহির্গত হইলাম. তাঁহার প্রস্রাব করা শেষ হইলে শিবকে উঠাইতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু শিব আর উঠিলেন না। তথন

 [ং] বৈজ্ঞনাথ কর্মনাশা নামক নগার তায়ে অবস্থিত। রাবণের প্রস্রাবে এই নদায়
উৎপত্তি হওয়ায় ইহার জলে দেবপুলা প্রভৃতি কোন কার্য্য হয় না, তক্কভাই ইহার নাম
কর্মনাশা হইয়াছে।

ুরাগান্থিত হইয়া শিবের মস্তকে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া প্রস্থান করিলেন। *

ব্ৰহ্মা। আহা। বৈগুনাথ কি মহাতীর্থ !

নারা। আমরি । ভোলা দা আমার ঐ তীর্থে চড় খাইয়াছিলেন।

বন্ধা। তুমি থাম। বরুণ! বৈল্পনাথে আর কি আছে ?

বরুণ। দক্ষযজ্ঞে ভগবতী প্রাণত্যাগ করিলে বিষ্কৃচক্রে তাঁহার মৃত শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া যথন স্থানে স্থানে পতিত হয়, তথন ঐ বৈল্পনাথে দেবীর হাদম পতিত হওয়ায় তিনি জয়হুর্গা মূর্জিতে বিরাজ করিতেছেন।

ব্রহ্মা। আহা ! নিকটে হইলে দেখে আদা যাইত। বরুণ ! ইংরাজেরা কি সর্বব্রেই রেল বদিরেছে १ এ রেলওয়ের স্পষ্ট এ দেশে কোন সময়ে হয় १

এই সময়ে "পৌ" শব্দে বংশীধ্বনি করিয়া টেণ হুপান্তপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। বরুণ পিতামহের কাণের কাছে মুথ লইয়া গিয়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বেলিতে লাগিলেন, ৮৫০ অবদ এ দেশে রেলওয়ে কার্যারস্ক হয়। সবপ্রথমে হাবড়া ও বোস্বাই নামক স্থান হইতে হুইটা কুদ্র কুদ্র পথ প্রস্তুত হইতে থাকে। এ দেশের লোকে প্রথমে বিবেচনা করিয়াছিল, সাহেবেরা ক্ষেপিয়াছে— নচেৎ ডাঙ্গায় কথন বিনা ঘোড়ায় গাড়ী চলে! তৎপরে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডেলহাউসি ভারতবর্ষে থাকিতে থাকিতে হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্যান্ত গাড়ী চলে। যে দিন প্রথমে চলে—অনেকে সাহস করিয়া উঠেনাই। তৎপরদিন আরোহীর সংখ্যা দেখে কে
 এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রায় ছয় হাজার মাইল
 পরিমাণ ভূমিতে গাড়ী চলিতেছে। ইহাতে প্রায় ৯৮ কোটী টাকা ব্যয় হয়। রেলগুয়ের আয়ও বিস্তর। দল্লাত গবর্ণমেন্ট আর কোন কোম্পানীর হস্তে রেলগুয়ের ভার না দিয়া নিজ্বের হস্তে রাথিয়াছেন

^{*} বৈজ্ঞনাধের মন্তকে অক্তাপি নাগ আছে। পাণ্ডারা বলে—রাবণের চপেটাঘাতের পাঁচ অকুনির দাগ।

t ১৯০৮ शृष्टीत्म अहे मरशा ७०,०१৮ महिन इहेन्नोह्छ।—मण्लीमक।

এবং সরকারী টাকা হইতে অনেক নৃতন নৃতন রাস্তাও নিশ্বাণ করাইতেছেন।

উপ প্রায় সমস্ত পথ গাড়ীর ছারের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। এই সময় চীৎকার করিয়া কহিল "ঠাকুর কাকা! বিস্তর্জ শিবমন্দির।" বক্ষণ কহিলেন "তবে বর্দ্ধমানে গাড়ী আসিল।" এই কথা শ্রবণে দেবগণ ছারের নিকট যাইয়া দেখেন দ্বে অনেকগুলি ঝাউগাছ ও তাহাদের ভিতর দিয়া ২০১টী অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। এই সময় গাড়ী "সোঁৎ" "সোঁৎ" "ঝান" "ঝান" "বান" শক্ষ করিয়া ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দেবগণ চাহিয়া দেখেন—আর একথানি গাড়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে।
তাহার কলথানা "দোঁ। দোঁ।" শব্দ করিতেছে। কলের নিকটে এক ঝেতাঙ্গ
পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পাশে কালী ঝুলা মাথা একজন হিন্দুস্থানী,
তাহার মাথায় টুপী—গাত্রে সবৃত্ব রঙ্গের একটা কোট ও পাজামা—মুদ্যরের
আবাতে কয়লা ভাঙ্গিতেছে। আর একব্যক্তি—ঠিক তজ্রপ—কলথানার
পাশে গিয়া ছেঁড়া চট দিয়া গাত্র মুছাইয়া দিতেছে। তাঁহারা আরো দেথিলেন, ষ্টেশনটা বড় স্থলর—উভয়দিকে অট্টালিকাশ্রেনী, প্লাটফরমে অসংখ্য
ইংরাজ ও বাঙ্গালী ব্যাগ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দ্দিকে "চাই ক্ষীর"
"চাই পাণ" শব্দ হইতেছে। মুসলমান ও হিন্দু ভৃত্যেরা জলের কুঁজো হস্তে
ছুটাছুটি আরস্ত করিয়াছে। প্রত্যেক কামরায় "জল জল" শব্দে চীৎকার
হইতেছে। আরোহীদিগের মধ্যে অনেকে ছুটিয়া গিয়া শালপাতের ঠোজায়
সীতাভোগ, লালমোহন প্রভৃতি থাতাদ্ব্য থরিদ করিয়া আনিতেছে। দেথিতে
দেখিতে এক গৌরাঙ্গ পুরুষ গাত্রের বোটকা গন্ধ বাহির করিয়া আসিয়া
কটাদ্ শব্দে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া "টিকেট টিকেট" শব্দ করিতে লাগিল।
দেবগণ টিকিট দিয়া অপর যাত্রিগণের সহিত ষ্টেশনের বাহির হইলেন।

বৰ্দ্ধমান

ব্যাগ হস্তে গল্প করিতে করিতে দেবগণ নগরাভিমুখে চলিলেন। ইই।দের সহিত একটি বাঙ্গালী বানুক ছিলেন। বাবু কহিলেন "মহাশরেয়া
বর্জমান দেখিতে যাইতেছেন ? স্থানটী দেখিবার মত বটে। এখানে বর্জমানের রাজার বিস্তর কীর্ত্তি আছে। তাঁহারই দেবালয়, অট্টালিকা, বাগান
ও সরোবরাদিতে নগরটী পরিপূর্ণ। ঐ যা! মহাশয়, আমি ভূল ক'রে কার
একটা ব্যাগ এনে ফেলেছি! কি হবে ? আমার ব্যাগে যে প্রায় ৪।৫ শত
টাকার গহনাদি আছে। এতক্ষণ কি গাড়ী ষ্টেশন হইতে চলিয়া গিয়াছে ?"

বরুণ। গাড়ী এতক্ষণ পাণ্ডুয়ায়।

"কি হবে মহাশন্ন ? যেতে হ'ল—যদি টেলিগ্রাফ ট্রাফ ক'রে পাওরা যার।" বলিরা বাবুটী ক্রতপদে ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটল।

ব্রহ্মা। লোকটা দেখ্চি নারায়ণের দাদা ! য়ঁটা ! নিজের ব্যাগটা ফেলে আর একটা কার ভূরো ব্যাগ নিয়ে এল ! যপন তোর ব্যাগে ৪।৫ শত টাকার দামী জিনিস রয়েছে, হাতে রাখ্তে নেই 🕈

ইন্দ্র। লোকটা তবু ভাল যে, শুধু হাতে না এসে যাহা হউক একটা নিয়ে এসেছে। আমাদের ইনি দিয়ে আদেন ব্যতীত কথন কিছু নিয়ে আসেন না।

নারা। তুমি থাম।

বরুণ। পিতামহ ! সম্পুধে দেখুন রাণীদায়ের নামক একটা বৃহদাকার পুষ্করিণী।

এই সময় এক ব্যক্তি থালে করিয়া ওলা বিক্রম্ম করিতে যাইতেছে দেখিরা উপ কহিল, "কর্ত্তা জ্বেঠা! ঐ সাদা সাদা হাঁসের ডিমের মত কি বেচ্তে যাচেচ,—কিনে দেওনা, খাব।" বহুণ তৎশ্রবণে ছই পর্যা দিয়া একটী থরিদ করিয়া দিলেন। কিন্তু উপ অনেক চেষ্টা করিয়াও দস্তক্ষ্ট করিতে পারিল না।

.

५५० थः

শ্ৰীম সামিত্—ব্দ্ৰমান

নারা। কথাগুলো ত খুব পাকা পাকা, কিন্তু ওলায় দাঁত ব্যাবার ক্ষমতা নাই!

উপ। আগে চেষ্টা ক'রে দেখি, তার পর ইট দিয়ে পেঁত্লে থাব। ইক্র। রাণীসায়েরের ঘাট ত বড় কম নয়।

বঙ্গণ। গণনাতে প্রায় ২০।২৫ টে হবে। এই পুক্ষরিণীর চারিদিকে বাগান আছে। ওদিকে দেখ, শ্রামসায়ের নামক আর এক পুক্ষরিণী দেখা যাইতেছে। উহাও প্রায় এইরূপ আকারের এবং চতুর্দ্ধিকে ২০।২৫ টে ঘাট ও বাগান আছে।

ক্রমে দেবগণ শ্রামসায়েরের নিকট আসিয়া দেখেন—অনেকগুলি বাড়ীঘর রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন "এই স্থানে আদালতের উকীল, মোক্তার ও
করাণীরা বাস করে। ওদিকে দেখ, বর্জমানের জেলখানা দেখা ঘাইতেছে।" এই সময় সকলে দেখেন—একটা বাড়ীতে লোকে লোকারপ্য।
বাড়ীটা তখন ঢোল বাজাইয়া নিলামে বিক্রয় হইতেছিল। এক হাজার দশ
টাকা পর্যস্ত দর উঠিয়াছে, তথাপি একজন চাপরাশী হাঁকিতেছে—"এক
হাজার দশ টাকা এক দো"; অমি একজন চুলি "হ্ম হ্ম" শব্দে
ঢোলে বা মারিতেছে।

ব্ৰহ্মা। বৰুণ! এখানে কি হচ্চে?

বরুণ। যে বাবুর বাড়ী, তিনি দেনা করায় দেনদার টাকা আদায়ের জন্ম নালিশ করিয়া বাড়ীঘর নিলামে বিক্রেয় করিয়া শইতেছে।

নারা। এমন দেনা করিতে হর, যাহাতে বাড়ীঘর বিকায়ে যার ?

ব্রহ্মা। এ বাবুর এত দেনা কিসে হ'ল ?

বরণ। বাব্টী বড় বেশ্রা ভাল বাদেন। এত ভাল বাদেন বে, একটা বেশ্রাকে বেতন দিয়া একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রনে বাব্র যাহা কিছু নগদ পুঁজিপাটা ঐ বেশ্রা গ্রাস করিল, তথাপি বাব্র চক্ষ্ ফুটিল না, স্থাবার যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এবার বেশ্রাটী উহার হাতে কিছু নগদ নাই দেখিয়া প্রত্যেক রজনীতে এক একথানি খত দিখিয়া শইত। এইরপে খত-সংখ্যা বেশী হইলে, এক্ষণে সমস্ত টাকার দাবিতে নালিশ করিয়া ভিটাস্থ ঘুযুস্থ করিতেছে।

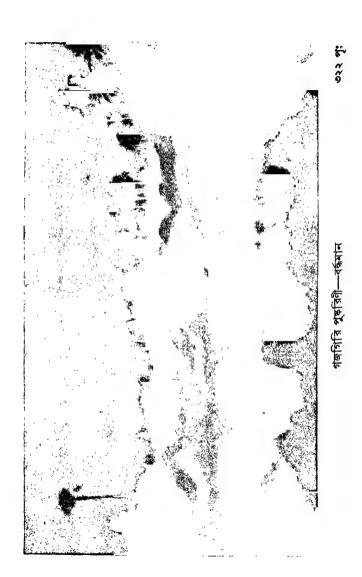
নারা। বেশ ক'রেছে। ইহার দেখে অন্ত পাঁটাদের জ্ঞান জন্মাক্। বরুণ। পিতামহ। ওদিকে এ যে একটা কুদ্র আকারের পুষ্করিণী দেখিতেছেন, উহার নাম বাহির সর্বামক্ষণ প্রছরিণী। উহার জ্বল বড় চমং-কার। জল খারাপ হইবার আশকায় কাহাকেও মান করিতে কিংবা বস্ত্রাদি খৌত করিতে দেওয়া হয় না। নগরের যাবতীয় লোক এই পৃষ্করিণী श्रेटिके जन भान करता।

এখান হইতে দেবগণ রাজার হাতিশালার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন. ১০।১৫টা হাতী রহিয়াছে। তৎপরে তাঁহারা আর একটা প্রছরিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া সবিশ্বয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র । বরুণ। আমার অনেক পুন্ধরিণী আছে সত্য, কিন্তু এমন স্থব্দর ও বুহদাকার পুষ্করিণী ত রাজ্যমধ্যে নাই। পুষ্করিণীটা এত বুহৎ যে, পরপারে মহুষ্যগুলিকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। এ সরোবরটীর নাম কি বরুণ ?

वक्रण। এই পুষ্কतिनीत नाम कृष्णमास्त्रत। अमन त्रमाकांत्र महावत বর্দ্ধমানে আর দ্বিতীয় নাই। পুষ্করিণীর প্রত্যেক পাড়ে দেখ-কেমন স্থলর স্থব্দর পুষ্পবৃক্ষগুলি নানাপ্রকার ফল পুষ্পে শোভা পাইতেছে। ওদিকে দে**থ কতকণ্ডলি কামান পাতা রহিরাছে।** প্রত্যহ রাত্তি এক প্রহর এবং প্রাতে চারিটার সময় এই স্থান হইতে এক একবার কামান দাগা হয়।

प्निवंश कारिया (मर्थन--छाँशामंत्र निक्रिं এक्टी वाव माँजारेया আছেন। বাৰ্টীর মুথ হর্ষযুক্ত। দেখিলে বোধ হয়, বাবু যেন কোন একটি সংকার্য্য করিয়া মনের আনন্দে ভাসিতেছেন। বাবু হঠাৎ একটা लाकरक निकरि वामित्व पिथिया शम्रत्व शम्रत्व कहिरलन "रकमन रह, খুব সম্ভষ্ট হয়েছে ? ভূমি ব'লে না কেন আমার মত বাবু বর্দ্ধমানে আর



নাই! একি সহজ কথা! মুখ খেকে খ'স্তে না খ'স্তে পাঁচ শত টাকার এক জোড়া শাল খরিদ ক'রে দিলাম!"

আগন্তক। ধরুন।

বাবু। কি ?

আগ। আপনার শাল ফেরত এল।

বাবু। আমি ভাঁজ ক'রে দিলাম, দলা সলা হয়ে ফেরত এল কেন ? আগ। ব'লে "আমি এমন ছোট লোক নই যে, হাজার টাকার শাল চেম্নে শেষে পাঁচ শত টাকার শাল নিয়ে ক্ষাস্ত হব।" এই কথা ব'লে, আপনাকে যা মুখে এল তাই ব'লে গালি দিয়ে, শালধানিকে কাঁচি-কাটা ক'রে পুটুলি বেঁধে ফেরত পাঠিয়েছে।

বাব্। না হয়, না নিত। এমন খণ্ড খণ্ড ক'রে পাঁচ শত টাকা নষ্ট ক'র্তে কি একটু মায়া হ'লো না ? একটু দয়ার সঞ্চার হ'লো না ?

আগ। সে ত আর আপনার স্ত্রী নয় যে, দয়া-মায়ার শরীর হবে

— কিসে আপনার আয় প৾য় হবে তার চেষ্টা দেখ্বে! তার ইচ্ছা, যে
প্রকারে হউক দশ টাকা উপার্জ্জন করা, যে-সে প্রকারে আপনাকে
পথের ফকীর করা।

"যা ব'লে! যা হউক, হাজার টাকা কর্জ্জ ক'রে আমাকে অগ্যই এক জোড়া শাল থরিদ ক'রে দিতে হবে; নচেৎ বেশ্রা-মহলে আমার মান-সন্ত্রম থাক্বে না।" বলিয়া বাবু প্রস্থান করিলেন, আগন্তুকও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

নারা। বরুণ ! আমি ত কিছু বুঝ্তে পার্লাম না।

বরুণ। বুঝতে পার্লে না ?—বাব্ একটা বেখা রেখেছেন। সেই বেখা বাব্র নিকট হাজার টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল চার। কিছ বাব্ পাঁচ শত টাকা মূল্যের এক জোড়া শাল থরিদ করিয়া দেওয়ায় সে রাগায়িতা হইয়া শালখানা থণ্ড থণ্ড করিয়া ফেরত দিয়াছে। যে ব্যক্তি ফেরত লইয়া আসিল, উনি বাব্র মোসাহেব। 'ব্রহ্মা। বরুণ! কুলাঙ্গারের ঢোল বাজারে বাড়ীবর বেচে নিচ্চে দেখেও কি চকু ফুটে না!

এখান হইতে বরুণ দেবগণকে দক্ষিণদিকের ঘাটের চাঁদনির নিকট লইয়া গেলেন এবং কহিলেন "এই চাঁদনিটা তিন-তালা। ইহার গৃহগুলি অতি স্থলররূপে সাজান আছে। একটা গৃহে ১০৮ ডালের একটা ঝাড়ছিল। ঝাড়টা বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন বিদেশীয় রাজা কিংবা সম্রাস্ত ইংরাজ বর্দ্ধমান ভ্রমণে আসিলে মহারাজ তাঁহাদিগকে অতি সমাদরের সহিত এই স্থানে বাসা দিয়া থাকেন। এই বৈঠকখানাটা ও বাগানবাটীতে রাজার অনেক্গুলি চাকর প্রতিপালিত হইতেছে। শ্রীপঞ্চমীর সময় এবং মহারাজ ও মহারাণীর জন্মতিথিপূজা (সালগিরা) উপলক্ষে এই রুক্ষসায়েরের তীরে অনেক টাকার বাজী পুড়ে।"

ইক্স। এই বৈঠকখানা দেখবার স্থকুম আছে ?

বৰুণ। আছে, চল তোমাদিগকে দেখাইয়া আনি।

বন্ধণ "দেখাইয়া আনি" বলিতে না বলিতে, উপ সর্ব্বাগ্রে সিঁ ড়ি ভালিয়া উপরে উঠিল এবং সে ক্রুতপদে "উপরে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন" এই সংবাদ দিতে আসিতে না আসিতে দেবগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সম্মুথে রাজাকে দেখিয়া শুদ্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যথন দেবগণ হঠাৎ রাজাকে সমুথে উপস্থিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পরস্পার পরস্পারের মুখ চাহিতে লাগিলেন, বরুণ কহিলেন "পিতামহ! ইনি প্রস্কৃত রাজা নহেন, মৃত্তিকার দারা রাজার প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।"

দেবগণ গৃহগুলি দেখিরা প্রশংসা করিতে করিতে যেমন নামিতেছেন, অমনি কালাস্তক যম আসিরা পিতামহের এচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

ব্ৰহ্ম। যম! তুমি কোথা থেকে ?

যম। আজে, আমি আজ কাল কয়েক বৎসর বাঙ্গালাদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচিচ। উলা, শাস্তিপুর, ক্রফনগর এবং গঙ্গার উভয় তীরস্থ দেশগুলি পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি বর্দ্ধমানে আসিয়াছি। বাঁকার ধারে আমার তাঙ্গুপ'ড়েছে।

ব্রহ্মা। যম! আমার সঙ্গে তোমার কি কিছু বিবাদ আছে। আমার মামুষেরা রঙ্গভূমে রঙ্গ দেখাইয়া আপনা-আপনিই লয় প্রাপ্ত হইবে। তোমার স্বয়ং এত কণ্ঠ স্বীকার করার আবশুকতা কি? দেখ—মর্ত্ত্যে আদিয়া সময়ে সময়ে লোকের কদর্য্য কাজ দেখিয়া আমারই এক একবার এমন রাগ হইতেছে যে, পৃথিবী ধ্বংস করি; কিন্তু স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া ভাঙ্গিতে আমার বড় মায়া হইতেছে। তুমি আমার বিনা অনুমতিতে কি ভাগ কাজ করিতেছ ?

যম। আজে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, একেবারে ভাঙ্গিব না, আপনি নিশ্চিম্ব থাকুন, আপনার কোন চিম্বা নাই।

ব্ৰহ্ম। তা হ'লেই হ'লো।

যম। দেখুন পিতামহ! আমার নাম ধর্ম। আমা কর্তৃক কথন অধর্মাচরণ হইবে না। পাছে আপনার স্ষ্টেনাশ হয়, এই আশঙ্কার আমি ২৪।২৫ বৎসরের কার্যক্ষম অথচ ৫।৭টী পুত্র কস্তার পিতাকেই গ্রহণ করিতেছি। যাহাদের পুত্র কস্তা নাই অথবা বিবাহ হয় নাই, তাহাদিগকে আমি খুব কম গ্রহণ করি। দেখুন বাঙ্গালীরা আজকাল ২১৷২২ বৎসরের মধ্যে সংসারের সকল সাধ মিটাইতেছে। ১৪ বৎসরে বিবাহ করে, ১৬ বৎসরে পুত্রের মুখ দেখে। ২০ বৎসরে তাদের সকল সাধ মিটিয়া যাইলে আমার গ্রহণ করিতে দোষ কি ? আমি শ্বীলোক ও বিধবাদিগকে খুব কম গ্রহণ করি; জানি তাহারা বেঁচে থাকিলে যে-সে প্রকারে মন্ত্র্যুসংখ্যা বেশী হইবার সজ্ঞাবনা।

ব্রহ্মা। বেশ বেশ। তোমার ও টিনের বাক্সের মধ্যে কি আছে ?

यम । मार्गलित्रे । यथान यांक्रि, त्मरे तमेरे श्वान भूकतिनीए०, ও বিলে श्वरण पिरत्र जामि । এই क्रक्मारहरत् पिरत्र এगाम ।

ইন্দ্র। ওতে কি হবে १

যম। যে এই জল পান ক'রবে, তাহার ম্যালেরিয়া জর ও পেটে প্লীহা यक्र९ प्रिथा प्राटव : किन्छ शीख मतिरव ना ।

ব্রহ্ম। ভাই. শীব্র মারিস নে।

নারা। গঙ্গাজলে কতটা ম্যালেরিয়া দিলে ?

যম। গঙ্গার জলে শ্রোতে ভাসিরে নিয়ে যায়, কাজ হয় না। কলিকাতাতেও পাইপের মধ্যে হাত ঢ়কে না ; এই স্থানে আমি কিছু ক'রে উঠতে পারচি নে। যে সব নদীর মুখ বন্ধ, জোয়ার ভাঁটা থেলে না, সেই স্থানেই বিশেষ ফল দর্শায়।

নারা। যে সমস্ত ম্যালেরিয়া সঙ্গে ক'রে এনেছ. এগুলি কি মন্ত্রীয় ? যম। হাঁ, আজ কাল মর্জ্যেও তৈরার হ'চেচ । মিউনিসিপাল ভারারা গ্রাম ও নগরসমূহে রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন, অথচ জল বাহির হইবার পথ রাখিতেছেন না। ইহাতে সমস্ত জল স্থানটীতে বদিয়া গিয়া ঐ মন্ত্রীর ম্যালেরিয়া প্রস্তুত হইতেছে। ঠাকুরদাদা! আমি বিদায় হই, বিস্তর কাজ আছে।

ইন্দ্র। এখন যাবে কোথায় ?

্যম। বৰ্দ্ধমান দেখা হ'লে একবার হুগলী চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থান সকল দেথবার ইচ্ছা আছে।

বৰুণ। ও সব স্থানে স্রোতস্থতী গঙ্গা।

যম। সহরের মধ্যে এঁদো ডোবারও অসম্ভাব নাই।

উপ। কালাম্ভক কাকা, পাঁচকড়ি দা কেমন আছে ?

"ভাল আছে" বলিয়া যম প্রস্থান করিলেন। পিতামহ জিজ্ঞাদা করিলেন "যমের ছেলের নাম কি পাঁচকড়ি ?"

দেল্থোস হাউস-ব্দমান

বরুণ। আজ্ঞে, ছেলে হয়ে হয়ে বাঁচে না ব'লে পাঁচকড়ি নাম দিয়েছে।

এথান হইতে সকলে গোলাব-বাগের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে বঙ্গণ কহিলেন, "এই স্থানের নাম গোলাব-বাগ। কেহ কেই ইহাকে দেলখোস-বাগও কহে। দেলখোস-বাগের ভিতরটী অতি রমণীয়। ইহা প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। চতুর্দিকে পরিখা-বেষ্টিত। পূর্ব্বদিক্ ব্যতীত অপর কোনদিকে প্রবেশপথ নাই। ঐ পূর্ব্বদিকের ছই প্রাস্তে ছটা গেট আছে। প্রথমতঃ পরিধার উপরিস্থ পোল পার হইয়া তবে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশবারে শান্ত্রী পাহারা।"

নারায়ণ ও দেবরাজ দেলখোস্বাগ দেখিবার একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ সকলকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন—বাগানের মধ্যে নানা রঙ্গের নানাপ্রকার পূষ্পার্ক্ষ সকল বিরাজ করিতেছে এবং অনেক্সপ্রকার পশু ও পক্ষী রহিয়াছে।

পিতামহ নিজ স্ট বাবতীয় পশুপক্ষীদিগকে একত্র দেথিয়া মহা আহলাদিত হইলেন। দেবগণ বেমন ব্যাদ্রের পিঞ্জরের নিকট বাইয়া উপস্থিত হইলেন, ব্যাদ্র অমনি তাঁহাদের আপাদ মন্তক নিরীক্ষণ করিয়া "হালুম" শব্দে লাঙ্গুলের চটাচট শব্দ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মনের ভাব—একবার বাহির হইলে বিধাতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিবে "আপনি আমাকে অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া মন্ত্র্যা প্রভৃতির শোণিত পানে জীবন ধারণ করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার গর্জনে মন্ত্র্যাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যে গ্রামে আমার শুভাগমন হয় তথাকার লোকে রজনীতে ভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহস করে না। কিন্তু দেখুন, সেই মন্ত্র্যোরা আমাকেও ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছে। মন্ত্র্যাক্ষিকে ধক্ত ! আমি যে মন্ত্র্যাকে পাইলে হর্ষে মূথে করিয়া লইয়া পলায়ন করি, বৃদ্ধিবলে সেই মন্ত্র্য্য আজি আমাকে কাঁদাইয়া যথন ইচ্ছা অল্প অল্প

আহার দিতেছে এবং আমাকে রুদ্ধ রাখিয়া সকলকে তামাসা দেখাইতেছে।
মনুষ্যের চেষ্টা বৃদ্ধির অসাধ্য কার্য্য নাই। আপনাদের যখন শুভাগমন
হইয়াছে এবং আমার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেছেন, ভগবতীকে কহিবেন,
ভাঁহাকে পুঠে বহন করার কি এই ফল ৫"

ব্যান্ত দেখিয়া দেবগণ বনমান্থবের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে
অমনি কুঁ কুঁ শব্দে কহিতে লাগিল—"মন্তব্যু সকলেই এক—তবে কেহ বা
বনমান্থব, কেহ বা নাগরিক মান্থব। দেবগণ! আপনারা চেয়ে দেখুন—
মন্তব্যু হইয়া মন্থব্যুর প্রতি কিরপ অত্যাচার করিতেছে! আমাকে শৃন্ধালাবন্ধ করিয়া রাথিয়াছে। বিধাতা! আপনি আমার প্রতি বিমুখ, তজ্জ্জ্জই
অশিক্ষিত, অসভ্য এবং বাক্যরহিত করিয়া স্পৃষ্টি করিয়াছেন। আমি পাপে
বিদিচ বনমান্থব হইয়াছি, কিন্তু সকল মান্থবের ভ্রাতা। যে হেতু এক সময়
সকলেরই পূর্বপ্রেষ বনমান্থব ছিল এবং হয় ত সকলেই আবার বনমান্থব
হইবে। কিন্তু মন্থব্যগণের ভ্রাত্মেহ নাই। থাকিলে এ হতভাগ্য বনমান্থবের এ দশা করিবে কেন ? আমি মান্থব ভারাদের কোন ক্ষতি করি
নাই। বানর প্রভৃতির ন্তায় যদি ক্ষতি করিতাম কিংবা হন্তী প্রভৃতির ন্তায়
পূর্চে বহিতাম তাহা হইলে আমাকে ধরিয়া আনিবার কোন আপত্তি ছিল
না। আমরা অত্যক্ত ভালমান্থব; তবে এ অত্যাচার কেন ? আমি
ছঃথিত হইলাম, ইংরাজরাজ মান্থবের প্রতি মান্থবে অত্যাচার করিতেছে
দেখিয়াও দেখেন না।*

ইহার পর সকলে এক স্থানে যাইয়া দেখেন—নীল, লাল, সাদা বানর-গণ রহিয়াছে। সাদা বানরগণ অনেক হঃখ করিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল দেখুন কালে আমাদের বল বিক্রম কিছুই নাই। আমরা রুদ্রের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা দাহ ও রাবণবংশ-ধ্বংস করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আমাদের বল বিক্রমের কত হ্রাস হইয়াছে; সামান্ত লোহশুঝল ছিল্ল করিয়া স্থাধীন হইবার সামর্থ্য নাই! আপনারা রাবণভয়ে ভীত হওয়াতেই আমরা বানররূপ ধারণ করি। কিন্তু দেবগণের উপকার করিয়া এক্ষণে যথেষ্ট স্থভোগ করিতেছি; আপনাদিকে প্রণাম করি।"

এখান হইতে দেবগণ অপর স্থানে যাইয়া দেখেন—কতক গুলি বালি-হংস, রাজহংস এবং পাতিহংস রহিয়াছে। রাজহংসেরা পিতামহকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "আপনাকে বহন করার উত্তম প্রতিফল দিতেছেন।"

দেবগণ পশু পক্ষীর রোদনে অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন। বরুণ এই সময় সকলকে লইয়া গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পিতামহ গোলক ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিপদে পড়িলেন। তিনি যে দ্বার দিয়া বাহির হইতে যান, দেখেন একই আকারের কাঠের রেলিং লাল বর্ণের পূষ্পালতা দ্বারা আচ্ছাদিত। সকল রাস্তাই একরূপ পরিসর এবং একপ্রকার টবে ও একপ্রকার পূষ্পার্কে সুশোভিত।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ ক'রেছে কি! কত জ্মীতে যে গোলকধাঁধা রহিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই।

বৰুণ। জমী হন্দ এক কাঠা আন্দাজ। ইহার আকার অবিকল জিলিপীর পাঁ্যাচের ফ্রায়। প্রত্যেক বেড়ার গাত্রে অসংখ্য দ্বার আছে। এবং প্রত্যেক বেড়ায় একপ্রকার লতা পূষ্প থাকায় লোকে সহজে বাহির হুইতে পারে না।

ব্রহ্ম। আমার ভাই প্রাণটা হাঁপো হাপো ক'র্চে! বাহির কর।

नाता। ना तकन ! এक ट्रे टिष्ठी क'रत আগে দেখা याक।

ব্রহ্মা। তোর ইচ্ছা হয়, তুই থাক্। বরুণ ! বাহির ক'রে নিয়ে চল। কি জানি, পাছে ঘুরে ঘুরে ঘুরী রোগ হয়।

বরুণ সকলকে বাহির করিয়া আনিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "পিতামহ! মাটির মধ্যে একটী গৃহ দেখুন। এই গৃহটী গ্রীমকালে বড় শীতল থাকে। গৃহটী উত্তমরূপে সাজ্ঞান আছে। এথান হইতে সকলে একটী ক্ষুদ্র পৃষ্ঠবিণীর তীরে যাইয়া দেখেন, অসংখ্য বুহদাকার মংশু জলে সম্ভবণ দিতেছে।

বন্ধণ। পিতামহ। এই বে চারি পাড় উত্তমরূপে ইপ্টক হারা বাঁধান প্রছরিণীটা দেখিতেছেন, ইহার নাম গজগিরি পুছরিণী। পুছরিণীর পশ্চিমদিকে ঐ যে একটা বৈঠকখানা রহিয়াছে, ঐ স্থানে বিদিয়া বর্জমানাধিপতি মধ্যে মধ্যে মোসাহেবদিগের সহিত মংস্থ ধরিয়া থাকেন এবং শীতকালে ঐ ছাদের উপর উঠিয়া ঘুড়ি উড়ান।

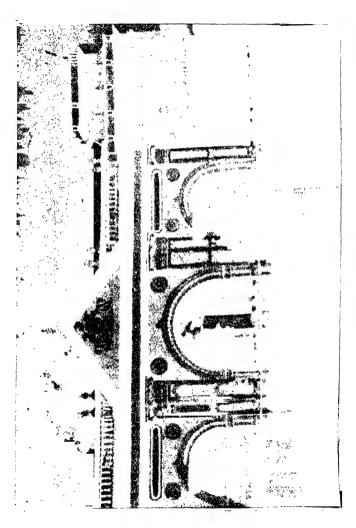
উপ। বঙ্গুণ কাকা। আমার ত আর চাকরী বাকরী হ'লো না, ইচ্ছা করে বর্দ্ধমানের রাজার মোসাহেবী করি। মোসাহেবদের মাইনে কত ? বঙ্গুণ কাকা। বল না মাইনে কত ?

এখান হইতে দেবগণ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে রাজার গোলাবাটীর নিকটে উপস্থিত হইরা দেখেন—অসংখ্য দীন হঃখীকে অকাতরে চাউল, লবণ ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে। তাঁহারা রাজার দানের প্রশংসা করিতে করিতে অখশালার নিকটে যাইরা দেখেন— ৩০।৪০টা স্থন্দর স্থন্দর আরু বিরাজ করিতেছে। সহিসেরা তাহাদের গাত্রে হস্ত বুলাইরা দিতেছে।

এখান হইতে সকলে গাড়ির আন্তাবলের নিকট উপস্থিত হইরা দেখেন—অনেকগুলি গাড়ি রহিয়াছে। এই সময় আন্তাবলের ছাদ হইতে "ঢং" "ঢং" শব্দে নয়টা বাজিল। ইহার পর দেবগণ রাজপ্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইরা একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন।

বরুণ। পিতামহ ! এই রাজপ্রাসাদ। বাড়ীটী সর্কাসমেত তিন তালা। ইহার এক একটী গৃহ এমন স্থলররপে সাজান আছে বে, স্থাবোকে তেমন আছে কি না সলেহ !

ইন্দ্র। গৃহগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না ?



"চল না" বলিয়া বরুণ দেবগণসহ প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।
সকলে প্রস্তরনির্দ্মিত জলের চেউ-থেলান মেঝের উপর উপস্থিত হইয়া
জলে আছেন কি স্থলে আছেন বিশ্বত হইলেন। গৃহটীর চতুর্দ্দিকে
রহদাকার আয়না সকল এরূপ ভাবে সংস্থাপিত আছে যে, তাঁহারা ছার
লমে বহির্গত হইতে যাইয়া ঘন ঘন আঘাত প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং
প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিবিশ্ব আয়না মধ্যে দেখিয়া, কে কোন্ গৃহে
আছেন স্থির করিতে না পারিয়া পরস্পরে পরস্পরকে ডাকিতে লাগিলেন।
এইরূপে দেবগণ প্রত্যেক গৃহ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৃহগুলিতে
বর্জমান রাজবংশের আদিপুরুষগণের এবং কলিকাতার অনেক স্থপ্রসিদ্ধ
ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি থাকাতে পিতামহ বরুণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন
"এ কাহার চেহারা ৫" "ও কাহার চেহারা ৫"

এথান হইতে বহির্গত হইয়। ইন্দ্র কহিলেন, "বরুণ, বর্দ্ধমানের রাজবংশের আদিপুরুষ কে ?"

বঙ্গণ। এই বংশের আদি পুরুষের নাম আবুরায়। ইহাঁর জন্মস্থান পঞ্জাব। ইহাঁরা জাতিতে ক্ষত্রিয়। আবুরায় পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া বর্জমানে আদিয়া বাস করেন। ইনি বর্জমান চাক্লার ফৌজদার কর্তৃক ১০৬৮ সালে এই নগরস্থ "পিক-অব" নামক বাদসাহের একটা উভানের কোতোয়ালি-পদে নিযুক্ত হন।

নারা। বৰুণ। সমূথে ঐ স্থন্দর বাড়াটী কি ?

বরুণ। উহার নাম মহাতাপ-মঞ্জিল। এ বাড়ীটীও স্থন্দররূপে সাজান আছে। মহারাজ মহাতাপচক্র বাহাত্ত্র নিশ্মাণ করাইয়া নিজের নামাকুসারে ঐ নাম দিয়াছেন।

ইন্ত। ও বাড়ীতে রাজার কি হয় ?

বরুণ। ঐ বাড়ীতে তিনি কাছারি করিতেন। ঐথানে মহাভারত সেরেস্তা থাকিত। রাজা সংস্কৃত মহাভারত বঙ্গভাষায় অমুবাদ করাইয়া প্রচার করিবার জন্তু প্রায় ১০।১২ জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে বেতন দিয়া রাধিয়াছিলেন। ওদিকে দেখা যাইতেছে বারদারী।

নারা। বৈঠকথানার পার্ষে ঐ লালবর্ণের বাড়ীটা কি ? যাহার দ্বার ও জানালা এমন কি প্রদাগুলি প্রয়ন্ত লাল।

বরুণ। উহা মহারাজের ব্রাহ্মসমাজ। উহার ভিতরের ঝাড় লগ্ঠন এবং মেজে পর্যাস্ত লালরঙ্গের। এই সমাজগৃহটীতে প্রাক্তক ব্রাহ্মধর্মেরই আলোচনা হইয়া থাকে। শ্রামাচরণ তত্ত্বাগীশ ও তারকনাথ তর্করত্ব এই সমাজের আচার্য্য ও উপাচার্য্য। ইহাঁরাই রাজবাটীর প্রধান পঞ্জিত।

উপ। বরুণ-কাকা ! ব্রাহ্মসমাজের সম্মুথে বাড়াটী কি ?

বরুণ। দেবরাজ ! ঐ বাড়ীটীই রাঞ্চার অন্তরমহল। ঐ মহলের নাম নারারণী-মঞ্জিল। মহারাণী নারারণীর নামান্ত্র্সারে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীটী চীনদেশীর ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। উহা সর্ক্সমেত চারিতালা, গৃহগুলি অতি স্থান্তরম্পে সাজান আছে।

নারা। নারায়ণী মঞ্জিলের পার্ম্বে বে বাড়ীটে দেখা যাইতেছে, উহাতে কি হয় ?

বরুণ। মহারাজ্বের কাছারী-বাড়ী। ঐ বাড়ীতে রাজসরকারের আয় বায় প্রভৃতির নানা বিভাগে নানাপ্রকার কাজ হইতেছে। রাজার পাঁচজন মেম্বরকে এক এক বিভাগ ভাগ করিয়া দেওয়া আছে। তাঁহারাই রাজকার্য্যের সমস্ত বিষয়ের হিসাব-পত্ত দেখেন।

ইহার পর দেবগণ লক্ষীনায়ায়ণজীর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ইনি রাজবংশের কুলদেবতা। ইহাঁর সেবার বন্দোবস্ত বড় স্থলর!

বরুণ। পিতামহ! চেয়ে দেখুন—চারিদিকে দালান, মধ্যে নাটমন্দির। ও দিকে দেখা যাইতেছে রাসমঞ্চ ও পিতলের রথ।

দেবগ্ৰ দেবালয়ের খাবে যাইয়া দেখেন,—গৃহমধ্যে বিগ্রহ বিরাজ

করিতেছেন। প্রতিমূর্ত্তির সর্ব্বা**লে স্থ**র্ণালঙ্কার। রৌপ্যথালে নৈবে**ন্তাদি** সাজান রহিয়াছে।

ইন্দ্র। বরুণ ! নাটমন্দিরে এত ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে কেন ?

বঙ্গণ। উহারা ফলারে বামুন। লক্ষ্মীনারায়ণজ্ঞীর বাটীতে প্রত্যাহ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুরব্ধপে লুচি সন্দেশ আহার করিতে দেওয়া হয়। এজন্ত উহারা আহারের প্রত্যাশায় বসিয়া আছে।

এখান হইতে সকলে বাহির হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! সন্মুথে দেখুন—রাজার সরস্বতীপূজা ও ছর্গোৎসবের বাড়ী। এই বাড়ীতে প্রতিবৎসর অতি সমারোহের সহিত সরস্বতীপূজা ও ছর্গাপূজা হইয়া থাকে।"

ইন্দ্র। যেমন সর্ব্বত্র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা হয়, এখানেও কি সেইরূপ হয় ?

বক্রণ। না ভাই। এখানে হুর্গার প্রতিমূর্ত্তি পটে অঙ্কিত করিয়া পূজা করা হইয়া থাকে। ইহাঁর নিকট বলি হয় না, তবে দিন একটা করিয়া নারিকেল বলি দেওয়া হয়।

এখান হইতে সকলে স্কুলবাড়ী দেখিয়। গো-শালার নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! এই গো-শালার ৪০।৫০টী ভাল ভাল গাই এবং ২৫।৩০টী মহিষ আছে। এখানে একটী বিগ্রহ আছেন। তাঁহার নাম ছোটলালা। ইহাঁরও রীতিমত সেবা হইয়া থাকে। ইহাঁর মত বহুদাকার দেবমুর্ত্তি নগরে আরু নাই।"

ইহার পর দেবগণ অন্নপূর্ণা ও রাধাবল্লভন্ধীর বাড়ী দেখিয়া একটা
মন্ত্ররার দোকানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মন্তরার নাম রামত্লাল।
রামত্লালের দোকানদর তাহার বাড়ীর সহিত এরপ ভাবে সংলগ্ধ যে,
ঠিক যেন বাহিরের ঘর বলিয়া বোধ হয়। কোন ভদ্রলোক যাত্রী আসিলে
রামত্লাল বাড়ীতেও বাসা দিয়া থাকে। সে একাকী দোকান চালাইতে
না পারাতে একটা ছেলেকে বেতন দিয়া রাথিয়াছে। রামত্লালের

পরিবার দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে। বয়স ১৮।১৯ বৎসর, কোলে একটা পাঁচ সাত মাসের ছেলে। রামছলাল শিক্ষিত নহে, তবে কোনপ্রকারে দোকানের হিসাবপত্র টুকিয়া রাখিতে পারে। সে সংবাদপত্র পাঠ করে না, অথবা কোন সভার যায় না, অথচ আমাদের স্থাশিক্ষিত দল অপেকা প্রশংসার যোগ্য; যেহেতু সে স্ত্রী-স্বাধীনতা বেশ ব্ঝে এবং স্ত্রীকে যথেষ্ট স্বাধীনতাও দিয়াছে। রামছলাল ভিয়ান করে, স্ত্রী স্বাধীনতাপ্রভাবে দোকান্দরে ছেলে কোলে করিয়া বিসায়া থাকে। দোকানে কত দেশ দেশাস্তর হইতে নৃতন নৃতন লোক আসিতেছে, ময়রাবৌ স্বাধীনতাপ্রভাবে সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেছে। দেবগল দোকান্দরের নিকট উপস্থিত হইয়াই একথানি তক্তাপোসের উপর ধূপ থাপ শব্দে ব্যাগগুলি ফেলিলেন এবং সকলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ময়রাবৌ দেবগলকে কহিল—"তোমাদের বাড়ী কোথায় বারু ?"

वक्न विन-"আমাদের वाड़ी অমরপুর।"

"আমারও বাপের বাড়ী অমরপুরে" বলিয়া ময়রাবে ময়রাকে কহিল "আমাকে কেন এঁদের সঙ্গে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও না ৫"

রামছ। মহাশরেরা অমরপুরের মাধব ময়রাকে চেনেন ?

বরুণ। তুমি কোন্ অমরপুরের কথা ব'ল্চো ?

রামত্ব। নদে জেলায় একটা গ্রাম আছে, তাহার প্রকৃত নাম ক'ল্লে অন্ন হয় না, এজন্ত অমরপুর বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

বঙ্গণ। আমাদের বাড়ী সে অমরপুর নহে। আমাদের বাড়ী হরিদারের সন্নিকটে।

দেবগণ এই সময়ে চাহিয়া দেখেন—সমুথস্থ বেণের দোকানে মস্ত ভিড়। তাহারা বাপ-বেটায় পাঁচন বেঁধে উঠিতে পারিতেছে না। পুত্র কহিতেছে "বাবা! কণ্টিকারী আর নাই। "পিতা কহিতেছে "আম-বেশুনের গাছটা কেটে দে, না হয় কচি কচি কুলের ভাল কেটে আন্।" পুত্র। যদি কেহ জান্তে পারে, পাঁচন যে বিকাবে না !

পিতা। প্ররে বাবা! সকলেই আমার মত পশুত। সেই দিন বৈষ্ণুনাথ কবিরাজ আমার কাছে গুলঞ্চ কিস্তে এসেছিল, দোকানে গুলঞ্চ না থাকাতে আমি ছুটে বাড়ীর ভিতর থেকে একটা পাকা পুঁইগাছ থগু থপ্ত করে এনে, ওজন ক'রে দিলাম। কবিরাজ মহাশর গণে দাম দিয়ে সন্থ্রন্থ হয়ে চ'লে গেলেন। যথন কবিরাজেরাই কপিরাজ হয়েছেন, তথন তুই ভাবচিস্ কেন ? ছাই ভস্ম যা দিবি, তাতেই পরসা হবে।

এই সমন্ন মোট মাটারি সঙ্গে একটা বাবু আসিন্ন। রামছলালের দোকানে উপস্থিত হইলেন। দেবগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিন্না জ্বানিলেন ইনি একজন ডাক্তার। দেশে কিছু না হওন্নাতে বর্জমানে আসিন্নাছেন! নারান্নণ বরুণের কাণে কাণে কহিলেন "যম কি ইহাদের থবর দিয়ে এসেছে না কি ?

ইন্দ্র। এইবার বর্দ্ধমান সহরটী উৎসন্ন গেলেন !

ডাক্তার। কি ব'ল্চেন মহাশর ?

ইক্র। ব'ল্ছি—বর্দ্ধনানে যেরূপ রোগের প্রাছ্ভাব, এইবার বৃঝি ইহার ধ্বংস হয়।

ডাক্তার। আছে, আমার নিকট এমন ঔষধ আছে ছ এক দিনে রোগ আরাম ক'র্তে পারি।

ভাক্তার বাবু চলিয়া গেলে রামহলালের দোকানে বিস্তর মিছরির থরিদার আসিল। এমন কি, সে দশ পনরটা কুঁদো ভাঙ্গিয়াও থরিদার বিদার
করিতে পারিল না। বেলা >৽টার সময় বাঁকার দিকে "হোয়া" "হোয়া"
শব্দে শৃগাল ভাকিতে লাগিল। পথে অসংখ্য শব বাহির হইল, নগরে
হাহাকার শব্দ উপস্থিত। এমন সর্বনেশে ওলাউঠা এখানে কন্মিন্কালেও
হয় নাই, এক দাস্তেই কর্ম নিকাশ! ময়রাবৌ ছুটিয়া গিয়া বেণের দোকান
হইতে কর্পুর কিনিয়া আনিল ও কিঞিৎ ময়য়ার কাপড়ে বাঁধিয়া দিয়া

এবং নিজে একটা পুঁটুলি ভঁকিতে ভঁকিতে দেবগণকে কহিল—"তোমরা পালাও, এথানে থাক্লে মরে যাবে।"

ব্রসা। মা ! মরণের কথা কে ব'ল্তে পারে ! যদি কপালে থাকে এথানে থাকিটাও মরিব না—আবার অন্তত্র পলায়ে গিয়াও বাঁচিব না। এক্ষণে ভূমি একটু তৈল দাও, বেলা হয়েছে, স্নান ক'বে আদি।

ইহার পর দেবগণ একটা পুষ্করিণীতে স্থান আছিক সারিয়া দৈ চিঁড়ে কিনে, লালমোহন ও ওলা টাকনা দিয়া ফলার করিলেন। এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আবার নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। এবার তাঁহারা এক খানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া বাঁকা নদীর উপরিস্থ একটি পোল পার হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র কুদ্র গ্রাম দেখিতে দেখিতে বারম্বারী বাগানে যাইয়া উপস্থি ইইলেন।

বরুণ। পিতামই ! বাগানের পার্শ্বে এই যে স্থানটি দেখিতেছেন, ইহাকে লোকে মালিনীপোতা কহে। এই যে অত্যন্ন স্থড়ঙ্গের আকার দেখিতেছেন, লোক্তে বলে—এই স্থড়ঙ্গ দিয়ে স্থল্য বিষ্ণার মন্দিরে যাতারাত করিতেন।

উপ। বরুণকাকা। স্থড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে দেখ্বো ?

ব্রুলা। না। শৃগাল কুরুরে থেমে ফেল্বে। বরুণ! বিভাস্থলর কি ? বরুণ। আজ্ঞে! ভারতচন্দ্র রার গুণাকরক্কত একথানি পত্তে লিখিত উপস্তাস গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের নামক স্থলর, নামিকা বিভা; তজ্জ্মই পুস্তকের নাম বিভাস্থলর হইরাছে। নামক নামিকা উভরেই অতি স্থলর ও স্থলিকিত ছিলেন। স্থলর ভাটমুথে বিভার রূপবর্ণনা শ্রবণ করিয়া বর্দ্ধমানে আসেন এবং মালিনীর বাটীতে বা 'লন। মালিনী বিভার নিকট যাতায়াত করিত, স্তরাং এক দিন মা নীর মুথে স্থলরের রূপের কথা ভনিয়া বিভা স্থলরকে দেখিতে চান। নালিনীর যদ্ধে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে উভয়েক দেখিয়া অধীর হইলেন। স্থলর কালীকে স্তবে তুট করিয়া

অতি গোপনে, এমন কি, মালিনীর অগোচরে নিজ বাসগৃহ হইতে বিছার শয়নগৃহ পর্যান্ত এক স্থান্ত থনন করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরপ যাতায়াত করাতে অবিবাহিত অবস্থায় বিষ্ণার গর্ভয়ঞ্চার হইল। তথন রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া তস্করকে ধৃত করিবার আজ্ঞা দিলে কতায়ালেরা স্ত্রীবেশে বিছার মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকিল এবং স্থানরকে ধরিল। রাজা স্থানরকে মশানে লইয়া গিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। মৃত্যুকালে স্থানর ভক্তিভরে কালীর স্তব করাতে দেবী আসিয়া,দেখা দিলেন। রাজা এই ঘটনায় চমৎকৃত হইয়া স্থানরের সহিত বিছার বিবাহ দেন। ভারতচক্র ঘটনাগুলি এমন স্থানরভাবে লিখিয়াছেন যে, পাঠ করিলেই সত্য ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। ভারতচক্রের সহিত বর্জমানের রাজা অসদ্বাবহার করাতে তিনি সেই জ্রোধে ক্রঞ্চনরের রাজার সাহাযো পুস্তকথানি প্রাণয়ন করেন, কিন্তু বর্জমানবাসীয়া বিছা-স্থানরের লীলাখেলাকে স্বদেশের গৌত্ব মনে করিয়া অয়ানমুখে শ্রি বিছাপোতা শ্রাণ্ড মালিনীপোতা বিলয়া দেখাইয়া দেয়।

ব্রহা। ভারতচক্র রায়ের বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বল।

বক্লণ। ইনি ১১১৯ সালে, (১৭১০ খৃঃ অব্দে) বর্দ্ধমান জেলার অস্তঃপাতী ভূরস্থট পরগণার মধ্যে পাণ্ডুয়া নামক গ্রামে: ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতার সহিত নরেন্দ্রনারায়ণের বিবাদ হওয়াতে তাঁহার বাড়ী-ঘর প্রিতি ও যথাসর্বস্থ অপহত হয়। পিতা নিঃম্ব হইলে ভারতচন্দ্র মাতৃলালয়ে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি বিশেষরূপে সংস্কৃত ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া নানা স্থান ভ্রমণপূর্বক পরিশেষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট ৪০ টাকা বেতনের একটি কর্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি হটী করিয়া কবিতা রচনা করিয়া রাজার্মী প্রতিদিন সন্ধার সময় ভানাই-তেন। রাজা তাঁহার কবিতা শ্রবণে সম্ভষ্ট হইয়া "রায়গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন এবং অয়লামঙ্গল ও বিছাফুন্দর লিখিতে আজ্ঞা দেন।

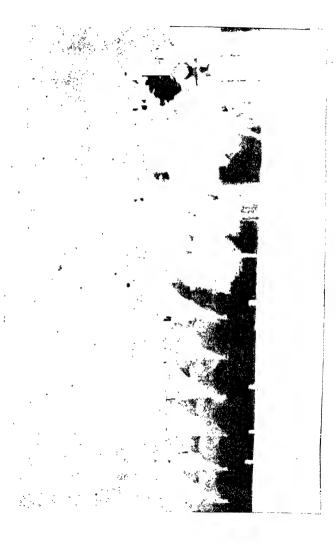
ইহার প্রণীত "নাগাষ্টক" নামক আটটী কবিতা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।
ইনি সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী ও ব্রজ্বলৈতে অনেকগুলি কবিতা লিথিয়াছিলেন। ১১৬৭ সালে (১৭৬০ খৃঃ অব্দে) ৪৮ বংসর বয়ঃক্রমকালে ইহাঁর
মৃত্যু হয়। ইনি বাল্যকালে বড় কষ্ট পান। অব্ব বয়সেই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ
করিয়া পরপ্রত্যাশী হন। অনেক সময় সামায়্য শাক-ভাতও ইহাঁর ভাগ্যে
জুটে নাই। তথাপি অনেক কষ্টে বিল্যাশিকা করেন। একবার মোক্তারি
করিতে যাইয়া ফাটকেও গিয়াছিলেন।

এখান হইতে দেবগণ পূর্ব্বমুখে যাইরা বাঁক। পারে সর্ব্বমঙ্গলার ঘাটে উপস্থিত হইলে বন্ধণ কহিলেন "পিতামহ! ঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে একটা কামান রহিয়াছে দেখিতেছেন। ঐ কামানটা প্রতিবংসর ছর্গোংসবের সময় মহাষ্টমী পূজার দিন সন্ধিপূজা আরম্ভ হইলে একবার করিয়া দাগা হয়।"

ইক্র । সমুখের ঐ পাঁচ চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটী কি ? বহুল। ঐ সর্বমঞ্চলার বাড়ী।

দেবগণ ইহার পর সর্ব্যক্ষণার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা সিংহল্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া একটা বাগানবাটীতে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি শিবমন্দির দেখিলেন। তৎপরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, দেবীমূর্ত্তি মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে অনবরত বলিদান হইতেছে। নারায়ণ বৈষ্ণব। অতএব পাঁটা কাটা দেখিয়া "শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু বলতে বলতে পলাইয়া আসিলেন। স্থতরাং দেবগণের ভাগ্যে জ্বাল করিয়া সর্ব্যক্ষণা দেখা ঘটিল না। তাঁহারা দেবীকে প্রণাম করিয়াই শ্রীত্যাগমন করিলেন।

এখান হইতে তাঁহারা রাজকুমারীর প্রতিষ্ঠিত নবহর্গা দেখিরা, উইল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দিকৈ চাহেন, দেখেন অসংখ্য সং সাজান রহিয়াছে; সংগুলির মধ্যে দেবতা সংই অধিক। কোন স্থানে নারায়ণ কংসকে বিনাশ করিতেছেন; কোন স্থানে রামরাবণে যুদ্ধ বাধিয়াছে, উভয়



পক্ষের কতকগুলো বানর ও রাক্ষ্যকোজ দাঁড়াইয়া আছে। কোন স্থানে যাত্রা হইতেছে; এক দিকে বিসয়া পুরুষগণ শুনিতেছেন, অপর দিকে চিকের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা বিসয়া আছেন। কোন স্থানে অহল্যা পাষাণীর উপর দাঁড়াইয়া রামচক্র পুস্পচয়ন করিতেছেন। একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়া কদস্থ গাছের শাধায় বিসয়া হাসিতেছেন। নিয়ে দাঁড়াইয়া উলঙ্গিনী স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছে।

এখান হইতে সকলে রাজার হাঁসপাতালের নিকট উপস্থিত হইলে "এই যানেওয়ালা!" "এই যানেওয়ালা!" শব্দ করিতে করিতে একথানি বগী, ঘোড়ার পায়ের "থটাথট" শব্দের সহিত "পৌইস পৌইস" শব্দে নক্ষত্রবেগে চলিয়া গেল। দেবতারা রাস্তার একপার্শে দাঁড়াইয়া শকটারোহী বাবু ছটীর প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। বরুল কহিলেন "ঐ ছোটটা বেটা, বড়টা বাপ। কেমন এয়ারকি দিতে দিতে যাচেচ দেখুন, বর্জমানে বাপ বেটাতেও এয়ারকি চলে।"

উপ। বঙ্গণ-কাকা। তবে ত এ বড় মজার জায়গা। আমার এখানে একটু চাকরী হয় না ? তা হ'লে বাবাকে এনে এয়ারকি দিই।

নারা। আ মরি মরি ! উপ'র কি স্ক্রব্দি !

ইন্দ্র। ও কেমন লোকের ছেলে।

এখান হইতে সকলে তেলমাড়াই নামক স্থানে উপস্থিত হইরা শুনিলেন একটা বেশা স্থমধুর স্বরে কীর্ত্তন গাহিতেছে। দেবতারা অনেকক্ষণ পর্যাপ্ত কীর্ত্তন শুনিলেন। ইব্রু কহিলেন "পিতামহ! আপনি বলিয়াছেন দিনের মধ্যে একবার মাত্র হরিনাম করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইরা বৈকুঠে যাইবে। এই বেশা প্রতিদিন হরিসংকীর্ত্তন করিতেছে। অতএব মরণাস্তে ইহারও কি বৈকুঠলাভ হইবে ?

ব্রহ্মা। ভাই ! বেখারা নিজের উপজীবিকার জন্মই হরিনাম করে; জ্বতএব তাহাদের মুক্তি হইবে না। এই সময় হটা বাবু শালের পাগড়ী মাথায় উকীলের বেশে আসিয়া বেশুলের উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে একজন হাসিতে হাসিতে একটা বেশুার হল্তে এক জোড়া শাল প্রদান করিলে বেশু। মহাসমাদরে বাবুর হন্ত ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেল। অপর বাবুটী কত কাঁদিল, সাধ্য সাধনা করিল; কিন্তু বেশুঃ "তোরু আর আছে কি ? নীলামে যথাসর্বস্থি বিক্রী ক'রে নিয়েছি। তুই দূর হ" বলিয়া বিদায় করিয়া দিল।

বরুণ। পিতামহ! এই হই বাবু আপনার অপরিচিত নহেন। সেই কাঁচি-কাটা শালের বাবু উনি। আর ঢোল বাজায়ে যথাসর্কস্ব বিক্রেয় হওয়ার বাবু ইনি।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! মুঁগা! কি নির্গজ্জ! তারাই এরা ? বরুণ! বলিহারি ইংরাজ বিচারকে। "এক, ছই, তিন" বলিয়া যেই ঢোলে কাটি মারিল, অমনি ভিটেমাটি বিক্রেয় হইয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হ'চিচ—এদের কি বুকের পাটা! নচেৎ যে রাজ্যে দেনা ক'রে আজ হবে না, কাল দেব ব'ল্তে দেরি সয় না, সেই রাজ্যে কর্জ্জ ক'রে বেগ্রালয়ে যায়! ইহারা কি মহাপাপী!

ইহার পর তাঁহার। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—কলে দামোদর হইতে জল আনিয়া বাঁকা বোঝাই করিয়া দিতেছে। বরুণ কহিলেন "বাঁকায় সকল সময় জল থাকে না, এজন্ত ইংরাজরাজ প্রজার জলকষ্ট দূর করিবার জন্ত দামোদর হইতে কলে জল আনিয়া বাঁকা বোঝাই করিয়া দেন। বাঁকা বোঝাই হইলে কল বন্ধ করিলে আবার জল আসা বন্ধ হইয়া থাকে।"

নারা। কল বন্ধ করিলেই আর জল আসে না ?

ব্রহ্মা। ওরে ভাই, বুঝিস্নে ? এরা কলে সব ক'ন্তে পারে !

নারা। আজে, বুঝিচি।

এখান হইতে দেবগণ ব্রাহ্মসমাজ, স্কুল, থানা, কাছারি ইত্যাদি দেখিয়া

নগরের বাম পার্শ্বে এক স্থানে উপস্থিত হইলে উপ কহিল "বরুণ কাকা। ওটা দেখা যাচেচ কি ?"

বরুণ। দেবরাজ । সমুথে দেখ একটা গির্জা। এই গির্জাটী রেভাবেও জে, ওয়েত্রেট নামক একটা সাহেব দশ হাজার টাক। ব্যয়ে নির্মাণ করেন। গির্জার সমুথে ঐ যে পু্ছরিণীটা দেথিতেছ—পূর্বে বোম্বেটেরা মানুষ খুন করিয়া উহাতে ফেলিয়া দিত।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই স্থানের নাম পুরাতন বর্জমান। ১৬২১ অব্দে মুসলমানেরা এই স্থান আক্রমণ করে। ১৬৯৫ অব্দে সর্ব্বাসিং নামক একজন জমীদার এই স্থানে বিদ্যোহ উপস্থিত করে এবং বর্জমানের রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে রুদ্ধ করিয়া হুগলি নগর আক্রমণ করিয়াছিল। এই কারণেই ইংরাজেরা বিনা করে কলিকাতার পুরাতন কেলা মেরামত ও তাহার চারিদিকে থাত খনন করিবার অমুমতি প্রাপ্ত হন। বিদ্যোহকারী জমিদার বর্জমানের রাজপরিবারস্থ যে সমস্ত লোককে রুদ্ধ করে, তন্মধ্যে রাজক্রমানের রাজপরিবারস্থ যে সমস্ত লোককে রুদ্ধ করে, তন্মধ্যে রাজক্রমানিক পরমা স্থলরী দেখিয়া তাঁহার সতীত্বনাশের এচেষ্টা করিলে—রাজক্রমা অস্ত্রাঘাতে তাহার জীবন নষ্ট করেন ও সেই অস্ত্র নিজ বক্ষেবসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন।"

ব্রহ্মা। নারায়ণ ! দেখ, এখনও সতীরা সতীত্ব রক্ষা করিতে প্রাণ পর্যাস্ত দিয়া থাকেন।

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইরা বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সন্মুখে যে কালীমূর্ত্তি দেখিতেছেন, ইনিই শ্রাণানকালী। লোকে বলে— মশানে স্থলবের প্রাণদণ্ড করিতে লইরা যাইলে দেবী এই মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।"

ইহার পর তাঁহারা অপর এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই স্থানে মানসিংহ এবং তোড়রমল্ল এক সময় সৈত্য সামস্ত সহ তাত্ম ফেলিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই জাহাঙ্গীরের আজ্ঞায় সের আফগানের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল।"

নারা। বঙ্কণ ! জাহাঙ্কীর কি কারণে সের আফগানের প্রাণ লইতে আজ্ঞা দেন ?

বরুণ। মেহের উন্নিসা নামে সের আফগানের অন্থিতীয়া পরমা স্থন্দরী দ্বী ছিল। ঐ স্ত্রীর উপর জাহাঙ্গীরের বাল্যকাল হইতে লোভদৃষ্টি পতিত হর, কিন্তু প্রথমে ক্বতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ঐ স্ত্রীকে প্রাপ্ত হইবার জন্ত সের আফগানকে হত্যা করা হয়, এবং তাঁহার স্ত্রী মেহের উল্লিসাকে বিবাহ করিয়া মুরজাহান নাম দিয়া বামে লইয়া সিংহাসনে বসেন।

ইন্দ্র। উ: কি অত্যাচার !

বরণ। ওদিকে দেখ—আজীম ওসমান নামক এক ব্যক্তির মস্জিদ।
এখান হইতে দেবগণ যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন,
একটা বাড়ীতে লোকে লোকারণা। বাটার মারে একটা প্রাচীন বিসিয়া
ধরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বাটার মধ্যে একটা বৃদ্ধাকে ছটা যুবতা প্রহার
করিতেছে।

ষারস্থিত বৃদ্ধ দেবগণকে দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "তোমরা ভিতরে গিয়া ছাড়িয়ে দেও। আমাকে মেরে ফেলুক ক্ষতি নাই—ও বৃড়িকে যেন আর মারে না। বাবা দ তোমাদের পায়ে পড়ি, গিয়ে ছাড়িয়ে দেও।"

ব্ৰহ্মা। বৰুণ। কাওটাকি ?

বঙ্গণ। বোধ হর বৃদ্ধাকে তাহার পুত্রবধৃদ্ধ প্রহার করিতেছে। আর বৃদ্ধার স্থামী দারে বিসিয়া কাঁপিতেছে। বধুরা স্থামীর নিকট স্বস্তুর শাশুড়ীর নিন্দা করাতে স্থামীরা প্রহারের দ্বারা মাতা পিতাকে সায়েস্তা করিতে আজ্ঞা দিয়াছে।

বৃদ্ধ। বাবা। আমরা বৃড়ো বন্ধসে আর কাজকর্ম করিতে পারিনে ব'লে মার খাওরাচেচ; বধুরা যেমন ব'ল্লে—"এরা আর কাজকর্ম করে না, কেবল ব'লে ব'লে খার"—অমনি ছকুম দিলে—"মার হারামজাদা ও হারামজাদীকে।"

ব্রহ্মা। হা ভগবান্! কি দেখ্লাম !! বজ্ঞায়ি আর নিস্তেজ থেকো না। আর বর্জমান দর্শনের আবশ্রকতা নাই, পালাই চল! নচেৎ পাপ শুশুক্রিবে।

দেবগণ দ্রুতপদে ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে ইন্দ্র কহি-লেন, "কত কি দেখ্ছি, মনে থাক্চে না; দোত কলমটাও গাড়ীতে ফেলে এসেছি। এমন কোন দ্রব্য নাই, বিনা কালীতে লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্ত ঘটনা নোটবুকে টুকে রাখি।"

"তা ব'ল্তে হয়, একটা উডেন পেন্সিল কিনে দিতাম।" বলিয়া একটা দোকান হইতে একটা পেন্সিল খরিদ করিয়া কাটিয়া দেবরাজের হস্তে দিলেন।

रेख। कानी ?

বঞ্জণ। উহাতে আর কালী চাইনে—অমনি লিথিতে হয়। "সত্যি!" বলিয়া দেবরাক্ষ লেখেন আর হাস্ত করেন।

পিতামহ চাহিয়া দেথিয়া কহিলেন, "বরুণ ! এগুলোর নাম কি ব'লে ৽ উটোন পেন্শিল ৽ "

নারা। এই সামাঞ্চ কথাটা মনে রাখ্তে পাল্লেন না ? এর নাম উট পেস্সিল।

উপ। ঠাকুরকাকা! তোমারও ত হ'ল না! এর নাম উডেন পেন্সিল। দেখুন না কর্তাজেঠা। ওর মধ্যে সীসা আছে, তাই লেখা যার।

ব্রহ্মা। তুই থাম্! আমাকে ছেলে ভোলাচেন। সীসে পিটিয়ে সক্ষ ক'রে এমন রঙচকে কাঠের মধ্যে ঢোকান কি সহজ কথা। আবার সকলে জ্রুতপদে চলিলেন। যাইতে যাইতে উপ কহিল, "বরুণকাকা! চেয়ে দেখ—বাশবনের মধ্যে একটা বাবু লুকিয়ে থেকে ধোপার বাড়ীর দিকে কি চেয়ে চেয়ে দেখুচে।"

हेक्द। मिंजा तक्तन! ७ कि प्रवाह ?

বরুণ। ধোপাদের একটা স্থন্দরী বৌ আছে, বাবু তার সঙ্গে-

ইন্দ্র। আরে ছি! ছি! আর জাতি-বিচারও নাই? কলিতে হ'লো কি ?

সকলে ষ্টেশনে আসিয়া সে রাত্তে ট্রেশ না পাওয়াতে এক স্থানে শয়ন করিলেন এবং ঘুমের পর পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! বর্দ্ধমানের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল।"

বরুণ। বর্দ্ধানের রাজা বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্ধপ্রধান জমীদার। ইহাঁর জমীদারী প্রায় ৭ • মাইল দীর্ঘ এবং ৫ • মাইল প্রস্থ। ইনি গবর্ণমেন্টকেটোদ্দ লক্ষ্ণ টাকা বার্ধিক কর দিয়া থাকেন। রাজ্ঞার আমলাদিগের বেতনে মার্দিক আট হাজার টাকা ব্যয় হয়। ঠেশনের পার্শ্বে দৈয়ালিগের তালু ফেলিয়া বাস করিবার স্থান আছে। এথানকার ডাকবাঙ্গালাটী বড় স্থানক। এই স্থানর স্থান বাস পথিক সাহেব আদিয়া বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানর স্থান বাকা নদীর তীরে অবস্থিত। নগরের সন্নিকটে ছই শত আশীটী ধিলান-বিশিষ্ট একটী সেতু আছে। ঐ সেতু নির্মাণ করিতে প্রায় ছই লক্ষ্ণ টাকা ব্যয় হয়। বিজ্ঞাপোতা নামক স্থানের কিছু দ্রে মানস্পরোবর নামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে; এক্ষণে উহাতে অধিক জল নাই; যাহা আছে তাহাতে পয়পুস্পাদি প্রেফুটিত থাকিয়া পুষ্করিণীর অত্যাশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিয়াছে। বর্দ্ধানের অপর নাম কুস্থমপুর। এথানকার ওলা, লালমোহন, সীতাভোগ, থাজা ও মিহিলানা বড় বিখ্যাত। সরস্বতীপূজা ও ঝুলনের সময় এথানে বড় সমারোহ হইয়া থাকে। ঐ উপলক্ষ্ণ বিস্তর যাত্রী বর্দ্ধানে আইসে। সরস্বতীপূজার

বিসর্জ্জনের দিন রাজার বিস্তর টাকার বাজী পোড়ে। বাজী পোড়াইবার অগ্রেও শেষে দশটা করিয়া তোপ হয়। এখানকার শুঁড়ি, তামলি এবং মররামাগীদের চরিত্র বড়—

"ঐ যা! টিকিট দিবার ঘণ্টা দিল" বলিয়া দেবতারা ছুটে টিকিট কিনিতে চলিলেন এবং পাণ্ডুয়ার ঠিকিট কিনিয়া কয়জনে যেমন প্রাটফরমে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, অমনি হুপাহুপ্ গুপাগুপ শব্দে ট্রেণ আদিয়া ঝাঁ ঝনাৎ শব্দে থামিল। দেবগণ ট্রেণ উঠিয়া বদিলেন। ট্রেণ কলথানাকে একটু জল থাওয়াইয়া আবার হুপাহুপ্ শব্দে উর্দ্ধাদে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

ট্রেণ সাক্টীগড় ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া মেমারিতে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন এই স্থানের নাম মেমারি। মেমারির করেক মাইল দূরে দামোদর নদ প্রবাহিত। বর্ধাকালে ঐ নদ বর্দ্ধিত হইয়া বড় অত্যাচার করিয়াখাকে। স্রোতে নৌকা ভূবিয়া অনেক মন্থয়ের প্রাণ নষ্ট হয়। কথন কথন দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া যায়। নদটী রামঘর নামক পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মেমারিতে ইংরাজ পথিকদিগের থাকিবার জন্ম একটা ডাকবাঙ্গালা আছে। মেমারীর অনতিদূরে চকদীঘি নামক একটা স্থান আছে। ঐ স্থানে স্থপ্রসিদ্ধ ও প্রজাবংসল জমীদার সারদাপ্রসাদ সিংহ রায়ের বাসভবন ও অনেক কীর্ত্তি আছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! ঐ বংশের বিবরণ বল ?

বক্ষণ। ইহাঁরা জাতিতে ছত্রি। রাজপুতনা হইতে ঐ স্থানে আসিয়া বাস করেন। মুল সিংহ রায় এই বংশের আদি পুরুষ। ইনি মৃত্যুকালে ভবানী সিংহ রায়, দেবী সিংহ রায়, ভৈরব সিংহ রায় ও হরি সিংহ রায় নামক চারি পুত্র ও অতুল ঐশ্বর্যা রাখিয়া যান। প্রথম পুত্রন্বরের সম্ভানাদি হয় নাই; তৃতীয় ভৈরব সিংহ রায়ের অশ্বিকাপ্রসাদ সিংহ নামক এক পুত্র ও হুর্গা দেবী নামী এক কন্যা হয়। ছুর্না দেবীর ক্লফচন্দ্র সিংহ রায় ও বুন্দাবনচন্দ্র সিংহ রায় নামক ছুই পুত্র। বুন্দাবনচন্দ্র অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন এবং নিজের বুদ্ধিবলে যথেষ্ট বিষয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা চকদীঘির নিকটে মণিরামবাটী নামক একটা গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেন।

ক্ষণ্টলের পুত্রাদি হয় নাই। বৃন্দাবনচন্দ্রের যোগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় নামক এক পুত্র হয়। তিনিই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ হুগলি কলেজে স্থান্দররূপ ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইনি কলিকাতা, হুগলি, হাবড়া, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলায় অনেক বিষয় থরিদ করিয়াছেন।

অম্বিকাপ্রসাদ সিংহ রায়—সারদাপ্রসাদ সিংহ রায় নামক এক পুত্র এবং ক্ষীরোদাস্থলরী দেবী নায়ী এক কঞা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ক্ষীরোদাস্থলরী দেবীর কয়েকটি পুত্রের মধ্যে ললিতমোহন সিংহ রায় জ্যেষ্ঠ।

১৮৬৮ সালে সারদাপ্রসাদ সিংহ রায়ের মৃত্যু হর। তাঁহার সম্ভানাদি না থাকার সমস্ভ বিষয় ভাগিনের ললিতমোহন সিংহ রায়কে উইল করিয়া দিয়া যান এবং গ্রামে দাতব্য ঔষধালয়, বিভালয়, অতিথি-শালা প্রভৃতি স্থাপন করেন। এই মহাত্মা সাধারণের উপকারার্থে নিজ ব্যয়ে মেমারি হইতে চকদীযি পর্যস্ত একটা পাকা রাস্তা নির্মাণ করিয়া দেন।

সারদাপ্রসাদের পত্নীর নাম রাজেশ্বরী দেবী। ইনিও স্বামীর স্থায় দান ধ্যানে রত ও পরোপকারিনী। ইহাঁর পিত্রালয় দারহাটা নামক গ্রামে। ঐ স্থানের চারি পাঁচ ক্রোশের মধ্যে বিস্থালয়াদি না থাকায় নিজ ব্যয়ে একটী অবৈতনিক বিস্থালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। তন্তিয় এই পুণাবতী রমনী দারহাটা হইতে হরিপাল পর্যাস্ত লোকের যাতায়াতের কন্ত দেখিয়া একটী পাকা রাস্তা করিয়া দিয়াছেন। ললিতমোহন সিংহ রায় বেশ স্থানিক্ত, দাতা, পরোপকারী ও ধার্মিক। ইহাঁর প্রজারা যেন রামরাজ্যে বাস করিতেছে। *

মূল সিংহ রাম্বের কনিষ্ঠ পুত্র হরি সিংহ রাম্বের ছই পুত্র—ছক্কণলাল এবং শশিভূষণ সিংহ রাম। ইহারা অভাপি বর্ত্তমান আছেন এবং ছই ভ্রাতা একত্রে থাকিয়া চকদীঘিতে বাস করিতেছেন।

ট্রেণ আবার ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে বৈচি ষ্টেশনে আসিয়া দেখা দিল। বক্ষণ কহিলেন, "এই স্থানের নাম বৈচি। এই স্থানে ও ইহার সন্নিকটস্থ হুই একটা পল্লীগ্রামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষমীদার আছেন। এই স্থান হুইতেই বৰ্দ্ধমান জেলা আরম্ভ হুইয়াছে।"

ব্রহ্মা। এই সকল পল্লীগ্রামের জমীদারেরা কেমন ?

বরুণ। ইহাঁদের মধ্যে কাহারও কাহারও মন বড় কুদ্র। একবার এক জমীদার একগাছি ইকু হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার একটা শিশুপুত্র ছুটিয়া আসিয়া কহিল "বাবা! আক দে।" এই সময় তাঁহার একটা লাতুপুত্র ছুটিয়া আসিয়া কহিল "জোঠা মহাশয়! একটু আক দেও ?" বাবর লাতুপুত্রকে কাঁকি দিয়া আকগাছটি পুত্রকে দিবারই ইছা ছিল; কিন্তু সে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় অগতাা আকগাছটি হুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ডগার দিক্টে লাতুপুত্রকে দিতে গেলেন। সে কহিল, "এখানা নয়, ও হাতের খানা।" ইহাতে তিনি প্রভারণা করিবার অভিপ্রায়ে যতবার হাত ফেরফার করেন, সেও ততবার বলে "জোঠামহাশয়! ঐ খানা।" বালকের পিতা বারান্তা হইতে এই ঘটনা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নামিয়া আসিয়া কহিলেন, "দাদা! চলুন বিষয় ভাগ করিগে।" বাবু কহিলেন "কেন ভাই ?" লাতা কহিলেন "দাদা! একগাছি আক নিয়ে আমার পুত্রকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, যদি আজ কিংবা

গবর্ণমেণ্ট ইভাকে রারবাহাত্তর উপাধি দিয়াছেন ।

কা'ল আমার মৃত্যু হয়, তবে বিষয় লইয়া আমার শিশুটীর সহিত বে কি করিবেন বলিতে পারি না।" বলিয়া সেই দিন হইতে পুথক হইলেন।

ব্রহ্মা। কলিতে এরপই হইবে। ভাল বরুণ। ঐ যে একটা রাস্তা দেখা যাইতেছে, ও রাস্তাটা কোধায় গিয়াছে ?

বঙ্গণ। রাস্তাটির নাম গ্রাপ্ত ট্রাঙ্ক রোড। ও রাস্তা পল্তা নামক স্থান হইতে আরম্ভ হইরা হুগলি, মগরা, পাঙুষা, মেমারি, বৈচি ও বর্জমানের নিকট দিয়া রাণীগঞ্জ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

ইক্স। রাস্তাটির নাম কি !—গ্রাপ্ত ট্রাঙ্ক রোড। ইংরাজরাজ্যে কি রাস্তা-ঘাটেরও নাম আছে ?

বরুণ। আছে বৈ কি। যথা—গবর্ণমেন্ট রোড, ফেরিফণ্ড হইতে উদ্ভ টাকায় নির্মিত ফেরিফণ্ড রোড, মিউনিসিপাল রোড, এবং সাহায্যক্কত রোড ইত্যাদি।

ইন্দ্র। আনরাও স্বর্গে গিয়া রাস্তার নামকরণ করিব।

আবার ট্রেণ ছাড়িল এবং অনতিবিলম্বে উপ পাণ্ডুয়ার মসজিদ দেখ্রিয়া চীৎকার শব্দে কহিল "বরুণকাকা। ওটা কি ?"

বরুণ। পাণ্ডুয়ায় ট্রেণ এল।

এই সময়ে ট্রেণ "ঝাঁ ঝনাং" শব্দে ষ্টেশনে থামিল। দেবগণ ট্রেণ ইইতে নামিয়া দেখেন—চাচারা কলিকাভায় কুঁকড়ো চালান দিবার জন্ম এক গণ্ডা, ছই গণ্ডা করিয়া গণে গণে চালারি বোঝাই করিতেছে।

নারা। বরুণ। এই কুঁকড়োগুলো কি হবে ?

বরুণ। কলিকাতার বাজারে উচ্ছে, আলু, তরকারী প্রভৃতির স্থায় বিক্রেয় হইবে। আহা! সাহেববাড়ীর বার্ম্চিরা পৌয়াজ ও রস্থনের পোঁটলার সহিত যথন এই হুর্ভাগা পাথী গুলোর পা ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যায়, দেখিলে চক্ষে জল আইসে। মনে মনে ভাবি "পিতামহ ইহাদিগকে পার্থীনা করিয়া গাছের ফল করেন নাই কেন ?" ব্রহ্মা। থায় কারা ?

বঙ্গণ। সাহেব ও মুদলমানেরা; আর আজ কা'ল প্রায় বার আনা রকম হিলু লোকে।

ব্রহ্মা। মন্তব্য কি পাষও। যে পশু-পক্ষী তাহারা নিজ হস্তে প্রতিপালন করে, যে পশু-পক্ষী তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া নেচে থেলে বেড়ায়, যে পশু-পক্ষী অপর পশু-পক্ষী হইতে ভন্ন পাইলে আত্মরক্ষার জন্ত প্রভূর নিকট ছুটিয়া আইসে, ইহারা এমনি নির্দ্য় ও নির্ভূর যে, সেই পশু-পক্ষীর অর্দ্ধ ছটাক মাংস আহার করিবার জন্ত হত্যা করিতে কাতর হন্ন না।

নারা। পিতামহ। ইহাদের পাপের কি সাজা হইবে ?

ব্রহ্মা। পরজন্মে ঐ মনুধ্যের। কুক্ড়ো হইবে এবং এই কুঁক্ড়োরা মনুষ্য হইর! উহাদিগকে জবাই করিয়া থাইবে।

পাতুয়া

দেবগণ গেটের টিকিট দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন—কতকগুলি ময়রার দোকান। দোকানের এক পার্শ্বেলাঁদি কাঁদি কলা টাঙ্গান এবং স্ত্পাকার ডাব নারিকেল রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে বাসি খাজা, বাসি জিলাপীর উপর মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করিতেছে। মোদক ভায়া উনানে আগুন দিয়া, উব্ হইয়া বসিয়া ফুঁ পাড়িতেছে এবং এক একবার ছই হস্তে ছই চক্ষুর জল মুছিতেছে।

এই সময় কতকগুলা গরুর গাড়ী আদিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীগুলির উপরে ছাপ্পর বাঁধা ও চারিদিক মোটা শতরঞ্চ ছারা আচ্ছাদিত। কোন খানির ভিতরে কচি ছেলে কাঁদিতেছে। কোনখানির ভিতর হইতে কর্ত্তার স্পাত্নকা ঠ্যাং দেখা যাইতেছে; গৃহিণী স্বামীর নিকটে শ্বন্তর, শাশুড়ী ও ননন্দার নিন্দা করিয়া কিরূপ কষ্টে দিন কাটাইয়াছেন—মনের সাধে ব্যক্ত করিতেছেন। কোন থানি হইতে অল্লবয়স্থা বৌগুলি শতরঞ্চ অত্যন্ন উচু করিয়া স্থানটী দর্শন করিতেছেন।

দেবতারা এখান হইতে বাশবনের ভিতর দিয়া পাণ্ড্রার মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সকলে সবিস্মন্তে চাহিতে লাগিলেন ৷ পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এত মুসলমান মন্দির দেখিলাম; কিন্তু এ মন্দিরটী হিন্দু মন্দিরের স্থায় বোধ হুইতেছে কেন ?"

বঙ্গণ। আজে, এই মন্দিরটা প্রায় পাঁচ শত বংসরেরও অধিক হইবে। পাণ্ড্রা পূর্বে হিন্দু রাজার অধিকত ছিল। তাঁহার নাম পাণ্ডু। সেই পাণ্ডু ইইতে বর্ত্তমান পাণ্ড্রা নাম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—ঐ রাজবংশের কোন কলা প্রতাহ গঙ্গাদর্শন করিবার মানসে পিতাকে বলিয়া ইহা নির্দ্ধাণ করাইয়া লন। ইহা প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ। ইহার উপর হইতে ছগলি পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির সম্বন্ধে আবার কতক-শুলি লোক বলে—মুসলমানেরা গক্ষ-কাটা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহার স্মরণ চিহ্নম্বরূপ এই মন্দিরটা নির্দ্ধাণ করাইয়াছে। ফলতঃ এই মন্দিরটার বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। যদি এখানে হিন্দু রাজাদিগের সমরে কোন স্কবি বাস করিতেন, তাহা হইলে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের স্লায় পাণ্ড্রার গোযুদ্ধ লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতেন এবং আমরাও ইহার সবিশেষ বুতান্ত জানিতে পারিতাম।

ব্ৰহ্মা। গোষুদ্ধ কি ?

বৰুণ। ১২৪০ সালে এখানকার রাজসরকারে এক মুন্সী বাস করিতেন। রাজকার্য্য পারস্থভাষার তরজমা করিয়া সম্রাটের নিকট পাঠাইবার জম্ম ইনি মোগল সরকার হইতে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। মুন্সী এক সময় নিজ পুত্রের অন্ধপ্রাশন উপলক্ষে অতি গোপনে একটী গরু কাটেন এবং পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই আশহায় উহার হাড় ও

পাজুরাগুলা একস্থানে পুঁতিয়া রাখেন। হুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সমস্ত হাড় মাংসলোভী শৃগালগণ কর্তৃক মৃত্তিকা হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহা দেখিয়া হিন্দুরা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠে এবং কে এই পাপকার্য্য করিয়াছে তাহার অমুসন্ধান করিতে থাকে। পরিশেষে তাহারা জানিতে পারে— মুন্দী পুত্রের অন্ধপ্রাশন উপলক্ষে এই গঠিত কার্য্য করিয়াছে। তথন नगर्र योरजीय हिन्दू नगर्ख परन परन तांक्रमन्निधारन याहेया कहिन, "मुस्नीत প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হউক, অন্তথা তাহাকে আমাদিগের হস্তে অর্পণ করা হউক।" রাজা ইহাতে দশ্মত না হওয়াতে বিদ্রোহিদল রাজপুত্রকে হত্যা করে। রাজা উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জগু মোগল সর-কারে জানাইলেন, কিন্তু কোন ফল প্রাপ্ত হইলেন না: অগত্যা তাঁহাকে প্রজাদিগের সহিত যোগ দিতে হইল। মুন্সী গোলযোগ দেখিয়া ইতঃপ্রর্কে নগর হইতে প্লায়ন করে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্র্যাটন করিয়া অসংখ্য মুসলমান সংগ্রহ, করিয়া পাণ্ডুয়া নগর আক্রমণ করে। গরুকাটা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে ৬০জন রাজা ও অসংখ্য হিন্দুসেনা হতাহত:হইলে শেষে মুসলমানেরাই জন্মলাভ করিল এবং হিন্দুদিগকে নগর হইতে বহিষ্ণুত করিয়া দিয়া নিজেরাই বাস করিতে লাগিল। তদবধি পাপুয়া হিন্দুরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া মুসলমান-প্রধান স্থান হইয়াছে।

নারা। মন্দিরমধ্যে এক্ষণে আছে কি ?

বরুণ। লোকে বলে—মন্দিরের চূড়ায় মুসলমান সাধু সা-সফির ভ্রমণের-লোহ নির্শ্বিত ছড়ি আছে। মুসলমান বাত্রীরা প্রতি বর্ষে পৌষ মাসে ঐ ছড়ি পূজা করিবার জন্ম দলে আর্সিয়া থাকে। সেই সময়ে এই উপলক্ষে একটা করিয়া মেলা হয়।

ইক্স। মন্দিরের ওদিকে ওটা কি ?

বৰুণ। গৰুকাটা যুদ্ধে মুসলমানদিগের যিনি নেতা ছিলেন, তাঁহারই ক্বর। তিনি যুদ্ধে জন্মলাভ করিয়া কিছু দিন বিশ্রাম স্থ্রখভোগের পর এই স্থানেই মৃত্যু হওরায় ঐ কবরে বিশ্রাম করিতেছেন।

ব্ৰহ্মা। সমুথে এটাকি ?

বরুণ। আজে, ইহা একটা মদ্জিদ। ইহা প্রায় হই শত ফিট লম্বা এবং ইহাতে ৬০টা গমুজ আছে। এই মদ্জিদের প্লাটফরমে সা-সফি সর্বাদা উপবেশন করিতেন।

এখান হইতে দেবগণ পীরপুকুর দেখিতে চলিলেন। যে দিকে যান, কেবল বাঁশবন। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটা প্রাচীনা মুসলমান রমণী ছাগলকে বাঁশপাতা খাওয়াইতেছেন। নিকটে দাঁড়াইয়া একটা বাবু কহিতেছে—"হাঁ গা চাচী, এখানে রাঁধা কুঁকড়োর মাংস বিক্রম হয় ৪"

বৃদ্ধা কহিতেছেন "আমিই মধ্যে মধ্যে বেচি, বেণেদের ছেলে-পিলের ব্যামো হ'লে ঝোল কিনে নিয়ে যায়।"

বাবু। আমি ঝোল থাব না, রাঁধা মাংস থাব। লুচি দিয়ে থেতে সাধ হয়েছে।

বৃদ্ধা। ওমা ! তুমি বল কি ? তা হ'লে হিঁছরা তোমায় ঘরে নেবে কেন ? বাবু। চাচী ! ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না। আর আজকাল কি ওসব বিচার আছে ?

ব্ৰহ্মা। শ্ৰীবিষ্ণু! এ কি ! এদিকে এমন সভ্যভব্য, কুঁক্ড়ো খায় ? বৰুণ, পোঁড়ো থেকে পালাই চল।

বঙ্গণ দেবগণকে লইয়া পীরপুকুরের পাড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন "ইহারই নাম পীরপুকুর। পুষ্করিণীটী প্রায় পাঁচশত বৎসরের হইবে। ইহা চল্লিশ ফিট গভীর। পুষ্করিণীর তীরে দেখুন—একটা এমামবাড়ী এবং গোযুদ্ধের মৃত সেনাপতিদিগের কবর রহিয়াছে। এখানে অনেক মুসলমান সাধুর কবর আছে। এমামবাড়ীটি ফতে থাঁ নামক এক ব্যক্তি ছারা নির্শ্বিত হয়।

নারা। বরুণ। ঐ ফকির ব'দে কি করিতেছে ?

বরুণ। উনি এই পীরপুকুরের রাজা। পুকুরের যাবতীয় জলজন্ত উহাঁর আজ্ঞাকারী। এই জলে একটি কুন্তীর আছে, উনি ডাকিলে ডাঙ্গায় আইসে। উপ এই কথা শুনিয়া ছটিয়া গিয়া কহিল, "ওগো, একবার কুমীর

উপ এই কথা শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া কহিল, "ওগো, একবার কুমীর ডাক না।"

ফকির কহিল, "কিছু খাইতে না দিলে আসিবে কেন ?" উপ তং-শ্রবণে একটা পন্নসা দিল, ফকীর "ফতে খাঁ।" শব্দে ডাকিতে লাগিল, অমনি কুম্ভীরটি ডাঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বরুণ। পিতামহ! আমাদের যেমন গঙ্গাস্থানে মহাপুণ্য, মুসলমান-দিগের তেমনি পীরপুকুরে স্থান করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়; এজন্ত তিথি-নক্ষত্রবিশেষে অনেক মুসলমান যাত্রী এখানে স্থান করিতে আইদে।

উপ। বহুণকাকা! এসনা—আমরা পীরপুকুরে সান করি।

বকুণ। না, না, ও বাশপাতা-পচা জলে স্থান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর হবে।

এই সময়ে দেবগণ দেখেন শ্রামার মা, ক্ষেমার মা, মেস্কার মা বাঝা মেয়েদের সঙ্গে করিয়া দ্রদেশ হইতে সিন্নি ভাসাইতে আসিতেছে। শ্রামার মা কহিতেছে—"আহা! শ্রামার আমার ছেলে হবার জক্স কত কি করিলাম, কৃত কবচ ধারণ, হোম, পূজা করা হ'ল, কিছুতেই কিছু হ'ল না। বড় মাসী ব'ল্লেন 'মা এত ক'র্চো কেন প পেঁড়োর গিয়া সিন্নি ভাসিয়ে এস; যদি ভাসে, নিশ্চর শ্রামার ছেলে হবে।' তাই গুনে ত এলাম, এখন কপালে কি আছে পীরই জানেন।" ক্ষেমীর মা কহিল "আমারগু ঐ জল্পে আসা; এখন বাবা মাণিকপীর যদি আমার ক্ষেমার কোলে একটি রাজা খোকা দেন, আবার এসে ভাল ক'রে সিন্নি দেব। সকলে ব'ল্লে—তারকেশ্বরের মোহস্কের কি একটা ভাল ঔষধ আছে, সেই খানে নিয়ে যাও, নিশ্চর ছেলে হবে। গুনে যাবার উদ্বোগ ক'র্চি, এমন

সময় জামাই যেতে দিলেন না। ব'ল্লেন—মোহস্ত ঘানী টান্তে গিল্পে সে চমৎকার ওমুধটো ভূলে এনেছে।"

উপ। কর্ত্তা জেঠা ! , আবার সেই ফোড়াটা টন্ টন্ ক'র্চে।

পিতামহ "ভন্ন নাই, ভন্ন নাই" "তারকনাথ তোকে ভাল ক'র্বেন" বিলিয়া চারিটী পদ্মসা উপ'র কপালে স্পর্শ করাইয়া গেঁটে রাথিলেন এবং সকলে জ্রীলোকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সিন্নি ভাসান দেখিবার জন্ত পুকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পুষ্বিণীর তারে উপস্থিত হইয়া শ্রামার মা, কেমার মা. মেস্তার মা উব হইয়া "ঢিপ" "ঢিপ" শব্দে পীরকে প্রণাম করিল, এবং পোঁটলা হইতে কলার পাতে বাঁধা দিল্লি বাহির করিল। প্রথমে সামার মা জলে দিল্লি দিলেন। দেবামাত্র একটা মংস্থ আসিয়া পাতা-শুদ্ধ সিন্নি লইয়া জলে ডুব দিল: স্ত্রীলোকেরা সবিশ্বয়ে কহিতে লাগিলেন "পীর ডুবাইয়াছেন—এখন ভাসলে বাঁচি। তাহা হইলে বাছা আমার ছেলে কোলে পাবে।" কিয়ংক্ষণ পরে শুদ্ধ পাতা জলের উপরে উঠিল, কিন্তু নিকটে আসিল না; তথন শ্রামার মা হতাশ্বাস হইয়া মরাকান্না আরম্ভ করিলেন। মেস্তার মা এবার সিন্ধি ভাসাইলেন; তাঁহার সিন্ধি ডুবিল। কিন্তু যে মৎস্থাটী মুখে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখ হইতে অপর্ব একটী মংস্ত কাড়িয়া লইবার উদেযাগ করাতে কতক পাটালী জলে পড়িল এবং অতাল্ল সিল্লিসহ মংস্রুটী পাতা মুখে করিয়া তীরের দিকে আদিল; মেস্তার মা অমনি "ঐ ভেদেছে" "ক্র ভেসেছে" বলিয়া লাফাইয়া জলে পভায় মংশুটী সিয়ির পাতা ফেলিয়া পলাইল। মেস্কার মা সিন্ধি হাতে পাইন্ধা সহর্ষে উলু দিতে দিতে তীরে উঠিলেন। ক্ষেমার মারও ঠিক ঐ দশা ঘটিল। তথন উভয়ে জাঁকাইয়া উলু দিতে লাগিলেন। স্থামার মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "পোড়া-কপালে পীরের আমি যে কি ক'রেছি, ব'লতে পারিনি। সকলের সিন্ধি ফেরত দিলে. কেবল আমার দিলে না । গোলার যান, গোলার যান।"

দেবগণ এই সমস্ত দেখিয়া হাস্ত করিতে করিতে নগরের উত্তর দিকে একটী বৃহদাকার পৃষ্কবিশীর তীরে উপস্থিত হইয়া সবিম্ময়ে চাহিতে লাগিলেন এবং পিতামহ কহিলেন "বরুণ! এ পৃষ্কবিণীটি কি ?"

বক্ষণ। এই পুশ্বরিণীটী প্রায় ১৩২ হাত বিস্তৃত। গোর্দ্বের পূর্বের পাঞ্মার হিল্পিগের মনে বিশ্বাস ছিল—স্কুদ্বে কাহারও প্রাণত্যাগ হইলে ইহার পবিত্র জলে প্রাণদান করিতে পারে। অতএব এই পবিত্র সরোবরটী পাঞ্মায় থাকিতে কেহ নগর আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবেনা। কিন্তু গোর্দ্বে যে সমস্ত সৈম্ভ হত হইয়াছিল, তাহারা প্রাণ পাইল না দেখিয়া কহিল "নিঃসন্দেহ মুসলমানেরা ইহার পবিত্র জলে গোমাংস নিক্ষেপ করিয়া অপবিত্র করিয়া দিয়াছে!"

ব্ৰহ্ম। গোযুদ্ধ হয় কোথায় ?

বরুণ। আজ্ঞে, ঠিক ষ্টেশনের সন্নিকস্থ ময়দানে। রেলওয়ে রাস্তা ও ষ্টেশন নির্মাণ সময়ে বিস্তর ক্বর ভগ্ন হওরাতে অনেক মড়ার মাথার খুলি, হাড়, পাঁজর বাহির হইয়াছিল।

দেবগণ আবার একদৃষ্টিতে পবিত্র পুক্ষরিণীটীর দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন—উহার পাড় প্রকাণ্ড উচ্চ। কোন পাড়ে একটী ভাঙ্গা ঘাট পতিত থাকিয়া ইহার পূর্ব্বের সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। কোন পাড়ে বছকালের একটী সামান্ত গৃহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জলে অসংখ্য পদ্মকূল, লালফুল ও মধ্যে মধ্যে পানীফলের গাছ সকল বিরাজ করিতেছে। জলের ধারে কর্দ্দমের উপর দিয়া বকেরা নিঃশব্দে পদ নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মংস্ত ও কীট পতঙ্গ যাহা সন্মুখে পাইতেছে ধরিয়া ধরিয়া থাইতেছে। তীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বর্থ ও বট বৃক্ষের উপর মাচরাঙ্গা, শিক্রে ও অন্তান্ত পক্ষী সকল বিসন্না একদৃষ্টিতে জলের প্রতি চাহিতেছে এবং সমন্তে সমন্তে নক্ষত্রবেগে উড়িয়া আলিয়া জলে ডুব দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মংস্ত মুখে করিয়া লইয়া গিয়া আহার করিতেছে। তীরে অসংখ্য গঙ্গ চরিতেছে। মুসলমান

রাখালেরা বৃক্ষতলে বদিয়া জংলা স্থরে এবং আড়খেমটা তালে গান করিতেছে— .

কাটা পীর কি ফ্যারে ফেলালে আরু মোরে।
ও মুই পুকুর পাড়ে হেরিয়ে এলুম মামুরে ॥
কেন্তে টোকা দিয়ে মোর হাতে, কোল্কি আর পাচুনি লিয়ে,
মামু ঢোক্লো কোন্ পথে; ও মুই ঠেউরে কিছু ট্যার পেলুম না,
মামু ডোব্লা বুঝি পোকুরে ॥

দেবগণ গান শুনিতে শুনিতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে ইক্স কহিলেন "পেঁড়োয় কি পূর্ব্বে নদী ছিল ?" সম্মুখে শুষ্ক নদীয় মত কি দেখা যাইতেছে ?"

বরণ। ১২০০ সালে পাঙ্রা যথন রাজকীয় স্থান ছিল, তথন নগরের চতুর্দিকে প্রায় পাঁচ মাইল বিস্তৃত অত্যুক্ত প্রাচীর এবং প্রাচীরের সংলগ্ন স্থগভীর পরিথা ছিল। সেই পরিথার বর্তমান চিহ্ন দেখিয়াই তুমি নদী ভাবিতেছ।

উপ। বরুণ-কাকা। দেখা যাচ্চে—ওটা কি?

বরুণ। দেবরাজ ! সম্মুখে একটা বৃহদাকার কবর দেখ। ঐ কবরে অনেকগুলি মুদলমান চিরনিদ্রা-স্থুখ অমুভব করিতেছেন। পিতামহ ! এক্ষণে চলুন, মগরার টিকিট লইয়া ত্রিবেণী যাই। ত্রিবেণী বঙ্গদেশের মধ্যে একটা মহাতীর্থস্থান। কারণ, প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্থতী একত্র হন এবং ত্রিবেণীতে আসিয়া উহারা তিন দিকে পৃথক্ হইয়া যান। এই নিমিন্ত ত্রিবেণীর অপর নাম মুক্তবেণী এবং এই কারণেই ত্রিবেণী মহাতীর্থ।

ব্রহ্মা। বরুণ ! ত্রিবেণীতে যাইলে ত গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে ? তুমি স্থামাকে ত্রিবেণীতেই লইরা চল।

এই কথার সন্মত হইরা সকলে ষ্টেশনের অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "এই পল্লীগ্রামে প্রায় তিন হাজার লোকের বাস। ভন্মধ্যে তিন ভাগ মুসলমান—একডাগ হিন্দু। পুর্বে এখানে বোছেটে ডাকাইতের অত্যন্ধ প্রাহ্রভাব ছিল। এক্ষণে ব্রিটশ স্থশাসনে ডাকাইত ও চোরের আর কোন ভর নাই। পাঞুয়ার বিভাশিক্ষার বিশেষ চর্চা নাই। অধিবাদীদের মধ্যে আয়মাদারেরাই সক্ষতিপন্ন। তাহাদের দৌরাজ্যে পূর্বে এখানে ঢাক বাঞাইরা হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। পূজা করিলে উহারা দলে দলে আসিয়া প্রতিমা ভার্মিয়া দিত। এক্ষণে এখানকার পোদ্ধারেরা অর্থবলে গ্রন্থমেন্টে দর্থান্ত ও মকদ্দমা মামলা করিয়া হুর্গাপূজা করিতেছে এবং বংসর বংসর হুই চারি থানি করিয়া প্রতিমার সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে নারিকেল বৃক্ষ অধিক; অপর্য্যাপ্ত নারিকেল জন্মিয়া থাকে।" তাঁহারা প্রেশনের সন্ধিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন, টিকিট দিবার বিলম্ব আছে। প্রেশনের ছই একটী ছোটখাট দেবতা একটী গৃহে বিসয়া তবলা বাজাইয়া ঝিঁঝিট থাম্বাজ রাগিণী ও মধ্যমান তালে গান ধরিয়াছেন—

"এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না।

এ চিত নিশ্চিত ছিল পীরিতে বিচেছদ হবে না॥
তেবেছিলাম নিরস্তর, হয়ে রব একাস্তর,
যদি হয় প্রাণাস্তর, মনাস্তর তায় হবে না॥
গানটী নারায়ণের বড় মিষ্ট লাগিল। তিনি কহিলেন "বরুণ!
গানের বাধনদার কে ?"

বরুণ। এই গান যিনি রচনা করেন, তাঁহার নাম রামনিধি শুপু।
আনেকে ইহাঁকে নিধু বাবু বলিয়াই জানে। পাঞুয়ার সন্নিকটস্থ চাঁপ্তা
নামক গ্রামে নিধু বাব্র পৈতৃক বাস; ইনি সর্বাদাই কলিকাতা কুমারটুলিতে
বাস করিতেন। ইহাঁরা জাতিতে বৈস্থা নিধু বাবুর আদিরস্থটিত গীতশুলি বড় রসাল ও স্থভাব-পরিপূর্ণ। ঐ সমস্ত গীত নিধু বাবুর উপা নামে
বঙ্গদেশে বড় বিখ্যাত। ইনি "সঙ্গীত-রত্মাকর" নামক একথানি গ্রন্থে এই
সমস্ত গীত প্রচার করিয়াছেন।

নারায়ণের আরো ছই একটা গান শুনিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এই সময় টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়ায় দেবগণ তাড়াতাড়ি যাইয়া টিকিট ধরিদ করিলেন। ওদিকে ট্রেণও আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া দেখেন—কালাস্তক যম পাঞুয়ায় নামিলেন এবং দেবগণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের কামরার নিকট আসিয়া পিতামহকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "বর্জমানে কাজ শেষ করিয়া পাঞুয়া দেখিতে আসিলাম। সেখানে আপাততঃ আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা (হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজ) রহিলেন। তাঁহাদের দারাই বাকা কাজ শেষ হইবে। আমি অন্ত রাত্রে পাঞুয়া দেখিয়া কল্য প্রভূবে কলিকাতায় যাইবার মানস করিয়াছি। তথায় আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা। কলিকাতায় যাইবার আমার অক্ত কোন কারণ নাই। কেবল আসিবার সময় কালিন্দী কয়েকটা বাঁধাকপি, কতকগুলো কমলা লেবু এবং ছেলেদের গাত্রে দিবার জক্ত কয়েকথানি রেফার থরিদ করিয়া লাঁইয়া যাইতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে. সেই জক্তই যাওয়া।"

ব্রহ্মা। যম! তুমি গ্রাম ও নগরগুলি ধ্বংস করিয়া কি ভাল কাজ করিতেছ ? অকালে সব জীবহত্যা করা কি তোমার উচিত হইতেছে ?

যম। আজে, আমি ত স্থাইচছায় জীবহত্যা করিতেছি না। তাহাদের ছংখ দেখিরা ছংখ দূর করিতেই অগ্রসর হইয়াছি। আমি দেখিতে পাই, লোকে আর পেট পূরে ছগ্ধ পান করিতে পায় না, ছই সন্ধ্যা ভৃপ্তির সহিত অয় আহার করিতে পায় না, ভাল বস্ত্রাদি পরিধান করিতে পায় না, হাতে পয়সা নাই অথচ দেশালায়ের কাঠিটী পর্যাস্ত কিনে সংসারধর্ম করিতে হয়। সেই সমস্ত কপ্ট দূর ক'রবার জন্ম চালান দিতেছি। যাহারা আমার আলয়ে যাইবার জন্ম হস্ত ভূলিয়া ডাকিতেছে, যাহারা আমার নিকট যাইবার ইচ্ছায় জ্বর হইবামাত্র বিলাতী ঔবধ ধাইয়া পেটে প্লীহা ও যক্কৎ করিতেছে, যাহারা সমস্ত দিন কোন পরিশ্রম না করিয়া "আমি কথন্ ডাকিব" কেবল তাই

ভাবে, তাহাদিগকেই আমি গ্রহণ করি। ঠাকুরদা! যে ছঃখভোগ করিতেছে, তাহার ছঃখ যদি না দ্ব করি,—যে শোকে তাপে কাঁদে, তাহার কালা যদি না থামাই,—বে কুধা তৃষ্ণায় কাতর, তাহার থাওয়া পরা যদি না ঘুচাই, আমার যে ধর্ম নামে অধর্ম হবে!

নারা। পাণ্ডুয়ায় এলে কেন?

যম। ভাই! আমার অনেক দিন পর্যাস্ত ইচ্ছা আছে—পীরকে এক রাত্রি অন্ধকারে রাখ্বো।

পৌ শব্দে ট্রেণ ছাড়িল এবং কিছু দূরে যাইলে বিপরীত দিক্ হইতে একথানি ট্রেণ আদিল। উভয় ট্রেণ নক্ষত্রবেগে সাঁৎ সাঁৎ শব্দে বিহ্যাতের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া হুপাহুপ্ শব্দে ছুটিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। ঐ গাড়ীখানা এ থানার কাছে এলে আমার বড় ভর হইয়াছিল। এই সময় আকাশে সোঁ। সোঁ শব্দে মেঘ আসিয়া দেখা দিল। "ছড়মুড়" শব্দে মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল'এবং চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া "রূপ ঝাপ" শব্দে মুবলধারে রৃষ্টি আঁরস্ত হইল। ট্রেণও জলে ভিজিতে ভিজিতে খন্তেল প্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রেননী দেখিলে বোধ হয়—যেন প্রাশ্তর মধ্যে একটী শিবমন্দির; কিন্তু রেলওয়ের স্থব্যবস্থায় ইহার মধ্যে যাহা চাও তাহাই পাইবে। গৃহের এক প্রাশ্তে টেলিগ্রাফ চলিতেছে। এক প্রাশ্তেটিকিট বিক্রয় হইতেছে এবং একজন চাপরাশীও "খল্পেন" "থল্পেন" বলিয়া চীৎকার করিতে ছাড়িতেছে না। টেল থামিবামাত্র ষ্টেশনমান্তার ভিজেবিড়ালের মত গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভিজিতে ভিজিতে গার্ডের নিকট আসিলেন।

ব্ৰহ্মা। বৰুণ! বড় চমৎকার কলই ক'রেছে, বড় বৃষ্টি—কিছুতেই থেমে থাকে না। যাহা হউক, যত পথ এলাম, প্রত্যেক ষ্টেশনেই কি রাত্রে, কি দিনে, কি সন্ধ্যায়, কি প্রাতঃকালে, কি ঝড়, কি বৃষ্টি, সকল সমন্ত্রেই দেখিলাম টুপিতে ইংরাজী লেখা এক এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া "ঘন্টা মার" না বলিলে গাড়ী চলিতেছে না। ভাল বরুণ! উহারা কে? আমি দেখিতেছি, উহাদের মত হুর্ভাগ্য জীব জগতে আর নাই। অতএব কি পাপে উহারা এরূপ কর্ম ভোগ করিতেছে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বন্ধণ। পিতামহের শ্বরণ থাকিতে পারে—এক সময় ভগবান্ অনস্তদেব বামনন্ধপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলি রাজাকে সত্যেবদ্ধ করিয়া একটা পশুত এবং একশত আটটা মূর্থের স্বষ্টি করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন "রাজন্! যদি শ্বর্গ কামনা কর, এই একশত আট মূর্থকে সঙ্গে লইরা যাইতে পার; আর যদি পাতাল কামনা কর, এই পশুতটিকে সঙ্গে লইতে পার।" বলি তৎশ্রবণে কহিলেন, "ভগবন্! এক আধটা মূর্থ হইলেও আমি সঙ্গে লইয়া স্বর্গে যাইতাম না, অতএব একশত মূর্থের সহিত আমি কি প্রকারে স্বর্গে বাস করিব? আপনি আমাকে ঐ পশুতটী প্রদান কন্ধন, পাতালেই প্রবেশ করি।" বামন তৎশ্রবণে পশুতটী প্রদান করিলে বলি রাজা পাতালে প্রবেশ করিলেন। বলি পাতালপ্রবেশ করিলে ঐ একশত আট মূর্থ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "প্রভা! আমাদিগকে স্পৃষ্টি করিলেন, এক্ষণে আমরা কি কাজ করিব আজ্ঞা কন্ধন।" তৎশ্রবণে নারান্ধণ কহিলেন, "কলির মধ্যসমন্ধে যথন ইংরাজরাজ ভাগীরথীর চতুঃসীমা বন্ধন করিয়া রেলওয়ে ট্রেণ চালাইবেন, সেই সমন্ধে তোমরা স্টেশন মান্তার হুইয়া প্রত্যেক স্টেশনে বিরাজ করিবে।"

আবার টেণ ছপাছপ্ শব্দে ছুটিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে মগরা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথনও বৃষ্টি না থামাতে দেবতারা একটা দোকানঘরে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "মগরার লাইনির্মিত পোলটী বড় স্থানর। এই পোলটী কৃষ্টী নদীর উপর অবস্থিত। ঐ নদী মগরার কিছু দূরে যাইয়া নারিচ নিত্যানন্দপুর নামক গ্রামের নিকট দিয়া বেছলা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পরে উভয়্প নদী নসরায়ের নিকট দিয়া গলায় গিয়া পড়িয়াছে। একশত ঘৎসর পূর্বেম মগরার থালে

বিলক্ষণ স্রোত ছিল। এক্ষণে বালি পড়িয়া বুজিয়া গিয়াছে। মগরার বালি বড় বিধ্যাত। কলিকাতা এবং অস্তান্ত স্থানের ধনী লোকেরা অট্যালিকাদি নির্মাণ-সময়ে এই বালিই সচরাচর লইয়া থাকেন। পূর্বে এখানে অত্যস্ত ডাকাইতের উপদ্রব ছিল।"

এই সমন্ন বৃষ্টি থামিল। আবার রৌদ্র পূর্ব্বাপেক্ষা প্রথর তেজে দেখা দিল। দেবগণ স্ব স্ব ব্যাগ হস্তে লইন্না ত্রিবেণী-অভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা কিছু দ্রে যাইন্না দেখেন—প্রাস্তরমধ্যে এক কালীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। বঙ্গুণ কহিলেন, "পিতামহ। এই কালীর নাম ডাকাতে কালী।":

ব্ৰহ্মা। ডাকাতে কালী কি ?

বঙ্গণ। আজে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে যাইবার সমন্ত্র রজনীতে এই কালীকে পূজা করিয়া থাকে বলিয়া ইহাঁর ডাকাতে কালী নাম হইয়াছে।

দেবগণ এখান হইতে বৃহৎ বৃহৎ ঝাউগাছ ও পথের উভন্ন পার্শ্বে উত্তম উত্তম বাঁধান পুন্ধরিণী ও ফল ফুলের বাগান দেখিতে দেখিতে ত্রিবেণীর বাজারের মধ্য দিয়া মজুমদারদের বাঁধা ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সকলে ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—গঙ্গা ঘাট হইতে দূরে গিয়াছেন।

ত্রিবেণী

দেবগণ ব্যাগ হস্তে বালি ভাঙ্গিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। পিতামহ গঙ্গাদর্শন-লালসায় যত জ্রুতপদে গমন করেন, ততই তাঁহার চটি জুতার মধ্যে
বালি প্রবেশ করিয়া পদে পদে গমনের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়।

তাঁহারা অতি কটে জলের নিকট উপস্থিত হইলে পিতামই ব্যাগ কেলিয়া হস্তে যজ্ঞোপনীত সংযোগপূর্বক গঙ্গার স্তব আরম্ভ করিলেন :— "মা! এসো মা! একটীবার দেখা দেও মা! আমি সমস্ত পথ তোমাকে কত ডাক্চি, কত কাঁদ্চি, কেন দেখা দিচ্চ না মা ? একটীবার এস, একটীবার দেখা দেও, দেখে চকু সার্থক করি। জননি! বে ব্যক্তিতোমাকে কি প্রাতে, কি সন্ধার "গলা" এই বলিয়া ডাকে, তাহার সমস্ত পাপ মুক্ত হয়। ত্রিবেণীর লোকে তোমাকে কি আর ভক্তিভাবে ডাকে না ? তাই অভিমানে ঘাট পরিত্যাগ করিয়া দ্রে এসেছ ? দেবি! তুমি সর্বলোকের জননীস্বরপা। যে তোমাকে নিকটে পাইয়া স্নানাদি নাকরে, তাহার মুখ দেখিলে পাপ হয়। মা! পাপীর মুখ দেখে আমার পাপ হওয়াতে কি তুমি আমাকে দেখা দিতেছ না ? যদি পাপ হইয়া খাকে, তোমার জলে অবগাহন করিয়া সকল পাপ বিসর্জন দিতেছি, একটীবার দেখা দেও। আহা! আমার মামুষেরা কি নির্বোধ! নচেৎ মর্ত্যে এমন স্বর্জের দার থাকিতে নরকে যাইবে কেন ? তারা জানে না যে, ভক্তিভাবে গলাজল স্পর্শ করিলে নরহত্যা-পাপে মুক্ত হওয়া যায়। তারা জানে না যে, গলালানে অখনেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তারা জানে না যে, মৃত্যুকালে সর্বপ পরিমাণ গলাজল স্পর্শ করাইলে পরম পদ লাভ হইয়া খাকে। মা! আমার দেখা দেও। আমি যে তোমার জন্ম তোমায় দেখিবার জন্ম সংসারধর্ম ফেলে ক্ষিপ্তের স্থায় মর্ত্যে এসেছি মা!"

বরুণ। আপনি কি সত্য সত্যই উন্মত্ত হ'লেন ?

ব্ৰহ্মা। কি ক'র্তে বল ?

বরুণ। আর ছই এক দিন স্থির হয়ে থাকুন, কলিকাতার যাইয়া দেখা করিয়ে দেব।

দেবগণ স্নান করিয়া পুনরায় বাঁধা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলে ইক্স কহিলেন, "এ সব ঘাট কাহার কৃত ?"

বঙ্গণ। এই চাদনী-সংযুক্ত ঘাটটী ত্রিবেণীর হরিমোহন মজুমদার নামক এক ব্যক্তির। ওদিকে ঐ চাদনী-বিহীন ঘাটটী মুকুল দেবের ক্বত।

্ ইন্দ্র। মুকুন্দ দেব কে ?

বঙ্গণ। ইনি উড়িষ্মার শেষ হিন্দু রাজা। ১৫৫০ সালে ইনি উড়িষ্মার

সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিন্দু দেব দেবীর উপর ইহাঁর বিশেষ ভক্তি থাকাতে ত্রিবেণীতে একটা বাঁধা ঘাট ও একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উড়েরা এই মুকুন্দ দেবের নাম উল্লেখ করিয়া অত্যাপি মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকে—আমাদের রাজ্য এক সময় বাঙ্গালা দেশ পর্যাস্ক বিস্তৃত ছিল।

নারা। মুকুন্দদেবকৃত বছকালের ঘাটটা অম্বাপি এমন আছে ?

বরুণ। মধ্যে ভাস্তাড়ার ছকুলাল সিংহ নামক এক জমিদার উহার মেরামত করিয়া দিয়াছেন। বেস্থলা সতী চম্পাইনগর হইতে কদলী-ভেলায় মৃত পতি সহ ভাসিতে ভাসিতে এই ত্রিবেণীতে আসেন এবং নেতো ধোপানীর গৃহে আশ্রয় লন।

 নারা। ত্রিবেণীতে অনেক ভদ্রলোক থাকিতে বেছুলা, ধোপার বাড়ীতে আশ্রয় লন কেন ?

বঙ্গণ। বেছলা ভেলার উপর বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দেখিলেন—ধোপানী যথন কাপড় কাচে, তাহার পঞ্চমবর্ষীয় পুল্ল অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছিল। অসস্থ হওয়ায় ধোপানী পুল্লকে এক চপেটাবাতে হত্যা করিয়া এক স্থানে বন্ধাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করাইয়া রাথে এবং কাপড় কাচা শেষ হইলে আবার জীবন দান করিয়া ক্রোড়ে লইয়া বাটী যায়। বেছলা, ধোপানীর অমাস্থ্যকি ক্ষমতা দেখিয়া উপকার লাভের আশায় উহার গৃহে আশ্রয় লন। ঐ মুকুলদেবের ঘাটের কিঞ্ছিৎ উত্তরে অর্থাৎ ত্রিবেণী ও বান্ধাপাড়া নামক স্থানের মধ্যে একথানি প্রস্তর আছে। উহাকে নেতো ধোপানীর পাট কহে।

এই সময় দেবগণ শুনিলেন—অতি ক্ষীণকণ্ঠে একটা স্ত্ৰীণোক বলিতেছে—

"ওঁরে দঁই খাঁব না, আঁর দিস্নে, বঁড় দাঁত ট'কে গেঁছে।" দেবগণ চেয়ে দেখেন একটি গৃহে এক বৃদ্ধাকে গঙ্গাযাত্রার জন্ম আনিয়াছে। প্রাচীনার ক্যালমাত্র অবশিষ্ঠ। কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। অতি কষ্টে শ্বই একটি কথা বাহির হইতেছে। শীতকাল—কিন্তু তাহাকে অতি প্রত্যুবে তৈল হরিদ্রা মাধাইয়া স্নান করান হইয়াছে। ডাবের জল, দধি, মর্জ্যমান রম্ভা এবং চিনির জল ঘন ঘন থাওয়ান হইতেছে। টক দই থেয়ে থেয়ে রোগীর দাঁত টকিয়া যাওয়ায় কহিতেছে—ওঁরে আঁর দই দিস্নে, বঁড় দাঁত টকে গিয়েছে। "থাবে বৈ কি" বলিয়া তথাপি তাহার মুথে দধি প্রধান করা হইতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ। ওরা রোগীটাকে নিয়ে কি ক'র্চে ?

বরুণ। আজ্ঞে, পাট ক'র্চে।

ব্রনা। পাট করা কি ?

বঙ্গণ। ত্রিবেণীতে অনেক দ্রদেশ হইতে মড়া আসিয়া থাকে।
তল্মধ্যে অনেকগুলি বাসি মড়া। মৃতকল্প লোকগুলির মধ্যে সময়ে সময়ে
এমনও হয় যে, ছই একটি আবোগ্য হইয়াও উঠে। কিন্তু ভাল হইলে কষ্ট
করিয়া আনা বিফল হইল; বিশেষতঃ বঙ্গবাসীদিগের মনে এই বিশাস আছে
—গঙ্গাযাত্রা করা লোক বাড়ীতে ফিরিলে বিশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। অতএব এক যাত্রায় যমালয়ে পাঠানই উচিত। এজন্ত দিধি, কলা, ডাবের জল
ইত্যাদি খাওয়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র চালান দিবার চেষ্টা করাকে পাট করা বলে।

বন্ধা। "উঃ! কি নিষ্ঠুর! কি পাষগু! যথন মৃত্যুকালে রোগীর মুখে বিলুমাত্র গঙ্গা জল দিলে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়, তথন তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রা করাইবার আবশুকতা কি ? আর এই প্রকারে হত্যাসাধন করা কি মহয়ের উচিত ?" দেবগণ এখান হইতে বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখেন—লোকে লোকারণ্য। দূরে "বাঁ কুড়ু, কুড়ু, কুড়ু, কুড়ু, বুড়ু বাঁ" শব্দে নহবৎ বাজিতেছে। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এখানে কি হইতেছে ?"

বৰুণ। আজে, ব্ৰহ্মাপূজা হইতেছে।

পিতামহ হাস্ত করিয়া কহিলেন "আমার উপর লোকের যে এত ভক্তি ?" বঙ্গণ। আজে, আপনি অগ্নির দেবতা। আপনি অসম্ভূট হইলে পাছে দোকানবরে আগুন লাগিয়া সর্বস্থি পুড়ে যায়, এজমু আপনাকে সম্ভূট করি-বার নিমিত্ত অনেক গঞ্জ এবং বাজারে বর্ষে বর্ষে আপনার মৃত্তিপুজা হইয়া থাকে।

দেবগণ পৃঞ্জান্থানে যাইয়া দেখেন—একথানি চালা ঘরে দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। চালার সম্মুথে এক প্রকাণ্ড আটচালা! আটচালাথানি ঝাড়, লঠন, দেয়ালগিরি ও আয়নায় স্থাণেভিত। মৃত্তিকার সিংহাসনের উপর হংসোপরি ব্রহ্মা চারিমুথে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার এক পার্ষে নারায়ণ, অপর পার্ষে মহাদেব বিসয়া আছেন! চালে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি অনেক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রতিমূর্ত্তি তিনটীকে এবং চালথানিকে অনেক টাকার রাং দিয়া স্থাজ্জত করা হইয়াছে। দেবগণ ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, ঠাকুরদার আমাদের মরিবার বয়স, এক্ষণে হাতে বাজু তাবিজ দিয়াছে কেন

এই সময়ে কেব্লা ছলৈ ও নিধিরাম ঘোষ প্রভৃতি পাস্তা থেয়ে দলে দলে ঠাকুর দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহাদের পরিধানে ময়লা কাপড়। ধোপ চাদর কোমরে বাঁধা। গলে কাঠের মালা, হস্তে বাঁশের লাঠি; স্বন্ধে ছেলে। সকলেই প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া স্কন্ধ হইতে ছেলে নামাইয়া "মা বেম্মা, অয়ি ভয় থেডে রক্ষে ক'রো" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল।

উপ। কর্ত্তা জেঠা। তোমাকে মা ব'ল্চে ? ওদের পুরুষ স্ত্রী জ্ঞান নেই।

বৰুণ। উহারা বলে—যিনি প্রসব করেন, তিনিই মা। অতএব ব্রহ্মা যথন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্ষষ্টিকর্তা, তথন তিনিই মা।

এই সময় পুরোহিত পূজা করিতে আসিলেন। তাঁহার মস্তকের চুল ফেরান। পরিধানে কালাপেড়ে ধুতী। গলে একগোছা ধোপ দেওয়া যজ্ঞোপবীত—মালাকারে রক্ষিত, পায়ে বুট জুতা। হস্তে একথানি পুশাপাত্তে কতকণ্ঠলি পুশা, এবং অর্ঘ্য করিবার জন্ম যংসামান্ত আতপতপুল রহিয়াছে। তিনি উপস্থিত হইয়াই "রামধন!"—"রামধন!" শব্দে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রবণমাত্র বাজারের কর্ত্তা দোকানদার এবং বারইয়ারির হেড পাঞা রামধন কুণ্ডু আসিয়া উপস্থিত হইল।

পুরো। পূজার নৈবেছাদি কই ?

রাম। আজ্ঞে, যাত্রার দল আস্বে না শুনে সকলেই হতাশ হ'রে প'ড়েছে; কে আর নৈবেদ্য ক'রে দেয়! আপনি ঐ অর্ঘ্যের চালগুলি ভাগ ক'রে গঙ্গাজল ও পুষ্প দিয়ে পুজা শেষ করুন। প্রতিমা বিসর্জ্জন হ'লে দৈনিক এক সিকার হিসাবে যাহা পাওনা হয়, দেওয়া যাবে।

পুরো। উত্তম মতলব ক'রেছ।

পিতামহ পূজার ভাবভক্তি ও বরাদ্দ শুনিরা "পাজি বেটা।"—বিলিয়া চড় তুলিরা মারেন আর কি! অমনি বঙ্গুণ গা টিপিয়া নিষেধ করাতে চাপিরা গেলেন।

পুরো। যাত্রার কি হ'ল ?

রাম। তারা চিঠি লিথেছে—এথানে গাইতে পার্বে না। আজ লোক পাঠিয়ে ব'লে দিইচি—যে দল পার, তাই যেন নিয়ে আসে।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া একটি দোকানঘরে বাসা করিলেন।
বরুণ রন্ধন চাপাইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! আজ কাল মর্স্ত্যের
সর্ব্বত্রেই কি এইরূপ ভাবের পূজা ও পূজার এইরূপ বরাদ ?"

বরুণ। আজে, প্রায় সর্বত্তই এইরূপ। তবে স্থলবিশেষে অন্তর্রূপ দেখা যায়। কেহ কেহ ছই তিন খানি নৈবেছ এবং একথানি কুঁচা নৈবেছ ও ছই একটা জ্বোড় দিয়াও পূজা করিয়া থাকে।

हेला। कुँठा नित्वण कि ?

বঙ্কণ। একথানি পাত্রে অর্জপোয়া আন্দান্ত চাউল বাহান্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে আধ্যানি কলা ও একথানি বাতাসা বাহান্ন থণ্ডে কুঁচাইয়া দেয়। উহাকেই কুঁচা নৈবেগ কহে। ঐ নৈবেগ — চালে অঙ্কিড ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতিকে খাইবার জন্ম দেওয়া হয়।

ইন্দ্র। আমরা কি পেট ধ্য়ে ব'সে আছি ? এই মর্ক্তো এসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে থাচিচ—তথাপি কি কোনও দিন কাহারও দ্বারম্ভ হইয়াছি ?

নারা। বরুণ ! পূজার হই একটা জোড় দের বংলে। জোড় কি ?

বরুণ। যে মূর্ত্তির পূজা করা হয় তাঁহার পরিধানের জন্ম এক জোড়া বস্ত্র দেয়। ঐ বস্ত্রের জোড়াটী লম্বায় এক হাত, বহরে আধ হাত। মধ্যে ছিলা দিয়া হই থানার চিহ্ন দেখান হইয়াছে বলিয়া জোড় কহে। ঐ জোড় শিবের ভাগ্যেই বেশী পড়ে।

নারা। জানে—উনি ভোলা মহেশ্বর, উলঙ্গ হইয়াই থাকেন, পরিবেন না। লোকে দেখ্চি আজ কাল দেব দেবীর পূজা করে কেবল রঙ্গ করিবার জন্ম।

উপ। কর্তা জেঠা । আশীর্বাদ কর—যে অমন পূজা ক'র্বে দে যেন নির্বাংশ হয়।

দেবগণ আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দরফাগাজি দেখিতে চলিলেন। তাঁহারা একটা পোলের উপর উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই পোলের নিম্ন দিয়া সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। চেয়ে দেখুন — যমুনাও পরপারে গঙ্গার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে যাইতেছেন।"

বন্ধা। আহা! মা আমার এই স্থানে একা প'ড়ে!

ক্রমে সকলে দরফাগাজিতে উপস্থিত হইয়া.দেখেন—একটা প্রস্তরনির্মিত ছাদবিহীন বাড়ী রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন, "ঠাকুর দা! প্রাচীরে গাজির কুড়ূল দেখুন। এই কুড়ূল নড়ে চড়ে, খসে না।"

"নড়ে চড়ে থসে না।" বণিয়া, নারায়ণ হাস্ত করিতে করিতে কত টানাটানি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই খুলিতে সমর্থ হইলেন না। দেবরাজ প্রভৃতি সকলেই এক একবার চেষ্টা করিরা দেখিলেন; সর্বশেষে উপও অনেক টানাটানি করিল।

ইন্দ্র। বরুণ। দরফা গাব্দি কি ?

বঙ্গণ। দরাফ খাঁ নামক এক মুসলমান গঙ্গাবাসী হইয়া এই স্থানে গঙ্গার আরাধনা করেন। তাঁহারই নাম অফুসারে স্থানটীকে দরফাগাজি কহে।

ব্ৰহ্মা। বন্ধণ। দরাফ খাঁ মুসলমান হইয়া কি জন্ম গঙ্গাবাসী হইলেন প বরুণ। কথিত আছে--দরাফ খাঁ একজন ধনাচ্য মুসলমান ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর স্থানাস্তর হইতে যখন তিনি নিমন্ত্রণ খাইয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে অকস্মাৎ অত্যম্ভ বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। তাঁহার সঙ্গিগণ জাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল—তিনি কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। স্থতরাং বুষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্ম অগত্যা পথিপার্শ্বস্থ শ্মশানভূমির সন্নিকটে একটী বটবুক্ষের তলে তিনি আশ্রম লইলেন এবং বুক্ষোপরিস্থ ভূত ও প্রেতিনীর কথোপকথন শুনিতে लाशिलन। প্রেতিনী কহিতেছে, "ভাই! আমার কি বিবাহ হইবে না, চিরদিনই অবিবাহিত থাকিব ?" ভূত কহিতেছে "দিদি। অমুক গ্রামে দরাফ খাঁর ভূতাকে আগামী কলা সেই বাড়ীর ব্ধিয়া গাই শঙ্গাঘাতে হতা। করিবে, সে মরিয়া ভূত হইবে। সেই ভূতের সহিত তোমার বিবাহ দিব। দরাফ্থা এই কথা শুনিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। প্রাতে উঠিয়া ভূতাকে একটী গৃহমধ্যে বন্ধ করিয়া দ্বারে তালা লাগাইয়া কার্য্যবশত: স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তিনি চাবিটী ফেলিয়া গেলেন ও তৎপত্নী তাহা কুড়াইয়া রাখিলেন। এদিকে বুধিয়া দড়া ছি'ড়িয়া অত্যস্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। সে বাহার্কে দেখে. "ফোঁস" "ফোঁস" শব্দে ছটিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে সাগিল। এক একবার নক্ষত্রবেগে বাটীর বাহির হইরা গদাতীরে খুরিরা আসিতে লাগিল। দরাফথার পত্নী বেগতিক দেখিয়া গঙ্গটীকে বাঁধিবার জন্ত ভ্তাকে গৃহের বাহির করিয়া দিলেন। হতভাগ্য বেমন বুধিয়াকে বন্ধন করিতে যাইবে, বুধিয়া অমনি ছুটিয়া গিয়া শৃঙ্গাঘাতে তাহাকে হত্যা করিল এবং তার পর শাস্ত মূর্ত্তিতে নিজস্থানে যাইয়া দাঁড়াইল।

দরাফ্রখাঁ এই সমাচারে ক্রতপদে বাটী আসিয়া দেখেন—ভতা কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সন্ধার পর পুনরায় আবার ধীরে ধীরে সেই শ্মশানভূমির সন্নিকটস্থ বটরক্ষের তলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শুনিলেন—প্রেতিনী কহিতেছে. "ভাই! তুমি বলিয়াছিলে দরাফ খাঁর ভূত্য বুধিয়া কর্ত্তক হত হইলে ভূত হইবে এবং তাহার সহিত আমার বিবাহ দিবে; কিছু কই—দে ত ভুত হইল না !" ভূত কহিল, "হত্যার পূর্ব্বে বুধিয়া গঙ্গাতীরে ছুটিয়া যাওয়ায় তাহার শৃঙ্গে গঙ্গামুন্তিকা লাগে ; ঐ গঙ্গামুন্তিকা স্পর্শে ভূত্য উদ্ধার হইয়া গিয়াছে।" দরাফ্থা এই কথা শ্রবণে মনে মনে কহিলেন—" হাহা। হিন্দুর দেবতা গ্রার কি অসীম মাহাত্ম্য ৷" তিনি তৎপরদিনই সংসার পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করিলেন। সেই সময় অকস্মাৎ এক সাধ আসিয়া "যন্তাক্তং জননীগণৈঃ" ইত্যাদি "স্থবধুনি মুনিকন্তে" ইত্যাদি পর্যান্ত একটি স্তব লিখিয়া তাঁহার হস্তে দিয়াই অস্তহিত হইলেন। দরাফ থাঁ প্রত্যহ প্রাতঃমান করিয়া, গঙ্গাগর্ভে বিদয়া উদয়ান্ত ঐ স্তবটি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতেন। • প্রবাদ আছে—ভাগীরথী ইহাঁর স্তবে সম্ভষ্ট হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

"উ: ়ু মাগো তোমার কি মহিমা; দেখা দে মা!" বলিয়া, পিতামহ

^{*} এই শুবটি দরাফ থাঁ সর্বাদ। পাঠ করিতেন বলিয়া দরাফ থাঁর কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিরাছে। বস্তুত: বাল্মীকিকৃত গঙ্গাইকের স্থার ইহা বেদব্যাসকৃত গঙ্গাইক। এই শুবটির ভাষা ও ভাব অতি ফুলর!! মংপ্রণীত আহ্নিক্তত্য (দশম সংস্করণে) এই শুবটি অফুবাদ সহ প্রদত্ত হইয়াছে।—সম্পাদক।

স্ত্রীলোকের স্থায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলে দেবগণ সাম্বনাবাক্যে তাঁহাকে স্থাহির করিলেন।

নারা। দরাফ থাঁর গৃহের ছাদ নাই কেন १

বঙ্গণ। লোকে বলে—বিশ্বকর্মা তাঁহার জ্বন্ত এই গৃহ নির্মাণ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হওয়ায় ছাদ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। তাঁহার কুড়ূল্থানা ভিতের উপর রাথিয়াছিলেন। অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়াউহার উপর পাথরের ইট গাঁথিয়া ফেলিয়াছিলেন।

দেবগণ এথান হইতে প্রত্যাগমনসময়ে একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ! ঐ যে শিবেশ্বরের সন্ধিকটে একটি স্থান দেখিতেছেন, ঐ স্থানের নিম্নে ভাগীরথীর একটা দহকে কালীদহ কহে। ঐ কালীদহে মনসার আজ্ঞার হন্তমান, চাঁদ সদাগরের সপ্ততরী জ্ঞলমগ্ন করিয়াছিল।

এখান হইতে একস্থানে উপস্থিত হইয়া সকলে দেখেন—সম্মুখে একটী চতুষ্পাঠী রহিয়াছে। উহা দেখিয়া পিতামহ মহাসম্ভষ্ট হইয়া কহিলেন "আহা! ব্রিবেণীতে সংস্কৃতালোচনা হয় দেখিয়া বছ স্থানী ইইলাম।"

বরুণ। পিতামহ। এই ত্রিবেণীতে এক সমর বিস্তর টোল ছিল। প্রদিষ্ঠি পণ্ডিত মৃত জগরাথ তর্কপঞ্চাননের জন্ম অভাপি ত্রিবেণীর গৌরব আছে।

বন্ধা। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কে, আমাকে সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি রুদ্রদেব তর্কবাগীশের পুত্র। রুদ্রদেব শেষ অবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষে সংসার করিয়া এই পুত্ররত্ব লাভ করেন। জগন্নাথ পিতার বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া অত্যস্ত আদরের ছিলেন। বাল্যকালে অত্যস্ত দৌরাজ্ম্য করিতেন—স্থীলোকদের জলের কলসী ভাঙ্গিয়া দিতেন, অখ্যতলা হইতে ষষ্ঠা ও বাবাঠাকুর তুলিয়া আনিয়া পুদ্ধরিণীর জলে নিক্ষেপ করিতেন। ইহাঁর স্মরণশক্তি এত তীক্ষ ছিল যে, যাহা একবার পাঠ করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা কঠন্ত করিয়া লইতেন। ইনি বাল্যকালে পিতার নিক্ট বিভাভ্যাস করেন এবং অচিরাৎ একজন দিখিজ্বী পণ্ডিত হন। ইহাঁর স্মরণশক্তি এত

প্রবল ছিল বে. এক সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা ত্রিলোকচন্দ্র বাহাহরের নিকট নিমন্ত্রণে যাইলে রাজা জিজাসা করেন,—"ভট্টাচার্যা। পথে আসিতে কি কি দেখিয়া আসিলে ?" জগন্নাথ তহন্তরে ত্রিবেণী হইতে বর্দ্ধমান পর্যান্ত রাস্তার উভন্ন পার্শ্বের বৃক্ষ, লতা, জ্বলাশয়, ঘর, দ্বার, দেবালয় প্রভৃতি এমন পর্যায়ক্রমে বলিয়াছিলেন যে, রাজা লিখিয়া লইয়া লোক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া অত্যস্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং তাঁহার মেধাশক্তির ভুন্নসী প্রশংসা করিয়া পাণ্ডরা পরগ্ণার অন্তর্গত হেতুরা পোতা নামক একথানি গ্রাম ও অনেক ব্ৰহ্মত্ৰ জমী এবং তিনশত বিঘা আন্দান্ধ একটী পুন্ধরিণী দান করিয়াছিলেন। ইহাঁর স্মরণশক্তির আরো একটা দৃষ্টান্ত আছে-এক সময়ে ইনি ঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন. এমন সময় ইংলও ও ফ্রান্সদেশীয় হুইজন সম্ভ্রাস্ত ব্যক্তির নৌকা আদিয়া লাগিল। উহাঁরা উভয়ে কথান্তর স্তুত্রে বিবাদ করিয়া মারামারি করেন এবং উভয়ে স্থপ্রিমকোর্টে অভিযোগ করিয়া জগন্নাথকে সাক্ষী মানেন। জগন্নাথ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া करून. "আমি উহাঁদের কথার অর্থ জানি না, তবে যে যাহা বলিয়া বিবাদ করিয়াছে—অবিকল বলিতে পারি" বলিয়া আত্যোপাস্ত বিবৃত করিয়াছিলেন। ইনি রাজপ্রতিনিধি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আদেশে "বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু" নামক একথানি বুহদাকার হিন্দু ব্যবস্থা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক পঞ্চশত মুদ্রা বৃত্তি লাভ করেন। সারু উইলিয়ম জোন্স ইহাঁর নিকট সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতেন। ইহাঁর জীবদ্দশায় কলিকাতা ও হুগলি হইতে বড় বড় সাহেবের। ইহাঁর নিকট ত্রিবেণীতে পরামর্শ লইতে আসিতেন। ইনি একশত অয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দেবগণ বাজারে আসিয়া দেখেন—পাণ্ডারা হরিধ্বনি দিতেছে। কারণ বারইয়ারি তলায় যাত্রার দল উপস্থিত। চাহিয়া দেখেন—গোঁপ-কামান কাল কাল মিস্পেগুলো এবং মন্তকে স্ত্রীলোকের স্থায় চূলওয়ালা ছেলেগুলো দাঁড়াইয়া আছে। বৰুণ কহিলেন, "উহারাই যাত্রার দলের লোক।" দেবতারা পুনরায় ভাগীরথীতে সন্ধ্যা আছিক করিতে চলিলেন। উপ,
দোকান্দরে তাঁহাদের দ্রব্যাদি আগ্লাইবার জন্ম বিসন্ধা রহিল। চাঁদনীতে
উপস্থিত হইরা বন্ধণ কহিলেন, "বাম দিকে দেখা যাইতেছে ডাকাইত-প্রধান
স্থান ডুমুরদহ। এক সময় ঐ স্থানের বালক বৃদ্ধ সকলেই ডাকাইত ছিল।
ঐ গ্রামের লোকেরা বাটীতে অতিথিদিগকে বাসা দিয়া রজনীতে প্রাণ
সংহার করিত। দিবসে মংক্রজীবীরা মংক্র ধরিত এবং রজনীতে নৌকায়
বোম্বেটেগিরি করিত। ফলতঃ সে সময়ে কি জলপথ, কি স্থলপথ, কোন
পথেই ডুমুরদহের নিকট দিয়া টাকা কড়ি সহ কেহ বাইলে নিস্তার থাকিত
না। প্রায় ৬০ বংসর অতীত হইল, বিখ্যাত ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবু এই
স্থানে বাস করিতেন। ইহাঁর অধীন ডাকাইতেরা নৌকাযোগে যশোহর
পর্যান্ত ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত। পরে মন্ত অবস্থায় বিশ্বনাথ বাবু
কতিপয় সন্ধার সহিত ধৃত হন ও তাঁহার ফাঁসি হয়। যে বাড়ীতে তিনি বাস
করিতেন, উহা গলাতীরের সন্ধিকটস্থ একটী দোতালা কোঠা। ঐ বাড়ীর
ছাদে হইতে গলার বহুদ্ব পর্যান্ত কোথায়কে আছে দেখিতে পাওয়া যাইত।"

নারা। বাবু ডাকাইত ?

বৃদ্ধণ। হাঁা, ইনি অগ্রে সংবাদ দিয়া শিবিকারোহণে ভাকাইতি করিতে যাইতেন। এক সময়ে আশানন্দ ঢেঁকী এই ভুমুরদহে বড় রঙ্গ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্র। আশানন্দ ঢেঁকী কে ?

বরুণ। ইনি অত্যস্ত বলবান্ পুরুষ ছিলেন এবং ছই হস্তে ছইটী ঢেঁকী তুলিয়া অবলীলাক্রমে ঘুরাইতে পারিতেন বলিয়া ঢেঁকী উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি লেখাপড়া তাদৃশ জানিতেন না। অনেকে বলে—শান্তিপুরে ইহাঁর বাড়ী ছিল। কিন্তু শুপ্তিপাড়ায় বিবাহ করাতে সচরাচর শৃশুরালয়ে বাস করিতেন এবং ঐ স্থানের বৃন্দাবনচন্দ্র নামক বিগ্রহের বাড়ীতে চারি পাঁচ টাকা বেতনে গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করিতেন। এক সময়ে আশানন্দ হুগলি

হইতে বুন্দাবনচন্দ্রের কয়েক শত টাকা লইয়া গুপ্তিপাড়ায় প্রত্যাগমনকালে দুমুরদহের দীবির ধারে বিদিয়া ফলার করিতেছিলেন, পশ্চাতে চাছিয়া দেখেন—ছই জন লাঠিয়াল দণ্ডায়মান রিয়াছে। তাহারা কেন দণ্ডায়মান রিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"ডুমুরদহে কিসের ভয়, তাহা কি তুমি জান না ?" "জানি, দাঁড়া—এই কয়টা থেয়ে নিই" বলিয়া আশানল আহার সমাপনাস্তে দীবির জলে মুথ হাত প্রক্ষালন করিয়া যেমন উপরে উঠিতেছিলেন, ডাকাইতেরা তাঁহাকে ঘন বন আঘাত করিতে লাগিল। তথন আশানল তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া ঈয়ং হাস্তপূর্ব্ধক উভয়ের হস্ত হইতে যিষ্ট কাড়িয়া লইলেন ও ছই জনকে ছই বগলে করিয়া গুপ্তিপাড়ায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্বন্ধরকে কহিলেন, "কি ছটী জস্ক ধরিয়া আনিয়াছি—প্রদীপ আনিয়া দেখুন।" শ্বন্ধর প্রদীপ আনিয়া দেখুন।" শ্বন্ধর প্রদীপ আনিয়া দেখেন—ছটী লোক অটেতত্য অবস্থায় আছে। তৎপরে আশানল তাহাদের চোথে মুথে জলের ছিটা দিয়া চৈতন্ত সম্পাদন করিয়া উত্তমরূপ আহার করিতে দিলেন। কিন্তু বিদায়কালে, পাছে তাহারা পুনরায় মহুয়্যহত্যা করে এই আশক্ষায়, ছই জনের ছই থানি হস্ত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! আশানন্দ কি বলবান্ পুরুষই ছিল! আমার বোধ হয়, সে রীতিমত যুদ্ধবিদ্ধা শিক্ষা করিতে পারিলে কলির ভীম হইতে পারিত।

ইন্দ্র। আর কি তেমন ঢেঁকী জন্মে ?

বরুণ। এক্ষণে বিভার টেঁকী বিস্তর পাওয়া যায়, বলের টেঁকী বিরল। হয়েছে কি জানেন, আর এখন কেহ কুস্তি কি ব্যায়ামশিক্ষা করে না। আর যদিও কেহ করে, তাহাদের তেমন থোরাক জোটে না। তিজির পূর্বের ভায় নির্জ্জল হয় ও খাঁটি ম্বত কাহারও পেটে পড়ে না; স্থতরাং টেঁকী জায়িলেও সাধারণ্যে প্রকাশ পায় না।

দেবগণ সন্ধ্যা আচ্ছিক সমাপ্ত করিয়া দোকানঘরে আসিয়া জলযোগ করিলেন এবং অনেক রাত্রি পর্যাস্ত সকলে বসিয়া গল করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বর্গ হইতে কত টাকা আনিয়াছিলেন, এ পর্যাস্ত কত ধরচ হইয়া কত আছে এবং যাহা আছে, তাহাতে আর কত দিন চলিতে পারে, এ বিষয়ে মুখে একটা হিসাব করিলেন।

ক্রমে বাজারে লোকে লোকারণা। বারোইয়ারি-তলার যাত্রা বসিয়াছে। পুলীরা "ঘা ঘিচা" "ঘা ঘিচা" শব্দে খোল বাজাইতেছে। পিতামহ "উপ। ওঠ_—যাত্রা শুন্তে যাই" বলিয়া উপকে তুলিলেন এবং সকলে আসরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহারা গিয়া বসিবার অব্যবহিত পরেই সাজানো রুঞ্চ আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বরে পেটে প্লীহা ও যক্ত্র হওয়ায় পেট্টা মোটা হইয়াছিল। গাত্রের বর্ণে প্রকৃতই কৃষ্ণ। পরিধানে ছেঁড়া নেক্ড়ার পীতধড়া। বক্ষে পড়ি-মাটির ধ্বজ-বজ্রাদ্বশ-চিহ্ন। মন্তকে শোলার চড়া। হল্তে বাঁশীর স্থলে একগাছি লাল ছড়ি। ছোঁড়াটা আসিয়া দেবগণের সমূথে ত্রিভঙ্ক হইরা দাঁডাইল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া দেখগণ হাফ করিতে লাগিলেন; নারায়ণ কিছু লচ্ছিত হইলেন। এই সময় খুলীরা আবার বান্ত আরম্ভ করিল—"তাক তাক তাকতা ঘিনা"—"ঘিচাং ঘিনা তাকতা ঘিনা"— অমনি ক্লঞ্মুখে হাত দিয়া "আয় আবু আবু ধবলি। মা ননী দে।" শব্দ করিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। পিতামহ নৃত্য **प्रमिश्रा (हरम मुट्टे পिড्टिन। प्रमिश्रा नाराप्राय कार्य कार्य कहिलन** "ভাই, পেটের জ্বালা ধ'রলে তুমি কি ঐ বেশে ঐরপ নৃত্য ক'রে ননী চাহিতে ?"

নারা। বাঃ! তা চাব কেন ? বাঙ্গালীদের বড় অস্থায়! আমাকে তাহারা দেবতা ব'লে পূজা ক'র্তেও ছাড়ে না, আবার স্থাবিশেষে সং সাজিয়ে বানর-নাচও নাচিয়ে থাকে।

এই সময়ে আটচালার বাহিরে একপাল ছেলে গান ধরিল। ক্রমে দলটা গান করিতে করিতে আসরে আসিরা দেখা দিল। তৎপশ্চাৎ

পশ্চাৎ গোঁপ-কামান স্থলকার ক্লঞ্চবর্ণ দ্তীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে আসরে আসিয়া এই ভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যেন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সাজান ক্লঞ্জ উঠিয়া এক প্রাপ্ত হইতে কহিল—"বিন্দেও বিন্দে! বলি কথা কও"—"দৃতি, দৃতি! বলি কথা কও; ছটো কথা কওয়ায় দোষ কি ? বিন্দেও বিন্দে—"

বিশেশ অমনি চকু ছটী ঘুরাইয়া, ডাইনে বাঁয়ে সেই সমস্ত ললিতা বিশাথা প্রভৃতিকে লইয়া লঠনের দিকে চাহিয়া ছই হস্ত বিস্তার করত দেবগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি মৃত্ স্বরে গান ধরিল;—

> কৈব কি কথা, নহে কবার কথা ; কইলে কথা লোকে বলে কত কথা।

(পুনশ্চ ঘাড় হেঁট করিয়া হস্ত নাড়িয়া অতি সঞ্জোরে)—

কৈব কি কথা, নহে ক্বার কথা;
কইলে কথা লোকে বলে কত কথা।
ক'র্লে তোমার নাম, হয় হে ছনাম,
সে বদনামে শ্রাম, তোলা বায় না মাথা॥
কইলে কথা যদি কেহ দেখতে পায়,
কিয়া লোকম্থে যদি শুস্তে পায়,
যে প্রকারে হউক যদি প্রকাশ পায়,
হবে নিরূপায়, সে বড় লজ্জার কথা॥

শ্রোত্বর্গ এই সময় চতুর্দিক্ হইতে "হরি হরি বল ভাই" বিশিষা চীৎকার করিয়া উঠিল। নারায়ণ চটিয়া আগুন। তিনি দেবগণকে কহিলেন, "আপনারা যাত্রা শুমুন, আমি চ'লাম। কি ব'ল্বো আজ যদি সে মূর্জিতে জীবিত থাক্তাম তা হ'লে বেটাদের নামে ডিফামেসন অব্ ক্যারেক্টরের দাবিতে নালিস ক'রে আছে। জন্ধ কর্তে পার্তাম"

বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যাইলেন। দেবগণের ভাগ্যেও আর গান শুনা হইল না, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রাতে দেবতারা গঙ্গামান করিয়া মগরা অভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা বারোয়ারি তলার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন—লোকে লোকারণ্য, সকলেই একবাক্যে কহিতেছে—গান বড়েচা জমেছে। তাঁহারা শুনিলেন—স্মাটচালার মধ্যে বালকগণ নাচিতে নাচিতে এই গান্টী ধরিয়াছে:—

আর আমি যাবনা সথি ! যমুনার জলে। নিতাস্ত লম্পট কৃষ্ণ কলসী দেয় ফেলে; দৃতি কাঁকের কলসী দেয় ফেলে॥

নারা। উৎসন্ন যাও।

ব্রহ্মা। বঙ্গণ! অবতার হ'ল বুন্দাবনে; এরা এত পেক্ষে বস্লোকেন প

সকলে ত্রিবেণীর বাহিরে যাইলে বরুণ কহিলেন, "এই ত্রিবেণী এক সমন্ত্র জনাকীর্ণ নগর ছিল। তথন ইহার শোভা-সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। স্থপ্রসিদ্ধ স্মার্গ্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রায়শ্চিন্ততত্ত্বে লিখিত আছে:—

> "প্রহায়স্ত হুদাৎ বাম্যে সরস্বত্যাস্তপোত্তরে। তদ্দক্ষিণঃ প্রয়াগস্ত গঙ্গাতো বমুনা গতা॥ সামা তত্রাক্ষয়ং পুণাং প্রয়াগ ইব লক্ষ্যতে॥"

এক সময় এখানকার জল-হাওয়া বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছিল।
সেই সময় কলিকাতা ও অক্সান্ত স্থানের জমীদারেরা এখানে স্থানপরিবর্ত্তনের জন্ম আসিয়া বাস করিতেন এবং এখান হইতে পানীয় জল
লইয়া যাইতেন। এই স্থান যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাল ছিল, তাহা অনেক
পুস্তকাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ ৩০৫ বংসর হইল, কবিকৃত্বণ
স্থারচিত কাবামধ্যে ত্রিবেশীসম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

সপ্তথ্যামের বেণে সব কোপাও না যায়।

ঘরে ব'দে স্থপ মোক্ষ নানা ধন পায়॥

তীর্থমধ্যে পুণ্য তীর্থ অতি অন্থপম।

সপ্তথ্যমি-শাসনে বলয়ে সপ্তথ্যাম॥

কাগুারীর বচনে করিয়া অবগতি।

ত্রিবেণীতে স্নান করেন সাধু ধনপতি॥

নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী।

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানী॥

ব্ৰহ্মা। ক্বিক্ষণ কে ?

বরুণ। ইহাঁর অপর নাম মুকুলরাম চক্রবর্তী। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দামুপ্তা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হৃদয় মিশ্র; যদিও ইহাঁদের প্রকাশ্র উপাধি মিশ্র—কিন্ত এতদেশে চক্রবর্তী উপাধিতেই বিপ্নাত। ইনি জীবনের প্রথমাবস্থায় বিশেষ কন্ত পাইয়াছিলৈন, শেষাবস্থায় রাজা রঘুনাথ রায়ের ছারা প্রতিপালিত হন এবং তাঁহারই আদেশে চত্তীকাব্য রচনা করেন। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় এক জন প্রধান কবি। সম্রাট্ আক্রবরের সময় ইনি জীবিত থাকিয়া জাহাঞ্চারের রাজ্যারম্ভ-কালে প্রাণত্যাগ করেন।

নারা। ত্রিবেণীর অপরাপর বিষয় বল १

বঙ্গণ। সরস্থতী খালে অস্তাপি মৃত্তিকা খনন করিবার সময় অনেক শুণবৃক্ষ, জীর্ণ নৌকা, ভাঙ্গা তক্তা ও শৃদ্ধালাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রামের কোন কোন অংশে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অনেক ইষ্টকাদি ও অট্টালিকাদির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ কাল সকল সময়ে সকল স্থানকৈ এক ভাবে রাথে না। কালের প্রোতে ত্রিবেণী এক্ষণে অরণ্যপূর্ণ ও মহাম্মবিহীন হইয়াছে। হর্দান্ত ম্যালেরিয়া, গ্রামন্থ অপর লোকগুলিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখানকার লোকের চরিত্র সাধারণতঃ

মন্দ নহে। দাতাল অপেকা গুলিখোরের সংখ্যা বেশী। ইহাদের আশকার স্ত্রীলোকেরা প্রাতে গঙ্গান্ধান বন্ধ করিয়াছে। ত্রিবেণীতে গ্রহণ ও উত্তরায়ণের সময় বিস্তর যাত্রী গঙ্গান্ধানে আসিয়া থাকে। চ'লে আহ্নন, টিকিটের ঘণ্টা দিয়াছে।

দেবগণ ক্রতপদে যাইয়া টিকিট লইতে না লইতে ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে ভাড়াভাড়ি টিকিট থরিদ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেণ আবার নক্ষত্রবেগে স্থপান্থপ্ শব্দে ছুটিতে লাগিল।

উপ। ঠাকুর কাকা। "কলসী দের ফেলে"—ও গানটা তোমার মনে আছে।

় নারা। আরে জেঠা ছেলে। তুই কি চুপ ক'রে ব'সে থাক্তে পারিস নে ?

ক্রমে ট্রেণ ছগলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ গেটে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং একথানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন।

ভগলী

বরুণ। হুগলী এক সমন্ব অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ইহার পূর্বের নাম গোলিন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে শেষস্থ নকারের লোপ হইরা গোলি, তৎপরে হুগলী নাম হইরাছে।

এই সময় গাড়ী একটী বৃহদাকার বাগানের নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বন্ধণ! এ বাগানটী কাহার ?"

বঙ্গণ। এটা জীবন পালের বাগান। বাগানটা আয়তনে অত্যস্ত বৃহৎ। পূর্ব্বে এই বাগানের সন্ধিকটে অত্যস্ত দহ্মভন্ন ছিল।

ইক্স। ওদিকে দেখা যাইতেছে—ও বাড়ীটী কাহার?

বরুণ। জ্বজ সাহেবের বাড়ী। উহার সন্নিকটস্থ ঐ বাড়ীটী রেভারেও লালবিহারী দের। দুরে দেখ সিঙ্গুরের নব বাবুর বৈঠকখানা। পূর্ব্বে ঐ বৈঠকখানার হুগলীর নর্মাল স্কুল বসিত। এক্ষণে নর্মাল স্কুল চুঁচুড়ায় বারিকের মধ্যে বসিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি বলিলে, রেভারেও লালবিহারী দে। ঐ নামের সমস্তই বাঙ্গালা; কিন্তু নামের পূর্ব্বে একটী ইংরাজী কথা বসিবার কারণ কি ?

় বঙ্গণ। আজে, ইনি খৃষ্টান হওয়াতে ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন উপযুক্ত লোক। ইহাঁর বিশেষ গুণ এই, সাধারণ প্রজাবর্গের ছঃথে বড় কাতর হন। এবং তাঁহাদের ছঃথ দ্র করিতেও সাধ্যমত চেষ্টা করেন।

বন্ধা। লালবিহারী দের জীবনবৃত্তান্ত আমাকে সংক্ষেপে বল।

বঙ্গণ। ইনি ১৮২৬ অব্দে বর্জমানের সন্নিকট্ম্থ পলাশী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি কলিকাতায় "জেনেরল এসেম্ব্রিজ্ইনষ্টিটেউসন" নামক বিভালরে বিভাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ অব্দেইনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তৎপরে ছব্ন বৎসর কাল বিজ্ঞানশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৫১ অব্দে ইনি ধর্মপ্রচারকের পদ প্রাপ্ত ও ১৮৫৫ অব্দে ধর্ম্মন বাজকের পদে বৃত্ত হন। ইহার পর কয়েক বৎসর কালনার প্রচারক কার্যালারের তত্ত্বাবধারক ছিলেন। ১৮৬০ অব্দে হেত্রার গির্জ্জার ধর্মবাজকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি ব্রাক্ষধর্মের বিরুদ্ধে ইংরাজী ভাষার অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়া ক্রমে তাহা পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার বৈদান্তিক মত সম্বন্ধেও একধানি পুস্তক লিথিয়াছিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার জন্ম অরুণোদর নামক একধানি পত্রের প্রার ছই বৎসর কাল সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৮৬০ অব্দে কলিকাতার আসিয়া ইপ্তিয়ান রিফর্মার ও ফ্রাইডে রিভিউ নামক ছই থানি সাপ্তাহিক ইংরাজী

পত্র প্রচার করেন। ১৮৭৬ অবেদ ইনি বহরমপুর কলেজের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ও ১৮৭২ অবেদ হুগলী কলেজে বদলি হইরাছেন। ১৮৭৬ অবেদ অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইরা শিক্ষাবিভাগের চতুর্থশ্রেণীভুক্ত হইরাছেন; ইনি সাধারণ লোকের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাইমারি এডুকেশন অব্ বেঙ্গল নামক একথানি পুস্তক লিথিরাছেন। ইহার প্রণীত গোবিন্দ সামস্ত নামক একথানি ইংরাজী উপস্থাস-পুস্তকে বাঙ্গালাদেশের প্রজাদিগের অবস্থা অতি স্থন্দর ও বিশদরূপে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ ইংলণ্ডে অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইরাছে। এক্ষণে ইনি বেঙ্গল ম্যাগাজিন নামক একথানি ইংরাজী মাসিক পত্রের সম্পাদক। প্রাচীন বাঙ্গালা উপক্থা-শুলিকে ইনি ইংরাজী ভাষার রূপাস্তরিত করিয়াছেন।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী অরণ্যপূর্ণ অসংখ্য ডোবা ও বন-জঙ্গলের নিকট দিয়া আসিয়া হুগলীর চকের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহারা দেখেন, দোকানে নানা প্রকার দ্রব্যাদি বিক্রম্ম হুইতেছে। কোন দোকানে কাঁদি কাঁদি কলা টাঙ্গান রহিয়াছে। কোন দোকানে শ্লেট, পেন্সিল, বটতলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক এবং কালা ও হুর্গার পট বিক্রম্ম হুইতেছে। কোন দোকানে হালদার মহাশম্ম কচুরির মধ্যে বুটের ডালবাটা প্রবেশ করাইয়া হস্তে চেপ্টাইয়া উত্তপ্ত ঘতে ছাড়িতেছেন। কোন দোকানে বস্ত্রবিক্রেতারা গজে বস্ত্র মাপিয়া কপালে ঘসিয়া চিক্র্ করিয়া সজোরে স্ফাঁস কাঁসে শক্ষে ছিম্ন করিতেছে। রাস্তায় স্কুলের ছেলেরা বাহির হুইয়াছে, কোন ছুই বালক অপর বালককে প্রহার করাতে সে কাঁদিতেছে এবং স্কুলে বাইয়া মাষ্টারকে বলিয়া দিবে বলিয়া ভয়্ন দেখাইতেছে। ক্রমে দেবগণের গাছা হুগলীর কালেক্টরির সন্ধিকটে উপস্থিত হুইলে তাঁহারা গাড়োয়ানকে বিদায় দিয়া একটা দোকানঘরে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

ইক্র। বরুণ । সমুথে ঐ গভার নদার স্থায় দেখা যাইতেছে—কি ? বরুণ। মুসলমান রাজস্কালে হুগলী নগর সৌন্দর্য্যে প্রায় মুরশিদা- বাদের সমকক্ষ ছিল; সেই সময় এথানে একজন করিয়া ফৌজদার বাস করিতেন। ঐ ফৌজদারের অধীনে অনেকগুলি করিয়া সৈক্ত থাকিত; তদ্তিন্ন তাঁহারা এথানে একটী স্থদৃঢ় গড় খনন করাইয়াছিলেন। সেই গড়ের স্থগভার থাত অ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দেবগণ বিশ্রামের পর স্নান করিতে চলিলেন। সকলে একটী বাঁধা ঘাটে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "বক্ষণ! এ স্থান্দর ঘাটটী নির্মাণ করে কে ?"

বরুণ। শ্মিথ নামক একজন সাহেবের যত্নে ও উদেয়াগে এই ঘাটটী নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহাকে শ্মিথ সাহেবের ঘাট কহে। এই ঘাট প্রস্তুত করিবার সময় হুগলী জেলার যাবতীয় জমীদার সাহায্য করিয়াছিলেন। জমীদারদিগের মধ্যে ভাস্তাড়ার সিংহ বাবুরা সর্বাপেক্ষা বেশী টাকা চাঁদা দেওয়াতে তাঁহাদের বাড়ীর দ্বারে শান্ত্রী পাহারা থাকিবার হুকুম হয়।

ঘাটে নামিয়া দেবগণ স্থান আছিক সারিলেন এবং বাসায় আসিয়া চাউলে ডাইলে চাপাইয়া দিলেন। পিতামহ দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া কহিলেন, "মর্ব্তো আসিয়া ক্রমেই কালবিলম্ব হইতে চলিল। জানি না, আমার বাড়ীতে কি হইতেছে। গিলী মাগী একা, অন্তথ হইলে কেইবা ঔষধ দেবে, কেইবা পথ্য দেবে ? আবার থক্দ কুটো শুলোর সময় বাড়ী হইতে আসায় বিস্তর ক্ষতিও হইবার সম্ভাবনা। গরুগুলো হয় ত সময়ে ঘাস জল পাবে না, হাঁসগুলোকে হয় ত শিয়ালে মেরে ফেলিবে।"

উপ। আমার শালিক পাখিটীর ও বেঁজির বাচ্ছাটীর যে কি হ'চ্চে— ভেবে কিছু ঠিক ক'র্তে পাচিনে! বাড়ীতে যে বিড়ালের উপদ্রব, খেয়ে না ফেলে! বাবার যেমন বৃদ্ধি—বেলওয়েতে চাকরী ক'র্তে পাঠালেন। বেলওয়েতে শত শত শনি বিরাজ ক'চেন—তার খোঁজ রাখেন না।

আহারাস্থে দেবগণ কিঞ্চিং বিশ্রাম করিয়া জন্ধ সাহেবের কাছারির নিকট আসিয়া দেখেন —ভোলানাথ হালদার, কাশীনাথ সেন এবং মাধব মধরার নাতী পদ্মনাধ ময়রা জ্বি ,সাজিয়া আসিয়া বটতলাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াছেন i ক্রমে জজ সাহেব আসিলেন, বিচার আরম্ভ হইল। তথন জ্বিরা যাইয়া নিজ নিজ স্থান দথল করিয়া বসিলেন। দেবগণ দেখেন—বিচার আরম্ভ হইলে কাশীনাথ সেন নাসিকা ধ্বনি করিয়া নিজা যাইতে লাগিলেন। কাশীনাথকে নিজা যাইতে দেখিয়া ভোলানাথ হালদার গাঠিলিয়া কহিলেন, "কাশীনাথ খুড়ো! ক'ব্চো কি ? সাক্ষীরা কি বলে, না শুন্লে এর পর বিচার ক'র্বে কেমন করে ?" কাশীনাথ 'য়ঁটা!' শব্দে উত্তম্ন দিয়া তুড়ি দিতে দিতে কহিল, "আহারের পর নিজা যাওয়াটা অভ্যাস থাকায় একটু তক্রা আস্ছিল। তুমি ভাল ক'রে শোন; তার পর তুমিও যা ব'ল্বে, আমিও তাই ব'ল্বো। ু ঐ কথা ছটো কি ?—একটা "নটু গিল্টি" আর একটা "গিল্টি"—কেমন নয় ?"

এখান হইতে বাহিরে আদিয়া দেবগণ দেখেন—আমলা, মোক্তার এবং উকীলের দল একটা বাবুকে লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। একজন মোক্তার কহিতেছেন, "মহাশয়েরা এই বাবুটকে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখুন। পারেন ত গোবরের ছাঁচ করিয়া ইহাঁর মূর্ত্তি তুলিয়া লউন। ইনি একজন কম লোক নহেন; লোকে পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। কিন্তু ইনি পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া কিঞিৎ ফাজিল হওয়ায় ভিক্রি করিয়া বাপের বাথুনির বিক্রম্ন করিয়া লইবার জন্ত নালিশ করিয়াছেন।"

ব্ৰহ্মা। বৰুণ। কাণ্ডটা কি ?

বক্লণ। ঐ বাব্টা এক সময় পিতার সহিত বিবাদ করিয়া বাটী হইতে চলিয়া যান। ইহাঁর বাটী হগলী জেলার অধীন বেণীপুর থানার অন্তর্গত। বাটী হইতে প্রস্থান করার অব্যবহিত পরে উহাঁর কমিসরিয়েটে কর্ম্ম হয়। ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বাবু বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অদেশে আগমন করেন; কিন্তু পিতার উপর রাগ থাকার পাছে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে হয়, এই আশহায় আর পিতৃভবনে বাইলেন না। স্বতন্ত্র বাস করিবার ক্ষম্ম

ঐ গ্রামে একটা স্থন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করাইলেন এবং ক্রমে ক্রমে বাবুর বাগানবাটী, ঠাকুরবাটী প্রমোদ কানন ও স্থলবাটী প্রস্তুত হইলে ছারে প্রহরী বসাইরা তাহাকে আজ্ঞা দিলেন, "বাবা যদি কথন কিছু দেখিতে আসে, গলা ধাকা দিরা বিদার করিয়া দিস্।" পিতা, পুত্রের ঐশ্বর্যা দেখিয়া স্থলী হইলেন; কিন্তু তাঁহার বাড়ী ঘর একবার চক্ষে দেখিবার ইচ্ছা হইলেও অপমানের ভয়ে দেখিতে সাহসী হইলেন না। পুত্র, পিতার বাসভবন কিন্নপে কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিবেন, এই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে পিতার কোন বিষয়ের জন্তু কিছু অর্থের প্রয়োজন হইলে, পুত্র বেনামিতে পিতার বাটী বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেন। এক্ষণে সেই টাকা স্থদে আসলে আদায় করিয়া লইবার জন্তু পিতার নামে নালিশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মা। উঃ ! কি পাষও ! হতভাগার মুথ দেথ্লে পাপ হয়। বরুণ ! অন্ত স্থানে চল।

উপ। ক্রাজেঠা! একটু দাড়াবে ?

ব্ৰহ্মা। কেন?

উপ। আমি গোবর এনে বাব্র একটা ছাঁচ তুলে নিয়ে যাই।

বরুণ। পিতামহ ! ও দিকে দেখুন ছগলী ব্যাঞ্জুল। ঐ স্থানে পূর্বের খাঁ জাঁহা নামক একজন ফোজদারের বাস ছিল।

रेख । वक्र । अमिरक मिथा यास्क-अंग कि ?

বরুণ। উহার নাম ব্যাণ্ডেল চর্চ্চ। ঐ চর্চ্চটী ১৫৯৯ অব্দে খৃষ্টানদিগের দারা নির্দ্মিত হয়। উহার চূড়া অনেকদুর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এথান হইতে যাইরা দেবতারা এমামবাড়ীর বাটাতে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। দেখেন বাড়ীটা ছই তালা। বাটার মধ্যস্থলে একটা পুন্ধরিনী। ক্রমে সকলে এমামবাড়ীর বিস্তৃত দালানে গিরা উঠিরা দেখেন—নানা রঙ্গের ঝাড়, লঠন, আয়না, দেরালগিরি ছারা অতি স্থলররপে স্থাজ্জিত। প্রাচীরে কোরাণের বর্ণিতমত নানা রক্তে নানা বিবরণ পারসী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। ছারে গিল্টী করা স্থর্ণাক্ষরে এমামবাড়ীর বিবরণ লেখা আছে।

নারা। বরুণ । প্রাচীরের এদিকে এসব কি লেখা রহিয়াছে ? বরুণ। মহম্মদ মহদীন নামক এক ধনী মুদলমানের দানের বিষয়। ব্রহ্মা। পাঠ করিয়া আমাকে শুনাও।

বরুণ। মহম্মদ মহসীন লিখিয়াছেন—আমার নাম হাজি মহম্মদ মহসীন। আমার পিতার নাম হাজি ফৈজুলা। এই হুগলী নগরে আমার আবাসভূমি। আমি স্কুস্থ ও স্বাছন্দ শরীরে স্বেচ্ছামত লিথিয়া দিতেছি যে, য়শোহর প্রভৃতি স্থানে আমার যে সমস্ত জমীদারী আছে, এবং স্থগলীতে যে বাজার হাট আছে, আমি ঐ সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর অভাবে ঈশ্বরের কার্য্যে নিয়োজিত করিলাম। আমার জীবিতাবস্থায় আমার দ্বারা যে সমস্ত দানকার্য্য নির্ব্বাহ হইত, আমার মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত বিষয় হইতে তক্কপ হুইতে থাকিবে। ঐ সমস্ত দানকার্য্যের পর্যাবেক্ষণের জন্ম আমি চুই জন ুমাতয়ালি (পর্যাবেক্ষক) নিযুক্ত করিলাম। ইহাঁরা পরামর্শ করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। আমার বিষয়ের আন্ন হইতে গবর্ণমেন্টের ताबन्ध वाम मिम्रा यांश व्यवनिष्ठे शांकित्व, जांश नम् व्यत्म विভক्त श्रेट्व। তন্মধ্যে তিন'অংশ মহরমের দিবস ও অভান্ত উৎসব দিবসের জন্ত এবং ইমামবাড়ী ও মসজিদ মেরামত জন্ম ব্যয়িত হইবে। ছই অংশ মাতয়ালি-দিগের নিজ ব্যয়ার্থ প্রদত্ত হইবে। তিন অংশ হইতে সরকারী লোক-জনের বেতন দান এবং অপর অংশ হইতে মাসিক বুদ্তি দান করা হইবে। মাতয়ালিরা লোকজন নিযুক্ত বা পদচ্যত করিতে পারিবেন, এবং আপনাদিগকে অক্ষম বিবেচনা করিলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া কার্য্য চালাইতে পারিবেন। এতদর্থে আমি এই দানপত্র लिथिया जिलाम। व्यादश्चक रहेरल हेरा विठातालस व्यामात निमर्गन

€~ •39 नामवाड़ी—हननी

দলিলম্বরূপ হইবে। লিখিত তারিথ ১৯এ বৈশাধ, ১২২১ হিজিরা ও ১২১৩ দাল।

সকলে অনেককণ পর্যান্ত এমামবাড়ীর চতুর্দিকে দেখিয়া যেমন বহির্গত ইইলেন, অমনি ইড়িতে "চং" "চং" শক্ষে ছটা বাজিল।

ইব্র । বরুণ। এমন ষড়ির শব্ব ত কুত্রাপি ভূনি নাই।

বরুণ। ইা ভাই, এমামবাড়ীর ঘড়িটী বড় বিখ্যাত। এই ঘড়ির শব্দ লোকে অনেক দূর হইতে শুনিতে পায়। পিতামহ। এই হুগলী নগরেই প্রথমে ছাপাখানার স্থাই হয়। হলহেড ও উইলসন সাহেব সর্বপ্রথমে ঐ প্রেসে বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। ১৮৭৮ অব্দে ঐ মুদ্রাযন্ত্রটী এন্ডুস নামক একজন প্রক-বিক্রেতা ক্রয় করিয়াছিলেন।

ইক্র। মুদ্রাযন্ত্র কি পূর্ব্বে ভারতে ছিল না ?

বরুণ। ছিল না কে বলিল ? রাজপ্রতিনিধি ওয়ারেন্ হেটিংস সাহেবের শাসনকালে বারাণসী জেলার সন্নিকটস্থ একস্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটী মুদ্রাযন্ত্র ও কতকগুলি অক্ষর বাহির হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রদৃষ্টে স্থির হইয়াছে, প্রায়্ন এক সহস্র বংসর পূর্ব্বে এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল; পরে যবনাধিকারকালে নষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্র সকল ইংরাজেরা এদেশে আনিয়াছেন।

এমামবাড়ী হইতে কিছু দূরে যাইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "বরুণ-কাকা। বন্ধণ-কাকা। এটা কি ?"

বৰুণ। পিতামহ, ছগলী জেল দেখুন। জেলখানার সন্নিকটে ঐ যে বাট দেখিতেছেন, উহার নাম বোল ঘাট। এই ঘাটের সন্নিকটে ১৫৪০ খৃঃ অব্দে পর্ক্ত গীজেরা একটা কেলা নির্দ্ধাণ করে। কেলাটা একণে ভাঙ্গিরা গঙ্গাগর্ভে গিল্লাছে। একণেও জাহুবীজলে কেলাটার কোন কোন অংশ দেখিতে পাওলা যায়।

নারা। পরপারে দেখা যাইতেছে—উহা কি ?

বরুণ। গরিফা নামক স্থানের চটের কল। ঐ গরিষ্ণা একটী বৈছ-প্রধান স্থান। ঐ স্থানে দেওরান রামকমল সেন জন্মগ্রহণ করেন।

বন্ধা। দেওয়ান রামকমল সেনের জীবনবুতাস্ত সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইহাঁর পিতার নাম গোকুলচক্র সেন। ১৭৮৩ অবে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রামকমল সেন প্রথমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮০৪ অব্দে এগিয়াটিক দোসাইটিতে ইহাঁর বার টাকা বেতনের একটী কেরাণীগিরি কর্ম হয়। ইহার পর ইনি কার্যাদক্ষতাগুণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ও কাউন্সিলের মেম্বার পর্যান্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যৎপত্তি লাভ করেন এবং কলিকাতার টাকশালে দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কেরও দেওয়ান হইয়াছিলেন। ১৮১৭ অঙ্কে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরেই স্কুলবুক সোসাইটী খোলা হইয়াছিল। রামকমল সেন হিন্দু কলেকের ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বর থাকিয়া এই নিয়ম করেন যে, প্রেক্কত হিন্দুসম্ভান ভিন্ন অপর কেহ এই বিষ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাইবেন না। ১৮৩৪ অব্দে ইহার ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রচারিত হয় এবং ১৮ ৪৪ অবে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর হরিমোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর ও মুরলীধর নামে চারি পুত্র হয়। রামকমল সেনের হিন্দুধর্মে বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল। ইনি প্রতি বৎসর বাটীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে স্বজাতীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন, এবং যত্নের সহিত রাখিয়া ্বস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিতেন। স্বন্ধাতীয়দিগকে সাধ্যমত অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় দানে পরায়্থ হইতেন না।

উপ। বরুণ কাকা! জেলখানার প্রাচীরে একটা টিকটিকি ইঃ করিয়া রহিয়াছে দেখ।

বরুণ। ওরে বাবা ! জেলখানার মাকড়সাটা পর্যন্ত হাঁ করিয়া থাকে। এই সময় একটা বাবু নৌকা হইতে তীরে উঠিলেন। বাবুটার সঙ্গে তাঁহার ২৮।১৯ বৎসরের পুত্র। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ছ এক জন জন্তলোক ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "ঘনভামকে পেলেন কোথায় ?" বাবু কহিলেন, "অনেক সন্ধানে দেখি, ও খৃষ্টধশ্মে দীক্ষিত হইয়া খৃষ্টানদিগের সহিত বিষয়া খানা খাইতেছে। অনেক ভুলাইয়া তবে আনিলাম।" একজন কহিলেন, "উনি খৃষ্টান হইয়াছেন, গৃহে নিলে কোন গোল হবে না ?"

বাবু বলিলেন, "গোল হবে কেন ? আমি প্রচুর অর্থ ব্যন্ন করিয়া কালী, কালী, তৈলঙ্গ, দ্রাবিদ্ধ এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে চৈতনধারী মহাত্মাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব। তাঁহারা অর্থের প্রলোভনে দীর্ঘ দীর্ঘ বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া সমাজে লইবার ব্যবস্থা দিবেন। খানা কে না খার ? কিন্তু করজনে জাতিচ্যুত হইয়াছে ? তবে ঘনভাম খৃষ্টান হওয়ায় ইংরাজী কাগজওয়ালারা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—ঐ যা একটা দোষ।"

বাবুটী চলিয়া যাইলে : পিতামই কহিলেন, "বরুণ, আজকাল মর্ক্তো জাতিবিচার বেশ! গোপনে সবই চলিতেছে, প্রকাশ হইলেই যত গোল। কিন্তু তাহাও আবার পর্যা পাকিলে ঢাকিয়া যায়। য়ঁগ! তবে দেখিতেছি, জাতি বাক্সের মধ্যে।"

দেবতারা গঙ্গার ধারে ধারে চলিলেন। ভাগীরথীতারে অসংখ্য স্থান্দর স্থান অট্রালিকা দেখিয়া দেবরাজ কত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "১৫৩৭ খৃঃ অদ্দে পর্জু গীজেরা এই ছগলী নগর নির্দ্মাণ করে। ১৬২৮ অদ্ধে এথানে অনেক পর্জ গীজ বাস করিত। তাহাদের একটী স্থরক্ষিত কুঠীর ছিল। সাজাহান, দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে, একবার ছগলীতে আসিয়া দেখিয়া যান যে, উহারা বলপূর্ব্বক দেশীয়দিগকে খৃষ্টান করিয়া থাকে। এই নিমিন্ত তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন এবং এই ক্রোধ তাঁহার মনে জাগরুক থাকায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া পটু গীজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা দেন। তদম্পারে ১৬৩২ অদ্ধে ছগলী নগর মুসলমানেরা অবরোধ করিয়া প্রায় চারি সহজ্ঞ

পর্জ্ব পরিরাছিল ও এই ঘটনার পর পর্জ্ব পারে কখনও বাঙ্গালার প্রভাবশালী হয় নাই। এই সময় হইতেই নগরটী মোগলদিগের হস্তপত হইয়া বাঙ্গালার মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে; তদবধি সপ্তগ্রামের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।"

ইন্দ্র। সপ্তগ্রাম কোথায় ?

বরণ। এই হুগলী নগরের কিঞ্চিৎ উত্তরে। পুরাণে ঐ সপ্তগ্রামের বা সাত গাঁরের উল্লেখ আছে। সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। উহার প্রস্তরনির্দ্ধিত বৃহদাকার স্তম্ভগুলি দেখিতে বড় স্থলর। ঐ স্তম্ভ নির্দ্ধাণকার্য্যে প্রায় ২৫,০০০ টাকা ব্যয় হয়। তিন শত বংশর পূর্ব্বে ঐ স্থানের নিম্ন দিয়া অনেক বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিত। তথন উহার সৌলর্য্য ও ধুমধামের সামা ছিল না। ঐ সপ্তগ্রামে একটী হুর্গ ছিল, উহার ধ্বংসাবশেষ অত্যাপি গ্রাপ্তট্রান্ধ রোডের সন্নিকটে দেখিতে পাওয়া বায়। উহারও সন্নিকটে একটী পুরাতন মন্জিদের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। পাঞ্মার গো-যুদ্ধে যে দমন্ত মুনলমান হত হয়, তাহাদের অনেকের কবরও সপ্তগ্রামে আছে।

উপ। বরুণ কাকা! তাহারা কি ভূত হইরাছে ? বরুণ। ভূত হবে কেন ?

উপ। তবে যে লোকে বলে "সাতগেঁরের কাছে মাম্দো বাদ্ধী ?"
বক্ষণ। একশত বংসর পূর্ব্বে ঐ সপ্তগ্রামে ওলন্দারুদিগের একটী
বাগানবাটী ছিল। গ্রান্মকালে সেই বাগানে তাহারা ভোজনাস্থে বিশ্রামস্থ
অমুভব করিত। ১৫৬৬ অব্দে যথন ঐ স্থান একটী বিখ্যাত বাণিজ্ঞাস্থান
হইল, তথন প্লিনিদিগের দ্বারা অনেক বাণিজ্ঞাদ্রব্য আম্ফানী ও রপ্তানী
হইত। সপ্তগ্রামে রোমকেরাও বাণিজ্ঞা করিতে আসিত। তাহারা
উহাকে গ্যাজ্ঞেস্রিজিয়া বিশিরা ডাকিত। বঙ্গদেশের রাজ্ঞারা অধিকাংশ
সমর ঐ নগরেই অতিবাহিত করিতেন। ইউরোপীয়েরা প্রথমে এদেশে

আসিরা চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রানের উল্লেখ করিরাছেন। এক্ষণে সপ্তগ্রামের আর কিছুই নাই, কালের পরিবর্তনে সপ্তগ্রাম একটা সামাত জঙ্গলপূর্ণ পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিরাছে এবং শৃগাল কুরুর প্রভৃতির আবাস ভূমি হইরাছে। অত্যাপি ঐস্থানে পুছরিণী ও কুপাদি খনন করিবার সময় নৌকার মাস্কল ও ভগ্ন তক্তা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

দেবগণ গল্প করিতে করিতে অপরাহ্নে চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বারিকের নিকটে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল "বরুণ-কাকা! দেখা যাচ্চে— ওটা কি ?"

। ভুবু বু

বরুণ। দেবরাজ, সমুখে দেথ চুঁচুড়ার বারিক। পূর্ব্বে এই বারিকে অসংখ্য গোরা থাকিত, এক্ষণে নর্মাল স্কুল হইতেছে।

নারা। এ নগর নির্মাণ করে কে ?

বরুণ। ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া এই নগর নির্মাণ করে। ১৬৮৭ সালে তাহাদের কর্তৃক এথানে একটী হুর্গ নির্মাত হয়। উহারা এই নগরে প্রায় একশত বংসরের উপর রাজ্য করিয়াছিল। ১৮২৬ অব্দে ইংরাজদিগের নিকট হইতে স্থমাত্রা দ্বীপ লইয়া এই নগর পরিত্যাগ করে। ছগলী ও চুঁচুড়া পরস্পর এরূপ ভাবে সংলগ্ন যে, উভন্ন স্থানকে এক নগর বলিলেও অভ্যক্তি হয় না।

ব্রহ্মা। বরুণ! সমুখের ও বাঁধাঘাট কাহার ?

বরুণ। চুঁচুড়ার সোমেদের।

ব্রহ্মা। তুমি তাঁহাদিগের বিষয় আমাকে বল।

বঙ্গণ। চুঁচুড়ার সোমেরা বহুকালের জমীদার। ৬১৯ বংসর গত হইল, যথন ঘোরী-বংশীয় রাজারা সম্রাট্ছিলেন, সেই সময় এই বংশীয় বলভদ্র সোম গৌড় নগরের রাজার প্রধান মন্ত্রীছিলেন। ইনি অত্যস্ত শন্ধানের পদে কর্ম্ম করায় তত্পযুক্ত পাত্র গোপীচন্দ্র বস্থকে নিজ কঞ্চা প্রদান করেন। গোপীচন্দ্র ঘোরীবংশীর রাজসরকারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। বলভদ্র দোম সাধারণ হিতকর কার্য্যের মধ্যে যশোহর জেলার পুরাতন রাস্তাটী নির্মাণ করাইয়া দেন। এই বংশের রামচরণ সোম ডচ্ কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্র স্থামরামও পিতার কার্য্য করিতেন। ইনি নবাব সিরাজউদ্দোলার নিকট "বাব্" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই মহাম্মা চু চুড়ার ছইটী স্নানের ঘাট নির্মাণ করেন; তন্মধ্যে একটাতে পুরুষ ও অপরটীতে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া থাকে। স্থামরাম বাবুর প্রের নাম বনস্থাম বাবুর আট পুত্র, তন্মধ্যে পঞ্চমের নাম গোকুল বাবু। ইনি কটক জেলা বন্দোবস্তের সমর প্রধান কর্ম্মচারী হন। গোকুল বাবুর পুত্রের নাম বেণীমাধব সোম, ইনি ঢাকায় ছোট আদালতের জন্ম ছিলেন। বেণীবাবুর সৎকার্য্য দর্শনে গবর্ণমেন্ট সম্ভূষ্ট হইয়া রায় বাহাছর উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ সালে ৬০ বংসর বয়সে বেণীবাবুর মৃত্যু হয়। ইহার রাধিকালাল ও প্রিরলাল সোম নামক ছই উপযুক্ত পুত্র আছেন।

এই সময় দেবগণ দেখেন—"হুমান্তম" শব্দ করিতে করিতে চারি জন বাহক একথানি শিবিকা বহন করিয়া আনিতেছে। শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর ছই জন বাহক ছুটিয়া আসিতেছে। পাল্কিথানি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলে শিবিকামধ্যস্থ বাবু চীৎকার করিয়া কহিলেন—
"মাজি! পা'ল তুলে দে।" পশ্চান্তাগের বাহক ছুটিয়া আসিয়া কহিল,
"হুজুর কি আঞ্জা ক'র্ছেন ?"

বাব্। পা'ল ভূলে দে।
বাহক। আজে, এ ত নৌকো নয়!
বাব্। তা হোক ব্যাটা—তব্পা'ল তোল্! নইলে মার থাবি।
পান্ধিথানি চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন, "বৰুণ! ও কি হ'লো?"
বৰুণ। মাতাল মন্ত্ৰপানে মাতোয়ারা হইয়া ঐ প্রকার বলিতেছে।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! মগুপান করিলে সপ্তদশ পুরুষ নরকন্ত হয়— কুলাঙ্গারেরা কি জানে না ?

বৰুণ। জানে, কিন্তু তাহাতে ভয় করে না। আজ কাল মর্দ্রো স্ত্রী, পুরুষ, মেরে, ছেলে, দকলেই মাতাল। কতকগুলি লোক আছে, তাহারা পুরুগণকে বাল্যকাল হইতেই ছুগ্নে মদ মিশ্রিত করিয়া থাওয়ায়। দে দব কথা থাক্, দন্ধ্যা প্রায় আগত, অতএব এই বারিকের মধ্যে আশ্রয় লইলে ভাল হয় না ?

দেবগণ এ কথায় সম্মত হইলে বরুণ বারিকের মধ্যে একটা বাসা স্থির করিলেন এবং কয়জনে দে রাত্রি তথার অতিবাহিত করিয়া প্রাতে আবার নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুথে দেখুন পুলিস স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের বাসা।"

দেবতারা এথান হইতে ডভের স্কুল ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের আফিস দেখিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটা বাবু মাতাল হইয়া টলিতে টলিতে রাস্তা দিয়া যাইতেচে।

ইব্র । বরুণ! এ বাবুটীও কি মাতাল ?

বন্ধণ। এই বাবুর বিষয় তোমাকে শোনান উচিত। ইহার মাতা অব্ব বন্ধসে বিধবা হন। তাঁহার ভগ্নীপতি কলিকাতার একজন বড় লোক। সেই হুরাজ্মা বিধবা শালীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার গর্ভে এই পুত্র উৎপাদন করে। মিস্পের একাস্ত ইচ্ছা ছিল, সমস্ত বিষয়বিভব পুত্রদিগকে না দিয়া ইহাকেই দিয়া যাইবে; কিন্তু পুত্রেরা এই সমাচার জ্ঞাত হইয়া পিতাকে ভ্রগলীর বাগানের কাছে—

ব্রহ্মা। আরে ছি! ছি! পৃথিবীতে আর বাচ-বিচার নাই।

উপ। বঙ্গণ-কাকা! কি ব'ল্লে আবার বল না। আমি বাড়ী গিন্ধে গল্প ক'র্বো।

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন—একটা বাবু সাজগোজ

করিরা ব্যাগ হস্তে লইরা কোথার যাইতেছেন। একটা প্রাচীনা রমণী কহিতেছেন, "যত টাকা লাগে দিয়া জামাইকে আস্কে চাস্, নইলে বড় কলম্ব হবে, লোকের কাছে মুখ দেখান যাবে না।"

উহারা চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন "ওরা ২'ল্লে—নইলে কলঙ্ক হবে লোকের কাছে মুখ দেখান যাবে না ;—বরুণ ় কলঙ্ক হবে কেন ?"

বরুণ। আপনাকে কিছুই গোপন করিবার যো নাই। হয়েছে কি । ঐ বাড়ীর একটী কন্তার কুণীনে বিবাহ হয়। জামাই রাগ করিয়া গিয়া প্রায় চারি পাঁচ বৎসর আসেন নাই। এক্ষণে মেয়েটীর গর্ভাবস্থা। অতএব এই সময়ে জামাইকে টাকা দিয়া সম্ভুষ্ট করিয়া আনিয়া তৎপর দিন গর্ভ প্রচার করিলে তত দোষ হইবে না।

नाता। ভान, यनि त्कर मिन গণে स्मरथ धरत क्लि १

বঙ্গণ। তথন ছেলেটা সাতাসে কি আটাসে—যাহা হউক ব'ল্লেই হ'লো।

বন্ধা। শ্রীবিষ্ণু রাঁগা। আজ কাল ব্রি এইরূপ ক'রে কলঙ্কের হাত এড়ান হয় ?

বঙ্গণ। এরা তবু ভদ্র। অনেক স্থলে নষ্ট করিয়া ফেলে।

দেবগণ অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া বেলা আন্দান্ধ সওয়া দশটার সময় কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক দৃষ্টে বাড়ীটীর
দিকে চাহিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "ইহারাই নাম ছগলী-কলেজ।
কলেজের উপরে ইহার প্রিন্সিপাল বা কর্ত্তা সাহেবের বাস। ওদিকে দেখুন
রসায়ন-বিভালয়। ঐ বিভালয়ে রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। গৃহমধ্যে
শিক্ষোপযোগী অনেক য়য় আছে।"

ইন্দ্র। এই বাড়ীটী বড় চমৎকার!

বঙ্গণ। এই বাড়ীটী প্রাণক্ষণ হালদার নামক একজন জমীদারের বৈঠকথানা ছিল। এ প্রাণকৃষ্ণ হালদার নোটজাল করা অপরাধে দ্বীপাস্তরিত হন। ইনি মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কিছু কাল জীবিত ছিলেন। মহয়ের যতদ্র স্থপভোগ করা সম্ভব, তাহা এই প্রাণক্ষক্ষ করিয়াছিলেন। আবার মহয়ের যতদ্র হঃথভোগ করা সম্ভব, তাহাও প্রাণক্ষক্ষর ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। যে প্রাণক্ষক্ষ হথের দশায় পশ্দিরাজসদৃশ ঘোটকসংযুক্ত গাড়ী যুড়ি হাঁকাইতেন. সেই প্রাণক্ষক্ষ হংথের দশায় ছ্যাক্রা গাড়ী ভাড়া করিতে যাইলে গাড়োয়ানেরা অয়ানবদনে বলিয়াছিল—"বাপের জন্মে কি গাড়ী চেপেছ ?" যে প্রাণক্ষক রাস্তার টাকা ছড়াইয়া তাহার উপর দিয়া ভ্রমণ করিতেন, সেই প্রাণক্ষক হংথের অবস্থায় এক পয়সার আফিং ক্রয় করিয়া মূল্য দিতে না পারায় দোকানদার-গৃহিণী হাত হইতে আফিং কাড়িয়া লইতেও ছাড়ে নাই।

ব্রহ্মা। দেখ ভাই ! মন্থব্যের অবস্থা চির দিন কথনও এক ভাবে যায় না, বোধ হয় প্রাণক্লফ বে-চালে চলাতেই বে-চাল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার উপর প্রাণক্লফ অধর্ম ক'রে টাকা ক'রেছিলেন। যাহা হউক, আমার মান্থবেরা প্রাণক্লফ ইইতে অনেক উপদেশ পাইতে পারে।

উপ। বৰুণ কাকা। এ কলেজে এত মুসলমান কেন ?

ইন্দ্র। সত্যি বরুণ! এ কলেজে মুসলমান ছাত্র এত বেশী কেন ?

বরুণ। ইমামবাড়ীর প্রাচীরে আমি যে মহম্মদ মহসীনের দানপত্র পাঠ করিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে—তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্ম ছই জন করিয়া মাতয়ালি নিযুক্ত থাকিবে। ঐ লিখনামুর্রূপ কার্যা চলিতেছিল; তৎপরে, ১৮১৮ অব্দে বোর্ড অব্ রেভিনিউ মাতয়ালিদিগের হস্ত হইতে কার্য্য-ভার কাড়িয়া লইয়া অপরের হস্তে অর্পণ করেন। মাতয়ালিরা এই কারণে বোর্ডের নামে নালিশ করিলে জজ্বের বিচারে বোর্ডেরই জয়লাভ হইল। মাতয়ালিরা প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিলেন; সেখানেও কোন ফল হইল নাই। এ মকদ্মা ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর চলিয়াছিল। ঐ সাত বৎসরের পর হিসাব করিয়া দেখা হইলে, মহসীনের সম্পত্তির মুনাফার টাকা হইতে সমস্ত

থরচ পত্র বাদ প্রায় সাত লক্ষ টাকা জমিয়াছে। বোর্ড ঐ টাকা হইতে একটা মাদ্রাসা করিবার জন্প গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন। এই বিষয়ের তর্ক বিতর্ক হইতে প্রায় তিন বংসর অতীত হয় এবং স্থাদে আসলে আট লক্ষ কষেক সহস্র টাকা জমে। অনেক বিবেচনার পর গবর্ণমেণ্ট একটা কলেজ স্থাপনের অন্থমতি দেন। তদমুসারে ১৮৩৬ অব্বের ১লা আগন্ত হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬,৫৯,৬৬৪ টাকা এই কলেজের ব্যয় জন্ত দান হির হয়। তদ্তির গবর্ণমেণ্ট উক্ত মহম্মদ মহসীনের দানের টাকা হইতে একটা অতিথিশালা ও একটা চিকিৎসালয়ও করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত টাকা মাতয়ালিদিগের ও তাজিয়ার ব্যয়ের টাকা হইতে সংগৃহীত। গবর্ণনেণ্ট মহসীনের টাকায় আর একটা মহৎ কার্য্য সংসাধিত করিয়াছেন, অর্থাৎ কলেজে মুসলমান ছাত্রদিগের বেতন এক টাকার বেশী লওয়া হইবে না ও প্রায় একশত আন্লাজ ছাত্রকে আহার দেওয়া ও উৎক্বন্ত ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে এখানে মুসলমান ছাত্র বেশী।

ব্রহ্মা। সাধু সাধু ! যতকাল ছগ্লী কলেজ থাকিবে, মহম্মদ মহসীনের নাম কেহ বিশ্বত হইবে না। বৰুণ ! আমার হিন্দুসস্তানদিগের মধ্যে যদি কেহ নিঃসস্তান থাকেন, এইরূপ অক্ষয়কীর্ডি স্থাপন করিতে যত্ন করেন না কেন ?

বরুণ। তাঁহারা বলেন—সংকর্ম করা অপেক্ষা পিতৃপুরুষগণের নাম রক্ষার্থ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা উচিত এবং এই জন্ম অনেকে মৃত্যুকালে একটা, একটার অভাবে তিন্টা ও কথন সাতটা পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি কবিশ্বা যান।

ইন্দ্র। সে ছেলেরা করে কি ?

বরুণ। যতদিন সে পিতা জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁর মরণ কামনা করে—তার পর বন্ধস হইলেই মদ, গাঁজা ও বেখ্যায় বিষয় উড়ায়। সে মাতা গর্ভধারিণী নহেন, তবে তাঁহার স্বামীর বিষয়; এই জক্ত হুই চারি টাকা মাসহারা দিয়া চাকরাণীর মত থাটাইয়া লন। ভগ্নীরাও কিছু সহৌ-দরা নহে, স্থতরাং তাহাদের বাপের বাড়ী আসা ঘুচে যায়।

ব্রহ্মা। বরুণ । মহম্মদ মহসীন কে এবং কি উপায়েই বা তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হন, তদ্বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। আগা মতাহার নামক একজন ধনী মুসলমান এই ছগলী নগরে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায় মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় একমাত্র কস্তা ময়ুজান থানমকে অর্পণ করিয়া যান। স্বামীর এইরূপ আচরণে মতাহার-পত্নী অসম্ভটা হইয়া ছগলীনিবাসী হাজি ফয়য়জুয়া নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। এই দম্পতী হইতেই ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মহসানের জন্ম হয়়। ময়ুজান থানম মিরজা সালা উদ্দীন মহম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। হুগলী নগরে মিরজা-সালের হাট নামক হাটটী ইহারই স্থাপিত। ময়ুজান থানম কিছুদিন পরে বিধবা হইলে আর দ্বিতীয় বিবাহ করিলেন না। ইহার সস্তান সপ্ততিও ছিল না; মহম্মদ মহসীন বিবাহ-প্রথার নিতাস্ক বিরোধী ছিলেন। জীবিতকালে ফকিরী অবস্থায় বাস করিয়া যাবতীয় অর্থ দান ধ্যানে বায় করিতেন, এবং মৃত্যুকালেও ঐ উদ্দেশ্রে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ১৮১২ অব্দের নবেম্বর মাসে ইনি কলেবর পরিত্যাগ করেন।

নারা। বরুণ! কলেজের ওদিকের গৃহে একটা ব্রাহ্মণ পশুতের নিকট একজন সাহেব দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন। ঐ পশুতেটা কে ?

বরুণ। উহাঁর নাম রামগতি স্থায়রত্ব। উনি এই কলেজের সংস্কৃত শাস্তের প্রধান অধ্যাপক।

बक्का। ইहाँ विषय व्यामारक किছू वन।

বরুণ। ইনি ১৭৫৩ শকে পাণ্ডুরার সরিকটস্থ ইলছোবা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৮২লধর চূড়ামণি। প্রথমে উনি কোন অধ্যাপকের নিকট কিছুকাল ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া কলিকাতার সংস্কৃত কলেকে যাইয়া ভর্ত্তি হন। তথার ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাংখ্য, ক্সায় ও যৎসামাত্ত ইংরাজি শিক্ষা করিয়া ১৮৫৭ অব্বে বিল্লালয় পরিত্যাগ করেন এবং মাসিক ৫০১ টাকা বেতনে ছগলী নশ্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত কলেজ হুইতে ক্লায়রত্ব উপাধি প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। ১৮৬২ অবেদ ইনি এক শত টাকা বেতনে वर्षमान श्वक्रटिनिः ऋत्वत्र প্রধান শিক্ষকের পদে नियुक्त इन এবং ১৮৬৫ অব্দে ১৫০ টাকা বেতনে বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ লাভ করেন, তৎপরে হুগলী কলেজের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইন্নাছেন। ইনি অন্ধকুপ-হত্যার ইতিহাস ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন ইহাঁর প্রণীত অনেকগুলি পুস্তক আছে। যথা—বস্তুবিচার, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ, রোমাবতী (উপস্থাস), শিশুপাঠ, এবং বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ঋজু-ব্যাখ্যা, দমর্ম্বী, মার্কণ্ডের চন্ডীর অন্ধুবাদ, বাঙ্গালা দাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। এই শেষোক্ত গ্রন্থথানি ইহাঁর প্রধান কীর্ত্তিম্বরূপ। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীর ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও নীতিপথ নামক প্রস্তক প্রচার করিয়াছেন।

দেবগণ কলেজ হইতে বহিৰ্গত হইয়া এক দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে একস্থানে উপস্থিত হইলে উপ কহিল, "বক্ষণ-কাকা, ওটা কি ?"

বরূণ। দেবরান্ত । সম্মুথে দেখ—ওলন্দান্ধদিগের গির্জ্জা। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে এই গির্জ্জাটী নির্মিত হয়। ওলন্দান্ধদিগের কার্ত্তির মধ্যে এই গির্জ্জাটী মাত্র অক্ষাপি বর্ত্তমান আছে।

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন, "এই স্থানে ওলন্দান্দিগের হর্নের বারিক ছিল। ঐ বারিকটা ১৮২৭ অব্দে ধ্বংস হইয়াছে। এই বারিকের উত্তর দিকে আরমেনীয়দিগের গির্জ্জা; ঐ গির্জ্জাব সন্ধিকটে ওলন্দান্দদিগের গোরস্থান আছে।"

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া তাঁহারা দেখেন—লোকে লোকারণা। এক ব্রাহ্মণ দাড়াইয়া "ভেউ ভেউ" শব্দে রোদন করিতেছে। পিতামহ তাঁহার ক্রন্সনে হ:খিত হইয়া নিকটে যাইয়া বলিলেন, "বাপু। তোমার কি হইয়াছে ?" বান্ধণ কহিল "মহাশয়। আমি নিতান্ত হুঃথী বান্ধণ। ত্ৰ-দশ্টী মন্ত্ৰশিষ্য থাকায় কোন প্ৰকারে কায়ক্লেশে জীবনযাতা নির্বাহ করি। আমার একটী বার তের বংসরের অবিবাহিতা কলা ছিল। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, মেয়ে বেচে যথেষ্ট টাকা লাভ করিব। অতএব আর ছই এক বৎসর রাখিয়া যদি বিবাহ দিই, ৭৮ শত টাকা মূল্য পাইতে পারিব। ঐ লোভে মেয়েটির বিবাহ দিতে বিলম্ব করিতেছি. এমন সময় আমার কাছে 'মন্তু লইব' বলিয়া একটী শিষ্মের পুত্র আসিল এবং দশ পনর টাকা দিয়া প্রণাম করিল। আমি তাহাকে নিজ পুত্রের ग्राय यद्भ कतिया शृद्ध ताथियाहिलाय। त्मरे वनमात्मम भाष् अ अनुवाटात বেল্লিক বেটা গোপনে গোপনে আমার মেল্লের সঙ্গে সন্তাব করে: গভ রাত্রিতে আমার মেয়েটীকে ভুলাইয়া লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। অপরাধের মধ্যে যে ছেলেটীর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছিলাম, সে ছেলেটী তত ভাল নয় ব'লে মেয়েটার তাহাকে বিবাহ করায় তত ইচ্ছা ছিল না !" বলিয়া ব্রাহ্মণ গালে মুথে চড়াইতে লাগিল।

পিতামহ এই কথা গুনিয়া অবাক্! মুখে আর বাক্য নাই; তিনি ক্রতপদে চলিলেন। দেবগণ কহিলেন "ঠাকুরদা কোথায় যান ?"

ব্রহ্মা। ভাই যে স্থানে পিতা পর্যার লোভে ক্স্তাকে অপাত্রে বিক্রম্ম করে, সে স্থানে এক তিলার্দ্ধ থাকা মহাপাপ। আমি এই মুহুর্ত্তে চুঁচুড়া পরিত্যাগ করিব। রুঁটা! ব্যাটা বামুন কি ক্যাই! পাঁটী বেচে?

দেবগণ এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে বৰুণ কহিলেন, "পিতামহ! এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্ৰ ও ভূদেব বাবুর বাটী দেখুন।"

১৮৫৭ অব্দের জুলাই মাসে এই এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হয় ৷ ওবাইন স্থিপ নামক একজন পাদরী প্রথমে ইহার সম্পাদক ছিলেন। গবর্ণমেন্ট এই পত্তের সাহায্যার্থ প্রথমে সম্পাদকের মাসিক ৭৫১ টাকা, পরে ১৫০ টাকা, তৎপরে ৩০০ টাকা বৃদ্ধি নির্দ্ধারিত করেন। কয়েক বংসর পর্যান্ত স্মিপ সাহেব সম্পাদকের কাব্দ করিয়া বিলাভ যাত্রাকালে গ্রবর্ণমেন্টকে কাগজ্ঞানির স্বন্ধ দিয়া যান। গ্রব্নেন্ট ইহার পর বাব প্যারীচরণ সরকারকে ৩০০ টাকা বুদ্তি সহ এই পত্তের সম্পাদক ও ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ অব্দের ৭ই মে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রামনগর ষ্টেশনে রেল গাড়ীতে যে হর্ঘ টনা ঘটে, সম্পাদক তৎসংক্রাম্ভ কাগচ্ব পত্র এই পত্রে প্রকাশ করায় গবর্ণমেন্টের সহিত মনোমালিন্ত ঘটে ও তিনি সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তদনস্তর ডাইরেক্টর এট্কিন্সন্ সাহেবের এবং ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনান্ট গবর্ণর মহামাঞ গ্রে সাহেবের অমুরোধে শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুধোপাধ্যায় এই এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হন। ইনি গরর্ণমেন্টের বৃত্তিভোগী সম্পাদক হন নাই। নিজে এই পত্তের স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। গ্রন্মেন্ট এক্ষণে এই পত্তিকার যাহা কিছু সাহায়া করিতেছেন ইচ্ছা করিলে না করিতে পারেন: কিছু কাগজ্ঞানির স্বন্ধ আর প্রত্যাহরণ করিতে পারেন না। এক্ষণে এই পত্রের গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ৬।৭ শত হইবে। ভূদেব বাবুর সম্পাদকতা গ্রহণের পূর্বে ইহার গ্রাহকসংখ্যা ছুই তিন শতের অধিক ছিল না।

ব্রহ্মা। বরুণ। তুমি ভূদেব বাবুর জীবনবৃত্তান্ত বল।

বৰুণ। ইনি ১৭৪৭ শকে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ইহাঁদিগের আদি বাস থানাকুল কৃষ্ণনগরে, পরে কলিকাতায় মাণিকতলায় ইনি একটা বাটা নির্মাণ করেন। ঐ বাটীতেই ভূদেব বাবুর জন্ম হয়। ভূদেব বাবু প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ভর্মি হন। পঠদশায় ইনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং প্রতিবৎসর পরীক্ষার সর্ব্বোচ্চ হইরা পারিতোষিক লাভ করিতেন। পরিত্যাগের কয়েক বংসর পরে ইনি ৫০১ টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পরে ১৫০১ টাকা বেতনে হাবড়া গ্রব্মেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন। ইহাঁর দারা উক্ত স্থূলের বিশেষ উন্নতি হইমাছিল। ইহার পর ইনি দক্ষিণ বক্তের স্থূলসমূহের ইনস্পেক্টরের পদ পান। ইহাঁর বাঙ্গালা ভাষায় অতা**স্থ** অমুরাগ থাকায় এই সময় "শিক্ষা-বিধায়ক" নামক একথানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। ইহাঁর ঐতিহাসিক উপস্থাসও এই সময় লিখিত হয়। ইহার পর হুগলীতে একটী নর্মাল স্কুল স্থাপন করিবার প্রয়োজন হুইলে ভূদেব: বাবু মাসিক ৩০০১ টাকা বেতনে ১৮৫৬ গৃষ্টাব্দে উক্ত বিগ্যালয়ের स्भाति एक एक नियुक्त रन। देशत ममात्र नर्यान कृतन य एथे উন্নতি হইন্নাছিল। এই সমন্ন ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের সংখ্যা অধিক না থাকায় ইনি অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে প্রাক্কতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় ভাগ. পুরাবুত্তদার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস ও ইউক্লিডের তিন অধ্যায় জ্যামিতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ইহাঁর ঐতিহাসিক উপন্থাস এই সময়ে মুদ্রিত হয়। ১৮৬२ অবে ইনি ৪০০, টাকা বেতনে প্রতিনিধি ইনস্পেক্টরের সহকারী পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৩ অব্দে কর্ত্তপক্ষেরা ইহাঁকে এডিসনাল ইনস্পেক্টরি পদ প্রদান করেন। ১৮৬৪ অবেদ ইনি ছই আনা মল্যের শিক্ষাদর্পণ নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ পত্র কয়েক বৎসর উত্তমরূপ চলিয়াছিল। ১৮৬৭ অব্দে বার্ষিক ৫০ টাকা বৃদ্ধির নিষ্মে ইহাঁর বেতন ৫০০ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৬৯ অব্দে ইনি নর্থ সেন্টাল নামক নৃতন ডিভিসনের ইংরাজী বাঙ্গালা সমস্ত বিষ্যালয়ের পরিদর্শকের ভার পাইয়া ডিভিসনাল ইনম্পেক্টর পদ প্রাপ্ত হন। এই পদটী এতদিন, সাহেবদিগের একচেটিয়া ছিল, ভূদেব বাবু হইতে ভালিয়া

বাঙ্গালী মহলে আসিয়াছে। একণে ভূদেব বাবু কর্মত্যাগ করিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন। *

দেবগণ ইহার পর ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "১৬০৯ অব্দে বাউটন নামক একজন ইংরাজ ডাব্ডার নবাব স্থলতান স্থজার অন্তঃপুরস্থ কোন কামিনীর পীড়া আরোগ্য করিলে স্থলা ইংরাজদিগকে হুগলী নগরে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার আজ্ঞা দেন। তদমুসারে ১৬৪০ অব্দে ইংরাজেরা এখানে একটী কুঠি নির্মাণ করেন। কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক সাহেব ঐ কুঠির গবর্ণর ছিলেন। ১৬৮৬ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত নবাব-সৈত্মের বিবাদ হওয়ায় ইংরাজেরা ছুগলী নগর তোপে উড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করেন। ১৭৪২ অব্দে পর্ক্তিরা এই নগর ধ্বংস করে। ১৭৫৭ অব্দে পুনরায় ইংরাজদিগের ছারা ছুগলী বাঙ্গালার মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান হয়। ১৭৫৮ অব্দে ইংরাজেরা পুনরায় ইহাতে গোলা বর্ষণ করেন। এখানকার মিদি বড় বিখ্যাত। ছুগলীর লোকের চরিত্র সাধারণতঃ মন্দ নহে। এখানকার ঘুঁটে-বাজারে অনেক স্থবর্ণবিণিক্ বাস করে।

উপ। কর্দ্ধা জেঠা ! জেঠাই মার জন্তে কিছু মিদি কিনে নাও না।
বরুণ। ঐ যা ! টিকিট দিবার ঘন্টা দিরাছে। ঠাকুরদা চ'লে আস্থন।
দেবগণ তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে যাইরা চন্দননগরের টিকিট লইরা প্লাটফরমে
যাইরা দেখেন দ্রে হস্তার শুণ্ডের ক্সার ধুম দেখা যাইতেছে। দেখিতে
দেখিতে ট্রেণ নক্ষত্রবেগে ছুটিরা আদিরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। দেবতারা
ক্রতপদে গিরা ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ যাত্রীদিগকে উঠাইরা লইরা
আবার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল এবং অনতিবিলম্বে চন্দননগর ষ্টেশনে
আদিরা উপস্থিত হইল। দেবগণ গেটে টিকিট দিরা বাহিরে আদিলে
বর্জা কহিলেন, শিক মন্সার কলই ক'রেছে ! এই কোথার ছিলাম, আবার
চারি পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোথার এলাম।"

^{*} ১৩০১ সনে ইহার মৃত্যু হইরাছে।—সম্পাদক।

চন্দ্রনগর

দেবগণ একথানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা নগরের শোভা সন্দর্শনে এত মুগ্ধ হইলেন যে, গাড়োয়ানকে কোন্স্থানে থামাইতে হইবে বলিতে ভুলিয়া যাইলেন। গাড়োয়ানও বিনাবাক্যব্যয়ে একেবারে তালভাঙ্গার ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "বাবু! নেমে ভাড়া দিন।"

ব্ৰহ্মা। বৰুণ। এ কোন্স্থানে আনিয়া নামাইয়া দিলে ?

বরুণ। এই স্থানের নাম তালডাঙ্গার ফটক। এই তালডাঙ্গার ফটক হইতেই ফরাদী রাজ্য আরম্ভ হইরাছে। এ নগরে ফরাদী গবর্ণমেন্টরই আধিপত্য বেশী। ইহা ফরাদীদিগের রাজ্য বলিয়া নগরটীর অপর নাম ফরাসডাঙ্গা। ফরাসডাঙ্গা কলিকাতা হইতে ২১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানের চতুর্দিকে ইংরাজরাজ্য; মধ্যস্থলে গঙ্গার পশ্চিম কুলে বিন্দুমাত্র চন্দননগর বিরাজ করিতেছে। ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে ফরাদীরা এই নগর নির্মাণ করে। এই নগরের একাংশ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধিকারভুক্ত। ফরাদী চন্দননগরে প্রায় এক লক্ষ ২৫ হাজার লোকের বাস।

কিছু দূরে যাইয়া উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "বরুণকাকা, ও কি! কতকগুলা লোক কাঠের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে প'ড়ে রায়েছে কেন ?"

বরুণ। চুপ কর্! গোল কর্লে ভুড়ুম ঠোকাবে।

নারা। তুড়ুম কি?

বৰুণ। একথপ্ত কাঠের ফুটার মধ্যে পা প্রবেশ করাইয়া দিয়া আর একথপ্ত ফুটা কাঠ তহপরি রাথিয়া থিল আঁটিয়া চিং করিয়া কেলিয়া রাথার নাম তুজুম ঠোকা। যে গৃহে ঐ কাপ্ত হইতেছে উহার নাম-কোতোয়ালি। ইংরাজরাজ্যে কোন ব্যক্তি দোষ করিলে হাজতে দেয়। করাসী রাজ্যে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামে নালিশ করিলে অগ্রেই
তৃত্বুম ঠোকার। তৎপরে বিচারে দোষী হইলে সাজা পার ও নির্দ্দোষী
হইলে মুক্তিলাভ করে। ফলতঃ অভিযোগ হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী
হউক আর নির্দেষ হউক, অগ্রে তৃত্বুম ঠুকিতে হয়।

এথান হইতে কিছু দ্রে যাইয়া দেবগণ দেখেন—একথানি ভাঙ্গা ঘরের
। মধ্যে ২০।২৫ জন লোক বসিয়া আছে। তাহাদের অষ্ট অঙ্গের শিরাগুলি
দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকের চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উদ্বোগ হইয়াছে।
সকলেরই সম্পুথে এক একটা কল্দীর কাণার উপর এক একটা ভাবা
ছঁকা। নল্চের মাথার দিক্ অর্দ্ধেক আন্দাজ কাটা। তছুপরি এক একটা
ভাঙ্গা করের বাঁট। ছঁকায় এক একটা এক-হাত দেড়-হাত আন্দাজ
নল লাগান। প্রত্যেকে ধুমপান করিতেছে ও এক একবার শোলা
চুষিতেছে; কথন কথন পরস্পরে সোহাগ করিয়া নলের মধ্য দিয়া উজান
ক্বেলার পাড়িয়া পরস্পরকে গুলি মারিতেছে, এবং সকলে নানারূপ গ্র

একজন কহিল, "একটা ঢোঁড়া সাপ বড় আফিং থেত। কিছু আফিং থাইলে ছগ্নের প্রয়োজন। তজ্জ্ঞানে প্রত্যহ রজনীতে এক গো-শালায় প্রবেশ করিয়া ছগ্নবতী গরুর পশ্চাৎভাগের পা ছইখানি নিজ ল্যাজের ছারাছাদিয়া স্তঞ্জান করিত। কিছুদিন পরে গরুটি মরিয়া যাইল। তথন ছগ্ন অভাবে সাপটা পেট কেঁপে মারা যায় আর কি! একদিন গর্ভ হইতে মুখ বাহির করিয়া ঢোঁয়া ঢেকুর তুলিতেছে, এমন সময় দেখে, এক গোয়ালিনী তাহার গর্ভের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। গোয়ালিনী তথন অভাবে ছল, এজভা তাহার স্তনে বেশ হগ্ন ছিল। সাপটা গোয়ালিনীত থন ক্রেমা আতে গর্ভের বাহির হইয়া ল্যাজ দিয়া তাহার পা ছাঁদিয়া কিলিল; এবং স্তনে মুখ দিয়া চক্ চক্ শঙ্কে ছধ খাইতে লাগিল। গোয়ালিনী ভরে মুছ্রা গেল।"

আর একজন কহিল, "শুরোটার সাপ আফিং ছেড়ে গুলি থেতে শিথ্লে না কেন ? দেখ ভাই—সেদিন এইখান দিয়া একটা রাজা গিয়াছিল দেখেছিলে ? তার নাম সিং!" তংশ্রবণে একজন কহিল, "ভাই! সিং নাম হইল কেন ?" অপর ব্যক্তি কহিল, "ঐ রাজার বাল্যকালে হুটি সিং হয়। ইংরাজ গ্রথমেণ্ট সেই সিং হুইটি কাটিয়া লইয়া এসিয়াটিক মিউজিয়মে রাখিয়া দিয়া উহার নাম দিয়াছেন সিং।"

ু বন্ধা। বরুণ, এরা কারা <u>?</u>

ः বঙ্গণ। শুলির আড্ডার শুলিখোর।

এই সময় গুলিখোরেরা গান ধরিল—

গুলি ছাড়ি কেমনে, বিনা মরণে।

সেরাকুলের কাঁচা যেন জড়িরে ধ'র্ছে বসনে॥

একবার মনে করি তোড় জোড় ফেলে দিয়ে,

ব'দে থাকি বোবা হয়ে, (কিন্তু) জাস্থ ভাজি স্থপনে 🛭 🕙

একজন কহিল, "হার! হার! দেখ ভাই, সম্প্রতি চন্দননগরের এক তাঁতি তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে নটে-শাকের তলার গলার দড়ি দিরে মরেছে।" আর একজন কহিল, "সত্যি নাকি ?" বক্তা কহিল, "আমি কি মিথ্যা কথা কহিতেছি। মাগী, মিশের সঙ্গে বিবাদ ক'রে যেমন জল আন্তে গিয়াছে, মিশে অয়ি নলি থেকে এক খাই স্তা নিয়ে শাকের ক্ষেতের কাছে ছুটে গিয়ে নিজের গলার সঙ্গে আর নটে গাছের সঙ্গে বেঁধে চুপ ক'রে ব'দে আছে।" একজন কহিল, "কেউ ছাড়িয়ে দিলে না ?"

বক্তা। তাঁতি-বৌ জল নিয়ে এসে দেখে সর্বনাশ ! স্বামী গলায় দড়ি দিয়ে জিভ্ বাহির ক'রে ব'সে আছে। তখন মাসী তাড়াতাড়ি কাঁকের কলসী ফেলে মিন্সের পিঠে কাঁাৎ কাঁণং শব্দে লাখি মারিতে লাগিল। মিন্সে অনেক গুলো লাখি খেরে ব'লে, "নাখিই মার, আর বাই কর, কর্তা মরে গেছে।" একজন কহিল, "বেটা তাঁতি ফরাসী রাজ্য ব'লে বেঁচে গেলেন। ইংরাজ রাজ্য হ'লে বাছাকে শুরকি ভাঙ্গাতো। বাবা। আত্মহত্যা ক'র্তে যাওয়া সহজ নয়।"

বন্ধা। বরুণ ! তুমি ব'লে "ইহারা গুলির আড্ডার গুলিখোর।" কিন্তু আমি ত কিছু বুঝুতে পারিলাম না।

বরুণ। আজে, আপনার স্বষ্ট আফিং মর্ত্তো ছই মূর্ত্তিতে ব্যবহৃত হয়।
এক মূর্ত্তি কাঁচা,—অপর মূর্ত্তি পাকা। কাঁচার নাম আফিং, পাকার নাম
ত্তালি। সেইগুলি বাহারা থায়, তাহাদিগকে গুলিখোর করে।

ইব্র । গুলিখোরদিগের সরঞ্জাম ত বেশ্ !

বরুণ। ঐ সমস্ত সরঞ্জানের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ঐ যে কলসীর কাণার উপর ভাবা হুঁকা আছে, ঐ হুঁকা এবং নলটীর নাম তোড় জোড়, এবং ঐ ভাঙ্কা কল্কের নাম মেরু।

এই সময় একজন গুলিখোরকে ছিটা অন্নেষণ করিতে দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, "লোকটা কি অমূল্য দ্ব্য হারাইয়াছে।"

বঙ্গণ। অমূল্য দ্রব্য অর্থাৎ চারি কড়া আন্দান্ধ মূল্যের একটি গুলি। গুলিখোরেরা সর্বস্ব দিতে পারে; কিন্ত প্রাণ ধ'রে একটি ছিটা কাহাকেও দিতে পারে না।

নারা। ছিটা তৈয়ার করে কেমন ক'রে ?

বরুণ। পেরারা পাতা কুঁচি কুঁচি করিয়া কাটিয়া প্রথমে ভাজনা ধোলার ভাজিয়া লয়। তৎপরে একটি পাত্রে জল দিরা আফিং গুলিয়া সেই জল অগ্নির উত্তাপে ফুটলে ভাজা পেরারা-পাতা ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া মৃড়কি-মাথা করে, তৎপরে নামাইয়া সেইগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে পাকাইয়া ছিটা প্রস্তুত করে।

উপ। রাজা-কাকা! রাজা-কাকা! একটা গুলিখোর গুলি টেনে আখখানা কলা মুখে দিয়ে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলে!!

বরুণ। কলা উহাদের উপাদের চাট। গুলির ধুম পেটে প্রবেশ করিলে নেশা হয়; কিন্তু কর্কশ দ্রব্য চিবাইতে হইলে ধুম বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এজন্ত গুলি টানিয়া কলা চটকাইয়া সেই কলা অতি সতর্কতার সহিত মুখে দিয়া গিলিতে পারিলে কলা-সহিত ধুম পেটের মধ্যে প্রবেশ করে। গুলিখোরেরা পাকা কলা এত ভালবাদে যে, ষ্টেশনে যদি কোন যাত্ৰী কলা লইয়া আসে, ঐ সামান্ত দ্ৰব্য চাহিলেই পায়, কিন্তু তাহা না করিয়া চুরি করিবার চেষ্টা দেখে। চাটনীর অভাবে ইহারা সময়ে সময়ে শোলা জলে ভিজাইয়া চুধিয়া থাকে। গুলিখোরের অনেকগুলি চিহ্ন আছে। যথা-প্রায়ই চক্ষু বুজাইয়া থাকে.--নেশা ছুটিবার আশক্ষায় সহজে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখে না। গোলমালে বড বিবক্ত হয়.—কেহ কথা কহিলে "আন্তে আন্তে" বলিয়া তাহাকে নিষেধ করে। যথন ইহারা চলিয়া যায়. পাষের গোড়ালি উচু হইয়া থাকে। যে রাস্তায় সচরাচর যাতায়াত করে, তাহাতে একটি ঢেলা থাকিতে দেয় না,—পাছে হোঁচট লাগিয়া নেশা ছুটিয়া যায়। যে গ্রহে শয়ন করিয়া থাকে. ঐ গ্রহের কোন স্থানে ছাতা কিংবা বাাগ টাঙ্গাইয়া রাখিতে দেয় না.—পাছে লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে। হথে এত লোভ হয় যে. শিশু সম্ভানকে রাত্রিতে খাওয়াইবার হগ্ধ ঢাকা থাকিলে চুরি করিয়া খাইয়া থাকে। ভালিখোর ভালি টানিয়া যে রাস্তা দিয়া বাটা আইসে, ঐ রাস্তার হই পার্ম্বে দড়া পাকাইবার ভঙ্গিতে যদি হই জন দাঁড়াইয়া থাকা যায়, প্রাণায়ে দোজা হইয়া আদিবে না.—পাছে দড়ি গলায় লাগিয়া মারা পড়ে, এই শঙ্কায় হেঁট হইয়া আইসে। ইহাদের নজর অতি কুদ্র হয়। গুলিখোরেরা মাতালকে বড় ভর করে। মাতাল দেখিলে সে রাস্তায় প্রাণাম্ভেও অগ্রসর হয় না। এই চন্দননগরে গুলি-খোরের সংখ্যা বড বেশী।

এখান হইতে দেবগণ এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন,—কতকশুলি লোক আপনার কান আপনি মলিতেছে। কেহ বা সাত বার উঠা-বদা করিতেছে, কাহারও বা কান ধরিদ্বা বোড়-দৌড় করান হইতেছে।

ইক্র। বরুণ! এখানে কি হইতেছে ?

বন্ধণ। পণ্ডিতের কাছে দোষীদিগের বিচার হইতেছে। ফরাসভাঙ্গার ফরাসীদিগের একজন ছই শত টাকা বেতনের বিচারক আছেন, তাঁহাকে পণ্ডিত কহে। উহার নিকট সামান্ত সামান্ত দোবের বিচার হইরা থাকে। ঐ সমস্ত দোবের সাজা নিজের কান নিজে মলা, উঠা-বসা করা এবং কান ধরিরা বোড়-দৌড় করান।

এখান হইতে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন, "বঙ্কণ! সম্মুখে ঐ বাড়ীটি কি ?"

বরুণ। ফরাসীদিগের গবর্ণমেণ্ট হাউস। এই গবর্ণমেণ্ট হাউসের দ্বারে একজন মাত্র পাহারা আছে। এখানকার গবর্ণর পণ্ডিচারীর গবর্ণরের অধীন। এখানকার গবর্ণর পাঁচ শত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। এখানকার মধ্যে যাহারা বড় সাহেব, তাঁহাদিগের প্রাসাদের দ্বারে কেরোসিন তৈলের আলো জ্বলে।

এই সময়ে দেবগণ দেখিলেন "জয় রাধাক্তফ" বলিয়া এক দল বৈষ্ণব রাস্কা দিয়া চলিয়া যাইল। পিতামহ তদ্ষ্টে কহিলেন "বরুণ। এত বুন্দাবন নয়, এথানে এত রাধাক্তফের দল কেন ?"

বরুণ। উহারা প্রকৃত বৈষ্ণব নহে। ইংরাজ রাজ্যের ফেরারি আসা-মীরা শুরুতর অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে এথানে পলাইয়া আদিয়া বৈষ্ণব বেশে বাস করিয়া থাকে। পিতামহ, ওদিকে দেখুন ফরাসী জেল।

দকলে জেলথানার নিকটে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল "ক্ত্রা-জেঠা চেয়ে দেখ! মিস্দেগুলোর পেছন দিকে এক এক গাছি লয়া লয়া শিকল ঝুলান। শিকলগুলোর মাথায় আবার এক একটা গোল গোল লোহা লাগান। উহারা অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।"

বরূপ। দেবরাজ। চেরে দেখ—দারমাণি কয়েদীরা ফরাসী জেলে কিরূপ দণ্ডভোগ করিতেছে। ঐ যে শৃঙ্খলাগ্রভাগে গৌহের এক একটী গোলা দেখিতেছ, উহা যাহার যত বৎসর মেয়াদ, তাহাকে তদমুরূপ জারি বহন করিতে দেওয়া হয়।

ব্রহ্মা। বরুণ ! ও দিকে ওকি ?—একটা ক্ষুদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত কাটগড়ার মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া চাহিয়া আছে এবং উহার মস্তকের উপর এক গাছি দড়ি ঝুলিতেছে ?

বরুণ। উহা হাফ ফাঁদীর স্থান। লোকের অর্দ্ধ প্রাণদণ্ডের ছকুম হুইলে এই স্থানে ঐরপ দাজা দেওয়া হয়।

रेख। राक कांगी कि ?

বরুণ। অপরাধীকে সমস্ত দিন ঐ কাটগড়ার মধ্যে অতি সংকীর্ণ অবস্থার দাঁড়াইরা স্থেরের দিকে চক্ষু মেলিরা চাহিরা থাকিতে হয়। স্থার বখন যে দিকে ফিরিবেন, দোষী ব্যক্তিকেও তখন সেই দিকে ফিরিতে হইবে। এইরূপে স্থার অন্ত যাইলে সে ব্যক্তিকেও ছাড়িরা দেওরা হইবে। এইরূপ দংগুকেই হাফ ফাঁসী বা অর্দ্ধ প্রাণদণ্ড কহে। এই চন্দননগরে অনেকগুলি থানা আছে; প্রত্যেক থানাই এক এক জন কোতোরালের অধীন। ঐ কোতোরালেরাই থানার হর্তা কর্ত্তা বিধাতা। এখানে নয়টা রাত্রির পর কাহাকেও রাস্তার বাহির হইতে দেওরা হয় না। বিবাহাদি উপলক্ষে কিংবা কোন উৎসবাদি উপলক্ষে রাত্রিতে বেড়াইবার পাশ করিয়া লইতে হয়। বিনা পাশে রাস্তার বাহির হইলে তুড়েম ঠোকার।

দেবগণ এথান হইতে যাইয়া একটা বাসা স্থির করিলেন এবং চারিজনে নান করিতে চলিলেন। উপ বাসায় থাকিয়া দ্রব্যাদি আগলাইতে লাগিল। তাঁহারা যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে বৰুণ কহিলেন, "পিতামহ! ফরাসীদিগের কেলার ধ্বংসাবশেষ দেখুন। এই কেলাটি নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।"

সকলে স্থান আছিক সারিয়া বাসায় আসিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় এক গুলিখোর ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল "বাবা! বদি চাটি খেতে দেও তো থাই।" পিতামহ স্থভাবতঃ অতিথি-সংকার করিতে ভাল বাদেন; তিনি ব্রাহ্মণের কথায় সন্থন্ত হইয়া মহাসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "একটু তৈল দেন, স্থান করিয়া আসি।" নারায়ণ তৎপ্রবণে তাহার সম্মুখে তেলের বাটী প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ চক্ষুমুদ্রিত করিয়া কহিল হাতে দেও বাবা!" নারায়ণ তৎপ্রবণে তৈল প্রদান করিলে বাহ্মণ করিলে বাহ্মণ তৈল মাথিয়া স্থান করিতে যাইল।

নারা। বরুণ ! বান্ধণকে তৈল দিতে "হাতে দেও বাবা"—কহিল কেন ? বরুণ। চকু খুলিয়া তৈল মাখিলে পাছে নেশা ছুটিয়া যায়, এই জন্মই হত্তে তৈল চাহিয়াছে।

আহরীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ আর ফিরিল না। পিতামহ অতিথির হুল অপেকা করিয়া শেষে দেবগণের উপরোধে তাহার অর ব্যঞ্জনাদি রাথিয়া আহারে বদিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ: বিশ্রামের পর পুনরায় নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। সমূথে এ প্রন্দর বাড়ীটি কাহার ?"

বঙ্গণ। কুর্জং সাহেব নামক একজন ইংরাজ জমীদারের। ইহার বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে।

এথান হইতে সকলে নদীর তীরে ঘাইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুখে ইটালি-দেশীয় মিশনরিগণের চর্চ্চ দেখুন।" চর্চ্চ দেখিয়া সকলে নদীর ঘাটের প্রতি চাহিয়া দেখেন—তাঁহাদের গুলিখোর অতিথি বসিয়া আছে।

ব্রহ্মা। বরুণ। দেখ---চুপ ক'রে ব'সে আছে, এ পর্যান্ত জলে নামে নাই।

বর্কণ। গুলিখোরেরা জলকে বাবের ন্থায় দেখে, তাই কিরুপে জলে, নামিবে—বদিয়া ভাবিতেছে।

এধান হইতে যাইয়া দেবগণ একটা কেলা দেখিলেন। কেলাটাতে সর্বাদমত ৫০।৬০ জন সিপাই আছে। কেলা দেখিয়া বাসায় আসিয়া দেখেন—তাঁহাদের গুলিখোর অতিথি বসিয়া আছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে ভাত দিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ চীৎকার শক্ষে কাঁদিয়া উঠিল। দেবগণ সবিশ্বয়ে জিপ্তাসা করিলেন "কি হইয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ। এমন অতিথি-সৎকার না করিলেই নম্ন ? আমার কত কষ্টের: বাদসাহি পেটটা বাবা কাঁচকলা খাইন্নে জন্মের মত খারাপ ক'রে দিলে।

ব্ৰন্ধা। বৰুণ। বলে কি ?

বরুণ। মাছের ঝোলে কাঁচকলা ছিল, কাঁচকলা থাইলে গুলিথোরদের অত্যন্ত পেট থারাপ হয়। বাহ্মণ ভ্রম বশতঃ থাইয়া কাঁদিতেছে।

ব্রহ্মা। উপ ! ওঁর পাতে বি ঢেলে দে। বাবা ! খুব বি থাও, তোমার পেট সেরে যাবে। কাঁচকলায় যে পেট খারাপ করে, তা ত আমরা জানি না, জানলে মাছের ঝোলে কাঁচকলা দিতাম না।

ব্রাহ্মণ। হাজার বি•থাই—এ বাদসাহী পেট শীঘ্র শোধ্রাবে না।

সন্ধ্যা হইলে গুলিথোর চলিয়া যাইল। দেবতারাও সন্ধ্যা আছিক সারিয়া একটু একটু জলযোগ করিলেন। তৎপরে সকলে শন্ধন করিয়া গন্ধ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "নর্জ্যে আদিয়া আমি আছি ভাল। যতই নৃতন নৃতন স্থানে যাইয়া লোকের আচার ব্যবহার দেখিতেছি, ততই আমার নৃতন নৃতন স্থান দর্শন করিতে ইচ্ছা হইতেছে।" দেবরাজ কহিলেন, "বলিতে কি—আমিও এক প্রকার আছি ভাল। তবে, জয়স্ক ছেলেমাম্ব বলিয়া রাজকার্য্য কিরূপ চলিতেছে, না জানাতেই মনটা সময়ে সময়ে একটু চঞ্চল হয়।" পিতামহ কহিলেন,—"আমার বাড়ীতে যদি একটা সাত বৎসরেরও ছেলে থাক্ত, তোমরা আমাকে যতদিন মর্জ্যেরাথিতে থাকিতাম।" নানা কথায় দেবগণ রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রোতে উঠিয়া আবার নগর ল্রমণে চলিলেন। বাসা হইতে কিছু দুরে

যাইয়া দেখেন—এক স্থানে লোকে লোকারণ্য। এক ব্যক্তি চীৎকার শব্দে কহিতেছে, "দোহাই ফরাসী গবর্ণমেণ্টের, দোহাই ফরাসী গবর্ণমেণ্টের! প্রাণ বার, রক্ষা কর।" তাহার নিকটে এক যুবতী হেট মুখে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি চীৎকার করিতেছে, তাহাকে পথের লোকে ছুতা, ঝাটা—যাহা সন্মুখে পাইতেছে, ভদ্বারা প্রহার করিতেছে। দেবরাজ ছুটিয়া গিয়া একজনকে কহিলেন, "মহাশয়! ব্যাপারখানা কি ?" সে ব্যক্তি কহিল, "হয়েছে কি জানেন—যে ব্যক্তিকে সকলে প্রহার করিতেছে, উনি গুরু। যে বৃদ্ধ ঘন ঘন-প্রহার করেতেছেন, উনি শিয়া। হেটমুখে দাঁড়াইয়া আছেন শিয়কল্পা। গুরু কয়েক দিবস হইল শিয়বাড়ী আসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে উনি শিয়ের বিধবা কলাকে হাত করিয়া গত রজনীতে উহাকে সক্ষে লইয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছেন। মনে মনে বিশ্বাস আছে, ইংরাজরাজ্যে পাপ করিয়া ফরাসী রাজ্যে আসিয়া নিঙ্কৃতি পাইব।"

ব্ৰহ্মা। য়ঁটা ! শ্ৰীবিষ্ণু ! বৰুণ, বলে কি হে ? গুৰু—শিশ্যকন্তা, য়ঁটা !!
দেবগণ চাহিয়া দেখেন—পিতামহ নিকটে নাই, ক্ৰতপদে এক দিকে
ছুটিয়া যাইতেছেন। তখন দেবগণও অগত্যা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া
কহিলেন, "ঠাকুবদা ! কোথায় যান ?"

বন্ধা। ভাই! যে রাজ্যে শুরু, শিষ্মকন্তা হরণ করিয়া পলারে এসে
নিষ্কৃতি পায়, সে রাজ্যে তিলার্দ্ধিও থাকিতে নাই। থাকিলে মহাপাপ
স্পর্শে: অতএব আমি এই মুহুর্ন্তেই চন্দননগর পরিত্যাগ করিলাম।

তবে চলুন বিলয়া দেবগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "দেবরাজ! ঐ যে স্ত্রীলোকটী বেহুড়েদিগের নিকট বিশিয়া হাস্থ পরিহাস করিতেছে, উহার অবস্থা—ভানিবার উপধৃক্ত। উহার পিতা কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ও বিষয়ীলোক ছিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকার মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় হই বিধবা ক্স্তাকে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দিয়া যান উহাদের হই ভগ্নীরই

চরিত্র বড় মন্দ ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা গৃহে থাকিয়া উপপতি করেন। ইনি বাটীর পুরাতন থানসামাকে লইয়া বাহির হইয়া যান এবং থানসামার বাটীতে তাহার স্ত্রীর সপত্নীর স্থার বাদ করিতে থাকেন। ক্রমে তথার ইহাঁর এক পুত্র ও হুই কস্থা হয়। থানসামা কৌশলক্রমে টাকা ও গহনা-শুলি লইয়া এক্ষণে বাটী হইতে বিদার করিয়া দিয়াছে। আপাতত: বেস্কড়ে উপপতি করিয়া জীবনযাত্রা নির্কাহ করিতেছে।

ব্রহ্মা। আরে ছি!ছি! শ্রীবিষ্ণু! বহুণ, আমাকে কোপায় এনেছিন্ ? উপ। বহুণ কাকা। কি হইয়াছিল আর একবার বল না ?

ষ্টেশনে যাইয়া সকলে দেখেন—টিকিট দিবার বিলম্ব আছে। তথন পিতামহ কহিলেন, "বরুণ । চন্দননগরের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল।"

বরুণ। এই নগরটীতে অন্যন একলক্ষ চিবিশ হাজার লোকের বাস।
গবর্ণমেন্টের বার্ধিক আর আড়াই লক্ষ টাকা। এই আর, ভূমির কর
ছারা হইয়া থাকে। এথানকার প্রজাদিগকে ভূমির কর ব্যতীত অপর
কোন কর দিতে হর না। কেবল কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগকে মাদিক আট
আনার হিসাবে কর দিতে হয়। ঐ কর ছারা প্রতি বৎসর চৌদ্দ পনর
হাজার টাকা আদার হইয়া থাকে এবং তাহাতে মিউনিসিগ্যালিটীর কার্য্য
নির্ব্বাহ হয়। এথানকার জনীর থাজনা অতি সামান্ত, শত বৎসর পূর্ব্বে
যাহা ছিল, এক্ষণেও তাহাই আছে। জমীর মধ্যে অনেক লাখরাজ।
চন্দননগরে ফরাসীদিগের একজন গভর্ণর ভিন্ন একজন কালেক্টর ও একজন
সবজজ্ব আছেন। ইহাঁদের বেতন অতি সামান্ত। রাস্তার্ম ঘাটে ফরাসী
ভাষায় লিখিত সাইনবোর্ড টাঙ্গান আছে। আদালতেও ফরাসীভাষা
প্রচলিত। রন্ধনীতে এখানকার রাস্তা কেরোসিন তৈলের লগ্ঠনের ছারা
আলোকিত করা হয়। এ নগরে মুসলমান প্রায় নাই। অধিবাসীরা
সাধারণতঃ অলস ও আমোদপ্রিয়। গুলির আড্ডা বিস্তর আছে। এখানে
শিক্ষিত ভদ্রলাকের সংখ্যাও বিস্তর। ১৭৪০ অবন্ধ এখানে প্রায় চারি

হাজার ইষ্টকনির্মিত গৃহ ছিল। সেই সময় কলিকাতায় কুটীর মাত্র দেখা যাইত। ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লেইহার যাহা কিছু উন্নতি করিয়াছিলেন; তাঁহার পর আর কোন উন্নতি লক্ষিত হয় না। ঐ ডিউপ্লের ইচ্ছা ছিল যে তিনি ভারতে নেপোলিয়নের আয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন। এক্ষণে ইহাতে যাহা কিছু আছে, পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে তাহা কিছুই নয়। ১৭০৪ অব্দেইংরাজেরা এই নগর অধিকার করিয়া পুনরায় ফরাসীদিগকে প্রত্যপণ করেন এবং ১৭৫৭ অব্দে এড্মিরেল ওয়াট্সন সাহেব আর একবার এই নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। চন্দননগর হইতে গোঁদলপাড়া নামক একটী স্থানে যাওয়া যায়। ঐ স্থানের কুকুরে কামড়ানর ঔবধ বড় বিখ্যাত। তৎপরে তেলিনীপাড়া নামক একটী স্থান আছে। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ্রেরা বিখ্যাত ধনী জমীদার। ঐ বাবুদের একটী দেবালয় আছে,—সেথানে অয়পুর্ণা মূর্ভি বিরাজ করিতেছেন। দেবালয়ে প্রত্যহ শত শত অভিথির সেবা হইয়া থাকে।

এই সময় দেবগণ দেখেন—ছটা বাবুগল্প করিতে করিতে আদিতেছেন।
একজন কহিতেছেন "মহাশন্ধ বড় বিপদ্প্রস্ত হইরাছেন।" অপর কহিতেছেন "আজে হাা, আমার লোকের কাছে মুথ দেধাইতেও লজ্জ। করে, আবার না দেখালেও চলে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ। বাবুটীর কি হইয়াছে ?

বরুণ। হয়েছে কি জানেন—ঐ বাবুরা তিন ল্রাতা। অপর লাত্থ্য নাবালক, উহারই অয়ে প্রতিপালিত হইতেছে। বাবুর এক সময় বেশ ভাল চাকুরী ছিল; সেই সময় যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং লাতাদিগকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত টাকায় স্ত্রীর নামে বিষয় থবিদ করিয়া রাথিয়াছেন। একণে বাবুর কক্ষ্মী নাই—বেকার বিদয়া আছেন। বাবুর স্ত্রীর পূর্ব্ব হইতেই একটু চরিত্র-দোষ ছিল। সম্প্রতি সে উপপতির পরামর্শে বাবুকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। একণে

বাবু কিরূপে স্ত্রীধনে দখল পান, তজ্জন্ত কলিকাতায় উকীলদের সহিত পরামর্শ করিতে চলিলেন।"

এই কথা শ্রবণে বৃদ্ধ পিতামহ আর হাসিয়া বাঁচেন না। নারায়ণ কহিলেন, "মাগী উচিত বিচার করিয়াছে।"

এই সময় "টিট্রিং ল্যাটাং—টিট্রিংল্যাটাং" শব্দে টিকিট দিবার ঘণ্টা দিতে লাগিল। দেবগণ বৈষ্ণবাটীর টিকিট লইশ্বা ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ স্থপান্তপু শব্দে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

যে গাড়ীতে তাঁহারা বদিলেন, সেই গাড়ীতে একটী বাব্ও বদিয়াছিলেন। ইহাঁকে দেখিলে বোধ হয় বিলক্ষণ সম্প্রতিপন্ন লোক হইবেন। বাব্টী একে স্থলর পুরুষ, তাহাতে যৌবনকাল। বিশেষতঃ নানারূপ পরিচ্ছন পরিধান করায় আরও স্থলর দেখাইতেছিল। তাঁহার মন্তকে সোজা দিঁতি, হস্তে তিন চারিটী অস্থ্রীয় এবং বক্ষঃস্থলে চেন সহিত ঘড়ি শোভা পাইতেছে। বাবুটী রেলিং ঠেস দিয়া অপর কামরার এক্যুবতীর প্রতি চাহিয়া হাসিতেছিলেন। যুবতীর নিকটে তাহার স্থামী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। ইহারও বিষয়বৈত্ব এক সময় কম ছিল না; কিন্তু এক্ষণে মদেও বেশ্রায় প্রায় সমস্তই গিয়াছে। বাব্টী দেখিতে অতি কদাকার। স্ত্রী স্থাধীনতা ইনি বড় ভাল বাসেন, এজন্ত স্ত্রীকে সঙ্গে ভাইয়া পশ্চিম ভ্রমণে গিয়াছিলেন। বাবু এক্ষণে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহার স্ত্রী স্থাধীনতা-প্রভাবে অপর পুরুবের সহিত গল্প করিতেছেন।

বাব। আমি ভাই এইবার নামিব।

ন্ত্রী। আহা! বেশ হজনে গর করিতে করিতে যাচ্ছিলাম। তুমি নেমে গেলে কি ক'রে থাকবো ?

বাব। যদি না থাক্তে পার—আমার দক্ষে চল না কেন ?

ন্ধী। তুমি যদি নিমে যাও, যাইতে প্রস্তুত আছি; কি**ছ** কি রকমে যাই ?

বাবু এই কথা গুনিয়া অতি মৃত্ স্বরে কি পরামর্ণ দিলেন। উপ নিকটে বিসিয়াছিল, কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। এদিকে ট্রেণ আসিয়া ভদ্রেখরে থামিল। পুনরায় যেমন ট্রেণ ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে—বাবু আয়ি জ্রীলোকটীকে ইন্ধিত করিয়া নামিয়া পড়িলেন। যুবতীও যেমন নামিতে যাইবে, অমনি উপ চীৎকার করিয়া কহিল "ও ঘুমান বাবু! উঠে দেখু—তোর বৌ পালাচেচ।" বাবু "য়ঁটা য়ঁটা!" শব্দে যেমন উঠিলেন তাঁহার গৃহিণীও অম্নি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। বাবু ক্ষিপ্র হস্তে যেমন জ্রীর অঞ্চল ধরিলেন, নীচেকার বাবু ছুটিয়া আসিয়া সপাসপ শব্দে তাঁহার হস্তে অয়ি ছড়ির আঘাত করায় বাবু অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেন। পাছে উপরের বাবু লাফাইয়া পড়ে এই আশক্ষায় নিমের বাবু গাড়ীর হার চাপিয়া ধরিয়া কহিতে লাগিলেন, "রাস্কেল! আমার স্ত্রীর অঞ্চল ধ'র্লি যে ? জানিস্ তোর নামে আমি নালিশ ক'র্বো!"

আরোহী বাবু চীৎকার করিয়া কহিল, "পুলিশম্যান! পুলিশম্যান! আটক কর আমার বৌ নিয়ে যায়।" স্ত্রী কহিল মর মিন্সে—তুই আমার স্বামী, না ইনি আমার স্বামী !"

এদিকে টেণও পোঁ শব্দে বংশীধ্বনি করিয়া ছপাছপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। বাবু কত চীৎকার করিলেন, কিন্তু সে চীৎকার অরণ্যে রোদন ছইল।

বরুণ। পিতামহ! এই ষ্টেশনটীর নাম ভদ্রেশ্বর। এই স্থানটির এক দিকে রেলওরে, অপর দিকে গলা প্রবাহিতা হইতেছেন। এই স্থানে অনেক গুলি মহাজনের গদি আছে। শস্তের আমদানি ও রপ্থানীর জন্ত ভদ্রেশ্বর বড় বিখ্যাত। এখানে ভদ্রেশ্বর নামক একটি শিব আছেন। ঐ শিবকে সম্ভষ্ট করিবার জন্ত স্ত্রীলোকেরা চৈত্র মাসে এক লক্ষ বিষপত্র দিয়া পুজা দিবার মনন করিরা থাকেন।

এই সময় পিতামহ বাৰ্টীকে রোদন করিতে দেখিয়া রেলিংয়ের নিকটে

আসিয়া বসিলেন এবং মিষ্ট কথার বলিতে লাগিলেন—"বাবা, কেঁদো না! নিজের দোষে হারালে, এখন কাঁদলে কি হবে ? তোমার অর্থবল নাই, শরীরে বল নাই, স্ত্রীস্বাধীনতা দিতে যাওয়া কেন ? অগ্রে সাহেবদের মত বলবান্ হও, সাহসী হও, তৎপরে এ কাজে প্রবৃত্ত হইও। তুমি স্ত্রীস্বাধীনতা দিবে অথচ ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমাবে; তাহাতে কি কাজ চলে!"

বাব্। আমি বৈগুবাটীতে নামিয়া টেলিগ্রাফ করিয়া আটক করাবো।
বরুণ। তাহারা এতক্ষণে ভদ্রেখর হ'তে ৩২ ক্রোশ রাস্তা দ্রে গিয়া
পড়িয়াছে। টেলিগ্রাফ ক'রে আর কেন লোক হাসাবে ? বাড়ী গিয়ে
প্রচার করগে—বৌ মরে গিয়েছে।

বাবু। আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম। যাহা হউক, আপনারা এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।

নারা। আমরা প্রকাশ ক'র্বো। না ক'র্লে লোকের উপকার। হবে কিসে ? চৈতন্ত হবে কিসে ? তোমার মত বোকা বাবুরা যদি তোমার দেখে শিক্ষা পান, সাবধান হন, সে ভাল নয় ?

বঙ্গণ। স্ত্রীস্বাধীনতা প্রিন্ন রামহরি মুখোপাধ্যান্থকে ডেভিড হেয়ার সাহেব যেরূপ কান মলে দিয়াছিলেন, আজ তোমার ঐরূপ দিলে তবে জ্ঞান হইত।

ব্রহ্ম। বরুণ, রামহরির বিষয় বল।

বৰুণ। স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রিয় রামহরি বাবু এক দিন সাহেবী পোষাক ক'রে রেলওয়ের ২য় শ্রেণিতে স্ত্রীকে মেম সাজাইয়া বারাকপুরের ক্যাণ্টন-মেন্ট দেখাইতে নিয়ে যাছিলেন। দমদমা ষ্টেশনে তিন জন গোরা সেই গাড়ীতে উঠিল। তাহারা দেখিল—রামহরি বাবু সাহেব নন, কালা বাঙ্গালী ক্রমে পরস্পরে হাস্ত পরিহাস করিয়া রামহরির স্ত্রীকে আক্রমণ করিতে যাইল; বাবু হস্ত দারা আছোদন করিয়া প্রাণের দায়ে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ট্রেণ ক্রমে পর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে হেয়ার সাহেব সেই

গাড়ীতে উঠিলেন ও রামহরির বিপদ দেখিয়া গোরাদিগকে মিষ্ট কথায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ঘুলি ধরিলেন, তৎপরের ষ্টেশনে ট্রেণ আদিয়া উপস্থিত হইলে তিনি রামহরিকে সন্ত্রীক নামাইয়া দিয়া রাম হরির উত্তমরূপে কান ছটী মলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, (When you will be so strong as we are then imitate) যথন তুমি আমাদিগের স্তায় বলবান্ হইবে, তথন আমাদিগের নকল করিবার চেষ্টা করিও।"

ব্রহ্মা। আহা, হেয়ার সাহেবের মতন ভদ্র ও দয়াবান্ আর আছে!
ক্রমে ট্রেল আসিয়া বৈগ্রবাটী ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। দেবগণ গাড়ী
হুইতে নামিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন।

বৈছাবাটী

ব্রহ্মা। বরুণ! এ স্থানের নাম বৈভবাটী হইল কেন ?
বরুণ। এখানে অনেকগুলি দেশীয় চিকিৎসক বাস করেন বলিয়া ঐ
নাম হইয়াছে।

দেবগণ দেবিলেন—নগরে ধুমধামের পরিদীমা নাই। চতুর্দিক্ হইতে অসংখ্য লোক তরিতরকারি এবং নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী বিক্রম্ন করিতে আসিয়াছে। স্থানটী লোকে লোকারণা।

ব্রহ্মা। বরুণ! এখানে কি কোন মেলা আছে ? নচেৎ এত দ্রব্যাদি বিক্রেয় করিতে আসিতেছে কেন ?

বক্ষণ। আজে, এখানে কোন মেলা নাই। ক্রমে আমারা কলিকাতা মহানগরীর অতি নিকটে আদিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কলিকাতার প্রসাদে চতুর্দ্দিক্স ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানগুলি নগরের আকার ধারণ করিয়াছে। এই বৈছ-বাটীর হাট হইতে প্রত্যহ তরিতরকারি কলিকাতার বাজারে যায়; এই জন্ম এখানে এত লোক দ্রবাসামগ্রী বিক্রয় করিতে আসিতেছে। এই সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গান্ধানে আসিল। তাহারা দ্রদেশ হইতে আসিতেছে বলিয়া সঙ্গে চাল চিঁড়ে বাঁধিয়া আনিয়াছিল উহাদের মধ্যে একটা স্ত্রীলোক কহিল "আহা! তাড়াতাড়িতে রমেশ্বকে কাঁচকলাগুলো বৈগুবাটীতে এনে বেচে যেতে ব'লে আস্তে ভূলে এলাম। বড্ডো পেকেছে—আজ ঘরে থাক্লেই প'চে যাবে।" এক রমণী কহিল, "পাকা কাঁচকলা কি বিক্রৌ হ'তো ?" প্রথমা কহিল "আহা দিদি! প'ড়তে পেতো না। সাহেবেরা পেলে, থেয়ে বাঁচত!"

ব্ৰহ্মা। বৰুণ, এ সব স্ত্ৰীলোক কোথায় যাচেচ ? বৰুণ। গঙ্গামানে।

"চল, আমরাও অত্রে গঙ্গালান করিয়া আসি। বলিয়া পিতামহ দেবগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গালান করিতে চলিলেন। ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন—অসংখ্য লোক জলে স্নান করিতেছে। তীরে অনেকগুলি মহজনী নৌকা লাগান রহিয়াছে। মুটেরা মাথায় করিয়া বস্তা উঠাইতেছে। কোন নৌকা উপুড় করিয়া কেলিয়া হপ দাপ শব্দে মেরামত করা হইতেছে ঘাটের এক পার্শ্বে একথানি ভঁটকী মাছের নৌকা লাগিয়াছে, তাহার পার্শে একথানি চামড়া-বোঝাই নৌকা। উভয় নৌকার ছর্গন্ধে তিষ্ঠান ভার। অসংখ্য নৌকা পাইল তুলিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছে। পাইলে বেশ বাতাস পাওয়ায় দড়ির কড়কড় শব্দ হইতেছে। মাঝি হা'ল ধরিয়া মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে:—

মা বাহের ওপর তুমি খাড়াইয়ে কি কর।
তীর দিয়ে ধর্চো ঠেদে, সাপ দিয়ে কেমড়ারে সারো॥
পক্ষীর উপর জুহা পায়, বাবুর মতন দেহা যায়,
তার পাশে ঐ ধবলা ছুঁড়ি, রাখ্তি পার কি না পার।
তার পাশে ঐ আঙা ছোঁড়া বোধ হয় যেন ঝি বৌ চোরা;
তার পাশে হলদি ছুঁড়ি—

ইক্স। বন্ধণ! ঐ নৌকা ধানায় কি গান গাইতে গাইতে গেল দ বন্ধণ। হুগা-প্রতিমা বর্ণনা হ'চ্চে।

পিতামহ ভাগীরখীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া কাঁদিরা ফেলিলেন এবং কহিলেন "বরুণ। এখানেও কি মা নাই ?"

वक्रण। व्याख्य ना।

ব্রহ্মা। তুমি গোপন ক'রো না, সত্য বল, মা ত আমার বেঁচে। আছেন ৪

বঙ্গণ। আজে, দেবতাদিগের কি মৃত্যু আছে ? এক্ষণে আপনি এই নিমাইতীর্থের ঘাটে সান করুন, মহাপুণা সঞ্চয় হইবে।

ব্ৰহ্মা। নিমাইতীর্থের ঘাট কি ?

বৰুণ। এই ঘাটে চৈতক্সদেব তীর্থপর্য্যটন-সমন্ত্রে স্নান করিয়া বিশ্রাম করেন। তজ্জ্ব ইহার নাম নিমাইতীর্থের ঘাট হইয়াছে।

দেবগণ স্থান আছিক করিয়া উপরে উঠিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন
—একটি বাবুর সহিত একটী ইতরঞ্জাতীয় স্ত্রীলোক যাইতেছে। বাবু
কহিতেছেন "তোমাকে খুসি ক'রে বিদায় ক'র্ব, কিন্তু যেন প্রস্থতির কোন
কষ্ট না হয়।" স্ত্রীলোকটী কহিতেছে, "কোন কট হবে না। আমি ঐ কাজ
করিতে করিতে পেকে গেলাম। কিন্তু বাবু, তোমার বাড়ীতে আমার যত
দিন দেরী হবে, তত দিনের টাকা ধ'রে নেবো। কল্কাতায় ও দেশে
আমার নামডাক আছে—তাই প্রত্যহ বিস্তর টাকা রোজগার করি।"

हेला। वक्रन ! छेशां का वा अवः कि वल ?

বঙ্গণ। ঐ স্ত্রীলোকটি দাই। উহার কাজ—প্তরধ দারা জ্রনহত্যা করা। ঐ বাবুর বিধবা ভগ্নী অস্তঃসন্থা। তাই দাই নিম্নে যাওনা হ'চেচ।

ব্রহ্মা। এবিষ্ণু। রাঁা! জাণহত্যা করবার জন্ত ? মাগী ব'লে— আমি বাড়ী ব'সে বিস্তর টাকা উপার্ক্জন করি। বরুণ। তবে ত বাঙ্গালার জনহত্যার স্রোত বিলক্ষণ প্রবল। তবে সমুরেই এই পাপে বঙ্গ তুবিবে!! তীরে উঠিয়া দেবগণ একটা কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন—কালীর সেবা হইতেছে। নৈবেল্পাদির আম্মোজনওঁ মন্দ নহে। নারা। বরুণ! এ কালী কাহার ?

বরুণ। ইনি একজন মহাস্তের তন্তাবধানে আছেন। ইহার কিছু বিষয় থাকায় সেবার বন্দোবস্তও ভাল।

দেবতারা কালীবাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখেন—এক যুবা একটি মস্তকবিহীন পাঁটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কতকগুলি বেশ্বা এই সময় রক্ষভন্দীর সহিত মান করিতে আসিতেছিল। দলটা যুবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এক বেশ্বা কাহল "ও শালা! পাঁটাটা কি একলা খাবি পূ আমাদের আধধানা দে না।"

যুবা। স'রে যা ভাই, আমার কাছ থেকে স'রে যা। দাদা, ঠাকুর-বাড়ীর মধ্যে আছেন, দেখুতে পাবেন।

বেখা। তোর দ্বাদাকে তুই ভন্ন করিস্—আমরা কি ভরাই ? আন্নলো সকলে জুটে পাঁটাটা কেড়ে নিই।

বুবা। না ভাই, না ভাই, তোদের একটা কিনে দেব। পান্নে পড়ি, স'রে যা, তোদের মাইরি একটা কিনে দেব। এ দেখছিদ্নে কল্কাতা হ'তে বাবুরা আদ্বেন ব'লে এখানে কাটাতে এসেছি। নিজের থাবার জন্মে হ'লে কি এখানে আদি; বাড়ীতেই নিকেশ ক'রুতাম।

"দুর গুয়োটা, একটা পাঁটা দিতে পার্লিনি ?" বলিয়া বেখ্যাগণ হাসতে হাসতে চলিয়া গেল।

ব্রহ্মা। বরুণ, এ কি। পিতা এমন সব ছেলে জন্ম দিয়াছেন যে বেশ্রার বিষ্ঠা থেয়ে মলেন।

উপ। কর্ত্তা-দ্রেঠা। এক আধজন নয়, এই একপাল মাগীর বিষ্ঠা তার মুখে তাংড়াবে কেমন ক'রে ?

দেবগণ ইহার পর একটা দোকানে বাইয়া জলযোগ করিতে

লাগিলেন । বক্ষণ কহিলেন, "এই বৈছবাটীর সন্নিকটে সেওড়াফুলি নামক একটী স্থান আছে। ঐ স্থানে শনি ও মঙ্গলবারে হাট বসে। হাটে দেশের বাবতীয় আলু এবং আদ্রের আমদানী হয়। সেওড়াফুলিতে নিস্তারিণী নামে এক কালীমূর্ত্তি আছেন। উহাঁর রীতিমত সেবা ও অতিথিসেবা হইরা পাকে। ঐ দেবীমূর্ত্তি সেওড়াফুলির দশ-আনি মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত।"

ব্রহ্মা। সেওড়াফুলির জমীদারদিগের বিষয় বল ?

বরুণ। সেওড়াফ্লির রায় মহাশয়দের বংশকে অনেকে সেওড়াফ্লির রাজাও বলিয়া থাকে। ইহাঁরা জাতিতে কায়ছ। এই বংশের রাজচন্দ্র রায় প্রথমে নবাব সরকার হইতে রায় মহাশয় উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ই পৈতৃক বিষয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন এবং অনেক ব্রাহ্মণকে জমি জমা দান করিয়া নিজগ্রামে বাস করান। রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয়। ইনি গ্রামে দেবালয় ও দেবমন্দির স্থাপন, পুয়রিণী খনন প্রভৃতি অনেক সংকার্য্য করেন। ইহাঁর ছই পূত্র—যোগেন্দ্র-চন্দ্র ও পূর্ণচিন্দ্র। প্রথমের এক পুত্র—নাম গিরীক্রচন্দ্র। পূর্ণচিন্দ্র রায় মহাশয় ও গিরীক্রচন্দ্র রায় মহাশয় দিগের যথেষ্ট বিষয় আছে। ইহাঁদিগকে অনেকেই রাজা বলিয়া থাকে। ইহাদিগের রাজার লায় সাধারণ কার্য্যে দান অনেক আছে। ইহাঁরা অতিথি সেবা, দেবালয় স্থাপন, পুয়রিণী খনন প্রভৃতি বিস্তর সংকার্য্য করিয়া থাকেন।

ইন্দ্র। বরুণ, এ সব মজুর আস্ছে কোথা থেকে ?

বরুণ। ইহারা চাঁপদানী নামক স্থানের চটের কলে কাজ করে। ঐ কলটী অনেকগুলি দেশীর হঃখী লোককে প্রতিপালন করিতেছে। পূর্বে ঐ চাঁপদানীর জঙ্গলে বড় বোম্বেটের ভন্ন ছিল। এই বৈশ্ববাটীর অনতিদ্বে আর একটী স্থান আছে, তাহার নাম গরিটী। গরিটী ফরাসীদিগের একটী বাগান এ চন্দননগরের গবর্ণরের হাউস থাকার জন্ম বিধ্যাত। এক সময়ে ঐ স্থানের বড় সমারোহ ছিল। তথন কলিকাতা

হইতে লর্ড ক্লাইব, ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ এবং সার্ উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি নাটকাভিনয় দর্শন করিতে আসিতেন।

ইক্র। বরুণ। ঐ সব যাত্রী কোথায় যাচেচ ?

বরুণ। তারকেশবে।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমাদেরও যে তারকেখনে যেতে হবে; কারণ, উপ'র কল্যাণে পূজা মেনেছি।

वक्रण। हनून जाभनात्क निष्त्र यात।

দেবগণ একটা দোকানঘরে আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দশ টাকা দিয়া একথানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া বরিলেন এবং বেলা আন্দাঞ্জ একটার সময়ে তারকেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গাড়ী এক স্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! ঐ সব ধবংসাবশেষ বাড়ীঘর দেখা যাইতেছে—কাহার •ৃ"

বরুণ। ঐ স্থানের নাম দিসুর। ঐ যে বাড়ীঘর এবং গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতেছ, উহা দিসুরের বাবুদিগের। ইহাঁদের এক সময় বিলক্ষণ
সঙ্গতি ছিল। ইহাঁদেরই নব বাবুর একটা বৈঠকথানা হুগলীতে আছে।
উহাতে পুর্বের নর্মাল স্কুল হইত। এক্ষণে আর ইহাঁদের বিষয়বিভব
তাদৃশ নাই।

এই সময় সকলে দেখিলেন—একটা আড্ডাতে বসিয়া যাত্রিগণ জলযোগ করিতেছে। দেবগণের গাড়ী এখান হইতে ধীরে ধীরে ঘাইর্ব্বা ঘোলা নামক স্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "বরুণ-কাকা! দেখা যাচেচ—ওটা কি ?"

বরুণ। দেখ দেবরাজ ! এই স্থানের নাম ঘোলা। ঐ অভ্যুচ্চ বাড়ীট সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাফের ঘর। উহা সর্বাসমেত প্রায় সাত-তালা। টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উহার উপর একজন লোক লাল, কাল প্রভৃতি নানা রঙ্কের নিশান হাতে করিয়া বসিয়া চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিত এবং পথে কোন বিপদ্ আপদ্ দেখিলে হস্তস্থিত নিশান উত্তোলন করিত।
নিশানের আকার দৃষ্টে জানা যাইত যে, বিপদ্ সন্নিকট। টেলিগ্রাফ
প্রচলিত হইবার পর কিছুদিন এই বাড়ীটি অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া
থাকায় দস্থারা ইহার মধ্যে আশ্রম্ম লইয়া পথিকদিগের সর্বনাশ করিতে
আরম্ভ করে; সেই নিমিত্ত এক্ষণে উহার দ্বারগুলি পাকা করিয়া গাঁথিয়া
প্রবেশপথ এককালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর দেবগণের গাড়ী অপর কতকগুলি গাড়ীর সহিত একত্র হইয়া নালিক্লের আডায় আসিয়া থামিল। ঘোড়াগুলি চকু বুড়াইয়া ধুঁকিতে লাগিল। কোচ্ম্যানেরা ছুটিয়া গিয়া জঙ্গলের মধ্য হইতে ভাঙ্গা কব্ধে বাহির করিয়া গুড়ুক তামাক থাইতে বসিল; দেবতারাও গাড়ী হইতে নামিয়া বিশুদ্ধ বায়ু দেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—নিকটে আর একটা বাজারে বসিয়া যাত্রিগণ আহার ও জ্লুযোগাদি করিতেছে।

এই সময় বাজারে একটা দোকানখরে মহাগোল্যোগ উপস্থিত হইল।
চারিদিক্ হইতে যাত্রিগণ "কি!" "কি!" শন্দ করিতে করিতে সেই দিকে
দৌড়িল—দেবগণও জ্রুতবেগে দেখিতে চলিলেন। দেখেন—একজন
স্ত্রীলোক যাত্রী রোদন করিতেছে। কে তাহার বস্ত্রাদির পোঁটলাটা
অপহরণ করিয়াছে। তাহার নিকট আর এমন একটা পরসা নাই যে,
পৃথধরচ করিয়া বাটা যায়। দেবগণ তাহার ক্রন্দনে হৃঃথিত হইয়া তাহাকে
একটা টাকা দিলেন।

গাড়োয়ানেরা দেবগণকে ডাকিল, তাঁহারা আবার গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। আবার অশ্বপৃঠে সপাসপ্শকে কশাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহাদের গাড়ী বালগড় নামক স্থানে উপস্থিত হইলে চতুর্দিক্ হইতে নাপিত ও ব্রাহ্মণেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল, এবং গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দেবগণের গাড়ী ষাইয়া তারকেশ্বরে উপস্থিত হইল।

তারকেশ্বর

দেবগণ দেখেন—দেদিন কি একটা পর্ব থাকার গ্রামে লোকে লোকারণা; নানাপ্রকার থাক্সদেব্যের ও অপরাপর দ্রব্যের দোকান বিসিরাছে। যাত্রীদিগের মধ্যে কাহারও কোলে ট্রা ট্রা শব্দে ছেলে কাঁদিতেছে। কাহারও পায়ের মল থোয়া গিয়াছে। কাহারও অঞ্চল হইতে কে পয়সা খুলিয়া লইয়াছে। অসংখ্য দোকানে অসংখ্য যাত্রী বিসিয়া—কেহ জল খাইতেছে, কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ চুড়ি পরিতেছে। নিকটে দেব মন্দির দৃষ্ট হইতেছে। ভিক্সকেরা ধঞ্জনীর তালে গান ধরিয়াছে—

বন্দিনে বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারিদিকে জলা জঙ্গল খাগড়ার বসৃতি॥
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি মনোহর।
তার মধ্যে বিরাজ করেন বাবা তার্কেশ্বর॥
কপিলা গাঁই দিত হগ্ধ একচিত্ত হয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে॥
কপিলার হথ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মুকুন্দ ঘোষেরে বলেন আমি তার্কেশ্বর॥
তারকেশ্বরের শিব আমি কাননেতে বসি।
মোর সেবা কর বাপা হইয়া সয়্যাসী॥—ইত্যাদি।

দেবগণ একটী দোকানে বাসা লইলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ। ভারকেশবের বিষয় বল।"

বরুণ। যে স্থানে তারকেশবের মন্দির, ঐ স্থানকে পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপ কহিত। ইনি ঐ স্থানের জঙ্গনের মধ্যে প্রস্তবের আকারে পড়িরা ছিলেন। রাথালেরা ঐ প্রস্তবকে সামান্ত প্রস্তরবোধে তহুপরি ফলমূলাদি ছেঁচিরা। খাইত। এই কারণে তারকেশবের মন্তকে অভাপি একটা গহুর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্ধনের মধ্যে ইনি সামান্ত আকারে পড়িয়া থাকেন;
মুকুল ঘোষ নামক এক ব্যক্তির গাভী যাইয়া প্রত্যহ হয় থাওয়াইয়া
আসে। য়য়য়ৢল ঘোষ গাভীর হয় হয় না কেন, এই কারণের অয়ৢসয়ানে
যাইয়া এই ঘটনা অবলোকন করিল। ইহারই সহিত তারকেখরের
সাক্ষাৎ হয়। শিব নিজ পরিচয় দিয়া মুকুল ঘোষকে কহেন, "তুমি
সয়্যাসী হইয়া আমার সেবা কর।" মুকুল ঘোষ তদবিধ তারকেখরের
আজ্ঞায় সয়্যাসী হইয়া সেবা করিতে লাগিল। এ দিকে তারকেখর
বর্জমানের মহারাজকে স্বপ্লে দেখা দিয়া কহিলেন, "আমি অনার্ত স্থানে
থাকিয়া বড় কট পাইতেছি, আমাকে একটা বাসগৃহ নির্মাণ করাইয়া দেও।
রাজা স্বপ্লদর্শনে ইহার মন্দির ও বিষয়াদি করিয়া দিলেন। তৎপরে ইহার
নিকট মানসিক করিয়া লোকের উৎকট পীড়াদি আরোগ্য হইলে পূজা
দিতে থাকায় ক্রমে ইহার অতুল ঐখর্য হইয়াছে এবং মহান্তেরা রাজা
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এইরূপ কণোপকথন করিতে করিতে দেবগণের সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রাতঃকালে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল "আপনারা কত মূল্যের ডালার পূজা দিবেন ?"

নারা। ছই আনার।

ব্রাহ্মণ। ছই আনার কি ডালা হয় মহাশয়?

নারা। তবে দশ পর্যার।

ব্রাহ্মণ। আট আনা মূল্যের কম ডালা নাই।

ব্রহ্মা। তাই হবে। একণে আমাদের অগ্রে কি করা উচিত 📍

.ব্ৰা**ন্ধণ।** আপনার কি কোন পূজা মানা আছে?

ব্ৰহ্মা। হাঁ, ঐ ছেলেটীর পীড়া হওয়ায় কিছু পুঞা মানিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ। তবে আপনারা মহাস্ত মহারাজের গদীতে আস্কুন,। তাঁহাকে সেই পূজার প্রসা নগদ দিতে হইবে। नाता। তা দেব কেন ? यथन পূজা মেনেছি, পূজার উপকরণ কিনে দেব।

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে, তা'হবে না; বা নিম্নম তা ক'র্তেই হবে।

উপ। ঠাকুর-কাকা ! চল না, তবু চেহারা খানা দেখা হবে। লোকে যে পয়সা খরচ ক'রে কত কি দেখে খাকে !

এই কথার দেবগণ হাস্ত করিরা ব্রাহ্মণের সহিত মহাস্তের গদীতে যাইরা উপস্থিত হইলেন। দেখেন—মহাস্ত মহারাজ কাছারি ঘর আলো করিরা বিদিরা আছেন। নিকটে দেওয়ান প্রভৃতি উপবিষ্ট। যাত্রিগণ আদিরা পূজা মানার টাকা, আধুলি, দোণা, রূপা দেওয়ানের হস্তে দিয়া প্রখান করিতেছে। পিতামহ দেওয়ানের নিকটে যাইয়া কহিলেন পূজা মানার চারিটা পর্সা লউন।" দেওয়ানজী "হো হো" শব্দে হাস্ত করিয়া কহিলেন "মহারাজ। এরা চারি পর্সার পূজা দিতে এসেছে।"

মহাস্ত। "না না পরদা ফেলে দেও।" বলিয়া দেবগণের প্রতি চাহিয়া মুথ খিঁচাইয়া বলিগেন, "বলি-বাবা কি চুল থাবেন ?"

বন্ধা। আমরা প্রদা চিনি না, প্রদার মূল্যও জানি না, এজ্ঞ চারি প্রদার পূজা মানা হইরাছে।

দেওয়ান। দেখুন মহারাজ ! ইছারা বোধ হয় রাচ্দেশের লোক, সেই জন্মই বলিতেছে "আমরা পয়সাও চিনি না, পয়সার মূল্যও জানি না।" কারণ, রাচ্ অঞ্চলে চাউল ধাল্কের বিনিময়ে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। তথায় পয়সা কেহ সহজে বাহির করে না এবং পয়সাকে উপাদেয় জিনিস মনে করে।

উপ। দেওয়ানজী মহাশয় কোন্ দেশের লোক ? মহাস্ত। আচ্ছা, ওদের একটি সিকি দিতে বল।

পিতামহ একটা সিকি প্রদান করিলে মহাস্ক উপকে নিকটে ডাকিয়া একটা অঙ্গুলির দ্বারা তাহার কপালে একটা চিহ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অমনি একজন নাপিত আদিয়া উপর হাত ধরিয়া এক স্থানে বসাইয়া পিতামহকে কহিল "মাধাকামানোর দক্ষিণা একটী আধুলি দিন দেখি !"

নারা। কেন ? আমরা কি ভূবণোর বাঙ্গাল ? তাই মাথা কামাইতে এক পরসার স্থানে এক আধুলি দেব ?

নাপিত। আপনি বলেন কি ? এ যে তীর্থস্থান ! এথানে মাথা কামানার দক্ষিণা এক আধ্লির কম নাই। কমে চল্'বে কেমন ক'রে ?— আমাদের মহাস্তকে এক মূটো ক'রে টাকা জমা দিতে হয়।

নারা। ভাল—এক পয়সার স্থানে এক আনা লও। ওর বেশী আমরা দেব না, বরং মাথা থেকে একগাছি চুল ছিঁড়ে পূজা দিতে হয়, তাহাও স্বীকার।

"আহ্বন বাব্" বলিয়া নাপিত উপ'র সন্মুথের চুলগুলি ঠিক নাটুরে মাঝিদের মত কামাইল, চারিদিক্ কামাইল না ; "দেন বাবু, পয়সা দেন।"

ইন্দ্র। ও কিরূপ কামান হ'ল ?

নাপিত। মেপে দেখুন, ঠিক চারি পয়সার্ব মত কামিয়ে দিইছি। আপনাদের যেমন দান, তেমনি দক্ষিণা।

নারা। বেশ কামান হয়েছে। তারকেশ্বরের বাহিরে গিয়ে আট পয়সা দিয়ে কামিয়ে লওয়া হইবে, তথাপি এখানকার নাপিতকে এক আনার বেশী দেব না।

দেবগণ নাপিতকে বিদায় দিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের সহিত দোকানে ডালার ফরমান দিতে চলিলেন। বাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ কহিল "আপনার কত মূল্যের ডালা চাই ?"

ব্রহ্মা। চারি আনা মূল্যের।

ব্রাহ্মণ। ও হরি । আপনারা কোন্দেশের লোক মহাশন্ন ? চারি আনা মূল্যের কি ডালা বিক্রন্ন হন্ন ? আচ্ছা—বাবাকে ত পেট পূরে থেতে দেবেন ? নারা। চারি আনায় কুধা যাবে না ? ভাল—কত মূল্যের ডালা বিক্রয় হয় ?

ব্রাহ্মণ। দশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা মূল্যের পর্য্যস্ত ভালা আছে।

নারা। কম মূল্যের আছে কি না?

বাহ্মণ। কম মূল্যের মধ্যে ঐ দশ টাকার।

নারা। এক টাকার মত দেবো। তোমাদের বাবা কি সর্বগ্রাস ক'রতে ব'দেছেন ?

উপ। ঠাকুর কি আর থান ? যা কিছু খায় মহাস্ত।

ব্রাহ্মণ। একজন দোকানীকে এক টাকার মত একথানি ডালা সাজাইতে বলিয়া দেবগণকে হুধকুমড়া নামক দীঘিতে স্থান করাইতে লইয়া চলিল। স্থানাস্তে সকলে আসিলে দোকানী তাঁহাদিগকে ডালা প্রদান করিল। ডালায় একটী ওলা, একটী কলা, চাট্টি আতপ চাউল ও হুই চারিটী বিৰপত্র ছিল।

উপ। এই কি এক টাকার ভালা ?

দোকানী। বাবু ! ওর বেশী আমরা কোথা থেকে দেব ? আমাদের মহাস্তকে একমুঠো টাকা জমা দিতে হয়, সে টাকা ত এর মধ্য হ'তেই তুল্তে হবে !

উপ ডালা লইয়া অগ্রে অগ্রে এবং দেবগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।
যাইবার সময় নারায়ণ বাহ্মণকে কহিলেন, "আফুন মহাশয়! পূজা
করাবেন না ?" বাহ্মণ কহিল, "আপনারা চ'লে যান, মন্দিরে পূজারি
বাহ্মণ আছে। পূজা করান আমাদের কাজ নহে।" দেবতারা অদৃশ্য
হইলে বাহ্মণ দোকানীকে কহিল, "দোকানী ভাই! আমার অংশের পয়সা
দেও।" দোকানী কহিল, "অবগ্র দেব; ডালা প্রতি টাকায় ছয় আনা
থেমন চুক্তি আছে, সে পয়সা তোমাকে কেন না দেব ?"

এদিকে দেবগণ "জন্ন তারকনাথ! ব্যোম তারকনাথ!" শব্দ করিয়ত

করিতে ঠাকুরবাড়ীর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু পাহারাওয়াল।
দ্বার ছাড়িল না।

बका। वक्रण । এ कि १ धर्ममन्तित वात वक्ष १

বক্ষণ। আজে ! কালটা এমি প ড়েছে—কোনও বিষয়েই প্রসা না হ'লে নিষ্কৃতি নাই। এই শারবান্কে কিছু না দিলে ভিতরে প্রবেশ ক'রতে দেবে না।

দেবগণ ঘারবান্কে কিছু দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন—অসংখ্য লোক নাটমন্দিরে শয়ন করিয়া,—কেহ রোগ ভাল হইবার জন্ত, কেহ সস্তান হইবার জন্ত হত্যা দিতেছে এবং সম্মুখে এক বৃহদাকার মন্দির। সকলে মন্দিরের ছারে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "ঐ যে মন্দিরের মধ্যে একটা গছরর দেখিতেছেন, উহারই মধ্যে তারকেশ্বর আছেন। গহররের উপরিভাগটা রৌপ্যনির্দ্মিত ভেকে ঢাকা রহিয়াছে। তারকেশ্বর একটা অনাদি-লিঙ্গ শিব। যাত্রীদিগের মধ্যে যদি কেহ বেশী পয়সা ধরচ করে, তাহা হইলে গছররমধ্যে হস্ত দিয়া স্পর্শাম্বভব করিয়া দেখিতে দেয়।"

সকলে এইরূপ গর করিতেছেন, এমন সময় একজন পুরোহিত ছুটিয়া আসিয়া দেবগণের হস্ত হইতে ডালাখানি লইয়া গৃহের এক কোণে ঢালিয়া রাখিল এবং ডালার উপর ছই চারিটি বিষপত্র, চারিটি আতপ চাউল এবং যৎসামান্ত ওলাভাঙ্গা প্রসাদস্বরূপ দিয়া কহিল, "আপনারা বাহিরে যান।"

ব্ৰহা। দেখ্ব না ?"

পুরোহিত। দেখা কি আর সমস্ত দিনে শেষ হবে না ? আপনারা একা দেখলে অস্তাস্ত যাত্রীরা দেখবে কি ?

দেবগণ মন্দিরের পার্শ্বে একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই যে প্রস্তুর পড়িয়া রহিয়াছে, লোকে বলে ইনিই মুকুন্দ ঘোষ। ওদিকে এ যে কতকগুলি কবর দেখিতেছেন, উহাতে অনেকশুলি মহাস্তকে রাথা হইয়াছে। মহাস্ত হইতে হইলে সংসারধর্ম এবং পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়।"

উপ। বরুণ-কাকা । আমার মহাস্ত হ'লে হয় না १

নারা। দূর হতভাগা ছেলে ! তোর বাপ মা বেঁচে থাক্, তুই কি জঃধে মহাস্ত হবি ?

এই সময় পাহারাওয়ালা চীৎকার করিয়া কহিল, "যাত্রিগণ বাহিরে বাও,—মহাস্ত মহারাজের পূজা আসিতেছে, তোমাদের আর ভিতরে থাকিবার তুকুম নাই ,"

ইন্দ্র। বরুণ! মহাস্তের পূজার সময় অন্ত লোককে থাকিতে দেয়নাকেন ?

বরুণ। মহাস্থ লোকের নিকট এই ভাব প্রকাশ করেন যে, ঐ সময় তাঁহার শিবের সহিত কথা হয়। তিনি শিবকে বিষয়াদি সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া ল্পন। তদ্তির শিবকে "এ থাও, ও থাও" বলিয়া হাতে পোঁপে ক্ষীর প্রভৃতি তুলিয়া তুলিয়া দেন। তিনি "আর থেতে পারিনে" ব'ল্লেও ছাড়েন না।

দেবগণ এই কথা শ্রবণে হাস্ত করিতে করিতে বাহিরে আদিলেন। ওদিকে শঙ্ম ঘণ্টা বাজাইয়া মহাস্তের পূজা আরম্ভ হইল। পূজা সমাপ্ত হইলে মহাস্ত শিবিকারোহণে, অগ্রে পশ্চাতে পাহারায়, দেবালয় হইতে বাহির হইয়া রাজপ্রাসাদাভিমুথে চলিলেন।

ইন্দ্র। তারকেশ্বর চা'ল কলা থেয়ে মরেন, স্থুখ দেখছি মহাস্কের।

বরুণ। সুধ ব'লে সুথ! শিবগঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে একটা সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়াছ, তাহাতেই মহাস্ত বাস করেন। ইহাঁর এত সুথ যে, রূপার থাটে শয়ন করেন, সোণার থালে ভাত থান। গৃহে কত সোণা ও রূপা বাদ্ধান হঁকা এবং ফর্সী আছে। বাবুর গৃহে টানা-পাথা টাঙ্গান এবং নিজেই স্থ্ ক'রে দেওয়ালে বিশ্রী আয়না টাঙ্গাইয়া রাথিয়াছেন। বন্ধা। তারকেখরের সেবা কিব্রপ হয় ?

বরুণ। বেলা একটা দেড়টার সময় ইহাঁর মন্ত্ই-ভোগ অর্থাৎ পায়স রাঁধিয়া ভোগ দেওয়া হয়। বেলা ছইটা আড়াইটার সময় শৃঙ্গার-বেশ হয় অর্থাৎ শিবকে পুস্পাদি ঘারা স্থশোভিত করিয়া যাত্রীদিগকে দেখান হয়। রজনীতে শিব লুচি ও মিষ্টায় প্রভৃতি আহার করেন। আহারের পর একটা ধুম্বচা আকারের করীতে অর্জপোয়া আলাজ গাঁজা সাজিয়া ভাহাতে তালের জটার আন্তন দিয়া গুড়গুড়িতে বসাইয়া শিবকে ধুমপান করিতে দেওয়া হয়। ঐ সময়ে কোন যাত্রীর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতিনাই। তবে বাহিরে দাঁড়াইয়া গুড়গুড়ির শক্ষ শুনিবার আধিকার আছে। তিত্তিয় কিছু সময়ের পর, করেটী বাহিরে আনিয়া উপুড় করিয়া ঢালিয়া দেখান হয় য়ে, শিব সমস্ত গাঁজা থেয়ে গুল ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন।

ব্ৰহ্মা। নারায়ণ! দেথ—কে বলে কলিতে দেবতা নাই ?

দেবগণের নিকটে একজন কলু দাঁড়াইয়া ছিল, দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়েরা এখানে কি করিতে আসিয়াছেন ?"

নারা। এই ছেলেটীর একটী ফে^{*}াড়া হওয়ায় তারকেখরের পূজা মানা ছিল, সেই পূজা দিতে আসিয়াছি!

কলু। আপনারা এত কষ্ট ক'রে না এসে মহাস্তের ঘানির এক ছটাক আন্দান্ধ তেল কিনে ঐ স্থানে দিলেই ভাল হ'য়ে যেত।

ব্ৰহ্মা। বৰুণ! এ কি বলে? মহাস্তের ঘানি আছে না কি?

বঙ্গণ। আজে না, মহাস্তকে চরিত্র-দোষের জন্ম মানিকলে জুতে তৈল বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই ও এ কথা বলিতেছে।

ব্রহ্মা। মহাস্ত হিন্দু-দেবমন্দিরের একজন অধ্যক্ষ। তাঁহার চরিত্র-দোষ ?

বরুণ। আজে, মহাস্তই এ প্রদেশের রাজা। সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। মহাস্ত মাধ্বগিরি অল বয়সে গদি ও অতুল ঐশ্ব্যু হাতে পাওরাতেই দিক্-বিদিক্-জ্ঞান শৃত্য হইয়া ঐ রোগাক্রাস্ত হন। বিশেষতঃ, উচ্চবংশীরেরাও বিষয় পাইলে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু যাহাদের অন্ধ-বন্ধের সংস্থান নাই, এমন সব ফকীরই প্রায় মহাস্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহারা অর্থের সদ্ব্যবহার কিন্ধপে জানিবে ? কয়েক বৎসর হইল, মহাস্ত ও এলোকেশীর যে অভিনয় হয়, তাহা চিরকাল বঙ্গবাসীদিগের চিত্তপটে অন্ধিত থাকিবে এবং সহজে আর কোন ভদ্রলোক পরিবারকে তীর্থস্থলে পাঠাইবেন না।

ব্রহ্ম। মহাস্ত ও এলোকেশীর অভিনয় আমাকে প্রবণ করাও।

বন্ধণ। এই তারকেশ্বরের সন্নিকটে কুমরুল নামক একটা পল্লিগ্রাম আছে। ঐ গ্রামে নীলকমল মুখোপাধ্যায় নামক এক দরিত্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। নালকমলের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত জোষ্ঠা কল্পার নাম এলোকেশী। এলোকেশীর নবীন নামক এক যুবার সহিত বিবাহ হয়। নীবনের আত্মীয় শ্বজন কেই না থাকায়-স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিত এবং মাস মাস থরচ পাঠাইত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রী গত হইলে দ্বিতীয় পক্ষে যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, সেই স্ত্রীর সহিত মহাস্তের বিশেষ ভালবাসা মহাস্ত একদিন যুবতী এলোকেশীকে চক্ষে দেখিয়া উন্মন্ত হয় এবং তাহার বিমাতাকে প্রলোভনে বশ করিয়া দতীর কাজ করিতে ঐ বিমাতা নিজ পতি নীলকমলকে 'রাজার খণ্ডর হবে. মহাস্ত বিষয় করিয়া দেবে' ইত্যাদি প্রলোভনবাক্যে বশীভত করিয়া মেরেটীকে মহাস্তের করে সমর্পণ করিবার পরামর্শ দের এবং স্ত্রীপুরুষের পরামর্শ স্থির হইলে. মাগী মেয়েকে তারকেশ্বরে ছেলে হইবার ঔবধ খাওৱাইতে লইরা যার। মহাস্ত প্রথম দিন বালিকা এলোকেশীকে সন্তান হইবার ঔষধ খাওয়ানোর ছলে মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া অচৈতক্ত করিয়া সতীত্ব নই করে। তৎপরে নানারূপ সোণা রূপার গহনা পাইয়া এলোকেশীর মন মহাস্তের প্রতি অমুরক্ত হয়। সে সর্বক্ষণ মহাস্তের

ভবনে থাকিয়া স্ত্রী পুরুষের ক্সায় বাস করিতে থাকে। ক্রমে এই कथा ठ्रुकिंक दाहे इरेन, नवीत्नव्र कात्न किछू किछू छेठिन। নবীন সন্দিয়চিত্তে শুগুরালয়ে আসিয়া এলোকেশীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা ক্রিলে এলোকেশী কোন কথা গোপন না করিয়া সমস্ত বিষয় খুলিয়া विनन । श्रूमात्री युवजो खोरक পরিত্যাগ করিতে নবীনের মন হইল না: সে বলিল, "এলোকেশি। তুমি আমাকে যথার্থ কথা বলায় তোমাকে ক্ষা করিলাম—চল, তোমাকে কলিকাতায় লইনা যাই।" ইহা বলিরা পান্ধি বেহারার অমুসন্ধান করিতে যায়। মহাস্ত শুনিল,—এলোকেশী হাত ছাড়া হইতেছে। অতএব ছিনাইয়া কইবার জক্স ঘাটতে ঘাটতে পাহারা বসাইল। নবীন দেখিল—স্ত্রী পাই না. মহাস্ত এতকাল ভোগ দখল করিয়া আবার চায়, অতএব উভয়েই নিরাখাস হই; এই ভাবিয়া স্ত্রীকে আঁষবঁটীতে কাটিয়া পুলিশে গিয়া উপস্থিত হয়। দেশে ছলস্থল পড়িয়া গেল, রাস্তায় রাস্তায় এই কথা, এই গান, এই সম্বন্ধে কত পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। দেশের যত ধনী লোকে অর্থ দিয়া নবীনকে খালাস করিবার জক্ত মকদ্দমা করিতে লাগিলেন। গোলযোগে মহাস্ত ধরা পড়িল। রাজবিচারে ইহার নাকে দড়া দিয়া জেল্ঘানিতে জুতে খাঁট সরিষার তৈল বাহির করিয়া ছাডিয়া দিয়াছে। *

ইহার পর দেবগণ একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আবার বৈছ্ণবাটীর অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "তারকেশরে চৈত্র মাসে গাজন উপলক্ষে এবং শিবরাত্তির সমন্ব বিস্তর বাত্রী আসিয়া পাকে। যাত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক। ঐ রাত্রে অনেক কুচরিত্র পুরুষও উপস্থিত থাকে ও তাহারা স্থানরী স্ত্রীলোক দেখিলে তাহাদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করে। এই অত্যাচার নিবারণ জন্ম পুলিস নিযুক্ত

করেক বৎসর হইল মহাস্ত মাধবগিরির মৃত্যু হইরাছে। একবে ভাহারই এক
 শিয় মহাস্তাগিরি করিতেছেন।—সম্পাদক।

থাকে। এখানে সর্বাদা উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা—কি পাপে ঐ রোগ হইরাছে এবং কি করিলে আরোগ্য হর, জানিবার জক্ব আসিরা হত্যা দিরা থাকে। যাত্রীদিগের নিকট হইতে প্রত্যহ তারকেশ্বরের যথেষ্ট টাকা আর হয়। মহান্ত কর্তৃক—দেশের যাহাতে প্রকৃত উপকার হয় এমন কোন কাজ হর নাই। মহান্তদিগের গিরি, পর্বাত, বন, অরণ্য, পুরী, ভারতা, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি দশ্টী উপাধি আছে। তল্মধ্যে তারকেশবের মহান্তের উপাধি গিরি এবং বৈশ্ববাটীর কালীর মহান্তের উপাধি ভারতী। কোন মহান্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রধান চেলা গদীক্ষে বসিরা থাকে। গদী প্রাপ্তির দিন উক্ত দশ উপাধিধারী মহান্তেরা একত্র হইয়া তাহাকে অভিশিক্ত করিয়া থাকেন। তারকেশ্বরে একটী কালীবাড়ী আছে।

নারা। শৈবতীর্থে কালীবাড়ী কেন ?

বরুণ। বদি কাহারও মদের মুখে পাঁটা খাইতে ইচ্ছা হয়, এই অভি-প্রায়েই বোধ কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করা হইরাছে।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী বৈশ্ববাটীতে উপস্থিত হইল। এবং তাঁহারা দে রাত্র তথার অতিবাহিত করিয়া প্রাতে ষ্টেশনে যাইলেন। এবং শ্রীরামপুরের টীকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বিদলেন। যে গাড়ীতে তাঁহারা বিদয়াছিলেন, তাহাতে বর্জমানের একটা লোক ছিল। দেবগণের সহিত আলাপ হইলে পিতামহ কহিলেন, "আমরা বর্জমান দেখিয়া আদিলাম সত্য; কিছে তথাপি আপনি বর্জমানের বিষয় আমাদিগকে বলুন।"

লোক। প্রায় সার্দ্ধ ছই শত বর্ষ কাল পূর্বের আব্রায় ও বাব্রায় নামে পঞাবপ্রদেশস্থ ছইজন স্থাসিদ্ধ করিয় মহাজন বর্দ্ধানে ব্যবসা করিতে আইসেন; ইহাঁরা ছই সহোদরে বঙ্গদেশের নানাস্থানে বঙ্গাদি বিজ্ঞান করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং কালজ্ঞমে বর্দ্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। বর্দ্ধমানের রাজারা ইহাঁদের বংশধর। সম্পদে ওংসার্দ্ধমে বর্দ্ধমানের রাজারা বাঙ্গালা দেশের সর্বপ্রধান। উহাঁদের নানা প্রকার্মের বর্দ্ধমানের রাজারা বাঙ্গালা দেশের সর্বপ্রধান। উহাঁদের নানা প্রকার্মের

গুদ্ধ বাৰ্ষিক আয় প্ৰায় ৫০ লক্ষ টাকা; ইহার মধ্যে ৩২ লক্ষ ৪৯ সহস্ৰ টাকা ব্রিটশ গ্রন্মেন্টকে কর দিতে হয়। পাণ্ডিত্য, বীরত্ব, দয়া, দান্দিণ্য, দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি বরণীয় শ্বণপ্রঞ্জে যে সকল মহামুভ্ব পুরুষ ও রম্পীরত্ব এই বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মহা-রাজা কীর্ত্তিনে, মহারাজা তেজচন্দ্র, মহারাজা তিলকচন্দ্র, মহারাণী থিষণ্-কুমারী, মহারাণী শোভাকুমারী, মহারাণী নারায়ণকুমারী, মহারাজা মহাতাপ চাঁদ সর্বপ্রধান। মহারাজা মহাতাপটাঁদ হংরাজী, বাঙ্গালা, পারভ এবং সংস্কৃত ভাষায় স্থপণ্ডিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল বাহাছারের ব্যবস্থাপক সভায় ইংরাজী ১৮৬৪ অবেদ ইনিই সর্বপ্রেথম দেশীয় সভ্য নির্বা-চিত হয়েন। 🕆 মহাতাপ বাহাত্বরের কীর্ত্তিপুঞ্জের মধ্যে গোলাপবাঘ, মহাতাপ মঞ্জিল, বালিকা বিভালয়, দেলখোদ, ইংরাজী বিভালয়, দেওয়ানী খাদ, দাতব্য ঔষধালয়, মতিঝিল, মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রধান। ইহার অনুমত্যমুসারে এবং প্রকৃত ব্যয়ে সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ এবং বহুবিধ পারস্ত ও প্রধান হিন্দুশাস্ত্র বঙ্গভাষায় অনুদিত হয় এবং তদ্বাতীত নানাবিধ সংগীতগ্রন্থ প্রচারিত হইয়া বিনামূল্যে সাধারণ্যে বিতরিত হয়। মহাতাপ চাঁদ বাহাছরের অসংখ্য কীর্ত্তি ও বদাস্থতার কথা অল্প সমন্বের মধ্যে বিবৃত হওয়া অসম্ভব মহাতাপটাদ বাহাছর ইংরাজী ১৮৭৮ অব্দে ভাগলপুরে কলেবর ত্যাগ করেন, তথন তাঁহার বয়স ৬২ বর্ষ মাত্র। ইহাঁর মৃত্যুর পর আফ্তাফ্টাদ বাহাতুর রাজ্যে অভিধিক্ত হন। ইহাঁর সময়ে পাব্লিক লাইব্রেরি, রাজকলেজ, অন্ন-সত্র. ছাত্রাশ্রম এবং বহুসংখাক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আফ্তাফ চাঁদ ১৮৮৩ অব্দে প্রায় ২৬ বর্ষ বয়ঃক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই অল্পকাল-মধ্যে ইনি বছবিধ কীর্ভি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর রূপবতী ও গুণ-বজী সহধর্মিণী (মহারাণী বিনোদেয়ী দেবী) ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন; এরূপ তেজস্বিনী রমণী এদেশে আর কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যক্তি হয় না। আফ্তাক্টাদের পরে মহারাজা বিজয়টাদ মহাতাপটাদ বাহাছরের পোয়পুত্ররূপে গৃহীত হইয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত ইইয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজা বজদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাছরের স্থ্যোগ্য সদস্ত অনরেবল শ্রীযুক্ত লালা বনবিহারী কর্পূর রায়বাহাছর মহাশয়ের পুত্র। বনবিহারী বাবু মানকরের নিকট গোঁসাই গ্রামে ১২৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে স্থশোভিত এবং তীক্ষদর্শী ও রাজকার্য্যে স্পেটু। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইনি বিশেষ অমুরাগী এবং দরিজের হঃখমোচনে সততই মুক্তহস্ত। ইনি অতীব সামান্ত অবস্থা হইতে নিজ ক্ষমতাবলে বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছেন। এরূপ লোক যথার্থই প্রশংসার পাত্র।" এই সময়ে ট্রেণ হুপান্তপ্ শক্ষে সেওড়াফুলি অতিক্রম করিয়া শ্রীরামপুরে আসিয়া পাঁহছিল।

দেবগণ ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একথানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং কয়জনে দেখিতে দেখিতে নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা যে
দিকে চাহেন, দেখেন—স্থন্দর স্থন্দর অট্টালিকা সকল থিরাজ করিতেছে।
ঘরে ঘরে কনসার্ট বাজিতেছে। সকলেই সানন্দচিত্ত; যেন নগরবাসিগণ
নিরানন্দ কাহাকে বলে জানে না। পিতামহ নগরের শোভা সৌন্দর্য্য
দর্শনে মুগ্ধ হইরা কহিলেন, "বরুণ! এ নগর নির্মাণ করে কে ?"

বক্লণ। এই স্থানর স্থানটীর নাম জীরামপুর। জীরামপুর ব্রিটিশ্ ইপ্তিয়ার মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। এই স্থানে পূর্ব্বে খৃষ্টমিসনরিরা বাস করিতেন; নগরটী ডেন্সদিগের ধারা নির্দ্মিত হয়। উহারা ইহাতে ১৭৫৫ খৃঃ হইতে ১৮৪৫ খৃঃ পর্যাস্ত প্রায় ৯০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। তৎপরে অন্যান ১২০,০০০ টাকা মূল্যে ইংরাজদিগকে বিক্রেয় করিয়াছে।

দেবগণ ইহার পর এক স্থানে বাসা করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন তৎ-পরে ভাগীরশীতে স্নান করিতে চলিলেন। গলাতীরে উপস্থিত হইয়া পিতা- মহ কহিলেন, "আহা! তীরে স্থলর অট্টালিকা—বিশেষতঃ বাধা ঘাট বিরাজ করাতে আমার স্থরধুনীর কি আশ্চর্যা শোভা হইয়াছে।"

বরুণ। পিতামহ। সম্পুরে দেখুন—ময়দা এবং স্থারকীর কল।

ব্হরা। মরদার কল ? কলে মরদা তৈরার হ'চেচ ?

বরুণ। আজ্ঞে, কলে গম ভাঙ্গিরা অতি উৎক্কাষ্ট মরুদা প্রস্তুত করিরা দিতেছে। যে মরুদা শত শত লোক এক দিনে প্রস্তুত করিতে পারে না, কলে তাহা এক ঘণ্টার প্রস্তুত করিরা দেয়।

দেবগণ স্নানাস্কে বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া কলেজ দেখিতে চলি-লেন। তথার উপস্থিত হইয়া দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ। কলেজ বাড়ীট ত-বড় স্থান্দর! বিশেষতঃ ইহার চূড়াগুলি দেখিতে বড় স্থানর। কলেজের। সন্নিকটস্থ বাড়ী এবং তাহার সংলগ্ন পুষ্পোভান সকল দেখিরা আমার যেন অমরাবতী বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে।"

বরুণ। দেবরাজ। এই কলেজ-বাড়ীট নির্মাণ করিতে প্রায় ১৫,০০০০ টাকা ব্যয় হইন্নাছিল। ইহার ছাদ এবং সিড়ি লোহে নির্মিত।

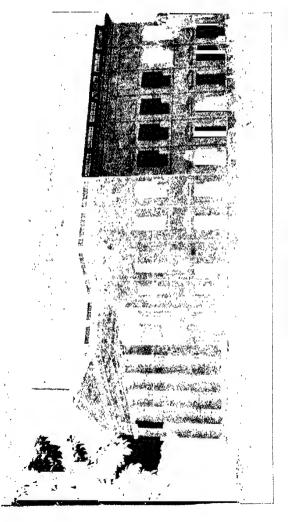
দেবগণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন—বালকগণ বিভাধ্যয়ন করি-তেছে। প্রত্যেকেরই হস্তে এক খানি বাইবেল। তাঁহারা একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন—উত্তম উত্তম বাঁধান অসংখ্য পুস্তক রহিয়াছে।

উপ। বরুণ কাকা। এ ঘরে যে পুস্তকগুলা রহিয়াছে, বোধ হয় এক ছুই ক'রে গণ তে আমার জীবন কেটে যায়।

বঙ্গণ। দেধ দেবরাজ ! এইটা কলেজের পুস্তকালয়। এই পুস্তকালয়টাতে বিস্তর উৎক্কষ্ট উৎক্কষ্ট পুস্তক আছে।

'এখান হইতে সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "বৰুণ কাকা! আবার একটা কিসের কল ?"

বরুণ। পিতামহ! কাগজের কল দেখুন। এরামপুরে কাগজ বলে



শীরামপুর কলেজ-শীরামপুর

একপ্রকার যে বিথ্যাত কাগন্ধ ছিল, তাহা এই কলেই প্রস্তুত হইত। এক্ষণে কাগন্ধের কল উঠিয়া গিয়া পাটের কল হইয়াছে।

এখান হইতে যাইয়া সকলে ব্রীরামপুরের বাজারে উপস্থিত হইয়া দেখেন—নানা দোকানে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে "রামে রাম" শব্দে কয়ালেরা চাউল ওজন করিতেছে। কোন দোকানে বেণেরা চারি কড়ার তুঁতে, জর্জ পয়সার স্থপারি, দশ কড়ার তেজপাত বিক্রয় করিতে করিতে ক্লাস্ত হইতেছে। এক স্থানে বিসয়া মেছনীরা মৎস্থ বিক্রয় করিতেছে। অপর স্থানে তরিতরকারী বিক্রয় হইতিছে। দেখিতে দেখিতে সকলে একটী চার্চের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই চার্চেটী ১৮০৫ সালে নির্ম্বিত হয়।"

এথান হইতে সকলে ভাল ভাল অট্টালিকা দেখিতে দেখিতে চলিলেন এবং গোস্বামীদের বাটীর নিকট দিয়া মৃত গোলোকচক্র রায়ের বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন,—"এক ব্যক্তি কর্যোড়ে দাঁড়াইয়া কর্নপ্ররে কহি-তেছে, "আপনারা শ্রীরামপুরের মস্তক্ষরূপ, অতএব আমার প্রতি ক্লপা করিয়া জাতিতে তুলিয়া লউন।"

তৎশ্বণে এক ব্যক্তি কহিতেছে,— তা আমরা কেমন ক'রে পারি ? তুমি যবনের উদ্ভিষ্ট লইয়া সংসার ধর্ম করিতেছ। তাহার হাতে থাইয়া ধর্মের মাথা থাইতেছ। আমরা কি কারণে তাহার হাতে থাইয়া ইহকাল ও পরকাল থোয়াইব ? ত

নারা। বরুণ ! বিষয়টা কি ?

বরুণ। ঐ ব্যক্তির স্ত্রী একজন যবনের সহিত বাটা হইতে পলার। বাব্টা অত্যস্ত স্ত্রেণ বলিরা কেঁদে কেঁদে অস্থির হন ও শেষে অনেক কষ্টে অনেক অর্থবারে সেই পলান ধনকে গৃহে আনিরা বরকরা করিতেছে। সমাজ এই অপরাধে উহাকে সমাজচ্যুত করাতে লোকের বাড়ী বাড়ী করযোড়ে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে।

বন্ধা। এ বাড়ীট কাহার ?

বৰুণ। গোলোকচক্র রাশ্ব নামক এক ব্যক্তির। ইনি অত্যক্ত দানশীল ও ধার্মিক লোক ছিলেন। ইনি এমন দাতা ছিলেন যে, অস্তাপি বঙ্গদেশের অনেক লোক দিনটা ভাল যাইবার আশায় প্রাতে উঠিয়াই মহাত্মা গোলোক রায়ের নাম স্বরণ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মা। ওদিকের ও স্থন্দর বাড়ী কাহার ?

বরুণ। এরামপুরের গোঁসাইদিগের।

ব্রহ্মা। তুমি গোঁসাইদিগের বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। শ্রীরামপুরের গোস্বামীরা বঙ্গদেশের মধ্যে বছদিনের সম্ভ্রাপ্ত ও
বিখ্যাত ধনী জমীদার। রামনারায়ণ গোস্বামী প্রথমে তাঁহার শৈতৃক
ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীরামপুরের
দিনামার সদাগরদিগকে দ্রবাদি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন
এবং সেই টাকায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও পূর্ণীয়া জেলায় বিস্তর জমীদারি
ধরিদ করেন করেন। রামায়ণ গোস্বামীর পুত্রের নাম কমললোচন গোস্বামী।
ইনি গবর্ণমেন্টের অধীনে কমিসেরিয়েটের এছেন্টের কার্য্য করিয়া যথেষ্ট ধন
উপার্জ্জন করিয়া হুগলী জেলায় বিস্তর বিষয় ধরিদ করেন। তাঁহারা পুত্র
ঠাকুরদাস গোস্বামীও ঐ কার্য্য করিয়া বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করেন এবং রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের অবস্থা এই সময় খারাপ হওয়ায় তাঁহাদিগের
অনেক বিষয় ধরিদ করেন। এক্ষণে গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁহার লাতারা
এই অতৃল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী। শ্রীরামপুরের অনতিদ্বে মাহেশ ও
বল্লভপুর নামক স্থান আছে। তথাকার রাধাবল্লভ বড় বিখ্যাত রথের সময়
মাহেশে অত্যক্ত সমারোহ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা। তুমি রাধাবল্লভের বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। সাজিদিশত বৎসর পূর্বে বল্লভপুর গ্রাম ছিল না; তথন ঐ-স্থানে অত্যস্ত জঙ্গল ছিল। ঐ সময় রুদ্ররাম পণ্ডিত লাম্মক এক ব্যক্তি

🕮 রামপুরের অনতিদুরে চাতরা নামক গ্রামে মাতৃলালয়ে বাস করিতেন। তাঁহার মাতৃলগৃহে গৌরাঙ্গদেবের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। একদিন ক্লুরামকে গৌরাঙ্গদেবের পূজা করিতে দেখিয়া তাঁহার মাতৃল "তোমার এখনও পূজায় অধিকার হয় নাই" বলিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করেন। ইহাতে রুদ্রামের মনে অতান্ত ঘুণা হয় ও বল্লভপুরের জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া তপস্তা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্থায় সম্বর্ত হইয়া রাধাবল্লভ স্বপ্ন দেন, গৌড়ের নবাববাটীর অস্কঃ-পুরস্থ গৃহদ্বারের উপরে একথানি ক্লফবর্ণ প্রস্তর আছে। প্রস্তর্থানি সর্ব্বদাই ঘামিয়া থাকে। তুমি ঐ প্রস্তর আনিয়া তোমার উপাস্ত দেবতার মূর্ত্তি সংগঠন করিয়া উপাদনাদি কর-অভীষ্ট দিদ্ধ হইবে।" ক্রুলরাম স্বপ্ন দেখিয়া গৌড নগরে প্রস্থান করেন এবং নবাবের মন্ত্রী অত্যন্ত হিন্দু ছিলেন—তাঁহাকে স্বিশেষ বলেন। মন্ত্রী "যে পাপর ঘামে সে পাপর বাড়ীতে রাখিলে মহা অমঙ্গল ঘটে"-এই কথা নবাবকে বলার, নবাব পাথরখানি খসাইয়া জলে ফেলিয়া দিবার অন্নমতি দেন। পাথর জলে ফেলিয়া দেওয়ার ক্ষুত্রাম পণ্ডিত প্রাপ্ত হইলেন না, অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দৈববাণী হইল "তুমি মাহেশ যাও, তথাকার ম্নানের ঘাটে ঐ পাধর প্রাপ্ত হইবে।" ক্ষুদ্রাম পণ্ডিত তৎশ্রবণে মাহেশে আদিয়া প্রস্তর্থানি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্থনিপুণ ভান্ধর ডাকাইয়া রাধাবল্লভ-মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন। এমন স্থন্দর মূৰ্ত্তি এদেশে ৰিতীয় নাই। ঐ প্ৰস্তৱে তিনটী মূৰ্ত্তি প্ৰস্তুত হইয়াছিল— বল্লভপুরের রাধাবলভ, থড়দহের শ্রামস্থন্দর এবং সাঁইবনের নন্দহলাল।

মুর্সিদাবাদের নবাবের কোন হিন্দু কর্মচারী আকনা ও মাহেশের মধ্য হইতে কিম্নদংশ ভূমি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া রাধাবল্লভকে প্রদান করেন এবং ঠাকুরের নাম অমুসারে এই স্থানের নাম বল্লভপুর রাথেন। ঐ সময় ঐ স্থানের বার্ষিক রাজস্ব ১৮ ছিল। ইহার দেজ্শত বৎসর পরে রাজা নবক্ষণ গ্রামটীকে ভারজাই তালুক করিয়া দেন। ১৫৯৯ সালে কলিকাতার নয়ানটাদ মল্লিক রাধাবল্লভের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন; ঐ

মন্দির ভ্যাবস্থার ভাগীরপীতীরে বর্ত্তমান আছে। ১৮৮৫ সালে গৌরচরণ মিলিক বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং ঠাকুরের সেবার জক্ত প্রাত্যহিক ২২ হই টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। ১২৫৭ সালে প্রণামী লইয়া গোল হওয়ার মাহেশের জগরাথ আর রথের সময় রাধাবল্লভের গৃহে আসেন না। কলিকাতার শিবকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় বল্লভের রথ ও জগরাথ নির্মাণ করান। রাজা নবকৃষ্ণ সেবার্থ বল্লভপুর দান করেন। কলিকাতা বৌবাজারের শিবচক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনী জ্রীমতী আনন্দময়ী ঠাকুরাণী ১২৪৫ সালে বল্লভপুরের ঘাট প্রস্তুত্ত করিয়া দেন। ঘাটের ছই পার্থে ছইটী নহবৎথানা আছে। কলিকাতার মতি মিলিক রাসমঞ্চ নির্মাণ করিয়া দেন। কলুরাম পণ্ডিত বিবাহ করেন নাই; তাঁহার জ্রাভুপুত্র রতিরাম, ঠাকুরের সেবার ভার প্রহণ করিয়াছিলেন। রতিরামের বংশ অ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইইারা সোণার বেণের দান গ্রহণ করিয়া পতিত হন—এক্ষণে চতুঃসাগরী করিয়া ক্লেতে উঠিয়াছেন।

দেবগণ ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "দেবরাজ! পর পারে যে স্থান দেখিতেছ, উহার নাম বারাকপুর"

দেবগণ বারাকপুর দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ একথানি নৌকা ভাড়া করিয়া সকলকে উঠিতে কহিলেন। সকলে নৌকারোহণ করিলে পিতামহ তীরের দিকে চাহিয়া দেখেন—এক ব্রাহ্মণের গাত্রে নামাবলি, সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ। সে, পাছে কোন অম্পৃত্ম দ্রব্য স্পর্শ করিতে হয় এই আশকায়, লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছে। পিতামহ লোকটাকে ধার্ম্মিক মনে করিয়া একদৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন; ক্রমে নৌকাও গিয়া পর পারে লাগিল।

বারাকপুর

দেবগণ নগবে প্রবেশ করিয়া দেখেন—রাস্তার একদিক দিয়া একদল গোরা যাইতেছে। অপর দিক্ দিয়া ছই চারি জন সিপাই চল্লিয়াছে। পিতামহ কহিলেন, "এ স্থানে আসিয়া আমার বড় ভয় করিতেছে। এ স্থানের নাম কি বরুণ ?"

বন্ধণ। এ স্থানের নাম বারাকপুর। এথানে গবর্ণমেন্টের বারিক ইত্যাদি আছে। নগরটার নাম চাণক্। কলিকাতা-সংস্থাপক জব চার্ণক সাহেব এই স্থানে দর্মকা বাস করিতেন। কথিত আছে চার্ণক সাহেব একটা স্থলরী হিন্দ্ বিধবাকে সহমরণে চিতা হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইইাদের উভয়ে এতদূর প্রণয় জলেয় বে, স্ত্রীলোকটার মৃথা হইলে সাহেব শোকে নিতান্ত অধীর হন। তিনি প্রতাহ ঐ রমণীর কবরের নিকট বাইয়া রোদন করিতেন ও ভালবাসা দেখাইবার জন্ম এক একটা কুকুই বলি দিতেন। কবরটি অভাপি এখানে বর্ত্তমান আছে।

উপ। বৰুণ কাকা। মাগী বাঙ্গালী, সাহেব ইংরেজ। পরস্পরের কথা কেমন ক'রে বুঝ তে পার্তো ।

বরুণ। দেখুন পিতাম**হ**় এই বারাকপুরেই সর্বপ্রথমে দিপারী বিদ্রোহের হুত্রপাত হয়। এই স্থানের দিপাহীরা টোটা কাটিতে প্রথমে অস্বীকার করে।

দেবগণ বা
িকের নিকট দিয়া বদ্ধবাদ্ধারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।
উপস্থিত হইয়া দেখেন—নানা দোকানে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রন্ধ
হইতেছে। কোন দোকানের সমূথে বসিয়া চারিজন দোকানী তাস
ধেলিতেছে এবং উভয় পক্ষের স্থপক্ষ হইয়া আর চারি পাঁচ জন জয় পরাজয়
ঘোষণা করিতেছে। থেলোয়াড়দিগের মধ্যে ঐ সময় কাহারও দোকানে
ধরিক্ষার আসায় সে নিকটস্থ অপর ব্যক্তিকে "দাদা, আমার হয়ে থেল ত

ভাই" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া খরিদ্ধার বিদায় করিতেছে। কোন দোকানে দোকানী থাতায় হিসাব লিখিতেছে এবং এক একবার নিকটে টাঙ্গানোটয়া পাখীর দিকে চাহিয়া "হরে ক্বঞ্চ, হরে—ক্বঞ্চ,—ক্বঞ্চ ক্রঞ্জ—রাম রাম, পড় বারুবা" বলিয়া চুমকুড়ী দিতেছে। কোন দোকানের দোকানী স্কর্ম করিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছে এবং চারিপাঁচ জন শ্রোতা বিদয়া শুনিতেছে। বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এ বাজারে সমস্ত দ্রুবাই হার বাদ্ধিয়া বিক্রয় হয়, নচেৎ দোকানদারেরা গোরাদিগকে মাতাল দেখিলে প্রতারণা করিয়া বেশী মূল্য লইতে পারে।"

এখান হইতে সকলে চিড়িয়াখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন—শৃগাল, বহু মহিষ, শৃকর, ব্যান্ত, চিতাবাঘ, হরিণ ও নানাপ্রকার পশু পক্ষী রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন, "চাণকের চিড়িয়াখানা পূর্ব্বে বড় উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে ইহার যাবতীয় জীবজন্ত কলিকাতার জ্বুওলজিকেল গার্ডেনে লইয়া গিয়াছে।"

ইহার পর দেবতাবা বারিকের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিশ্বয়ে চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলেন। একণে বেলা অপরাহ্ন, এজন্ত ক্যাণ্টন্মেণ্ট্ আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা দেখেন—কোন স্থানে কতকগুলি সিপাই প্যারেড্শিক্ষা করিতেছে।

দেবগণ এক্জিকিউটিভ, ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, ক্যাণ্টন্মেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটী, মিউনিসিপ্যাল হাঁসপাতাল এবং গবর্ণর জেনেরলের বাটী দেখিয়া একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! ঐ যে দোতলাগুলি দেখিতেছেন, উহারই নাম বারিক। ঐ স্থানে সৈম্প্রেরা বাদ করে। পূর্বের্ম ঐ সমস্ত বারিক মাটির ছিল, এক্ষণে ইষ্টক-নির্মিত হইয়াছে।"

উপ। বক্লণ-কাকা! আমাকে কেন সৈম্ভের দলে দাও না ? নারা। সত্য বক্লণ, উপকে সৈনিকের দলে দিলে হয়! বক্লণ। একে নেবে কেন ? এ যে বাঙ্গালী!

हेक्स । वाक्रामी इ'रम कि रेमनिरकत परम मग्र ना ।

वक्रण। ना।

ব্ৰহ্ম। বৰুণ! শওয়াহয় নাকেন ?

বরুণ। বাঙ্গালী ভীরু; পাছে বন্দুকের গুলিতে হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলে, এই ভয়। দেখুন পিতামহ! সন্ধ্যা আগতপ্রান্ধ, এথানে রাত্রি নম্নটার পর ভ্রমণ নিষেধ; অতএব আমাদের এখান হইতে প্রস্থান করাই উচিত।

নারা। এখানে নয়টা রাত্রির পর ভ্রমণ নিষেধ কেন ?

বরুণ। পাছে কোন ছদ্মবেশী শোক রন্ধনীতে ক্যাণ্টন্মেণ্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে অমুসন্ধান করে, এই জন্মই ঐ নিয়ম করা হইয়াছে।

ব্রহ্মা। আমাদের এথানে থাকিবার কোন আবশ্রকতা নাই। চল অন্ত রজনীযোগেই আমরা প্রস্থান করি।

বরুণ। এই বারাকপুরের নিকটে মণিরামপুর প্রভৃতি কতকগুলি গণ্ডগ্রাম আছে। এই মণিরামপুরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে (সন ১২২৫ সালে) ছর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রধান কুলীন-ব্রাহ্মণ ছিলেন। ছর্গাচরণ দশ বৎসর বর্ষে কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন এবং চারি বৎসরের মধ্যে সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টে অর্থাৎ বিক্সালয়ের উচ্চতম বিভাগে উথিত হয়েন। পঞ্চদশবর্ষমাত্র বয়্বঃক্রমে অসাধারণ ধীশক্তি ও নৈসর্গিক প্রতিভাবলে ছর্গাচরণ প্রভৃত স্বখ্যাতি ও একটা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়েই ছর্গাচরণ স্বধর্মের প্রতি ব্রীতপ্রদ্ধ ইইয়াছিলেন। অর্থের অনটনপ্রযুক্ত কলেজ ছাড়িয়া ইনি প্রথমে লবণের গোলায় চাকরী করেন। ইহাঁর বিজ্ঞোপার্জনের ইচ্ছা এতদ্র বলবতী ছিল মে, লবণের গোলায় চাকরী-কালে একদা তিনি তথাকার দেওয়ান স্থপ্রসিদ্ধ ছারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট নিজ মনোভিলায় ব্যক্ত করেন। ছারকানাথ ঠাকুর

ত্র্গাচরণের প্রিতাকে আহ্বান করিয়া পুত্রকে কলেকে পুন: প্রবিষ্ট করিয়া দিতে অমুরোধ করিলেন।

এইরূপে ছর্নাচরণ যদিও হিন্দুকলেকে পুন:প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিককাল তথায় বিভাধায়ন করিতে হইল না। বছ পরিবারের ভরণ-পোষণে পিতাকে অক্ষম দেখিয়া তিনি বংসরের মধ্যেই পুনরায় কলেজ পরিত্যাগ করেন। ২১ বৎসর বয়:ক্রমকালে তুর্গাচরণ মহাত্মা ডেবিড হেমারের সংস্থাপিত ইংরাজি বিভালমে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় ইনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অভিলাষী হন। ইহাঁর ডাক্তারি শিথিবার প্রধান কারণ এই.—এক সময় ইহাঁর স্ত্রীর পীড়ার সংবাদ ভূতামুথে শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাটী যাইলেন এবং চিকিৎসক লইয়া বাটী প্রত্যাগত হইবার পূর্বেই হুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এই ভয়ানক সময়ে স্থযোগ্য চিকিৎসকের অভাবে তাঁহার পত্নীকে হাতুড়ের চিকিৎসাধীনে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি ইফার বিষময় ফল দেথিয়াই চিকিৎসা বিস্থা শিক্ষা করিবেন—প্রতিজ্ঞা করেন। হান ২৮ বৎসর বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে লর্ড উহালয়ম েন্টিক, সাৰু এডওয়ার্ড রাইন, ডেবিড্ হেয়ার ^৩প্রভৃতি মহাত্মাগণের যত্নে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতায় "মেডিকেল কলেজ" সংস্থাপিত হয়। হুর্গাচরণ পিতার অভিমতে মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং প্রত্যহ হুই ঘণ্টা করিয়া সেখানে পড়িতেন। হেয়ারের বিম্বালয়ে জোন্স নামক এক ব্যক্তি তত্তাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াই হুৰ্গাচরণকে অবগত করাইলেন যে, তিনি অতঃপর আর প্রতিদিন হুই ঘণ্টা করিয়া অবকাশ পাইবেন না। ইহাতে হুৰ্গাচরণ শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া অনস্তকর্মা ও অন্তমনা হইয়া কেবল চিকিৎসাশান্ত অধায়নেই মন:সংযোগ করিলেন।

তিনি পাঁচ বৎসরকাল মেডিকেল কলেকে অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হওয়াতে কলেক পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে নিম্নলিখিত ঘটনাটী ঘটে— "মেসার্স জার্ডিন স্থিনার এপ্ত কোং"র আফিসের মৃচ্চুদ্দি বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যার সাংঘাতিক পীড়ার আক্রান্ত হইবেন; চিকিৎসকগণ পীড়া সঙ্কটাপর—আরোগ্য হইবার নহে বলেন। অবশেষে হর্গাচরণকে আনরন করা হইল, তিনি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সমর জ্যাক্সন্ সাহেবকে দেখিতে দেওয়া হর; ডাজ্ঞার জ্যাক্সন্ উহা দেখিয়া বলিলেন "ঠিকই হইয়াছে" এবং ঔষধের গুণে রোগীর বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। তিনি সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং হর্গাচরণের সহিত আলাপ করিয়া ভাঁহাকে "নেটিভ জ্যাক্সন্" উপাধি প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে হুর্গাচরণের সোভাগ্যক্র্যা উদয় হইল,—ভাঁহার নাম ও যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

নীলকমল বাবু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে তাঁহার বন্ধু পণ্ডিত-প্রবর বিভাসাগর মহাশয় ও স্বদেশহিতৈয়ী বাবু রাজেক্সনাপ দন্ত উভরেই ত্র্গাচরণকে কোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাাসক ৮০ টাকা বেতনে খাজাঞ্জির কার্য্য গ্রহণ করিতে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন ত্র্গাচরণও তাঁহাদিগের পরামর্শমত কিছুকাল কার্য্য করেন। পরে ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলেন। অত্যর্কালমধ্যেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন; তাঁহার বাটা প্রাতে ও বৈকালে সহস্র সহস্র পীড়িত ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অধিক কি তাঁহার উপর সকলেরই একপ্রকার দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি রোগীর নিকট আদিলেই লোকে মনে করিত, স্বয়ং ধন্বস্তরি আসিয়াছেন—রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবে। দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহার রোগনির্ণয়ের অনোকিক ক্ষমতা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকে সকলে দেবামুগৃহীত বলিয়া স্বীকার করিত। দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি ন্যুনাধিক লক্ষ টাকা উপার্জন করিলেন।

य नकन प्रशिक्षित्य वाधि चार्त्वामा इहेवात नष्ट विद्या कविताक, হাকিম ও অন্সান্ত ডাক্তারগণ রোগীর জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতেন, চুর্গাচরণ অনেক স্থলে সে সকলও আরাম করিতে সমর্থ হুইতেন। কথিত আছে, একদা ভারতবর্ষের কোন গ্রণর জেনেরলের मृह्यस्थिती कान मुक्की त्यारा आकास इटेल उरक्षे उरक्षे देश्याक চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করেন: কিন্তু কেহই প্রক্লুত রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অবশেষে চিকিৎসার জন্ম হুর্গাচরণকে আনা হুইল। তিনি গ্বর্ণরের প্রাসাদে যাইয়া দেখিলেন, অনেকগুলি ইংরাজ চিকিৎসক ও ভদ্রলোক তথায় সমবেত—সকলেরই বদনে নিরাশার রেখা অঙ্কিত। সকলেই মনে করিলেন যে, রোগ আরোগ্য করা ইংরাজের অসাধ্য। তুর্গাচরণ দেখানে উপস্থিত হইয়া রোগীর রোগবুতান্ত আছোপান্ত ভ্রমিলেন ও তাঁহাকে ভালরপে পরীক্ষা করিলেন। পরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা কয়েক মুহুর্ত্তের জন্ত অমুগ্রহ করিয়া রোগীকে আমার নিকট রাথিয়া গহাস্তরে গমন করুন।" সকলেই গৃহ পরি ত্যাগ করিলে তিনি অত্যন্তত ও আশ্চর্য্য কৌশলে সে যাত্রা গবর্ণরপত্নীর প্রাণরক্ষা করিলেন।

ডাব্রুনার রাজেন্দ্রনাথ দন্ত কলিকাতায় প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক মতাবলম্বীদিগের মধ্যে মহাবিরোধ উপস্থিত হইল। মেডিকেল কলেকে, চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবার জন্ত যে সভার অধিবেশন হয়, ডাব্রুনার মহেন্দ্রলাল সরকার সেই সভায় বক্তুতা দ্বারা হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথির অপেক্ষা উৎক্ষন্ত প্রমাণ করেন। বঙ্গদেশে যাহাতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে হুর্গাচরণ ঐকাস্তিক যক্ত পাইয়াছিলেন।

বালালার বছদূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে সকল লোক তাঁহার বাটীতে ক্রিকিৎসার্থী হইয়া আগমন করিত তিনি তাহাদিগকে থাইতে ও থাকিতে দিতেন। গভীর নিশীথে কোন দরিদ্র ব্যক্তি, তাহার পীড়িত পুত্রকে দেখিতে যাইবার জক্ত গুর্গাচরণকে মিনতি করিলে, তিনি কথনই তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্ম করিতেন না;—আহারের বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র পারিপাটা ছিল না। তিনি নারীজাতিকে মাতার ক্যায় বোধ করিতেন। জাতিভেদ ইনি মানিতেন না এবং পৌত্তলিকতায় ইহাঁর আহা ছিন না।

অবশেষে সাতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল; এবং তৎপুত্র স্করেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, এই সংবাদে তাঁহার হৃদয়ে মর্মাপ্তিক আঘাত লাগিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি অক্সাৎ জ্বরোগে আক্রাপ্ত হইলেন এবং ছয় দিবস কাল জ্বর ও পরিশেবে কাশরোগ ভোগ করিয়া ২২এ ফেব্রুয়ারি বেলা একটার সময় বাহায় বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রিয়তমা পত্নী এবং পাঁচপুত্র ও এক কন্তা রাথিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন।

বরণ সকলকে লইয়া পুনরার জীরামপুরে আসিলেন এবং ব্যাগ হস্তে গল্প করিতে করিতে ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন। দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—এক ব্রাহ্মণ একটা বাড়ীর দারে ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া অতি মৃত্ব স্থরে কহিতেছে—"বামা, দোর খোল্, আমি এসেছি।" পিতামহ জ্যোৎমার আলোকে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিয়া চিনিলেন, ইনিই তিনি—যিনি অপরাক্তে খেয়াঘাট হইতে পাছে কোন অস্পৃষ্ট দ্রব্য স্পর্শ করিতে হয়, এই আশক্ষার লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছিলেন।

বরুণ। ঠাকুরদা। এই বামুনকে দেখিয়া এক সময়ে আপনার বড় ভক্তি হইয়ছিল; এক্ষণে ইহাঁর কার্যা দেখুন। এটা বেশ্বাবাড়ী। ঐ বামুনের বামী নামে একটা রক্ষিতা বেশ্বা এই বাড়ীতে বাস করে। ঠাকুর রক্ষনীতে সেই বামীর নিকট এসেছেন।

এই সময় বামী আসিয়া দার খুলিল এবং "পোড়ার মুখো! কাল রাত্রে

ছিলি কোধার ? আমি তোর জয়ে কটা আব বেশ্বনভাজা ভেজে এক বোতল মদ এনে সমস্ত রাত্রি ব'সে ব'সে কাটিয়েছি" বলিয়া পৃঠে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল এবং হস্ত ধরিয়া বাটীর মধ্যে কটনা বাইল।

্রান্ধণের কার্য্য দেখিরা পিতামহ আশ্চর্যানির ইইরা কহিলেন।
"ঐবিষ্ণু: কলিকালে লোক চেনা ভার! এত সাজ গোজ, আচার
ব্যবহার, আর এদিকে বেশুার বাড়ীতে রুটী বেগুনভাজা মদ থার!"

উপ। कर्छा-(क्ये) ! भिष्म यन भाशान कन।

সকলে ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন—রজনীতে ষ্টেশনটা বড় স্থলর শোভা ধারণ করিয়াছে—চারি দিকে আলোক জলিতেছে। এক স্থানে যাত্রীদিগের নাল ছ-ঠেলো গাড়ী বোঝাই করিয়া ঘড় ঘড় শলে এক প্রাক্ত হইতে অপর প্রাক্তে লইয়া যাইতেছে। তথন টেল আলিবার বিলম্ব থাকাতে দেবগণ এক স্থানে বিলয়া গল্প করিতে লাগিলেন। নারায়ল বারাকপুরের বাজার হইতে চ্রট কিনিয়াছিলেন; এই সময়ে দেশলাই জ্ঞালিয়া চ্রট ধরাইবার উদেশাগ করিলে পিতামহ রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "দেখু কৃষ্ণ। তূই কি মর্জ্যে এসে সাহেব হ'লি । আমি সব সহা ক'য়্তে পারি—ও শকুনির গারের গল্পের স্থায় চূরটের গন্ধ সহা হয় না। গল্পে আমার গা বমি বমি করে, মাথা ধরে। ফেলে দে—নইলে গালে মুথে চড়াব।" নারায়ণ তৎশ্রবতে চুরট টানা রহিত করিলেন।

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই জীরামপুরেই বাঙ্গালার মিসনরিরা বাস করিতেন। ইহাঁদের মধ্যে মেজর ক্যারে, ওয়ার্ক, এবং মাদ্ন্যান সাহেব বিখ্যাত। এই মহাত্মাদিগের এই স্থানেই মৃত্যু হল্মাছে এবং তাঁহারা এই স্থানের কবরে আছেন। ইহাঁরা হিন্দুসন্তানদিগকে খ্রীষ্টান করিবার অভি-প্রায়ে এক সময় ১,০০,০০০ বাইবেল বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মিসনবিগণের নিকট বঙ্গভাষা বিশেষরূপে খুণী; যে হেতু ইহাঁদের যত্নে ১৮০০ অব্দ্রু প্রথম মুদ্রায়ন্ত্র সংস্থাপিত হয় ইহাঁরাই প্রথমে মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন।
তিন্তির বাঙ্গালা সংবাদপত্তেরও ইহাঁরা স্পষ্টিকর্ত্তা। ১৮১৮ অব্দে মার্স্মান
সাহেবের যত্নে "দিগ্দর্শন" নামক একথানি মাসিকপত্র প্রচারিত হয়।
শ্রীরামপুরের মিসনরিরা ঐ অব্দে "সমাচার-দর্পণ" নামে বাঙ্গালা ভাষায়
প্রথম সংবাদপত্র প্রচার করেন। ইহাঁদেরই যত্নে সীসার অক্ষর সবিশেষ
উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই শ্রীরামপুরে প্রথমে মনোহর দাস মিসনরিদিগের
উপদেশ ক্রমে সীসার অক্ষর প্রস্তুত করেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দাস
উহার বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পাঁজির বাঙ্গালা
অক্ষর বাঙ্গালাদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

শীরামপুরের অতি নিকটে মাহেশ। মাহেশে রথ ও স্থানবাত্রার সময়ে বড় সমারোহ হইয়া থাকে। কলিকাতার অনেক বাবু বেশু। সঙ্গে লইয়া বোট ও ভাউলে ভাড়া করিয়া জলে বাচ থেলেন এবং ময়্মপানে মাতোয়ারা হইয়া বেশ্যার হাত ধরিয়া জগয়াথের সময়্পে নৃত্য করেন। মাহেশের জগয়াথ বড় বিধ্যাত। ইনি এক সময় হাতের বালা বন্ধক রাথিয়া ময়রার দোকানে সন্দেশ থাইয়াছিলেন। ঐ মাহেশে ওয়ারেণ হেষ্টিং সাহেবের একটী বাগান ছিল। বাগানের ছই একটী গাছ অম্যাপি বর্ত্তমান আছে। মাহেশের পরেই টিটেগড়; টিটেগড়ে পুর্ব্বে জাহাজ প্রস্তুত হইত।

এই সমন্ন ষ্টেশনে যাত্রীরা আসিরা উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহাদের কাহারও হস্তে পোঁটলা ও হুঁকা করে, কাহারও হাতে ব্যাগ ও ছড়ি। কোন বাবু জ্রীকে তাহার পিঞালয় হইতে লইয়া যাইতেছেন। অতএব জ্রীও পেটরাদি সঙ্গে ষ্টেশনে আসিরা উপস্থিত হইলেন। কোন স্ত্রীলোক বাবুদের মেরের তত্ত্ব লইয়া যাইতেছে, ষ্টেশনে আসিয়া মাথার ধামা নামাইল। মেরে অস্তঃসন্থা, এজন্ত মেরের মা ঐ ধামাতে করেকটি কমলালেবু কতকপ্তলি বিলাতি কুল, চাটি সজ্নের ফুল, কুলের আচার, চালিতার এবং আমের আচার পাঠাইয়াছেন। একটী হাঁড়িতে কিছু মিষ্টান্ধও আছে,

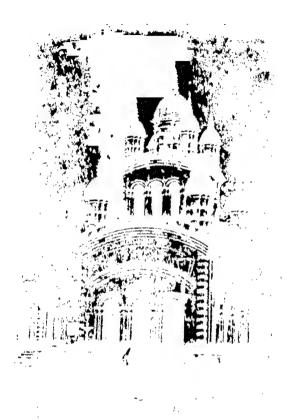
হাঁজির মুধ এমন শক্ত ক'রে ময়দা দিয়া আঁটা যে, হাঁজি ভাঙ্গিবে, তথাপি
মুথ খুলিবে না। কোন বাবু স্বয়ং আসিয়া স্ত্রীকে দিরাগমনে লইয়া

যাইতেছেন। বালিকা এক গলা ঘোমটা দিয়া ফুঁপ্য়ে ফুঁপ্য়ে কাঁদিতেছে।
বালিকার বাপের বাজীর পরিচারিকা বুঝাইতেছে,—"ও মা ছি! তুই
এমই শেয়ানা মেয়ে হয়ে কাঁদ্ছিস্ কেন ? খণ্ডরবাড়ীর লোকে নিক্কে

ক্রমে টিকিট কিনিবার ঘণ্টা দিল, দেবগণ টিকিট কিনিতে যাইয়া
দেখেন, মস্ত ভীড়। ক্ষুদ্র একটী গহররের নিকট উকি মারিয়া একজন
যাত্রী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার উভর স্কন্ধে প্রায় চৌদ্দটা মাধা ঠেদ দিয়া
"আমার একথান হাবড়ার, আমার একথান বালির, আমার একথান
কোরগরের" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। তৎপশ্চাতে প্রায় ২৫।৩০ জন
লোক "আমার একথান রিটর্ণ্" "আমার একথানা হাপ্ টিকিট্ চাই"
বলিয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছে। ভিতর হুইুতে টিকিট বিক্রেতা বাকু
হস্ত বাহির করিয়া এক এক জনের পয়দা লইতেছেন এবং "থট্ খট্ খটাদ্
খটাদ্" শব্দে টিকিট কাটিয়া যাত্রীদিগকে দিতেছেন। যাত্রীদিগের মধ্যে
যাহারা পুরা টাকা দিয়াছিল, বাহিরে পয়দা গণে কম হওয়ায় আশীর্কাদ
করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে।

ভীড় কমিলে বরুণ থাইয়া পাঁচখানি বালির টিকিট কিনিলেন এবং প্রত্যেকে পোঁটলা পুঁটলি লইয়া প্লাট্ফরমে যাইয়া এই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, গাড়ী আসিয়া ফেলিয়া যাইতে না পারে। দেখিতে দেখিতে টেণ আসিয়া উপস্থিত হইল, দেবগণও ছুটিয়া গিয়া টেণে উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া দেখেন—গাড়ীর প্রত্যেক কামরায় আলো দেওয়াতে রজনীতে গাড়ী থেন নবসাজে সজ্জীভূত হইয়াছে। আরোহিগণ বসিয়া তামাক টানিতেছে এবং নানাপ্রকার গল্প করিতেছে।

আবার ট্রেণ ছাড়িল এবং ট্রেণ ছপাছপ্ শব্দে কোনগরে আসিয়া



দারেদের ঠাকুরবাড়ী--বালী

843 %

উপস্থিত হইল। বরুণ কহিলেন, "কোন্নগরের স্থায় গায় বসতি, কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না।" ট্রেণ আবার ছাড়িল এবং অনতিবিল্ফে দেবগণকে বালি ষ্টেশনে নামাইয়া প্রস্থান করিল।

দেবগণ ফটকে টিকিট দিয়া বাহিরে যাইলেন এবং সে রাত্রি একটা দোকানঘরে বাসা লইয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

বালি

অতি প্রত্যুবে উঠিয়া দেবতারা নগর ভ্রমণে চলিলেন। তোঁহারা সকলে বালির পোলের উপর গিয়া সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ। এ ক'রেছে কি—শ্বঁয়া। এ পোলটা প্রস্তুত করিতে না জানি কত টাকাই বায় হইয়াছে।"

বন্ধণ। আজে, ইহার নাম বালির পোল। পূর্ব্বে এথানে একটী পোল থাকে, প্রায় হই হাজর স্তন্তের উপর ছিল। উহা নির্মাণ করিতে অন্যুন ৬৫০০০ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু ইংরাজ বাহাছরের সৈঞ্চগণ ও কামান প্রভৃতির গমনাগমনের জন্ম উহাকে ভাঙ্গিয়া পুনরায় লোহস্তন্ত প্রোথিত করিয়া এই দৃঢ়কায় সেতু নির্মাণ করা হইয়াছে। এই সেতু বর্ণ্ এও কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার মিঃ হকেডে এবং ওভর্সিয়ার্ বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের অধ্যবসায় ও যত্নে আট মাসের মধ্যে অতি স্থচাক্ষরূপে প্রস্তুত হয়। পোলটী করিতে ৬০।৬৫০০০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এখানে পূর্বের থেয়াঘাট ছিল, তাহাতে বৎসর প্রায় ৩০০০১ টাকা আয় হইত।

এখান হইতে দক্ষিণ দিকে যাইয়া এক স্থানে উপস্থিত হইলে বক্ষণ কহিলেন, "পিতামহ! একটা মদের ভাঁটা দেখুন। এই ভাঁটাতে রম্ নামক একপ্রকার মদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সম্প্রতি মদের ভাঁটাতেই দেশটাকে উৎসন্ন দিলে। ওদিকে দেখুন রেলওয়ে মাল মসলার কারথানা।" দেবগণ ইহার পর একটা ক্ষুদ্র অথচ স্থানর পরিস্কৃত বাড়ী দেখিয়া।

বারংবার চাহিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "বৰুণ! এ বাড়ীটি কাহার ?"

বরুণ। অক্ষয়কুমার দন্ত নামক এক ব্যক্তির। ইনি পিতামহের বেদ শইয়া সাত বংসরকাল তুমূল আন্দোলন করেন এবং অনেক তর্কবিতর্কের পর সাধারণকে বুঝাইয়া দেন যে, বেদ অল্রাস্ত নহে।

ব্যা। য়ঁগা। ইহাঁর এমন ক্ষমতা। অতএব বরুণ আমাকে সংক্ষেপে ইহাঁর জীবনবুত্তান্ত বল।

বরুণ। ইনি নবদ্বীপের দর্শ্লিক স্থ চুপী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
ইহাঁর পিতার নাম পীতাশ্বর দত্ত। ইনি সপ্তম বর্ষ বয়ংক্রমকালে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে আরম্ভ করিয়। তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত পাঠশেষ করেন। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি কলিকাতায় আইদেন এবং বাটাতে পার্সী পড়িতেন। কলিকাতায় আসিলে ইহাঁর পিতা এবং আত্মীয়েরা ঐ ভাষা শিক্ষা দিতে যত্মবান্ হইলেন। বিবিধ কারণে ইহাঁর ইংরাজী পড়িবার ইচ্ছা হওয়ায় পিতা এবং আত্মীয়বর্গের অনভিমতে থিদিরপুরের একটা মিসনরি স্থলে ভর্ত্তি হন। গ্রীষ্টানি স্থলে পড়া দ্বণীয়, এজন্ম ইহাঁর আত্মীয়েরা গৌরমোহন আঢ়োর স্থলে পড়িতে দেন। তথন ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। আড়াই বৎসর আন্দাজ ইংরাজী পঙিলে পর ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হয়; স্থতরাং সমস্ত সংসারভার নিজ স্বন্ধে পড়ায় বিভালয় ছাড়িয়া দেন। বিভালয় পরিত্যাগ করিয়াও ইনি অধ্যয়নে বিরত ছিলেন না। ইনি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন। ঐ সম্বন্ধের পুস্তকাদিই বেনী পড়িতেন এবং জ্যোতিষ শাস্তের আলোচনাও করিতেন।

ইনি প্রথমেণপথ লিখিতে চেষ্টা করেন। প্রভাকর পত্রে সেই সমস্ত পথ্য প্রচারিত হয়। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলে বাঙ্গালা ভাষার উত্তমরূপ লিখিতে পারা ঘাইবে, এই মানসে ইনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৭২ শকে তত্তবোধিনী পাঠশালায়





ভূগোল ও পদার্থবিষ্ঠার শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় ইনি
ভূগোল প্রণয়ন করেন এবং "বিষ্ঠাদর্শন" নামক একথানি মাসিক পরে
প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। ১৭৬৫ শকে তত্ত্বোধিনীপত্রিকা প্রচার হইলে
ইনি তাহার সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি মেডিকেল
কলেজে রসায়ন ও উদ্ভিদ্বিষ্ঠার উপদেশ শুনিতেন। ইনি "বাহ্য বস্তুর
সহিত্য মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; "চারুপাঠ" প্রথম ও
দ্বিতীয় ভাগ; "ধর্ম্মনীতি"; "পদার্থ বিষ্ঠা"; "ভারতবর্ষীয় উপাসক
সম্প্রদার"; "ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন"; "বাষ্পীয়রথারোহণবিধি" পুস্তক প্রণয়ন
করেন। ইহার মতে প্রাকৃতিক নিয়ম অমুসারে কার্য্য করাই ধর্ম এবং
না করাই অধর্ম ১৭৭৭ শকে কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুল সংস্থাপিত হইলে ইনি
তাহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। অল্ল দিন পরে শুরুতর মন্তিষ্কের
পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইনি মৃত্যুমুধে পতিত হন। বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিপক
অবস্থায় ইনি শুরুতর রোগে অকর্ম্মণু হইয়া পড়েন। দেশের হিত উদ্দেশ্যে
অতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমই এই পীড়ার কারণ।

দেবগণ দেখিতে দেখিতে ক্রমে উত্তরপাড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।
বঙ্গণ কহিলেন, "এই স্থান পূর্ব্বে বালির উত্তর পাড়া বলিয়া প্রাপিদ্ধ ছিল।
এক্ষণে এখানে অনেক ধনী লোক হওয়ায় তাঁহারা উত্তরপাড়াকে একটি
স্বতম্ব গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন।"

ক্রমে সকলে ডাকঘরের নিকট দিয়া স্কুলের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "উত্তরপাড়ার স্থল দেখুন। পল্লীগ্রামে যত স্থল আছে তন্মধ্যে এই স্থলটী সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা হইতে বংসর বংসর অনেক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। উত্তরপাড়ার ধনাঢ্য ও বিখ্যাত জমীদার বাবু জয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যারের যত্নে ও সাহাব্যে এই স্থলটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি এই বিভালয়ের বায়নির্বাহার্থ একখানি তালুক দান করিয়াছেন। ঐ তালুকের আয় হইতে ইহার খরচ উত্তমরূপে চলিতে পারে। স্থলবাড়ীটি

দোতালা এবং চতুস্থার্যে ক্রমাউও। স্থলের মধ্যে একটা পুস্তকালয় আছে। পুস্তকালয়ে প্রয়োজনীয় ধাবতীয় পুস্তকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

ব্রহ্মা। দেথ বহল । কলিতে অন্নদান ও বিস্থাদান অপেকা পুণ্য নাই। জয়ক্ষণ বাবু এই সংকাধ্য হেতু আকুয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন।

এখান হইতে সকলে একটা লোক্ষ্মিট্রীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "বরুশ। এ বাড়ীটি কি ?"

বরুণ। দাতব্য চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়টীতেও জয়রুষ্ণ বাব্ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এখানে প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইয়া থাকে। তিজিয় অনেক রোপীকে চিকিৎসালয়ে রাথিয়া বিনা ব্যয়ে ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

দেখিতে দেখিতে সকলে উক্তরপাড়া সাধারণ পুস্তকালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই বাড়ীতে সাধারণ পুস্তকালয়ে আছে। বাড়ীটি কলিকাতার টাউনহলের ফ্যাসানে নির্মিত। পুস্তকালয়ে ইংরাজী, বাজালা ও সংস্কৃত পুস্তক এত আছে যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তদ্ভিয় যাবতীয় সাময়িক পত্রাদিও গ্রহণ করা হইয়া থাকে,। পুস্তকালয়টীয় ধরচের জ্ঞা জয়রুষ্ণ বাব্ একথানি তালুক দান করিয়াছেন। তাঁহার দিতীয় পুত্র সর্বদা ইহার তত্ত্বাবধান লওয়াতে দিন দিন উন্নতিও হইতেছে। পুস্তকালয়ের উপয়ের গৃহগুলি অতি স্থল্পরক্রপে সাজান। কোন ইংরাজ কিংবা সম্লান্ত বাজালী বাসের জ্ঞা প্রার্থনা করিলে বিনা ভাড়ায় ছই এক মাস থাকিতে পান।"

এখান হইতে সকলে বন্ধবিদ্যালয় দেখিয়া ভাগীরথীতীরে একটী বাঁধা ঘাটের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তীরে কতকগুলি স্থলর স্থলর ঘাট দেখিয়া দেবতারা আনন্দামুভব করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন 'এই ঘাটটি জয়ক্বক বাবুর এবং ওদিকের ঐ ঘাটটি হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ।"
দেবতারা হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঘাটের নিকট যাইয়া দেখেন—একটী

বঙ্গণ। উহা গুলালুক ক্রিক্টি বিশ্বতি স্থানের মহাজনদের যে সমস্ত মালামাল আমলানী হয়, তাঁহা বালি ষ্টেশন হইতে আনিয়া এই গুলামে জমা করে, তৎপরে এখান হইতে অবসরক্রমে লইয়া যায়। পূর্বে ষ্টেশনে মাল রাখিবার অস্থবিধা থাকায় মহাজনদিগের বিস্তর ক্ষতি হইত। জয়ক্ষণবাব্ এই গুলামঘরটী করিয়া দিয়া বস্তা প্রতি কিছু কিছু করম্বরূপ গ্রহণ করেন। ইহাতে মহাজনদিগেরও যথেষ্ট স্থবিধা হইয়াছে এবং তাঁহারও লাভ হইতেছে।

স্থানাজে দেবগণ বাজারে যাইয়া জলযোগ করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, "এই বাজারের দোকান ঘরগুলি জয়কুঞ্চ বাবু পাকা করিয়া দিয়াছেন।"

পিতামহ সন্দেশ গালে দিয়া কহিলেন, "জন্মক্ষণ বাবুর এত কীর্ত্তি দেখিতেছি, ইনি এমন বিপুল ঐশ্বর্যের কিন্নপে অধিকারী হইলেন ?"

বঙ্গণ। ইহাঁর পিতার নাম জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়। ইহাঁরা পিতা পুত্রে সৈনিক বিভাগে কর্ম করিতেন। ভরতপুর আক্রমণের সময়ে কিছু টাকা পান। দেশে আসিয়া ঐ টাকায় বিষয় থরিদ করিতে থাকেন। তৎপরে পিতা ও পুত্রের যত্নে ঐ টাকায় এক্ষণে প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা আরের বিষয় হইরাছে "

দেবগণ জলযোগ করিরা পুনরার নগর ভ্রমণে চলিলেন। যাইতে যাইতে একস্থানে উপস্থিত হইরা দেখেন,—একটী বাড়ী হইতে কন্তকশুলি ভিপারিণী ছুটিরা পলাইরা আসিতেছে এবং কহিতেছে "না হয় এক মুঠা ভিক্ষা না দেবে, মিন্সে কি কালে কুকুর লেলিয়ে দিলে।"

দেবগণ বেড়াইতে বেড়াইতে জয়ক্কক বাবুর বাটীব নিকট থাইলেন।

বরুণ। এই জয়ক্বঞ্চ বাবুব বাট্টা ক্রম দিকে কাছারি বাটী। ঐ স্থানে গোপালেশ্বর নামক একটা ক্রিমাছেন। জয়ক্বঞ্চ বাবুর আয় বিষয়কর্ম্মে এমন উপযুক্ত লোক বাঙ্গালায় দিতীয় নাই; ইহার য়য়লশক্তি অসাধারণ। কোন্ তালুকে কোন্ সনে কত টাকা আনা পাই আদায় হইয়াছে, পর বৎসরে বিনা কাগজ পত্র দৃষ্টে বলিতে পারেন। *

দেবগণ আবার চলিলেন। যাইতে যাইতে বক্ষণ পিতামহের কানে কানে কি বলিলেন। পিতামহ তৎশ্রবণে "বিষ্ণু! মঁটা! ব্রহ্মত্র !!" বলিয়া নিজ কপালে করাঘাত করিলেন।

তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইলে বক্লণ কহিলেন, "জন্মক্ষণ বাবুর মধ্যম প্রাতা মৃত রাজকৃষণ বাবুর বাড়ী দেখুন।" তাঁহার ভাল আমগাছে বড় সথ ছিল। তিনি ভাল গাছের কলম প্রস্তুত করিয়া লোককে বিতরণ করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর বাবু ওদিকে ঐ বড় বাড়ীটি করিয়াছেন। এমন স্থান্দর বাড়ী কলিকাতার মধ্যে আছে কি না সন্দেহ। বাড়ীটি ৮।১০ বংসর অবধি প্রস্তুত হইতেছে; প্রায় ৮।১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে গির্জ্জার গম্বুজের ভার ঐ একটি অংশ দেখিতেছেন, উহাতে একটা ঘড়ী চলিতেছে; ঐ ঘড়ীটি হামিণ্টন কোম্পানীর দোকান হইতে বাবু সাড়ে চারি হাজার টাকা মূল্যে থরিদ করিয়া

জয়কৃষ্ণবাবুর সৃত্য হইলে তাঁহার ফ্যোগ্য পুত্র রাজা প্যারীমোহন মৃথো-পাধ্যায় সি, এস, আই, মহোদয় পিতার বিবিধ সদ্স্তণের অধিকারী ইইয়া সমস্ত পৈতৃক বিবয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ইহাঁর স্তায় মেধানী, বিচক্ষণ ব্যক্তি বঙ্গসমাজে বিরল। ইনি কয়েকবার ছোটলাট ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সন্তায় সদস্ত নির্দ্ধারিত ইইয়াছিলেন।—সম্পাদক।

দেবগণ জয়কঞ বাব্র না সক্ষেত্র আত্সনৈর বাড়ী দেখিয়া প্রেশন অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "এক্ষণে বালি ও উত্তরপাড়ায় বিস্তর জমীদার হইয়াছেন।"

ডাব্রুনর, উকাল, হাকিম, বি এ, এম্ এ, প্রভৃতিরও ছড়াছড়ি হইয়াছে।
আক্রকাল এথানকার যে মূর্থ দেও ০ে।৬০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।
এক সময় বালির অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তথন এথানে স্থশিক্ষিত ও
স্থমভ্য লোকের নাম মাত্র ছিল না। এ স্থানের এত উন্নতির মূল স্থপ্রসিদ্ধ
লর্ড পদ্দলোচন মুখোপাধ্যায়।

ইক্র। পদ্মলোচন মুথোপাধ্যায়ের পূর্বের আবার একটা লর্ড্ কেন ? বরুণ। ইনি এমন পরোপকারী ও সত্যবাদী ছিলেন যে, সাহেবেরা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঐ উপাধি প্রদান করেন।

ব্রহ্ম। তুমি লর্ডের জীবনবুতাস্ত আমাকে ভনাও।

বরুণ। ইনি ১১৮৫ সালে (১৭৭৮ খৃঃ অবেদ) বালিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। পিতার নাম গোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যার। ইনি পাঠশালার পাঠ শেষ করিরা জানবাজারের "ফ্রী" স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বিত্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার কোন সওদাগরের বাড়ীতে সামান্ত বেতনের একটী চাকরী করেন। ইহার পর রেভিনিউ অফিসে ১৫ টাকা বেতনে কেরাণী হন। সাহেবেরা তাঁহার বিত্যা বৃদ্ধি দর্শনে সম্ভুষ্ট হইয়া ঐ আফিসে একশত টাকা বেতনে রেজিষ্ট্রারের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। ঐ পদের এই প্রথম স্থাষ্টি হয়। পদ্মলোচন বাবু এই সময় বালিতে বিত্যালয় না থাকায় গ্রামস্থ সকলকে অসভ্য ও মুর্থ দেখিয়া নিজের ব্যয়ে একটী বিত্যালয় সংস্থাপিত করেন। বিত্যালয়ের বালকদিগকে বিনা বেতনে পড়ান হইত। এইক্রপে ছাত্রেরা অল্প অল্প

লিথিতে ও পড়িতে পারিলে ছিনি তাহাদিগকে কইয়া গিয়া নিজের আফিসে চাকরী করিয়া দিতেন। সাহেবেরা ইহাঁর কেন্ট্রন বৃদ্ধি কবিয়া দিবার চেষ্টা করিলে কহিতেন "আমি বাহা প্রাপ্ত হই, ভাহাতে আমাব একপ্রকার চলিতেছে, অতএব আমার অধীন অল্প বেতনের কেরাণীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলে ভাল হয়।" সাহেবেরা তাঁহার সত্যবাদিতা ও পরোপকারিতা দর্শনে মৃগ্ধ হইয়া লর্ড উপাধি প্রদান করেন। ইনি হিন্দুধর্ম্মে বিখাস করিতেন এবং শেষ বয়সে পেন্সন লইয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১২৭৭ সালে (১৮৫০ অবেদ) ৬৭ বংসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুথে পতিত হন।

নারা। বালিতে আর কি আছে ?

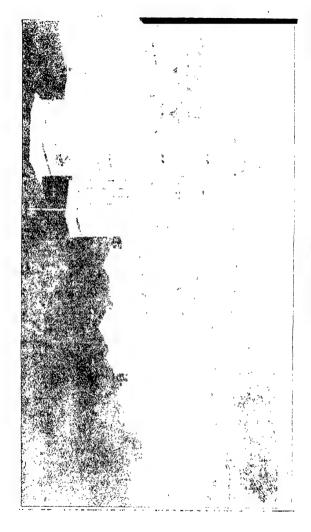
বঙ্গণ। উত্তরপাড়ায় "হিতকরী সভা" নামে একটি সভা আছে। এ সভার ছারা দেশের যথেষ্ট হিত সাধিত হইয়াছে। বালিতে অনেক বান্ধণের বাস আছে।

দেবগণ ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট ক্রেয় করিলেন। যথাসময়ে ট্রেণ আসিল এবং সকলে কষ্টে স্থান্তি স্থান সংকুলান করিয়া লইয়া বসিলেন।

দেখিতে দেখিতে টেণ অতি ধীরে ধীরে "ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাং" শব্দে চলিতে লাগিল। দেবগণ চাহিয়া দেখেন—চতুর্দিকে অসংখ্য রেল রাস্তা। কোন রেল দিয়া একথানি মাল বোঝাই গাড়ী আসিয়া থামিল। কোন রেল দিয়া একথানি গাড়ী আরোহী লইয়া রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছে। কোন রেল দিয়া একজন কলচালক বংশীধ্বনি করিতে করিতে একথানি ইঞ্জিন লইয়া ছুটিয়া যাইতেছে। কোন রেলে কতক গুলা গাড়ী থামিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে ভালা গাড়ী মেরামত হইতেছে। কোন স্থানে গাড়ীতে রং মাথাইতেছে। স্থানটী ধ্মে অন্ধকার। বন্ধণ কহিলেন "এই হাবড়ায় ট্রেণ আসিল।" "হাবড়ার পর পারেই কলিকাতা।" এই সময় ট্রেণ "কাঁা কোঁচ ঝনাং" শব্দে প্লাটফর্মে থামিল। উপ তাড়াতাড়ি



কল্যাণেশ্বৰ শিৰমন্দিৰ—উত্তৰপাড



ধার খুলিতে যাইয়া দেখে ঘারে চাবি বন্ধ। দেবগণ সেই কন্ধ কামরায় কয়েদী অবস্থায় বিসিয়া ষ্টেশন দেখিতে লাগিলেন। দেখেন—ষ্টেশনে ধৃমধামের সীমা পরিসীমা নাই। অসংখ্য সাহেব, মেম, বাঙ্গালী বাবু প্লাটফরমে বেড়াইতেছে। কুলিরা ছই ঠ্যাং বিশিষ্ট ছই চাকার গাড়ীতে আরোইীদিগের বাক্ম পাঁমট্রা বোঝাই করিয়া ঘড়্ ঘড়্ শব্দে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে টানিয়া লইয়া গিয়া ছম্ দাম্ শব্দে আছড়াইয়া ফেলিতেছে; চতুর্দ্দিক্ হইতে চাই পান চাই জলথাবার" শব্দ হইতেছে। মেধরেরা ঝাঁটা বগলে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। কুঁজা হস্তে মুসলমানেরা জল দিতে বাহির হইয়াছে। তাঁহারা গাড়ীর অপর কামরার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখেন—আরোহীয়া নিজ নিজ তয়ী তয়া গুছাইয়া নামিবার জক্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের কাহারও ছই তিন দিন স্থান আহার না হওয়ায় এক অপূর্ব্ধ শ্রী বাহির হইয়াছে, তাহার উপর আবার পাথুরে কয়লার শুঁড়া লাগিয়া বন্ধ মলিন হওয়ায় যেন প্রেত্যাটার ফেরত বাধ হইতেছে।

এই সময় শ্রীক্লফের অনুপস্থিতিতে তদ্ত্রাতা বলভদ্রের স্থায় একজন খেতাল পুরুষ আসিয়া আরোহীদিগকে মুক্ত করিবার অস্ত "খটাস্ খটাস্" শব্দে গাড়ীর ছার খুলিয়া দিল। তথন কারাগার হইতে উদ্ধার হইরা অসংখ্য ইংরাজ, বাঙ্গালী, মুসলমান, শ্লিছদী, কাব্লী থাত্রী গেট অভিমুখে চলিল। দেবগণ কাব্লী থাত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নারায়ণ কহিলেন "চালাক বটে ইহারা! নিজে মাণ্ডল দিয়ে এসেছ—কিন্তু পৃষ্ঠে করিয়া এক একটা বিরাশী মণ বোঝাই অমি আনিয়াছে।" এই সময় ষ্টেশনে অসংখ্য বস্তা সাজান দেখিয়া পিতামহ কহিলেন, "বক্ষণ! ইহাতে কি আছে গ"

বৰুণ। চাউল, ধান, তিসি ইত্যাদি।

ব্রহ্মা। তবে মল্লুকের শস্তাদি কলের গাড় . পুঠে এনেছে বল ! দেবগণ যাত্রীদিগের সহিত ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখেন অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া রহিয়াছে। যাত্রিগণ আর দর দস্তর করিতেছে না, সকলেই এক এক থানি গাড়ী মনোনীত করিয়া উঠিবামাত্র কোচম্যানেরা এক এক দিকে লইয়া যাইতেছে। বরুণ কহিলেন, "এথানে গাড়ীর দর ঠিক থাকার কেমন স্থবিধা হইয়াছে দেখ। ঠাকুরদা। হাবড়া দেখুবেন ?"

বন্ধা। না ভাই, হাবড়া দেখা এক্ষণে থাক্, অগ্রে আমাকে গঙ্গার সহিত দেখা করিয়ে দেও। দেখ বন্ধণ! এখানে আসিয়া আমার মনে যেন এক আশ্চর্যা ভাবের উদয় হইতেছে; চতুর্দিকে যত চাহিয়া দেখিতেছি
—আমার বাধ হইতেছে, এ যেন আমার স্পষ্ট নহে; আর কাহারও নৃতন স্পষ্ট।" পিতামহ সঙ্গল নেত্রে দেবগণ সহ গঙ্গার জলের দিকে চাহিয়া দেখেন—জল দেখিবার যো নাই—জাহাজ, ষ্টীমার, পান্দী, ভাউলে, ষ্টীমবাট প্রভৃতিতে জল ঢাকিয়া রাথিয়াছে। কোন ষ্টীমারে ভোঁ ভোঁ শব্দে শব্দের শব্দের স্থায় ভয়ানক শব্দ হইতেছে। ছোট ছোট ষ্টামবোটগুলি পৌ পৌ শব্দে তীরবেগে বহিয়া যাইতেছে। বড়-বড় জাহাজের মাস্তলের উপর ইংরাজ নাবিকেরা বিসয়া আছে। তৎপরে তাঁহারা মানের থাটগুলির দিকে চাহিয়া দেখেন—পিণ্ডের সারের স্থায় অসংথা লোক মান করিতেছে। ইহার পর তাঁহারা কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখেন—কেবল সোধল্রেণী—যেন অট্টালিকাল্রেণীর মালা গাঁথিয়া কলিকাতাকে সাজাইয়া রাথিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিমনী দিয়া ধুম উঠিতেছে।

এখান হইতে যাইয়া দকলে ভাগীয়খীতীয়ে উপস্থিত হইলেন পিতামহ জলের নিকট যাইয়া "গ্লা" "গ্লা" "কে কাঁদিতে লাগিলেন।

বরুণ। এস—আমরা সকলে পিতামহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকি; নচেৎ এ বড় কদর্য্য দেশ, দেখ্তে পেলে লোকে পিতামহকে ঠাট্টা ক'র্বে, পাগল ব'লে গাত্রে ধূলা ও জলের ছিটা দিবে।

এই সময় পিতামহ নয়ন মুদ্রিত করিয়া গঙ্গার স্তব আরম্ভ করিলেন।

"হে গঙ্গে! তৃমি সমুদয় সংসারের জননী। মা, তুমি মনোহর পুস্পমালার ভাষ শঙ্করের শিরে শোভা পাইয়া থাক: আজ মর্ত্তো তোমার এ কিরূপ অবস্থা দেখিতেছি ? লোকের শ্রন্ধা ভক্তি নাই, মল মৃত্র ত্যাগ করিতেছে, শ্লেমাদি জলে নিক্ষেপ করিতেছে: অতএব তুমি কি স্থথে আর এখানে রহিয়াছ ? দেবি। তুমি তরঙ্গিণী অগ্রগণ্য হইয়াও কলিকাতায় যে কিছুই করিতে পার নাই দেখিয়া বড় আশ্চর্যান্থিত হইলাম। তুমি সমুদ্র গুণের আধার: তজ্জগুই কি ইংরাজের বগুতা স্বীকার করিয়াছ ? তোমার চরণকমল সংসারব্রপ মহাসমুদ্রের তর্ণীস্বরূপ। তোমার কণামাত্র জল স্পর্ণ করিলে দেবলোক অপেক্ষা হর্লভ স্থান লাভ হয় জানিয়াও লোকে অবমাননা করিতেছে, তথন কি স্থথে আর মর্ত্ত্যে আছ ? মা ৷ আমি তোমার সলিল স্পর্শ করিয়া কাঁদিতেছি. আর কাঁদাইও না। আমি সমস্ত পথ তোমাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছি: যদি দেখা না দাও. আজ তোমার জলে জীবন ত্যাগ করিব। তুমি জান না—আমি কি জন্ম এ প্রাচীন বয়সে স্বর্গ ছেড়ে নরকে এসেছি ? ইংরাজরাজ তোমায় এত কি স্থী ক'রেছেন যে, এ বুড়ো বাপকে বিশ্বত হইবে ? জলে ইংরাজের শত শত তরী ভাসিতেছে, তীরে ইংরাজ রাজধানী কলিকাতা শোভা পাইতেছে: এই স্থথেই কি আমার প্রতি যে স্নেহ মমতা ছিল – বিসর্জন দিয়াছ ? এই স্থথেই কি এথানে এত স্থায়িভাবে বিরাজ করিতেছ ?"

এই সময় ভাগীরপী তরঙ্গমালাকে কহিলেন "স্থিগণ! চেয়ে দেথ—তারে দাঁড়াইয়া আমার বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতেছেন। চেয়ে দেথ—দেবরাজ, জলাধিপতি এবং বাঁহার চরণ হইতে আমার উৎপত্তি হয়, সেই দেবদেব নারায়ণ আমার তীরে বিষশ্বভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। উহাঁদের কপ্ত দেখে আজি বড় কপ্ত পেলাম! যে ভারতের লোকে প্রাতে, মধ্যাহেল, দেবগণের নামোচ্চারণ না করিয়া কোন কাজ করেন না— আজ সেই ভারতে দেবগণের এ ভাবে আগমন দেখিয়া আমার যে বুক ফেটে যাচেচ! স্থি, আমি ছংখে কপ্তে

যে এত অন্থির; কিন্তু আজ ইহাঁদের কট্ট দেখিরা আমার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি হইতেছে। সথি, ভারতেশ্বরের কোন পুল্র, কি কোন গবর্ণর আজ যদি আসিতেন কি যাইতেন—কি সমারোহ হইত। কলিকাতার যত বড় বড় লোক মহাসমারোহে নামাইতে আসিতেন। ক্লুলের ছেলেগুলা নিশান হাতে আসিয়া উপস্থিত হইত। দোকানী পশারীরা দোকান বন্ধ করিয়া দেখিতে আসিত। আর এতক্ষণ গুড়ুম গুড়ুম শঙ্কে তোপ পড়িবার ধুম লাগিত। যাক্—কলির কুলাঙ্গারেরা যা করে করুক, তোমরা আর অযন্ধ করিপ্ত না। ত্বার তোমরা সকলে পদ প্রশালন করিয়া দাও।

তরঙ্গমালা তৎশ্রবণে "ধড়াস্" "ধড়াস্" শব্দে সকলের পদ প্রকালন করিতে বাইয়া পাছকা দৃষ্টে প্রত্যাগমন করিল এবং তৎপরে কল্লোলিনী কল কল শব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে বাইয়া পিতামহের চরণে প্রণাম করিলেন!

ব্রহ্মা। এস মা আমার. এস আমার মা! হাঁা মা। তোর কি দরা নেই ? আমি সমস্ত পথ কাঁদিতে কাঁদিতে এলাম। আজু তোমার শরীর এমন মলিন, কেশ সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং শরীরে গাতাভরণ নাই কেন ?

গঙ্গা। পিতঃ। আপনি আমাকে দেখিবার জন্ম সমস্ত পথ কাঁদিতে কাঁদিতে এসেছেন সত্য; কিন্তু চেয়ে দেখুন—আমাকে কি প্রকার বেঁধেচে। এ বন্ধন ছিন্ন করিয়া কি আমার এক পা চলিবার সামর্থ্য আছে ?

পিতামহ তৎশ্রবণে পোলের প্রতি চাহিলেন। বন্ধন দেখিরা তাঁহার মনে আতঙ্কের উদর হইল, বুক ছণ্ছুপ্করিতে লাগিল। তিনি বিনা বাকাব্যয়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বরুণ। যথন প্রথমে এর পোল প্রস্তুত হয়, আমরা ভাঙ্গিবার জক্ত বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম এবং সাইক্লোন-(মহাঝড়)-কেও পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু সে অল সময় মাত্র যুদ্ধ করিয়া বঙ্গদেশ পাছে ধ্বংস হয়,

এই আশকার অধিক বল প্রয়োগ করিতে পারে নাই। এই পোলের দ্বারা হাবড়া ও কলিকাতা যোগ করা হইরাছে। এ প্রকার নদীর উপর ভাসা পোল আর দ্বিতীয় নাই। ইহা নির্মাণ করিতে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যন্ত হয়। পোলটি ১৫৩০ ফিট লম্বা ও ৪৮ ফিট চৌড়া। ১৮৭৪ সালের অক্টোবর মাসে এই পোল থোলা হয়।

গঙ্গা। বাবা! তুমি বিধাতা। তোমার কাজ সকলের ভাগ্যে স্থ্য হংথ বেথা; কিন্তু তোমার শ্রীপাদপল্লে আমি এত কি অপরাধ ক'রেছি ধে, আমার ভাগ্যে এত কষ্ট লিখেছ ? দেবকুলে, অস্থ্যকুলে, নরকুলে, এ হতভাগিনী—এ চিরছঃধিনীর মত হংথ ভোগ ক'র্তে কে আছে ? আমার এমনি কপাল যে, রাজা লোকের হংথ দূর করেন, তিনি স্বয়ং উদেঘাগী হইরা এ অবলার প্রতি অযথা অত্যাচার করিতেছেন! তিনি আমাকে যেথানে সেখানে বাঁধিতেছেন, বাঁদীর মত জাহাজ ও গ্রীমার বহায়ে বহায়ে কোমর ভেঙ্গে দিতেছেন; এত ক'রেও তাঁহার সাধ মেটে নাই—আবার এক সপত্নী জুটারে দিয়েছেন।

ব্রহ্মা। সে কি মা! তোমার আবার সপত্নী!!

গঙ্গা। হাঁ বাবা! কলের গাড়ী আমার সপত্মী হয়েছে। আমি
সকল বর্ণ, সকল পাপী ও সকল ধর্মাক্রাস্ত ব্যক্তিকে সম্ভোষের সহিত
কোলে স্থান দান করিতাম, একণে সে সেই কাজ করিতেছে। পূর্বের
নৌকাদিতে আমার উপর দিয়া বাণিজ্যদ্রব্যাদি আসিত বলিয়া মহাজনেরা
সময়ে সময়ে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত আমার পূজাদি করিত; একণে সে সেই
দ্রব্যাদি বক্ষে বহন করায় আমার সে স্থভটুকুও গিয়াছে। আমার জলে
জীবন ত্যাগ হইলে লোকের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, এজন্ত যে একটা ভক্তি ছিল,
তাহাও দিন দিন যাইতেছে। কারণ, সে জীবগুলোকে সজ্ঞানে বহন
কপরে স্বর্গদার স্থানার হাঙ্গর কুন্তীর প্রভৃতিগুলো ষ্টেশনমান্তার প্রভৃতি

রূপে গিয়া ওখানে বিরাজ করিতেছে। আমার চুনাপুটীরাও সেখানে কুদ্র কুদ্র কেরাণী রূপে বিরাজ করিতেছে। ধীবরেরা তথায় যাইয়া উচ্চ উচ্চ পদ পাইয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষেপলা ফেলে সেই সমস্ত চনাপুঁটীর প্রাণ লইতেছে। পিত:। আমার সকল স্থুখই গিয়াছে, চু:খ ভোগের জন্ম আর কেন এখানে রেখেছেন ? আমি একে মনের হু:খে কাতর, তাহার উপর আবার বৃদ্ধ পিতা মাতা আদিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া আমার তীরে বসিয়া কাঁদিতেছে, পতি আসিয়া পত্নীকে চিতার উপর শয়ন করাইয়া শোকে তাপে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই জ্বন্ত চিতাতে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে; স্ত্রী আদিয়া জীবনাধিক স্বামীকে এই স্থানে রাথিয়া কপালে করাঘাত ও ক্রন্দন করিতেছে; বাবা! আমার যথন সবই গিয়াছে, এগুলো আর দেখতে হয় কেন ? আর আজকাল দেশেরই বা এমন দশা কেন ? আগে ত বুড়া মা বাপকে ফেলে উপযুক্ত ছেলে প্লাত না. আগে ত পতি পত্নীকে অসময়ে অসহায়া ক'রে চ'লে যেত না আগে ত স্ত্রী পতির প্রতি বিমুখ হয়ে অসময়ে পতিকে এমন কাঁদাত না। বাবা। আজ্কাল দেশের দশা কেন এমন হ'লো ? কালের পরিবর্ত্তনে কি তোমার হাতের লেখাও ফিরে দাঁডিয়েছে ?

ব্হমা। না মা! আমার লেখা ঠিকই আছে। তবে লোবে শারীরিক নিয়ম লজ্জ্বন করায় ঐক্লপ ঘটতেছে! যাহা হউক, ভাগীরথি তোমার কষ্ট শুনে মনে বড় কষ্ট পেলাম। সকলই অদৃষ্ট। তুমি অদৃষ্টেণ্ উপর নির্ভর করিয়া মনের কষ্ট দূর কর।

গঙ্গা অদৃষ্ট সত্য, কিন্তু আমার মত ছ্রদৃষ্ট কার ? দেখ বাবা!
বে বেঁধেছে—উহার উপর দিয়া দিন রাত কামাই নেই—অনবরতই গাব ঘোড়া যাচেচ, আর হাজার হাজার লোক পারাপার হ'চেচ। সকলেরই ভাবে একটু বিশ্রামের সময় আছে, আমার ভাগো চক্ষের পঞ্জক ফেলিবা সময় নেই। রজনীতে বাথিত শরীরে যদি একটু নিলা যাইবার উদেষঃ করি, অমনি বুকের উপর দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দে গাড়ী গিয়ে খুম ভেক্ষে দেয়।
ভাঙ্গান্ত পর আবার হই পারে চট, পাট, তেল ও গুরকী প্রভৃতির এত
কল বসায়েছে, সেগুলোর শব্দে ও ধোঁয়ায় আমার মৃত্যুবন্ত্রণা উপস্থিত হয়।
বন্ধা। মরি। মরি।

গঙ্গা। ছংথে কটে বলি আমার পেটে চড়া পড়ে, কেটে থণ্ড থণ্ড করে। আমি কোন দিকে যাব না ব'লে জোর ক'রে কেটে সেই দিকে নিয়ে যায়। এখন ভাবি, হায়! আমার যে বেগ শঙ্কর ভিন্ন অপর কেছ খারণ করিতে পারিতেন না, যে বেগে সেই দিগ্গজ ঐরাবত পর্যাস্ত ভিন্স গিয়েছিল—সেই বেগ নিয়ে ইংরাজেরা কি নাচনই নাচাচেট। তার র শোন—বড় বড় জাহাজ ও গ্রীমার বয়ে বয়ে আমার কোমর ভেজে য়, আমি পার্বো না ব'লে হেঁচ্ড়ে টেনে নিয়ে যায়। বাবা! কেবল ই নয়—ছগলীর নীচে আবার আমাকে যেরূপ দৃঢ়রূপে বেঁধেছে, তাহাতে

ব্রকা। আনরি! মরি!

গঙ্গা। বাবা! আমি ষেমন নিজ গর্কে ফেটে মর্তাম, সপত্নী তি-বক্ষে পদ দিলেন দেখে মস্তকে উঠে বস্লাম, তেমনি ছত্তিশ বর্ণ মাকে পদে দ'ল্চে। লোকে বলে—যথন গঙ্গার উপর দিয়া কুকুর গাল পার হবে, তথন মাহাত্ম্য আর থাক্বে না। এখন তাই তো চেচে, তবে ত আমার মাহাত্ম্য নাই! যদি মাহাত্ম্য নাই, তবে আমার ল হচেচ না কেন ? আমার উপর লোকের শ্রুজা ভক্তি নাই; দেখে জি মাঝিরা দাঁজে ব'দে জলে মল মৃত্র পরিত্যাগ ক'র্চে, ঐ দেখ লোকেন ক'র্তে ক'রতে শ্রেমাদি নিক্ষেপ ক'র্চে, ঐ দেখ লাহেবেরা মার পরপার কিরুপে বাধ্ছে। উ: মা! পোলের উপর দিয়া এক সঙ্গে খান গাড়ী গেল। বাবা! মরণ কেন হ'লো না ? আমি আর কষ্ট সহু ক'রতে পারিনে। দেখ বাবা! এমন রাজা কখন চোখে

দেখি নাই। আধ হাত জমীর দরকার হ'লে আমার কাছ থেকে কেন্ডে নেয়। মিন্ট থেকে বুজ্য়ে কতদূর এনেছে দেখ ? আমার উপর কেউ্টিছা চালালে, কি মাছ ধরিলে, কি মড়া পোড়াইলে কর আদায় করে।

ব্রহ্মা। গঙ্গে! মা! আমি তোমাকে সন্ধরেই স্বর্গে লইয়া যাইব। তোমার ছঃখ দূর হইবার আর বেণী বিলম্ব নাই। আমি তোমাকে কি ব'লে বিদায় দিয়াছিলাম, তা কি তোমার স্মরণ নাই ? ব'লেছিলাম, ভাগীরপি! যথন বন নগর ও নগর বন হইবে, যথন তুমি স্থানে স্থানে শ্রোতস্বতী ও স্থানে স্থানে উচ্চ নদীর আকার ধারণ করিবে, যথন লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি তোমার উপর থাক্বে না, সেই সময়ে তুমি স্বর্গে চলিয়া, আসিবে।" যেগুলি বলিলাম, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই ঘটেছে, তবে আর ছঃথ কেন ? আর দশ পনর বৎসর ধৈর্যা ধ'রে থাক, আমি তোমাকে শুভদিনে শুভক্ষণে স্বর্গে লইয়া যাইব।

গঙ্গা। বাবা! ভূলোনা। তাহ'লে আমি, আত্মহত্যা ক'র্বো। মাকেমন আছেন ?

বন্ধা। ভাল আছেন।

গঙ্গা। এখন যাবে কোখায় ?

ব্রহ্মা। কলিকাতার গিয়ে বাসা করিগে ও কুলাঙ্গারদিগের আচাক ব্যবহার দেখিগে।

গঙ্গা। এত কুলাঙ্গার আর কোথাও নাই । খুব সাবধানে থেকো ও, মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখে যেও।

"তবে আমরা একণে যাই" বলিয়া পিতামহ সজল নেত্রে গজাব প্রাক্তি
চাহিতে চাহিতে দেবগণের সহিত পোলের উপর উঠিয়া সবিশ্বরে চতুর্দিকু
দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন, "উ:। কি অন্তুত ক্ষমতা, পোলা
ব'লে চিনিবার যো নাই।"

ইন্দ্র। বরুণ! এ ক'রেকে কি ? র'গা! ইংরাজের ক্ষমতাকে

বলিহারি ! আছে৷—পোলটী ত কাষ্ঠনির্মিত, ভাদ্ধরে টানে কাঠ কর্থানা ভাষারে নিয়ে যাওয়া যায় না ৪

্রুরুণ। সাধ্য কি ! এই সেতু এমনি কৌশলে নিশ্মাণ ক'রেছে, যতই কেন জল বৃদ্ধি হউক না, উপরে ভাসিতে থাকিবে।

উপ। কর্ত্তা জেঠা ! চেরে দেখ, ওপারে কত জাহাজ জলে ভাস্ছে।

এক এক থানার মাস্তল আকাশে ঠেকেছে। সেই মাস্তলের উপর উঠে
ইংরাজ নাবিকেরা রসারসি বাঁধ্ছে। মিন্সেগুলোকে এথান হ'তে যেন

এক একটি বানরের বাচ্ছার মত দেখাচে। আচ্ছা কর্ত্তা জেঠা ! ওরা যদি
দৈবাৎ প'ড়ে মরে—হাড় পাঁজরা গুলোকৈ কি আন্ত পাওয়া যায় ?

নারা। আচ্চা বরুণ। এই সমস্ত বৃহদাকার জাহাজ কি উপারে পোলের নিম দিয়া যাতায়াত করে ?

বরুণ। সপ্তাহের নির্দ্ধারিত দিন আছে। ঐ দিনে পোলের স্থান-বিশেষ কৌশলে খুলিয়া জ্ঞাহাজ বাহির করিয়া দিয়া আবার পথ বন্ধ করে।

দেবগণ দেখেন জলে নানা আকারের যান সকল ভাসিরা যাইতেছে ও আসিতেছে এবং কোন থানি তীরে লাগিতেছে। কোনথানিতে মাল বোঝাই, কোন থানিতে আরোহী বোঝাই, কোন কোন থানি কলিকাতার মাল নামাইরা দিয়া প্রস্থান করিতেছে। ছোট, বড় ও মধ্যম আকারের স্থীমবোটগুলি পোঁ পোঁ শব্দে বংশাধ্বনি করিতে করিতে যাইতেছে ও আসিতেছে। পিতামহ কহিলেন, "সার্থক ইংরাজের বৃদ্ধিবল, সার্থক ইংরাজের ক্ষমতা! নচেৎ প্রোতস্থতীকে এমন স্থিরভাবে রাথিয়া তত্বপরি সেতু ভাসাইতে কলিকালে এই দেখ্লাম, আর সেই দেখেছিলাম জ্বেতার্গে!"

কলিকাতা

ক্রমে সকলে পরপারে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! আহ্বন আমরা গঙ্গামান করিয়া লই। এ সংরে বড় চোস্স্স ভ্সান্ব্যাদি সাবধান করিয়া তবে স্থান করিছে হইবে।"

ইক্র। বরুণ! বল কি! এ সহরে চোরের ভয় । যে রাজা সমগ্র রাজ্য স্থাসনে রেখেছেন, যাঁহার শাসনগুণে গ্রাম, নগর ও বন প্রভৃতি দস্যস্ত হইয়াছে, তাঁহার রাজধানীতে চোরের ভয় । এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা!

বকুণ। কথায় বলে—"চুরি, জুচ্চুরি, মিথ্যা কথা,—এই তিন নিয়ে কলিকাতা।"

ব্রহ্মা। বরুণ! মা আমার চঞ্চল; পাছে কলিকাতা মহানগরী উদরসাৎ করেন, এই আশকায় ইংরাজেরা মাকে বেঁধেছে দেখ!

বঙ্কণ। আজে, পোর্ট কমিশনরেরা জাহাজ হইতে মাল নামাইবার ও উঠাইবার স্থবিধার জন্ত এইরূপ বাঁধাইরা লইয়াছে। ঐ পোর্ট কমিশনরের ভাগীরথীতীরে এক হইতে সাত নম্বর পর্যন্ত জেঠী আছে। জেঠাতে বিস্তর ইংরাজ ও বাঙ্গালী চাকর খাটিতেছে।

দেবগণ মীরবহরের ঘাটে যাইয়া দেখেন—অসংখ্য উড়ে ব্রাহ্মণ আয়না, চিক্রণী, পুশপাত্র, গঙ্গাঞ্জল ও চন্দন লইয়া বিসিয়া আছে। তাহারা দেবগণকে ডাকিয়া সাদরে বসিতে দিয়া এক নিশি তৈল দিল ও বলিল, "বাবা! গঙ্গান্মায়ীতে আস্নান কর।" বঙ্গণ দ্রব্যাদি আগলাইতে লাগিলেন এবং দেবগণ জলে নামিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্নান করিতে করিতে দেখিলেন—একখানি আফিসের কেরাণী বোঝাই নৌকা আসিয়া ঘাটের পাশে লাগিল। কেরাণীর দল আফিসের সাজ পোষাক করিয়া যেমন পাছকা

পরিতেছেন, অমনি এক চাচা পাঁউকটি ও বিস্কৃটের চাঙ্গারি মাথায় করিয়া ছুটিয়া আসিল। বাবুর দল স্ব স্থ অবস্থামত ছুই এক পয়সার কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে বসিলেন, এবং কতক কতক পকেটে রাখিলেন।

নারা। বরুণ। উহারা কারা ?

বরুণ। উহারা আফিসের কেরাণী। কলিকাতার সন্নিকটস্থ গ্রাম সকলে উহাদের বাঁলা। ঐ দলের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। উহারা কলিকাতার আফিসে কাজকর্ম করিয়া থাকে, এজন্ত প্রাতে বাটী হইতে আহার করিয়া দশ পনর জনে ভাগে একথানি নৌকা ভাড়া করিয়া এথানে আইসে । কাজকর্ম শেষ হইলে দিবাবসানে বাটী যায়। প্রাতে আহার করায় এক্ষণে অঠরানল জালিয়া উঠয়াছে, তাই ঐ ফুটী বিস্কৃটগুলি আছতি দিতেছে। বিশেষতঃ আফিসে যাইবার পূর্ব্বে কিছু থেয়ে না নিলে সমস্ত দিনই বা গাধা খাটুনি খাটিতে পার্বে কেন ?

ব্রহ্মা। এীবিষ্ণু, রানা বাহ্মণের ছেলে?

উপ । কর্তা জেঠা । কলিকাতার যদি আমার কাজকর্ম হয়, তা হ'লে ওদের মত পেটপূরে থেয়ে বাচি।

ব্রহ্ম। তুমি উৎসর যাও কুলাঙ্গার! ওরাকি থাচেচ দেখ্চো না? বরুণ! ওদের পাপের কি কোন প্রায়শ্চিত আছে ?

বরুণ। উহাদের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিদিনই হইয়া থাকে। আফিসে যতক্ষণ থাকেন, দেশী ও বিলাতী সাহেবদের কটু কথা ও তিরস্কার শুনেন। যাহার ভাগ্যবল অধিক, তাহার পদাঘাতও লাভ হয়।

ইন্দ্র। সাহেব কি আবার দেশী ও বিলাতী ছ-রকম আছে १

বরুণ। আছে বৈ কি । কতকগুলি সাহেব যথার্থ বিলাতজ্ঞাত, ভাঁহারাই বিলাতা : আর কতকগুলি এদেশজাত, তাঁহারাই দেশীয় বা

একণে পোর্ট কমিশনরদের ফেরি জীমার হওরার এই সকল লোকের বিশেষ স্থবিধা ছইরাছে।—সম্পাদক।

ফিরিঙ্গি। এই ফিরিঙ্গিরা যে আফিসের কর্ত্তা, তথাকার কেরাণীদিগের কর্ত্তের এক শেষ। ঐ হতভাগারা প্রায়ই প্রভ্র নিকট মিষ্ট কথা শুনিতে পায় না। বিলাতীগুলি অনেক ভাল, তাঁহারা কথন কথন কামড়ায় বটে; কিন্তু দেশীগুলোর ক্রায় দিন রাত থেঁট থেঁট শব্দে চীৎকার করেন না। দেখুন পিতামহ, আমরা অতঃপর কলিকাতায় এলাম। এথানে বাসাইত্যাদি স্থির করিতে অনেক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। শান্তাপনার প্রাচীন শারীর, অসময়ে আহার করিলে বড় কট্ট হইবে। বাহিরে যে মাগীগুলো লেব্, আক; কলা, আতা, পেঁপে ছাড়িয়ে বিক্রম্ম করিতেছে, উহা লইয়া জলযোগ করিলে হয় না ? "গঙ্গাতীরে দোষ কি ?" বলিয়া পিতামহ সম্মতি প্রকাশ করিলে দেবগণ জলযোগ করিতে বসিলেন। নারায়ণ আকের টিকলি মুথে দিয়া কহিলেন. "বয়ণ। এ সহরের নাম কলিকাতা হইল কেন ?"

উপ। ঠাকুর-কাকা! আমি জানি, ব'ল্বো ? ঠাকুরমার কাছে গন্ধ ভনেছি—কলিকাতার প্রথমে অত্যন্ত জগল ছিল। ু সাহেবরা সেই জগল কেটে এই নগর নির্মাণ করেন। সেই বনকাটা কুলির কাজের তদারকের জন্ত নির্মুক্ত সাহেব জগলের মধ্যে একটা কাটা গাছের উপর পা রাখিয়া কুলিদিগকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করেন—এ স্থানের নাম কি ? কুলিরা তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিল না। হয় ত "এ গাছটা কবে কাটা হইয়াছে, তাই সাহেব জিজ্ঞাসা করিতেছেন" এইরূপ ভাবিয়া একজন কুলি কহিল, "কাল কাটা।" সেই কাল্কাটা হইরাছে।

रेख। मिछा वक्रन ?

বন্ধ। কলিকাতা বহুকালের প্রাচান স্থান। আইনি আকবরি নামক মুসলমানগ্রন্থে এই স্থানের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বকালের লোকেরা ইহাকে কালীক্ষেত্র কহিত। কালীক্ষেত্র হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে। এই স্থানে সতীর মুতদেহের কোন অংশ পতিত হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-

নীর হুগণীর কুঠার এফেণ্ট জব চার্ণক সাহেব ১৬৯০ অস্বের ২৪এ আগষ্ট বর্তুমান নগর নির্মাণ করেন।

জলযোগ শেষ হইলে সকলে স্ব স্থ পোঁটলা পুঁটলি হস্তে লইয়া বজ্বাজারের অভিমুখে চলিলেন। বকুণ পিতামতের হস্ত ধরিয়া অতি সাবধানে লইয়া চলিলেন এবং দেবগণকে কহিলেন "কোমরা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইন। নচেৎ শদি হারাইয়া যাও, খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইবে।"

সকলে বর্ণণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চতুর্নিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন।
তাঁহরা যে দিকে চাহেন, দেখেন অট্টালিকা শ্রেণী ও তরিয়ে .বিপণি শ্রেণী
শোভা পাইতেছে। রাস্তা দিয়া ইংরাজ, বাঙ্গালী, দ্বিহুদী, মুসলমান; কাফ্রী,
মগ, চীনে, কাবুলী প্রভৃতি নানা দেশের লোক চলিতেছে। রাস্তার মধ্য
দিয়া চেরেট, টম্টম ও বগী গাড়া প্রভৃতি ছুটিয়া যাইতেছে এবং রাস্তার
পার্শ্ব দিয়া কাঁা কোঁচ্শব্দে গোরুর গাড়ী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। পথ
দিয়া অনবরত লোক চলিতেছে। *

ব্রহ্মা। বরুণ। এমন সহর ত কখন চক্ষে দেখি নাই।

নারা। এখানকার সকল লোককেই যেন ব্যগ্রভার সহিত রাস্তায় চলিতে দেখিতেছি ইহার কারণ কি ?

বরুণ। প্রত্যেক ব্যক্তিই পশ্বদার অনুসন্ধানে চলিয়াছে। এই কলিকাতা সহরে লক্ষ্মী নানারপে বিরাজ করিতেছেন। যে স্মুচতুর, সে পথে ঘাটে যেথানে সেখানে ধন উপার্জ্জন করিতে পারে। আর যে আমাদের উপর মত, তাহার ভাগ্যে এথানে অন্ধ মিলে না।

ক্রমে সকলে গ্লম করিতে করিতে বড়বাজারে বাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। যে দিকে চাহেন, দেখেন বড় বড়

দবভারা যদি একণে কলিকাতা আসিতেন, তাহা হইলে ইলেক্ট্রক্ ট্রাম,
 মোটরকার গাড়ী প্রভৃতি দেবিয়া আরও আক্রাাধিত হই তেন ।—সম্পাদক।

দোকান, ক্ষুদ্র কৃদ্র গলি, বৃহদাকার অট্টালিকা সকল বিরাজ করিতেছে । ধরিদ্ধারের ভিড়, গাড়ী ঘোড়ার ভিড়, মাল আমদানী ও রপ্তানির ভিড়।

বঙ্গণ বড়বাজারের মধ্যে একটা দোতালা বাসা স্থির করিয়া দেবগণের সহিত উপরে উঠিলেন এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া উপকে সঙ্গে লইয়া বাজার করিতে চলিলেন। দেবগণ বারাগুায় দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিতে লাগিলেন।

কিশ্বৎকাল পরে বরুণ ও উপ একজন মুটের সহিত প্রত্যাগমন করিলেন। দেবগণ মুটের মাথা হইতে দ্রব্যাদি নামাইশ্বা লইশ্বা অপ্রেই ঘদী দেখে হাস্ত করিতে লাগিলেন। এবং ফুঁ দিগ্না উড়াইবার জন্ম নারায়ণ বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিলেন।

বাসায় একটি জলের পাইপ ছিল। বরুণ কহিলেন, "তোমরা সকলে ঐ কলের জলে মুথ হাত ধুয়ে লও। জলের কলের নাম শুনিয়া দেবগণ সেই দিকে ছুটিয়া যাইলেন, কিন্তু জল বাহির করিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িলেন। শেষে বরুণ হাস্তে হাস্তে যাইয়া দেথাইয়া দিলে দেবগণের আনন্দ দেথে কে! ইনি একবার জল বাহির করেন, উনি একবার জল বাহির করেন, উনি একবার জল বাহির করেন, এই প্রকারে অনবরত জল নপ্ত করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ ক'রেচে কি १ র্যা। কোথা দিয়া যে কেমন ক'রে জল আস্ছে, কিছু ঠিক পাইবার যো নাই। ধয় ইংরাজের বৃদ্ধিবল।!"

বক্ষণ শ্বয়ং আহারীয় জব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং আর সকলে যোগাড় দিতে লাগিলেন। উপ কখন কখন হাঁ করিয়া পাইপের নিকটে মুখ দিয়া জল পান করিতেছে; কখন হাত দিয়া পাইপের মুখ চাপিয়া ধরিতেছে। আহারীয় জব্যাদি প্রস্তুত হইলে সকলে আহার করিলেন এবং অপরাফ্রে সহর জ্রমণে বাহির হইলেন। বক্ষণ কহিলেন, শকলে খুব সাবধানে চল, বড়বাজারের ভিড়ে না হারাইয়া যাও।"

দেবতারা সাবধানে চলিলেন। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—

করেক জন মাতাল মন্তপানে মাতোরারা হইরা "যুদ্ধং দেহি" "যুদ্ধং দেহি" শব্দে চীৎকার করিতেছে। দূরে দ্বাড়াইয়া একজন গুলিথোর শক্ষিতভাবে এক দৃষ্টে চাহিতেছে এবং অপর পথিকদিগকে সেই পথে যাইতে নিষেধ করিয়া দিতেছে। সে কহিতেছে, "নচ্ছার বেটারা মদ খেয়ে মরে কেন পূ এর চেরে যদি গুলিধরে, পথের মাঝে এমন লোক হাসাহাসি কর্'তে হয় না।"

ব্রহ্মা। বঙ্গণ! রাস্তায় গোল করিতেছে এরা কারা ? আর পথিকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে, ঐ ভদ্র লোকটীই বা কে ?

বরুণ। গোল করিতেছে ইহারা মাতাল। আর সাবধান করিয়া দিতেছে গুলিখোর। গুলিখোরেরা মাতালদিগকে বড় ভয় করে।

ইন্দ্র। রাস্তায় মাতালেরা গোল করিতেছে, রাজা যে কিছু বলেন না ? বরুণ। পাহারাওয়ালারা দেখ্তে পেলে ধ'রে নিয়ে যাবে; এখান থেকে চ'লে এস।

এখান হইতে সকলে গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়া চলিলেন এবং একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটা বাড়ীতে বিস্তর গোরা রহিয়াছে; তাহাদিগকে পাহারাওয়ালারা মধ্যে মধ্যে চৌকি দিতেছে।

नाता। वक्रण। धे श्वानी कि १ प्रथ्एल त्वाध इय त्यन नत्रक।

বরুণ। উহার নাম সেলাব্বহোম অর্থাৎ স্থাহান্তের নাবিকদিগের থাকিবার ঘর। বিলাত হইতে কোন জাহান্ত এথানে আসিয়া পৌছিলে উহার নাবিকগণ এই স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করে। এবং মাতাল হইলে পাছে তাহারা বাটার বাহিরে আসিয়া পথিকদিগের প্লীহা ফাটায়, এই আশক্ষায় পাহারা দিতে হয়। পূর্বে সেলারহোম বহুবাজারে ছিল। নাবিকেরা উপার্জ্জিত অর্থ মন্ত প্রভৃতিতে বায় করিয়া কেলে দেখিয়া তাহাদিগকে এই স্থানে রাথা হয় এবং কম ধরচে আহারাদি দেওয়া হয়।

ইব্র । বরুণ ! ওদিকে পাঁচ সাতটা গোরাকে কতকগুলি পাহারা-ওয়ালা ধ'রে নিয়ে যাচেচ কেন ? বরুণ। উহারা এই সেলার্হোমের সেলার। মন্তপানে মাতাল হওরার পুলিসে ধ'রে নিরে যাচেচ।

বন্ধা। বন্ধা। তুমি ব'লে প্লীহা ফাটার। প্লীহা ফাটানর অর্থ কি ?
বন্ধা। আজে, আপনার স্থ মন্ধ্যমাত্রেরই পেটে প্লীহা আছে।
বিলাতী ডাক্তারেরা বলেন—ঐ প্লীহা মধ্যে মধ্যে রং ধরে, ডাঁসার ও পাকে।
তাঁহারা আরও বলেন "মন্ধ্যমাত্রেরই প্লীহার সহিত নাসারন্ধের একটী
অপূর্ব্ব সংযোগ আছে। এজন্ম কেহ কাহারও উপর সোহাগ করিয়া নাকে
যদি ঘুদি মারে আর সেই সময় যদি প্লীহাটী পাকা থাকে, তাহা হইলে
তৎক্ষণাং ফাটিয়া গিয়া মন্ধ্যটী পঞ্চর প্রাপ্ত হয়।" তাহাতে সোহাগকারীর
কোনও অপরাধ হয় না।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু কখন প্রীহা ফাটার কথা শুনি
নাই। আজ কাল মর্ত্তো আসিয়া সকলই নৃত্ন শুনিতেছি ও নৃতন
দেখিতেছি। তবে প্রীহা যে পাকে, ইহা আমি স্বীকার করি। রুশ্ব অবস্থায় কুপথা করিলে কিংবা সুস্থাবস্থায় মন্তাদি পান করিলে সময়ে সময়ে প্রীহা পাকিয়া থাকে এবং তাহাতে অনেকের মৃত্যুও হয়; কিন্তু ফাটে না।
যাহা হউক, এস্থান হইতে পলায়ে চল, কি জানি পাছে প্রীহা ফাটিয়ে দেয়!!

দেবগণ দ্রুতপদে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইরা দেখেন—একটা বাড়ীর সন্ধিকটে বিস্তর ঘোড়ার গাড়ী বহিরাছে। কতক-গুলি গাড়ী বাবু বোঝাই করিরা আনিতেছে ও প্রস্থান করিতেছে এবং অসংখ্য লোক ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ও প্রত্যাগমন করিতেছে। বাড়ীর দরজার সঙ্গান ঘাড়ে করিয়া প্রহরী পাহারা দিতেছে।

উপ। বৰুণ-কাকা! এ বাড়ীটা কি?

নারা। বরুণ! এ বাড়ীতে এত লোক জন যাতায়াত ক'র্চে কেন ? বাড়ীটি দেখিতে বড় স্থন্দর, ইহার নাম কি ?

বরুণ। ইহার নাম বেঙ্গল আঙ্গ! এই স্থানে লোকে নোটের বিনিময়ে

টাকা, ও টাকার বিনিময়ে নোট লয়। বেঙ্গল বাান্ধ ১৮০৯ সালে এই তনং ট্রাপ্তরোডে স্থাপিত হয়।় কলিকাতায় অনেকগুলি বাান্ধ আছে। যথা—আগ্রাব্যান্ধ, চাটারব্যান্ধ, দিল্লীব্যান্ধ, স্থাসন্তাল্যান্ধ ইত্যাদি।

ইক্স। একবার ভিতরে চল না, দেখে আসি। স্বর্গে যাইয়া টাকার বিনিময়ে কাগজ চালাইবার ইচ্ছা আমার অনেক দিন হইতে হইয়াছে। অতএব বেঙ্গল ব্যাহ্মের ধরণ-ধারণগুলো দেখে লওয়া আবশুক।

বরুণ এ কথায় দশ্মত হইলেন এবং দেবগণকে ভিতরে লইয়া যাইলেন।
তাঁহারা দেখিয়া অবাক্! দেখেন—বারিকের মধ্যে স্তরে স্তরে টাকার
তোড়া দাজান রহিয়াছে। দঙ্গিন চড়ান দিপাহিগণ পাহারা দিতেছে। উপ
টাকার তোড়া দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—উহার মধ্য হইতে হুই
চারি তোড়া যদি দেয়, তাহা হইলে আর চাকরা করিনে,—ব্যবদা ক'রে
খাটাই। দেবগণ দেখেন, ব্যাক্ষে লোক জনের ভয়ানক জনতা। কেহ
নোট ভাঙ্গাইতেছে, কেহ নোট লইতেছে, কেহ কোম্পানীর কাগজ বিক্রয়
করিতেছে, কেহ সেই কাগজ কিনিতেছে। কাহারও হাতে এক তাড়া
নোট, কাহারও হাতে কতকপ্তলো কোম্পানীর কাগজ এবং কাহারও হাতে
কতকপ্তলি করিয়া চেক রহিয়াছে। কোন ঘরে পাল্লা করিয়া টাকা ওজন
করিয়া দিতেছে। কোন ঘরে বিদিয়া কতকপ্তলি কেরণী লেখা পড়া
করিতেছে এবং কোন কোন বরে ঝন্ ঝন্ শক্ষে টাকা ঢালিতেছে। দেবরাজ্ব
নোটবুকে কাগজের আকার ও দার্য প্রস্থ লিখিয়া লইলেন।

উপ। বরুণ-কাকা! এথান থেকে পলাই চল; টাকার শব্দে কানে ভালা লাগিবার সম্ভাবনা হয়েচে।

বরুণ। পরের টাকা কিনা! ভাল উপ, এরূপ শব্দ ক'রে যদি ভোরে কেউ টাকা দেয় গ

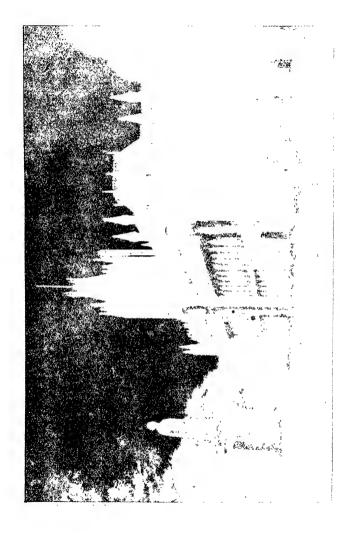
উপ। আহা। তাহা হ'লে কানে যেন স্থাবৃষ্টি হয়। আবার সকলে রাস্তার ধারে ধারে চলিলেন। এক স্থানে উপস্থিত হইরা পিতামহ কহিলেন, "উঃ! বাবা! দক্ষিণ দিকে একটা গলি গিরাছে দেখ!" দেবগণ চাহিরা দেখেন—গলির মধ্যে একটা ত্রিতল বাড়ীর পশ্চান্তাগে নরদামার ধারে একটা লোক বিদয়া আছে। শীতপ্রযুক্ত ভাহার গাত্রে একখানা মোটা বস্ত্র, মস্তকে পাতলা চাদরের পাগড়ী বাধা। দেবগণ ঐ ব্যক্তি প্রস্রাব করিতেছে ভাবিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন; কিন্তু দে আর উঠে না। তথন নারায়ণ ক্রতপদে সেই দিকে যাইলে লোকটা উঠিয়া এক দিকে পলাইল। নারায়ণ আশ্চর্যান্তিত হইয়া চতুর্দিকে চাহিতে চাহিতে দেখেন—সেই ত্রিতল বাড়ীর উপর হইতে পৈতার স্থতায় বাধা একটা শালপাতার ঠোকা নামিতেছে। নারায়ণ তদ্প্তে সেই লোকটার স্থায় নরদামার নিকট বিদয়া ঠোকার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঠোকাটী নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি স্থতা হইতে পট্ করিয়া ছি ড্রেমা লইয়া দেবগণের নিকট আসিলেন।

দেবগণ ঠোক্সা খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন। দেখেন ঠোক্সাটী নানাবিধ-মিষ্টাল্লে পরিপূর্ণ। তদ্ভিন্ন করেকটী পাণের খিলি ও একখানি পত্র ছিল। পত্রখানি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। পত্রে লেখা রহিয়াছে, 'ভাই! আজি অবশ্য অবশ্য আসিবে। আজ আসিলে বিফল হইবে না। আজ শনিবার, সকলে বাগানে যাইবে, ভূমি অনায়াসে নিশা বাপন করিতে পারিবে।"

"ঠাকুর কাকা! চিঠিথানা দেওনা, প'ড়ে দেখি" বলিয়া, উপ যেমন নারায়নের হস্ত হইতে পত্র লইতে গিয়াছে, নারায়ণ অম্নি ঠাস্ করিয়া তাহার গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাস্তা দিয়া একটী লোক যাইতেছিল, বলিল, "মহাশয়! ওরূপ ক'রে মার্বেন না, "পশুর-প্রতি অত্যাচারনিবারিণী সভা" দেখতে পেলে বিরক্ত হবেন।"

"উপ, থা" বলিয়া, দেবরাজ দেই নিঠায়পূর্ণ ঠোন্সাটী উপর হত্তে প্রদান করিলেন।

দেবগণ রাস্তার ধারে ধারে চলিলেন। বরুণ যত উপকে বলেন, "উপ,.



আমার দক্ষে দক্ষে আর," উপ তত নিজের কার্দানী দেখাইবার জন্ম রাস্তার
মধ্য দিয়া যায় এবং দেবগণের প্রতি চাহিয়া হায় করে। হঠাৎ রাস্তার
ছই দিক্ হইতে ছইখানি গাড়ী আদিয়া উপস্থিত হইল। আরোহীরা স্থদক্ষ
এবং শনির ভাগাজোর, তাই উপ কাটা পড়িতে পড়িতে দে বাতা বাঁচিয়া
গেল। দে রক্ষা পাইয়া যেমন ফুট্পাথের দিকে দৌড়িয়া পলাইবে,
একখানি গাড়ীর কোচম্যান উপ'র পুঠে জোরে চাবুক মারিয়া গাড়ী
হাঁকাইয়া অদৃশ্য হইল।

বরুণ। বেশ্ক'রেচে ! হতভাগা ছেলেকে ব'লে ত ভন্বে না।
ইন্দ্র। বরুণ ! তুমি অক্সায় ব'ল্চো। রাজপথে সকলেরই সমান
অধিকার সরকারি রাস্তায় ধনী যে নির্ধনকে প্রহার করিবে, এমন
কিছু রাজাজ্ঞা নাই। রাজা সকল প্রজাকেই সমান চক্ষে দেখিয়া
থাকেন।

দেবগণ আবার চলিলেন। উপ এবার শাস্তমূর্ত্তিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী রুহদাকার বাজী। বাজীর সন্ধিকটস্থ উত্থানে অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া রহিয়াছে। দেবগণ সবিস্ময়ে সেই বাড়ীটির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কি এবং ইহার সন্ধিকটস্থ রাস্তায় এত লোক কেন প"

বরুণ। ইহারই নাম হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত। ইংরাজরাজ প্রতিষ্ঠিত নিম্ন আদালতসমূহ ভ্রমক্রমে যদি কাহারও প্রতি অবিচার করেন, এই স্থানে আপীল করিলে স্ক্র বিচার হয়। পূর্বের হাইকোর্টের বিচার-কাধ্যের যেরূপ স্থাতি ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। এখন অনেকে কীল খাইয়া কীল চুরী করে এবং মকদ্দমা করিয়া হাইকোর্ট পর্যান্ত সর্বেষাক্ত হয়। এই বাড়ী ১৮৭২ সালের মে মাসে নির্মিত হয়, ওয়াল্টার গ্রানভিল সাহেব ইহার ডিজাইন করেন। পূর্বের স্থাপ্রম কোর্ট ও স্কর

দেওয়ানী আদালত নামে যে হুইটা বিচারালয় ছিল, উহারা একণে হাই-কোর্টের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

উপ। বক্লণ-কাকা! বিচারালয়গুলোরও তবে দাদার দাদা, বাবার বাবা আছে।

দেবগণ বাড়ীট বেশ করিয়া দেখিলেন। শেষে দেবরাজ কহিলেন, "বঙ্কণ! আমি স্বর্গে গিয়া একটা হাইকোট প্রতিষ্ঠা করিবার মানস করিয়াছি, অতএব চল, ভিতরে গিয়া দেখিয়া আসি।"

বঙ্গণ এই কথার সন্মত হইয়া সকলকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।
প্রবেশ করিয়া দেখেন জনতার পরিসীমা নাই; সিঁড়ি ভালিয়া পালে পালে
ইংরাজ, রাজালী, উকীল, মোজার, চাপরাশী, উঠিতেছে ও নামিতেছে।
তাঁহারা উপরে উঠিয়া দেখেন, অত্যস্ত জনতা। সেই জনতার মধ্য হইতে
বাছিয়া বাছিয়া বরুণ দেবগণকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, "ঐ যে গাত্রে
চাপকান, মাথায় শালের পাগড়ী, উহাদের নাম মোজার! ঐ যে
বাজালীরা সাহেবী পোষাকে গাউন পরিয়া যাইতেছেন, উহায়া বাজালীব্যারিষ্টার।" দেবগণ দেখেন—কোন ঘরে স্কৃপাকার কাগজপত্র রহিয়াছে,
বাজালীরা বিয়া লিথিতেছে। কোন ঘরে ছইজন সাহেব বিচারাসনে বিসয়া
বিচার করিতেছেন। বিচারালয়ে লোকের ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করে,
কাহার সাধ্য! মধ্যে মধ্যে দর্শকগণ গোল করিতেছে, সার্জ্জনেরা অ্বসাঘাসা
দিয়া গোল থামাইতেছে।

এথান হইতে তাঁহার। এক ঘরে গিয়া দেখেন—বিচারাসনে বসিয়া। একজন ইংরাজ ও একজন বালালী বিচার ক্রিতেছেন। পিতামহ কহিলেন, "বন্ধুণ, জি বাল্ফুলীটীর নাম কি ? আর সম্মুখে দাঁড়াইয়া। ইংরাজীতে বক্তা ক্রিতেছেন—উনিই বা কে ?"

বরুণ। ঐ বিচারকের নাম বাবু রমেশচক্র মিত্র। আর যিনি ইংরাজীতে

বক্কৃত। করিতেছেন, উহার নাম বাবু হেমচক্র বন্দ্যোপাধ্যার। হেমবারু বাঙ্গালার মধ্যে একজন স্কবি।

ব্রহ্মা। আমাকে রমেশবাবু ও হেমবাবুর জীবনরভান্ত সংক্রেপে বল। বরুণ। রমেশচন্দ্র মিত্র দমদমার নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৪০ প্টান্তে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় তিনি কলিকাতার মাতৃলালম্বে পালিত হন। তিনি অতি যোগাতার সহিত হিন্দু স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথা হইতে ১৮৬০ সালে বি. এ. ও পরবর্তী বংসরে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি দেশীর ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। ১৮:৭৪ সালে জ্ঞিশ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু হইলে রমেশচন্দ্র তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। ১৮৮২ সালে প্রধান বিচারপতি সার্ রিচার্ড গার্থ ছুটি লইয়া বিলাতে গমন করেন; জাঁহার স্থানে কোন্ জব্ধ অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিবেন, এই বিষয় লইয়া খেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, কিন্তু খেতাঙ্গ সম্প্রদায় বলেন যে. নেটডে প্রধান বিচারপতির পদ পাইলে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের এ দেশে বাস করা ভার হইয়া উঠিবে; কিন্তু বড়লাট মহামতি লর্ড রিপণ সাহেব সাহেবদিগের এই অস্তায় যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া রমেশচক্রকেই হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়ক্ত করেন। ইতিপূর্ব্বে এদেশীয়ের ভাগ্যে এ পদলাভ ঘটে নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরাম্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। কিছু এবার আর কোন আপত্তি উঠে নাই *! হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪৫ সালে হুগলী জেলার অধীন গুলিট নামক পল্লীগ্রামে মাতুলালয়ে

১৮৯ খুটানে তিনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গ্রব্দেট তাঁহার গুণের প্রস্থারত্ত্বপ তাঁহাকে "সার্" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৯৯ খুটানে, তাঁহার মৃত্যু হইরাছে।—সম্পাদক।

জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁর মাতামহ ইহাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ইনি তথায় একজন উৎক্লপ্ত ছাত্রমধ্যে গ্রণ্য এবং এই স্থানে জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৮ অব্দে সিনিয়ার ও প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে এক বৎসরমাত্র ছতীয় বাধিক শ্রেণীতে পাঠ করিয়া কোন আফিসে ৩০২ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি কর্ম করেন। ঐ কর্মকালে বি. এ. পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষার দ্বিতীয় হন। বি. এ. পরীক্ষার উদ্ভীর্ণ হইবার অল্পকাল পরে ৫০১ টাকা বেতনে ট্রেণিং স্থলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার তিন বংসরকাল পরে বি. এল, পরীক্ষাম উত্তীর্ণ হইমা প্রীরামপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হন। ১৮৬৫ অবে ইনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকাল হইতে ইহাঁর কবিতাপাঠে বিলক্ষণ অমুরাগ ছিল। ইনি "প্রভাকর" নামক পত্রে মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন। পাঠাবস্থার ইনি "চিম্ভাতরঙ্গিনী" নামক একথানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে "কবিতাবলি" নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। বুত্রসংহার কাব্য প্রথম ও দিতীয় ভাগ ইনি প্রচার করিয়াছেন। ইহার রচিত কাব্যগুলি উৎকৃষ্ট।*

দেবগণ অপর এক গৃহের দারে যাইয়া দেখেন—আর ছটী জজ বসিয়া
বিচার করিতেছেন এবং ঐ গৃহে একটী মুকুট রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন

"এই ঘরে বসিয়া চিকজিষ্টিশ্ অর্থাৎ প্রধান জজ বিচার করিয়া থাকেন। ঐ
যে একটি মুকুট দেখিতেছেন, উহা ভারতেম্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার।
তিনি অমুপস্থিত থাকাতে তদীয় মুকুট প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করিতেছে।
এখান হইতে সকলে আর একটী গৃহদারে গিয়া দেখেন—আর ছটী জজ
বিচার করিতেছেন। এ গৃহেও লোক পরিপূর্ণ। এখানেও সার্জনেরা

২০১ নালে ইহারও মৃত্যু হইয়াছে। খেব দশায় দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ও অর্বাভাবে
ইহাকে অনেক কট ভোগ করিতে হইয়াছিল।—সম্পাদক।

থাকা মারিয়া গোল থামাইতেছে। জজদিগের নিকট দাড়াইয়া একটা সাহেব-বেশ্ধারী বাঙ্গালী বক্ততা করিতেছেন।

উপ। বাবা। এখানে যে যোড়া ষোড়া বিচারপতি।

বঁশণ। এই হাইকোর্টে সর্বাসমেত বার জন জজ ছিলেন; তন্মধ্যে এগারজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী। এক এক ঘরে চুইজন জজ বিদিয়া বিচার করেন। কোন মকদ্দমায় যতাপি চুইজন জজের চুই রার হয়, তাহা হইলে ফুলবেঞ্চ বসে। ফুলবেঞ্চে চুইজন জজ ও চিফজন্তীস একত বিসয়া বিচার করেন, এখন আবার আর একজন বাঙ্গালী ও একজন ইউরোপীয় জজ হইয়াছেন।*

ইক্র। বরুণ । ঐ যে সাহেব-বেশধারী বাঙ্গালী ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেছেন, ও লোকটি কে ?

বঙ্গণ। উহাঁর নাম মনোমোহন ঘোষ। ইনি ১৮৪৪ অব্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত বয়রাগাদি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৮রামলোচন ঘোষের দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রথম সন্থান। ইহাঁর পিতা একজন বিখ্যাত সদর-আলা ছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কোন পুত্রসম্ভান না হওয়ায় রামলোচন ঘোষ ৫০ বংসর বয়ঃক্রমকালে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। যথন মনোমোহন ঘোষের জন্ম হয়, তথন তিনি পীড়িতাবস্থায় দাজিলিঙে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৮৫০ অব্দে ইনি ক্রঞ্চনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভিত্তি হন। ১৮৫৮ অব্দে বেষ্ক্রমকালে প্রথেশিকা পরীক্ষায় উত্তাণ ইইয়া উক্তে কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় নীলের হাজামা উপস্থিত হওয়াতে ইনি প্রজার পক্ষ হইয়া সংবাদপত্রে বিস্তর লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দুপোট্রিয়ট নামক সংবাদ পত্রের সংবাদপত্রে বিস্তর নি থিয়াছিলেন ক্রিরতাগ করিয়া কলিকাতায় আইদেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

সম্প্রতি সেক্টোরে অফ্ তেত্ মহোনয় হাহকোতের জজাদগের সংখ্যা বৃদ্ধি
 করিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন।—সম্পাদক।

গৃহে আশ্রন্ন লন। ১৮৬১ অব্দে উক্ত ঠাকুরের সাহায্যে মিরার নামক একথানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। এই সময় ইহাঁর বয়:ক্রম ১৭ বৎসর মাত্র ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং বর্ত্তমান মিরার পত্রের সম্পাদক বাব নরেন্দ্র নাথ সেন ইহাঁকে ঐ কার্য্যের নিমিত্ত যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। ১৮৬২ অব্দে ইনি পিতার মত লইরা বিলাত গমন করেন। ১৮৬৫ অব পর্যান্ত তথায় থাকিয়া সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে একখানি উৎক্রষ্ট পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় পরীক্ষকেরা ইহার প্রতি অন্তায় করাতে ইনি ছই বার অক্তকার্য্য হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৬৬ অবে ইনি ব্যারিষ্টার হইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু পূর্বে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। ইংলপ্তে থাকিয়া ইনি ছইবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৮৬৭ অব্দেশ্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন। বান্ধালীর মধ্যে ইনিই প্রথম ছাইকোর্টে ব্যারিষ্টার হন। স্ত্রীশিক্ষাদান ও স্ত্র জাতির উন্নতিসাধন বিষয়ে ইছার অত্যন্ত অমুরাগ। "অবলাবান্ধব" নামক পত বাহির হইলে ঐ পত্রের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ অব্দে ইনি বেথুন বিভালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক হন। ইনি একজন বিখ্যাত বক্তা। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ^{ক্র}বন্ধদেশের প্রতিনিধিম্বরূপে ইনি ইংল**ে**ও গমন পূর্ব্বক ভারতশাসন সম্বন্ধে অনেকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া তত্ত্রতা জন-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য সাধন বিষয়ে ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। *

এথান হইতে দেবগণ একটা গৃহে উপস্থিত হইরা দেখেন—সনেকগুলি বাঙ্গালী ও ইংরাজ সংবাদপত্র হাতে করিরা বসিরা বিশ্রাম করিতেছেন। বরুণ কহিলেন, "এইথানে ব্যারিষ্টারেরা বসিরা বিশ্রাম করেন। এটর্ণিরা ৫০ টাকা দিলে এথানে বসিতে পান।"

ইহার পর সকলে রেজেষ্টরি আফিস দেখিতে চলিলেন। যাইবার সময়

३৮৯० बृद्धोस्य এकपिन व्यक्तचा १ हैराँ त्र मृत्या इस ।—नम्लापक ।

সকলে একটা গহরে দিয়া নীচের লোক জনের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। উপ কহিল, "উঃ! বাবা! এখান হ'তে প'ড়ে গেলে শরীর আর আন্ত থাকে না; ছাতু হয়ে যায়।"

রেজেষ্টরি আফিসে প্রবেশ করিয়া দেখেন, কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে জরিমানার টাকা গণিয়া দিতেছে। কেহ বিষণ্ণভাবে জামিনের লেখা পড়া করিতেছে। বৰুণ কহিলেন, "এই স্থানে জামিন ও জরিমানার টাকা দিয়া খালাস হইতে হয়।"

এখান হইতে সকলে এক স্থানে যাইয়া দেখেন—তামাক থাবার ধুম লাগিয়াছে। একজন ছঁকা টানিতেছে; ৬০।৭০ জন ছঁকার উমেদার দাঁড়াইয়া আছে। উমেদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ অগ্রে পাইবার আশায় ছঁকার গাত্রে হাত দিয়া টানিতেছে।

দেবতারা তামাক থাওয়া দেখিয়া নীচে নামিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "করণ। ভাই এই স্থানে একটু বোসো। আমার কোমর টন্ টন্ ক'র্ছে এবং অত্যস্ত হাঁপ ধ'রেছে।"

সকলে বিসরা বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সমন্ন দেখেন—মকদমা হার হওরাতে আসামীদিগকে ধরিরা লইরা যাইতেছে। করেদীদিগের মধ্যে কেহ কাঁদিতেছে, কেহ সকরুণ বিগাপ করিতেছে। একজন কহিতেছে "উ:! মাগো! বাল্যকালে একজন গণক আমার হাত দেখে ব'লেছিল 'এক সমন্ন আমার অগ্র পশ্চাৎ শান্ত্রি পাহারা যাবে।' মা! তুমি ভেবেছিলে, আমি রাজা হব। গণককে খুসি ক'রে বিদায় করেছিলে। কিন্তু মা! এসে দেখে যাও, আমার কপালে কি ঘটেছে; তোমার পুত্রের অগ্র ও পশ্চাৎ শান্ত্রি পাহারা যাচে।"

এই সময় টিফিন আরম্ভ হওয়াতে দেবগণ দেখেন—পিল্পিল্ ক'রে লোকগুলো বাহির হইয়া যাইতেছে। মস্মস্ শব্দে সাহেবগুলো নামিয়া আসিয়া বগী হাঁকাইয়া প্রস্থান করিতেছে। দেবগণ ইহার পর লর্ড নর্থ ক্রেকের প্রতিমৃত্তি দেখিয়া হাইকোর্ট হইতে বাহির হইলেন। বরুণ কহিলেন, "এই হাইকোর্টে দ্বারকানাথ মিত্র নামক এক বাক্তি জল হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের মত স্থবিচারক আর জনিবে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ। আমাকে দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী আগুনদি নামক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হরচক্র মিত। হরচক্র মিত্র ছগলী আদালতে মোক্তারি করিতেন। ১৮৩৬ সালে দারকানাথের জন্ম হয়। ইনি প্রথমে ছগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ও তৎপরে ছগলি কলেজে বিজ্ঞা শিক্ষা করেন। পঠদশায় ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে ইনি আইন শিক্ষা করেন। ১৮৫৬ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইন্না সদর কোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় রমাপ্রসাদ রায় ও শস্তুনাথ পণ্ডিত ঐ স্থানে ওকালতি করিতেন। দারকানাথ ভবানীপুরে বাসা করিয়া অতি সামান্ত অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৬২ অব্দে বর্ত্তমান হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে রমাপ্রসাদ রায় জব্দ হন ; কিন্তু অল্লকাল মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে শস্তনাথ পণ্ডিত তৎপদে অভিধিক্ত হইলেন। তথন দ্বারকানাথ প্রধান উকিল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নৃতন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁরও ভাগ্যলন্দ্রী প্রদন্ন হন। পিকক সাহেব ঐ সময় হাইকোর্টের প্রধান জ্জ ছিলেন। দারকানাথ দরিদ্র বাক্তিদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিনা অর্থে মকদ্দমা লইয়া বক্তৃতা করিতেন। ঐ সময় তিনি এত অর্থোপার্জ্জন ক্রিতেন যে, তাঁহাকে একদা এক ব্যক্তি ১৫ শত টাকা দিয়া মফ:স্বলে যাইবার উপরোধ করাতেও তিনি যাইতে সন্মত হন নাই। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া কোন মকদ্দমা হাতে লইতেন না। যে মকদ্দমা তাঁহার হাতে আদিত, তাহাতে প্রায়ই জয় হইত। তিনি এমনি ছোরে বক্তৃতা করিতেন যে. ঘর যেন ফাটিয়া যাইত। বিলক্ষণ ধনশালী হইলে তবে হরি-

পাল নামক স্থানের কোন সম্রাম্ভবংশের মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে দারকানাথের ভূবনমোহিনী ও স্থারেন্দ্র নামক একটি কল্পা ও পুত্র জন্ম। ইনি দঙ্গতির অবস্থায় প্রায় ৫০।৬০ জন আত্মীয় ব্যক্তির পুত্রকে আনিয়া বাসায় স্থান দান করিয়া বিত্যাশিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। ইহাঁর উচ্চাভিলাষ ছিল না। স্কুলের বালকগণের সহিত একত্র বসিয়া সামান্তরূপ আহার করিতেন। ইনি নিজ বায়ে জন্মস্থানে একটী মণ্যশ্রেণীর বিজ্ঞালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বাটীতে বৎসর বৎসর বিলক্ষণ সমারোহে চর্গোৎসব করিতেন। এই উপলক্ষে অনেক কুটুম্বকেও স্বভবনে আনিয়া তিন চারি দিন একত্র আমোদ প্রমোদ করিতেন। ১৮৬৬ সালে ইহাঁর শরীর অম্বন্থ হইলে কিছুদিন মুঙ্গেরে যাইয়া অবস্থিতি করেন। ১৮৬৭ সালের জুন মাসে শস্তুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে জুলাই মাদে দারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের জজের আসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই সংবাদ মাতাকে বিষয়ভাবে জানাইলেন, মাতা আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "বাবা ! এমন স্থসমাচার বিমর্বভাবে জানাইলে কেন ?" তহন্তবে ধারকানাথ মিত্র কহেন, "মা। বর্ত্তমান পদ বিশেষ গৌরবের বটে: কিন্তু ওকালতীতে আমার বিলক্ষণ অর্গ উপার্জ্জন হইত।" জজ হইবার কিছুদিন পরে ইনি ভবানীপুরে ৫০,০০০ হাজার টাকা মূল্যে একটী বাটী ক্রয় করেন। এই বাটীতে আগমন করিয়া দারকানাথের ভার্যা। হৃৎপিও রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মাতার অমুরোধে তিনি বৎসর অতীত হইবার পূর্কেই পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। পুত্রসম্ভান হয়। ১৮৭• সালে দ্বারকানাথ রাজেন্দ্রনাথ দত্তের পূত্র বাবু উপেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত কক্সার বিবাহ দেন। ১৮৭৩ খুষ্টাব্দের নবেম্বর মাদে তাঁহার গলদেশে ক্ষত পরিলক্ষিত হইল: তিন মাদ কার্যা হইতে অবসর লইলেন: পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিবার জক্ত হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ প্রায়ই **তাঁ**হার বাটীতে আসিতেন। ভারতব**র্ধে**র

ভূতপূর্ব গবর্ণর লর্ড নর্থক্রক তাঁহার এডিকংএর দারকানাথকে আপনার সহামুভূতি জানাইয়াছিলেন।

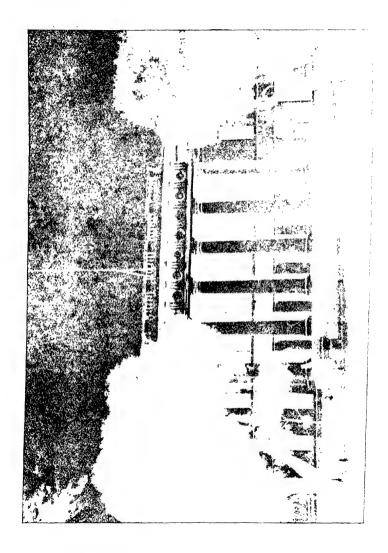
দারকানাথ পূর্ব্বে বিজ্ঞাতীয়-আহারপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু ১৮৭৩ সালে উক্ত সাংঘাতিক রোগাক্রাক্ত ইইবার পর তাঁহার সেই ক্ষচির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় ও সেই সমরে তিনি একদা তাঁহার কোন বন্ধুর সাক্ষাতে বলেন, "আমাদের দেশে যেরূপ আহারের প্রথা চলিত আছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আমাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধায়ক। এদেশীয় চিকিৎসকগণ ইংরাজী চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া রোগীর পথ্যাদিবিধয়ে সচরাচর যে সকল প্রথা অবলম্বন করেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর।" এই সময়ে সিভিলিয়ান গেডিস সাহেব সন্ত্রীক তাঁহাকে সর্ব্বাদা দেখিতে আসিতেন। এক দিন বৈকালে দ্বারকানাথ মিঃ গেডিস্কে বলেন, "মানবধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণতা মহাত্মা মন্ত্র মতে নৈতিক, মানসিক ও শারিরীক উন্নতি ব্যতীত আত্মপর্যাবেক্ষণ অনুষ্ঠিত ইইতে পারে না। * * * আমি যে এতদুর শারীরিক কণ্ট সহ্ল করিতেছি, তাহা কেবল সেই নিয়মাবলী উল্লক্ত্যনের বিষময় ফল। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তাহা হইলে আমি

উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর ভট্টাচার্য্য, ঐতিহাসিক রহস্তপ্রণেতা মহাত্মা রামদাস সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ধারকানাথ তাহার মর্শ্বার্থ সাহেবকে বিদিত করেন। উক্ত পত্রের স্থূল তাৎপর্য্য এই—

"ইউরোপে যাহা কিছু ভাল আছে গ্রহণ কর, তাই বলিয়া ইউরোপীয় হইও না; তোমরা—মন্তর বংশধর, রত্বপ্রসবিনী ভারতভূমির সস্তান, সত্যান্ত্রসন্ধিৎস্থ,—সকলেই যে অজ্ঞাত ঈশ্বরের পূজা করে, ভায়পরায়ণতা ও সাধুতা সহকারে সকলেই ঘাঁহার ভূষ্টিসাধনে তৎপর, সেই ঈশ্বরের উপাসক—তোমরা যাহা আছ, তাহাই থাক।"



জেনারেল পোষ্ট আপিস, লালদীঘি—কলিকাতা



১৮৭৪ খুষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১টার সময় দারকানাথ জন্মভূমি
দেখিবার জন্ত যাত্রা করেন। মৃত্যুর ছই দিবস পূর্ব্বে তিনি কীর্ত্ত্বনিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন এবং ছই ঘণ্টাকাল অভিনিবিষ্টচিত্তে ও
তন্ময়মনে হরিনামামৃতপূর্ণ মধুর গান শ্রবণ করেন। মৃত্যুর দিবস
প্রাতঃকালে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত স্বস্থ বলিয়া বোধ হয় এবং সে দিবস
তিনি বারান্দায় একবার পদচালনাও করেন। ১৮৭৪ খুষ্টাব্দে ২৫শে
ফেব্রুয়ারি বেলা ৪ ঘটকার সময় দারকানাথ মানবদেহ পরিত্যাগ করেন।
তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতাকাশ হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল তারকা থিদিল।

দারকানাথ "হিন্দু ফ্যামিলি এমুইটি ফণ্ডের" ট্রষ্টি ও কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ফেলো ছিলেন। মৃত্যুকালে দ্বারকানাথ বৃদ্ধ মাতা, কোমলহুনয়া প্রণায়িনী ও হুই পুত্র এবং এক করা রাখিয়া যান।

দেবগণ এখান হইতে চলিলেন। যাইতে যাইতে বন্ধণ কহিলেন, "দেবরাজ! হাইকোর্টের চতুম্পার্যে উকীলপাড়ায় বিস্তর উকীল বাস করেন।"

নারা। উকীলেরা হাইকোর্টের সন্নিকটে বাস করেন কেন ?

বরুণ। হালদারেরা কালীবাড়ীর সন্নিকটে যে উদ্দেশ্রে বাস করেন, ইহাঁদেরও সেইরূপ উদ্দেশ্য।

ক্রমে সকলে যাইয়া টাউন্হলে প্রবেশ করিলেন। উপ কহিল "উঃ! বাবা! এ যে ঘোড়দৌড়ের মাঠ!!"

ইক্র। বরুণ। এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। এই স্থন্দর বাড়ীর নাম টাউনহল। এখানে কলিকাতার বড় বড় লোকের সভা প্রভৃতি হইয়া থাকে। যদি কাহারও এখানে বক্তৃতাদি করিবার ইচ্ছা হয়, ৫০ টাকা ভাড়া দিলে দালান কিছুক্ষণ পাইতে পারেন। ১৮১৮ অব্দে এই হল প্রস্তুত হয়। ইহা নির্মাণ করিতে সাত লক্ষ টাকা বায় হয়। কলিকাতাবাসীদিগের খরচে ইহা নির্মাত হয়।

নারা। এথানে এ সব প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে কাহাদের ?

বরুণ। এটা রাজপ্রতিনিধি কর্ণগুরালিদের, ওদিকের ঐটি হার্ডিঞ্জের। সকলে হল দৈথিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন—মন্ত অপরাত্নে বাব্ স্থ্রেক্সনাথ বন্যোপাধ্যায় টাউন হলে একটা বক্তৃতা করিবেন।

ইন্র বরণ। বকুতা শুনিলে হয় না ?

বক্ষণ। ইংরাজী বক্তৃতা তোমরা ত ব্ঝিতে পারিবে না, স্থরেক্সনাথ অতি সদ্বক্তা এবং ভারতহিতৈবীও বটেন। ইহাঁর বক্তৃতা শুনিলে অনেক সংশিক্ষা পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা। বরুণ। স্থারেন্দ্রনাথের জীবনচরিত আমাকে বল।

বরুণ। ইনি ১৮১৮ অব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হুর্গাচরণ ডাব্রুারের পুত্র। প্রথমে ডফ্টন কলেজের ক্ষল বিভাগে ইংরাজী শিক্ষা করেন। যথন যে শ্রেণীতে পাঠ করিয়াছেন, তথন সেই শ্রেণীর উৎক্রষ্ট ছাত্র গণ্য হইয়া পুরন্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৬৩ অন্দে ইনি বিশ্ববিত্যালম্বের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইনি পরীক্ষাকালে বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে লাটন ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ১৮৬৫ অব্দে বিশ্ববিতালয়ের এফ. এ. পরীক্ষায় ইনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তার্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর ইংরাজী ভাষায় এক প্রবন্ধ লিথিয়া রৌপ্যপদক, ও লাটন ভাষায় রচনা লিথিয়া কতকগুলি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ অন্দে ইনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৬৯ অবে সিবিল সার্বিদ প্রীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ইহাঁর প্রীকা দিবার বয়স অতীত হইয়াছে, এই সন্দেহ করিয়া সিবিল সার্বিস কমিশনরেরা ইহাঁকে সিবিল সার্বিদে অন্ধিকারী করেন। ইনি কুইন্স বেঞ্চে আপীল করিয়া এই অন্তার আজ্ঞা রহিত করিয়াছিলেন। ১৮৭১ অবেশ ইনি অনেশে প্রত্যাগমন করেন এবং শ্রীহট্টের এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টেট হয়েন। ১৮৭৩ অব্দে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। অতি অল্প ব্যক্তিই ইহাঁর স্থায় গুরুতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্টে ইনি অতি সন্ধিচারক

বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু ছঃখের বিষয়, ১৮৭৩ অবেদ ইহাঁর নামে এই অভিযোগ হয় যে, ইনি নিজের কার্য্যবিবরণে মিথ্যা লিথিয়াছেন। এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা অমুসন্ধানার্থ এক কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনরেরা ইহাঁকে অপরাধী স্থির করেন। স্থতরাং ১৮৭৪ অবেদ ইহাঁর কর্মা যায়। ইহাঁর প্রতি যে অত্যন্ত অন্তায় ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা ইহাঁর পক্ষ সমর্থনার্থ যে পুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া বায়: এদেশীয় সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা এই অক্সায় বিচারের অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং ইনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন कतिया (क्षेष्ठ मिटकोतित निक्रे এই विषय आविषन कतियाहिता। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্ম পুনরায় অধ্যয়ন করেন। কিন্তু পূর্ব্ব অপরাধে ইহাঁকে দে অধিকারও প্রদান করা হয় নাই। ১৮৭৫ অবেদ পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। সিবি-লিয়ানের পদ হইতে চ্যুক্ত হইয়া দেশের মঙ্গলকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ইণ্ডিয়ান লিগ নামক সভা স্থাপনের ইনিই একজন প্রধান উদেযাগী। ভারতসভা ইহাঁর ও ৺আনন্দমোহন বস্থুর যত্নে ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রমহলে ইহাঁর বিশেব প্রতিষ্ঠা আছে। ইনি তাহাদের একপ্রকার নেতা বলিলেই হয়। ১৮৭৬ অন্দে ইনি করদাতাদিগের নির্বাচন অনুসারে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনর নিযুক্ত হয়েন। ইহারই প্রস্তাবে সভাপতির বেতন কমান হইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি একজন প্রধান বাগ্মী বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর কয়েকটী বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি রাজনীতিসংক্রাস্ত বিষয় সকলের প্রচার করিবার <u>ব</u>ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ভারতসভার প্রতিনিধি হইয়া দিবিল দার্বিদের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্ম পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়া সর্বত্তেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর বক্ততার গুণে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত সকলেরই মনে একতা-

বন্ধন ও জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা হইবার সম্ভাবনা হইন্নাছে। ইনি "বেঙ্গলী" নামক একথানি সাপ্তাহিক । সংবাদপত্তের সম্পাদকতাভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৮৫ সালে ইনি হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের বিহ্নদ্ধে এক পত্র লেখায় ইহাঁর তিন মাস কারাদণ্ড হয়। ইনি খ্যাসন্থাল ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেকের আশীর্কাদভাজন হইয়াছেন।

এখান হইতে সকলে ইডেন গার্ডেনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাগানটীর শোভা দর্শন করিয়া দেবগণ মোহিত হইলেন। ইহাঁরা ত্রমণ করেন,
আর পাছে ইংরাজেরা আদিয়া ঘুদি মারে, এই আশক্ষায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ফিরিয়া চান। বেড়াইয়া ক্লান্তিবোধ হইলে সকলে একথানি বেঞ্চে উপবেশন
করিলেন। ইক্ল বলিলেন "আহা। কি চমৎকার রাস্তা ঘাট এবং বিলাতী
রুক্ষাদি ঘারা নির্শ্বিত নিকুঞ্জ কানন।"

বরুণ। দেবরাজ ! ও দিকে দেখুন কেমন একটা স্থানর ব্রহ্মদেশীয় মন্দির ! ১৮৫৪ সালে ওটাকে ইংরাজেরা আনিয়া এখানে স্থাপন করিয়া-ছেন। ওদিকে দেখ ফোয়ারা দিয়া কেমন স্থানর জল উঠিতেছে !

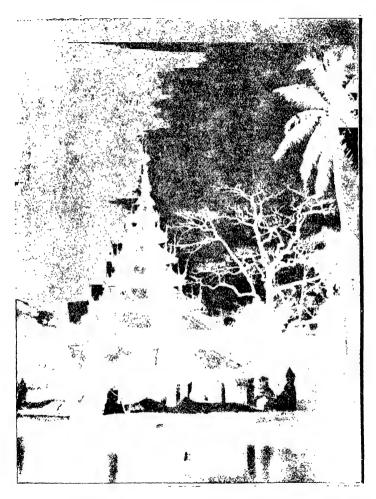
এই সময় বৈহাতিক আলোগুলি আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠায় উপ চীৎ-কার করিয়া কহিল, "কর্ত্তা-জেঠা! বাজী দেখ—বাজী দেখ। ভেল্পিতে জালো জ্বলে ?"

এই সময় নারায়ণ সবিশ্বরে কহিলেন, "বরুণ! এ কি আলো ৷ এমন কাশু ত কখন দেখি নাই! আপনা হইতে বিহাতের ভায় আলো কিরুপে জ্বলিল !"

বৰুণ। ইংরাজেরা কৌশলে বিছাৎকে ধরিয়া তাহার দ্বারা যেমন তারের ধবর আদান প্রদান করিতেছেন, তেমনি আবশ্রুক মত জ্বালাইতেছেন।

ব্রহ্মা। উ: । অভূত ক্ষমতা। ইংরাজের অসাধ্য কিছুই নাই। ইজা। বন্ধা। তোমার কথা সত্য, উহার সহিত তুলনায় আমার

^{*--} तक्नी अक्षर दिनिक इटेशार्छ।-- मण्णापक।



বৰ্ম্মিজ—পাাগোডা, ইডেন গার্ডেন—কলিকাতা ৪৯০ পৃঃ

নিক্নকানন তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আ ় মরি মরি, থেমন স্থকর তেমনি পরিষ্কৃত ।

নারা। বরুণ ! এ বাগানটী কে প্রস্তুত করে এবং ইহার নাম ইডেন গার্ডেন হইবার কারণ কি p

বরুণ। এই বাগানটা গবর্ণর জেনেরাল লর্ড অক্ল্যাণ্ডের সময় প্রস্তুত হয় ও তাঁহার ভগিনীর নামান্ত্রসারে ইডেনগার্ডেন নাম হইয়াছে। তোমরা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পদে পদে ভয় পাইতেছ; কিন্তু এ বাগানে সাধারণের প্রবেশ করিবার অনুমতি আছে। সন্ধাাকালে স্থাতিল সমীরণ সেবন জয়্ম অনেকেই এথানে ভ্রমণ করিতে আইসেন। সেই সময় এখানে প্রবণ-তৃপ্তিকর স্থমধুর বাল্প বাজিয়া থাকে এবং অনেক সাহেব বিবি আসিয়া কুঞ্জবনে লুকোচুরি খেলাও করেন।

এই সময় ইডেন গার্ডেনে টাউন ব্যাপ্ত বাজিতে লাগিল। দেবগণ অনেকক্ষণ বসিয়া বাজ শুনিলেন। তৎপরে সকলে বাসায় চলিলেন। তাঁহারা বাগানের বাহিরে আসিয়া দেখেন—রাস্তার ধারে ধারে আলোক-স্তম্ভে আলো জলিতেছে। সকলে ধীরে ধীরে আলোকস্তম্ভের তলে ঘাইয়া হাঁ করিয়া চাহিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা। বরুণ ! লঠনের মধ্যে বিনা তৈল শলিতায় ও আবার কি রকম আলো জ্বলিতেছে ?

বক্রণ। কলে পাথুরে কয়লা হইতে বাষ্প বাহির করিয়া সেই বাষ্পে জ্রুপ আলো জালিয়াছে।

দেবগণ বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নানা কথায় রজনী প্রভাত হইলে বঙ্গণ কহিলেন, "আমি সত্ত্বর একবার কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে বারিবর্ধণ করিয়া আসি। আমার না আসা পর্যাস্ত তোমরা বাহির হইও না।"

ইন্দ্র। শীতকালে বারিবর্ধণ কেন ?

বঙ্গণ। এক্ষণে আমার আর সময় অসময় নাই, স্থবিধা পেলেই জল
ঢালি। শীতকালে মফঃস্বলের খোদ কর্ত্তারা পল্লীগ্রাম দর্শনে বাহির হইবেন,
তাঁহাদের অভার্থনার্থ পচা বিচালির গাদায় জল ঢেলে মাছি, মশা ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাটের জন্ম দিব। ঐ হুজুরেরা বর্ধার সময় পল্লীগ্রামে যাইয়া
লোকের রাস্তা ঘাটের কন্ট দেখেন না। শীতকালে স্থের সময় যাইয়া
থাকেন। অতএব আমার স্টে কীটগুলো যদি চক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখা বন্ধ
করে, তাহা হইলেও প্রজার কন্ট কতকটা অনুভব হইতে পারিবে।

বঙ্গণ প্রস্থান করিলেন। দেবতারা মুখ হাত ধৌত করিলেন এবং নগর জমণে বহির্গত হইবার জন্ম সকাল সকাল আহারের উদ্বোগ করিলেন। তাঁহারা "বঙ্গণ এই আসে এই আসে" করিয়া অবৈর্য্য হইয়া আহারাজে বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়া নারায়ণ কহিলেন, "এই বড় বাড়ীট লক্ষ করিয়া চল আমরা সোজা দেখিতে দেখিতে যাই। গলি ঘুঁজিতে প্রবেশ করিব না, তাহা হইলে রাস্তা হারাইয়া কেলিব।" সকলে নারায়ণের কথায় সম্মত হইয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

তাঁহারা অন্তমনস্ক হইয়া যেমন একটা মোড়ের নিকটে দাঁড়াইয়াছেন, অমনি চশমা চক্ষে এক প্রাচীন মুবলমান তাঁহাদের নিকট আবিয়া উপস্থিত হইল। সে পিতামহের নিকট আবিয়া কহিল, "বাবা! তুনি চক্ষে একটু একটু ঝাঞ্চা দেখ ৭টে।"

বন্ধা: কৈনা!

মুস। না বাবা! গোপন ক'রো না। আমি ঐ রোগে বড় কষ্ট পেয়েছি ব'লেই ব'ল্ছি।

ব্ৰহ্মা। কৈ! আমি ত ঝাপ্সা দেখ্চিনে।

মুস। না দেখ্লেই ভাল। যদি কিছু হয়, এই জন্তই ব'ল্চি; হুচারিটী পয়সা খরচ ক'র্লে ভাল হবার এখনও উপায় আছে।

পিতামহ কিছুক্ষণ ভাবিলেন। পরে ছই চকু রগড়াইলেন। চকু রগড়া-

নতে জ্বলিয়া উঠিল, একটু জ্বল বাহির হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "মর্জ্যে জাসিয়া যদি চক্ষু হারাইয়া যাই, প্রাচীন বয়সে বড় কট পাইতে হইবে, অতএব ছুচারিটি পয়সা ব্যয় করিয়া কিঞ্চিৎ ঔষধ লইয়া রাখি", ভাবিয়া কহিলেন, "দাও। আমাকে চারি পয়সার চক্ষের ঔষধ দাও।"

মুদলমান হাসিয়া কহিল "আমি চিকিৎসক নহি, কিংবা পয়দা লইয়া ঔষধ বিক্রয় করা আমার ব্যবদা নহে; তবে আপনার চাউনি দেখে কেমন কেমন বোধ হওয়াতেই চক্ষের পীড়া আছে দন্দেহ করিলাম। যাক্—আমি যে কয়টা মদ্লা বলি ছ চারিটা পয়সা থরচ ক'রে বেণের দোকান থেকে কিনে নিয়ে দব কয়টা বেটে চক্ষে গুলেপ দিবেন, ছইচারি দিনেই সেরে যাবে।" বলিয়া মৃদলমান পকেট হইতে একটু কাগজ্ব ও পেন্সিল বাহির করিয়া লিখিয়া দিল।

নারা। কোন দোকানে এ সব দ্রব্য পাওয়া যাবে ?

মুদ। যে দোকানে ব'ল্বেন, দেই দোকানেই পাবেন। তবে কোন বেটা না প্রতারণা করে। এই কলিকাতা সহরে, মহাশম। প্রতারকের অসম্ভাব নাই এথানকার প্রায় সকল বেটাই জুয়াচোর। আপনারা এক কাজ করুন, সম্মুথের ঐ বেণের দোকানটা হ'তে কিনে লউন। ও লোকটা ভদ্রলোক, আর গাছগাছড়া অনেক চেনে।

দেবগণ এই কথায় সন্মত হইয়। সেই দোকানে প্রবেশ করিয়া ঔষধের নাম কয়েকটা বলিলেন। বেণে কহিল "এক টাকা মূল্য দিতে হবে মহাশয়।"

ইন্দ্র। এক টাকা! যে লোক ব'লে দিলে সে যে চারি পয়সা মূল্য লাগিবে ব'লে!

দোকা। তা ২বে না কেন ? যে দোকানী বেটারা জুয়াচুরি করে, তাহারাই ঐ মূরো দিতে পাবে। আমাদের ধর্মাঙ্র আছে, যা তা দিতে পারিনে। সত্যি, আপনাদের নিকট এক টাকা নিয়ে কিছু রাজা হব না, পরকাল ত আছে!

বন্ধা। যাক্ বাবা! বার আনা লও।

"দেন-মহাশর! বৌনির বেলা আর থোদের ফিরাব না" বলিয়া বণিক্ দেবগণকে দ্রব্যাদি প্রদান করিলে তাঁহারা সানন্দচিত্তে বাসায় চলিলেন। তাঁহারা সকলে পথ হারাইয়া বড়বাজারের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় বঙ্কণ সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বেশ যাহা হউক, তোমাদিগকে না খুঁজেছি, এমন জায়গা নাই।"

উপ। আমরা পথ ভূলে বাসা পাচিছ না।

বরুণ। আমি সকলকে বারংবার নিষেধ ক'রে গেলাম, আমি না আসিলে বাসার বাহির হইও না।

ব্রহ্মা। ভাই ! ভাগ্গি এসেছিলাম, তাই চক্ষু হটা বেঁচে গেল।—একটা চক্ষুরোগের চমৎকার ঔষধ পেয়েছি। দাম থুব সন্তা, বার গণ্ডা পয়দা।

বরুণ। কে বুঝি প্রতারণা ক'রেছে! আপনার চোখে কি হয়েছে ? বন্ধা। ঝাঞ্চা ঝাঞ্চা দেখি!

"দেখি" বলিয়া বরুণ নারায়ণের হস্ত হইতে কাগজের মোড়ক চাহিয়া লইয়া দেখেন—ছাগলের নাদি, কাঠের শুঁড়া এবং মাকড়সার জাল দিয়া বার গণ্ডা পরসা ঠকাইয়া লইয়াছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া নারা-য়ণকে কহিলেন, "তোমরা কি সকলেই চথে ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখ ? সকলেই কি পিতামহের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের মাথা থেয়েছ ?"

ইক্সং। নাহেনা। দোকানী অতি ভদ্র লোক, সে আনেক দিবিব ক'রে দিয়েছে।

বরুণ। তোমাদের চকু মাছে, ছাগল-নাদি কি না ভাল ক'রে চেয়ে দেথ। তোমরা জান না—এ সহরে প্রতারকের অপ্রতুল নাই। তোমা-দিগকে নৃতন লোক দেখিয়াই ওরূপ কার্য্য করিয়াছে।

ইক্র। ভাল দোকানীই থেন প্রতারণা ক্রিল, মুদলমান মহাত্মার ইহাতে কি স্বার্থ আছে ? বঙ্গণ। "মুসলমান ঐরপে থরিদদার জুটাইরা দের; তৎপরে দোকানী যাহা লাভ করে, মুসলমানকে তাহার অংশ দিরা থাকে। তোমরা যথন নগর ভ্রমণে বাহির হইরাছ তথন চল একবার বড়বাজারটা দেখাইরা লইরা যাই।" বলিরা বরুণ সকলকে লইরা রাণী অর্ণমন্ত্রীর চকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বড়বাজারের চতুর্দ্ধিকে লইরা গিরা নানাপ্রকার হতা ও পশমের কাপড়, বনাত, কম্বল, গালিচা; পিতল, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর দ্রবা; সোণা, রূপা প্রভৃতি দামী বাসন ও গহনা; হীরা, মুক্তা ও পান্না প্রভৃতির দোকান। ছুরি, কাঁচি, তালা ও চাবি প্রভৃতির দোকান; দড়ী ক্যাম্বিস, ধুনা প্রভৃতি ও জাহাজীর দ্রব্যের দোকান; বেণের মসলা, মৃত, চিনি ও সোরা প্রভৃতির অসংখ্য দোকান দেখাইয়া অপর একটী চকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইক্র। বঞ্চণ! এমন বাজার ত কোথাও দেখি নাই। ভাল, এই বাজারের মধ্যে হটী উৎক্লষ্ট চক দেখিলাম, ও হটী কাহার ?

বরুণ। প্রথমটী মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর; দ্বিতীয়টী মনোহর দাসের। বড় বাজারের মধ্যে এই হুইটী চক বিখ্যাত। এই বাজারের দক্ষিণে আরমাণী গির্জ্জা আছে।

দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, বরুণ ৷ এ বাড়ীটি কাহার ?

বরুণ। দেওয়ান কাশীনাথের।

ব্রহ্মা। ইহাঁর বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইহাঁর পিতা সমাট্ সাজেহানের দেওয়ান ছিলেন। ইহাঁরা জাতিতে ক্ষপ্রিয়। আদি বাস লাহোরে। ইহাঁর পিতার নাম মূলুকটাদ ! ইনিই আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। মূলুকটাদের পুজের নাম দেওয়ান কাশীনাথ বাবু। ইনি কর্ণেল ক্লাইবের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান কাশীনাথ অত্যস্ত হিন্দু ছিলেন। ইনি নিজ আবাসবাটীর সন্নিকটে স্থানলজী নামক বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন চক তাঁহার সেবার্থে দান করিয়াছেন। এই মহাজ্মা লালগড় নাথের মন্দির ও পীর জুমাসার গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন; ইহাঁর প্রজ্ঞের নাম দামোদর দাস বর্মণ। ইনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও বিষয়ী। লোকে ইহাঁকে রাজা বাবু বলিয়া থাকে। কলিকাতার নূতন চক, কাশীনাথ বাবুর বাজার ইহাঁরই। অনেকে বলে—কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দির এই বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত। পিতামহ! সম্মুখে বড়বাজারের মল্লিকদের বাড়ী দেখুন।

ব্রহ্মা। ইহাদের বিষয় বল।

বরুণ। ইহাঁরা জাতিতে স্থবর্ণবিণিক্, পূর্ব্ব উপাধি দে। নবাব সরকার হইতে মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। বনমালী মল্লিক সমাট্ আকবরের সময় বিষয় করেন। ইহাঁদের কাঁচড়াপাড়ায় আবাদ ছিল। আবাদের নিকট একটী খাল আছে, তাহাকে অভাপি লোকে মল্লিকের খাল কহে। ইহাঁর পুত্রের নাম ক্রফাদাস মল্লিক। ইনি বল্লভপুরের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। এই ২ংশের নয়ানটাদ মল্লিক মাহেশে অনেক মন্দির ও ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং বড়বাজারে পাকা রাস্তা করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁর পুত্র গৌরচরণ মল্লিক কাঁচড়াপাড়ায় একটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

নয়ানচাদ মল্লিকের দ্বিতীয় পত্র নিমাইচরণ মল্লিক বল্লভপুরে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কাঁচড়াপাড়ায় ক্রফ্রায়জী নামক বিগ্রহের মন্দির ও তাঁহার সেবার্থ অনেক অর্থ প্রদান করেন। ইনি বাটীতে বিদ্ধাবাসিনী পূজা করিয়া অনেক দেনদার কয়েদীর দেনার টাকা দিয়া কারাগার হইতে মুক্ত করিতেন। ১৮০৭ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় ইনি ক্রোর টাকা রাখিয়া যান। ইহাঁর পুত্র রামমোহন মল্লিক ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট বিষয় বৃদ্ধি করেন। ১৮৪৩ সালে ইনি তিন মাস প্রাণ শ্রবণ ও তত্বপলক্ষে বিস্তর টাকা বায় করেন। ১৮৫৫ সালে ইনি

গলাতীরে একটা ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৩ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয় ।
ইহাঁর পূত্র প্রেমনাথ মল্লিক শ্রীক্ষেত্রের জগলাথের রন্ধনশালা নির্দাণ করিয়া
দেন। বৃন্দাবনের বংশীলাল গোস্বামীর কুঞ্জ থরিদ করেন। এই
বংশের মতিলাল মল্লিক বৃন্দাবনে একটা কুঞ্জবাটা নির্দাণ করিয়া দেন।
তথার রাধাস্থামজী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁর পোষ্যপুত্র বাবু বছলাল
মল্লিক। ইনি মাহেশে একটা কুঞ্জবাটা প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন।
এবং ১৮৭৪ সালে মাতার তৌল ব্রত উপলক্ষে বিস্তর টাকা বার
করিয়াছিলেন।

এথান হইতে যাইয়া সকলে শেঠেদের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে বৰুণ কহিলেন ;—

শ্রহার পলাশীর যুদ্ধের ৫০ বংসর পূর্বৈ আসিয়া কলিকাতার বাস করেন। ইহাঁরা অত্যস্ত ধনা ব্যবসায়ী। ইহাঁরা আবাসবাটীর নিকটে গোবিন্দজী নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাঁরাই পুত্র ক্সাদিগের বিবাহের স্থবিধার জন্ত বসাকদিগকে আনিয়া কলিকাতায় বাস করান। বসাকেরাও অত্যস্ত ধনী। যথন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেল্লা নির্মাণ করেন, তথন শেঠ ও বসাকদিগকে বড়বাজারে জমী বদল দিয়া তাঁহাদের বাসস্থানের জমী লন। ঐ হুর্গ ডেলহাউসা স্বোলারের উত্তরপশ্চিম দিকে ছিল। শেঠেরা যথন উঠিয়া আসেন, গোবিন্দজীকেও বড়বাজারে উঠাইয়া আনেন। এই বংশের যাদবেন্দু শেঠ রাধাকাস্তজী নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত ঠাকুর বাঁশতলা ষ্টাটে ৫ নং বাটীতে আছেন।"

দেবগণ এখান হইতে বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে বক্ষণ দেবগণের জলযোগের জক্ত কিছু মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া লইলেন। উপ যাইবার সময় চতুর্দিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া বাইতে লাগিল; অন্যুন কুড়ি বাইশ বার হোঁচটপাইল।

দেবগণ বাসায় আসিয়া জলযোগ আরম্ভ করিলেন। নারায়ণ কহিলেন,

"মর্ব্যের জল-হাওয়ার বেশ কুখা হয়। স্বর্গে আমরা জুখা তৃক্ষা কাহাকে বলে জানিতাম না।"

ব্রহ্মা। শরীরে পাপ প্রবেশ ক'ছে কিনা । পাপী ব্যক্তিরাই কুধা ভূষার কট্ট পার। জলবোগ করিরা পুনরার সকলে একথানি গাড়ী ভাড়া করিয়া নগর ব্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটি বাড়ীর গাত্রে বৃহৎ বৃহৎ ইংরাজী অক্ষরে কি লেখা রহিরাছে। তদ্ধটে দেবরাক কিজ্ঞাসা করিলেন "বরুণ । এ বাড়ীটি কি ?"

বঙ্গণ। এ বাড়ীটির নাম বাধ্গেট কোম্পানির দাওরাইখানা; এটা এই সহরের মধ্যে একখানি প্রধান ঔষধের দোকান। ইহাঁরা থারাপ ঔষধ বিক্রের করেন না। আরো অনেক ঔষধের দোকান আছে; যে ঔষধ নষ্ট হইরা বার্য্য, তাহার্য্য তাহা স্থাভ মূলো বিক্রেয় করিয়া ন্তন ঔষধের আমদানা করে। ঐ পচা ঔষধ বাজারওয়ালারা সন্তাদরে কিনিয়া লইরা গিয়া অপরাপর ঔষধালয়ে বিক্রেয় করে। বেশী মাত্রায় পল্লীগ্রামে ষার্য়। তথাকার হাতুড়ে ডাক্রোরেরা সেই পচা ঔষধে মনের সাধে জল মিশাইয়া রোগীদিগকে খাইতে দের। যে রোগীর অথও পরমার্, তিনিই বেঁচে বান; কিন্তু ঔষধের দাম দিতে সর্কারান্ত হইতে হয়। ঐ থারাপ ঔষধ বেশী পরিমাণে বাবহার হওয়াতেই দেশের এত শোচনীয় অবস্থা।

ব্হনা। বাঁহাদের ঐ সব ঔষধালয়, তাঁহার। ত মহাপাপ করেন। পুরাতন ঔষধ বিক্রেয় না করিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তবা। তাঁহারা বিক্রেয় না করিলে, পচা ঔষধ দেশ-দেশাস্তবে যাইত না, দেশেরও এমন ছুরবস্থা হইত না।

বঙ্গণ। মাশ্লুষের আজও ততদুর বোধ ও নিঃস্বার্থ প্রবৃদ্ধি জন্মে নাই।
দেবগণ দেখেন—দোকানের বাহিরে ছটা লোক ঘূরে ঘূরে বেড়াছে।
এই সময় দোকানের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বাহিরে আসিল। উহারা
ভাহার নিকট বাইয়া কচিল "আপনাকে শিশি ধোয়া জলগুলো দিতেই

হবে। দেখুন ঐ জল আমরা দেশে লইকা বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিব। আপনি স্বদেশস্থ এবং এই দোকানে কর্ম্ম করেন বলিরাই আদিরাছি।"

শে ব্যক্তি "আছে।" বলিয়া দোকানে প্রবেশ করিলে প্রথম ছই ব্যক্তিবিয়া গল আরম্ভ করিল। একজন কহিল—"আমরং ছাইতে না পারি, গোড় চিনি। রোগের ঔষধই উপবাস। তাহাতে রোগ না সারিলে ঔষধ দিই। জল ঔষধে যদি বিকার টেনে আনে, দিন থাকিতে বলি আমার অসাধা, ভাল ডাক্তার আন। ভাল ডাক্তারের হাতে মরে, তাহাদের বদনাম হয়। আমরা মাধব কবিরাজের শালার মত জেরান্ত মারুষ মারিনে। ছি!ছ!লোকটা ধড় ফড় ক'রে মরে গেল।"

২য়। সে কিরূপ १

১ম। জান না ?—মাধব কবিরাজের শালা, যাহাকে আমর। মামা ব'লে ডাকিতাম।

२য়। চিনেছি, ধড়ক্ড্মে মরে গেল কি ?

১ম। এ ধবর রাথ না ? মামা, তাঁর বোনাই মাধব কবিরাজের বাড়ীতে থেতেন আর ভাগিনেরদের কোলে পিঠে ক'র্তেন। লেখাপড়া জানা দুরে থাক, হাতে-থড়ি পর্যান্ত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। মাধব কবিরাজের মৃত্যুর পর মামা ব'ল্লেন্ "আমি চিকিৎসা'ব্যবসা আরম্ভ করি, কারণ আমাদের যজমানেরা স্ফুচিকিৎসকের অভাবে কার দ্বারম্ভ হইবে ?" কিছ হঃথের বিষয়, মামাকে কেউ ভাকে না। হঠাৎ একটা রোগীর আসম্মকাল ঘুনিরে এসেছিল, সে মামাকে ডাকিতে আসিল। মামা মহাসম্ভই হইয়া মাধব কবিরাজের আলমারা খুলিয়া ঔষধ বাছিতে লাগিলেন; তাঁহার ঔষধ আর মনস্থ হয় না। যে ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে কহিলেন, "হাঁরে রোগীর বয়স কত ? জোয়ান না বালক ?" সে কহিল, "জোয়ান, কাল সবে জ্বর হয়েছে।" এই সময় মামা বড় বড় লাল ঔষধ দেখিয়া কহিলেন. "হাঁ হাঁ, তাকে এই মৃত্যুক্তর ঔষধ থাওয়াতে হবে।"

২য়। ঔষধের নাম কি মৃত্যুঞ্জয় আছে ?

সম। মামা একটা নাম রেখে দিলেন। তার পর শোন না—মামাদশ পনর গণ্ডা সেই ঔষধ নিয়ে রোগী দেখতে চল্লেন। যাইবামাত্র তাহারা একটা টাকা দিল, তথন রোগীটে ব'সে গুড়ুক তামাক থাছিল। মামার এই প্রথম টাকা উপার্জন; অতএব টাকাটী নিয়ে মহাসম্ভষ্টিচিন্তে কহিলেন, 'অগ্রই জ্বর আরাম ক'রবো, তোমাদের কোন চিস্তা নাই। বিলিয়া সেই মৃত্যুক্তর বড়ী একেবারে দাদশটী থেতে দিলেন। রোগী শুষধ থেয়ে শুয়ে প'ড়লো এবং ছই একবার হাত পা থেঁচে চোক কপালে তুলে সিকা ছুক্লো! মামাথানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দেখে ব'লেন, "একটু পরেই সেরে যাবে, তোমবা কিছু চাপা দিয়া রাথ, যেন বাতাস না লাগে" বিলিয়া দে চম্পট।

২য়। তুমি জান্লে কেমন ক'রে ?

ুন। মামা পালিয়ে এসে আমাদের বাড়ীতে লুক্য়েছিল। সমস্ত দিন বাটীর বাহির হয় নাই। সন্ধার পর আমাকে চুপে চুপে ব'য়ে, "দেখে আয় দেখি, সেটাকে বাহির ক'রে নিয়ে গেছে কি অরে আছে।" আমি ব'য়াম "মামা, রোগীটে ষে সকালে শুড়ক তামাক থাচিছল দেখে এসেছি।" মামা ব'য়েন, "ওরে বাবা! বিকারে নেচে খেলে বেড়ায়। ওতো শুড়ক তামাক থাচিছল; তোরা জানিস্না, ওর চোরা বিকার হয়েছিল।" মানার মাস্থ্য মারা দেখে আমার সাহস হ'লো, মনে মনে ভাব্লাম "বা! এ ব্যবসা ত বড় মজার! আমি এই ব্যবসা ক'য়্বো।" সেই থেকে ডাক্ডারি আরম্ভ ক'রেছি।

দেবগণ এই সমস্ত কথা শুনে আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন, "ইহারা পাড়াগাঁমে হাতুড়ে ডাব্রুনার। ইহাদের মধ্যে ন্থিতীয় ব্যক্তিকাতিতে ডোম।"

নারা। ডোমের জল লোকে থার ?

বরুণ। ঔষধার্থে লোকে ব্লেচ্ছের জল থাচে, ডোম ত বাপের ঠাকুর !
এথান ইইতে সকলে এক স্থানে উপস্থিত ইইয়া দেখেন—অনেক শুলি
সাহেব একটা বাটা ইইতে পোষাকাদি থরিদ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন। বাটার গায়ে বড় বড় ইংরাজা অক্ষরে কি লেথা রহিয়াছে।

ইক্র। বরুণ। এ বাড়ীট কি ?

বরুণ। ইহার নাম হোয়াইটওয়ে লেড্লর আফিস। এই স্থানে সাহেবদিগের যাবতীয় পরিচ্ছদাদি বিক্রেয় হয়। অনেক মেম এখানে বস্তাদি থরিদ করিতে আসিয়া থাকেন বলিয়া বিস্তর মেম চাকরাণী আছে। এখানকার দোকানীরা অনেক অংশে ঘটকের কাজ করে; কারণ ধে সমস্ত অবিবাহিতা মেম বস্তাদি কিনিতে আসে, তাহাদিগকে অপর কোন অবিবাহিত সাহেবের রূপ গুণের বর্ণনা করিয়া সম্মত করাইয়া বিবাহ দেয় এবং অনেক বিক্রেতা ঐ স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া—

এই সমন্ত্র ছুইজন বাঙ্গাল আসিয়া দেবগণকে কহিল "মোশারা কইতে পারেন, এইটার নাম কি হোয়াটগুয়ে লেড্লর অফিচ্? আপনারা জানেন—এক একটা স্থাট ও সাহেবী পোষাক কর্তি মূল্য কত লাগ্বে?"

বরুণ। সাহেবী পোষাকে তোমাদের আবশুক কি ?

বাঙ্গা। আমরা পচ্চিম যাইবার মনস্থ ক'রেছি। স্থাট কোট্ দেখুলি লোকে সাহেব ঠাওরাইয়া ঠ্যাস মারবে না।

নারা। তোমাদের বর্ণ রুঞ্চ, সাহেব সাজিলে মানাবে কেন ?

বাঙ্গা। ক্লফাবর্ণের কি সাহেব নেই ?

ইন্দ্র। যাক্, তোমরা কি ব'লে আত্মপরিচয় দেবে ?

বালা। আমরা ডিকুক মিকুজ যাহোক একটা কইমু।

নারা। বঙ্কণ! আমাদেরও একটা সাহেবী পোষাক কিন্তে হয় না ? স্বর্গে প্রত্যাবর্জন-সময়ে সাহেব সেজে গেলে রহস্ত মন্দ হবে না।

ইহার পর এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন, "ওদিকে দেখুন

হারম্যান্কোম্পানী। উরারা কলিকাতার মধ্যে প্রধান দরজি। ঐ দোকানে সনেক সাহেব পরিছেদাদি প্রস্তুত করাইয়া লন। অনেক ধনী বালালীরও এখানে পোবাকাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বি, এ; এম, এ; প্রভৃতি উপাধিধারীর পরিছেদ প্রস্তুত করা ইহাদের কন্ট্রীক্ট লওয়া আছে।

নারা। বরুণ! তুমি ব'লে বালালীরাও ঐ দোকানে পোষাকাদি প্রাক্ষত করাইরা লয়, কিন্তু উহাদের পিরাণাদি সেলাই কি দেশীয় দরজি-দিন্তের সেলাই অপেকা উৎকৃষ্ট হয় ?

वक्ष । ७९कडे स्व ना वर्षे ; जरव देशता कामात পেছन मिक्छ। दिन जारहरी धत्रभुत काविता राजाहे कतिता एका ।

ইব্র । বৰুণ। হাইকোর্টের জজেরা যে স্থলর পরিচ্ছদ পরিরা সেসনে বসেন, তাহাও কি এই স্থানে প্রস্তুত হয় ?

वक्षण। हैं।, दक्त ?

ইক্স। আমাকে সেই প্রকার পরিচ্ছদ থরিদ করিয়া দিতে হইবে; কারণ আমার ঐক্সপ বেশে বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিবার একাস্ক ইচ্ছা হইয়াছে।

বৰুণ। ঐব্ধপ পোষাক থবিদ করিলে অবিকল প্রাপ্ত হওয়া বাইবে না। উহারা কিছু ইতর বিশেষ করিয়া দিবে, যেহেতু অবিকল পোষাক বিক্রের করিবার উহাদের অধিকার নাই।

এখান হইতে সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলে পিতামহ জিজ্ঞাসা করিলেন "বক্কণ! সন্মুখে দেখা যাইতেছে—ও বাড়াটি কি ?"

বন্ধণ। উহার নাম হামিন্টন কোম্পানীর দোকান। ইহারা ক্লিকাতার মধ্যে প্রধান কহরী। এই দোকানে চ্যেন, ঘড়ি, হীরকাদি এবং স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় উৎক্রুষ্ট গহনাদি বিক্রেয় হইয়া থাকে।

हेक्स। यक्स्म । फि्फरत हन ना, धक्का छान चिक् कितन गरे।

এখানকার গহনাদির গড়ন যদি ভাগ হয়, প্রত্যাগমন-সমরে মহিনীর 🐠

বঙ্গণ এই কথার সন্মত হইরা দেবগণকে ভিতরে লইরা যাইরা দেখেন

—একজন পরীপ্রামের জমীদার গহনাদি খরিদ করিরা বিষম বিপদ্প্রস্ত
হইরাছেন। সাহেবেরা চালানের পূঠে তাঁহাকে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিবার
জন্ত জেদ করিতেছে; কিন্তু বাব্র হাতে-খড়ি না হওয়ার কি করিয়া নাম
স্বাক্ষর করিবেন ভাবিরা গলদ্বর্ম হইতেছেন। লোকটা চালাক, অবশেবে
আপনার নামান্তিত মোহরের ছাপ দিরা কাজ সারিলেন। তৎপরে
সাহেবদিগের উপরোধে টেবিলে বসিয়া কি কভকগুলা গিলিতে লাগিলেন।

পিতামহ একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিরা কহিলেন, "লেখাপড়ার ত পশুত, খুব। এদিকে দক্ষিণ হস্তের বিষয়ে দেখ্চি পটু। বঙ্গণ। ও পাষও কে ?"

বঙ্গণ। উনি এক প্রীগ্রামের মূর্থ ক্ষমিদার। লেখাপড়ার মূর্তিমন্ত— কিন্তু লোকের নিকট এই ভাব প্রকাশ করেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর এক-জন স্থাশিক্ষিত অবতার।

ইন্তা। বঞ্জ। উনবিংশ শতাব্দীর লোকেরা কেমন १

বরুণ। ইহাদের মেজাজ ইংরাজী ধরণের। ইহাদের সভ্যতা ও চালচলনও সাহেবী গোছের। অনেকে হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করেন না, একমার্র নিরাকার ঈশ্বর স্বীকার করেন; কিন্তু কাজেও তাহা দেখান না। ধুতি চাদর পরিধান ও মাছের ঝোল ভাত অনেকের ভাল লাগে না। হাট কোট পরিধান করিয়া টেবিলে বসিয়া মন্ত-মাংসাহার বেশী পছন্দ করেন। ইহাঁদের স্ত্রীই সর্ক্ষ। অনেকে মাতাকে মাতা বলিয়া পরিচর না দিয়া বাপের পরিবার বলিয়া পরিচর দিয়া থাকেন। এই উনবিংশ শতাব্দীতে পৈতা ফেলা ও ব্রাক্ষ হওয়া লোকের একটা সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শতাব্দীতে বাপের গারে পা ঠেকিলে "বেগ ইওর পার্জন" বিশিয়া ক্ষমা চায়। নিজে গাড়ী জুড়ী হাকান এবং বাপকে বাজার ক'র্তে পাঠান। পরিবার রাঁধ্লে পাছে অসুথ হয় এই জক্ত মাকে দিয়া রাঁধান হয়। স্ত্রী-পুরুষ্ঠের কথোপকথন পাছে বাপ-মার কানে যায়, এজক্ত নীচের অন্ধকার বরে তাঁদের শুতে দেন।

ব্রহ্মা। ও যাক্—কলিতে যা যা হবার তা এই উনবিংশ শতাব্দীতে হ'চে, ও আর শুনে কি হবে। বক্লণ মূর্থ জমীদারেরা কে—আমাকে বিশেষ কবিয়া বল।

বরুণ। আপনার শ্বরণ থাকিতে পারে, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে প্রাণত্যাগ कतिरण रुक्यान अवशास्त्रपा गमन कतिरणन । अवश तकनोमरश ना व्यानिर्ज পারিলে লক্ষ্মণ আর জীবিত হইবেন না শুনিয়া রাবণ নিজ মাতৃল কালনেমি নামক এক রাক্ষসকে ডাকিয়া কহিলেন, "মামা ৷ যথপি তুমি কোনরূপে হতুমানকে প্রতারণায় বশীভূত করিয়া রঞ্নী প্রভাত করিতে পার, আমি তোমাকে রাজ্যের অদ্ধাংশ তুলারূপে প্রদান করিব; তোমার বৃদ্ধি অতি প্রথর এবং পরিমার্জ্জিত, তজ্জন্মই এই মহৎ ভার অর্পণ করিতেছি। আমি তোমাকে ভারার্পণ করিয়া নিশ্চয় জানিতেছি যে. তোমারই বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । রাবণমুখে নিজ প্রশংসাবাদ শুনিয়া বিশেষতঃ রাজ্য-প্রাপ্তির লোভে রাক্ষ্য ষ্টুচিত্তে প্রস্থান করিল এবং হয়ুমানুকে মায়ায় বশীভূত করিয়া এক সরোবরে স্নানার্থ পাঠাইল। স্নানান্তে হতুমানের প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া কালনেমি মনে মনে ভাবিল, পুষ্করিণীতে যেরূপ কুষ্কীবের উপদ্রব, বোধ হয় বানরটাকে এতক্ষণ উদরসাৎ করিয়াছে; অতএব আমি রচ্ছু পাকাই, নচেৎ কি দিয়া রাবণের অর্দ্ধেক রাজ্য মাপিয়া লইব। কালনেমি দড়ি পাকাইতেছে, এমন সময় হুমুমান প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকে সংহার করিতে উদ্ভত হইল। রাক্ষ্য প্রাণ বায় দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কহিল, "হায়। আমার রাজ্যভোগ অদুষ্টে হইল না, হাতের দড়ি হাতেই রহিল !" হয়ুমান্ তাহার রোদনে

গু:খিত হইরা কহিলেন, "কালনেমি! আমি তোমাকে সংহার করিতেছি বটে, কিন্তু লোভে পড়িরা এ কাজ করিয়াছ জানিয়া বর দিতেছি, ভোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ ঘটিবে। কলিতে তুমি মূর্থ জমীদারক্ষপে বিরাজ করিবে, সেই সময় তোমার রাজ্যের জমী তোমার আমলারা ঐ হস্তন্থিত রক্ষ্ স্বারা মাপ করিবে।"

উপ। বৰুণ-কাকা, বাঁশ দিয়ে ত মাপে ?

নারা। বরুণ। এই বোকা জ্বমীদারটা কি ক'রে নিজের বিষয় বুঝে লয় ? আমলারা বোকা দেখিয়া ফাঁকী দিয়ে লয় না ?

বৰুণ। উনি গোমস্তাদিগকে কহেন, "আমি বকেয়া বাকী প্রভৃতি বুঝি না; যে তালুকের যত আয়, আমাকে সেই টাকা রোক ছই তিন কিস্তিতে দিতে হইবে।"

দেবগণ ইহার পর চ্যেন ঘড়ি থরিদ করিয়া টাকা দিলে দোকানের ছই একজন লোক তাঁহাদিগকে জল খাইতে উপরোধ করিল। তাঁহারা ওজর আপত্তি করিয়া পলাইয়া আদিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া পরস্পর মুথ চাওয়া চাওয়ি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাহেবটা আমার হাত ধরে যেরপ টানাটানি আরম্ভ করিল, ভাবিলাম ব্ঝি জাতটা মার্লে! পুর ফাঁকী দিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

আবার সকলে চলিলেন : নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরুণ ! দেখা যাইতেছে—ও বাড়ীট কি •ৃ"

বৰুণ। উহা টি, টম্সন্ কোম্পানীর বাড়ী। এই স্থানে লোহা-লক্কড়ের দ্রব্যাদি বিক্রেয় হয়। উহাদের একটী কারথানা আছে। তাহাতে নানা-প্রকার লোহের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

এথান হইতে সকলে ধর্মতলার বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, বরুণ। এ বাজারটী কাহার ?

वक्रण। এই वाकावरी शृद्ध शैवानान नीत्नव हिन। मरश

মিউনিসিপাল কমিসনর হগ লাহেব মিউনিসিপাল বাজার সংস্থাপনকালে দেখিলেন, ধর্মজ্ঞলার বাজার থাকিতে তাঁহার বাজারের উন্নতি হইবে না, প্রতরাং অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়া শেষে প্রচুর অর্থব্যরে বাজারটী এক-কালে ধরিদ করিয়া লইয়াছেন। এরপ করিবার কারণ এই—মিউনিসিপাল বাজার প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে এই ধর্মজ্ঞলার বাজারে সাহেবদিগের যাবতীয় বাজ্যত্ব্য প্রস্তুত হইত। ওদিকে শনির মত কে গেল ৮ আপনারা একটু দাঁজান, আমি শীক্ষ ক'রে দেখে আসি।

বঙ্গণ প্রস্থান করিলে এক ব্যক্তি একটা কাগজে মোড়ক করা দ্রব্য এক দৃষ্টে দেখিতে দেখিতে নারায়ণের নিকট আসিয়া অতি মৃত্ত্বরে কহিল, "মহাশয়! দেখুন—এই সাতনল গাছটা রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম, এটা সোণার ত ?"

নারারণ দেখিয়া কহিলেন, "হাঁ সোণারই বটে। তোমার আজ লাভের কপাল।"

লোকটা তৎশ্রবণে ঈবং হাস্ত করিয়া করেক পদ প্রস্থান করিল এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিয়া নারায়ণকে পূর্ব্বের ক্যায় মৃত্ শ্বরে কহিল "দেখুন, কাহাকেও কহিবেন না, এ ছড়াটা আপনি আট দশ টাকা দিয়ে থারদ ক'রে লউন। আমার নিকট থাকিলে চোর মনে ক'রে পুলিদে ধরে নিয়ে যাবে। যাহার থোয়া গিয়াছে, অমুসদ্ধান পাইলে ক্ষেরত দিতাম; কিন্তু এ সহরে ত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না, লাভের মধ্যে প্রতারক বেটারা এসে 'আমার' বলিয়া প্রতারণা করিয়া লইবে।"

নারায়ণ কিয়ৎকাল চিস্তা করিয়া মনে মনে কহিলেন, "এমন স্থলার রং ও গড়ন স্থর্গের স্থাপিলারেরা করিতে পারে না। যন্তাপি থরিদ্ করিয়া লইয়া গিয়া নারায়ণীকে প্রদান করি, মর্স্তো আসিয়া কালবিল্ছানবন্ধন দারুণ অভিমানটা তিরোহিত হইতে পারিবে।" এই ভাবিয়া তিনি দশ টাকা মূল্য দিয়া সাভনর ছড়াটা ক্রম্ম করিলেন। ইব্র । আমি ভাই দাম দিচিচ, ও ছড়াটা আমাকে দেও।

নারা। তা আমি দেব কেন ? বলিতে কি, জলের দামে কিনেছি।

এই সময় বৰুণ আসিরা কহিলে", "শনি নয়, শুন্লাম সে সহরের গলিতে গলিতে ফেরে; কিন্তু দেখা পাবার যো নাই দেখা পেলে উপকে হাতে হাতে সমর্থণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তাম।"

নারা। বঙ্গণ। তুমি গেলে—আমি দশ টাকার একছড়া বহু মূল্যের সোণার সাতনর কিনেছি।

বৰুণ। কোথায় ?

নারা। একটা গোক রাস্তার কুড়িরে পেরে আমাকে সন্তাদরে বেচে।

বরূপ। মরেছ ? প্রতারকে ঠকাইরা গিনি সোপা ব'লে বেচে গিরেছে।
নারা। বল কি ? দেবরাজ ! কিস্তে চাচ্ছিলে গ নেবে ? কি
আশ্চর্যা ! লোকটা রাস্তার কুড়িরে পেলাম বলার আমি ব'লেছিলাম—
আজ তোমার লাভের কপাল ! শেষে লাভটা কি আমার মাথার হাত
বুলিরে ক'রে গেল !

ব্রহ্মা। ব্রা। কেঞ্চ, ঠক্লি ? বলি— সোণা দানা কিনিবার কি আর স্থান ছিল না ? স্বর্গে কি সোণার অপ্রতুল আছে ?

নারা। এখানকার গড়ন ভাল।

ব্রহ্ম। গড়ন নিমে তুই ধুমে থা।

দেবগণ আবার চলিলেন এবং যাইয়া চাদনীর চ্কের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখেন, অধিকাংশ দোকানে সাহেবদের কোট,পেন্টুলন বিক্রের হইতেছে এবং অনেক মনোহারীর দোকান রহিয়াছে। অনেকগুলি দোকানে পিস্তুল ও লোহার দ্রব্যাদি বিক্রের হইতেছে।

উপ কহিল, "কর্তাজেঠা! আমার পারে জুতা নাই, ঐ মেলা জুতা বিক্রী হ'চেচ. এক জোড়া কিনে দেবে ?" দেবগণ তৎপ্রবলে জুতার দোকানের

নিকট উপস্থিত হইলে চতুর্দিক্ হইতে দোকানদারের।—"বাবু, এদিকে সাস্থন, ভাল জুতা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

তাঁহার। একটী দোকানে প্রবেশ করিলে একজন বাঙ্গাল কহিল, "মশরেরা এহানে জুতা লইবেন না, এরা ডাহাতি কর্তি পারে। আমি এই জুতা জোড়াটা পারে দিয়ে দেখ্ছিলাম বলৈ পাঁচ সিহার জুতার দাম পাঁচ টাকা কৈচে। লব না কইচি তাতে বল্চে—যথন পায়ে দিছ লিতেই হবে! দেহবো এরা কেমন কইরে দাম আদায় করে। সত্যি আমি যশুরে বাঙ্গাল নই আমার নিবাস ডাহায়। সেহানেও জুতার দোকান আছে, সেহানেও জলের কল অইচে।"

রাস্তা দিয়া একজন যশোহরের বাঙ্গাল যাইতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "হালা, কি কইচিস্ ? যশুরে বাঙ্গালরা বাণের জ্বলে ভেসে আইচে, আর ডাহার হালারা—!"

দেবগণ বাঙ্গালদ্বয়ের বিবাদ দেখিতে দেখিতে চলিলেন। দোকানী কহিল, "মহাশ্বেরা জুতা নেবেন না ?" বৰুণ কহিলেন, "না বাবা, যে তোমাদের গুণ গুন্ছি!"

েদেবগণ চলিয়া যাইলে দোকানী বালালকে কহিল, "মহাশয়! উঠে যান— ভাল লোককে জুতা বেচ্তে গিইছিলাম, প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন খদেরকে "এরা জুয়াচোর" "এরা জুয়াচোর" ব'লে তাড়ালে। আপনি উঠে যান।"

বাঙ্গা। পাঁচ সিকায় হবে না ?' দোকা। না.।

বাঙ্গাল হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। ওদিকে বরুণ যাইতে যাইতে কহিলেন, "চাঁদনীর চকের জুতা-বিজেতারা বড় ছষ্ট। উহারা পল্লীগ্রামের লোক পাইলে পাঁচ সিকার জুতার পাঁচ টাকা লয়। প্রকৃতই উহাদের দোকানে জুতা একবার পায়ে দিয়ে, যদি দরে বনিবনাও না হয়, "কেন পায়ে দিলে" বলিয়া গোল করিয়া টাকা আদায় করিয়া লয়।"

এথান হইতে যাইয়া দেবগণ একটা বাটার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেথেন — অনেকগুলি ঘোড়ার গাড়ী থামিয়া রহিয়াছে এবং অসংথ্য বাবু ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই হস্তে এক এক তাড়া কাগজ।

বরুণ। ইহার নাম মিউনিসিপাল আফিস। এই আফিসটী নানা অংশে বিভক্ত। বাড়ীটি সর্বসমেত তিন তালা। প্রথম তালার ছাপাথানা ও গরুর গাড়ীর এবং দোকান পসারের লাইসেন্স আদারের আফিস আছে। দ্বিতীর তালার ভাইস্চেরারমাান, ইঞ্জিনিরার ও একাউণ্টেপ্তের আফিস আছে। ইঞ্জিনিরার হুইপ্রকার যথা—জলের কলের ও রাস্তাঘাটের। তদ্তির ঐ দোতালার সেক্রেটারি আফিস ও লাইটিং পুলিস আছে। তেতালার চেরারমাান, ড্রাফ্টস্মাান (নক্সা তৈরারকারী) প্রভৃতির আফিস আছে।

নারা। কাগজ পত্র হাতে ফির্চেন-এঁরা কারা ?

বরুণ। ইহাঁরা কলিকাতার যত ধনা লোকের ছেলে। ইহাঁরা প্রায় প্রতাহই এথানে আসিয়া মিউনিসিপাল কমিশনর হইবার প্রত্যাশায় উমেদারি করিয়া থাকেন। সকলের হস্তে যে কাগজপত্র দেখিতেছ, ওগুলি স্থপারিস চিঠি। উহাঁর। মিউনিসিপাল কমিশনর হইবার প্রত্যাশায় দারে দারে ঘুরে ঐ সমস্ত চিঠি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইক্র। মিউনিসিপাল কমিশনরদের বেতন কি ?

বরুণ। বেতন !—লোকের ট্যাক্স বৃদ্ধি করিলে গাল খাওরা!
আহা! ঠাকুরদা! ব'ল্বো কি ? একবার এই পদ লাভের জক্ত একজন
সম্পাদক পর্যান্ত লালায়িত হইয়াছিলেন। তিনি পরের কাড়ী নিজের বলিয়া
দেখাইয়া পদটী লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু পোড়া কপালে ভোগ হইল না।

নারা। বাড়ী দেখিয়ে বুঝি কমিশনর হ'তে হয় ?

বরুণ ! হাঁ। কমিশনর ছইবার নিয়ম এই, কলিকাভার মধ্যে ছইথানি বাড়ী থাকা চাই।

উপ। আচ্ছা---বরুণ-কাকা। বদি তুথানি ছোট ছোট থোলার বাড়া থাকে?

ব্ৰশা। তুই চুপ কৰ্। বঞ্গ! সম্পাদক ঐ পদটী লাভ ক'রে ভোগ ক'রতে পেলেন না কেন ?

বঙ্গণ। মিউনিসিপাল কমিশনর হগ সাহেব কেমন ক'রে তাঁহার প্রভারণার বিষয় টেব পেরে, ডাকিয়ে এনে কতকগুলো তিরস্কার করিলেন এবং নাম কটিয়া বিষয়ে ক'রে দিলেন।

উপ। সাহেবটার নাম হগ । হগু মানে ত শুকর।

এখান হইতে যাইয়া সকলে মিউনিসিপাল বাজারেরই মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুল। এ স্থন্দর রাজারটী কাহার ৮"

বরুণ। এই বাজারের নাম মিউনিসিপাল মার্কেট। ১৮৭৪ সালে ধর্ম্মতলার বাজার ভালিয়া এই বাজারটী সংস্থাপিত হয়। এই বাজারে সাহেবদের খাদ্মত্রবা বেশী বিক্রেয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে অপর্য্যাপ্ত পচা মংশু ও পচা মাংস বিক্রেয় হইত, এক্ষণে তাহা বিক্রেয় করা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ওদিকে দেখুন মিউনিসিপাল আফিস। বাজার ও আফিস বাটী নির্মাণ কবিতে ৬,৬৫,০০০ হাজার টাকা বায় হইয়াছিল। ঐ টাকা গবর্ণমেন্টের নিকট ঋণ করা হয়। টাকার স্থদ—দোকানী প্রভৃতির নিকট শাইসেক্ষ টাক্স আদার করিয়া প্রদান করা হয়।

উপ এই সময় "কর্ত্তা জেঠা! আমার বড় কোমর ব্যথা ক'র্চে, এস না একটু বিদি" বিশিয়। ভূলদীগাছের বেদিপীড়ি মনে করিয়া মাংস-বিক্রয়ের স্থানে যাইয়া বিদিশ।

বরুণ। উপ! ক'র্লি কি ? কোথা গিয়ে ব'স্লি ?

ব্ৰহ্ম। কোথার ব'সেছে ?

বরুণ। ঐশুলোর উপর প্রাতে গোমাংস বিক্রম্ম করে, বৈকালে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করিয়া রাখে।

ব্রহ্মা। আরে থুথু! উপ! তুই দূর হ, আর আমাদের সঙ্গে আসিদ্নো। "কণ্ডা জেঠা ভূমি রাগ ক'রো.না, আমি হাত পা ধুরে আস্ছি," বলিরা উপ ছুটিয়া একটা কলের নিকট যাইল।

ব্ৰহ্মা। হাত পা ধুলে কি গুদ্ধ হ'তে পার্বি ? তোকে গোমর মেথে গলায় গিয়ে স্থান ক'রতে হবে।

"আমি তাই ক'র্বো, কণ্ডা-জেঠা—আমি তাই কর্বো।" বলিয়া উপ নিকটে আসিল। দেবগণ আবার চলিলেন। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। এ বাড়ীটি কি ?"

বক্লণ। রোক্তমজী মাণিকজী নামক পারস্তরাজ প্রতিনিধির বাসা। ইনি এখানে সদাগরি কার্য্য করেন। করেক বৎসর পূর্ব্বে ইনি কলিকাতার সেরিফ হইমাছিলেন।

ইন্দ্র। সেরিফ কি ?

বঞ্গ। পারস্ত সদাগরদিগের মধ্যে ইনি প্রধান বলিয়া ঐ উপাধি এক বংসরের জন্ত প্রাপ্ত হন ৮ পদটা বিলক্ষণ সম্মানের; এ সম্মানের যে, কলিকাতার সেসন বসিবার সময় সেরিফ হাইকোর্টে বাইয়া বে স্থানে জজেরা বসেন, তৎপার্ঘে বসিবার স্থান প্রাপ্ত হন। সেরিফের একটা আফিস আছে; ঐ আফিসের কাজ এই,—ঋণী বাক্তিদিগের বিষয়াদি হাইকোর্টের অয়ুমতাস্থারে নিলাম দারা বিক্রেয় করিয়া টাকা জমা দেওয়া। ঐ নিলামকে সেরিক্সেল কহে। সেরিক্সেলে কোন বিষয় খরিদ করিয়া দথল করিতে না পারিলে সেরিক্ তজ্জ্জ্জ্ম দায়ী নহেন; এই কারণে সময়ে সময়ে দশ হাজার টাকা মুল্যের বিষয় হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। সেরিক্
শ্বে মোটা বেতন পান।"

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটি কি ?"

বরুণ। ইহার নাম ফটোগ্রাফিকেল এষ্টাব্লিস্মেণ্ট। এখানে চুই টাকা মূল্য দিলে চেহারা তুলে দের। ইক্স। বন্ধণ আমরা দেবতা হইরা মর্ক্তো কি বেশে শ্রমণ করিতেছি, মর্বে দেখাইবার জন্ত করেকখানি চেহারা ভূলে নিলে হয়। কি বলেন সাকুরদা ?

ব্রহ্মা। হানি কি ? একত্র সব কয়জনের তুলে দেয় ?

वक्ना (क्रांच ना (कन १

তেবে লওঁ বলিয়া পিতামহ হাস্ত করিতে করিতে কহিলেন, "নারায়ণ । বংশী হাতে ত্রিভঙ্গবেশে হাটে রাজারে ত বিস্তর বিক্রয় হইতেছ, অতএব তোমারও চেহারা কি তুলে নিতে হবে ?

নারা। হংসোপরি চতুর্মুথেরও বাজারে অসম্ভাব নাই, অতএব তিনি যখন নিচেচন, আমি না নেব কেন ?

সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দর দস্তর ঠিক করিলে একজন সাহেব আসিয়া দেবগণকে একটা অন্ধকার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। পিতামহ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "বৃত্নণ! অন্ধকারে আমার বড় ভয় হ'চেচ, চেহারা তোলায় কাজ নাই—পলাই চল।" উপ কহিল, "কর্জা-জেঠা! সাহেবটা কি ক'র্চে দেখি।" বলিয়া একবার উঠে দাঁড়ায়, একবার ব'সে উঁকি মারে। সাহেব ছুটিয়া আসিয়া উপকে কহিল, "তুমি বড় চঞ্চল বালক, স্থির হয়ে বোসো, নচেৎ চেহারা থারাপ হবে।" সাহেব বহির্গত হইলেন এবং অয় সময়ের মধ্যে দেবগণ স্ব স্ব চেহারার প্রতি চাহেন আর হাস্তা করেন! উপ একবার চেহারা দেখে আর নারায়ণের প্রতি চায়।

নারা। কি দেখ্ছিস্ ?

উপ। । এরা ত ঠিক এঁকেছে। বাজারে বেটারা ঠাকুর কাকাকে বাছরে ক'রে আঁকে কেন ?

ব্রহ্মা। এত আল্ল সমলের মধ্যে এমন স্থন্দর জাঁক্লে কেমন ক'রে ? বরুণ। আজে—কলে ! ব্রহ্ম। ঠিক! ঠিক। আমি ভূলে গিয়েছিলাম, সাহেবেরা যে কলেই সব ক'র্তে পারে।

এই সময় একপাল সাহেব বিবি আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় পিতামহ ভয়ে পলাইতে চাহিলেন। বরুণ কহিলেন, "ভয় নাই, ইহায়া নাটুকে সাহেব; ইহাদের নিয়ম আছে, দলের মধ্যে স্থেলরীলিগের চেহারা অভিত করিয়া রাস্তায় রাস্তায় লট্কাইয়া দিয়া জানায় যে, অতা রজনীতে এই সকল স্থালরী অমুক নাটকের অভিনয় করিবেন।"

নারা। বরুণ। তুমি ব'ল্লে—এই সকল স্কুনরীরা; কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্কুনরী কই ?

বরুণ। তুমি ইংরাজ স্থলরী কাহাকে বলে জান না, সেই জন্মই ও কথা বলিতেছ। ইংরাজদিগের মধ্যে যে স্ত্রীলোকের গলা লম্বা, চক্ষু কটা ও ক্ষুদ্র, চুল তাত্রবর্ণ এবং গায়ের রং লাল, তিনিই স্থলরী।

এই সময় কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিবিশেষ একটা বাঙ্গাল ধুবা, সন্ত্রীক চেহারা তুলিতে আসিল। স্ত্রীটি পরমা স্থন্দরী; পিতামহ একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "বরুণ। এরা কারা ?"

বরুণ। ইহারা স্ত্রী-পুরুষে একত্র চেহারা উঠাইতে এসেছে।

ব্রহ্মা। আরে না—বারণ কর। মাগী চেহারা তোলে তুলুক, মিল্সে যেন ও চেহারা আর তোলে না।

নারা। মিন্সের অপরাধ কি ? আপনি উহাকে যে চেহারা দিয়েছেন, ও লোক ভাল, তাই ছঃথ না ক'রে হেনে থেলে বেড়াচ্চে এবং মনের আনন্দে প্রতিমুর্ত্তি তুলুতে এসেছে। বলি ঠাকুরদা। প্রাণের স্থটা ত সকলেরই আছে।

ব্রহ্মা। আমি দে জন্ম তুল্তে বারণ ক'চিচ না। একে ঐ চেহারা, তাহাতে আবার তুল্তে যদি থারাপ ক'বে ফেলে। মাগী হয়তো চেহারা দেখে অসম্ভই হয়ে ইংরাজী ধরণের পরিত্যাগ করে ফেল্বে। ভারতের যেরূপ অবস্থা দেখছি, তাহাতে কিছুই অসম্ভব নহে।

সকলে গল্প করিতে করিতে এখান হইতে চলিলেন। যাইতে যাইতে বক্ষণ কহিলেন, "সন্মুখে দেখ বাইবেল সোসাইটীর ডিপোজিটারি। এই স্থানে ইংরাজদিগের যাবতীয় ধর্মপুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এখানে কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিলে লোকে প্রত্যহ আসিয়া পুস্তকাদি পাঠ করিতে পায়।"

উপ। কর্ত্তা-জ্বো! বাসায় চল। নচেৎ রাত্তিতে শীতে আমি কি প্রকারে গঙ্গা হইতে স্নান ক'রে আস্বো।

দেবতারা চিৎপুর রোড ধরিয়া বাসায় চলিলেন। এই সময়ে দেবগণ দেখেন—আফিসের কেরাণীরা ঝিমাতে ঝিমাতে আফিস হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। তাহাদের মুখগুলি সমস্ত দিন খেটে শুকিয়ে গিয়াছে। সকলেরই গাত্রে একটি করিয়া চাপকান। কোন কেরাণীর চাপকানে শত তালি ও শেলাই দেখা যাইতেছে। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে পাণ, কাহারও হস্তে শালপত্রে করা মিষ্টায়। বেলা অপরায়, রাস্তায় জলের ছিটা দেওয়ায় যেন এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাস্তার উভয়পার্শস্থ বিতল ও ত্রিতল অট্টালিকা সকলের বারাপ্তায় বারাক্ষনারা বিসিয়া পাণ চিবাইতে করনীতে ধুমপান করিতেছে ও রাস্তার প্রতি চাহিতেছে। এক মুবতী কেরাণীদিগকে দেখিয়া অপর বারাক্ষনাকে হাস্থ করিতে করিতে কহিল, "কেরাণী মিসেপ্তলোর চলনের ভঙ্গী দেথ!"

এই সময়ে কেরাণীর দল সদর রাস্তার মধ্য দিয়া আসিতেছিল। ছণ্ডাগাদিগের স্থুথ কোথার ? হঠাৎ একথানা ছ্যাকরা-গাড়ী আসিয়া উপস্থিত
হইল এবং কোচ্ম্যান্ কেরাণীদিগকে দেখিয়া "হটো" "হটো" শব্দে হাস্ত করিয়া ঘোড়াকে চাব্ক মরিতে লাগিল। কেরাণীর দল সরিয়া, যে বারা-গুায় বেশ্যারা হাস্ত করিতেছিল, সেই দিকের ফুটপাথে যেমন উঠিলেন, অমনি এক মাগী একটী রসিক বাব্কে দেখিয়া ইঞ্চিত করিয়া তাহার সশ্মুথে যেমন পাণের পিক্ ফেলিবে, কেরাণীর দলের মধ্যগত এক ব্যক্তির মস্তকে পড়িল। তিনি সমস্ত দিন থেটে, ছঃথে কটে বাটী যাইতেছেন হঠাৎ পাণের পিক মস্তকে লাগায় উদ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখেন—বেশ্যারা করতালি দিয়া হাস্ত করিতেছে। যে সকল কেরাণীর থেটে থেটে অন্থি-মজ্জা চুর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা বিনা বাক্যবায়ে হন্হন্ ক'রে চ'লে গেলেন। ছই এক জন তাজা কেরাণী, যাঁহাদের শোণিত অ্যাপি উষ্ণ আছে, সন্থ করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "জানিস—তোদের জব্দ ক'র্তে পারি। আমরা সরকারি পথ দিয়া যাচ্চি—তোরা ওক্রপ গমনের ব্যাঘাত করায় অভিযোগ ক'র্লে সাজা পাইতে পারিস ? মর্ছিস বেশ্যার্ভি ক'রে, তোদের এত অহঙ্কার কেন ?"

বেঞ্চারা এই কথার থিল্থিল্ শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "আ মর্
মিন্সে! যাচেন কেরাণীগিরি ক'রে, আবার রাগটুকু আছে। আজিও বাব্দের সথ মেটেনি—গোঁপে রাথা হয়েছে। আমরা বেশ্রা, বেশ্রারুত্তি করি বটে,
কিন্তু তোদের মত সাতটা কেরাণীকে পুষতে পারি। এই ত সমস্ত দিন
কলম পিষে এলি—কি. আন্লি! আমরা ঘরে ব'সে ঘণ্টায় আট দশ টাকা
উপায় করি। তোর তিন পুরুষে চাকরী ক'রে যা না ক'র্তে পার্বে,
আমরা এক পুরুষে তা ক'রেছি। কলিকাতায় ঈশ্বর ইচ্ছায় ছই তিন ধানা
বাড়ীও আছে, আর গায়েও এই দেখ, ছই তিন হাজার টাকার গহনা
রয়েছে। তোরা আমাদের চাকর হবি ৪ আফিসে যে মাইনে পাস—দেব।"

"তবু চৌদ আইন নাই" বলিয়া কেরাণীরা একটা দোকানের নিকট যাইল। এই স্থানে এক জন মেথর রাস্তা ঝাঁট দিতেছিল; কেরাণীদিগকে দেখিয়া নষ্টামী ক'রে সমস্ত ধূলা দেই দিকে ঝাঁট দিয়া ফেলিতে লাগিল কেরাণীরা বিষশ্লম্থে অপর দিক দিয়া চলিলেন।

ব্রহ্মা। দেখ বঙ্গণ! আজ আমার কেরাণীদিগের ছরবস্থা দেখিয়া বড় কন্ত হইল। অর্থব্যয়ে বিভা শিক্ষা করার কি এই ফল ? তুমি আমাকে কলিকাতার কেরাণীদিগের অবস্থা সবিশেষ বল।

वक्न । এই কেরাণীদিগের মধ্যে অনেকে বাড়ী গিয়া দেখিবেন, ঘরে

তেল লুণ নাই; কর্মলা-অভাবে রন্ধন হইতেছে না। অতএব বিশ্রাম করা দুরে থাকৃ—খুলি পান্নে টাকা কর্জ্জ করিতে বাহির ইইবেন। কেরাণীদিগের টাকা যেমন আসে, তেমি যায় : কারণ, ইহাঁরা সমস্ত মাসে দোকানে উঠনা খাইয়া খাঁকেন। তদ্ভিন্ন যে পয়সা উপার্জ্জন করেন, তাহাতে অনেকের তেঁতুল-মাধা ভাত জুটে না; তাহার উপর লৌকিকতা ও আচার-ব্যবহার সকলই আছে। ইহাঁরা আবশুক হইলে চারি পর্যা সুদেও টাকা কর্জ করেন: শেষে পরিশোধের সময় দেখেন, এক টাকায় স্থাদে আসলে তিন টাক। হইয়া আছে। কেরাণীদিগের এমি কপাল। পরিবার দদা সর্বাদা करिया थार्कन, "लारक खोरक कठ माना जाना जिल्ला, कामी नवा कतिया আনচে। তোমার হাতে পড়িয়া ত সে দব স্থথ হ'লো না. হবেও না: এক্ষণে মাদকাবারে ছয় ভরির বালা দেবে কি না বল ?" বাবু কহেন, "তোমাকে কি আমার দিতে অসাধ ? ভাগ্যে জুটে না—কেমন ক'রে দিই বল ?" স্ত্রী কহেন, "তা আমি জানি না, দেবে কি না বল ? নচেৎ খুনো-খুনি হয়ে মর্বো।" বাবু কহেন, "ভাল, তা মাদ কাবার হ'লে মাইনের টাকাগুলি এনে তোমার হাতে দেব, তুমি সংসার চালিয়ে পার, ক'রে নিও।" স্ত্রী কহেন, "তা নেব কেন ? তোমাকে যেখান থেকে হউক এনে দিতে হবে। যার থাবার সংস্থান নাই, সে বে করে কেন ?" এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে রজনী প্রভাত: তথন বাবুব স্ত্রী শযা৷ হইতে উঠিয়া "আর পারি না—রাছনীকে রাছনী—বাদীকে বাদী, কেবল থেটে থেটে মর. একথানা গয়না কি ভাল কাপড দেবার ক্ষমতা নাই-মরণ হ'লে বাঁচি।" বলিয়া রন্ধন চাপাইতে যাইলেন। বাব শ্যা ত্যাগ করিয়া এক ছিলিম তামাক টানিয়া ছেঁডা কাপড দেলাই করিতে বসিলেন। আনাজে বেলা ঠিক করিয়া স্থান করিতে বাহির হইয়া দেখেন, বেলা হয়েছে—ছই একজন কেরাণী আফিদে যাইতেছে। অমি ছুটে এদে ব্রন্ধতালু কলের জলে ভিজেয়ে নিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেলে ব'ল্লেন, "গিল্লি, ভাত দাও-

বেলা হয়েছে। তিন দিন বেলা হয়েছিল। আজ হ'লে আর কর্ম থাক্বে না।" "তোমার কর্ম থাক্লেই বা কি আর গেলেই বা কি ।" বলিয়া গিয়ি সধ্ম ভাত, ডাল, তরকারি ও হয় দিয়ে গেলেন। বাবু দেখিলেন সকলই গরম, ঠাগু ক'রে থাবার সময় নাই; অতএব ভাতের উপর সমস্ত ডাল ও তরকারি ঢেলে ফেলে একটা কাঠি দিয়ে নেড়ে তপ্ত তপ্ত আ:! উ:! শব্দে গিলিতে লাগিলেন। এইরূপে অয়গুলি উদরস্থ করিয়া হয় থাইবার সময়ে দেখেন তথনও গরম আছে; অতএব উবু হইয়া কয়েকবার ফুঁদিয়া যথন কিছু করিতে পারিলেন না, তথন য়াসের জল তাহাতে ঢালিয়া দিয়া হয় পান করা হইল। কলিকাতার হয় একে জল, তাহাতে জল ঢালিয়া বাব্ যে কি আস্বাদ পাইলেন, তাহা বাবুই জানেন। আহারাস্তে একটা পাল স্বহস্তে সাজিয়া লইয়া ক্রতপদে আফিসে বাহির হইলেন। তথায় যাইয়া সমস্ত দিন সাহেবের ঝাঁটা লাথি খান, তৎপরে প্রত্যাগমনের স্থে আপনি স্বচক্ষে দেখ্লেন।

ব্রহ্মা। দেথ বর্কণ! আমি আমার মনুষ্যগণের অনৃষ্টে স্থ লিখি বটে কিছু "এর জীবন স্থেখ যাবে—ওর জীবন কটে যাবে" তাহা কিছু বিশেষ করিয়া লিখি না। এত লিখিবার আমার সময়ও নাই এবং মনুষ্যের ললাটে তাদৃশ স্থানও নাই। তবে আমার মানুষ্বেরা যে এত কন্ত পায়, সেকেবল নিজের দোষে। আমি ব'ল্ছি,—সত্য ক'রে ব'ল্ছি, ওরা কেরাণীগিরি ছেড়ে কৃষিবিছা কি শিল্পবিছা শিশুক, অথবা ব্যবসা আরম্ভ করুক, স্থী হইতে পারিবে। আর কেরাণীগিরি যেন কেহ না করে।

ক্রমে সন্ধা হওয়ায় দেবগণ বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে নারায়ণ কহিলেন, "বন্ধণ! অপরাহে আহার করা হইয়াছে, এ বেলা আর তাদৃশ কুধা নাই; অতএব ঐ সন্মুখের দোকানটা হইতে কিছু মিষ্টায় খরিদ করিয়া লইলে হয় না ৽ রজনীতে জলযোগ করিয়া কাটান যায়, অনর্থক কষ্ট করিয়া রাঁধিবার আবশুকতা কি ৽" পিতামহের মত হইলে দেবজারা দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন—একটা বাবু সন্দেশের দর করিতেছেন। বাবুটা দেখিতেও স্থানী বটে; তাঁহার মস্তকের চুলগুলি ফিরান, গাত্রে একটা পরিকার পিরাণ ও চাদর। পরিধেয় বস্ত্রথানিও মন্দ নহে। বাবু সন্দেশের দর করিয়া সেই স্থানেই আহার করিতে বসিলেন; প্রথমে অর্দ্ধসের লইয়া, তৎপরে আবার অর্দ্ধসের লইয়া ভোজন করিয়া পুনরায় অর্দ্ধসের লইয়া ভোজন করিতে বসিলেন এবং হুই চারিটা থাকিতে থাকিতে "ওয়াক ওয়াক" শব্দে বমি করিবার উল্পোগ করিলে দোকানী কহিল, "মহাশয়! মহাশয়! বাহিরে গিয়ে বমি কর্ফন।" বাবু তৎপ্রবেশে বাহিরে বমি করিতে যাইয়া ছই এক বার "ওয়াক" "ওয়াক" শব্দ করিয়া অন্ধকারে এক দিকে পলাইল।

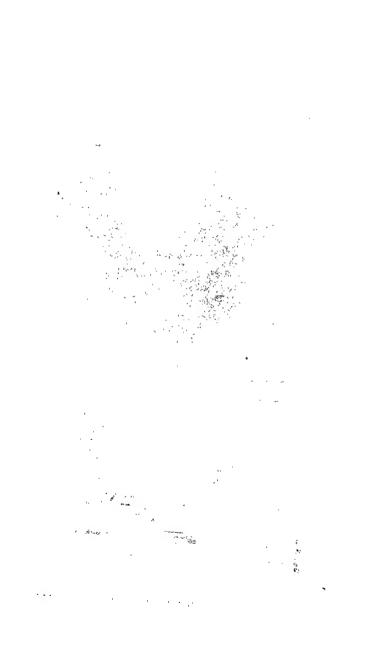
দোকানের যাবতীয় লোক বিশেষতঃ দেবতারা জুয়াচোরের সন্দেশ খাওয়া দেখিরা আশ্চর্যায়িত হইলেন। দোকানীও মুখে কার্চ হাসি হাসিয়া কহিল, "লোকটা দাম না দিয়ে পালাক, তাতে আমার হঃথ নাই; কিন্তু বড় হাসানটা হাসিয়ে গিয়েছে।"

দেবগণ জলথাবার কিনিয়া লইয়া বাসায় চলিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ বরফগুরালা "চাই বরফ ? বংফ"—লেবুওয়ালা "চাই কমলা লেব্" হাঁকিতে হাঁকিতে চলিল। তাঁহারা বাসায় গিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া জলযোগ করিলেন। জলযোগ শেষ হইলে যখন তাঁহারা গুড়ুক তামাক খাইতেছেন, বক্ষণ কহিলেন, "পিতামহ। মর্জ্যে আসিয়া দেখিতেছেন কেমন ?"

বন্ধা। দেখুছি ভাল।

এই সমন্ন বহির্ভাগে কোলাহল হওয়ায় দেবতারা ছুটে ছাদে উঠিলেন। উঠিয়া দেখেন —রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। কতকগুলো লোককে ঝোলায় করিয়া কোথায় লাইয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ। উহারা কারা 🤊



বরুণ। উহারা মাতাল,—মন্তপানে অক্লিক্রিক মাতাল হওয়ার পুলিসে ধ'বে নিরে যাচে।

ইন্দ্র। পুলিদ যদি উত্তমরূপ দাজা দেয়, তাহা হইলে ভবিষাতে আর মগুপান করিতে প্রবৃত্ত হইবে না।

বঙ্গণ। মাতালদের কোন সাজা দিবার রাজ-আজ্ঞা নাই।

ব্রহ্মা। মাতালদের সাজা দেবার কোন রাজ-আজ্ঞা নাই ? তবে কি ওদের শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাচেচ নাকি ? সেথানে নিয়ে যেয়ে কি ক'র্বে ?

বরুণ। অন্থ রাত্রিটা রেখে কাল সকালে কিছু জরিমানা ক'রে ছেড়ে দেবে।

নারা। আচ্ছা, রাজা মাতালদের সাজা দেন না, ইহার কারণ কি ? বরুণ। তাহা হইলে লোকে যদি মন্তপান ত্যাগ করে, গবর্ণমেন্টের বিস্তর ক্ষতি হইবে; কারণ, আব্গারিতে ইহাঁদের যথেষ্ট আর আছে।

এইরপ মাতাল সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে হইতে রজনী অধিক হওয়ায় দেবগণ সে রাত্রি নিদ্রা যাইলেন, এবং প্রত্যুবে উঠিয়া স্নান আছিক সারিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিলেন। আহারাস্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সকলে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এসিয়াটিক্ মিউজিমের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিশ্বরে চাহিতে লাগিলেন।

रेक्ट। वक्रण। এ वृश्माकात वाड़ी है कि १

বরুণ। ইহার নাম এসিয়াটিক মিউজিয়ম। এই স্থানে পৃথিবীস্থ যাব-তীয় দেশের উৎকৃষ্ট থনিজ দ্রব্য ও নানাজাতীয় পশু পক্ষীর অস্থি-পঞ্চরাদি সঞ্চিত আছে। এই মিউজিয়ম ১৭৮৪খুঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারা। ভিতরে যাইয়া দেখিতে দেয় না ?

"চল না" বলিয়া বরুণ তাঁহাদিগকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং তৎপরে সকলে একতলায় উপস্থিত হইয়া চতুর্দিকে চাহিতে লাগি- লেন। তাঁহারা দেখেন জারি সারি আল্মারিতে উৎক্রষ্ট হীরক, মণি, মুক্তা, প্রবালাদি সাজন রহিয়াছে।

ইব্র । বরুণ । এইরূপ একটী মিউজিয়ম করিতে কত ধরচ পড়ে ? বরুণ। কেন ?

ইক্স। আমি স্বর্গে একটা প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষ করিতেছি।

এথান হইতে দ্বিতীয় তালায় গিয়া দেবগণ দেখেন, নানা জাতীয় পশু, পক্ষী ও জীবজন্তুর হাড় পাঁজর রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন, ওদিকের ও গৃহে ওঞ্জলি পক্ষীর হাড়। এ-দিকের এ ব্বের এগুলি সর্পের হাড় একত্রে আছে।

নারা। মহুষ্য ও বানরের হাড় একত্রে বাথিবার কারণ কি ?

বৰুণ। ছই সমান; তবে একের ল্যাজ আছে, অপরের তাহা নাই; এই মাত্র প্রভেদ।

উপ। দেখ কর্ত্তা-জেঠা, বানরকে লেখাপড়া শেখালে জজ, ম্যাজিট্রেট হ'তে পারে। উহাদের থেরূপ তীক্ষ বৃদ্ধি।

নারা। উহারা যুদ্ধ-বিভায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী। মধ্যে মধ্যে বানরী। শয়ে যে যুদ্ধ করে, দেখুলে অবাক্ হইতে হয়।

বঙ্গণ। দ্বাপী বানর ও ছাগলের তামাসাও মন্দ নহে। দেখ দেবরাজ। ও দিকে যে বৃহদাকার হাড় দেখিতেছ, উহা হস্তীর। ঐ হস্তীটি তোমার ঐরাবতের সদৃশ ছিল। এক্ষণে ওক্ষপ হাতী দেখিতে পাওরা যায় না।

नाता। वक्रण। अमिटक अ वृहमाकात हाज्यांना किरमत १

বঙ্গণ। উহা তিমি নামক একপ্রকার মৎস্তের। হাড়থানি প্রায় ৫১।৫২ ফিট হইবে। আর আর বে সমস্ত হাড় দেখিতেছ, উহা গণ্ডার, জেবরা, ব্যাদ্ধ, কুষ্কীর প্রভৃতি পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবজন্কর। ইহার পর দেবগণ নানাপ্রকার মৃত পশু পক্ষা ও প্রস্তেরের নিশ্বিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেন।

এথান হইতে সকলে তেতলায় উঠিয়া একটা আফিস দেখিয়া বরুণকে কহিলেন, "বরুণ! এখানে কি হইতেছে ?"

বঙ্গণ। এই আফিস্টীর নাম জিওলজিকেল সার্ভে আফিস, অর্থাৎ পৃথিবীর কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্যের খনি আছে, তাহারই আবিজ্ঞিরার জয় এই আফিস্টি প্রতিষ্ঠিত হইরাছে।

এথান হইতে বহির্গত হইয়া সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! দেখা যাইতেছে—উহা কি ?

বরুণ। ঐ বাড়ীটির নাম ট্রিগনোমেটরিকেল সার্ভেয়ার্স্ আফিস।
কথন ঝড় হইবে, কোন্ সময় কিরূপ বায়ু প্রবাহিত হইবে, তাহার নির্ণন্ধ
এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি নির্ণন্ধ করা এই আফিসের কার্যা। ইহাদের একটী
কারথানা আছে। সেই স্থানে ঐ সব বিষয়ের যে যে য়য় আবয়্রক, তাহা
প্রস্তুত হইয়া থাকে। রঞ্জনীতে এই আফিসের ছই এক ব্যক্তি ছাদেবিসারা দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাযো নক্ষত্রাদি নির্ণন্ধ করিয়া থাকেন।

এথান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইরা, "এ কোথার আদিরা উপস্থিত হইলাম।" বলিরা দেবগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ইন্ত্রকণ ! এমন স্কুর স্থান ত কখন দেখি নাই। এ স্থানটার নাম কি ?

বর্মণ। এই স্থানের নাম পার্কষ্টীট। এই স্থানই কলিকাতার সাহেবমহল। এথানে গবর্ণমেন্টের বড় বড় বেতনের ইংরাজ কর্ম্মচারীরা বাস করেন। সহরের মধ্যে এই স্থানটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্থানটী যে এত স্থুন্দর ও পরিষ্কৃত, তাহার কারণ মিউনিসিপালিটার নজর এই দিকে বেশী।

নারা। এদিকে বেশী কেন বরুণ ?

বঙ্গণ। এথানকার অধিকাংশ অধিবাদীই বড় বড় ইংরাজ, সুতরাং তাঁহাদিগকে অসম্ভই করিলে চরকী ঘুরিয়ে দেবার সম্ভাবনা।

এই সমরে তাঁহারা দেখেন একটা যুবা ছঃখ প্রকাশ করিতে করিতে সাহেবমহল দিরা আসিতেছে। যুবাটা দেখিতে বেশ স্থানর ও স্থ জী। সে মৃত্যুরে বলিতে বলিতে যাইতেছে "এখন আমার বিষম সন্ধট উপস্থিত।

উপায় কি ?" যুবা চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন, "বৰুণ! উহার কি হুইয়াছে ? ও আপন মনে ছঃখ প্রকাশ করিতে করিতে যাইতেছে কেন ?"

বরূপ। ব্রী যুবা ইংরাজী ধরণের কোর্টিসিপ করিয়া বিবাহ করিবার অভিলাবে এক গৃহস্থের স্থলারী মেয়ের নিকট যাতায়াত করিত। বিবাহের পূর্বেমেয়েটার গর্ভ হইয়াছে। যুবাব পিতা এ সব ঘটনা জ্ঞানেন না, তিনি কহিতেছেন, "উহারা কুলীন নহে, অতএব যন্তপি আমার অমতে ওখানে বিবাহ কর, গুলি ক'রে মার্বো।" মেয়েটা যুবাকে কহিতেছে, "আমার যথন এ দশা ক'রেছ, বিবাহ না ক'র্লে সগর্ভে জলে ডুবে মর্বো।" মেয়ের মা কহিতেছেন, "আমার মেয়ের অমন দশা ক'রে, বিবাহ না ক'র্লে বিব থেয়ে মর্ব।" যুবা এইরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াই ছঃখ করিতে করিতে যাইতেছে।

সাহেব-মহল হইতে দেবগণ জোড়াতালাওয়ে যাইয়া দেখেন—পরীরা গাড়ী পান্ধী ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। দেবগণ এই ঘটনা দেখিয়া অত্যস্ক ভীত হইলেন। পিতামহ দৌড়িয়া পলাইয়া অপার্ সার্কুলার রোডে দাড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। দেবতারা যাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কহিলেন, "বরুণ, অমন সর্ব্বনেশে স্থানে নিয়ে যায় ও মাগীগুলো কে।"

বরুণ। উহারা জন্মণী, ইটালী, রুসিয়া প্রভৃতি স্থান সকলের স্ত্রীলোক। উহাদের স্বভাব—ওস্থান দিয়া গাড়ী পান্ধী যাইলে ধরিয়া টানাটানি করিয়া আমোদ করে।

নারা। এ রাস্তাটী কি এখানে ত ভয় নাই १

বরুণ। না, এখানে কোন ভর নাই। এই রাস্তাটীর নাম অপার্ সার্কুলার রোড। এই রাস্তাটীকেই কলিকাতার পূর্ব্ব সীমা বলিলে বলা যাইতে পারে। ওদিকে ঐ যে একটী নয়ানছুলি দেখিতেছ, উহার নাম মহারাষ্ট্রীয় ডিচ্। নবাবী আমলে সীমা নির্দারণ করিবার জক্তই ঐ নয়ানজুলি থনন করা হইয়াছিল। ঐ নয়ানজুলির পরপারের স্থান সকল কলিকাতার সীমা নহে।

দেবগণ রাস্তার উভয় পার্যস্থ সাহেববাড়ী সকল ও একটা গির্জ্জা দেখিয়া নাপিতের বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলে দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ, এ বাজারটীর নাম কি ?"

বরুণ। এক জন নাপিত এই বাজার স্থাপন করায় ইহার নাম নাপিতের বাজার হইয়াছে।

উপ। বৰুণ-কাকা! বাজারে মন্ত মন্ত কৈ মাছ বিক্রী হইতেছে, কর্ত্তা জেঠার জন্মে গোটা কতক কিনে নেও না।

নারা। সত্য বরুণ, বিস্তর কৈমাছ দেখ্ছি। এমন বৃহদাকার কৈমাছ ত কুত্রাপি দেখি নাই।

বঙ্গ । এই বাজারটী কৈ মাছের জক্ত বিখ্যাত। যশোহরের যাবতীয় বড় বড় কৈ এখানে আমদানী হইয়া থাকে।

এখান হইতে যাইয়া সকলে দেখেন— একটা দরগায় মুশলমানেরা ফয়তা দিতেছে। বরুণ কহিলেন, "এই দরগাটার নাম মোওল-আলি দরগা এবং এই স্থানের নাম ইটালি পদাপুকুর।"

নারা। পদ্মপুকুর নাম হইবার কারণ কি ?

বরুণ। এই স্থানের একটা পুষ্করিণীতে অসংখ্য পল্লফুল ফুটীয়া থাকিত বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে।

ইক্র। বরুণ! পদ্মপুকুরেও দেখ্ছি অনেক সাহেবের বাস আছে। বরুণ। যে সকল সাহেবের অল্প আয়, তাঁহারাই অল্প ব্যয়ে সংসার নির্বাহ করিবার আশায় পদ্মপুকুরে বাস করেন।

এখান হইতে যাইয়া সকলে একটা বৃহদাকার বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন; পিতামহ কহিলেন, "বিৰুণ এ স্থানটার নাম কি ? এবং এ বাড়ীটি কাহার ?" বক্ষণ। এ স্থানের নাম জানবান্ধার। এই স্থন্দর বাড়ীট রাণী রাসমণি নামক একটী স্ত্রীলোকের। ইনি অত্যস্ত বৃদ্ধিমতী ছিলেন। ইহাঁর শ্বওটোঁর নাম প্রীতিরাম মাড়।

নারা। মাড়—জাতিতে কি १

বঙ্গণ। জাতিতে কৈবর্ত্ত। ঐ প্রীতিরামই এই অতুল ঐশ্বর্যা করেন। রাণী রাসমণি অল্প বয়সেই বিধবা হন।

ইন্দ্র। ভাল বরুণ। প্রীতিরামের পুত্রবধু রাণী হইলেন কেন 🤊

বঙ্গণ। শুন নাই ? ইংরাজেরা যাকে মনে করেন, তাহাকেই রায়বাহাছর, রাজা, রাণী, বাদসা ক'রে থাকেন। আমরা যে দিন কলিকাতায় আসি, শুনিলাম কতকগুলো লোক এসে উপাধি নিয়ে গেল।

ব্রহ্ম। প্রীতিরামের বিষয় বল।

বরুণ। ইহাঁরা জাতিতে কৈবর্ত্ত। ইনি বাবসায় ছারা যথেষ্ট বিষয় করেন। ইংরাজ কোয়ার্টারে ইহাঁর অনেকগুলি, ভাড়াটে বাড়ী আছে। প্রীতিরামের পুজের নাম রাজচন্দ্র মাড়। ইনি নিমতলায় মরাঘাট প্রস্তুত্ত করিয়া দিয়াছেন। তত্ত্বির বাব্ঘাট ও হাটখোলার ঘাট ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত। রাণী রাসমণি বিলক্ষণ ধর্মশীলা, দানশীলা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। রাসমণির প্রধান কার্ত্তি দক্ষিণেখরের নবরত্ব ও তৎসংঘৃক্ত দরিদ্রাশ্রম। ইহাঁর ছই কন্সা বর্ত্তমান—পল্মণি ও জগদম্বা দাসী। প্রথমার তিন প্রত্ত—গণেশচন্দ্র, বলাইচন্দ্র ও সাতানাথ দাস; এবং দ্বিতীয়ার এক পুত্ত—তৈলোক্যনাথ বিশ্বাস।

নারা। বরুণ ! ইংরাজরাজ লোককে যেমন রাজা, রাণী করেন, শেই সঙ্গে কি তঞাপ বিষয় করিয়া দেন ?

বঙ্গণ ৷ বিষয়ী লোক সংকার্য্য করিলেই রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন;
নচেৎ ইংরাজরাজ কি পথের লোককে ডেকে উপাধি বিলান ?

উপ। ঠাকুর-কাকা! তুমি যদি ছই শত টাকা দেও, কলিকাতা

হুইতে আমি রায় উপশনি রায় বাহাছর মহাশয় উপাধি নিয়ে ঘরে যেতে পারি।

বন্ধা। কেমন ক'রে ? উপাধি কি বিক্রেয় হয় ?

উপ। কেন, যথন দেখিব কোথাও ছণ্ডিক্ষ হয়েছে, অমনি ঐ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা এক দমে দান করিয়া ফেলিব, ওদিকে থবরের কংগজওয়ালারা লিখিতে থাকিবে, ক্বভক্ততার সহিত স্বীকার করিতেছি,—মহাত্মা উপ এত টাকা দান করিয়াছেন। তৎপরে পলীগ্রামের ছোট ছাট ছাই চারিটা স্কুলে পাঁচ টাকার হিসাবে কুড়ি টাকা দান করিব; ভাহারাও সংবাদপত্রে লিখিতে থাকিবে, "সম্পাদক মহাশয়! উপ বাবু আমাদের স্কুল ঘরের সাহায্যার্থে এই টাকা দান করিয়াছেন।" তৎপরে কিছু দিনু চুপ ক'রে থেকে একটা লড়াইয়ে এক দমে এক শত টাকা দান করিয়া ফেলিব, তথন গবর্ণমেন্ট "আপনি ভদ্রলোক আপনি স্বদেশ-হিতৈষী, আপনার গুণু সন্তুষ্ট হইয়া রায়বাহাছর উপাধি দিলাম। ঈশ্বর-ক্রপায় আপনি স্বস্থ শরীরে থোসমেজাজে দীর্ঘজীবী হইয়া ঐ উপাধি ভোগ দখল করিতে থাকুন" বলিয়া সেক্ছাণ্ড ক'রে বিদায় দিবেন।

ব্রহ্মা। রায়বাহাছর হবার পর আর তুই দান কর্বি নে 🤊

উপ। আবার দান ক'র্বো কেন ? যে উদ্দেশ্তে দান করা—তা হ'লে আবার কে কোথায় দান ক'রে থাকে ? যদি জমিদার হইতাম, প্রজা পীড়ন ক'রে ঐ টাকাটা তুলে লইতাম; আমি ত আর তা নই।

ব্রহ্মা। আজিকালিকার দানটা এরপই ইইয়াছে বটে; লোকে নিজের স্বার্থের জন্মই দান করিয়া থাকে, পরোপকারের জন্ম নহে। বরুণ। রাদমণি কি উপায়ে রাণী হইলেন বল ৮

বরুণ। ইনি ইংরাজ-দত্ত কাগজে ভূয়ে। উপাধিধারিণী রাণী নহেন। অথচ রাণী উপাধিতেই বিখ্যাত ছিলেন। কে তাঁহাকে রাণী করিল, কিরুপে তিনি রাণী হইলেন, এক সময় এই বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইলে রাসমণি বলিয়াছিলেন, "আমি মার বড় আছরে মেয়ে ছিলাম, তিনি আমাকে আদর করিয়া রাণী রাণী বলিয়া ভাকিতেন, সেই হইতেই রাণী রাসমণি নাম হইয়াছে।"

ব্রহ্মা। বেশ চতুরা স্ত্রীলোক। বরুণ। তুমি রাণীর বিষয় আরোবল ?

বঙ্গণ। ইহার পু্ত্রসম্ভান ছিল না, কয়েকটা মাত্র কয়া ছিল।

যত্নাথ মাড় ইহার বড় দোহিত্র। যত্নাথের মাতার—রাসমণি বর্ত্তমানে

মৃত্যু হওয়য়, যত্নাথ মাতামহীর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন

নাই। রাসমণি অনেক সৎকার্ত্তি করিয়াছেন। তাঁছার কীর্ত্তির মধ্যে

দক্ষিণেম্বরে ঘাদশটা মন্দির স্থাপন ও নবরত্ব প্রতিষ্ঠাই সর্ব্বপ্রধান। ঐ

য়ানে ক্রম্ফ, কালা ও মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে। দেখালয়শুলির তিনি

এমন স্থবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, কম্মিন্কালে দেবতাদিগের সেবার

কোন অস্থবিধা হইবে না। চাঁদপালের ঘাটের দক্ষিণ দিকের বাবুঘাট

ইহাঁরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। জানবাজার হইতে ঐ ঘাট পর্যাস্ত যে একটা

রাস্তা গিয়াছে, তাহাও ইহাঁর, রাসমণির জীবিতকালে চড়কের বড়

সমারোহ হইত। সেই সময়ে সয়্যাসীরা ঢাক ঢোল বাজাইয়া ঐ রাস্তা

দিয়া যাইয়া স্নান করিয়া আসিত। ঢাকের বাছে শাস্তিভক্ষ হইবে

বলিয়া সাহেবেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ঢাক বাজান থামাইতে
পারেন নাই।

রাণীরাসমণির বাড়ী দেথিয়া সকলে গড়ের মাঠের অভিমুথে চলিলেন এবং দুর হইতে ছর্গের শোভা দেথিয়া সবিষ্ময়ে চাহিতে লাগিলেন। দেবরাজ কহিলেন, "বন্ধুণ। সম্মুথে দেথা যাইতেছে—ওটা কি ?"

বরুণ। উহারই নাম ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গ। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের সময়ে নিশ্বিত হওয়ায় ঐ নাম হইয়াছে।

ব্রহ্মা। বন্ধণ! হুর্গটির আধ্থানা কি মাটির ভিতর আছে 📍

বরুণ। আজ্ঞেনা, আপনার তার অনেকেরই এরপ ভ্রম **জন্মিরা** থাকে; ফলতঃ উহার চতুদিকে উন্নত প্রাচীর থাকার এরপ দেখাইতেছে।

ইন্দ্র। হুর্গটী বড় স্থন্দর ! এরূপ একটী স্বর্গে থাকিলে আপদ্ বিপদের সময় ক্ষীরোদ সমুদ্রের চরে পলাইয়া লুকায়িত থাকিবার আবশ্রক হইত না।

বরুণ। ১৭৭৩ সালে হই মিলিয়ন ষ্টার্লিং বায়ে এই হুর্গ নির্দ্ধাণ হয়।
ইহার ছয়টী গেট আছে। যথা—সেন্ট্ জর্জ্জ গেট, ট্রেজারি গেট, চৌরক্তি
গেট, পলাশী গেট, কলিকাতা গেট ও ওয়াটার গেট।

নারা। আচ্ছা, উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় ?

"দেবে না কেন ? দিবাভাগে স্কলেরই উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবার অনুমতি আছে" বলিয়া, বরুণ দেবগণকে সঙ্গে লইয়া তর্গের অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে কহিলেন, এই তর্গমধ্যে প্রবেশ ও প্রত্যাগমনের হুটী করিয়া স্বতম্ব স্বতম্ব দার আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিমের দার দিয়া প্রবেশ ও উত্তর-পূর্ব্বদিকের দার দিয়া বহির্নত হইতে হয়।"

সকলে ছর্নের উচ্চ ভূমি অতিক্রম করিয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন, প্রাচীরে অসংখ্য কামান সাজান রহিয়াছে। উপ কহিল, "কর্ত্তা জেঠা, পলাই চল। কি জানি, কোন্ দিক্ দিয়া যদি একটা কামানের গোলা ফদ্কে এসে লাগে, প্রাণটা ত যাইবেই যাইবে; কিন্তু দেহটা কোন্ মুলুকে নিয়ে গিয়ে ফেল্বে, কেহ সৎকার কর্বার জন্ম খুঁজেও পাবে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ। উপ যা ব'লে সতা; চল—আর কেলা দেখিয়ে কাজ নাই, পলায়ন করি।

"এত লোক যাচেচ—কাহারও ভন্ন হ'চছে না, আপনার এত ভন্ন হ'ল কেন ? আহ্ন ভিতরে আহ্নেশ বলিয়া, বরুণ দেবগণকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন—অনেকগুলি প্রতিমৃর্জি রহিয়াছে। অসংখ্য বারিক। বারিকের মধ্যে স্থানে স্থানে গাঁজা সাজান'র স্থাম গোলা সাজান রহিয়াছে এবং গোরারা বিরাজ কবিতেছে। সকলে কোয়াটার মাষ্টার ও কম্পাউঙ্ভারের বাড়ী দেখিয়া বারিকের মধ্যস্থিত একটা বাজারে প্রবেশ করিলেন। দেবরাজ কহিলেন, "বাহবা। কেল্লার মধ্যে যে একটা স্বতম্ভ সহর দেখিতেছি ॥"

বরুণ। পিতামহ। কেলার মধ্যে একটা পাতালগৃহ দেখুন। ঐ গুহে বারুদাদি থাকে ও দৈক্তের। বাদ করে।

নারা। এ কেলাটী অনেকাংশে এলাহাবাদের কেলার স্থায় দেখাচেচ; নয় বরণ ?

এলাহাবাদের কেলার নকল লইম্বাই এই কেলা প্রস্তুত হইমাছে; ইহার চতুর্দিকে ৯৯৯টা কামান সাজান আছে।

ইক্স। একটা কম কেন ?

বরুণ। প্রস্তুত করিবার সময় কেমন ক'রে ভূল হয়।

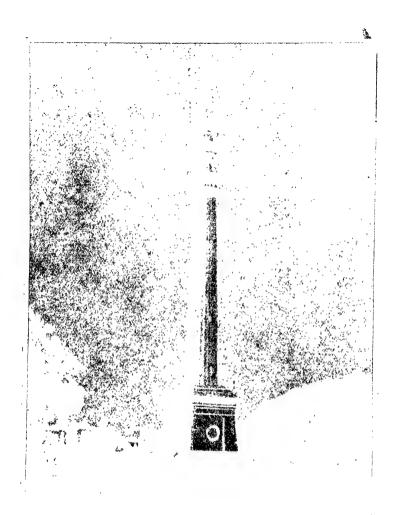
সকলে এখান হইতে একস্থানে যাইন্না দেখেন যমদ্তাক্কতি গোরা পাহারাওরালারা বন্দুক ও খাপ খোলা তরবার হন্তে দাঁড়াইরা আছে। তাঁহারা তদ্প্তে ভীত হইন্না অপর দিকে যাইন্না একটী গির্জ্জার নিকট উপস্থিত হইলে নারারণ কহিলেন, "বা! এর মধ্যে ইংরাজদিগের একটী ভক্ষনালয়ও আছে দেখ্চি।"

বরুণ। একটা কেন ? অনেকগুলি গির্জ্জা আছে; তন্মধ্যে একটা প্রোটেষ্টাণ্ট্ গোরাদের, একটা প্রোটেষ্টাণ্ট আফিসরদের, একটা রোমান্ ক্যার্থালক গোরাদের ও একটা রোমান ক্যার্থালক আফিসারদের।

উপ। কর্ত্তাজ্ঞো! অনেকদিন হইতে তোমাকে জুতা কিনে দিতে ব'লচি, এই কেল্লায় জুতা এক জোড়া কিনে দেও না।

ব্রহ্মা। এ জুতা পায়ে দেওয়া কি তোর সাধা ? বরুণ ৷ সমুথে দেখা যাচেচ, ও প্রতিমৃতিটি কাহার।

বরুণ। উহা রাজপ্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিং সাহেবের।



रेख । देनि किंगन नामनकें छ छिलेन ?

বর্মণ। ইনি স্থপঞ্জিত, বছদশী ও রাজনীতিক্স ছিলেন। ইনীর ব্যবহার অমায়িক ও সন্ধার ছিল। ইনি ভারতবর্ধের সর্কাত্ত যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং ইহাঁরই শাসনকালে এই বৃহদ্দেশের অধিকাংশ ইংরাক্সদিগের হস্তগত হয়। আপনার অধীন প্রজাদিগের বিস্থাশিকা ও অবস্থার উন্নতিনাধনের জক্স এই শাসনকর্তা সাধামত যত্ন করিতেন। ইহাঁরই উৎসাহে কলিকাতার হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়। একলে সেই হিন্দু কলেজ প্রেসিডেজি কলেজ হইরাছে। ইনি সাহিত্য প্রচারে ও সাহিত্যের অমুশীলনে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। কারণ ইহাঁরই শাসনসময়ে প্রথমে এদেশে বাঙ্গালাসংবাদপত্র প্রচার হয় এবং ইনিই সংবাদপত্রের স্থবিধার জক্স ডাক মাগুল নিতাক্ষ কম করিয়া দেন।

এখান হইতে সকলে একস্থানে উপস্থিত হইয়া "উ:! বাবা! এমন উচ্চ ত কথন দেখি নাই।" বলিয়া উদ্ধে চাহিয়া কহিলেন "বক্ষণ! এটা কি ?"

বক্সণ। ইহার নাম অক্টার্শনি মনুমেণ্ট। জেনেরল অক্টারলনি সাহেবের স্মরণার্থ ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উপর হইতে ভায়মণ্ড হারবার পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর দা, উপরে উঠে দেখুবেন ?

ব্রহ্মা। প্রাচীন হাড়ে কি উঠ্তে পারবো ?

নারা। কেন পার্বেন না ? চলুন আপনাকে ধ্রাধ্রি ক'রে উপরে ভূলি; না হর আপনি মধ্যে মধ্যে বদিরা বিশ্রাম করিবেন।

পিতামহ সন্মত হইলে সকলে তাঁহার হাত ধরিয়া উপরে তুলিতে লাগি-লেন। তিনি ২।৪ ধাপ উঠেন আর কহেন, "ও বরুণ। আর পারিনে, পা হটোর খিল ধ'রেছে, নামিরে নিয়ে চল।"

"আর বেশীদ্র নাই, আপনি একটু বিশ্রাম কক্ষন" বলিয়া প্রবোধ দিতে দিতে সকলে ভাঁহাকে লইয়া অতি কষ্টে উপরে উঠিলেন। পদ্মধোনি ছাদে উঠিয়া কিয়ৎকাল চকু মুদিয়া ধুঁকিতে লাগিলেন। তৎপরে ক্লান্তি দুর হইলে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহেন আর হাস্ত করিয়া কহেন, "এত্ বড় কলিকাতাটা যেন শরার মত দেখাইতেছে।"

উপরে উঠিয়া উপ'র মহা আমোদ। সে একবার ছুটিয়া এক দিকে যাইয়া কহে, "উঃ! বাবা! গরুটাকে যেন ছাগল বোধ হ'চেচ।" অপর দিকে যাইয়া কহে, "উঃ! বাবা! এক মাগি যাচেচ—যেন বেণে পুতুল!" এই সময় একটি সাহেব ১০।১৫টি পুত্র করা ও মেম সহিত উপরে উঠিলেন। দেবগণ তাঁহার বংশর্দ্ধি দেখিয়া আশ্চর্যাদ্বিত হইলেন। নারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন "উঃ! যেন রক্তবীজের বাড়॥"

উপ'র সাহেবের দিকে জ্রক্ষেপ নাই। সে তাঁহার গাত্তে ঠেশ মারিয়া এক দিকে ছুটিয়া গিয়া কহে "উ:! বাবা! গঙ্গাটাকে যেন শণের দড়ি বোধ হ'চেচ।" পুনরায় মেমের গাত্তে ঠেশ মারিয়া অপর দিকে ছুটিয়া গিয়া কহে "উ:! বাবা! গিৰ্জ্জাটাকে যেন ছুগামগুলর মত দেখাচেচ।"

সাহেবকে উপ বারংবার বিরক্ত করাঁয় সাহেব তাহার হাত ছ্থানি ধরিষ্মা কহিলেন, "দাড়াও ছষ্ট বালক !—তোমাকে নীচে ফেলে দিই !" উপ তথন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সাহেব হাস্ত করিতে লাগিলেন।

ব্ৰহ্মা। বৰুণ। সভা সভা ফেলে দেবে নাত ?

বরুণ। না না, দেবে না। সাহেবটি অতি ভদ্র। ইংরাজরাজ্য; এ রাজ্যে কি রাজা, কি প্রজা কাহারও প্রতি কাহারও অত্যাচার করিবার ক্ষমতা নাই।

বন্ধা। ভাই, নেবে চল। যেথানে সাহেব-স্থবোর সর্বাদা যাতায়াত তথায় এক তিলার্দ্ধ থাকিবার আবশ্রকতা নাই। বিশেষতঃ এই ভারত-সামাজ্য, এই মহুমেন্ট ইংরাজের ভিন্ন দেশীয়ের নহে। অতএব উহারা যদি একটা কথা বলিয়া অপমান করে, সে অপমান গায়ে মাথিবার প্রয়োজন কি ? "তবে চলুন" বলিরা, বরুণ পিতামহের হাত ধরিরা নীচে নামাইতে লাগিলেন। থেমন সকলে নীচে নামিরাছেন, পিতামহ কহিলেন, "ঐ যাঃ! আমার জুতার বিষ্ঠার মত আঠা আঠা কি লেগে গেল। বরুণ। অত্যস্ত গা বিনু বিনু ক'র্চে ?"

বরুণ। এখানে বিষ্ঠা কেমন ক'রে আস্বে ?

উপ। সাহেবটা যে কাচ্চা বাচ্ছা সঙ্গে ক'রে এনেছে; বোধ হয়। উহাদেরই মধ্যে কেহ ত্যাগ ক'রে থাকবে।

ব্রহ্মা। উপ, ঠিক ব'ল্ছিন্, শুঁকে দেখ্তো বাবা।

উপ তৎশ্রবণে উবু হইয়া বসিয়া কহিল "কর্তাজেঠা। সাহেবের বিঠা।" নারা। উপ। তুই মরে বা, তুই কি প্রকারে জান্লি সাহেবের বিঠা। উপ। তা না হ'লে কি সাহেবপাড়ায় এসে বাঙ্গালীদের এই দ্রবা ত্যাগ ক'রে যেতে সাহস হয় প

দেবগণ এখান হইতে চলিলেন। পিতামহ ছই এক পদ গমন করেন আর কহেন, "বরুণ আমার অত্যস্ত গা ঘিন্ ঘিন্ ক'র্চে, পা না ধুয়ে যে এক পাও চলিতে পারি নে।"

এই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন—ময়ুমেণ্টের অদূরে একটি পুদ্ধরিণীর তাঁরে কতকগুলি গরু চরিতেছে। পিতামহ সরোবর দ্বেখিয়া সেই দিকে চলিলেন এবং কহিলেন, "আঃ! বাঁচিলাম, পা ধোত ক'রে এসে আপাততঃ বাঁচি, তথন বাসায় গিয়া স্নান করিব। সকলে তাঁরে উপস্থিত হইলে পদ্মবোনি যেমন তাড়াতাড়ি ঘাটে নামিয়া পদ প্রকালনের উদেষাগ করিতে-ছেন, অমি একজন পাহারাওয়ালা ছুটিয়া আসিয়া নিষেধ করিল।

ব্রহ্মা। বরুণ । এ কি । যাদের দেশ, বাদের মাটি, বাদের জল, তাদের জলে নামিরা হস্ত পদ ধৌত করিবারও অধিকার নাই !! আহা ! তবে আমার ভারতবাসার স্থুখ কৈ ? আমার ভারতসন্তান দেখিতেছি ইংরাজাধিকারে সকল বিষয়েই পরাধীন ! ইহাদের জলটুকু

ব্যবহার করিবার স্বাধীনতা নাই, তবে ইহাদের আর কীবনে স্থধ কোথার p

"আজে, জলে থে-সে নামিলে পানীয় জল নই হইতে পারে এই আশকায় পাহারা বসাইয়া জল রক্ষা করা হইতেছে। সকলেই এখান হইতে পান করিবার জন্ত জল লইতে পারে" বলিয়া, বক্ষণ উপ'র উড়ানীখানা জলে ভিজাইলেন এবং সেই জলে পিতামহের চরণ ধৌত করিয়া দিলেন।

এথান হইতে সকলে একস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "ওরে বাপরে ! দেখা যাচেচ ওটা কি ?"

বরুণ। উহার নাম প্রেসিডেন্সী জেল। কলিকাতার অধীনস্থ স্থানসমূহে যত লোক ফৌজদারী মকন্দমার করেদ হর, তাহাদিগকে এই জেলে
আনিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। ইহাতে প্রায় হাজার করেদী আছে।
ইহার মধ্যে দেওয়ানী জেলও আছে। দেনার জক্ত যাহারা অবরুদ্ধ হয়,
তাহারা উহাতে বাস করে। এই জেলখানার দক্ষিণদিকে ফাঁসীর ঘর।
জেলের মধ্যে কয়েদীদিগের বারা নানাপ্রকার শিল্পকার্যা ও বুক্ষাদি রোপণ
করান হইতেছে। জেলের সমূথে একটি প্রারণী আছে, উহার চতুর্দিক্
কার্রের বারা বেষ্টিত।

ইন্ত। এ রাস্তাটির নাম কি ?

বঙ্গণ। বোড়-দৌড়ের রাস্তা। ওদিকে ঐ যে একটি বর দেখিতেছ
—উহাতে বসিয়া সাহেবেরা বোড়-দৌড় দেখিয়া থাকে। এ রাস্তাটির
পরিমাণ ২।৩ মাইল। রাস্তাটির মধ্যে মধ্যে হাফ (অর্জ্ব), কোয়াটার
(সিকি) মাইল ইত্যাদি কাঠের গাত্রে লেখা আছে। বোড়-দৌড়ের সময়
বাজালীরাও মনে মনে বাজী রাখিয়া থাকে।

নারা। সে কিরপ १

বরুণ। মনে কর, চারিটি খোড়া ছুর্টিল দেখিয়া আমরা চারিজনে এখানে দাড়াইয়া বাজি রাখিলাম—কালটা আমার, হল্দেটা তোমার, সাদাটা উপার, রাকাটা দেবরাজের। উহার মধ্যে বাহারটা প্রথম ক্ইবে, দে পঞ্চাশ কি একশত টাকা বাজী জিতিবে।

ব্রহ্মা। বঙ্গণ! বাসায় চল। আৰু আর নগর ব্রমণে কাজ নাই। আমাকে বাসায় যাইয়া আবার অবগাহন করিতে হইবে।

"তবে চলুন" বলিয়া বক্ষণ দেবগণকে লইয়া বাসাভিষ্থে চলিলেন।
যাইতে যাইতে সকলে দেখেন—ছইজন হিন্দুস্থানী তাঁহাদের নিকট দিয়া
যাইতেছে; তন্মধ্যে একজনের শরীর জীর্ণ শীর্ণ রুক্ষ, তাহার পরিষের
বস্ত্রথানি অত্যক্ত ময়লা। অপরের শরীরটি বেশ নাছস ফুছস, জাঁকালো
রকমের ভূড়ি; ইহার পরিধের বস্ত্রথানি পরিকার, গলদেশে কতকভালি
মোহর মালা করিয়া ধারণ করিয়াছে।

প্রথম ব্যক্তি কহিল "আপনি দেশে ঘাইয়া কি করিবেন ?" বিতীয় বাক্তি কহিল "আমি যে সংস্থান করিয়া লইয়া যাইতেছি, দেশে যাইয়া সদাগরি করিয়া তত্ত্বারা এমন সংস্থান করিব যে, আর যেন আমার পুত্র পৌত্রের মধ্যে কাহাকেও বাঙ্গালায় আসিয়া চৌবেগিরি করিতে না হয়। বোকা বাঙ্গালীরা কি সংস্থান কবিতে জানে ? আমি একটি লোটা ও একগাছি লাঠি সম্বল করিয়া আসিয়া সেই লোটাটি মোহরে পূর্ণ করিয়া চলিলাম।"

প্রথম কহিল "আঁমিও লোটা সম্বল করিরা এদেশে আসিরাছি। এক্ষণে কি উপারে সঞ্চর করিতে হইবে শিথিরে দেন।" বিতীয় কহিল, "তুমি একটা পদ্দীগ্রামে যাইরা কোন জমীদারের বাটিতে খোরাক পোষাক ও ঘটাকা আড়াই টাকা বেতনের একটি চাকরী লওগে। তথার ছই এক মাস কাজকর্ম করিরা ছ'চার টাকা বাহা পাইবে, তদ্ধারা কর গুক্ত একটা গাইগক খরিদ করিরা প্রতাহ নিজ হাতে ঘাস ছুলে খাওরাবে এবং আর ঘ এক মাস চাকরী করিরা যে টাকা হইবে, তাহা বাবুর যত চাবা প্রজাদের কর্ম্ম দিতে থাকিবে; এবং মাস মাস ক্ষদ আদারের সমর উহাদের বারে

গিয়া আড় হয়ে গুয়ে পজিবে। ধবর্জার ! পয়সা না নিয়ে উঠবে না ।
তাহারা পয়সা দিলে কোঁচার কাপড়ে বেঁখে, কলাটা মূলাটা ছোলাটা মটরটা
বা সক্ষ্যে পাও, এক খাবল তুলে নেবে। সেইগুলো তোমার প্রাতে
উঠিয়াই জলখাবার হইবে, যদি বেশী জমে—বৈচে ফেল্বে। এদিকে
তোমার গাই বড় হয়ে য়য় দেবে, তুমি সেই য়য় বিক্রয় ক'রো—তাহা
হইলে দশ পনর বৎসরের মধ্যে বেশ সক্ষতি করিয়া দেশে যাইতে পারিবে।"
বলিয়া, উভয়ে অপর রাস্তা দিয়া প্রস্থান করিল।

ইন্দ্র। বরুণ ! কি চালাক হিন্দুস্থানীর। ! উহাদিগকে অসভা দেখে বালালীরা সমরে "গুণটানা" "ছাতুখোর" ইত্যাদি বলিয়া ঠাট্টা করে বটে ; কিন্তু বালালীর। ইহাদের হইতে অনেক শিক্ষা পাইতে পারে। কি আশ্চর্যা লোটা মাত্র সম্বল করিয়া আসিয়া বিলক্ষণ সম্পৃতি করিয়া দেশে চলিল !!

বরূপ। ইহারা ত লোটা হাতে করিয়া আদিয়া দেই লোটা বোঝাই করিয়া লইয়া যায়; কিন্তু ইংরাজের। শৃক্ত হাতে আদিয়া যেরূপ সঙ্গতি করিয়া লয়, তা দেখ তো আবো আশ্চর্যা হবে।

ংজ। সে কিরপ ।

বরুণ। অনেক সাহেব বিলাত হইতে আসিয়া বিজ্ঞাপন দেন, একটী হৌস খুলিব, এত টাকা অংশের এতজন অংশীদার চাই। অয়ি ঝাঁকে ঝাঁকে বালালী বাবুরা যাইয়া টাকা দিয়া অংশীদার হন। এক বাজি যথাসর্বাম্ব দিয়া মৃচ্চুদ্দি-পদ লন। বলিতে কি, ইহাঁরই টাকায় একপ্রকার হৌস চলে, কিস্কু সাহেব ভাঁহাকে বেতনভূক্ ভৃত্যের মত খাটাইয়া লন।

নারা। সে কি ? উহারই টাকা নিয়ে উহাকেই চাকর করে!

বরুণ। তা না হ'লে মজা কি ? বান্ধালী এমি বোকা জাতি। ঘরের টাকা দিয়ে ব্যবসা করিবে; কিন্তু পরের অধীনে। তথাপি স্বয়ং স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে সাহসী হইবে না। যাহা হউক, হৌসের দিব্য আর, থাসা চল্ছে; হঠাৎ শোনা গেল ফেল হরেচে, অংশীদারগণ ও মৃচ্ছু জি মহাশর গালে হাত দিরে কাঁদছেন।

এইরপ গল্প করিতে করিতে তাঁহারা বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "উপ! বাবা একতাল গোময় আন্, সর্বালে মেথে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে তবে ঘরে ঢুকি।" উপ তৎশ্রবণে গোময় আনিয়া দিলে পিতামহ স্বয়ং মাথিয়া স্নান করিয়া এবং বিনামা জোড়াটীকেও স্নান করাইয়া গ্রহে প্রবেশ করিলেন।

দেবগণের বাসার সন্নিকটে কতকগুলো বকাটে ছেলে একত্র ইইরা বাসা করিয়াছিল। তাহারা সমস্ত দিন গান করিত, তাস পাশা থেলিত। তাহাদের গলার "হো হো" শক্ষ শুনিয়া উপ ছুটিয়া গেল এবং ছ চার মিনিটের মধ্যে তাহাদের সহিত দিব্য সম্ভাব করিয়া লইল। ঐ বালকগণের সহিত উপর এমন আলাপ হইল যে, দেবগণ অন্যুন পাঁচণত বার ডাকিলেন তথাপি সে উঠিয়া আসিল না। শেষে নারায়ণকে নিজে গিয়া ডাকিয়া আনিতে ইইল।

দেবগণের ক্ষ্মা ক্রমে মন্দা হইরা অসিতেছিল, তজ্জন্ত রজনীতে কেহ আর অল্ল আহার করেন না, জলযোগ করিরাই কাটান। বরুণ পিতামহের হত্তে নানাবিধ মিষ্টাল্ল দিলেন; কিছু তিনি "গঙ্গা খাবে" "গঙ্গা খাবে" বলিরা অধিকাংশ তুলিরা রাখিলেন এবং যৎসামান্ত গালে দিরা একটু জল খাইরা শরন করিলেন। শরনমাত্রেই নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল।

পিতামহ নাসিকাধ্বনি করিয়া নিজা যাইতেছেন। তাঁহার নিকটে বসিয়া অসর দেবগণ গল্প করিতেছেন। পদ্মযোনির মধ্যে মধ্যে নিজাভঙ্গ হইতেছে, কোন গল্পই শুনিতেছেন না, অথচ "রাঁটা" "উ:" শব্দে সার দিতেছেন।

বরুণ। দেখ দেবরাজ, এই কলিকাতা সহরে দেখিবার উপযুক্ত অনেক অদ্ভুত সুকোচুরি আছে; কিন্তু সে সব দেখাইলে হর ত পিতামহ এই মুক্তেই ক্লিকাড়া পরিজ্ঞাগ করিবেন তুমিও হয় ত ক্রোধাক হইরা কলিকাড়া ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইবে; অত্যঞ্জর রে নব বিষয় বা দেখাই ভাল। এই ক্লিকাড়ায় অনুসকান করিলে পান্ধীর চুড্বান্ত দেখিতে পাওয়া বায়—এখানে পুণাছোরও অসুকাব নাই।

ইস্তা। আমি কলিকাতার বাহু শোভা দেখিতেছি ভাল ! রুলিতে কি ইংরাজেরা নানাপ্রকারে ইহাকে সাজাইয়াছে।

দেবগণ গল্প করিতে করিতে নিজ্রাভিত্ত হইলেন। অতি প্রভা্বের বেমন গুড়ুম করিলা তোপ পড়িল, অমনি পিতামহ সকলকে ডাকিলা ভূলিলেন এবং বস্ত্র বগলে করিলা গল্পান্ধানে চলিলেন। তাঁহারা যথন গল্পানে যান, একজন মেথর বিষ্ঠার ভার বহন করিলা দেবগণের নিকট দিলা চলিলা যাইল। দেবতারা নাকে কাপড় দিলা ওলাক্ ওলাক্ শব্দে ক্রতপদে চলিলেন এবং কহিলেন, "নরকযন্ত্রণা ইহারাই ভোগ করে।" তাঁহারা জগল্লাথের ঘাটে উপস্থিত হইলা দেখেন— ঘাটটা অপুর্ব্ব শোভা ধারণ করিলাছে। তরক্ষমালা যেন সমস্ত রজনী নির্দ্রিত থাকিলা প্রাতে স্থাতল প্রাতঃসমীরণ সেবনে আনন্দিত হইলা আহ্লাদে নৃত্য করিভেছে।

পিতামহ দেখেন—ঘাটে লোকারণা; তন্মধ্যে হিন্দুছানীর ভাগই অধিক। সকলে জলে দাঁড়াইরা গলার স্তব পাঠ করিতেছে। প্রাতঃকালে নৌকার মাঝিরা কড় কড় শব্দে নৌকার পাইল তুলিতে তুলিতে ভাগীরথীর মধ্যস্থলে নৌকা লইরা ঘাইতেছে। কোন কোন নৌকা অপর ঘাট হইতে ভিড়ের মধ্য দিরা রওনা হইরাছে।

পিতামহ একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিরা জলে নামিলেন এবং পূর্বে রাত্রির সঞ্চিত্ত সেই সমস্ত মিপ্তার ও ফলাদি "গলে" "গলে" বলিরা জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

গঙ্গা। বাবা। আমি বে ভোষার মিষ্টার নিতে পার্ছিনে। আমার হাত পা ইংরাজেরা এম্নি বেঁধেছে বে, আমার আর কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই, ক্লামার সার থাল ক্লিরে শর্মন করিবার বামর্থ্য নাই পূর্বে আমি কত গ্রাম ও কত নগর মুখে করে লইরা গিল্লাছি, এক্ষণে হথানা কচুরি থাইবার শক্তি নাই। বারা! আমি যে কর্মান্থারি ফল ভোগ করিতেছি, তাহাতে আর ভুলাকি ? নচেৎ কোন্ স্ত্রীলোক পরম গুরু পতির মন্তকে পদ দিয়া বসে ? কোন স্ত্রীলোক পতি ও পিতৃবাক্য লজ্ঞন করিয়া স্বেচ্ছামত কাজ করে ? আমি ত সবই করেছি, ভগীরথের স্তবে পতি ও পিতৃবাক্য লজ্ঞন করেছি ? এ পাপের ফলভোগ কোথায় বাবে ?

ব্রহ্মা। মা। তোমার কি পাশ ফিরিবার যো নাই ?

গঙ্গা। তা হলে কি অশ্বাপি কলিকাতা থাকে ! মুথে করে নিয়ে যাইতাম ! দেখ বাবা ! বিশুর রাজা দেখিছি, কিন্তু এমন কথন দেখি নাই ! ইহারা আমাকে বিনা পেট-ভাতায় বাঁদীর মত থাটিয়ে নিচে, যেথানে সেখানে কাটচে পাজ্ঞালো ইট দিয়ে বাধছে ; আবার লক্ষার কথা বলুবো কি, আমার উপর জলকর করে পয়সাও রোজগার কয়্তে । এদের একটু জমীর দরকার হলেই আমাকে বুজিয়ে জমী বাহির করে লয় । দেখ — আগে আমার সীমা টাকশাল পর্যাস্ত ছিল ; ক্রমে বুজিয়ে কোথায় এনেছে বন্ধা । মা তোমার কয় শুনে আমার পেটে ভাত যায় না, চক্ষে নিজা আইসে না, আর কিছুদিন চোক কান বুজে থাক— স্থর্গে নিয়ে যাচিচ । তোমার জলে যত লোক স্থান ক'ছেছ সকলেই হিলুস্থানী ৷ বাঙ্গাণীরা

গঙ্গা। তারা কলের জ্বলে বাসায় স্নান করে। বলে, গঙ্গাস্থানে দর্দ্দি হবার স্ক্রাবনা।

গঙ্গামানে আসে না ?

বন্ধা। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের তোমার উপর বেশ ভক্তি দেখচি। গঙ্গা। ওরা রোজ রোজ স্থান কর্তে আসে। ফিরে যাবার সময় হাত নেড়ে আবার কত স্তব পাঠ করে। জল হইতে উঠিয়া পিতামহ চতুর্দিকে চাহিতে চাহিতে কহিলেন "বর্ত্তন বাটটী কাহার ? গাটের নাম কি ?"

বরুণ। এ ঘাটের নাম জগন্ধাথের ঘাট হইরাছে। বৃন্দাবনে যে লালাবাবুর বিষয় আপনাকে বলিরাছি, এই জগন্ধাথের ঘাট ও দেবসূর্ত্তি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। লালাবাবু পাকপাড়ার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

দেবগণ বাসায় আসিয়া আহার করিলেন! এই সময় গোলাপ ফুলের রং কুস্থমফুলের রং বলিয়া রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া থাইল। আহারাস্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সকলে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা লালদীঘির ধার দিয়া বেণ্টিং খ্রীট দেখিতে দেখিতে একটা মস্জিদের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইক্র কহিলেন, "বঙ্গণ! সম্মুখে দেখা যাইতেছে—ওটা কি ?"

বঙ্গণ। ইছার নাম টিপু স্থলতানের মসজিদ এই মসজিদটীর মেজে প্রস্তর নির্দ্ধিত। এই মসজিদে অনেক মুসলমান ভজনা করিয়া থাকে।

ইন্দ্র। টিপু স্থলতান কে ?

বরুণ। ইনি হাইদারাবাদের নবাব হাইদার আলির পুত্র। রাজপ্রতিনিধি লর্ড করণগুরালিসের সমন্থ ইহার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হর,
তাহাতে ইনি পরাস্ত হইয়া সদ্ধি করেন। ঐ সন্ধিতে ইংলকে অর্দ্ধেক
রাজ্য, যুদ্ধের থরচ তিন কোটী টাকা এবং ছটি পুত্রকে বন্ধকস্বরূপ রাথিতে
হইয়াছিল। ঐ পুত্রেরা ইংরাজের নিকট অবরুদ্ধ থাকিয়া টালিগঞ্জে বাস
করিতেন। এই মসজিদটী তাঁহারাই নির্মাণ করিয়া পিতার নামান্থসারে
নাম করণ করিয়াছেন।

ইন্দ্র। লর্ড করণওয়ালিস কিরূপ ভারতশাসন করিয়াছিলেন 🤊

বঙ্গণ। ইনি দৃঢ়তা ও তেব্দস্থিতার সহিত শাসন করিয়া ভারত সাম্রাজ্যে অনেকটা স্থবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যান। এই মহাত্মা সরকারী কর্মচারীদিগের কুব্যবহার দূর করিয়াছিলেন। তৎকালে কোম্পানীর

কর্মচারীদিগের বেতন অর[‡]ছিল, তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। তত্তির বেনামীতে বাণিজ্য করিয়া অস্থপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিতেও ছাড়িতেন না। তিনি যুদ্ধাদিতে জন্মলাভ করিয়া যেমন যশোভাজন হইনাছিলেন, তেমনি রাজস্বের চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই वत्नावत्छ জमिनाइनिशाद विनक्षन श्वविधा ७ अकाँत यात भव नारे अञ्चविधा रुष । कार्य यथन क्रिमादिया मिथिएम, श्वर्गप्राचेटक वर्मद वर्मद নিয়মিত কর প্রদান করিলে তাঁহারা ভূমির অধিকার হইতে বিচাত হইবেন না, তখন তাঁহারা স্ব স্ব জমিদারির উৎকর্ষ সাধনের মানসে প্রজার করবৃদ্ধি ও লাখরাজ ব্রহ্মত্র প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজারা দকলই সম্ভ করিতে লাগিল: কারণ, তাহাদের স্বন্ধ রক্ষার্থ কোন উপান্ন নিৰ্দিষ্ট করা হন্ধ নাই। এই গবর্ণরজেনারল দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয়সমূহেরও সংস্কার সাধন করেন। তৎপুর্বে ভারতবাসীদিগের আচার ব্যবহারের উপযোগি যে সকল নিয়ম প্রস্তুকাকারে প্রচারিত হইরাছিল, তাহাতে পুলিস কর্মচারীদিগের ক্ষমতার অতিরিক্ত রুদ্ধি করা ত্র । ঐ নিয়ম প্রচলিত থাকিলে প্রজাদিগের উপর প্রলিস যথেষ্ট অত্যাচার করিতে পারিত। তারের ঐ আইনপস্তকে দেশীয় দিগের বিচারসংক্রাম্ব কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই; অধিক কি, তাহারা অতি সামান্ত সামান্ত সরকারি কর্ম্ম ভিন্ন অপর কর্ম্ম পাইবে না, এইরূপ নিষ্ম করা হইয়াছিল। মহাত্মা করণওয়ালিস তৎসমস্তের সংশোধন করিয়া কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

এখান হইতে দেবগণ একস্থানে যাইয়া দেখেন—গাড়ী ঘোড়ার ভয়ানক
শ্বমধাম। লোকে উত্তম উত্তম গাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছে।
সওয়ারেরা অশিক্ষিত অখপুঠে আরোহণ করিয়া "টগাবগ টগাবগ" শব্দে
রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দৌড় করাইয়া শিক্ষা দিতেছে।
কারখানার অসংখ্য গাড়ী প্রস্তুত হইতেছে ও গাড়ীতে রং মাখাইতেছে।

কোন স্থানে গাড়ী ৰোড়ার নিলাম হইত্তেছে। দেবগণ রাস্তার স্থাড়াইমা যে দিকে চাহেন, দেখেন—কেবল মোড়া ও ঘোড়ার সাড়ী।

উপ। বরুণ্-কাকা এখানে কি কলে ঘোড়া প্রস্তুত হয় ? নারা। বরুণ ় এ দোকানটির নামঃকি ?

বৃদ্ধ। ইহার নাম কৃষ্ণ শাহেবের আড়গড়া। এই স্থানে গাড়ী খোড়া।
বিক্রের হয় ও ভাড়া পাওরা বার। কলিকাতারমধো এই কোম্পানী গাড়ী।
প্রধান সদাগর। ইহাঁদের একটা কারথানা আছে, সেধানে গাড়ী
প্রস্তুত হইতেছে। এখানে অট্রেলিয়া দেশ হইতে ঘোড়ার আমদানী.
হইরা থাকে:

এই সমরে একটা বোড়া আড়গড়া হইতে রসি-রসা ছি ডিয়া বাহিরে আসিয়া চারি পা তুলিয়া লাফাইতে লাগিল। বরুণ দেখিয়া পিতামহের হাত ধরিয়া "পলায়ে আস্থন" বলিয়া একদিকে ছুটিয়া পলাইলেন। উপ তাঁহার কথা না শুনিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল; শেষে ঘোড়াটা নিকট দিয়া বেমন ছুটিয়া গেল, উপ অমনি ধ্লায় পাঁড়য়া "বাপরে মারে" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

নারারণ তাহার উপর ছই চারি দা প্রহার করিয়া কহিলেন, "যেমন কথা শুনিস্নে—বেশ হরেছে। ঐ ঘোড়া তোর উপর দিয়া চলিয়া গেলে, কিংবা লাখি মারিলে তুই কি আন্ত থাক্তিস্ ?"

बका। এ श्वांत जात ना, वक्ना भवारे हन।

বরুণ। পলাইবার আবশুকতা কি ? এখানে কি কেছ আসে না ? তবে সাবধান হয়ে চলা উচিত। সাবধানের মার নাই, আহম্মক লোকেরা এখানে আসিলে মারা পড়িতে পারে।

ইক্স। এখান হইতে একথানি গাড়ী ভাড়া করিয়া একদিন সহর ক্সমণ করিলে হয়!

বঙ্গণ। হানি কি ? ১৬ টাকা ধরচ করিলে একথানি কেটিং কিংবা।

চেরেটে বিশিষা শ্রমণ করিতে পার। অতিরিক্ত থরচ করিলে চারি ঘোড়ার গাড়ীতে শ্রমণ করিবার অন্তমতি আছে।

ব্রহ্মা। অতিরিক্ত ধরচ করিয়া চারি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে, এমন বোকা কি বাকালীর মধ্যে আহিছ ?

এখান হইতে সকলে বেণ্টিং ষ্ট্রীটে যাইয়া ডিঃ শুপ্তের ঔষধালয়ের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "এই ঔষধালয়টি ধারকানাথ শুপ্ত নামক এক ব্যক্তির। ইহার পুরাতন ক্ষরেব ঔষধ বজ্ উৎক্লষ্ট। ঐ ঔষধ বিক্রম্ম দারা ইনি যথেষ্ট টাকা উপার্ক্তন করিয়াছেন। ডিস্পেন্সারির উপরে হোটেল। দেবগণ এই রাস্তার উভয় পার্মে সারি সারি ক্স্তার দোকান দেখিতে দেখিতে চলিলেন। দেবরাক্ষ একটি দোকান হইতে পক্ষিরাক্ষ ঘোড়ায় চড়িবার ক্ষক্ত এক কোড়া রাইডিং বৃট ধরিদ করিয়া লইলেন এবং উপকে এক কোড়া জ্তা কিনিয়া দিলেন। বরুণ কহিলেন, "এখানকার ক্তা বিক্রেতারা, বোকা ও চতুর দেখিয়া, জ্তার মূল্য কম বেশী করিয়া লইয়া থাকে।"

থেমন সকলে জুতা থরিদ করিয়া দোকানের বাহিরে আসিয়াছেন, উড়ে বেহারারা চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে এম্টি হাউসে যাইবার জন্ত উপরোধ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। বঙ্গণ ! উড়ে পাঞ্জারা কি বলে ? এখানে কি কোন দেবালয় আছে ?? বঙ্গণ। আপনি চলুন, ও দেবালয় আমাদের নহে।

নারা। বরুণ! উহারা কোপায় যাইতে বলে?

বঞ্চণ তৎশ্রবণে নারায়ণের কানে কানে কত কি বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ যত শুনেন "য়্যাঃ!" "উ।" শব্দে সবিন্ময়ে প্রশ্ন করেন ও হাস্ত করেন। উপ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল এক দৃষ্টে নারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পিতামহ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া: কহিলেন, "তোমরা কি গ্লা কর্চো ?"

"ও আর আপনার শুনিবার প্রয়োজন করে না" বিদয়া সকলে যাইয়া
একটী বৃহদাকার দোতলা বাজ়ীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাজ়ীটর
চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। যথন সকলে একদৃষ্টে বাজ়ী দেখিতেছেন উপ
যাইয়া তাড়াতাজি প্রস্রাব করিতে বিদল। যেমন সে প্রস্রাব করিয়া উঠিয়াছে, অমনি হই দিক হইতে হুইজন কনেষ্টবল আসিয়া তাহাকে ধৃত
করিয়া লইয়া চলিল।

দেবগণ এ ঘটনা অবগত নহেন, তাঁচারা বাড়ীই দেখিতেছেন এবং বরুণ কহিতেছেন "ইহার নাম লাল বাজার পুলিস।" এই সমরে উপ চাৎকার করিয়া কাঁদিয়া কহিল, "ঠাকুর কাকা! রাজা কাকা! কর্ত্তাজেঠা! বরুণ কাকা! শীঘ্র আদিয়া আমাকে রক্ষা কর, কোথায় ধরে নিয়ে বাঙেছ।" উপর ক্রন্দনে সকলে কি ! কি ! শব্দে ছুটয়া গিয়া স্বিশেষ অবগত হইলেন পাহারাওয়ালাদিগকে তাঁহারা কত বিনয় করিয়া বলিলেন, কত জল থাবার দিতে চাহিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারা পরিত্যাগু করিল না, ধরিয়া লইয়া চলিল।

বঙ্কণ। উপ! তোর ভন্ন নাই; যেখানে নিম্নে যাক্ না, আমরাও তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।

নারা। বরুণ। উপ'র দশা কি হবে ?

বরুণ। হবে আর কি--বড় জোর হই চারি আনা জরিমানা।

দেবগণ এখান হইতে পুলিসের নিকট যাইয়া দেখেন—মহা-ধূমধাম, যেন আদ্ধবাড়া। অসংখ্য খঞ্জ, কাণা ফিরিক্সি বিদিয়া দরখান্ত লিখিয়া দিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। উকীলেরা ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছে।

দেবগণ উপ'র উদ্ধারের জন্ত এই স্থানে পশ্বসা থরচ করিয়া একথানি
দর্থাস্ত লিথাইয়া লইলেন। তৎপরে সকলেই ভিতরে প্রবেশ করিলে বরুণ
কহিলেন "দেথ দেবরাজ। ঐ যে পূর্ব্ব দিকের বাড়া দেখিতেছ, উহার
উপর পূর্ব্বে লক্ হাঁসপাতাল ছিল।"

ইক্র। লক হাঁদপাতাল কি ?

বরুণ। ঐ স্থানে চৌদ্দ আইনের পর কা লওয়া হইত। যে বেশ্রার রোগ থাকিত, এই স্থানে রাথিয়া আরোগ্য না হওয়া পর্যান্ত তাহাকে চিকিৎসা করা হইত।

নারা। বলিহারি ইংরাজরাজকে ! ইহাঁদের দেখুছি সকল দিকেই দৃষ্টি আছে। ভাল বঙ্গণ ! এত রোগ থাকিতে বেশ্রাদিগের ও রোগের প্রতি রাজপুরুষদের চিত্তাকর্ষণ হইল কেন ?

বরুণ। গোরারা বেশ্বালয়ে যাইয়া ঐ রোগগ্রস্ত হওয়াতে চৌদ্দ আইন প্রচারিত হয়। যাহা হউক, নারায়ণ! লালবাদ্ধার পুলিসটী কেমন দেখি-তেছ বল ?

নারা। ঠিক যেন দ্বিভীয় কালাস্ত কপুরী।

বরুণ। এই পুলিদে কলিকাতর যত ফৌজদারী মকদ্দমা হইন্না থাকে। এখানে চারি জন পুলিদ ম্যাজিট্রেট আছেন। তাঁহারা কলিকাতার উত্তর পূর্বে দক্ষিণ পশ্চিম চারি বিভাগের যাবতার ফৌজদারী মকদ্দমা করিন্না থাকেন; ইহা ব্যতীত অবৈতনিক ম্যাজিট্রেট মহোদ্দ্রেরাও এখানে আদিন্না বিচার করেন।

দেবগণ একটা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন—বিচারাসনে একটা বাঙ্গালী বিদিরা বিচার করিতেছেন। নিকটে বাদা প্রতিবাদীর উকাল মোক্তারগণ দাড়াইয়া আছেন। পাহারাওয়ালারা উপকে লইয়া এইখানে প্রবেশ করিল এবং বাগবাজার থানার ইনম্পেক্টর একজন মাতালকে ঝোলায় করিয়া মন্তান্ত আন্মার সহিত আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রথমেই উহাদের বিচার আরম্ভ হইল। হাকিম মাতালকে কহিলেন, "তুমি অমুক ব্যক্তির গাল কামড়াইয়া দিয়াছ কেন ?" মাতাল কহিল, "হুজুর! ও নিজের গাল নিজে কামড়াইয়া আমার নামে মিধ্যা অপবাদ দিয়া আপনার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। আপনি স্থবিজ্ঞ হাকিম, বিচার করিয়া দেশুন, উহার গাল

কামড়ান'তে আমার কি স্বার্থ আছে।" হাকিম কহিলেন, "ভূমি বলিতেছ
—ও উহার নিজের গাল নিজে কামড়াইরাছে; ভাল—ভূমি তোমার
নিজের গাল নিজে কামড়াইরা দেখাইতে পার ?" মাতাল "পারি" বলিরা
নিজের গাল নিজে কামড়াইরা জেঞ্চ নানাপ্রকার মুখন্ডলী করিরা অসমর্থ
ইইলে দেবগণ ও অপরাপর লোক হাক্ত করিতে লাগিলেন। তথন মাতালের পক্ষের উকীল দাঁড়াইরা কহিলেন, "হুজুর, আমার মক্ষেল যাহা বলিতেছেন সত্য; এরূপ মকদ্দমা আমি বিস্তর দেখিরাছি এবং এই বেঞ্চে আনেক
হাকিমের নিকট হইরা গিরাছে, যাহাতে স্থবিজ্ঞ হাকিমেরা আসামীকে
বেকস্থর খালাস দিরাছেন।" হাকিম কহিলেন, "ভূমি প্রলাপ কহিতেছ,
ভবিদ্বতে ওরূপ প্রলাপ কহিলে তোমাকে আদালত হইতে বহিদ্ধত করিরা
দিব" বলিরা মাতালের পাঁচ টাকা জরিমানা করিলেন এবং কহিলেন,
"পুনরার এরূপ কাজ করিলে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

এই মকদমা শেষ হইলে কতকগুলি সাহেব্বাড়ীর বাবুর্চিকে কতিপন্ন কনেইবল ধরিয়া আনিল। ইহাদের অপরাধের মধ্যে—কতকগুলি কুঁক্ড়োকে গাছের ফলের মত ঠ্যাং ধরিয়া ঝুলাইন্না লইন্না যাইতেছিল। হাকিম কহিলেন, "তোমরা উহাদের প্রাণবধ করিবার পূর্বে অকারণ কষ্ট দিয়াছ, অতএব প্রত্যেকের চরি আনা অর্থ দণ্ড করিলাম। ভবিশ্বতে ওরূপ করিলে শুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

ইহার পর উপ'র মকদমা উপস্থিত হইল। হাকিম পাহারাওয়ালাদিগকে তিরন্ধার করিরা কহিলেন, "কলিকাতার কত লোকে কত লোকের
সর্কানাশ করিতেছে. তোমরা তাহার কোন খোঁজ থবর রাখিতে পার না,
অথচ এই বালককে সামাস্ত দোবে ধরিয়া আনিয়া বিলক্ষণ কট্ট দিতেছ।
তোমাদের আর কোন ক্ষমতা নাই, কেবল কেউ কোথাও প্রস্রাব ক'র্লে
ধর্বার ক্ষমতা আছে।" বলিয়া তিনি ছই আনা মাত্র জরিমানা করিয়া
উপকে ছাড়িয়া দিলেন। দেবগণ সামন্দে যাইয়া উপ'র হাত ধরিলেন এবং

স্থের বাহিরে আসিয়া পিতামহ বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরুণ, এই স্থাবিচারকটির নাম কি ?"

वक्रा वि, এन, खरा

ব্ৰহ্মা। কি १

বন্ধণ। বি, এল, শুপ্ত অর্থাৎ বিহারিলাল শুপ্ত। ইহাঁরা জাতিতে বৈশু। ইনি গৌরিভানিবাসী চক্রশেশর শুপ্তের পুত্র। বিহারীবারু বাল্য-কালে হিন্দু স্কুলে বিশু। শিক্ষা করেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজের বি, এ, ক্লাসে পড়িতে পড়িতে বিলাত যাত্রা করেন। তথার সিবিল সার্বিস পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং কিছুকাল কয়েকটি জেলাতে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া কলিকাতার প্রশিস মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। মহাত্মা হরিমোহন সেন ইহাঁর মাতামহ।

নারা। হরিমোহন সেন কে ?

বরুণ। গুগলীতে যে রামকমল দেনের কথা বলিয়াছিলাম, উক্ত রাম কমল দেন মহাশদের চারিটী পুল ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হরিমোহন দেন; ইনি ১৮১২ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিদ্দু ক্লেজে বিছা শিক্ষা করিয়াছিলেন। হরিমোহন দেনই বাঙ্গালা ভাষায় পুরাণ তরজমা করেন। ইনি প্রথমে টাকশালে, তৎপরে ট্রেজরিতে কার্য্য করিয়া পরিশধে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা ইনিষ্টিটিউট, জমিদার সভা, ভারতসভা প্রভৃতির মেম্বর ছিলেন। পরিশেষে জয়পরের রাজার প্রধান মন্ত্রী হন। ইনি যতনাথ, মহেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ এবং নরেক্দ্রনাথ * নামক চারি পুল্র ও এক কল্পা রাথিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বর্জমান বি. এল, গুপ্ত দেই কল্পার গর্ভজাত পুল্র।

^{*} ইনি ইণ্ডিয়ান মিরার নামক সংবাদপত্ত্রের সম্পাদক চিলেন। ১৯০১ খুষ্টাস্থে ইব্রি মুত্যু হইয়াছে।—সম্পাদক।

দেবগণ দাঁড়াইয়া অনেক মকদমা দেখিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ বেশ্রা-সংক্রোস্ত ব্যাপার।

আসামীদের অধিকাংশ ভদ্রসম্ভান। কোনও বেশু। খোরাকীর দাবী দিয়া নালিশ করিয়াছে; কেহ চুরীর দাবী দিয়াছে; কেহ দাঙ্গাহাঙ্গামার জম্ম নালিশ করিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেবগণ অপর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন—আর একজন ম্যাজিট্রেট বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছেন। নিকটে দৃঁ:ড়াইয়া একটা বেশা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছে, "হুজুর! আমি কোন অপরাধ করি নাই, তবে কি কারণে পুলিসের লোক যাইয়া আমার হাজার, বার শত টাকা আন্দাজের গহনাপত্র লইয়া গেল এবং অন্ত বেলা দশটার সময় হুজুরের নিকট হাজির হইতে কহিল ?"

ম্যাজিষ্ট্রেট তৎশ্রবণে পুলিসকে ডাকিয়া জানিলেন, তাহার। কেহ এ কান্ধ করে নাই। তথন অনুসন্ধানে স্থির হইল, জুয়াচোরেরা পুলিস সাজিয়া এই কাজ করিয়াছে। বেশ্রা তৎশ্রবণে কাঁদিতে কাঁদিতে মুন্ছিতা হইল। পরে আদালত হইতে জুয়াচোর ধরিয়া দিবার পুরস্কার ঘোষণা হইলে, বেশ্রা চকু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "অনেক ছেলের মাথা থেয়ে গহনাগুলি ক'রেছিলাম, জুয়াচোর বেটারা আমার মাথা থেলে।"

এখান হইতে যাইতে যাইতে ইক্স কহিলেন "বরুণ! ঐ যে সাহেবেরা লী পুজ্ঞ লইয়া বাস করিতেছে, উহারা কারা ?"

বরুণ। উহারা বিলাতী কনেষ্টবল। উহারা এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। এই কনেষ্টবলেরা প্রত্যেক ইংরাজপল্লীতে, বিশেষতঃ লালবাজারের মোড়ে, আর ইংরাজপল্লীর মধ্যে যেথানে যেথানে মদের দোকান আছে তথায় ও প্রত্যেক ব্যাক্ষে এক একজন করিয়া পাহারা দিয়া থাকে।

এথান হইতে দেবগণ বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেবরাজ

আর চলিতে পারেন না, গালে হাত দিয়া বিদিয়া পড়িলেন। বরুণ দেখিরা কহিলেন, "ইন্দ্র ! অমন ক'রে ব'দ্লে যে ?"

ইক্র। ভাই ! আমার চ্যেন সহিত ঘড়িটী কে অপহরণ করিয়াছে !
নারা। য়ঁয়া—দে কি ! অমন লালবাজার পুলিদের মধ্যে জুয়াচুরি।
বন্ধা। বেদ হ'য়েছে, তোদের ব'জে ত শুনবি নে, কলিকাতায়

ব্রহ্মা। বেস্ হ'রেছে, তোদের ব'লে ত শুন্ব নে, কলিকাতায় আসিয়া বাবু সাজা, চ্যেন ঘড়ি ঝুলান তোদের যে রোগ হ'রেছে—এখন উঠে এস! টাকার শোকে অধীর হ'লে হবে কি ?

ইন্দ্র। ঠাকুর দা ! আমি অধীর হই নাই, তবে চমৎকৃত হইয়াছি বটে ! আমি ভাবৃছি—ইহাদের কি চমৎকার হাত বল ! কি চমৎকার অভ্যাদ ! বলিহারি কলিকাতার জুয়াচোরগণকে—তাহাদের সাহদ ও শিক্ষাকে ! আহা ! ইহারা যে পরিশ্রমে এই জুয়াচুরি শিক্ষা করিয়াছে, সেই পরিশ্রমে যদি অপর কোন ভাল বিষয় শিক্ষা করিত, তাহা হইলে ভারতের অনেক হিত্রাধন করিতে পারিত।

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন—নিলামে অনেক জব্যাদি বিজ্ঞয় হইতেছে। অনেক লোক দাঁড়াইয়া কিনিতেছে। বরুণ কহিলেন, "ইহার নাম পার্কার কোম্পানীর নীলাম। মেকাঞ্জি লয়েল কোম্পানী কলিকাতার যাবতীয় নীলামের কার্য্য করিতেন; এমন কি গবর্ণমেন্টের আফিস পর্যান্ত বিজ্ঞয় করিতেন। এক্ষণে পার্কার সাহেব নীলাম কার্য্যে বিলক্ষণ লাভ দেখিয়া এই আফিসটী খুলিয়াছেন। ইহাঁদের কার্য্য এই, কি খাল্প সামগ্রী—কি পরিধেয় বল্ল, বিলাতে যে সমস্ত জব্য বিজ্ঞমোপযোগি না হয়, তাহাই নিলাম করিয়া থাকেন। যাহারা নিলামে জয় করে, তাহারা বাজার অপেক্ষা সন্তা দরে পায়। তবে কেহ বা নীলামে থরিদ করিয়া ভাল জিনিস পায়, কেহ বা যাহা কিছু কেনে, একেবারে মাট।"

"या थारक कपाल—नीनारम किছू किरन निहे; ना इब प्रवाश्वरन

জলে যাবে" বলিয়া নারায়ণ কয়েকটা থান থরিদ করিলেন। দেবরাজ প্রভৃতি কহিলেন, "ভাই! যদি ভাল হয়, আমাদের কিছু কিছু অংশ দিও।" এখান হইতে যাইয়া সকলে দেখেন—একটা ঔষধালয়ে অসংখ্য ঔষধের শিশি সাজান রহিয়াছে। দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ! এ ঔষধালয়টীর নাম কি ?"

বর্রণ। ইহার নাম শ্রিথ ষ্ট্যান্ট্রীট্ কোম্পানীর ডাক্তারথানা। ইহাঁরাও ব্যাথ্গেট্, স্কট টম্দন্ কোম্পানীর আয় ঔষধ বিক্রেয় করিয়া থাকেন। ইহাঁদের দোকানে পাকা চুল কাল হইবার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে।

ইক্র। ঠাকুরদাকে এক শিশি কিনে দিলে হয় না ?

ব্ৰহা। কি ?

ইন্দ্র। পাকা চুল কাল হইবার ঔষধ।

ব্রহ্মা। আমার আর চুল কাল ক'রে কি হবে ? যাবার সময় হয়েছে। তোদের তবু কতকটা কাঁচা বয়স—কিনে নিয়ে সাধ মেটা।

নারায়ণ ও দেবরাজ বরুণের কানে কানে কহিলেন, "আমাদের ছই এক গাছি করিয়া চূল পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে, অতএব এক শিশি কিনিয়া দেও।" বরুণ তৎশ্রবণে তাঁহাদিগকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং ছই জনকে ছই শিশি থরিদ করিয়া দিলেন। পিতামহ তদ্ষ্টে হাস্থ করিতে করিতার করিতে করিতার করিতে করিতার করিতে করিতে করিতে করিতার করিতে করিতার করিতে করিতে করিতে করিক করিতে ক

এখান হহতে এক স্থানে যাইয়া বরুণ কহিলেন, "দেবরাজ। সম্মুথের দোকানের দিকে চেয়ে দেখ।"

নারা। এ দোকানটি কাহার ?

বরুণ। রডা কোম্পানীর দোকান। এই দোকানে বন্দুক, তরবার, কামান প্রভৃতি বিক্রের হইয়া থাকে।

নারা। আমাকে ভাই একটা ডবল ব্যারেল্ বন্দুক থরিদ করিয়া দেও, স্বর্গে লইয়া গিয়া সকলকে দেখাইতে হইবে।

বঙ্গণ তৎশ্রবণে দেবগণকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে তাঁহারা, বন্দুকানি দেখিতে লাগিলেন। উপ চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত একবার এ বন্দুক একবার ও বন্দুক ধরিতে লাগিল। হঠাৎ সে যেমন একটা হাওয়ার বন্দুকে হস্তার্পণ ক'রেছে, অমনি বন্দুকটার আওয়াজ হইয়া একটা বেল লগ্ঠন ফাটয়া গেল। উপ তথন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

নারায়ণ উপকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তো ছোঁড়ার কি সকল জিনিসেই হাত না দিলে নয় ? তোকে সঙ্গে করিয়া আনা আমাদের অস্তায় হইয়াছে।" বলিয়া সেই ফাটা লগুন রী ও একটী ডবল ব্যারেল বন্দুক থরিদ করিয়া লইয়া বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেবরাজ কহিলেন "বরুণ! এ দোকানটীর নাম কি বলিলে—রডা কোম্পানীর বন্দুকের দোকান ?"

বরুণ। হাাঁ ভাই। পূর্ব্বে এই দোকান উক্ত কোম্পানীর ছিল, অন্তাপি সেই নামেই চলিতেছে, ফুলতঃ এক্ষণে দোকানটা হামিন্টন কোম্পানী থরিদ করিয়া লইয়াছেন।

এখান হইতে সকলে ডেলহাউসি স্বোয়ারের উত্তরাংশের রাস্তার উত্তর-দিকে এক স্থানে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! সমুখের এ বৃহৎ বাড়াটি কি ? এখানে এত ঘোড়া পান্ধি কেন !"

বরুণ। বাড়াটির নাম রাইটার্স্ বিল্ডিং। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে এই বৃহদাকার বাড়ীট প্রস্তুত হয়। এ বাটা প্রস্তুত হইবার কারণ, তথন এ দেশে কেরাণী পাওয়া যাইত না; এজন্ম বিলাত হইতে কেরাণী আমদানী করা হইত। সেই সমস্ত কেরাণীর বসবাসের জন্ম এই বাটা প্রস্তুত হওয়াতে রাইটার্স্ বিল্ডিং অর্থাৎ কেরাণীথানা নাম হইরাছে। এক্ষণে এই বাটীতে এক্জিকিউটীভ্ ইঞ্জিনিয়ার, স্পারিন্টেন্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের আফিস আছে। তাজির পূর্ব্বে এই বাড়ীতে রেলওয়ে কন্পল্টিং ইঞ্জিনিয়ার, এজেন্ট আফিস, অভিট আফিস, চিফ্ ষ্টোর্

কিপার আফিন, ট্রেনরি আফিন, ক্যান্ আফিন এবং চিফ পে মাষ্টারের আফিন প্রভৃতি কভগুলি আফিন ছিল। একণে রেলওয়ে কোম্পানী নিজ বাটা প্রস্তুত করাতে তৎসমুদায় আফিন উঠিয়া গিরাছে। এখানে বিস্তর কেরাণী কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। তাহাদিগকে বহন করিয়া আনিবার জন্মই এই সমস্ত গাড়ী পান্ধি রহিয়াছে।

এখান হইতে এক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "দেব-রাজ সম্মুখে দেখ গবর্ণমেণ্টের নৃতন বাড়ী। পূর্ব্বে বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট প্রভৃতি কয়েকটী অফিস চৌরঙ্গী রাস্তার ধারে একটী ভাড়াটে বাড়ীতেছিল। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট রাইটার্সবিল্ডিংয়ের উত্তরাংশে এই তিনটী প্রশস্ত বাড়ী নির্মাণ করিয়া রেভিনিউ বোর্ড্ এবং বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিস উঠাইয়া আনিয়াছেন।

ইক্র। বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিসে কি কাজ হয় ?

বরুণ। বাঙ্গালার মধ্যে যত বিচারালয় আছে, এখানে তৎসংক্রোম্ভ সমস্ত হিসাব পত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানেও বিস্তর কেরাণী কাদ্ধকর্ম করিতেছে। মফঃস্বলের বিধাতা মাজিষ্ট্রেট মহোদয়দিগের বদলি, বাহাল ও বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতির কার্যাও এই স্থানে হইয়া থাকে। গ্রীম্মকালে ছোট লাটের সহিত এই আফিসের অর্দ্ধেক আন্দান্ত দার্জিলিঙে যায়।

নারা। কেন ? আফিস গুলোরও কি গরম বোধ হয় ?

বরুণ। কাজে কাজেই। আফিসের কর্তা যখন গরমে ছট্ ফট্ করিতে থাকেন, তথন আফিস কিরূপে ঠাণ্ডা থাকে ? ফল কথা, আফিস আদালত রাজপুরুষদিগের সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে কাজ চলে না। ইংগদের শয়ন ভোজন উপবেশনের স্থায় আফিসটীও সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই।

ব্ৰহ্মা। আচ্ছা---দার্জিলিং না যাইরা গ্রীম্মের কয়েক মাস বিলাভ যাইয়া অবস্থিতি করিলে ত রাজপুরুষদিগের শরীর আরও ভাল থাকে।

বৰুণ। এখানে না আসিলেও ত হয়।

ব্রহ্মা। তাই ত বটে ; ওঁরা যে সেই সংবাদ দেওয়া কলটা হাতে করে যেখানে সেখানে ব'সে রাজ্য ক'র্তে পারেন।

এখান হইতে সকলে লায়ন্স রেঞ্চ নামক রাস্তার উত্তর ধারে ঘাইলে বরুণ কহিলেন "দেবরাজ! টর্ণর মরিসন্ কোম্পানী নামক একটা বিলাতী সদাগরের আফিস দেখ। ইঁহারাই ১।২।৩ নম্বর চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কাশীপুরে একটা চিনির কল আছে। তদ্তির ইঁহারা বিলাত হইতে লোহা লক্কড়, মদ প্রভৃতি নানাপ্রকার সদাগরীর দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকেন। এই কোম্পানীর ২।৩ খানি নিজের জাহাজ আছে। ইহাঁদের হইতে বিস্তর বাঙ্গালী বড় মামুষ হইয়া গিয়াছে। ইহাঁদের জাহাজ হুইতে দ্রব্যাদি আফিসে উঠাইয়া দিবার জন্ত অনেক কনটাক্টর্ আছে। কন্টাক্টরেরা ঐ কাজে বিস্তর টাকা উপার্জন করিয়া থাকে।

এথান হইতে যাইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! সমুধের এ বাড়ীটি
কি ?

বৰুণ। ইহার নাম পর্শিট—অর্থাৎ যে সকল বাণিজ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হর, এই স্থান হইতে পাল অর্থাৎ ছাড়পত্র না লইলে যাইবার ও আসিবার হুকুম নাই। এই কারণে ইহার নাম পর্শ্বিট অর্থাৎ অমুমতি-স্থান হইয়াছে। এই পর্শ্বিটে বিস্তর লোক কাজকর্ম করিতেছে। এথানে লোকে ইচ্ছা করিলে প্রতারণাও করিতে পারে।

ইন্দ্র। কি প্রকারে ?

বরুণ। মনে কর, যে সমস্ত দ্রব্যের আমদানী হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যের মধ্য হইতে যথন একটী বস্তা ধুলিয়া পরীক্ষা করা হয়, তথন আর একটী বস্তা বাহির করিয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী যে-সে দ্রব্যের বস্তা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই সময়ে তীর্থস্থানের পাণ্ডার স্কান্ত কণ্ডলো লোক ছুটিয়া আদিয়া কেবগণকে চতুর্দ্ধিক হইতে পরিবেষ্টন করিল এবং কহিল "আপনারা কি দিতে পারেন বলুন, তাহা হইলে ফার্ম্ পূরণ করিয়া স্থাক্ষর করাইয়া আনিয়া দিরা যাহাতে আপনাদিগের মালামাল শীঘ্র রওনা হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়া দিতেছি।" দেবগণ তৎশ্রবণে কহিলেন, "বাপু! আমরা মহাজন নহি, এখানে শ্রমণ করিতে আদিয়াছি।" দালালেরা চলিয়া গেলে দেবরাজ্ কহিলেন, "বরুণ! ইহারা কারা ?"

বক্রণ। ইহারা কতকগুলি মূর্থ লোক। ইহাদের বিভা বৃদ্ধি তাদৃশানাই; সংসার প্রতিপালনের নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং এক প্রসা মূল্যের ফারম্ পুরণ করিয়া স্বাক্ষর প্রভৃতি করাইয়া আনিয়াদিয়া প্রসা লয়। অগ্রে ইহারা প্রসা চুক্তি করিয়া থাকে।

নারা। আহা ! কলিকাতা সহরে কত লোকেই কত উপারে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

এথান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "নারায়ণ! ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর আফিস দেখ। পূর্ব্বে এই সমস্ত আফিস রাইটার্স বিলডিংয়ে ছিল, এক্ষণে উক্ত কোম্পানী এই বাড়ীট নির্মাণ করিয়াছেন। এথানেও বিস্তর কেরাণী কাঞ্চকর্ম করিতেছে।"

ব্রহ্মা। বরুণ! আর কেরাণী না বলিয়া বিস্তর চাকর কাঞ্চকর্ম করি-তেছে বল। কি আশ্চর্যা! যাহাকে দেখি, যাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি, সেই কেরাণী। দোকানদার, মহাজন, অধ্যাপক, চিকিৎসক চামার, কুস্তকার, কর্ম্মকার আর চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না সকলেই কেরাণী। বরুণ! পরাধীন জাতির পরাধীন থাকিতে এত সাধ ? দেশ উৎসন্ন যাই-তেছে, দেশের শিল্পশাস্ত্রের বিলোপ হইতেছে, যাহারা দেখিয়াও দেখে না, তাহাদের মত বোকা জাতি কি ছনিয়ায় আছে ?

বরুণ। ঠাকুর দা! চাকরী করা বাঙ্গালীজাতির সংক্রামক-রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নচেৎ যে অধ্যাপকের জগৎজুড়ে মানসম্ভ্রম, বাঁহার গুহে বিদায়ের ঘটা, বাটা, ধাল, ঘড়া রাধিবার স্থান হয় না, তিনিও নিজ ব্যবসায়ে ধিকার দিয়া পুত্রকে পনের টাকার কেরাণী প্রস্তুত করিতেছেন। যে কবিরাজ ধরস্করে নামে পরিচিত হইরা অর্জিত ধন বহন করিরা আনিতে পারিতেন না, তিনিও নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকে ইংরাজী শিখাইয়া কেরাণী প্রস্তুত করিতেছেন। যে কুস্তুকার উত্তম উত্তম ছবি ও পট আঁকিয়া স্বাধীনভাবে ৪০।৫০ টাকা উপার্জ্জন করে, সেও কাদা ছানা অতি জঘন্ত ব্যবসায় বলিয়া নিজ পুত্রকে ইংরাজী শিখাইয়া কেরাণী তৈয়ার করিতেছে। এইরূপে ধোপা, নাপিত, মেথর, মুদ্দদ্বাস সকলেই কেরাণী হইবার জন্ম হাত ধুইয়া বিদয়া আছে।

ব্রহ্মা। দেশ উৎসন্ন যাবে! ইহার পর লোকের নাপিতের অভাবে সর্বাঙ্গে চুল, শ্লোপার অভাবে মলিন বস্ত্র এবং মুদ্দফরাসের অভাবে মরে বরে পচিতে হবে।

এথান হইতে যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। ঐ ফে দেখা যাইতেছে, উহার নাম কি ?"

বরুণ। ইহার নাম ওরিয়েণ্টেল ব্যান্ধ। বাঙ্গালীদেব যাবতীয় বেনেতি রোকড়ের কার্যা এই স্থানে হইয়া থাকে—অর্থাৎ লোকে এখানে টাকা জমা রাথিয়া থাকে। অনেকে কোম্পানীর কাগজপত্র বন্ধক দিয়াও এখান হইতে টাকা লয়। এই ব্যান্ধের মূল ধন এক্ষণে বেশী হওয়াতে অন্তান্ধ ব্যান্ধ অপেক্ষা ইহারা কম স্থদে টাকা রাথিয়া থাকে এবং যে মেয়াদে টাকা রাখা যায়, সেই সময়ে স্থদ ও নির্দ্দিপ্ত দিবসে টাকা কেরত দিয়া থাকে। এখানে 'যখন ইচ্ছা টাকা লইব' এরূপে সর্প্তে টাকা রাথিলে স্থদ পাওয়া যায় না।

এই ব্যাঙ্কের উপর গচ্ছিত টাকা বাড়াইয়া দিবার ভার দিলে ইহারা সস্তার বাজারে কোম্পানীর কাগজ কিংবা ব্যাঙ্কবিল অথবা কোন কোম্পানীর অংশ থরিদ ও বিক্রয় করিয়া দিয়া থাকে। এথানেও প্রতারণা চলে।

ব্রহ্মা। ওরে ভাই। প্রতারণার কাল প'ড়েছে, তা প্রতারণা চ'ল্বে না ?

ইন্দ্র। বরুণ। এখানে কি উপায়ে প্রতারণা হয় 🤊

বরুণ। ব্যাক্ষের লোকের সাহায্যে অনেক প্রভারক অপর লোকের চেকের নম্বর জানিয়া লইতে পারে এবং এক এক থানি জাল চেক প্রস্তুত করিয়া বেহারার দারা ঐ চেক পাঠাইয়া দিয়া এথান হইতে টাকা লইয়া মাইতে পারে।

এখান হইতে যাইয়া দেবগণ এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, আনেকগুলি আফিন বহিয়াছে এবং কতকগুলি বাঙ্গালী বসিয়া কাজকর্ম করিতেছে। নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। এই স্থানটীর নাম কি ? ও আফিসগুলি কাহাদের ?"

বঙ্গণ। এই স্থানের নাম নৃতন চানেবাজার, এই আফিসগুলির নাম কাপ্রেনী আফিস।

নারা। কাপ্তেনী আফিস কি 🤊

বন্ধণ। এক একজন বাঙ্গালীর ৩।৪ ঘর বিলাতী সদাগরের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত আছে যে, তাহাদের যত জাহান্ধ এখানে আমদানী হইবে, ইহারা সেই সমস্ত জাহাজের যাবতীয় জিনিস পত্রের সরবরাহ করিবে, তৎপরে জাহাজ এখান হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে ভাহাজের কাপ্তেন ইহাদের নিকট হইতে যে যে দ্রব্যসামগ্রী পাইয়াছেন, তাহার একটা রসিদ দিয়া যাইবেন। পরে ঐ রসিদ অমুসারে এই আফিসের কর্ত্তা সদাগরের নিকট বিল করিলেই শতকরা কমিশন সহ টাকা পাইবেন। এই কমিশনের ছারা ইহাঁদের বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। এথানেও বেশ প্রতারণা করা যায়।

ইন্দ্র। কি প্রকারে ?

বরুণ। মনে কর, কাপ্তেনকে পাঁচ টাকার চাউল কিনিয়া দিয়া দশ টাকার রিদদ লইলে, কে ধরিতে পারে ? এই আফিদের অধীনে দিপ্সরকারেরা কাজ করে। তাহারাও এই কার্য্যে বিলক্ষণ উপার্জন করিয়া থাকে: এমন কি. অনেকে যথেষ্ট সঙ্গতি করিয়া লয়। ইক্র। সিপ্সরকারের অত উপার্জ্জন কিরূপে হয় ?

বরুণ। সিপ্সরকারদের উপার্জনের অনেক পথ আছে। প্রথমতঃ
ইহারা জ্বাহাজ চলিয়া যাইবার সময়ে কাপ্তেনের নিকট পুরস্কার পায়;
তদ্ভিয় তাহারা এই কাপ্তেনী আফিস হইতে মাসিক বেতন পাইয়া থাকে।
তৎপরে প্রতিদিন কাপ্তেনকে কোন দ্রব্য কিনিয়া দিয়া, যথা—এক টাকার
ছোলা কিনিয়া দিয়া—এই আফিসে আসিয়া পাঁচসিকার কিনিয়া দিয়াছি
বলিয়া টাকা লয়। সেই পাঁচসিকার উপর আবার এই সমস্ত আফিসের
বাবুরা মনে করিলে ১॥০ টাকায় বিল করিয়া টাকা আদায় করিতে পারেন।

এই সময় কতকগুলি লোক আসিয়া দেবগণকে কহিল, "বাবু, কোম্পানীর কাগজ কিনিবেন ?" তাঁহারা অস্বীকার করিলে সকলে প্রস্থান করিল। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ। এ লোকগুলি কে এবং সমুবের ও আফিসগুলি কি ?

বরুণ। উহারা কোম্পানীর কাগজের দালাল। আর ঐ আফিসগুলি কোম্পানীর কাগজের দালালের আফিস। কলিকাতায় যত কোম্পানীর কাগজ থরিদ বিক্রম্ব হয়, এই সমস্ত আফিসেই হইয়া থাকে। দালালদিগের মধ্যে যাহারা সঙ্গতিশালী, তাহারা কেবল এই দালালির উপর নির্ভর করে না, সময়ে সময়ে যথন কাগজের বাজার সস্তা হয়, থরিদ করিয়া রাথিয়া মহার্য হইলে তাহা বিক্রম্ব করিয়া থাকে।

নারা। বরুণ ! এই বাজারটার নাম ন্তন চীনেবাজার ব'লে নয় ? বরুণ। হাঁ ভাই ! এই বাজারটা কোম্পানীর বারিকের উত্তর। এই বাজারে অনেকগুলি বড় হড় দোকান আছে। ঐ সকল দোকানে বিবিদিগের পরিধেয় বস্তাদি, কাঁচের গ্লাস ও অক্সান্ত ত্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। বাজারটা বর্জানের মহারজের।

এই সময়ে একটি ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালক থালার উপর কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দধিভাগু লইয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল, "বাবু! দৈ নেবেন ? পর্মা পর্মা ভাঁড়, উত্তম দৈ।" দেবগণ লইতে অসমত হইলে ছেলেটা এমনি ভাবে তাঁহাদের গাত্রে ঠেস্ দিয়া চলিয়া গেল যে, তাহার একটা দিলভাগু দিধ সহ পড়িয়া গেল। অমনি বালক কাঁদিয়া কহিল, "আপনারা আমার দৈ ফেলিয়া দিলেন, বাবাকত ব'ক্বে, মার্বে।"

পিতামহ তাহার ক্রন্দনে ছ:খিত হইয়া কহিলেন, "বাবা কাঁদিস্নে। একটা প্রসা দাম নে। নিয়ে তোর বাবাকে ব'লগে বেচে এসেছি।" বলিয়া, প্রসাটি দিবার উদ্যোগ করিলে বরুণ কহিলেন, "করেন কি १ এ বেটা জুয়াচোর, এ ঐরূপ করিয়া ভদ্রলোকের নিকট প্রসা আদায় করে।"

বালক। না বাবু। আমি জুয়াচোর নই, সত্য সতাই ভাল দৈ।

"আচ্ছা তোর কেমন ভাল দৈ —পরীক্ষা ক'রে দেথ্তি' বলিয়া নারায়ণ একটা ভাগু উঠাইয়া লইয়া কহিলেন, "উপ! থেয়ে দেথ্তো।"

বালক। তা দেখুন বাবু, ভাল না হ'লে পয়সা দেবেন না।

"আচছা দেখ্টি" বণিয়া উপ মুখে দিয়া কহিল, "ঠাকুরকাকা! চুণের জল।" দেবগণের দৃষ্টি এই সময় উপ'র দিকে ছিল। তাঁহারা "এই বুঝি তোর ভাল দৈ ?" বণিয়া চাহিয়া দেখেন, বালক অদৃশ্য হইয়াছে। তথন পিতামহ কহিলেন, "বয়ণ! এ কি ? মর্ক্তোর দেখ্চি পেটের ছেলেটা পর্যান্ত প্রতারক। উঃ! ছেলেটা কি কালাই দোরস্ত ক'রেছে ? আমি তাই ভাব্ছি, হঠাৎ জল সহিত কালা আন্লে কেমন ক'রে ?"

একখানে উপস্থিত হইলে বন্ধণ, কহিলেন "দেবরাজ! আর্থনট কোম্পানার দোকান দেখ। ইহাঁরা বিলাত হইতে নানাপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া থাকেন। বাণিজ্যদ্রব্যের মধ্যে লোইদ্রব্যই অধিক। ইহা ব্যতাত অনেক বড় বড় সাহেব ইহাঁদিগকে এজেন্ট্ নিযুক্ত করিয়া বিশ্বাস-পূর্ব্বক ইহাঁদের হত্তে প্রচুর পরিমাণে অর্থ জমা রাথিয়া থাকেন। ইহাঁরা ভাহাদিগের অভিমত দ্রব্যাদি থবিদ করিয়া পাঠাইয়া দেন এবং ঐ টাকা অস্তাস্থ কারবারের ধারা বৃদ্ধি করিয়া দেন। ইহা ভিন্ন এই কোম্পানী চাউল, ধান, গম, পাট, কাঠ প্রভৃতি বিলাতে ও অস্তান্ত স্থানে চালান দিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে ছভিক্ষ হইলে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগকে চাউল থরিদ করিবার এজেণ্ট্ নিযুক্ত করেন। গত মাদ্রাব্ধ ছভিক্ষের সময় ইহাঁরাই গ্রণমেণ্টে চাউল সরবরাহ করিয়া যথেষ্ঠ টাকা লাভ করিয়াছিলেন।

উপ। বরুণ কাকা। তুমি ব'লে, ইহাঁরা বিলাতে চাউল ও কাষ্ঠ চালান দেন। ভাল বরুণ কাকা। সাহেবেরা কি ভাত থায় আর ম'লে কি ভাহাদিগকে পোড়ায় ?

বরুণ। ওরে উপ। সাহেবেরা মাছের ঝোল ভাত থায়, এ কি তুই জানিস নে? দেবরাজ, ওদিকে দেখা যাইতেছে জার্ডিন্সিনার কোম্পানী নামক একটা বিলাতী সদাগরের আফিস। ইহারাও কলিকাতার মধ্যে প্রধান সদাগর। এই কোম্পানী বিলাতী জ্ব্যাদি আমদানি করিয়া এখানে বিজ্রম্ব করিয়া থাকেন এবং এখান হইতে চাউল, তিসি, গম, তূলা, পাট প্রভৃতি বিলাতে চালান দেন। পুর্বের ইহারা একটা ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিতেন, এক্ষণে ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৺বীক্রমাল্লকের জমীতে এই সত্ত্বে বাটা প্রস্তুত করিয়াছেন যে, বিশ বৎসর বিনা ভাড়ায় বাস করিবেন, তৎপরে পাঁচ শত টাকা মাসিক ভাড়া দিবেন। এক্ষণে বাড়ীটি ভাড়া দিলে মাসিক তিন চারি হাজার টাকা আয় হইতে পারে। ঐ বাড়ীটি স্বর্বসমেত তিন তালা। এথানেও অনেক বাঙ্গালী কাজ কম্ম করিতেছেন। গ্রব্মেন্ট যেমন প্রাতন কর্ম্মচারীকে পেক্সন দেন, ইহাবাও সেইরূপ বিশ বৎসর কাজ করিলে পুরাতন ভ্তাকে বৃত্তি দিয়া থাকেন এবং পূজার সময়ে ভ্তাদিগকে এক মাসের বেতন প্রস্তার দেন।

ব্রহ্মা। ইহাঁরা অতি ভদ্রলোক দেখিতেছি। আচ্ছা—উহার ওদিকের বাড়াটি কি ?

বরুণ। ফিন্লেমিওর কোম্পানী। টাপদানীর চটের কল উহাঁদেরই।

ওদিকে দেখা যাইতেছে এণ্ডুইউল কোম্পানী। উহার। অনেক দ্রব্যাদি বিলাত হইতে আমদানী করেন এবং এখান হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিলাতে চালান দেন। বাউড়ে নামক স্থানের স্থতার কল উহাঁদেরই।

এখান হইতে সকলে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "দেবরাজ। সমুথে দেথ টম্বাকু কোম্পানী। ইহারা প্রীসদেশীর সদাগর। ইহারা বিলাত হইতে ত্রবাদি আমদানি করিয়া এখানে বিক্রয় করে এবং এখান হইতে চাউল, পাট, গম, তূলা, প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া বিলাতে চালান দেয়।"

ব্ৰহ্ম। পাট চালান দেয় কেন ?

বরুণ। দেই সমস্ত পাটে তূলা মিশ্রিত করিয়া স্থা প্রস্তুত হয় এবং সেই স্তার বিলাতী কাপড় এদেশে আসিয়া লোকের হুজ্জা নিবারণ করে।

ইক্র। প্রধান থাক্সদ্রব্য চাউলটা এদেশ হইতে বেশীমাত্রার চালান যার শুনিয়া বিশেষ ছঃথিত হইলাম। বোধ হয় এই কারণে মধ্যে দেশে বড় অল্লকষ্ট হইলা থাকে।

বরুণ। এদেশে অয়কষ্টটা প্রায় চিরদিন আছে, মহার্ঘ থেয়ে থেয়ে লোকের একপ্রকার সহ্থ হইয়া গিয়াছে। এত সহ্থ হইয়াছে যে, লোকে একণে আর অজনা ভাল বুঝিতে পারে না। তবে যে বৎসর বেশী মংগর্ঘ হয়, চতুর্দিকে হাহাকার পড়ে, সেই বৎসর অকাল জানিতে পারে। আহা! অস্তাপি এদেশে যেপ্রকার চাউল ধান জন্মে, যদি সমস্তই এদেশে থাকিতে পাইত, চৌদ্দ বৎসর উপর্যুপরি বারিংর্ঘণ না হইলেও ভারতে অয়কষ্ট হইত না। পুর্বের্ম প্রক্রে অজনার বৎসরেও লোকে এক টাকার চাউল কিনিয়া ঘরে রাখিবার স্থান পাইত না; কিন্তু এক্ষণে স্কুল্মার বৎসরে লোকে এক টাকার চাউল কিনিয়া বর্মে হাটল কিনিয়া কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া আনিতে পারে; এক্ষণে ক্রমান্থয়ে হই বৎসর আকাল হইলে বোধ হয় বিলাত পর্যান্ত হাহাকার শব্দ উথিত হইবে। সাহেবেরা ভাত খাইতে শিথিয়া নিক্রেরাও মরেছেন,

বাঙ্গালীদেরও মেরেছেন। কিন্তু ছঃথের বিষয়, লোকে আকালের প্রকৃত কারণ বুঝে না, কেবল বলে—দেবতাদিগের কেমন কুদৃষ্টি পড়িয়াছে, ভারতবাসীর আর কিছুতেই স্থথ নাই।

নারা। দেবতাদিগের অপরাধ ? তাঁহারা কি আসিয়া বাবুদের ঋক্ত স্বহস্তে লাক্সল চধিবেন, কাপড় বুনিবেন ?

এখান হইতে তাঁহারা একটা বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন—
রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য দোকানশ্রেণী। কোন কোন দোকানে কালজ্ব
কলম বিক্রয় হইতেছে, কোন কোন দোকানে বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক
সকল বিক্রয় হইতেছে; কোন কোন দোকানে কাচ ও মাসের দ্রবা, সাহেবও বিবিদিগের পরিধেয় নানাপ্রকার স্তা রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি বিক্রয়হইতেছে; কোন কোন দোকানে খেলনা দ্রব্য, কাঠের গড়ন, খাট,
চেয়ার, বাক্র প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে; কোন দোকানে সাহেবদের
খাল্ডদ্রব্য ও মদ এবং ছুরি, কাঁটো, বন্দুক ও লোহার দ্রব্যাদি বিক্রয়হইতেছে।

উপ। দোকানী বেটাদের জালায় কোন দিকে চেয়ে দেখবার যো নাই। তাহ'লে "কি চাই কি চাই" শব্দে টাৎকার করে।

নারা। বাজারটার নাম কি বরুণ ?

বরুণ। এই বাজারের নাম পুরাতন চীনে বাজার। এই বাজারই বড় বাজারের দক্ষিণ ও রাধাবাজারের উত্তর। এ বাজারটী প্রকৃত বাজার নহে; কেবল রাস্তার উত্তর পার্শ্বে দোকান শ্রেণী। বাজারটী একজনের সম্পত্তি নহে, ইহার অনেকগুলি অধিকারী আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশেরই ৪।৫ হাত দীর্ঘে প্রস্থে এক একটা ঘর আছে। কিন্তু এথানকার এক একটি ঘরের এত উচ্চ ভাড়া যে, সেই বরের অধিকারীর ঐ উপসত্তে স্কুলররূপে দিনপাত হইরা থাকে। স্কুতরাং দোকানাকেও বিক্রেশ্ব দ্রুব্যের উপর ঘরভাড়াটা চাপাইশ্বা তবে লাভ করিতে হয়; নচেৎ খরচ পোষায় না। যদিও এ

বাজারে দ্রবাদি মহার্য দরে বিক্রন্ন হইরা থাকে বটে; তথাপি সাহেবদের দোকান অপেক্ষা অনেক সন্তা পাওরা যায়, এজন্ত বিস্তব থরিদ্দার এথানে আদিয়া থাকে। এথানে অনেক ধনী বাঙ্গালী, সাহেব বিবিদিগের সহিত সম্ভাব হইবার আকাঞ্জার দোকান করিয়া থাকেন।

এই সময়ে তাঁর্থের পাণ্ডার স্থায় চতুদিক্ হইতে দালালগণ আসিয়া দেব-গণকে পরিবেষ্টন করিল এবং কহিল—"কম্ সার্ মাই আফিস, চিফ আর্টিকেল, লো রেট।" পিতামহ তাহাদিগকে দেখিয়া সশঙ্কভাবে কহিলেন, "বরুণ। ইহারা আবার কে ?"

বরুণ। ইহারা চীনাবাজারের দালাল। দালালি ইংরাজিতে আমা-দিগকে দ্রব্যাদি কিনিতে অমুরোধ করিতেছে।

উপ। বরুণ-কাকা ৷ মেলা কেতাবের দোকান, সমুখের ঐ দোকানটা হইতে আমাকে কতকগুলো বাঙ্গালা বৈ কিনে দেওনা।

বরুণ তংশ্রণে কতকগুলো পুস্তক থরিদ করিয়া দিয়া কাহলেন, "এই দোকানটী পদ্মচন্দ্র নাথের।"

নারায়ণ তৎশ্রবণে মুথে কাপড় দিয়া হাস্ত করিতে করিতে কছিলেন "নাথের দোকানে পুস্তক থরিদ হইল—এখন প্রেয়সীর দোকানের কিছু কেন: নইলে ছঃথিত হবেন। নামটা কি পদ্মনন্ত নাথ ?"

छे । वक्र न-काका । এই वे अश्रानाता नकत्न है कि नाथ ?

দেবতারা এথান হইতে বাসাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখেন—
একবাক্তি জলের কলের নিকট দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নাড়া দিতেছে।
পিতামহ কহিলেন, "দাঁড়ুয়ে কে যম। তুমি সেই পর্যান্ত কলিকাতায়
আছ

ত্থি যম তৎশ্বনে নিকটে আসিয়া প্রণাম পূর্বক বিনীতভাবে

কহিলেন, "আমি হুগলীতে নেবে হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া, মদনপুর, চাক্দা পর্যাপ্ত গিয়েছিলাম। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছি। কলিকাতার উপর আমার মায়াটা বেশী বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু থাকিতে পারি না।

নারা। তুমি কলের কাছে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ ?

যম। কল খারাপ করিবার চেষ্টায় আছি। মধ্যে মধ্যে খারাপও করিয়া থাকি; কিন্তু রাজপুরুষদিগের এমনি ক্ষমতা, কল ধারাপ হ'তে না হ'তে মেরামত ক'রে ফেলেন।

ইক্র। রাজপুরুষেরা তোমাকে বড় জব্দ ক'রেছেন ?

যম। জব্দ আর কি ক'রেছেন !—বরং সেই রাগে আমি ইহাঁদের রাজ্য ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক একটা পল্লীগ্রাম প্রায় ফতে হ'য়ে গেল। তোমরা বাসা কোথায় ক'রেচ ?

ইন্দ্র। বড় বাজারে,—চল না।

ব্রহ্মা। না, দেখানে গিয়ে কাজ নাই। পাশের বাদায় অনেকগুলি ছেলে আছে, তাদের উপর আবার চোক প'ডবে।

যম। ঠাকুরদা, আপনি কি মনে করেন—যার তার উপর আমার চোক পড়ে ? আমারও অরুচি হয়, এমন লোক অনেক আছে। উপ! সে ছেলেগুলো কেমন রে ?

নারা। উপ'রই মত বকাটে।

যম। তা হ'ক্—বলি, তাদের মা বাপের আর আছে কি না 🤊

ব্ৰহ্ম। কেন ?

যম। ২।৩টী ছেলে যার, তার তাতে হাত দিইনে, একানে পেলেই নিই।

ব্রহ্মা। তুমি চ'লে যাও, উঃ! কি পাযগু! কি মহাপাপী! তোমার মুধ দেখ্লে পাপ হয়।

যম। ঠাকুরদা! আমার প্রতি অমন চোটে উঠ্লেন কেন?

ব্রহ্মা। যাও যাও, তোমার সহিত আর কথা কহিতে ইচ্ছা করি না; একানে পেলেই নেন, উঃ! কি পাপী!

যম। আপনি রাগ ক'র্চেন কেন ? ভেবে দেখুন, অসম্পূর্ণ দ্রব্য থাকিতে সহজে কেহ সম্পূর্ণ দ্রব্য হাত দেয় না। আপনিই বলুন দেখি, আপনার গৃহে যদি একটী পূর্ণ কলস এবং একটী অর্দ্ধ কলস দ্বত থাকে এবং ঠানদিদির কিছু দ্বতের আবশ্রক হয়, তিনি কোন্ কলসের দ্বত আগে লন।

ব্ৰহ্মা। যেটাতে অর্দ্ধেক থাকে।

যম। পূর্ণ কলস হইতে ম্বত লন না কেন ?

ব্ৰহ্মা। অন্ধ কলস থাকিতে কে কোথায় পূৰ্ণ কলসে হাত দেয় 👫

যম। তবে ঠাকুরদা। আমার অপরাধ কি ?ুআমি খুচরা থাকিতে একটা পূর্ব কলদে কেন হাত দেব ?

ব্রহ্মা। যমের দেখ্চি ধর্মে বেশ জ্ঞান আছে। যা হউক ভাই—ধর্ম ভেবে কাজ ক'রিস্। লোকে যেন "ওরে বিধি তোর মনে এই ছিল" বলিয়া কপাল না চাপড়ায় বা আমাকে গা'ল না দেয়।

যম। এক্ষণে আমি বিদায় হই। আমাকে একবার সন্ধ্যার সময় আলিপুরের জেল দেখে আদ্তে হবে।

हेका। पित्न तूथि माहम हम्र ना ?

যম। ভাই ! যে থাবার বন্দোবস্ত, দেখ্লে মুর্চ্ছা হয়। সেই জন্ম অক্ষকারে যাব ভাব্চি।

ষম চলিয়া যাইলে দেবগণও বাসাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার। যাইতে যাইতে দেখেন—বাসার অতি সন্নিকটে একটী বারোয়ারী-তলায় কথকতা হইতেছে। কথকের বক্তৃতায় শ্রোত্বর্গ কথন হাসিতেছেন, কথন কাঁদিতেছেন। দেবতারা দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কথকতা শুনিলেন। পিতামহ কথকতা শুনিয়া বিশেষ সম্ভষ্ট হইয়া কহিলেন "বৰুণ ৷ এই কথকটী কে ়"

বঙ্কণ। ইনি স্থবিখ্যাত কথক ৮ ধরণীধর তর্ক্চৃড়ামণি মহাশদ্ধের একজন শিক্ষিত ছাত্র।

ব্রহ্মা। ধরণীধর তর্কচুড়ামণির বিষয় আমাকে সংক্ষেপে বল।

বঙ্গণ। ইহাঁর নিবাস জেলা চবিবশ পরগণার অন্তর্গত থাঁটুবা গোবরডাঙ্গার। ইনি রামধন তর্কবাগীশের ভাতুষ্পুত্র এবং শ্রীশ বিভারত্বের খুল্ল
তাতের পুত্র। ইনি আমুমানিক ৬৬।৬৭ বংসর বর্ষসে ১৭৯৬ শকে জরবিকারে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইহার সংস্কৃত বিভার বিলক্ষণ পারদর্শিতা
ছিল। চূড়ামণি শ্রামবর্ণের বড় স্থানর পুক্ষ ছিলেন। দেহ স্থা ছিল, ঠিক
মহাদেবের মত। কথিত আছে, যৌবনে চরিত্র বড় ভাল ছিল না। ইনি
জ্যেষ্ঠতাত রামধন তর্কবাগীশের নিকট কথকতা শিক্ষা করেন ও অন্বিতীয়
কথক হইরা উঠেন। কথকতা দারা ইনি বেশ সঙ্গতি করিয়া গিয়াছেন।
ইহাঁর এক পুত্র ও একটি কল্পা আছে। ইনি ছই তিন জনকে কথকতা
শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাহারাও এক্ষণে কলিকাতা ও অল্পান্থ স্থানে
কথকতা করিয়া বেশ পশার করিয়াছেন। সেই শিক্ষিত ছাত্রদিগের মধ্যে
এই কথক একজন।

এই সময় "বরফ বরফ" শব্দে রাস্তায় হাঁকিতে হাঁকিতে একজন লোক যাইল। এথান হইতে সকলে বাসায় যাইয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। দেবরাজ ও নারায়ণ তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা আছিক সারিয়া চুল কাল হইবার ঔষধের নিশি গুলিয়া মস্তকে দিতে বসিলেন। ঔষধ দেবার ২০০০ মিনিট পরে তাঁহাদের নির:পীড়া আরম্ভ হইল। তথন তাঁহারা "বাপ্রে প্রাণ গেল।" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন। পিতামহ ও বরুণ অপর গৃহে ছিলেন, তাঁহাদের কাতরোক্তিতে "কি! কি!" শব্দে ছুটিয়া আসিলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! চুল কালর কি ছাই ঔষধ কিনে

দিলে—প্রাণ যায়, রক্ষা কর। উঃ! বাবা, রগ ছটো যেন ছিঁড়ে প'ড়চে।"

বৰুণ। ভন্ন কি ? ও ঔষধে প্রথমে ঐক্লপ হয় ; একটু কষ্ট সহ ক'বে থাক, এথনি জ্ঞালা যন্ত্রণা নিবৃত্তি হবে ?

ইন্দ্র। না না, প্রাণ যায়, উপ শীঘ্র ক'রে একঘটী জল আনু, মাণাটা ধুয়ে ফেলি। বাপ । কি যন্ত্রণা , তবু যমকে ডেকে আনিনি।

বন্ধা। ভাই, ছঃথ বিনা স্থুখ হয় না, একটু কষ্ট সহু ক'রে খাক ভাহ'লে কাল চুলে স্বর্গে যেতে পার্বে।

তাঁহারা পিতামহের ব্যক্ষোক্তিতে বিনা-বাক্যব্যয়ে শন্ত্রন করিয়া রহিলেন। পিতামহ কহিলেন "উপ, কি কতকগুলো কেতাব কিনে এনেছিদ, একথানা পড় দেখি ?" উপ তৎশ্রবণে নীলদর্পণ নাটক পড়িতে আরম্ভ করিল। পিতামহ নাটক শুনেন আর শিউরে শিউরে উঠিয়া বঞ্চকে কহেন "সত্য সত্য নাকি ? উ: সাহেবদের মধ্যেও কি এমন চপ্তাল আছে ? কেতাবথানা বড়েডা লিখ্চে ! এ লোকটা কে বক্ষণ ?"

বঞ্চণ। ইহাঁর নাম দীনবন্ধ মিত্র। ইনি ক্রঞ্চনগরের অন্তঃপাতী চৌবেড়ে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৮ কালাচাঁদ মিত্র। প্রথমে ইনি ছগলী কলেজে ও তৎপরে হিন্দু কলেজে বিভাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিভালয় পরিত্যাগ করার পর ইনি কিছুদিন হিন্দু কলেজের শিক্ষকতার কার্য্য করেন ও তৎপরে পোষ্ট আফিস সংক্রাম্ভ কার্য্যে নিয়ক্ত হন। ইনি নীলদর্পণ, লীলাবতী, সধববার একাদশী, বিরেপাগলা বুড়ো, নবীন তপস্থিনী, স্বরধুনী কাব্য, ছাদশ কবিতাবলী, জামাইবারিক ও কমলে কামিনী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিথিয়া অমরম্ব লাভ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট ইহাঁর বিভাব্যুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রায় বাহাছর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

বন্ধা। আহা ! ভাল লোক গুলিকেই যম আগে লয় !

এই সময়ে দেবরাজ ও নারায়ণের শির:পীড়া কমিয়া যাওয়ার উঠিয়া বিদ্লেন। পিতামহ উপকে পুস্তক পাঠ বন্ধ রাথিতে বলিয়া জলযোগের উদেযাগ করিতে আদেশ দিলেন। জলযোগ সমাপ্ত হইলে তাঁহাদের কর্ণে যেন স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল। তথন সকলে ছুটিয়া ছাদে আসিয়া দেখেন—তাঁহাদের বাসার পশ্চান্তাগের একটী গলি হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী বাহিরে আসিতেছে। গাড়ী-থানির দ্বার বন্ধ। ভিতরে একটী স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছে—দাদা! আমাকে চোরের মত ধ'রে কোথায় নিয়ে যাচচ ? আমার বড় ভয় ক'য়্চে, তোমার পায় পিড নিয়ে যেও না।

"চুপ কর্, এ বড়বাজার, এখনও অনেক লোক জেগে আছে। গোল ক'র্বি কি, কেটে ফেল্বো। আমি তোকে বাগানে নিয়ে যাচি।" "দাদা! বল কি १ কৈ কেউ ত কখন বোন্কে বাগানে নিয়ে যায় না!" দরকার হ'লে সকলেই নিয়ে যায়। তোর পেটের ওটাকে নষ্ট ক'র্তে হবে। নচেৎ ছেলে হ'লে কি মুখ দেখাতে পার্বি ?"

গাড়ীথানি চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন, "বৰুণ! আমি ত কিছু বুৰিতে পারিলাম না।"

বরুণ। কোন বাবুর বিধবা ভগ্নীর গর্ভ হইশ্লাছে, সেই জন্ম বাগানে জ্রণহত্যা করিতে লইশ্লা যাইতেছেন।

পিতামহ বিনা-বাক্যব্যয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "উপ, সে ময়লা কাপড়গুলো কোথায় বাবা ?" বরুণ তৎশ্রবণে কহিলেন "কেন ঠাকুরদা ?"

ব্রহ্মা। পালাই। এথানে আর কি থাকিতে আছে। এ সব শুন্লে পাপ, দেখ্লেও পাপ।

বরুণ। চক্ষের উপর দেখ্লে পাপ কি ? আপনি কিংবা আমি কিছু স্বহস্তে এরূপ করাচ্ছিনে। যে যে প্রকার কাজ করিতেছে, সে তদ্ধপ

ফলভোগ করিবে। সকলেই পূর্বজন্মের পাপ পুণোর ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে; নচেৎ এ জগতের এপ্রকার গতি কেন ৷ কেহ বাজা. কেহ পথের ভিথারী: কেহ পুত্র লাভ করিয়া আনন্দিত, কেহ পুত্র হারাইয়া নিরানন্দ ; কেহ মৃষ্টিভিক্ষার জম্ভ লালায়িত, কেহ শত শত লোকের আহারীয় দ্রব্য পশু পক্ষীকে খাওয়াইতেছে। দেখুন, এই রন্ধনীতেই কত লোকের কত সর্বনাশ হইতেছে, কত লোকের আজি স্থথের নিশা উপস্থিত হইয়াছে। কোন দম্পতী স্থথে হাস্ত পরিহাস করিতেছে, কোন দম্পতা জন্মের মত পরস্পারের নিকট হইতে চিরবিদায় লইতেছে। কেহ স্বস্থিরচিত্তে: নিদ্রাস্থথ অমুভব করিতেছে, কেহ মৃতপুত্র-ক্রোড়ে পাগলিনীপ্রায় বসিয়া নিশা যাপন করিতেছে। আমি কে ? বিধাতা কে ? সকলই মনুষ্যের হাত। মহুষা সংপথে থাকিয়া সংকার্যা করিলে স্থুথভোগ এবং অসংপথে পাকিয়া অধ্যাচরণ করিলেই হঃথ পায়। দেখন, একজনের একমাত্র পুতা, অদ্ধের यष्टि, श्रामायत धन. চক্ষের মাণিক.—কাল হরণ করিল। সকলেই ছ:থিনীর ছ:থ ও সকরণ বিলাপবাক্য শ্রবণে কহিল, "আহা ঈশ্বর.—তোমার কি বিভ্রনা।" কিন্তু তাহারা ভাবিল না যে, ঈশ্বরের এ বিষয়ে কোন দোষ নাই : এ হঃথিনী নিজকর্মের ফলাফল ভোগ করিল। নচেৎ কালের এমন কি সাধা যে, বিনা অপরাধে অকালে তাহার পুত্রকে ম্পর্শ করে ? এই জগতে প্রতিনিয়ত কত অধর্মাচরণ ঘটতেছে। কত লোকে কত লোকের সর্বানাশ করিতেছে; সকল সমাচারই কি আমাদের কানে আদে ? না, তৎসমুদায়ের বিচার করিবার সময় থাকে ? অতএব এই স্থানেই লোকে নিজ কর্মান্ত্র্যায়ী ফলাফল ভোগ করে—স্বর্গ ও নরক এই স্থানেই আছে। মেপর জাতি সেই নরক্ষম্বণা ভোগ করিতেছে এবং ধনাঢা ব্যক্তিরা স্বর্গস্থর প্রাপ্ত হইতেছে। আপনার পলাইবার আবশুক কি প আফুন, আমরা মনুষা-চরিত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করি। তাহা হইলে পরে স্বর্গে ইহাদের কার্যোর উচিত বিচার করিতে সমর্থ ১ইব।

পিতামহকে বুঝাইতে অনেক রজনী হইল, তথন দেবগণ নিদ্রাভিতৃত হইলেন। প্রাতে যেমন তোপ পড়িয়াছে, পিতামহ "উপ। ওঠ, গঙ্গামানে যাই" বলিয়া, চাহিয়া দেখেন—দেবরাজ ও নারায়ণ তৎপূর্ব্বে উঠিয়া, আয়না ধরিয়া মুখ দেখিতেছেন এবং পরস্পরে কহিতেছেন, "ভাই, চুলগুলি ত বেশ কাল হ'য়েছে—এথন থাক্লে বাঁচি।"

পিতামহ কহিলেন, "আর কি ! ছ:খ ঘুচিল—এক্ষণে চল গঙ্গামানে যাই।" নারায়ণ কহিলেন, "জলে ধুয়ে যাবে না ত ?"

ব্রহ্মা। জলে ধুয়ে যাবে ব'লে কি স্নান পরিত্যাগ ক'র্বি ? চল্ গঙ্গাসানে বাই।

পদ্মযোনি সকলকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন এবং বীরু মল্লিকের ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি "গঙ্গে গঙ্গে" শব্দে চীৎকার করিয়া কহিলেন "কেমন আছু মা ?"

🔎 গঙ্গা। সেই একই অবস্থা। বাবা! আর যে দিন যায় না!

ব্রহ্মা। যাবে বৈকি, চিরদিন কি কাহারও সমান যায় মা ? দেখ বহুণ, আমরা যেমন মর্ক্তো আসিয়া লোকের পাপকর্ম দেখিয়া পাপে নিময় হুইতেছি, তেমনি গঙ্গায়ানরপ তাহার অমোঘ ঔষধও রহিয়াছে। বরুণ, তুমি বোধ হয় গঙ্গার মাহাজ্ম জান না ?—এই গঙ্গাতীরে যে ধর্মকর্ম করে, তাহার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই জল গ্রহণ না করে, তাহার কোটা কোটা পুণ্যরাশি নম্ভ হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি গঙ্গায়ান করিতে যাইতেছে, তাহাকে নিষেধ করিলে শত জন্ম ঘোর নরকে বাস করিতে হয়।

গঙ্গা। দেখ বাবা, আজ কাল অনেকে স্নান করিতে আসিয়া জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে আর কতকপ্তলো লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া বলে, "ওরে নামিসনে। বড় হাঙ্করের ভয়, চল আমরা হেদোয় গিয়ে স্নান করি।"

ব্রহ্মা। আহামা। সকলে কি তোমার মাহাত্ম্য জানে ? দেখ বৰুণ, এই জলে কেহ মৃত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিলে শতকোটী কল্পেও তাহার পাপের মুক্তি নাই। যে এই জলে শ্লেম্মা নিক্ষেপ করে, তাহাকে ষোর নরকে বাস করিতে হয়। এই জলে কেহ কোন উচ্ছিষ্ট বা মল পরিত্যাগ করিলে সে ব্রহ্মহত্যা-পাপের ভাগী হয়। অপরাপর তীর্থস্থানে পাপ করিলে সে পাপের মুক্তি আছে. কিন্তু গঙ্গাতীরে পাপ করিলে সে পাপের মুক্তি নাই। যে দেশে গঙ্গা নাই, সে দেশ দেশই নছে, শৈলও নহে এবং বনও নহে : এজন্ম শত সহস্ৰ অস্ত্ৰবিধা সত্ত্বেও পণ্ডিতগণ গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে যাইতে স্বীক্ষত হন না। ভিক্ষায়ে উদরপূর্ত্তি করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করা ভাল, তথাপি রাজ্যপদবাঞ্ছা করা উচিত নহে। জাহ্নবীতীরে প্রাণত্যাগ হইলে ব্রশ্বহত্যাজনিত পাপে উদ্ধার হওয়া যায়, কিন্তু অক্সত্র শত অশ্বমেধ যজ্ঞেও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে "গঙ্গা গঙ্গা" বলিয়া প্রাণত্যাগ করে, সে অযুত বৎসর স্বর্গে বাস করিতে পার। যে ব্যক্তির অস্থি যত কাল গঙ্গাগর্ভে থাকে, সে তত কোটা কল্প মহেন্দ্রভবনে বাস করে: এবং যাহার অন্তি, ভন্ম, নথ ও কেশ গঙ্গাজলে নিমগ্ন হয়, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেখ বরুণ,—মার আমার কত মাহাত্মা।

বরুণ। আপনি ভাগীরণীর যে সমস্ত মাহান্মোর ব্যাখ্যা করিলেন, ছঃথের বিষয়, লোকে তাহা না মানিয়া পদে পদে বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকে! ইহাঁর তীরই মলত্যাগের এবং ইহাঁর গর্ভই এঠোঁ হাঁড়ি ফেলিবার প্রধান স্থান হইয়াছে। ইহাঁর তীরেই এক্ষণে যত পাপকার্য্য হইয়া থাকে। কারণ, জলদস্মাদিগের গঙ্গা প্রধান আডো ও প্রধান সহায়। এই জলে কত লোক কত লোকের সর্বানাশ করিতেছে, কত ব্রহ্মহত্যা ও গো-হত্যা ঘটিতেছে। আপনি ব'ল্লেন, "যে দেশে গঙ্গা নাই, সে দেশ দেশই নয়, শৈলও নয় এবং বন নয়।" কিন্তু আজি কালি লোকের ধারণা হইয়াছে

''যে দেশে রেলওয়ে নাই, সে দেশ দেশই নয়।" অনেকে চাকরীর উপরোধে গঙ্গাগর্ভ ছাড়িয়া, যে দেশে রেলওয়ে আছে, তথায় আদিয়া বাদ করিতেছেন।

গঙ্গা। বাবা! আমার এত মাহাত্ম্য, আমার প্রতি লোকের যত শ্রদ্ধা ভক্তি শুন্লে ত ?

ব্ৰহ্মা। মা! লোকের যদি শ্রহ্মা ও ভক্তি থাকিবে, তুমিই বা মৰ্ত্তা হইতে যাইবে কেন ? আমিই বা তোমাকে লইয়া যাইবার জন্ম এত আগ্রহ প্রকাশ করিব কেন ? যথন লোকের শ্রহ্মা ও ভক্তি ছিল, তথন ত তুমি ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়াই আসিয়াছিলে; এখন শ্রহ্মা ভক্তি গিয়াছে, তুমিও হুই চারি বৎসর থাকিয়া স্বর্গে চল। আমরা এক্ষণে বিদায় হই।

গঙ্গা। কি ক'রে থাক্তে বলি ? অধিকক্ষণ জলে থাক্লে পাছে সন্দি কাসি হয়।

তীরে উঠিয়া পিতামুহ কহিলেন, "বা! ঘাটটি ত্বড় স্কর। এ ঘাটটি কাহার বরুণ ?"

বঙ্গণ। কলিকাতার বীরু মল্লিক নামক এক ধনাঢা ব্যক্তির। তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে এই ঘাট স্থন্দররূপে বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

এই সময়ে উপ চীৎকার করিয়া কহিল "বাঃ—আমার রেপার নিয়ে গেল কে ? বাহবা ! আমার রেপার নিয়ে গেল কে ?"

বরুণ। বেশ হ'য়েছে তোকে আমি দশ দিন ব'লেছি, ঘাটে বড় জুয়াচোরের ভয়, উড়েদের কাছে রাখিস্।

উপ। ও বেটারা যে পয়সা লয়।

ব্ৰহ্মা। যা হ'বেচে হ'বেচে; এখন বাসায় আয়।

উপ। আপনারা যান, আমি রেপার আদায় ক'রে বাসায় যাব।

নারা। তুই আর, তারা বাসার গিয়ে দিয়ে আস্বে।

উপ। আপনারা যান, আমি আদায় ক'র্তে পারি কি না দেখি।

দেবগণ কত ডাকিলেন, কিন্তু উপ কিছুতেই বাসায় আসিল না, অগত্যা তাঁহারা বাসাভিমুথে চলিলেন। যাইতে যাইতে দেবগণ দেখেন— এক স্থানে বিষয়া কতকগুলি লোক গল্প করিতেছে। একজন কহিতেছে "ইংরাজের রাজ্য করা—প্রজার অন্নমারা। দেখ, আমি জাতিতে ভিস্তি, পূর্ব্বে আমরা ৩৬ জনে এক একটা রাস্তায় জল দিতাম; একণে সেই কাজ গুজনকে দিয়ে করাচেচ, কি এক একটা কল ক'রে দিয়েছে: গুজন লোকে ফর ফর শব্দ ক'রে পাঁচ মিনিটে এক একটা রাস্তাকে কাদা ক'রে দিচ্ছে। ঐ কল হয়ে পর্যাস্ত আমি বেকার ব'সে আছি।" অপর কহিল "আমার হঃখণ্ড কম নয়, আমি জাতিতে মেধর, পূর্ব্বে মাথা গণে চারি পম্বদা নিম্নে প্রত্যেক বাড়ীর ময়লা সাফ ক'রুতাম, ইহাতে ৩০।৩১ টাকা উপার্জ্জন হইত : এক্ষণে ইংরাজেরা প্রত্যেক বাড়ীর চারি পাঁচ আনা টেক্স ক'রেছেন ও আমাদের 🕬 টাকা মাইনে ক'রে রেখেছেন।" অপর কতকগুলো লোক কহিল "আমাদের দফা ইংরাজেরা একবারে সেরেছে। আমরা উৎকল হইতে আসিয়া কলিকাতায় জলের ভারীর কাজ ক'র্তাম। আমাদের গুমর কত ছিল. কেহ ডাক্লে কথা কইতাম না; চারি পয়সা ছয় পয়সা নিয়ে তবে গঞ্চা থেকে জল এনে দিতাম। এখন এমনি কল ক'রে দিয়েছে, দোতালায় ব'দে কল নেড়ে জল পাচেচ।"

নিকটে একজন কোচম্যান গাড়ীর উপর বিদয়া খরিদ্দারের প্রত্যাশা করিতেছিল, সে কহিল "আমার কষ্ট দেখ না, পূর্ব্বে এমন ক'রে কি ব'সে থাক্তাম ? এখন অন্ন মেলা ভার হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক ট্রাম গাড়ীতে বরে নিয়ে যাচেচ। আর আমাদের রাস্তার মধ্যে দেখলে ঘণ্টার শব্দে তাড়া দিয়ে স'রে যেতে বলে।" অপর কহিল "আমরা তাঁতি, আগে তাঁত বুনে বেশ দশ টাকা পেতাম, কাপড়ের কল হয়ে পর্যাম্ভ আমাদের দফা রফা ইংরেছে।" নিকটে একজন দাঁড়াইয়াছিল; সেকছিল "আমি পারের মাঝি। ইংরাজেরা ষ্টিমার ও রেলগাড়ী

করার আমার ছঃখ দেখ না, পথে এসে লোক ডাক্ছি, তবু কেই আস্ছে না।"

এই সময় কতকগুলো বেশ্বা টীয়া পাখী হাতে গঙ্গালানে যাইতেছিল দেখিয়া, মাঝি কহিল, "মুখী এরা; কোম্পানী বাহাছৰ কলে কতকগুলো মাগী বানাতে পারেন, তাহ'লে এরা জব্দ হয়।" বেশ্বারা তৎশ্রবণে "তুমি নৌকো ডুবি হয়ে মর—" ধলিয়া বাপাস্ত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

এদিকে উপ ঘাটে ছুটাছুটি করিয়া যে স্নান করিতে আসে, তাহার নিকটে যাইয়া চাৎকার করিয়া কহে "প্রগো তোমরা সাবধান হ'রে স্নান ক'রো, ঘাটে জুয়াচোরের উপদ্রব হয়েছে।" উপ এইরূপ করিয়া জুয়াচোর-দিগের বিস্তর ক্ষতি করিল; কারণ, সকলেই সতর্ক হইয়া স্নান করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা উপকে দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে দিয়া জলে নামিল। জুয়াচোরের দল দেখিল, ছেলেটা বিস্তর ক্ষতি করিতেছে, তখন গোপনে ডাকাইয়া কহিল, "তোমার কি হারাইয়াছে বল গু আদায় করিয়া দিতেছি।" উপ তৎশ্রবণে রেপার হারাইয়াছে বলায় তাহারা সঙ্গে করিয়া এক স্থানে লইয়া যাইল এবং অপহাত দ্রব্যের মধ্য হইতে তাহার রেপারখানি বাহির করিয়া দিল। উপ তথন রেপার গাত্রে দিয়া হাসিতে হাসিতে বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ আশ্রহ্যাদিত হইয়া কহিলেন, "উপ! তুই কি ক'রে রেপার পেলি গ্" তথন উপ যে উপায়ে রেপার আদায় করিয়াছে, সবিশেষ ভাঙ্গিয়া বলিলে ভাঁহারা ভাহাকে বাহবা দিতে লাগিলেন।

আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দেবগণ নগরভ্রমণে বাহির হইলেন। এই সময় তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁকিতে হাঁকিতে যাইল— "ছুরি চাই, কাঁচি চাই" ইত্যাদি। তাঁহারা নগরের রাস্তা ঘাট দেখিতে দেখিতে একটী পুস্তকালয়ের নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কছিলেন, "বক্কণ! এ দোকানটী কি ?"

বৰুণ। ইহার নাম থ্যাকার স্পিছ কোম্পানীর পুশুকের দোকান।

ইহাঁদের একটা ছাপাধানাও আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক ইহাঁরাই মুদ্রিত করিয়া থাকেন। ইংরাজদিগের যত পুস্তকের দোকান আছে, তন্মধ্যে এই দোকানটীই প্রধান।

ইন্দ্র। এ বাড়ীটি দেখিতে বড় স্থন্দর!

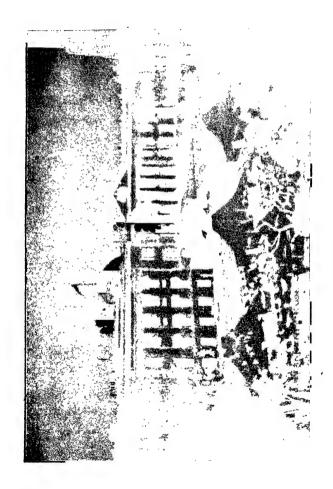
বরুণ। ই্যা—এই বাড়ীট সর্বসমেত তিনতালা। প্রথম ও দিতীয় তালায় পুস্তকের দোকান এবং তৃতীয় তালায় সাহেবেরা বাস করিয়া থাকেন। দেবগণ ভিতরে যাইয়া দেখেন—কেবল চক্চকে বৈ।

এখান হইতে যাইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ। সলোমন কোম্পানীর দোকান দেখুন। ইইারা চশমা বিক্রয় করিয়া থাকেন। চকু থারাপ হইলে লোকের যে প্রকার আবশুক, ইহাঁদিগের নিকটে পত্রসহ মূল্য পাঠাইলে পাঠাইয়া দেন। সোণার ডাণ্ডিওয়ালা চশমাগুলি এখানে ১৬০ টাকা হইতে ৭৪০ টাকা, রূপার গুলি ৮০ হইতে ১৬০ টাকা, এবং সামাস্থ স্থিলেরগুলি ৮০ টাকা মূল্যে বিক্রেয় হইয়া থাকে। সমস্ত চশমাই প্রায়্ম প্রস্তরনির্দ্ধিত; কাচের নহে। এথানে নীল, সবুজ, সাদা, সকল রঙের চশমাই পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমাকে আমার চক্ষের উপযুক্ত একযোড়া চশমা ধরিদ করিয়া দেও।

বরুণ তৎপ্রবণে দেবগণকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং পিতামহকে ১৬ টাকা মূল্যের রৌপ্যের ডাণ্ডিওলা চশমা থরিদ করিয়া দিলেন। তিনি চশমা লইয়া চক্ষের সহিত মিলাইয়া কহিলেন, "আঃ! প্রাচীন বয়সে আবার চক্ষ্ পেলাম।" নারায়ণ ও দেবরাজ এক এক জোড়া সবুজ রক্ষের ৬৪ টাকা মূল্যের চশমা কিনিয়া লইলেন।

চশমা চক্ষে দিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া চতুর্দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন এবং একজি বৃহদাকার বাড়ী দেখিয়া কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীট কি ?



বরুণ। লাটসাহেবের আস্তাবল।

বঙ্গণ। এথানে লাটসাহেবের গাড়ী, ঘোড়া, খানসামা, কোচম্যান ও আরদালীরা বাস করে, এবং তোষাখানার উপরে ছোট দেওয়ানের বাসগৃহ। নিমতালায় আরদালীরা বাস করে। লাটসাহেবের খানা এই স্থানেই প্রস্তুত হয় এবং ঐ দেওয়ানের জেম্মায় থাকে; ঘোড়ার খোরাকও ইহার জেম্মায়। দেওয়ান ইচ্ছা করিলে এমন সব দ্রব্য খাহতে পান, যাহা কোন বাঙ্গালী কথন চক্ষে দেথিয়াছেন কি না সন্দেহ।

দেওয়ান এই সময় নিকটে দাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু দেবগণ জাঁহাকে চিনিতেন না। তিনি দেবগণের কথোপকথন শুনিয়া হাস্ত করিতে করিতে কহিলেন, "মহাশয়দিগের নিবাস ?"

বরুণ। হরিদ্বরের অনতিদ্বে। দেওয়ান। এথানে কি অভিপ্রায়ে আদা হহয়াছে ? বরুণ। কলিকাতা দেখিতে।

দেওয়ান। আপনারা যাহার কথা বলিতেছেন, আমি ছোট দেওয়ান।
আমি হিন্দুসস্তান, এজন্ত যে থাত দ্রব্যের কথা কহিলেন ও সমস্ত আমাদের
শাস্ত্রে আহার করা নিষেধ। আপনারা কি গ্রণ্মেন্ট ভবন দেখিতে
ইচ্ছা করেন ?

বরুণ। আমাদের দেখিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কি প্রকারে দেখি ?
"আমার সঙ্গে আস্থন" বলিয়া দেওয়ান দেবগণকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।
দেবগণ ছোট দেওয়ানের সহিত গবর্ণমেন্ট্ প্যালেস দেখিতে চলিলেন।
তাঁহারা প্রথম-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সঙ্গীন ঘাড়ে করিয়া সিপাহিগণ
পাহারা দিতেছে। পিতামহ তদ্প্তে অত্যন্ত ভীত হইয়া বরুণকে কহিলেন,
"বরুণ! পলাই চল—রাজভবন দেখিবার আবশ্যুক নাই।"

বরুণ। কোন ভয় নাই, আপনি ভিতরে আহ্বন। এই রাজপ্রাসাদের চারিটী ফটক আছে, প্রত্যেক ফটকেই এইরূপ পাহারা দিতেছে।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া পিতামহ যে দিকে চাহেন, দেখেন, দলে দলে পুলিস কনেষ্টবলগণ ফিরিতেছে। তিনি তদ্ষ্টে কহিলেন, "বরুণ! এখান হইতে পলায়ন বিধেয়; কারণ, জানি কি—যদি অপমানিত হই।"

বরুণ। আপনার কোন ভয় নাই, যথন ছোট দেওয়ান সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, তথন ভয় কি ?

ইব্র । বরুণ ! এই যে প্রথম তালা ফ্রোরের উপর রহিয়াছে, ঐ ক্রোরগুলি কি স্থানর ! ফ্রোরের স্থানর ম্বানর দরজা ও জানালা বসাইয়া দেওয়ায় আরো স্থানর দেখাইতেছে। এই স্থানে কি হয় বরুণ ?

বরুণ। এই স্থানে সেক্রেটারী আফিস, এডিকংদিগের আফিস এবং ছোট দেওশ্বানের আফিস আছে।

দেবগণ এক একটা করিয়া আফিস দেখিয়া ঘর গুলি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখেন—ঘরগুলি নানাবিধ আসবাবে পরিপূর্ণ। এখান হইতে সকলে উপর তালা দেখিতে চলিলেন। সিঁড়ির নিকট ঘাইয়া সঁকলে উপরে উঠিবেন কি সারি সারি স্থান্দর প্রতিমূর্ত্তি টাঙ্গান রহিয়াছে, তাহাই আশ্চর্যান্থিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। বন্ধণ কহিলেন, "এই সকল প্রতিমৃত্তি ভারতের যাবতীয় স্থাধীন রাজার।"

ব্রহ্মা। য়ঁটা । এগুলি প্রতিমূর্ত্তি । আমার ত প্রকৃত মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্ময় জন্মিয়াছিল। আহা । কি আঁকাই এঁকেছে। চোক, কান, হাত, পা, কিছুরই কোন ত্রুটী হয় নাই। আবার সাজপোষাকগুলিও কি তেমন আঁকিয়াছে ! যেথানকার যে হীরেথানি—বেথানকার যে মুক্তারমালা ছড়াটী —তাহা পর্যান্ত অবিকল বসাইয়া দিয়াছে। আবার প্রতিমূর্ত্তি রাথিবার স্থানটিই বা কি মনোহর ! আহা ! উপষুক্ত স্থানেই স্থাপিত হইয়াছে। দেবগণ উপরে উঠিয়া দেথেন, গৃহগুলি অতি স্থান্তর্মণে স্থানজ্ঞত করা। মেজেগুলিতে যে সমস্ত কার্পেট পাতা রহিয়াছে, তাহাতে গিলিট এবং এমন কারুকার্য্য করা যে, দেবগণ যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া স্থগীয় শিল্পীদিগের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রাচীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর নম্বন ফিরাইতে পারেন না। যদিচ তাহাতে নীলকাস্ত, অয়স্বাস্ত মণিমুক্তাদি নাই; কিন্তু গিলিটর দ্বারা এমনি রং ফলাইয়া দিরাছে যে, তাহার কাছে মণিমুক্তা তৃচ্ছ বোধ হয়। গৃহের কাণিশগুলি দেখিয়া দেবগণের প্রথমে স্বর্ণ বলিয়া ভ্রম জন্মে; কিন্তু বক্ষণ ব্যাইয়া দেন, "সোণা নহে; গিলিট করা।"

এখান হইতে সকলে একটা দালানে যাইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইলেন। অনেকক্ষণ পর্যাস্ত কাহারও মুখে বাক্য নাই। পরিশেষে দেবরাজ কহিলেন, "এমন উচ্চ এবং প্রশস্ত দালান ত কথন চক্ষে দেখি নাই। পৃথিবীর মধ্যে স্থা এই লাট সাহেব। ইহাঁর পদের কাছে আমার ইক্রত্ব পদ তুছ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আহা। না জানি কত কোটা বৎসর তপস্তা করিলে এই পদ লাভ হয়।"

ৰারা। বরুণ। এ দালানটির নাম কি এবং এখানে কি হয় ?

বঙ্গণ। এই দালানটির নাম ষ্টেট্ হল্। এখানে কাউন্সেল্ও লেভি অর্থাৎ বড় বড় রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সভা করা হয়।

ইক্স। দালানটীতে যে সমস্ত চেয়ার রহিয়াছে, যেমন স্থন্দর, তেমনি কারুকার্য্যে থচিত। ও বড় চেয়ারথানিতে কি হয় ?

বক্ষণ। ওথানি লাট সাহেবের সিংহাসন। ওথানি কেমন স্থন্দর দেখিতেছ ? সিংহাসনথানি আমাদের স্বর্ণসিংহাসন অপেক্ষা স্থন্দর কি না ?

দেবগণ এক এক করিয়া সমস্ত গৃহগুলি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, কোন গৃহ সৌন্দর্যো কম নহে। বরুণ কহিলেন, "এই রাজ-বাড়ীটি ১৭৯৯ অবেদ নির্মিত হয়।"

🌠 ব্রহ্মা। বরুণ। আমাদের রাজদর্শন ঘটিবে না 🤊

বরণ। এক্ষণে লাটসাহেব চাণকে আছেন, অতএব কি প্রকারে দর্শনলাভ ঘটিবে ? তিনি এক্ষণে এখানে না থাকাতেই গৃহস্তালির সৌন্দর্য্য কম দেখিতেছেন; তিনি উপস্থিত থাকিলে ধ্মধামের সীমা পরিসীমা থাকিত না।

দেবগণ এখান হইতে বহির্গত হইয়া দেওয়ানকে অসংখ্য ধন্তবাদ দিয়া একদিকে চাললেন এবং এক স্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন "বরুণ। সম্মুখের এ বাড়ীটি কি ?"

বরুণ। এ বাড়ীটির নাম টেজরি বিল্ডিং। সমস্ত ভারতবর্ধের হিসাবপত্র এই স্থানে প্রস্তুত হইরা থাকে। এথানে একাউণ্টেণ্ট জেনেরল, ডেপুটা একাউণ্টেণ্ট জেনেরল প্রভৃতি বড় বড় সাহেবেরা কাছারি করেন। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, বস্বে, মাল্রাজ ও পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় প্রদেশ হইতে যাবতীয় হিসাবপত্র এই স্থানে আসে এবং সমস্ত হিসাবপত্র দৃষ্টে আয়-ব্যয়ের একটা তালিকা প্রস্তুত হয়। আমাদিগের যেমন কারকুনদিগের আফিস, ইংরাজদিগের এ আফিসটা ঠিক তত্রপ। এথানেও বিস্তুর মোটা বেতনের বাঙ্গালী কর্ম্মচারী কাজ করিতেছেন। এথানকার সামান্ত বেতনের কেরাণীদিগের বেতন ৪০০টাকা। সহজে কেহ এথানে চাকরী পায় না; যিনি পান, তিনি সৌভাগ্য শ্রীকার করেন। এল, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ না হইলে এবং ২৫ বৎসরের অধিক বয়স হইলে এথানে লওয়া হয় না।

নারা। বাড়ীটিও বৃহৎ!

বরুণ। বাড়ীটি সর্বসমেত তিন তালা। ঐ তিন তালাই কাগজপঞ্চ এ কেরাণীতে পরিপূর্ণ। রেজিষ্টার সাহেবদিগের এখানে বিলক্ষ্ণ আধিপত্য। তাঁহারা আফিসটীকে যেন একচেটীয়া করিয়া লইয়াছেন ঐ মহাত্মারা এক এক ডিপার্টমেন্টের বা অংশের হেড্ অর্থাৎ প্রধান জুডিস্থান, ফাইস্থানস্থান প্রভৃতি এখানে নানারূপ বিভাগ আছে। বাড়ীট্

দেখিতে বড় স্থানর। ইহা টাউনহল নামক দালানের ঠিক পূর্ব্ব পার্বে অবস্থিত। কাহারও হান্ধনোট খোরা যাইলে এই আফিসে সংবাদ দিলে এবং তিন মানের পর অপর হাফ ফেরত দিলে নগদ টাকা পাওয়া যায়।

ইন্দ্র। ওদিকে ও বাড়ীটি কি ?

ş.

বঙ্কণ। উহার নাম গবর্ণমেণ্ট প্রিন্টিং আফিস। গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় কাগজ্বপত্র এই স্থানে ছাপান হয়। পূর্ব্বে এই ছাপাথানাটার নাম মিলিটারি অরফান্ প্রেস ছিল। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আপনার অধীনে আনিয়া প্রিন্টিং আফিস নাম দিয়াছেন। এই প্রেসেই এলোকেশীর স্বামী নবীন কাজ করিত।

এখান হইতে তাঁহার। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—একটী দোকানে জাহাজের রসারসি, ক্যাম্বিস ও নোঙ্গরাদি বিক্রম হইতেছে। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! এ দোকানটীর নাম কি ?"

বরুণ। এই দোকানের নাম আমুটী কোম্পানীর দোকান। ইহারা জাহাজের রসারসি প্রভৃতি বিক্রম করিয়া থাকে। ইহাদের দোকান হইতে গবর্গনেণ্ট এবং ইংলগুর যাবতীয় জাহাজের নাবিক ঐ সমস্ত জ্ব্য থরিদ করিয়া থাকে। এই কোম্পানীর একটী মদের ভাঁটি আছে, তাহাতে রম্ নামক একপ্রকার মদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ রম মদ কলিকাতার অনেক বাবু এক্ষণে ব্রাপ্তির পরিবর্ত্তে পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এখান হইতে সকলে একটা গিজ্জার নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই গিজ্জার নাম পাথুরে গিজ্জা। গৌর নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রস্তুর আনিয়া নির্মাণ করায় ঐ নাম হইয়াছে। গির্জ্জাটীর চতুর্দিকে অনেকগুলি কবর আছে। চূড়ার উপর যে একটা ঘাড় দেখিতেছ, ঐ ঘড়িটী কলিকাতার অপরাপর গিজ্জার ঘড়ি অপেক্ষা বৃহৎ।"

এখান হইতে যাইয়া বরুণ কহিলেন, "সমুথে গভর্ণমেন্টের কালেক্টারী

অর্থাৎ থাজনাথানা। কলিকাতার এলেকাধীন যাবতীয় স্থানের কর আদায় হইয়া এই স্থানে আমদানি হয়। এথানে একজন কালেক্টার ও তাঁহার অধিনে কতকগুলি আমদা আছে। ওদিকে দেখা যাইতেছে, গ্রবর্ণমেন্টের ষ্টেশনারি আফিস। ভারতবর্ধীয় গ্রবর্ণমেন্টের যত আফিস আদালত আছে, তাহাতে যত কাগজ কলম প্রভৃতির আবশ্রক হয়, এই আফিস হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে"।

এই সময়ে দেবগণ দেখেন ২৫।৩০ জন লোক তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উর্জ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। তাঁহাদের গাত্রে চাপকান, মাথায় পাগড়ী, কানে একটা একটা লম্বা কলম। তাহাদিগকে দেখিয়া উপ কহিল, "কর্ত্তা-জেঠা। পলাই চল। ঐ লোকগুলো আমাদিগকে ধ'রতে আস্ছে।"

ব্রহ্মা। সত্য বরুণ! উহারা আমাদের দিকে ছুটিয়া আদিতেছে
কেন
পু আহা। একটা সুলকায় লোক ছুটিতে না পারায় হাঁপাচেচ দেও।

বলিতে না বলিতে লোকগুলি ছুটিয়া আসিয়া পিতামহের হাত ধরিয়া ইাপাইতে লাগিল। পিতামহ ভীত হইয়া যত কহেন, হাত ছাড়, আমরা কি করিয়াছি ? তাহাঁরা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া "বলি" বলিয়া হাঁপাইতে লাগিল। পিতামহ কহিলেন, "আর বলিতে হইবে না—হাত ছেড়ে দেও, আমরা কলিকাতা আসিয়া কাহারও পাতথানি কেটে ভাত থাইনি।" আগস্তুক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিয়া কহিল "আমি আগে এসে হাত ধ'রেছি, আমাকে মোক্তার নিযুক্ত করুন।" অপর কহিল "আমার সহিত ভাল ভাল উকীলের আলাপ আছে, আমাকে মোক্তারি দেন, জয়লাভ করিতে পারিবেন।" আর একজন কহিল "উকীলদিগের মধ্যে আমার আপনার লোক অনেক আছে; আমাকে মোক্তারি দেন—খুব কম থরচে ভাল কাজ পাবেন।"

্রহ্ম। বাবা, আমাদের সাতপুরুষে কথন মামলা মকদমা করে নাই

ক'র্বেও না। হাত ছাড়, আমরা ভ্রমণকারী, কলিকাতা ভ্রমণ করিতে আসিয়া পথে পথে ঘুরে বেড়াচিচ।

মোক্তারেরা তৎশ্রবণে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয় করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল—''এত পরিশ্রম, এত ছুটাছুটি দেখিতেছি পশু হইল।"

নারা। যে কাজে ছুটাছুটি করিয়া লোক ধরিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতে হয়, তোমরা এমন উঞ্জ্বতি কর কেন ?

মোব্রুর। কি করি—নচেৎ পেট চলে না। কাচ্চা-বাচ্চা অনেক গুলি দিন চলিবার একটা উপায় করা উচিত, লেখা পড়াও তেমন জানিনে। উপ। কাচ্চা-বাচ্চার গাছ আগে রোপণ না ক'রলেই ত হইত।

মোক্তার। বাবা। আমরা অজ্ঞানকৃত অপরাধে অপরাধী। আমরা
স্থ ইচ্ছায় এ গরল ভক্ষণ করি নাই, বাল্যকালে পিতা মাতা গলায় পাথর
চাপিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের বয়স অব্ধ; আমাদের ছর্দশা দেথ—সাবধান
হও—থেন কার্যাক্ষম না হুইলে ও পাপ ঘরে আনিও না।

ব্রহ্মা। তোমাদের ছুটে আসিয়া লোক ধরিবার তাৎপর্ব্য কি ?

মোক্তার। আজ্ঞে, আজকাল ডেপুটি মোক্তারের সংখ্যা এত বেশী হুইয়াছে যে, এ উপায়ে লোক না ধরিলে মক্কেল পাওয়া যায় না।

মোক্তারেরা চলিয়া যাইলে, দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ, ডেপুটি মোক্তার কি ?"

বরুণ। এক ব্যক্তি অপরের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিলে তাহার যাহাতে জয়লাভ হয় অর্থাৎ সাক্ষীদিগকে শিথান পড়ান, সত্যকে মিথ্যা ও মিথাাকে সত্য করিয়া সাজাইয়া দিবার জয় একপ্রকার লোক আছে, তাহাদিগকে মোক্তার কহে। মোক্তারি কাজটী বড় হেয় বলিয়া পূর্ব্বে কেহ সহজে এ কাজে প্রবৃত্ত হইত না। জ্রমে কাজকর্ম্ম সকলের ভাগ্যে জ্রিয়া না উঠায়, ছই একজন করিয়া এই কাজে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বে এ ব্যবসায়ে

বিলক্ষণ লাভ ছিল। তথন যে সে ইচ্ছা করিলে মোক্তারি করিতে পারিত: কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোক্তারের সংখ্যা এত বুদ্ধি হইতে লাগিল যে, গবর্ণমেণ্ট মোক্তারি পরীক্ষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন। মোক্তারি পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়া এক দিকে মোক্তারের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল অপরদিকে তেমনি ডেপটি মোক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। কতকণ্ডলি নিরক্ষর লোক মোক্তাবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ডেপুটী মোক্তারি করিতে আরম্ভ কবিল। ইহাদের কাজ ছুটাছুটি করিয়া লোক ধরিয়া আনিয়া দিবে, মোক্তার বা উকীল আসামী অথবা ফরিয়াদীর নিকট হইতে যে টাকা পাইবেন, তাহা হইতে কিছু কিছু অংশ দিবেন নিমু আদালতে ডেপুটী মোক্তারের সংখ্যা অধিক। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পাচক ব্রাহ্মণের কাব্দ করে এবং দশ্টার সময় তালি লাগান চাপকান গায়ে দিয়া পাগ্ড়ী বাঁধিয়া আদালতের নিকট উপস্থিত হয়। চাষাভ্ষার মকন্দমাই ইহাদের অধিক জুটে। ইহারা মকদ্দমায় জয়লাভ করিলে চাষা-মক্কেলের গাত্রের চাদরখানা বক্সিদরূপে লইবারও যথেষ্ট প্রশ্নাস পায়। এই অবতারদিগের শুণে নবদ্বীপ হইতে ক্রফ-নগরের পথে, চুঁচুড়া হইতে ছগলীর দিকে বর্দ্ধমানের ষ্টেসন হইতে সহরাভি-মুথে পথিকদিগের গমনাগমন করা ভার হইয়াছে। ইহারা ঐ সমস্ত রাস্তার ছই ধারে দলে দলে বসিয়া পাকে এবং পথিকদিগকে ধরিয়া টানাটানি করে। সময়ে সময়ে তই চারি পয়সা দিলে ইহারা মিধ্যা সাক্ষ্য পর্যাক্ত দেয়।

নারা। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে জেরার মুখে ধরা পড়ে না ? এদের বাড়ী কোথায় আর আসামী ফরিয়াদির বাড়ী কোথায় ! ইহাদের সাক্ষ্য কি ব'লে গ্রাঞ্ছ হয় ?

বন্ধণ। ইহারা হাকিমকে বলে, আমার বাড়ী কি শশুরবাড়ী যাইবার পথে আসামীর বাড়ী। আমি যে দিন আমার বাড়ী যাচিছ্লাম, দেখি উহাদের ঐক্পপ মারপিট হইতেছে। একবার একজন কালা নবদ্বীপ হইতে কৃঞ্চনগরে আসিতেছিল, পথিমধ্যে ডেপুটী মোক্তারের। বলে "তোমার কি কোন মকদ্দমা আছে ?" কালা বধিরতা-প্রকাশভরে "ছঁ" বলিয়া উদ্ভর দেওয়ায় ঐ মোক্তারের দল তাহাকে কাঁধে করিয়া গোয়াড়ী পর্যস্ত আনিয়াছিল। আর এক সময় একজন প্রতারক কোন ডেপুটা মোক্তারের বাসায় যাইয়া মকদ্দমা আছে বলায় শুক্ত-আদরে বাসায় স্থান প্রাপ্ত হয় এবং রজনীযোগে মোক্তারের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইবারও স্থযোগ পায়। আর একজন মোক্তার একটা মক্তেল জুটায়। এই মোক্তারের পরিবার ইতিপুর্ব্বে কুলটারুভি অবলম্বন করিয়া গৃহ হইতে পলাইয়া যায় এবং এই মক্তেলের সহিত থাকিয়া স্ত্রীর ক্রায় ঘরকয়া করে। কিন্তু মোক্তার এ বিষয় জানিত না, স্থতরাং মক্তেল মকদ্দমায় জয়লাভ করিলে তাহার বাসায় পুরস্কার আনিতে যায় এবং "মাঠাকক্রণের নিকটেও খুসি হয়ে বিদায় লব" বলিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে সর্ব্বনাল ॥

দেবগণ ক্রমে গল্প করিতে করিতে ছোট আদালতে যাইয়া উপস্থিত ₹ইলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এ আদালতের নাম কি?

ব্ররুণ। ইহার নাম কলিকাতার ছোট আদালত।

বন্ধা। ছোট আদালতে কি কাজ হয় ?

বরুণ। এই আদালতে কলিকাতার যত সামান্ত সামান্ত মকদ্দমার বিচার হইরা থাকে। এখানে সর্বাসমেত পাঁচজন জজ আছেন, তন্মধ্যে একজন বাদালী ও চারিজন ইংরাজ। ৮ হরচক্র ঘোষ ও রসময় দন্ত এই স্থানের জজ ছিলেন। মৃত হরচক্র ঘোষের প্রস্তারনির্দ্ধিত অর্দ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি অন্তাপি ঐ দেখুন বর্ত্তমান আছে। হাইকোর্টে পদার করিতে না পারিলে অনেক উকীল এই আদালতে আসিয়া শাক মাছের মকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হন। এখানে মকদ্দমা এক কথার ডিক্রি ও এক কথার ডিস্মিস্ হয় এবং ঐ মকদ্দমার আর আশীল হয় না। এই আদালতে বেশ্রাদিগের মকদ্দমাই অধিক। এমটি হাউসের মকদ্দমাও এখানে হয়। এখানকার চাপরাশী

প্রভৃতি যথেও উপার্জ্জন করে। এমন কি — আদালত হইতে বাসায় বাইবার: সময় পকেটের ভারে নড়িতে পারে না।

উপ। বৰুণ-কাকা । তবে আমাকে একটা চাপরাশিগিরি ক'রে দেওনা। নারা। বর্ত্তমান কেরাণীগিরি অপেক্ষা চাপরাশিগিরি করা আমার বিবেচনায় ভাল।

বঙ্গণ। চাপরাশিরা মাসে শতাবধি টাকা উপার্জ্জন করে দেখিয়া একবার একটা প্রবেশিক।-পরীক্ষোত্তীর্ণ বালক ঐ পদলাভের জ্ঞাদরখান্ত করিয়াছিল. কিন্তু আফিসের আমলারা তাহাকে ঐ কাজ করিতে দিলেন না; কহিলেন, "এক সময়ে এই পদের জ্ঞা অনেক বি, এ; এম, এ, উমেদার জুটিবে সত্যা, কিন্তু এক্ষণে চাক্রীর এমন অবস্থা হয় নাই যে, ভূমি এণ্ট্রান্স্ পাশকরিয়া এ কাজে প্রবৃত্ত হও। যাহা হউক আর কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া থাক, ভবিষাতে কোন কাজ কর্মা থালি হইলে যাহাতে ভূমি পাও, তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন করা যাইবৈ।

ইক্র। বরুণ! ছোট আদালতে আর কি হয়?

বঙ্গণ। এথানে দেনদারের নামে পাওনাদারেরা সর্বাদা নালিশ করিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে দস্তক করিয়া টাকা আদায় করিতেও ছাড়েনা।

ব্ৰহ্ম। দস্তক কি?

বঙ্গণ। দেনদার সক্ষম হইয়া টাকা না দিলে পাওনাদার তাহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে থোরাকী আমানত করিয়া জেলে দিয়া থাকে।

ইন্দ্র। এমন লোক আছে—ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না ?

বক্লন্। বিস্তর; ঐ মহাত্মারা কেবল নিতেই জানেন, দেওরা তাঁহাদের। কোষ্টিতে লিখে নাই।

এই সমরে দেবগণ দেখেন,একটা বেখা উপপতির নামে নালিশ করিবার অভিপ্রায়ে মোক্তারদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছে। বেখা কহিতেছে, "তাহার একজন উপপতি ৰত লিখিয়া দিয়া হুই তিন মাস যাতায়াত করিয়াছিল, একণে সে আর আন্দেনা এবং টাকা দিবার নাম পর্যাস্তও কবে না। একণে তিন মাস মেরাদ উত্তীর্ণ হয়, নালিশ করা যায় কি না ?"

ব্ৰহ্ম। উ: ! কি স্ক্ৰনেশে কাকই প'ড়েছে !! আজকাল দেখ্ছি দেনায় সবই চলে।

দেবগণ ইহার পর দিঁড়ি ভাঞ্চিয়া উপরে উঠিয়া জ্ঞ্জঞ্জিতে দর্শন করিলেন; তাঁহারা দেখিলেন—বারাপ্তায় শত শত লোক দাঁড়াইয়া আছে এবং পর্বতপ্রমাণ দেকোনদারী খাতাপত্রের আমদানী হইয়াছে।

এথান হইতে যাইতে যাইতে নারায়ণ কছিলেন, "বরুণ, সমুথে দেখা যাইতেছে ও বাড়ীট কি p"

বঙ্গণ। উহার নাম সিবিল এগু মিলিটারি পে এক্জামিনের আফিস।

যাবতীয় সিবিল এবং মিলিটারি কর্ম্মচারীদিগের বেতন এই স্থান হইতে
পাশ হইয়া যাইলে তবে প্রদন্ত হয়। এই আফিসে অনেক বাঙ্গালী এবং

ইংরাজ কর্ম করিয়া থাকেন। পে এক্জামিনারের পদে ধিনি নিযুক্ত
আছেন, তাঁহাকে পে এক্জামিনার অর্থাৎ বেতন পাশ করা সাহেব কহে।

ইনি একজন উচ্চ বেতনের বড় সাহেব। ও দিকে দেখা যাইতেছে রেভিনিউ
বোর্ড,। ঐ স্থানে সন্ট বোর্ড ও আফিং নীলাম হইয়া থাকে। হইজন
সেক্রেটারী আছেন, তাঁহারাই সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধানকরেন। গবর্ণমেন্টের
আর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ঐ স্থানেই সম্পন্ন হয়। বিস্তর বাঙ্গালাও ঐ
আফিসে কাজকর্ম করয়া থাকেন।

দেবগণ এখান হইতে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া জেনেরণ পোষ্ট। আফিসের নিকট উপস্থিত হইলে বন্ধুণ কহিলেন, "ইহার নাম জেনেরল প্রোষ্ট আফিস অর্থাৎ ভারতে যত পোষ্ট আফিস আছে, তাহাদের কণ্ড। আফির। এখানে শত শত লোক কর্ম করিতেছে।"

ইব্র । এমন স্থলর ও বৃহৎ বাড়ী ত কথন চক্ষে দেখি নাই ! ইহার চূড়াটা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে।

বৰুণ দেবগণকে দেখাইতে লাগিলেন—"ঐ কুটোন্ন চিঠি দিলে বিলাভ চ'লে যান্ন, ঐ ফুটোন্ন চিঠি দিলে আমেরিকার যান্ন ইত্যাদি। আহা! এই পেষ্টি আফিদ যে স্থানে, এই স্থানেই অন্ধকৃপ হত্যা-নামক ভন্নানক হত্যা-কাপ্তের অভিনয় হইরাছিল।"

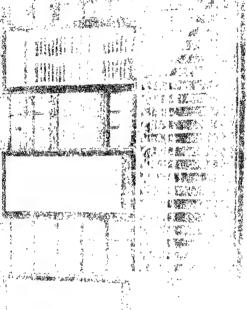
বন্ধা। অন্ধকুপ হত্যা কি ?

বন্ধণ। ছার্দান্ত নবাব সিরাজন্দোলা, ইংরাজ বণিকেরা বিশেষ সঙ্গতিশালী লোক শুনিয়া এক দিন গোপনে আসিয়া তাঁহাদের কেল্লা আক্রমণ করেন। অনেক ইংরাজ স্ত্রীসহ পলাইয়াছিলেন। কেবল ১৪৬ জনলোক ধরা পড়ে। উহাদিগকে তাঁহার অফুচরেরা একটা ২২ হাত দীর্ঘ ও ও ১২ হাত প্রস্থ অন্ধকার হরে অবক্রম করে। ঐ দিন অত্যন্ত প্রায় থাকার বিশেষতঃ হরে ছোট ছোট ছাট মাত্র জানালা থাকায় ঐ ১৪৬ জন মারামারি করিয়া এবং এ ৬র কাঁধে দাঁড়াইয়া, ও ওর কাঁধে দাঁড়াইয়া জানালার নিকট যাইয়া বাতাস লইবার চেষ্টা পায়। এবং সমস্ত রাত্রি জল জল শব্দে চীংকার করে। প্রাতে দেখা যায়, ১৪৬ জনের ২৩ জন মাত্র জীবিত আছে। এই ঘরটা ফোর্ট উইলিয়ম ছর্গের একটা সৈনিক জেল ছিল। ১৭৫৬ খ্রীঃ অক্ষের ১০ই জুন এই ঘটনা হইয়াছিল।

বন্ধা। আহা ! কি অত্যাচার !

গাড়ী ক্রমে বৌবাজারের মধা দিরা কলেজ ষ্ট্রীটে আসিরা পছঁছিল।
এবং তথা হইতে গোলদীষির ধারে যাইল। বন্ধণ কহিলেন, "এই
স্থানের নাম কলেজস্বোরার। ঐ যে মন্ত্র্য অপেক্ষাও উচ্চ লৌহ রেলিং দারা
পরিবেষ্টিত স্থান দেখিতেছেন, যাহার দক্ষিণদিকে একটী পুন্ধরিণী আছে, ঐ
স্থানের উত্তরদিকে হিন্দু সূল এবং সংস্কৃত কলেজ। পূর্ব্বে ঐ স্থানেই
প্রেসিডেলি কলেজ ছিল এক্ষণে নৃতন বাড়ী প্রস্কৃত হওরার প্রেসিডেলি

.



who was one

কলেজনী উঠিরা গিয়াছে। সংস্কৃত কলেজের বাড়ীটি ছই তালা এবং ইহাতে একটী পুস্তকালয় আছে। অপর ছটা বিম্বালয় একতালা।

দেবতারা গল্প করিতে করিতে একটীবৃহদাকার অট্টালিকার নিকট যাইয়া সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন এবং দেবরাজ কহিলেন. "বঙ্গণ! এ বাড়াটি কি ?"

বক্ষণ। ইহার নাম ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং। কলিকাতার মধ্যে ইহা
একটী উৎক্কই বাড়ী। ইহার সদৃশ ব্হদাকার স্থান্য দালান কলিকাতার
বিতীয় নাই। পূর্ব্বে টাউনহলের দালানটীকে সর্ব্বোক্কই বলা যাইত। এক্ষণে
এই দালানটী সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বাড়ীটির সমুখস্থ থামগুলি
কেমন উচ্চ ও পুলাকার দেখ বাড়ীটি নির্ম্বাণ করিতে গ্রণমেন্টের বিপুল
অর্থ ব্যর হইয়াছে।

এই বাড়াতে সিঞ্জিকেট বসে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রাম্থ যাবতীয় সভাদির অধিবেশন হয়, এইজক্সই ইহার নাম ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় নাম হইয়াছে। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী বালকগণকে স্থানাভাবে দরিদ্রের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজনের ক্সায় পাত হাতে করিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত; এক্ষণে গ্রণ্মেণ্ট এই বাড়ীটি নির্মাণ করায় সে ছঃখ দূর হইয়াছে।

এখান হইতে সকলে প্রেনিডেন্সি কলেজের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং
বর্রুণ কহিলেন, "পূর্ব্বে হিন্দু কনেজ নামে একটা কলেজ ছিল। ঐ কলেজে
হিন্দু ছাত্র ভিন্ন অপর জাতি অধ্যয়ন করিতে পাইত না। সেই সময়ে
বিল্পালয়টিতে কলেজ ও স্কুল ছটা বিভাগ ছিল। স্কুল বিভাগে জ্নিরার
ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পর্যাম্ভ শিক্ষা দেওরা হইত। একণে ঐ পরীক্ষাকে এণ্ট্রাক্ষা
বা প্রবেশিকা পরীক্ষা কহে। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বালকেরা কলেজে
পড়িত। সেই সময়ে কেহ বেতন দিয়া কলেজে পড়িবার ইচ্ছা করিলেও
লওরা হইত। কিন্তু জমে জমে মুসলমান ও অপরজাতীয় ছাত্র-সংখ্যা এত

র্দ্ধি হইতে লাগিল যে, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিয়া দেখি লেন, ছিন্দু কলেজ নাম রাখিলে ছিন্দু ভিন্ন অপর ছাত্র লওয়া যাইবে না। অতএব কলেজটীকে ছই ভাগে বিভক্ত করা হউক, তাহা হইলে উভয় জাতিরই পাঠ করিবার অধিকার জন্মিবে। তাঁহারা এইরপ স্থির করিয়া স্থানীর হিন্দু স্থল নাম রাখিলেন এবং কলেজটির নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ রাখিয়া পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। এক্ষণে কলেজে সকল শ্রেণীর বালকের পাঠামুমতি হইয়াছে; কেবল ছিন্দুস্থলে ছিন্দু ছাত্র ভিন্ন অপর ছাত্র লওয়া হয় না। ছিন্দুকলেজ ১৮১৭ অব্দের ২৩শে জামুয়ারী গরাণহাটার গোরাটাদ বসাকের বাটীতে প্রথম সংস্থাপিত হয়।

বন্ধা। প্রেসিডেন্সি কলেজের সকল শিক্ষকই কি ইংরাজ ?
পূর্ব্বে তাই ছিল বটে, এক্ষণে অধিকাংশ বাঙ্গাণী আছেন। বাঙ্গাণীদিগের মধ্যে ডাক্ডার পি, কে, রায় অর্থাৎ প্রসন্নকুমার রায় প্রধান। *
বন্ধা। তুমি প্রসন্নকুমারের বিষয় বল।

বঙ্গণ। ইনি ১৮৪৯ অব্দে ঢাকা নগরের সন্ধিকটন্ত শুভাত্যা নামক গ্রামে"জন্মগ্রহণ করেন এবং ঢাকা পোগোস স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার
উত্তীর্ণ হন। ইহার কিছু দিন পরে ইনি ঢাকার সঙ্গত সভার প্রবিষ্ট হইয়ারাক্ষধর্ম গ্রহণ করার সমাজচ্যুত হয়েন। ইহার পর ইনি ঢাকা
কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন; তৎপরে গিল্কাইন্ট পরীক্ষা
দিরা উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৭১ অব্দে ইনি
লগুন ইউনিভারসিটি কলেজের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭৩ অব্দে বি,
এস্, সি, পরীক্ষার ক্বতকার্য্য হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ অব্দে এডিনবরা বিশ্বালয় হইতে ও তৎপরে লগুন বিশ্ববিদ্বালয় হইতে মনোবিজ্ঞান
শাল্কের পরীক্ষা দিয়া ডাক্তার অব্ সারাক্ষ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই
পরীক্ষার বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি ও আনন্দমোহন বস্থু, এই এই জন মাত্র উত্তীর্ণ

করেক বৎসর ছইল ডাক্তার পি, কে, রার পেন্সন বইরাছেন।—সম্পাদক।

হইরাছেন। ইহাঁদের যতে লগুনে ইপ্তিরান সোসাইটী, ব্রাহ্মসমাঞ্চ ও বাজালা পুস্তকালর স্থাপিত হর। ইনি ইপ্তিরান সোসাইটীর সম্পাদকের কাজ করেন ১৮৭৬ অব্দে ইনি স্থদেশে প্রত্যাগমন করেন ও পাটনা কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইহাঁর প্রণীত একথানি ইংরাজী লজিক পুস্তক আছে।

প্রদার সর্বাধিকারী নামক এক ব্যক্তি এধানকার অধ্যাপক। ছিলেন। ইহাঁর বাড়ী খানাকুল ক্লফনগর। পূর্বে যে রাজকুমার সর্বাধিকারীর কথা বলা হইরাছে, ইনি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ জ্রাতা। ইহাঁরা জাতিতে কারস্থ। প্রসন্ত্রকার প্রথমে হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া পরে সংস্কৃত্ত ও বহরমপুর কলেজের প্রিন্ধিপাল হন। ১৮৮৩ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর পাটীগণিত ও বাঁজগণিত নামক ছই থানি পুস্তক আছে।

ইন্দ্র। স্কুল হইতে কলেজটী পৃথক হইয়াই কি এই বাড়ীতে আইসে ? বরুণ। না, প্রথমে কলেজ স্কোয়ারের উত্তরাংশে একটী ভাড়াটে বাড়ীতে কলেজটী থাকে। তৎপরে গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ প্রস্তুত করিবার সময়ে এই বাড়ীট নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বাড়ীট তিন তালা। দিতীয় তালায় এফ, এ, ক্লাসের ছাত্রেরা এবং তাহার উপর তালায় তাহার উপর ক্লাসের ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে।

ব্ৰহ্মা। বৰুণ! গৃহমধ্যে যত বালক দেখিতেছি, তল্মধ্যে অধিকাংশই বোধ হয় মুসলমান। এ কলেজে হিন্দু বালক খুব কম আছে নয় ?

বঙ্গণ। আজে না, মুসলমান বালক থুব কম আছে, হিন্দু বালকের সংখ্যা এখানে বেশী।

ব্রহ্মা। কেমন ক'রে ? হিন্দু বালকের দাড়ি নাই, মুসলমান বালক-গণের দাড়ি আছে, এই হিসাবে দেখ কোনু বালকের সংখ্যা বেশী হয় ?

বরুণ। আপনি ও হিসাবে জাতি নির্ণন্ন করিতে পারেন না। আজকাল হিন্দু বালকগণের মুসলমানী ধরণে দাড়ি রাথা একটা ফ্যাসান হইয়া পাড়িয়াছে এবং দাড়ি রাখাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রধান চিক্ত হইরাছে। অনেকে মনে করে, দাড়ি রাথিলে সম্মান বৃদ্ধি হয় এবং দাড়ি নাড়িয়া ইংরাজী বলিলে সাহেব-সাহেব দেখায়। তাহাদের মনে সংস্কার আছে—দাড়ি খাকিলে, পেটে কিছু থাক্ বা না থাক্, লোকে মনে করে পেটে বিস্তার জাহাজ প্রিয়াছে এবং তজ্জ্ঞ্বই মুখে পাইল্রুপ দাড়ি বিরাজ করিতেছে।

উপ। দাড়ি রাথিলে এই হয়—নাপিত বেটারা আঙ্গুল মট্কে আশীর্কাদ করে এবং বোকা পাঁটারা দলে মিশিবার জন্প অগ্রসর হয়। ভাল বঙ্গুপ-কাকা, তুমি ব'ল্লে বিশ্বানেরা আজ্ব কাল দাড়ি রাথে; কিন্তু পেটে বোমা মারিলে কোঁক করে না—এমন দব লোকেরাও ত দাড়ি রাথ্ছে।

বঙ্গণ। সে সব দেবতার মানিত দাড়িরে উপ । বিভার দাড়িনর। বন্ধা। যা হ'ক ছেলেগুলো বাহাত্ব যে, দাড়িনা ফেলে কুটকুটুনি সন্থ ক'র্চে! আমরা ত এক সপ্তাহ না কামালে অস্থির হই।

ইক্র । বরুণ, বালকগণের চক্ষে চস্মা কেন ? চাল্দে ধ'রচে নাকি ? বরুণ। উহাও একটা ফাাসান। আপাততঃ মা বাপ মনে করেন, বাছা আমার রাত দিন প'ড়ে চক্ষু থারাপ ক'রে ফেল্চেন, ভাল ক'রে বি হুধ থাওয়াই; নচেৎ পাছে অন্ধ হ'রে বান। কিন্তু পিতা মাতা জানেন না যে, এই চসমা ধরাতে তাঁহাদেরই সর্বনাশ হবার উদেযাগ হইতেছে।

ব্ৰহ্মা কেন ?

বরূপ। ইহাঁরা কার্য্যক্ষম হইলে সাহেবী ধরণে স্ত্রাকৈ লইরা ভাস্বেন। তথন ইহাঁদের আমাদের দেশ, আমাদের জাতি এবং পিতা মাতা বলিরা পরিচর দিতে লজ্জা হইবে। অনেকে পিতা মাতার সেবা শুশ্রমা করা দ্রে াক, থরচপত্র দিরাও সাহায্য করিবেন না; অতএব সেই সমর যদি চকু লজ্জা হর, এজম্ম এই সমর হইতে চক্ষে চস্মা দিরা লজ্জার মাথা থাইরা রাখিতেছেন।

নারা। বরুণ ! ছেলেগুলোর মস্তকে স্ত্রীলোকদিগের স্থায় সোজা সিঁতি এবং পরিধানে শাড়ী কেন ?

বৰুণ। উহাও একটা ফ্যাসান।

ব্রহ্মা। না বরুণ, এইবার তোমার ভুল হ'রেছে।

বরুণ। কেন १

ব্রহ্মা। যথন কলি আমার আজ্ঞায় পৃথিবীতে আগমন করে, তথন জিল্ঞাসা করিয়ছিল, "পিতামহ! আমি মর্জ্যে যাইরা কোন্ সময় কিরপ বেশে অবস্থিতি করিব ?" আমি তছন্তরে বলিয়াছিলাম—কলি! তুমি পৃথিবীতে যাইরা প্রথম, মধ্যম ও শেষ এই তিন অবস্থাতে বাস করিবে। তোমার প্রথম অবস্থার লোকের ধর্মকর্মে অনেকটা মতি থাকিবে এবং পাপপুণাের ভয় করিবে। এই সময় জাতিভেদ দেশমধ্যে প্রচলিত থাকিবে এবং স্ত্রীলাকেরা পতিভক্তি করিবে। লোকে শত বৎসর জীবিত থাকিবে। মধ্য অবস্থায় জাতিভেদ বড় একটা থাকিবে না এবং লোকে ধর্মাধর্ম মানিবে না। এই সময় প্রন্থষে স্ত্রার পরিছেদ এবং স্ত্রীলোকে পৃক্ষবের পরিছেদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিবে, অর্থাৎ প্রক্রমে স্ত্রীলোকের স্তায়্ম পাড়ওয়ালা বন্ত্র পরিয়া মন্তকের মধ্যস্থলে সিঁতি কাটিবে এবং স্ত্রীর আক্রা ব্যতীত কোন কাজ করিবে না, সকল কাজেই স্ত্রীর অক্সমতি লইবে এবং কথায় কথায় কহিবে "কেমনগো—এ কাজ কি করা যায় ? ও কাজ করিলে কি কোন দােষ আছে ?" এই সময় তাহারা স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া যশোদার গোপালের স্তায় নেচেথেলে বেড়াবে এবং অন্ধলারে গৃহের বাহির হইতে স্ত্রীর সাহায্য লইবে।

দেবতারা বাহিরে আসিয়া দেখেন—অসংখ্য চদ্মার দোকান রহিয়াছে।
নারায়ণ চদ্মার দর জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কহিল, "এ সকল আপনাদিগের ব্যবহারোপযোগী নহে—স্কুলের সৌখীন ছেলেদের জন্তই আনা হইয়াছে।" দেবরাজ এই সময় উপরদিকে চাহিয়া কহিলেন "বাঃ! বিভালয়গৃহের উপরে গৃত্তের মধ্যে একটা স্থানর বৃহদাকার ঘড়ি রহিয়াছে দেখ!"

বরুণ। ঐ ঘড়িটী কুক্ষনগরের একজন পাল—প্রেসিডেন্সি কলেজকে স্থান করেন, পাল মহাশয় বোধ হয় আস্তরিক ইচ্ছার সহিত দান করেন নাই।

हेक्त। दकन १

ি বক্ষণ। ঘড়িটে থেকে থেকে বন্ধ হয় ও বৎসরের মধ্যে তিন মাস চুরী করে, অর্থাৎ সকল ঘড়ি অপেক্ষা আধ ঘণ্টা আগে চলে।

এথান হইতে যাইয়া সকলে আর একটা বিভালয়ের মধ্যে প্রেবেশ করিলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ এ স্কুলটীর নাম কি ?"

বন্ধণ। হেয়ার স্থুল। ডেভিড হেয়ার সাহেব এই বিভালয়টী সংস্থাপন করাম তাঁহার নামানুসারে হেয়ার স্কুল নাম হইয়াছে। এই বিভালয়টীর সংস্থাপন-সময়ে দেশীয় ধনী লোকেরা বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। একলে যদিও গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে বিস্থালয়টী চলিতেছে, কিন্তু ইহার আয়, ব্যন্ত অপেকা বেশী। বাড়ীটি ছই তালা। পূর্ব্বে এই বিভালয়টী একটা ভাড়াটে বাডীতে ছিল, তৎপরে গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিভালম্ব-গৃহ নিশ্বাণ-সময়ে এ বাড়ীটিও প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার মধ্যে ইহা একটা প্রধান ও উৎক্লষ্ট বিভালয়। বাবু প্যারিচরণ সরকার এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার দারা বিচ্ছালয়টীর বিশেষ উন্নতি হয়। প্যারি বাব্র পর বাবু গিরীশ-চব্রু দেব ইহার প্রধান শিক্ষকের পদ পান; তাহার পরে বাবু ভোলানাথ পাল ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার যত বড়লোকের ছেলে এই স্কুলে এবং হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এথানে বকাটে ছেলেদেরও অসদ্ভাব নাই পরীক্ষার্থী ছাত্রসংখ্যা যে বৎসর বেশী হয় ও সকলের স্থান সমাবেশ না হয়, সেই বংসর বিশ্ববিভালয়গৃহে ও এই স্কুলে, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং হিন্দুস্থল ইত্যাদি স্থানে তাহাদিগের পরীক্ষার স্থান প্রদন্ত হয়। এই বিগ্রা--সর্ফী ১৮৩৪ অব্দে সংস্থাপিত হইরাছে।

जन्मा। वक्षन ! व्यामात्क (रुवात्र नाह्रत्वत्र विवयं वन ।

বরণ। ডেভিড হেয়ারের পিতা লগুনে ঘড়ি প্রস্তুত ও মেরামত করি-তেন। স্কটলণ্ডের অস্তঃপাতী এবার্ডিন নগরে ১৭৭৫ খৃঃ অস্কে ডেবিড হেয়ারের জন্ম হয়। ইনি পঁটিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় আসেন এবং কিছুকাল ঘড়ির কাজ করিয়া অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক তাঁহার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রে সাহেবকে আপনার কার্যাভার সমর্পণ করেন। তিনি এখানে কেবল অর্থ উপার্জ্জনের মানসে আসেন নাই; এ দেশের অধিবাসীদিগকে আপনার ভাতার ভায় দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাদের উপকারের জন্ম ঘণাশক্তি পরিশ্রম ও যত্ন করিতে প্রবন্ধ হইলেন।

হেয়ার সাহেব সম্ভ্রাক্ত হিন্দুদিগের বাটিতে যাইতেন এবং যাহাতে পরস্পরের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্ধ জন্মে এবং উভয় সম্প্রদায় যাহাতে পরস্পরকে ভ্রাভ্রভাবে আলিঙ্গন করে, ইহা তাঁহার একাস্ক ইচ্ছা ছিল। এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল না। ছাত্রেরা সামাপ্তরূপ লেখা পড়া অভ্যাস করিয়াই শিক্ষা সমাপ্ত করিত। পাঠোপযোগী ভাল বাঙ্গালা গ্রন্থও ছিল না। কি সে এদেশের লোক উচ্চতর শিক্ষা পাইয়া বছদেশী ও বছগুণায়িত হইয়া উঠে ইহাই তাঁহার চিস্তার বিষয় হইল। সে সময়ে রামমোহন রায়, হারকানাথ ঠাকুর, রাধাকাস্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার মধ্যে বিজ্ঞ সম্ভ্রাস্ত লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। হেয়ার সাহেব ইইাদের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট সাহেবের এ দেশের প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল; হেয়ার সাহেব তাহার নিকট যাইয়াও একটি প্রধান বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের কিরপে মত জানিবার জক্ত প্রধান বিচারপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সকলের নিকট পাঠাইয়া দেন।

বৈদ্যনাথ সমাজের সমস্ত সন্ত্রাস্ত ব্যক্তির নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিলে, সকলেই তাহাতে আহলাদ সহকারে সন্মতি প্রকাশ করেন। বৈক্যনাথ প্রধান বিচারপতির নিকট যাইরা সকলের সন্মতি জানাইলে একটা

উচ্চ শ্রেণীর বি্যালয় স্থাপনের উদেযাগ হইতে লাগিল। সমুদ্য এন্তত হইয়াছে, এমন সময়ে একটা বিল্প উপস্থিত হ**ইল।** রাজা রামমোহন বায় পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করাতে হিন্দু সম্প্রদায় তাঁহার উপর অভিশ্র विद्रक श्रेषा जैठित्राहिलन ; এकरण এই द्रायमाधन द्राप्त, श्रेखाविक বিস্থালয়ের এক জন অধ্যক্ষ হইলেন শুনিয়া, হিন্দুগণ পর্ব্ব অভিপ্রায় অমুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাবৎ বিস্থালয়ের সহিত রামমোহন রায়ের সম্বন্ধ থাকিবে, তাবৎ তাহারা কোনরূপ আফুকুল্য করিবেন না। ডেবিড হেয়ার কোন কার্য্যই অসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না। উপস্থিত বিষয়ে এইরূপ বিন্ন দেখিয়া, তিনি অকুতোভয়ে কার্যাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের বিলক্ষণরূপে হাদয়ক্ষম করিয়াছিলেন, স্কুতরাং সাহস-সহকারে তাঁহাকে প্রস্তাবিত বিম্মালয়ের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে অমুরোধ করিলেন। রামমোহন রায় স্বভাবসিদ্ধ উদারতাগুণে এই অমুরোধ রক্ষা করিতে সন্মত হইলেন। অবিলয়ে প্রচার হইল: রামমোহন আর বিভালরের সহিত কোনরূপ সংস্থাব রাখিবেন না। হিন্দুগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন: এবং প্রতিশ্রত অর্থ প্রদানপূর্ব্বক বিষ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় জানাইলেন।

অবিলম্বে একটা সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ পর্যাস্ত্র এই সভায় উপস্থিত হইলেন। ইহার পর একটা কার্যানির্বাহক সভা সংগঠিত হয়। ১৮১৬ অব্বের ২৭ শে আগষ্ট বিন্যালয়ের কার্যাপ্রণালীর নির্দারণ জক্ত এই সভার অধিবেশন হয়। হেয়ার সাহেব এই সভার সভ্য ছিলেন না, তথাপি নিয়মিত সময়ে আসিয়া সংপরামর্শ দিয়া আপনার কার্যাতৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন। তিনি কেবল এইরূপ পরামর্শ দিয়াই নিরস্ত হইলেন না; বিপ্যালয়ের জক্ত ক্রমে তাঁহার অসাধারণ যত্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি এই উদ্দেশ্যে দারে দারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবের এইরূপ অসামাক্ত উৎসাহ, যত্ন ও

পরিশ্রমে ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২•শে জামুদ্বারি কলিকাতার হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল।

শতন্ত্র বাটীর অভাবে হিন্দুকলেজ প্রথমে গরাণহাটায় গোরাচাদ বসাকের বাটীতে বসে। সাহেব প্রতিদিন এই বিস্থালয়ে উপস্থিত হইয়া উহার উয়তি সাধনের চেষ্টা করিতে থাকেন। পটোলডাঙ্গায় ঠাহার কিছু স্থাপত্তি ছিল, বিস্থালয়ের বাটী নির্মাণ জক্ত তাহার কিয়দংশ তিনি আহলাদ সহকারে দান করিলেন। এই স্থলে সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের বাটী নির্মিত হইল। হিন্দু কলেজ দীর্ঘকাল গরাণহাটায় থাকে নাই। ইহার পরে চিৎপুরে রূপচরণ রায়ের বাটীতে যায়। ঐ স্থান হইতে খৃষ্টান কমল বস্কর বাটিতে আইসে। প্রসিদ্ধ পশুতে ডাক্ডার উইলসন সাহেবের যত্ত্বে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের জক্ত নৃতন বাটী নির্মাণের বন্দোবস্ত হয়। ১৮২৪ অব্দের ২৫শে জামুয়ারি নৃতন বাটির ভিত্তি স্থাপিত হয়। তৎপরবর্ত্তী বৎসর নির্মাণকার্য্য শেষ হইয়া উঠে। এই নৃতন বাটীর মধ্যভাগ সংস্কৃত কলেজ এবং তুই পার্মে হিন্দু কালেজের কার্য্য হইতে থাকে।

হেয়ার সাহেব, পরে হিন্দুবিভালয়ের অবৈতনিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার পদ গ্রহণ করিলেন। যে বৎসর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর হেয়ার সাহেব কলিকাতায় স্কুলবুক সোসাইটি নামে সভা স্থাপন করেন। বিভালয়ের উপযোগী পুস্তক সকল প্রণয়ন পূর্ব্বক অল্প অর্থবা বিনা মূল্যে প্রচার করাই এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভায় যে কয়েকজন সভা ছিলেন উাহারা নৃতন বিভালয় স্থাপন ও বর্ত্তমান পাঠশালাসমূহের সংস্করণ জল্প বিশেষ চেষ্টিত হন। এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তা বৎসর স্কুল সোসাইটি নামে আর একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার সাহেব ও রাজা রাধাকাস্ত দেব এই সভার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। সভা তিন শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা বিভালয় সমূহের সংস্কাপনের ভার, অপর শাখা পাঠশালা-সমূহের পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করেন

প্রস্তাবিত সভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতার স্থানে স্থানে করেকটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল পাঠশালার মধ্যে আরপুলি লেনের পাঠশালায় এ দেশের বিখ্যাত প্রীযুক্ত রুক্তমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে বাঙ্গালা শিক্ষাকরেন। পূর্ব্বোক্ত স্থল সোসাইটির যত্ত্বে এই শেষোক্ত পাঠশালার নিকট এবং পটোলডাঙ্গায় হাট ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাহাদের মধ্যে একটি হেয়ার স্থল। যে সকল ছাত্র পাঠশালায় থাকিয়া ব্যুৎপত্তিলাভ করিত তাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চতর শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইত। হেয়ার সাহেব যথাসময়ে এই সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

যাহাতে এদেশের লোকের বান্ধালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি হয় এবং বান্ধালা ভাষা যাহাতে সম্মার্জ্জিত হইরা উঠে, হেয়ার সাহেবের সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও য়য় ছিল। সমস্ত কলিকাতা চারিপত্তে বিভাগ করা হইয়াছিল; এক একজন প্রতিপত্তের পাঠশালাগুলির তন্ধাবধান করিতেন চারি জন পরিদর্শকের মধ্যে বাবু ফুর্গাচরণ দত্ত ৩০টি পাঠশালার তন্ধাবধানের ভার গ্রহণ করেন। এই সকল পাঠশালায় প্রায় ৯০০ ছাত্র পড়িত। বাবু রামচন্দ্র ঘোষকে ৪৩টি ক্ষুল দেওয়া হয়, ইহাতে ৮৯৬ জন শিক্ষার্থী ছিল। বাবু উমানন্দ ঠাকুর ৩৬টি পাঠশালা গ্রহণ করেন, ইহাতে প্রায় ৬০০ ছাত্র ছিল। ৫৭টি পাঠশালার পরিদর্শনের ভার রাজা রাধাকান্ত দেবের হস্কে সমর্পিত হয়, ইহাতে ১,১৩৬ জন ছাত্র বিদ্যাভ্যাদ করিত।

১৮৩০ খৃঃ অব্দে হিন্দু স্কুল ও অক্সান্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সমবেত হইয়া হেয়ার সাহেবকে একথানি অভিনন্দন পরে সমর্পণ করেন। ক্লফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুঝ্যোপাধ্যায় ও হরচক্ত ঘোষ প্রভৃতির যত্নে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। বাঙ্কালীগণ যাহাতে ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্ধক স্বাধীন-ভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে ভাহার জন্ম কোনক্রপ শিক্ষালয় স্থাপন করিবার জন্ম এক্ষণে বিশেষ আগ্রহান্থিত হইলেন। এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেটিক ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, প্রস্তাবিত সময়ে এতদ্দেশীয়দিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্ম একটি কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়। বেশ্টিক এ দেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন; হেয়ার সাহেব তাঁহার সহিত সন্মিলিত হইয়া, মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লগিলেন। কিন্তু এতদ্দেশীয়েরা মৃতদেহ স্পর্শ বা ছেদন করিবে কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইলেন; চিরস্তান ধর্মহানির আশক্ষা করিয়া কেহ হিন্দুদিগের নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিতেও সাহসী হইলেন না। মধুস্দন শুপ্ত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে হেয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, শমধু! শব বারচ্ছেদ সম্বন্ধে হিন্দুদের কি কোন আপত্তি হইবে ?"

মধুস্থদন উদ্ভৱ করিবন, আপত্তি উপস্থিত করিলে পণ্ডিতেরা বিচারে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবেন।

হেরারের মুখ প্রসন্ন হইল, কহিলেন, আমি কল্যই লর্ড বেটিকের নিকট যাইন্না এ বিষয় বলিব।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতার মেডিকেল কলেজ স্থাপিত ইইল।
মধুস্দন শুপ্ত প্রথমে শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া সাধারণের প্রজাম্পদ ইইলেন;
উাহার প্রতিক্রাত মেডিকেল কলেজে অদ্যাপি আছে। হেয়ারের
উত্তেজনার অনেক ছাত্র হিন্দু কালেজ ও তাহার নিজের স্কুল ইইতে
মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট ইইল। হেয়ার এই কলেজের কার্য্য-সম্পাদক
ইইলেন। তিনি প্রতিদিন মেডিকেল কলেজে আসিয়া, ইহার ভত্তাবধান
করিতেন। এতখ্যতীত চিকিৎসালয়ে যে সমস্ত রোগী থাকিত, যথানিয়মে
তাহাদের শুশ্রমা করিতেন। কিরুপে রোগীরা আরামে থাকিতে পারে,
তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। হেয়ার এই সকল কার্য্যে কিছুমাজ
বিচলিত বা অসম্ভেই ইইতেন না। তিনি পরের উপকার উদ্দেশ্তে জীবন
উৎসর্গ করিয়াছিলেন, পরের উপকার সাধিত হইলে তিনি জীবনের
সার্থকতা অমুভ্রুণ করিতেন।

ডেবিড হেয়ার অদেশীয় ও বিদেশীয় সকলের শ্রদ্ধাম্পদ হইয়াছিলেন। এই সময়ে আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্ম বিশেষ যত্ন হইতে পাকে। বাঙ্গালী ও ইংরেজ এ উদ্দেশ্য সাধনার্থ একতে সম্মিলিত হন। ১৮২০ থৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কলিকাতায় জুবিনাইল সোসাইটি নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সভা স্ত্রী-শিক্ষার ভার গ্রহণ পূর্বক কলিকাতার শ্রামবাজার, জানবাজার ও ইটিলিতে এক একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষার একজন প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন। তিনি এই সময়ে স্ত্রী-শিক্ষা-বিধায়ক নামে একথানি পুস্তক রচনা করিয়া, উক্ত সভায় দান করেন। এই পুস্তকে প্রদর্শিত হয় যে, নারীজাতিকে শিক্ষা দেওয়া উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের চিরস্তন ধর্ম। প্রাচীন সময়ে অনেক নারী স্থশিক্ষিতা ছিলেন। এক্ষণে স্ত্রী-শিক্ষার **थ**ि वित्निष मत्नार्याश मिल भामारमञ स्मर्भत विख्य मक्रम इटेरव। সভা এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার সঙ্কর করেন। সভার স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির চেষ্টা নিক্ষণ হয় নাই: ক্রমে এ বিষয়ের উৎকর্ষ হইতে থাকে। সাহেব নির্মিতরূপে অর্থ দিয়া সভার সাহায্য করিতেন। বালকদিগের শিক্ষাকার্য্যের স্থায় বালিকাদিগের শিক্ষা-কার্য্যের প্রতিও তাঁহার বিশেষ যুদ্ধ ছিল।

প্রসিদ্ধ মিশনরী কেরি ও মার্শমান সাহেব একটা সভা স্থাপনপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেন। ডেবিড হেয়ার এই সভার নির্মিতক্সপে চাঁদা দিতেন। যাহাতে সাধারণে স্বাধীনভাবে সংবাদপত্রে লিখিতে পারে, তজ্জ্ঞ্জ তিনি অনেক চেষ্টা করেন। কুলিদিগকে তাহাদের অসম্মতিতেও দ্র দেশে পাঠান হইত। এইরূপ অনেকগুলি কুলীকে মরিস্ন্ দ্বীপে পাঠাইবার জ্ঞ্জ কলিকাতার আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল; হেয়ার সাহেব এই বিষয় অবগত হইয়া পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগকে বিমুক্ত করেন।

হেয়ার প্রতিদিন বেলা দশ্টার সময় পাঝিতে ঝুল ও কলেজ দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পাঝিতে একটি ক্ষুদ্র ঔষধালয় ছিল; ইহাতে সমুদয় প্রয়োজনীয় ঔষধ সজ্জিত থাকিত। তিনি স্কুলে আসিয়া প্রথমে উপস্থিতি ও অমুপস্থিতির বইখানি দেখিতেন। যে যে বালক অমুপস্থিত থাকিত, অবিলম্বে তাহাদের অমুসন্ধানে রহির্গত হইতেন, কেই বাড়ীতে পীড়িত থাকিলে, যথাযোগ্য ঔষধ দিয়া তাহার ভ্রশ্রমা করিতেন। যে সকল বালক অর্থাভাবে পড়িতে পারিত না, তিনি তাহাদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। যাহারা গ্রাসচ্ছাদনের সংস্থানে অসমর্থ, তাহাদিগকে অয় বস্ত্র দিয়া বিজ্ঞাভাাস করাইতেন। পটোলডাঙ্গায় স্কুল সোসাইটার স্কুলের ছাত্রদের পাঠাপুস্তকাদির বায় তিনি আপনা হইতে দিতেন। যাহারা স্থাশিক্ষিত হইয়া বিজ্ঞালয় হইতে বাহির হইত, তিনি তাহাদিগকে কর্ম্ম দিয়া সংসারী করিয়া তুলিতেন। ১৮৪২ অব্বের ৩১শে মে রাত্রিতে ইহাঁর ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়।

হেয়ারের মৃত্যু সংবাদে সকলে গ্রে সাহেবের বাটীতে আসিতে লাগিলেন। সকলের মৃথই বিবর্ণ, ক্রমে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইল। ডেবিড হেয়ারের দেহ স্বাভাবিক বেশে সজ্জিত হইয়া শ্বাধারে স্থাপিত ছিল। এই দিন আকাশমণ্ডল ঘোরতর মেঘে আছের ছিল, অবিপ্রান্ত রৃষ্টি হইতেছিল; তথাপি সাধারণে তাঁহার শবের অমুগমন করিতে কিছুমাত্র কাতর হইল না। >লা জুন সন্ধ্যার প্রাক্তালে হেয়ারের দেহ যথানিয়মে হিন্দুকলেজের সম্মুথে সমাহিত হইল। বিভালয়ের ছাত্রেরা প্রত্যেকে এক একটা টাকা টাদা দিয়া, তাঁহার সমাধির উপর একটি স্বৃদ্খ স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া দিল। এই টাকা এত অধিক হইয়াছিল যে, শেষে কতক টাদা আদার করা আবশ্রক হইল না।

বান্ধালা দেশের ক্বতবিশ্বগণ ডেবিড হেয়ারের শ্বরণার্থ অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্ধক তাঁহার একটি প্রস্তরমন্ত্রী প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করেন। ঐ দেখুন, সেই প্রতিমূর্ত্তি হেয়ার কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেকের মধ্যভাগে অবস্থিত রহিন্নাছে। এই সময়ে একটি স্থলর ছেলে বাহিরে আসিল। ছেলেটার বরস অতি অর; কিন্তু এমন ফিটফাট বাবু সাজিয়াছে, এমন কেতা-সই চুল ফিরাইয়াছে এবং এমন ভলীর সহিত কালাপেড়ে কোঁচান ধুতির কোঁচা বাম হস্তে ধরিয়া আছে, যে দেবগণ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন "বাবু! কোন ক্লাণে পড় ?" বালক বলিল, "বাবুজ ক্লাণে পড়ি" বলিয়া, হাস্থা করিয়া চলিয়া যাইল।

हेसा। वावुक क्रान कि वक्रन १

বক্লণ। অধিকাংশ বিষ্ণালয়ের এক একটা ক্লাশ বা শ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে এত বালক হর যে, একজন শিক্ষক পড়াইরা উঠিতে পারেন না, স্কৃতরাং অতন্ত্র অতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ঐ শ্রেণীকে ছই থণ্ডে বিভক্ত করিয়া শ্রেণীকে ছই থণ্ডে বিভক্ত করিয়া কেলা হয়। তাহার নাম হয় প্রথম ও বিভীয় (দেক্সন) বিভাগ। ঐ সময় ভাল ছেলেগুলিকে প্রথম ও বকাটে বাবু ছেলেগুলিকে বিভীয় বিভাগে লগুরা হয়। ঐটী বিভীয় বিভাগের ছাত্র; ছাত্রদিগকে শিক্ষকেরণ সময়ে সময়ে উপহাসচ্ছলে বাবু বলিয়া ডাকেন। সেই হইতেই ক্লাশের নাম বাবুক্ত ক্লাশ হইরাছে।

ব্রহ্মা। আহা ! পিতা মাতা বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে বিস্থালয়ে দিয়া যথেষ্ট খরচপত্র করিতেছেন; কিন্ধ ছেলেরা যে অল্প বন্ধসে বাবু সাজিয়া অধঃপাতে যাইতেছে, তাঁহারা সে বিষয়ের কি সন্ধান রাখেন না ?

বরুণ। ঐ বাবু-ছেলেদের পিতা মাতার টাকার অসম্ভাব নাই। তাঁহারা অর্থোপার্জন কিংবা জ্ঞানোপার্জন উদ্দেশ্র বালকগণকে বিদ্যালয়ে পাঠান না। গাড়ী ঘোড়া রাথা, চিড়িয়াথানা করা যেমন বড় লোকের সক, ছেলে সাজাইয়া স্কুলে পাঠান, ইহাও একটি সকের মধ্যে। নচেৎ পিতা মাতা স্বহত্তে বালকগণকে বাবু সাজাইয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন কেন ? তাঁহাদের আনেকে মনে করেন, কত তপস্তা ক'রে নীলকাস্তমণি কোলে পেরেছি; বাছা আমার লেখা পড়া শিশুক আর না শিশুক,নির্কোধ হয়ে বেঁচে থাকুক।

ইক্স। হিঃ ! ভাং। ভাং। ইংলে সেই সমন্ত পিতা মাতা বড় নির্কোষের জার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা কি জানেন না—লন্ধী চিরদিন এক স্থানে থাকেন না, অতএব আক্স যদি তিনি তাঁহাদিগকে ছেড়ে পালান—নির্কোধ নীলকাপ্তমণি নিয়ে কি ক'র্বেন ? বিষয়ী হইলে বিভাশিক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা করিতে হইবে—এই বা কোন্ কথা ? সকলেই কি অর্থোপার্জন উদ্দেশ্তে বিভাশিক্ষা করিয়া থাকে ? বিভাশিক্ষার উদ্দেশ্ত জ্ঞানোপার্জন। অতএব পিতা মাতার উচিত, বালকেরা সে বিষয়ে কতদ্র কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহিবয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা। বালকগণ যদি বাল্যকাল হইতে সংশিক্ষা ও সহপদেশ প্রাপ্ত না হয়, পিতা মাতা সঞ্চয় করিয়া কুবের ভাঙার রাধিয়া মুটলেও তাহারা ছই দিনে উড়াইয়া দিবে।

বন্ধা। বন্ধণ। আমাকে গ্যারীচরণ সরকারের জীবনচরিত বল ।
বন্ধণ। গ্যারিচরণ সরকার ১৮২৩ খৃঃঅব্দের ২৩শে জাম্বারি
কলিকাতান্থ চোরবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র
সরকার ইনি প্রথমে হেরার স্কুল, পরে হিন্দু স্কুলে বিশ্বাভাগে করেন। ইনি
অত্যন্ত প্রতিভাশালী থাকায় প্রতিবংসর পারিতোবিক পাইতেন এবং
করেক বংসর কলেজের একটি ছাত্রবৃত্তিও ভোগ করিয়াছিলেন। কলেজ
পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে হুগলীর ব্রাঞ্চ স্কুল, পরে বারাসত গবর্ণমেন্ট স্কুলের
প্রথম শিক্ষকের কাজ করেন তৎপরে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে
প্রতিন্তিত হন। ইহার পর প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্য-শাল্কের সহকারী
অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি "চোরবাগান প্রিপারেটারী স্কুল"
নামক একটী মধ্যশ্রেণীর বিভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এতহ্যতীত
বহুসংখ্যক ছঃখী বালককে স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি দান করিতেন।
ইনি নিজ পাড়ায় একটী বালিকা-বিভালয় স্থাপন করেন এবং বেক্লল
টেম্পারেন্স নামক একটী স্বরাপান-নিবারণী সভা করেন। এতহ্যতীত
হিতৈবী নামক পত্রিকার ও এডুকেশন গেজেন্টের সম্পাদকত্য করিয়া-

ছিলেন। ইনি বছমূত্র রোগে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ৩•শে সেপ্টেম্বর প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর প্রণীত ফার্ম্ব বৃক, সেকেশু বৃক প্রভৃতি অনেকশুলি পুস্তক বাঙ্গালীর ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সোপান।

দেবগণ হেরার স্কুল হইতে যথন হিন্দু স্কুল দেখিতে যান, এক ব্যক্তি আসিরা ভাঁহাদের হস্তে লাল ছাপান কাগজ দিল। ভাঁহারা কাগজ পাঠ করিয়া দেখেন লেখা রহিয়াছে—

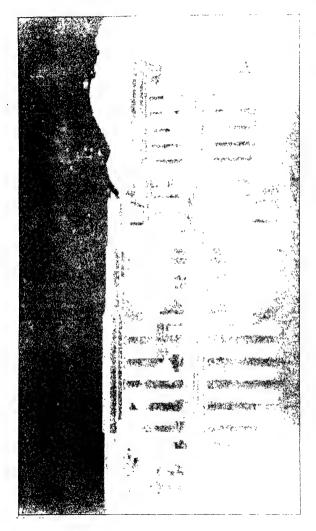
"বৈক্ঠবাদী" সংবাদপত্র। আগামী চৈত্র মাস হইতে বাহির হইবে।
ইহাতে রাজনৈতিক, সামাজিক, সমস্ত বিষয় থাকিবে। কলিকাতার
গ্রাহকগণ ১॥• ও মফঃস্বলে মাগুল সহ ২ টাকায় পাইবেন। আমরা
গ্রাহকগণের নাম নম্বর ডায়ারি করিয়া রাখিতেছি, তাহার কারণ পরে
লটারী হইবে। লটারিতে ৬০ জন লোককে নিমলিখিত মত দ্রব্য দেওয়া
হইবে। যে প্রথম হইবে, ১২ হাজার টাকা আয়ের এক তালুক। যে দ্বিতীয়
হইবে, ১২ মাসে,৬০০ শত টাকার তালুক। যে তৃতীয় হইবে, ৩শত টাকার
তালুক ইত্যাদি। তৃত্তিয় লটারিতে দিবার জন্ম এই প্রকার দ্রবাদি মজ্ত
আছে—৮০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ, ৫০০০ টাকার একটি শ্বেত
হস্তা। কলিকাতার ১৫ খানা ভাড়াটে বাড়ী ও এক রাজকন্যা ইত্যাদি।

বন্ধা। এ বোধ হয় জুয়াচোর।

বঙ্গণ। তা আবার একবার ক'রে ব'ল্তে । এখন নাম দিয়েচে বংশীধর মণ্ডল,—পবে ২০।৩০ হাজার টাকা হাত ক'রে জ্ঞীদাম ঘোষ হইয়া বাগবাজার হইতে শ্রামবাজারে গিয়া বাস করিবে।

সেই সময় ক্ষেকজন পথিক বাইতেছিল—কহিল, "মহাশয়, আমি একবার বিজ্ঞাপনে দেখি ৮০০ পাতার ভাল মহাভারত ১॥০ টাকায় দিতেছে। তদ্ধ্যে মূল্য পাঠাইলে॥০ আনা দামের বটতলার এক মহাভারত গিয়া উপস্থিত হইল।"

আর এক জন কহিল, "আমি একবার বিজ্ঞাপনে দেখি, আট আনা



দামের অমূল্যনিধি নামক পুস্তক ক্রের করিলে একটি টাইমপিস্ পাইব।
আটআনা দাম পাঠাইলাম—পুস্তক বাইল, টাইমপিসের কোটার মত একটি
কোটাও যাইল। আহলাদে খুলিয়া দেখি, কোটার মধ্যে পাথরের কুটি
পোরা। পত্র লেথার উত্তর দিলে—পোষ্ট আফিসেরা ঐ কাজ করিয়াছে।"
আর একজন কহিল, "আপনি ত যাহা হউক কিছু পেয়েছেন। আমি
একবার একথানা পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখে আড়াই টাকা পাঠাই। সে
আড়াই টাকা জলে গেল—তার উপরে আট দশ আনার পোষ্ট কার্ড থরচ
ক'রে উত্তর চাহিলাম, তাহাও গেল। উত্তর পর্যান্ত দিলে না।"

এখান হইতে যাইরা বৃক্ষণ কছিলেন, "পিতামহ! কলেজ স্কোরারের উত্তরাংশে ঐ যে একটি স্থানর থামওয়ালা একতালা বাড়ী দেখিতেছেন, উহার নাম হিন্দুস্বা। হিন্দুস্কলের পূর্ব্ব দিকে ঐ যে দোতালা স্থানর বাড়ী দেখা যাইতেছে, উহার নাম সংস্কৃত কলেজ। ১৮২৫ খৃঃ অন্দের জামুয়ারী মাসে এই বাটা নির্মিত হুয়।

পিতামহ সংস্কৃত কলেজ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ তাঁহা দিগকে লইয়া কলেজের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন "স্থবিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পূর্ব্বে এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কলেজেটী ১৮২৩ অব্দে স্থাপিত হয়।"

ব্রহ্মা। স্থবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কে ? আমাকে বল।

বরণ। ইনি ১৭৪২ শকে অধুনা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরাসংহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যার। ইনি পাচ বৎসর বরঃক্রম কালে পাঠশালার লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতার আইসেন। ১৮২৯ অব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজের মধ্যে ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন; পিতার অবস্থা মন্দ থাকার পাঠাবস্থার ইহাঁকে অনেক কষ্ট পাইতে হইরাছিল। ১৮৩৬ অব্দে ইনি দারপরিগ্রহ করেন। ১৮৪১ অব্দে

সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ৫০১ টাকা বেতনে প্রধান পশ্তিতের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ অব্দে বেতালপঞ্চবিংশতি নামক পুস্তক মুদ্রিত করেন। ঐ অঙ্গের এপ্রেল মাসে ইনি পূর্ব্বোক্ত বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর বাঙ্গালার ইতিহাস ইহাঁর দারা প্রচারিত হয়। ১৮৪৯ অব্দে ৮০১ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। এই সময় জীবন-চরিত পুস্তক মুদ্রিত এবং ইহার কিছুদিন পরে বোধোদয় গ্রন্থ প্রকাশিত रव । ১৮৫0 **अस्य रे**नि ৯०८ होको दिख्य मश्कुष करनस्कृत अक्षां अक নিযুক্ত হন এবং ১৮৫১ অব্বে ১৫০ টাকা বেতনে ঐ কলেঞ্চের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদীর প্রথম-जांश क्षात्र करतम अवः देशात अक वरमत भरत जेक वाकित्र-कोमुमीत ষিতীর ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ অবেশ ইনি বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞান-শকুস্তলা লেখেন এবং বিধবা-বিবাহের, প্রথম পৃস্তক প্রচার করেন। ১৮৫৫ অবে ঐ পুত্তকের দিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহার खार्थनाञ्चनादत ১৮৫७ ष्यदक गवर्गसन्छे विधवा-विवाह-विषयक ১৫ ष्राहेन প্রবৃত্তিত করেন। ১৮৬৫ অব্দে 🕮 শচক্র বিদ্যারত্ব প্রথম বিধবাবিবাহ করিমাছিলেন। হিন্দুরা এই সময় বিশ্বাসাগরের উপর চটিয়া উঠেন, কিন্ত ইনি তাহাতে ভীত না হইয়া আরো অনেকগুলি বিধবা-বিবাহ দিয়া ফেলেন। বিশ্ববা বিবাহ প্রচলিত করিতে গিরা ইনি শুক্লতর ঋণজালে ব্দড়িভূত হইরা পড়িরাছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচক্র সিংহ ইহাঁকে বিস্তর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন ; কিছ তথাপি ইহাঁর প্রায় পঞ্চাল হাজার ठाका सन शाक।

১৮৫৫ অবে বিজ্ঞাসাগর মহাশর হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়া কোনার ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ও বিতীয় ভাগ, কথামালা এবং চরিতাবলী প্রচারিত হয়। ১৮৫৭ অবে ইনি

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন এবং তৎপর বৎসর গ্রবর্ণমেণ্টের কর্ম পরিত্যাগ করেন। ইহার পর মহাভারতের উপক্রমণিকা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয় এবং ব্যাকরণ-কৌমুদীর চতুর্থ ভাগ ও সীতার বনবাস মদ্রিত হয়। ১৮৬৩ অব্দে আখ্যানমঞ্জরী প্রচার করেন এবং ইহার হই চারি বৎসর পরে উ**ক্ত পুস্তকে**র দ্বিতীয় ভাগও প্রচারিত হয়। ১৮৬৮ অব্দে মেঘদুতের টীকা মুদ্রিত করেন। ইহার পর ভ্রান্তিবিলাস, টীকা সহিত উত্তর-চরিত এবং অভিজ্ঞানশকুস্তল। প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ অব্দে ইনি কুলীন কক্রাদিগের ছঃথে ছঃথিত হইয়া বস্তবিবাহ নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। অনেকগুলি পণ্ডিত এই পুস্তকের বিপক্ষে কৃত্র কৃত্র পুস্তক লেখায় ইনি তাঁহাদের মত থণ্ডনার্থ বছবিবাহ গ্রন্থের দিতীয় ভাগও প্রচার করিতে বাধ্য হন। ইনি নিজ গ্রামের উপকারার্থ তথার একটি বিভালর ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রামস্থ অনাথদিগকেও মাসিক বুজি দিয়া থাকেন। ইনি দরিদ্র বালকদিগকে শ্বয়ং বেতন দিয়া বিচ্ঠাশিক্ষা করাইয়া থাকেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে স্বয়ং রাজি জাগরণ করিয়া দেবা শুশ্রুষা করেন। ইহার প্রধান কীর্জির মধ্যে কলিকাতা মেট্রপলিটন বিষ্ণালয়। ইহার শারা দেশের যে কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। দেশে শিক্ষা বিস্তারে ইহাঁর यञ्ज व्यमाधात्र । गवर्गस्य छ हे हैं ति विविध मन् अत्न क्र के है हैं दिक यर पहे সম্মান করিয়া থাকেন। ইহার স্থলর পুস্তকালয়ে বিবিধ মূল্যবান্ গ্ৰন্থ সংগৃহীত আছে।

ইন্দ্র। পরে বিজ্ঞাসাগরের পদে কে নিযুক্ত হন १

বরুণ। মহেশচন্দ্র স্থাররত্ব। তারানাথ তর্কবাচম্পতি এই কলেজে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন, এবং ভরতচন্দ্র শিরোমণি এই কলেজে স্থৃতিশাল্পের

^{*} ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইরাছে।—সম্পাদক।

অধ্যাপনা করিতেন। শিরোমণি একজন উৎকৃষ্ট স্থৃতিশাল্পের অধ্যাপক ছিলেন।

ব্ৰহ্মা। বৰুণ! কি নাম ব'লে, মহিষচন্দ্ৰ নাজরত্ন ?

বরুণ। আজ্ঞেনা, মহেশচন্দ্র গ্রায়রত্ব।

বন্ধা। বরুণ। তুমি আমাকে ভরত শিরোমণির বিষয় সংক্ষেপে বল।

ইনি চবিবশ প্রগণার অস্ত:পাতা কলিকাতার দক্ষিণ লাঙ্গল-বেডে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দাক্ষিণাতা বৈদিক। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন, তৎপরে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্জি হন। এই কলেজ হইতে ইনি প্রশংসাপত্র পাইয়া কিছুদিন—কমিটির পঞ্জিত হন, তৎপরে জজপণ্ডিত হইয়া কিছুকাল ছাপরা ও অক্যান্ত কয়েকটী জেলায় পরিভ্রমণ করেন। ইহার পর সংস্কৃত কলেজের স্থৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। কাম্বেল সাহেবের বাজত্বকালে ইহাঁর পেন্সন হয়। অনেকদিন পর্যাম্ভ দেই পেন্সন ভোগ করিয়া ১২৮৫ সালের ২২শে অগ্রহায়ন করেক দিনের সামান্ত জবে এবং বক্ষবেদনার আন্দাজ ৭০।৭৫ বৎসর বয়:ক্রমকালে পত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্র রাথিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহাঁর মূর্ত্তি অতি সৌমা ছিল, বর্ণ গৌর, দেখিলে ঋষি বলিয়া বোধ হইত। স্বতিশাস্ত্রে ইহাঁর প্রগাঢ় বিষ্ঠা ছিল। ইনি একজন অদ্বিতীয় স্মার্ক্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন। ধর্মশান্ত্রীয় ব্যবস্থার সন্দেহ হইলে লোকে ইহাঁর দারা মীমাংসা করাইয়া লইত। ইনি ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা বিষয়ে প্রমাণস্থল হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। ব্যাকরণ,কাব্য, অলঙ্কারাদি শান্ত্রেও ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহার সম্ভ্রমের পরিসীমা ছিল না। এমন কি, একপত্রী ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বভাব অতি উত্তম ছিল। ইনি অমায়িক, সরল ও মিষ্টভাষী এবং বঙ্গের একজন প্রাতঃশ্বরণীয় লোক ছিলেন। হিন্দু সমাজ ইহাঁর নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। স্থপ্রসিদ্ধ সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পদারকানাথ বিদ্বাভূষণ এই কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন।

ব্রহ্মা। বঙ্গুণ আমাকে দ্বারকানাথের জীবন-চরিত বল।

বরুণ। স্বারকানাথ চবিবশ পরগণার অস্ত:পাতী চিংডিপোতা গ্রামে ১৭৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হরচক্র ভাররত্ব : ইহাঁরা দাক্ষিণাতা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহাঁর পিতা স্মৃতিশাঙ্গে ও ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিষয় বিভব তাদৃশ ছিল না। সামাক্সমাত ত্রেক্ষান্তর ভূমি ভিন্ন অন্তপ্রকার ভূসম্পত্তি ছিল না। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বৃত্তিই তাঁহার প্রধান জীবনোপায় ছিল। দ্বারকানাথ ১১ বংসর পর্যাস্ত পিতার নিকট ও সর্বানন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ১২ বৎসর বয়সের সময় ইহাঁর পিতা ইহাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১১।১২ বংসর ইনি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, অলঙ্কার, স্কৃতি, জ্যোতিষ, ক্লায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রত্যেক অধ্যক্ষই ইহাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাল্যকালে ইনি পিতাকে অত্যম্ভ ভব করিতেন, সেই জম্ভ অসকত কিংবা অসৎকর্ম্মের আচরণে সাহসী হইত না। ইহাঁর অসৎসঙ্গে অর্থাৎ মন্দ লোকের সংসর্গে আজীবন অত্যস্ত ঘুণা ছিল। এই ঘুণা তাঁহার জীবদ্দশার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস পায় নাই। ইনি যাহাকে অসৎ বলিয়া জানিতেন তাহার উপর আন্ধরিক চটিয়া যাইতেন এবং তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। ইনি যে বৎসর সংস্কৃত কলেজে প্রথম হইয়া প্রথম ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন, সেই বংসর উক্ত কলেজে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া প্রচলিত হওয়ায় ইনি আরো এক বৎসর থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা করেন। পরে নিজের পরিশ্রমে ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি কিছু দিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিল সার্ব্বেন্ট পড়াইতে আরম্ভ করেন। তৎপরে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের বিতীয় অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হল। ু ইহার পর হইতে বিপ্তাভূষণ মহাশয় ৩৭ বৎসর: পর্যান্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপন। কার্য্যে নিষ্কু ছিলেন। মধ্যে কিছুদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ণাদাগর অবসর গ্রহণ করিলে ইনি তাঁহার কার্য্য

করিয়াছিলেন। ১২৮০ সালে ইনি পেন্সন গ্রহণ করেন। ইহাঁর অধ্যাপনা সময়ে ছই চারিটি ঘটনা ঘটে. তন্মধ্যে সোমপ্রকাশ প্রকাশ একটি প্রধান ঘটনা। সারদাপ্রসাদ নামক সংস্কৃত কলেজের একটি বধির ছাত্রের ভরণ-পোষণের জ্বন্ধ বিস্থাসাগর ও বিস্থাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি পরামর্শ করেন যে. সোমপ্রকাশ নামে একথানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিয়া সারদা-প্রসাদকে ঐ কাগজের সম্পাদক করা হইবে। আমরা সকলে লিখিব, যাহা লাভ হইবে, সারদাপ্রসাদকে প্রদান করিব। এইরূপ প্রস্তাব হইলে সারদাপ্রসাদ বর্দ্ধমানের মহারাজের মহাভারত অমুবাদকের পদ পাইয়া চলিয়া যাইলেন: স্থতরাং সোমপ্রকাশ আপাতত: স্থগিত রহিল। এই সময় বান্ধালায় ভাল সংবাদপত্র না থাকায় বিভাসাগর একদিন বিভাভ্রণ মহাশর প্রভৃতিকে ডাকিয়া পুনরায় সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব করেন। नकल निथित्व श्रीकांत्र करतन এवः विष्णाष्ट्रये महामन्न मण्यापरकत शर्म গ্রহণ করেন। সকলেই কিছু দিন লিখিয়া অবসর গ্রহণ করিলে বিভাভুষণ মহা**শরে**র স্করেই সমস্ত ভার পডিল। যথন সোম প্রকাশ প্রথম প্রচারিত হয়, কলিকাতা চাঁপাতলায় ছাপাখানা ছিল। ১৮৫২ অব্দে মাতলা রেলওয়ে খোলা হইলে তিনি তাঁহার ছাপাখানা নিজবাটী চিংড়িপোতায় লইয়া যান। हिः **फिर** भाजात्र हा भाषाना नहेंद्रा या अद्यात जिल्ला वहे. — हेनि ए विश्वान অনেক বালক কর্মাভাবে অলস ও গ্রুচরিত্র হুইতেছে। তিনি ঐ সমস্ত বালককে কিছু কিছু জলপানিস্বরূপ দিয়া ছাপাথানার কাজ শিথাইতে আরম্ভ করেন। বিভাত্যণ মহাশ্রের প্রমাদে ক । কি অঞ্চলে বিস্তর লোক কম্পোত্তের কাজ ক্ষ্মেন্ট্র এমন ছাপাথানা नार, राशात इरे अकलन के अल्ला, ... 🍱 सारे। रेरांत गर् মিউনিসিপাণিটীর স্থবন্দোবন্ত হয়" উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিভালয় প্রাথিক পরোপকারী ছিলেন: কিন্তু 🧦 🛕 🖫 মনভাবে করিভেন্

সাধারণে তাহা প্রাচার হইত না। প্রচার হইলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। বাঙ্গালা ভাষার স্থপদ্ধতিক্রমে ও স্থক্ষচিসহকারে সংবাদপত্র প্রচার প্রথা ইনি প্রথমে দেখাইয়া দেন। ইনি গ্রীস ও রোম রাজ্যের চুই খানি বিস্তত ইতিহাস লিথিয়া মুদ্রিত করেন। তদ্ভিন্ন বিভালয়ের নিম্ন শ্রেণীর পাঠোপযোগী কতকভালি গ্রন্থ রচনা করেন: যথা—নীতিসার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়: বিশেশর বিলাপ, ও উপদেশমালা ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ, गाःशामर्भन এवः कुष्णमात्र वागकत्र । विश्वाकृष्ण পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, দুঢ় প্রতিজ্ঞ, সতানিষ্ঠ, ও মিতবায়ী ছিলেন। মিতবায়িতা গুণে ইনি নিজের অবস্থা বিলক্ষণ উন্নতি কবিয়া তুলিয়াছিলেন। ইনি বড় তেজস্বী ছিলেন এবং চাটুকারদিগকে অত্যন্ত ঘুণা করিতেন। সমাজ সংস্করণ বিষয়ে ইহাঁর বিশেষ যত্ন ছিল। ইনি বৈদিক জাতির কুলপ্রথা অমুসারে বিবাহ দেওয়া বহিত করেন এবং ইহাঁর দৃষ্টাস্ত দর্শন করিয়া আনেকেই সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁর বহুমূত্র রোগ নিবন্ধন স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। স্বাস্থ্যের জন্ম জব্দলপুরের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতে-ছিলেন। তথার ১২৯৩ সালের ৮ই ভাজ বেলা ছই প্রহরের সময় গলদেশে ছষ্ট ত্রণ হওয়ায় কলেবর পরিত্যাগ করেন। ইনি অত্যন্ত গন্তীরপ্রকৃতি ছিলেন এবং সর্বনাই বিতার আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। সোম-প্রকাশে ইহাঁর যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে বাঙ্গালা শিথিয়াছেন। ইনি কল্পড়ম নামক একথানি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র প্রচার করেন।

বন্ধা। ইহার চেহারা ভোলা আছে ?

বরুণ। না, ইনি ভাহাতে বছু নারাজ ছিলেন। গান্তীর্য ইহার মনের গাভাবিক ভাব ছিল। বুথা আনুষ্ঠান প্রমোদ কথন সমন্ত্র বাপন করিতেন না; গ্রন্থের মধ্যে ইতিহাস, জীবনচ্ছিত, মনোবিজ্ঞান ও ধর্মণান্ত প্রভৃতি গান্তীর্যারসপূর্ব গ্রন্থই পড়িতে ভাল বাসিতেন। হালকা বিষয় পড়িয়া ভৃপ্তি

পাইতেন না। তাঁহার প্রকৃতি এমন গন্ধীর ছিল যে, বাড়ীর লোক পর্যান্ত সহসা তাঁহার সমীপে যাইতে সাহসী হইতেন না। তাঁহার প্রকৃতি রু বা কর্কশ ছিল না; এমন কি, তাঁহার বয়:প্রাপ্ত পুত্রদিগকেও কথন "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনা যায় নাই, অথচ কেহ সহসা তাঁহার সন্মুখীন হইতে সাহসী হইতেন না। তিনি যথন নির্দ্ধনে চিস্তা করিতেন, তখন তাঁহার মাতাও হঠাৎ গিয়া কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন। বড় লোকের মা বড় হইয়া থাকে। বিস্তাভূষণ মহাশয়ের মাতা অতিশয় উদার-স্কুলয়া রমণী ছিলেন।

্ বিষ্ঠাভূষণ মহাশব্দের চরিত্রের আর একটা গুণ ছিল—স্থান্বপরতা। নিজে যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা কড়ার গণ্ডার হিসাব করিয়া দিতেন। এবং অপরেও তাহাদের দেয় কড়ায় গণ্ডায় দেন এই ইচ্ছা করিতেন এবং সে বিষয়ে ক্রটী দেখিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। যে সকল কর্মচারী স্বীয় কর্ম্মে মনোযোগী, তিনি তাহাদের প্রতি সম্ভষ্ট হইতেন, এবং যথাসাধ্য তাহাদের উন্নতি করিতেন: কিন্তু যাহারা কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন, তাহারা অতি নিকট আত্মীয় হইলেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেন না ও তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। কেহ অপরের প্রতি অক্সায় করিতেছে দেখিলে তিনি সহা করিতে পারিতেন না। অনেক সময় গুর্ববের পক্ষ হইয়া অক্সায়কারীর দমন করিবার চেষ্টা করিতেন। একবার তাঁহার প্রতিবেশিনী একজন অনাথা বিধবা স্ত্রীলোকের কিছু জমী কাড়িয়া লইবার জন্ম একজন ধনী লোক চেষ্টা করেন। স্ত্রীলোকটীর সহিত বিবাদ হওয়াতে তাহার। কয়েকজনে একদিন তাহাকে প্রহার ও অপমান করিবার জন্ম তাহার ঘরে প্রবেশ করে। বিভাভূষণ মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের আচরণের বিষয় গুনিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক দিন তিনি নিজের ঘরে বসিষা লিখিতেছেন, এমন সময় ঐ বিধবার পুত্রটী ছুটিয়া আসিয়া বলিল "বড় বাবু। আমার মাকে করেক জনে ঘরে ঢুকিয়া মারিতেছে।" বিশ্বাভূষণ মহাশয়

শুনিবামাত্র নিজ কনিষ্ঠকে ভাকিয়া লইয়া ঐ বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হুইলেন এবং সেখানে পৌছিয়া নিজ সহোদরকে ঐ গুর্বুভদিগকে সমুচিত প্রহার করিতে অফুমতি দিলেন। তৎপরে বোধ হয় রাজদ্বারেও তাহা-দিগকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

এইরূপ অন্তায়কারীর প্রতি বিরাগ থাকাতে অনেক লোকের সঙ্গে তাঁহার শক্রতা হইত ; কিন্তু তিনি যাহাদিগকে শাস্তি দিতেন, তাহারাও তাঁহাকে শ্রদা করিত। তাঁহার স্থায়পরায়ণতার আর একটি দুষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তিনি ব্রাহ্মণপশুতের বুদ্তি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন। ধনীদিগের নিকট ব্রাহ্মণপশুত যে বুত্তি গান. তাহা লওয়া তাঁহার পকে অন্তায় বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্ম সংস্কৃত কলেকের অধ্যাপকদিগের নামে যে সকল বৃত্তি আসিত, তাহাতে তাঁহার যে অংশ থাকিত, তাহা তিনি লইতেন ন।। এরূপ শুনিয়াছি একবার বৰ্দ্ধমান রাজবাড়ী হইতে কিংবা অন্ত কোন মহাবিভবশালী ব্যক্তির বাড়ী হইতে অনেকগুলি মূল্যবান দ্রব্য বাহ্মণপণ্ডিতের বৃত্তিরূপে তাঁহার নামে প্রেরিত হইরাছিল। তাঁহার পরিবারস্থ সকলে সেই সমুদর মুল্যবান বস্ত রাথিতে বিশেষ অমুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কোনমতেই রাখিতে দিলেন না, প্রেরম্বিতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সেই সমুদয় দ্রুব্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল। মহারাণী স্বর্ণমন্ত্রীর ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ স্থপ্রসিদ্ধ রাজীবলোচন রান্ত্র মহাশয়ের ইহাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনেকবার অনেক প্রকারে বিভাভূষণ মহাশন্তকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বুত্তি দিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন. কিন্তু পারেন নাই। তিনি কোন বিপন্ন ব্যক্তির উপকারার্থ রাজীববাবুর নিকট পত্র দিলে তিনি তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিতেন: এবং যাহাকে পত্র দেওয়া অনাবস্তুক বোধ করিতেন, স্বয়ং যথাসাধ্য তাহাকে সাহায্য করিয়া বিদায় করিতেন।

তাঁহার আর একটা গুণ ছিল—শ্রমণীলতা। রাজি ১১টা। ১২টা

বাজিয়া গিয়াছে, পরিবার পরিজন সকলেই নিস্ত্রিত, তথনও বিশ্বাভ্বণ মহাশ্ব অধারন করিতেছেন। আবার প্রাতে ৪টা হইতেই তাঁহার ঘরে প্রদীপ অলিতেছে; তিনি উঠিয়া লিখিতেছেন। তিনি যত স্থস্থ ও সবলছিলেন, চারি ঘণ্টার অধিক কাল কখনই নিজা যান নাই। অতি প্রত্যারে উঠিয়া পরিবারস্থ সকলকেই জাগাইতেন। প্রথমে প্রক্রজাদিগকে তুলিতেন, তৎপরে প্রতা ও ভগিনাদিগকে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ভাকিয়া জাগাইতেন। সকলকে না তুলিয়া নীচে নামিয়া আসিতেন না। আলগু তিনি দেখিতে পারিতেন না—অলস ও অকর্মণ্য লোককে যেরপ দ্বাণা করিতেন. চোর ভাকাতকে তত দ্বণা করিতেন না। সর্ব্রদাই বলিতেন—"উদেযাগিনং প্রক্রসাংহমুগৈতি লক্ষ্মী:—উদেযাগশীল প্রক্রন্দিহকেই লক্ষ্মী আলিঙ্কন করিয়া থাকেন। যাহার উদেযাগ নাই, সেসংসারে লক্ষ্মাছাড়া হয়।"

এই দকল গুণে বিদ্যাভূষণ মহাশর সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।
কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রথান কীর্ত্তি—সোমপ্রকাশ। 'এই সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া তিনি এদেশে সংবাদপত্রের প্রক্তিরা দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে ছই একথানি বালালা থবরের কাগজ ছিল, তাহাতে কেবল কবিতা ও ছড়া ও লোকের গালাগালি প্রকাশ হইত। তিনি প্রথমে এ দেশের লোককে গন্তীরভাবে রাজনীতির আলোচনা করিতে শিখাইলেন। ১০।২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যথন পরিশ্রমে সমর্থ ছিলেন, তথন সোমপ্রকাশ সর্ব্বাগ্রগণ্যকাগজ ছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহার মতামত মনোযোগ পূর্ব্বক গুনিতেন, লোকেও ইহার মত কি, জানিবার জন্ম উৎস্ক থাকিত। পরিশেষে বিভাত্বণ মহাশরের বার্দ্ধকা ও শরীরের অস্ত্র্যতা নিবন্ধন সোমপ্রকাশের আর সে দশা ছিল না। ঈশ্বরেক্ত্র বিস্তাসাগর ও অক্ষর্কুমার দত্ত যেমন বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা, বিভাত্বণ মহাশর সেইরূপ বালালা সংবাদপত্রের: জন্মদাতা। এজন্ম ও দেশের লোক চির্নিন ইহার নিকট ঋণী থাকিবেন।

বিভাতৃষ্ণ মহাশ্রের আর এক সদ্ত্রণ ছিল। তাঁহার কাপুরুরভা ছিল না। নিজের শ্রম ও চেষ্টাতেই উন্নতি করিব, এই প্রতিজ্ঞা জাঁহার অন্তরে অত্যন্ত প্রবল ছিল। জীবনে কখন কাহারও তোষামোদ করেন नाहे। वर्ष वष् धनीत भव्दठा पिथिया এक पित्नत क्छ जीज इन नाहे: সহস্র প্রতিবন্ধকতাসত্ত্বেও কর্ত্তব্য পালনে এক দিনের জন্ত পরাধার্থ হন নাই। তাঁহার স্বাধীন-চিন্ততার একটি দুষ্টান্ত দেওরা যাইতেছে। স্বীর গ্রামে একটি ভাল ইংরাজী স্কুল হয়, এই ইচ্ছাতে তিনি প্রথমে একজন ধনীৰ সহিত মিলিত হইয়া উক্ত ধনীর তত্তাবধানস্থিত একটি স্কুলের উন্নতি সাধনে नियुक्त इत। किছ-मिन পরে দেখিলেন যে, সেখানে স্বাধীনভাবে স্থুলের উন্নতি কথা হন্ধর; সে স্থুলটি ভাল হইবার নহে। তথন নিজে একটী উৎক্রপ্ত দরের ইংরাজী-সংস্কৃত বিভাগম স্থাপন করিলেন। ইহাতে গ্রামের ধনীদিগের আনেকে তাঁহার প্রতিপক্ষ হইলেন : কিন্তু তিনি সে দিকে দুক্ পাত না করিয়া নিজ ব্যয়ে ও ব্যবস্থার গুণে উক্ত স্কুলটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর স্কুল করিয়া তুলিলেন। সে জন্ত মাসে মাসে তাঁহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইত। ঐ স্কুলটীর দারা তাঁহার গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকলের যে কত উপকার হইরাছে, তাহার বর্ণনা হর না। ইনি সংস্কৃত কলেজে যে বেতন পাইতেন, তাহা প্রায় ঘরে যাইত না, হরিনাভি স্কুলের শিক্ষকগণের বেতন দিতে কুরাইয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "অল্প বেতনভোগী শিক্ষকগণের বেতন ফেলিয়। রাখিলে উহাদের বাটীর পরিবারবর্গের বিশেষ কট্ট হইবে।" ইনি স্বাধীন ব্যবসায় বড ভাল বাসিতেন এবং লোককে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার উপদেশ দিতেন।

ইন্দ্র। সংস্কৃত কলেজে কি শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় ? বরুণ। না, কলেজে ইংরাজী শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে। এথানে বালালী শিক্ষকদিগের মারা বি, এ, পর্যান্ত পড়ান হয়। উপর তালায় একটি স্থন্দর পৃত্তকালয় আছে, তাহাতে বিস্তর স্থন্দর স্থন্দর পৃত্তক রক্ষিত আছে।

ইন্দ্র। আমি ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বালয়প্তলি দেখিয়া বড়ই সন্থাই হইরাছি। প্রজাগণকে বিভাশিক্ষা দারা জ্ঞান দান করা রাজার প্রধান কার্যা; অতএব ইংরাজরাজ এই কার্যাের দারা মহৎ ধর্মামুঠান করিতে-ছেন। বরুণ! বালালায় কতপ্তলি ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত বিভালয় আছে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল এবং কোন্ সময়েই বা দেশে ইংলজী বিভালয় সকল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় জানিতে ইচ্চা করি।

বরুণ। ১৮১৪ অক্ষের জুলাই মাসে চুঁচ্ড়ার প্রথম ইংরাজা বিভালর প্রতিষ্ঠিত হয়। মে সাহেব নামক একজন খৃষ্টান ধর্ম্যাজক ঐ বিভালর প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতার সর্বর্ণ সাহেব কর্তৃক প্রথমে ইংরাজী বিভালর সংস্থাপিত হয়। ইনি একজন ফিরিঙ্গি; স্থতরাং ফিরিঙ্গির দ্বারা বিভালর স্থাপনের প্রথম স্ত্রপাত হয়। বঙ্গদেশে প্রেসিডেন্সি, হুগলী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ও সংস্কৃত কলেজ নামক গবর্ণমেন্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেকটি কলেজ আছে। তদ্তির ইহাদেব সাহাযাক্ত কলেজও অনেকগুলি আছে। যথা,—সেন্ট জেভিয়ার্স, ফিচর্চি, জেনারল এসেমরি, ক্যাথিজ্বাল মিসন, ডবটন এবং লগুন মিসন কলেজ। *

ইন্দ্র। ছাত্রগণ ভালরূপ পরীক্ষা দিলে তাং।দিগকে উৎসাহ দেওরা হয় ?

বঞ্ব। গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট উৎসাহ দেন; তদ্ভির প্রেমটাদ রার্টাদ নামক একজন পার্শিবণিক্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালরে ছইলক্ষ টাকা দান করেন। ঐ টাকার স্থাদ হইতে বার্ষিক ১৮০০ টাকার একটি বৃত্তি প্রদত্ত হয়; তদ্ভির প্রেসিডেন্সি কলেজের বি, এ উপাধি প্রাপ্ত ছাজ্রদিগের

একণে ফুচর্চ ও এ জেনারেল এদের্বি ইন্টটিউশন মিলিত হইয়া ফটিশচর্চেস্
 কলেজ হইয়াছে ও ক্যাথিডাল মিশন উয়িয়া গিয়াছে। সম্পাদক।

শুণামুদারে সাতটি রস্তি এক বংসরের জন্ত প্রদন্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল রন্তির মধ্যে বর্জমানের ছাত্রবৃত্তি মাদিক ৫০০ টাকা, দারকানাথ ঠাকুরের মাদিক ৫০০ টাকা, বার্ড্ ৪০০ টাকা, রায়েন ৪০০ টাকা। হিলুকলেজের জন্ত তিনটি, প্রত্যেকটি ৪০০ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। বি, এ পরীক্ষায় প্রথম হইলে ঈশানচন্দ্র বন্ধর মাদিক ৫০০ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রদন্ত হইয়া থাকে। সকল কলেজের ছাত্রেরাই এই বৃত্তি লইতে পারেন।

নারা। মুসলমান বালকদিগের বিভাশিক্ষার জন্ম কি কোন স্বতন্ত্র বিভালয় আছে ?

বঙ্গণ। কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ নামক একটি বিভালয় আছে।
এখান হইতে মুসলমান ছাত্রেরা বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষা দিরা থাকে।
কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ নামক ঐ বিভালয়ের একটি শাথা-স্কুল আছে। উভয়
বিভালয়ে গবর্ণমেন্টের অফুরন ৩৫৫১৫ টাকা ব্যয় হয়। ছগলীতে একটি
মাদ্রাসা আছে। উহাতে গবর্ণমেন্ট বার্ষিক ৩৬০০ টাকা সাহায্য করিয়া
থাকেন। হাজি মহম্মদ মহসীনের প্রদন্ত মুলখনের স্কুদ হইতে ব্যয়ের
অধিকাংশ প্রদন্ত হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতার্থ অপর কোন শাস্থ্রের বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন ?

বরুণ। পূর্ত্তকার্য্যাদি শিক্ষা করিবার জন্ম গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে একটি মাত্রে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার নাম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই কলেজের ব্যয়ার্থ গবর্ণমেণ্টকে ২৭০৯৩ টাকা দান করিতে হয়।

ব্রহ্মা। ইংরাজরাজের শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম।

এই সময় চাপকান গাত্রে মাষ্টারের দল স্কুল হইতে বাহির হইলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ। এঁরা কারা ?" वक्न। देदांता क्न-माष्टीत ।

বন্ধা। চেহারাও মুখের ভাবে দেখা যাচেচ বড় ভক্র। আহা! মুখগুলি সব ভক্নো ভক্নো।

বঙ্গণ। মুখণ্ডখানোর আর অপরাধ কি, দশটার সময় এসেছেন আর এ পর্যান্ত কেবল চীৎকার ক'বে পড়াইয়াছেন। শুদ্ধ কি পড়ান ? বালকগণের মকদ্দমা মামলা শুন্তে শুন্তে জালাতন হয়েছেন। বাড়ীতে দেখেছেন ত—চারি পাঁচটা ছেলে ধাকলে বাপ মার কত কট্ট, আর ইহাঁদেব একপাল ছেলে আগলাতে হয়, এ কি কম কট্ট।

নারা। মাষ্টারদের কিছু উপরি আছে ?

বঙ্গণ। উপরি—চেরারে ঠেশ দিয়ে একটু আধটু খুমান, তাও কি ছেলে গুলোর চাঁ। ভাঁাতে হবার যো আছে ?

ব্রহ্মা। মাষ্টারদের উপরি নাই কেন ? ছেলেরা হাতে খড়ি দিলে কি কলাপাত ধ'রলে ত দিদে পান ও দোলে র'থে পার্ব্বনী পান।

বরুণ। সে গুরুমহাশয়েরা, ইহাঁরা কেন ? ইহাঁরা দশটায় আসেন চারটের যান। ইহাঁরা সব বড় লোক, তিন চারিটা পাশ করা। এক এক জনের মাইনে একশ দেড়শ টাকা।

ব্রহ্মা। হবে; কালে সকলেরই পরিবর্ত্তন দেখচি। নচেৎ তিন চারি টাকার বেশী ত কোন গুরুমহাশয় মাইনে পান নি।

দেবগণ এথান হইতে যাইয়া একটা বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।
তাঁহারা দেথেন—নানাপ্রকার ফল মূল, তরিতরকারি ও মৎস্থাদি বিক্রয়
হইতেছে। বাজারের চতুর্দিকের দোকানে হাঁড়ি, কলসী, বেণে-মসলা
বিক্রেয় হইতেছে। নারায়ণ কহিলেন "বরুণ। এ বাজারটীর
নাম কি ১"

বরুণ। ইহার নাম মাধব বাবুর বাজার। এই বাজারটী ইউনিভার-সিটি বিল্ডিংরের ঠিক দক্ষিণে। কলুটোলা-নিবাসী বাবু মাধবচক্র দস্ত এই বাজারটী সংস্থাপন করার ঐ নাম হইয়াছে। এক্ষণে মৃত ভারুদাস দত্তের পুত্রগণ এই বাজারের অধিকারী।

দেবগণ দেখেন—মেছুনিরা স্বর্ণালন্ধারে বিভূষিতা হইয়া বাজারে বিসিয়া মংশু বিক্রেয় করিতেছে এবং বাজারে যে সমস্ত লোক আসিতেছে, তাহা-দিগকে আদর করিয়া ডাকিতেছে—"ও বাবু, ও খ্যাংরাগুঁপো লম্বামুখো বাবু, ভাল মাচ নিয়ে যাও; জিয়াস্ত মাচ, এথনও লাফাচ্ছে।" দেবগণ দেখেন—কতকগুলি লোক মংশু দর করিতেছিল, দরে বনিবনাও না হওয়াতে যেমন ভাহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রস্থান করিবার উদেযাগ করিতেছে, অমনি মেছুনা মাগীরা তাহাদিগের গাত্রে আঁইস-জল ছিটাইয়া দিয়া কহিতেছে,—"একটু আঁস জল মেথে যাও, মাচ ত কিস্কে পাল্লে না, তবু এই আঁস-গদ্ধে যদি ভাত গালে উঠে।"

উপ। কর্ত্তা-জেঠা! আমি একটু আঁস-জল মেথে আস্বো? ব্রহ্মা। কেন?

উপ। অরুচি মত হয়েচে, ঐ আঁদ-গদ্ধে যদি চাটি ভাত গালে উঠে। নারা। আহা। উপ'র আমাদের দিন দিন স্ক্রবৃদ্ধি খুল্চে। বরুণ, অপর রাস্তা দিয়া চল। মেছুনী মাগীরা বড় ছষ্ট, ওদিক্ দিয়ে যাইবার আবশ্রুকতা নাই। মাগীগুলো অত সোণা পেলে কোথায় ?

বরুণ। অনেক বাবু উহাদের সঙ্গে—। এই বাজারটীর আয় যথেষ্ট। এখানে প্রায় সকল প্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

এই সময়ে এক ব্যক্তি 'চানী চুর ভাজি ভুড় কড়াকড়ি বোলে" স্থর করিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া যাইল।

দেবগণ মেডিকেল কলেজের নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "বৰুণ। এ বাড়ীট কি ?"

বরুণ। ইহার নাম মেডিকেল কলেজ বা চিকিৎসাবিভালয়। এই বিভালয়ে বালকদিগকে ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেওরা হয়। কলেজটা ১৮৩৫ অব্দে সংস্থাপিত হইয়াছে। বাল্বালায় একটা মেডিকেল কর্লেজ ও চারিটা মেডিকেল স্কুল আছে।

ইন্দ্র। ভিতরে প্রবেশাধিকার আছে ?

"আছে" বলিয়া জলাধিপতি তাঁহাদিগকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং বাম পার্শ্বের এক স্থানে যাইয়া পিতামহ দেখেন---যম সেই স্থানে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া যম প্রণাম করিলেন।

বন্ধা। যম। তুমি যে এখানে १

যম। আজ্ঞে, সম্মুখে দেখুন আমার মাল বোঝারের জন্ম গুদামঘর। अनात्म विश्वत मान जीमा तश्चिमाहः हानान मितनहे ह्य। কলিকাতায় আসিয়াছি, তখন গুদাম ঘরটা একবার দেখে না গেলে হয় না। আমার বিস্তর কাজ, এক্ষণে প্রস্থান করি। কারণ সিয়ালদার গুদামে যেতে হবে।

যম অদৃশু হইলে পিতামহ চাহিয়া দেখেন, গৃহে বিস্তর রোগীর আমদানী হইরাছে। বোগীর মধ্যে কোনটার খাস হইরাছে। কোন গেন্সাইতেছে। বিস্তর নৃতন নৃতন রোগী রহিয়াছে, কাহারও পা ডাব্জারেরা করাত দিয়া কাটিতেছে, কাহারও হাইড্রোসিল কাটিবার জক্ত ১০/১৫ জন ডাব্রুবার রোগীটাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কি উপায়ে অন্ধ বসাইবে তাহার মতলব করিতেচে।

উপ। বরুণ-কাকা। ওরা কি তরমুজ হাঁসাচে ?

নারা। ভাল বরুণ। রোগীঞ্জলোকে যে অমন ক'রে কাট্চে, উহাদের कि गञ्जन। বোধ হ'চেচ ना ?

বরুণ। কাটিবার অত্যে ক্লোরোফরম করিয়া অচৈতক্ত করিয়া ফেলে. স্থতরাং রোগীরা কোন কষ্ট অমুভব করিতে পারে না।

ইন্ত্র। সার্থক অন্ত্রচিকিৎসা। অত বড় জিনিসটা কাট্লে দেখ! বরুণ। দেখুন ঠাকুরদা। এই স্থানের নাম ফিভার হাঁসপাতাল। এথানে নানা রকমের রোগীদিগকে চিকিৎসা করা হয়। কোন নৃত্যন রকমের রোগী পাইলে এথানকার চিকিৎসকগণ যত্ত্বের সহিত চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এই মেডিকেল কলেজে অনেকগুলি অধ্যাপক আছেন। তাঁহাদের এক এক জনের উপর এক এক রোগ দেখিবার ভার অর্পিত আছে। ঐ অধ্যাপকদিগের অধীনে আবার এক একজন করিয়া আসিষ্টান্ট অর্থাৎ বাঙ্গালী সহকারী ডাব্রুার আছেন। তাঁহারাই রোগী দেখিয়া ঔষধের বাবস্থা করেন এবং রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলে অধ্যাপককে আনিয়া দেখান। অধ্যাপকেরা বেলা ৬টা হইতে ৯টা পর্যান্ত সহকারী ডাব্রুার বিলের প্রদক্ষ ঔষধের বাবস্থাপত্র সকল দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করেন।

নারা। বরুণ! এক একজন ডাক্তারের সঙ্গে ২০।২৫টী করে ছেলে ঘুরে বেড়াচেচ কেন ? এত ছেলে জুটালে কোথা হতে ?

বরুণ। ছেলেরা সব এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র। এই ছাত্রেরা শিক্ষকের সহিত আসিয়া রোগীদিগকে ঔষধ থাওয়ার, ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া ঔষধ লেপিয়া দেয়। রোগিগণ মনে করে, ইহারাই আমাদের পেটেব ছেলে। ফলতঃ ইহারা অসময়ে পুত্রের কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সময় হইতেই মাল্লুব মারা শিক্ষা করে ৪

উপ। বরুণ-কাকা। তুমি বল্লে অসমন্ত্রে পুত্রের কাচ্চ করে তবে কি মুখাগ্নি পর্যাস্ত করিয়া থাকে ?

নারা। ভাল বরুণ। বোগীগুলোমলে কি করে ?

বক্ষণ। মলে মৃতদেহ মেডিকেল কলেজের মধ্যে লইয়া যায়। তথায়
লইয়া গেলে চামকাটারা যেমন মরা গক্ষ পেলে চতুর্দ্দিকে বদিয়া চামড়াথানা
কাটিয়া লয়, তক্রপ ছেলেরা ঐ মৃতদেহটাকে পরিবেষ্টন করিয়া দেহের মধ্যে
কোথায় কোন শিরা আছে কাটিয়া দেখে। ইহাদের দেখা শেষ হইলে ঐ
মৃতদেহ কাম্বেল হাঁদপাতালে প্রেরিভ হয়, তথাকার বাঙ্গালা ক্লাদের ছাত্রেরা

আবার দেখে। তাহাদের দেখা শেষ হইলে লাগ জালাইবার হকুম দেওয়া হয়। আবার সময়ে কলেব্রের মুদ্দাফরাসেরা চূণের জলে দেই পচাইয়া কন্ধালগুলি লব্ন ও যেখানকার যে হাড—ঠিক করিয়া তারে গাঁথিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ফিভার হাঁসপাতালের নীচে বাঙ্গালী, উপরে ইংরাজ রোগীরা বাস করে।

এখান হইতে বাহির হইয়া দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "বরুণ। বাহিরে দেখা যাইতেছে ওটা কি •"

বরুণ। উহার নাম মিডুইফরি ওয়াড অর্থাৎ অসহায় স্ত্রীলোকদিগের প্রস্ব করাইবার স্থান। ঐ স্থানে কয়েকজন বিবি দাই আছেন। কোন স্ত্রীলোকের প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে ঐ বিবি দাইয়েরা প্রসব করাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসাধ্য হইলে প্রথমতঃ ছাত্রগণ, পরে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং তৎপরে অধ্যাপক আদিয়া দেখেন। তাঁহাদের সকলের অসাধ্য হইলে শমন আসিয়া হাত দেন।

এখান হইতে সকলে মেডিকেল কলেক্ষের হলে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন এই দালানটাতে বেথন দোদাইটা বদিয়া থাকে এবং এই হলে কলেজের এনাটমির লেকচার অর্থাৎ দেহতত্ত্ব সংক্রাপ্ত বক্তৃতা হয়।

এখান হইতে তাঁহারা অপর গ্রহে যাইয়া দেখেন, ছেলেরা টেবিলের উপর আন্ত আন্ত মড়া ফেলিয়া কাটিয়া দেখিতেছে, অধ্যাপক নিকটে বসিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পিতামহ কহিলেন "বরুণ। এ স্থান হইতে পালাই চল।"

বৰুণ। আজে চলুন।

তৎপরে দেবগণ চিত্রশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন-কাচের মধ্যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মৃতদেহ সকল সাজান রহিয়াছে। কাহারও ছই মাথা, কাহারও চারি হস্ত কাহারও হুই অঙ্গ একত করা কাহারও বানরের মত আফুতি ইত্যাদি। ইহার পর তাঁহারা অপর একদিকে গিয়া দেখেন—বড় বড় বোতলের মধ্যে নানাজাতীয় মৃত দর্প স্পিরিটে ডুবান রহিয়াছে। পরে হাঁদপাতালের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেবরাজ বাড়ীটর সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "দেথ বরুণ! কলিকাতার মধ্যে আমি যত বাড়ী দেখিয়াছি তন্মধ্যে এইটাকেই দর্ব্বাপেক্ষা ক্রন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার মোটা মোটা থাম্গুলি তিন তালা পর্যান্ত উঠায় এবং চতুর্দিকে বারাগুা থাকায় আরো সৌন্দর্য্য বুদ্ধি হইয়াছে।

ব্ৰহ্মা। বৰুণ! মেডিকেল কলেজ হইতে চল। আর মড়া কাটা দেখিবার আবশ্রকতা নাই। হিন্দুরা সহজে এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া আমি বড় বিশ্বিত হইলাম।

বন্ধণ। প্রথমে কি কেহ জাতি বাইবার ভয়ে সহজে এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ডাব্রুলার মধুস্থান গুপ্ত প্রথমে এই কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পথ দেখান। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালীমাত্রেই ইংরাজী চিকিৎসাকে ম্বণা করিতেন। ইংরাজ ডাব্রুলারেরা প্রথমে মধুস্থান গুপ্তকে ডাব্রুলার হইতে দেখিয়া ইংরাজী বাঞ্চ বাজাইয়া. তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন। অভ্যাপি এই মেডিকেল কলেজে তাঁহার প্রতি মুর্ত্তি আছে। এক্ষণে মেডিকেল কলেজের ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী হইয়াছে।

বঙ্গণ এখান হইতে দেবগণকে লইয়া চূণাগলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন এই স্থানে ফিরিজিরা বাস করে। এই স্থানই তাহাদিগের হোম অর্থাৎ বিলাত। এই চূণাগলিতে বিস্তর বেখ্যাও বাস করে। এ স্থানটা খালাসীদিগের মন্তপান ও বেখ্যা লইয়া আমোদ করিবার প্রধান আড্যা।

দেবগণ দেখেন—রাস্তায় কাল কাল স্থুলকায় পেট মোটা মাগীগুলো ঘাগরা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেবতারা যেমন তাদের প্রতি চাহেন, অমনি তাহারা এক মুখ দস্ত বাহির করিয়া হাসিয়া কহে কম হিয়ার—

বন্ধা। বরুণ। মাগীগুলোবলে কি ?

वक्रण। एक क्रांत्न मन (थरत्र कि वनरह !

নারা। বরুণ। বিশ্বর কুৎসিত ও কদাকার চেছার। দেখচি—এমন মূর্ত্তি ত কুত্রাপি দেখি নাই। মাগীগুলো ঐ বেশে অন্ধকারে দাঁড়াইরা থাকিলে পেত্নী বলিয়া ভর হয়।

এই সমন্ন জাহাজের থালাসিরা দলে দলে অসিন্না উপস্থিত হইল। মানী গুলো তাহাদিগের এক একটাকে যেন লুপে নিম্নে অদৃশ্র হইল।

উপ। वक्रन-काका। এथान श्टल हम; मानी छाटमा मिल्म-धर्ना।

বক্ষণ দেবগণকে গলি ঘৃঞ্জির মধ্যে দিয়া হাড়কাটা গলির মধ্যে আনিয়ঃ উপস্থিত করিলেন।

ত্রহা। বরুণ। এ বাডীট কাহার ?

বরুণ। বডালদের।

ব্রনা। ইংরাজরাজ্যে সকলই অন্তত।

বরুণ। এতে আর অদ্ভত হলো কি ?

ব্রহ্মা। অস্তুত নম্ন । বেড়ালেরা এমন স্থন্দর ও এত বড় বাড়ী করলে এর চেয়ে আর অস্তুত কি হতে পারে।

বরুণ। আজে বেডাল নয় বডাল।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বরুণ কহিলেন "এই স্থানে যত বাঙ্গালী বেশ্রারা বাস করে। স্থানটি বদমায়েসীর প্রধান আড্ডা। আমাদের সৌভাগ্য যে বেশ্রামাগীরা এক্ষণে ঘুমাইতেছে। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই সময়ে মাগী শুলো ঘুমায় আবার সন্ধ্যাকালে সকলে উঠিবে এবং যাহার যেমন সম্বল সাজ গোজ করিয়া এই রাস্তাগুলায় ছুটাছুট করিয়া তোলপাড় করিবে। ঐ সময়ে ইহারা কি ভদ্র কি ইতর যাহাকে পায় হাত ধরিয়া টানাটানি করে। ঐ সময়ে আবার এই ব্যবসায়ের দালালেরাও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়।"

ব্রহ্ম। এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। আজে এই স্থানে মহিবের শৃঙ্গ প্রভৃতি দারা চিরুণী প্রভৃতি প্রস্তুত হওরার স্থানটীর নাম হাড়কাটা গলি হইরাছে।

উপ। বরুণ কাকা! এখান থেকে পলায়ে চল—আমার বড় ভয় করচে বরুণ। তোর ভয় করচে কেন ?

উপ। ভাল ভাল লোকের মুখে শুনেছি এ রাস্তা দিয়ে লোক যাইলে দাঁত কেটে নেয়।

এই সময় দেবগণ দেখেন-একটা বাড়ী হইতে একজন শিখাধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত বাহির হুইলেন উহাদিগের হস্তে বন্ধে বাধা নানা-প্রকার দ্রবাসামগ্রী। উভয়ে তথন পাণ চিবাইতেছে। বুদ্ধ কহিল "দেখলে বাবা! কেমন যজমান করেছি ৷ ইহারা বেখা বটে: কিন্তু দিতে থুতে রাজা রাজড়ার অপেক্ষা ভাল মেয়ের বাপ কেমন দাতা দেখলি ? মাগী যা বল্লে তৎক্ষণাৎ তাই দিলে। ইহাকে পরিবার অপেক্ষাও ভাল বাদেন ও कथा अत्नम। वातू वर् कम लाक नन, এक बन उक्त वर्भन्त वर्भन्त। বাড়ীতে অভাপি দোল-ভূর্গোৎসব হয়। উহার দান খয়রাতও যথেষ্ট আছে। এবার পূজায় আমাকে বিদায় দিতে চেয়েছেন। তোমাকে এনে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিচিচ, কি জানি কবে আছি কবে নাই। তুমি যদি এই সব যক্তমানের মন-যোগাইয়া চলিতে পার স্থপে কাটাবে। কিন্তু সাবধান ৷ দেশে এ কথা প্রচার করে৷ না, লোকে একঘরে করে আমাদের জাতি মারিবে। আমি এ বংসর একা একশত ঘর যজমানের বাড়ী কালীপূজা করেছি। তোমাকে শেখাই—েবেখ্যা বাড়ীর পূজার প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে ঘেঁটাইতে নাই, গুদ্ধ নমঃ নমঃ করিয়া ফুল ফেলিয়া যত কাজ সারিতে পার ততই ভাল।"

উহারা চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি বলিতেছেন ?"

বরুণ। উহারা কোন পলীগ্রামের ভাল ত্রাহ্মণ। সংসার নির্বাহার্থ

বেশ্রাবাড়ীতে পৌরোহিতা গ্রহণ করিয়ছে। সম্প্রতি যজমান কন্সার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কলিকাতার আসিরাছে। এবার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া যজমানদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিতেছে এবং কি উপায়ে বেশ্রালয়ে ক্রিয়া কর্মা করিতে হয় তহুপদেশ দিতেছে।

ব্ৰহ্মা। হুঁ। কলিতে যাহা কিছু ঘটিবার সকলই ঘটিরাছে আহা। বুড়ো বামুন মরিবার ব্যেস এখনও শমনের ভব্ব নাই। মাথায় ত শিখাটিখা বেশ রেখেছে।

উপ। কন্তা ক্রেঠা! বলত ছুটে গিয়ে ওর শিথাটা ছিঁড়ে আনি। ইন্দ্র। পাছে বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ মৃত্যু হইলে পুত্র এই সমস্ত যজমান জানিতে না পারে এই আশক্ষায় পরিচয় দিতে আনিয়াছে।

এই সমন্ব দেবগণ দেখেন—একটি বাড়ীর দরজা তালাবদ্ধ। বাটীর
মধ্যে যেন ছই তিনটী স্ত্রীলোক বলাবলি করচে আমাদের মৃত্যুই তাল,
মন্থ্যাঞ্জীবনের কোন সাধই আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। পিতা মাতা
কুলীন দেখে বে দিলেন এর চেয়ে যদি জলে ফেলে দিতেন ভাল হত।
আমাদের স্থা কি ? স্থামী পাবার যো নাই; সমস্ত রাত্রি তিনি বেশ্যাবাড়ী পড়ে আছেন। সন্তান সন্তুতি নাই। সংসারের কাজ ? তাই বা কি
কাজ—তাঁরা যথন আদেন, কোঁচান্ন চাল, হাতে মাচ ও তরকারী, বগলে
শালপাতা। স্থাধীনতা আমাদের এমন, পাল দোরে পর্যান্ত তালা দিয়েছে।
যে মিলেরা নিজে খারাপ তারা পরিবারকেও খারাপ দেখে।

নারা। বৃদ্ধ এ কি ?

বঙ্গণ। তিন ভ্রাতার তিন পরিবারে ছ:ধের কথা কহিতেছে। এই তিন ভাই তিনটা বেশ্রার সথের উপপতি। উহাদের বেশ্রাকে কিছু দিতে হয় না; বরং বেশ্রারা প্রত্যহ একটী করে সিদে দেয়। আর মাস মাস ২০১২৫১ টাকা করিয়া মাসহারা দেয়। তদ্ভিয় বেটাদের জুতা কাপড় যখন বাহা আবশ্রক, ঐ মাগীরা কিনে দেয়। বড়টাকে ৫০০ টাকা দিয়া তার বেখা কাপড়ের দোকান ক'রে দিয়াছে। মিলেগুলোকে যদি দৈখ, মাথার চুল ফিরান, গারে পীরাণের উপর চ্যেন ঘড়ী ব্যতীত বাহির হয় না। নারায়ণ মৃহস্বরে কহিলেন, "কলিকাতার এ ত বড় কম স্থবিধা নয়। যাক্, বেটারা বাড়ী আনে কথন ?"

বরুণ। বড়টা আসে রাজি ২॥ টার সময়। মেজটা আসে ৩ টার সময় এবং ছোটটা আসে উবাকালে। আড়াইটে রাজির পর হইতে পাড়ার লোকের ঘুমাবার যো থাকে না। বেটারা এসে হারে ঘন ঘা মারে, "ওগো দোর থোল" "দোর থোলো" শব্দে চীৎকার করে।

এখান হইতে তাঁহারা বৌবাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন—নানা দ্রব্যের দোকান-শ্রেণী। দোকানের মধ্যে মিষ্টারের দোকানই অধিক। বরুণ কহিলেন, "এই বাজারের সন্দেশ বড় বিখ্যাত। এখানে অনেক বাজালী দোকানদার খুচরা দ্রব্যাদি নিলামে ক্রেয় করিয়া আনিয়া বিক্রেয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে। বাজারটীর অধিকারী বাবুমতিলাল শীল।"

এই সময় দেবগণ দেখেন—একটা লোক দন্দেশ কিনিয়া মুটে ভাড়া করিতেছে এবং কহিতেছে, "প্ররে মুটে! কিছু মিষ্টদ্রব্য এবং কয়েক থান কাপড় লইয়া ভবানীপুরে আমার মেয়ের বাড়ী যেতে কি নিবি ?" মুটে আট আনা চাহিল। লোকটা তাহার সহিত চারি আনা চুক্তি করিয়া দন্দেশ মাধার তুলিয়া দিয়া বস্ত্র করিয়া দিতে চলিল।

বরুণ। পিতামহ। ডাক্তার সরকারের সায়েন্স সভা দেখুন।

ব্রহ্মা। ডাব্রুার সরকার কে ?

বরুণ। ইহাঁর নাম মহেন্দ্রলাল সরকার। এমন ডাব্রুণার কলিকাতার দ্বিতীর নাই; ইনি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করেন *। ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন অত্যুৎক্কট ছাত্র। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্রে

করেক বৎসর হইল ডাক্তার সরকারের মৃত্যু হইরাছে।—সম্পাদক।

উক্ত লৈজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা প্রথম স্থান অধিকার করেন। তদবধি ইনি অতি স্থাতির সহিত এলোপ্যাণি চিকিৎসা করিতে থাকেন। পরে বিভাসাগর মহাশরের প্ররোচনার ও রাজেন্দ্র দন্তের দৃষ্টান্তে ইনি হোমিওপ্যাণি চিকিৎসা আরম্ভ করেন, ও এ পর্যান্ত হোমিওপ্যাণি চিকিৎসা করিতেছেন। ইহাঁর কলেরা পুস্তক হোমিওপ্যাণির একথানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার জক্স ইনি প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। ইহাঁরই যত্নে কলিকাতা বিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা বছবাজারে অবস্থিত। ইহার বারা দেশে বিজ্ঞানসভার যথেষ্ট স্থবিধা হইয়াছে।

পিতামহ! এই বছবাজার বিজ্ঞালের বের জন্ম বিখ্যাত। কোন বিখ্যাত জমীলার এখানে একটা বেশা রাথেন এবং ঐ বেশার সথের বিজ্ঞালের "বে"তে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া, বাটা যাইয়া স্ত্রীকে সগর্কে কহেন, "আমার মত জমীলার কে আছে ? আমি একটা বিজ্ঞালের "বে"তে এত টাকা ধরচ করিয়া আসিলাম।" তৎশ্রবণে তাঁহার স্ত্রী কহিলেন, "এমন লোকও আছে যে বানরের "বে"তে তোমার বেজ্ঞালের বের ধরচ অপেক্ষা বিশ শুণ টাকা বায় করিয়াছেন।" বাবু তৎশ্রবণ কহিলেন, "তোমার মিধ্যা কথা, সে লোক কে ?" স্ত্রী শুনিয়া কহিলেন, "কেন আমার শুনুর,—তোমার "বে"তে ?"

নারা। এখনও কি বিড়ালের পিতা বাবুর বিষয় আছে ? বঙ্কণ। আছে। বিস্তর টাকার বিষয়—সহজে যাবে না।

এখান হইতে সকলে বৌবাজার বৈঠকখানার মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলেন এবং অনেক স্থলর স্থলর ছবি দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বঙ্গুণ কহিলেন, "প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্যান্ত এবং অপরাত্ন ৩ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্যান্ত এই স্থান সাধারণ দর্শক-দিগের নিমিত্ত খেলা থাকে।"

এখান হইতে বহিৰ্গত হইয়া পিতামহ কহিলেন, "বৰুণ! বাসায় চল,

কলিকাতা



আৰু আর না।" দেবগণ তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বাসাভিমুখে চলিলেন।
মাইতে যাইতে বন্ধুণ কহিলেন, "পিতামহ। আচ্ছিমুল দেখুন।"

ব্ৰহ্মা। এ স্কুলে কি শিকা দেওয়া হয়?

বৰুণ। এথানে কারিগরি শিক্ষা দেয়—অর্থাৎ অন্ধিত করা, ক্ষোদাই করা, প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করা প্রভৃতি শিক্ষা দেওরা হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত আকারে অন্ধিত হইনা বাজারে বিক্রের হইতেছে।

ব্রহ্মা। বেশ বেশ—বর্ত্তমান সময়ে চাকরীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এইরূপ স্কুলের সংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভাল। কলিকাতার স্তর্ধর ও কর্ম্মকারের বিদ্যা শিক্ষা দিবার কোন স্কুল আছে ?

বরুণ। আজ্ঞেনা; ঐ সুল ঢাকা, রাঁচি, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে আছে। বন্ধা। সেধানে ধাক্লে কি হবে ? কলিকাতার মধ্যে ছই চারিটী পাকা উচিত।

এই সময় দেবগণ একটা বাড়ীর ছারের নিকট যাইয়া দেখেন—এক আশী বংসরের বুড়ো,—চুলগুলি শাদ। হইয়াছে, চক্ষে চশমা আছে, কহিতেছেন—"এ-এ-ডেওয়ারি। ছোট বাবু কোথায় ।"

"আজে, আজ শনিবার, তিনি বাগানে গিয়াছেন।"

"এ-এ-এ-মেজো, वर् ও সেজো বাব ?"

"আজে, সকলেই বাগানে গিয়াছেন।"

"এ-এ-এ-আমি বুঝি একা বাড়ী থাক্বো ? একথানা গাড়া ডাক্।"

ইন্দ্র। বরুণ। বাগানে কি १

বঙ্গণ! বাবুরা মোসাহেব ও বেখা লইয়া গিয়া আমোদ করেন। কলিকাতার ধনী বাবুদের মধ্যে যাঁহার বাগান নাই বা যিনি বাগানে যান না, তিনি বাবুই নন। ঐ বাগানে বাবু যান, বাবুর রক্ষিতা বেখা যান ও মোসাহেবরো যান। মোসাহেবদের সেবার জভ্ত মাছ মাংস ও খাছ ক্রব্যের

সহিত ২।৪টে ভাড়াটে বেখ্যাও সঙ্গে লইয়া যাওয়া হয় এবং সমস্ত রাত্রি মদ, মাংস, বেখ্যা, পাণ, তামাক, তাস ও পাশা খেলার শ্রাদ্ধ হয়।

নারা। বুড়ো বেটার মরবার বরেদ, কিন্তু রদ ত মরে নাই।

ইন্দ্র। রস মর্বে নিমতলার ঘাটে গেলে।

দেবগণ বাসার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন-প্রস্থপরিচিত সন্দেশ-ক্ষেতা বাবু একটা দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম উত্তম বস্ত্র বাছিয়া স্তুপাকার করিয়া দর দস্তর করিতেছেন। মুটে সন্দেশের হাঁড়ি কোলে করিয়া দোকান-ঘরের বারাগুায় বসিয়া আছে। বস্ত্রের দর করা শেষ हरेल वार् मुखिरक प्रथारेमा कहिल्लन, "बे आमात हाकत विषम त्रिश त्रिश, আমি একবার চট ক'রে বাড়ী থেকে দেখাইয়া আনি" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। দেবতারাও বাসায় যাইয়া প্রবেশ করিলেন। হস্তপদ প্রকালন করিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন দোকান্যরে ভরানক গোলমাল। তাঁহারা তৎশ্রবণে বাহিরে আসিয়া দেখেন, লোকে লোকারণা। যে ব্যক্তি বস্ত্র থবিদ করিতেছিল, সে জুয়াচোর। মুটেকে ভত্য বলিয়া ৰসাইয়া রাখিয়া যাওয়ায় দোকানীরা যাইতে দিয়াছিল. একণে লোকটা আর ফিরিল না দেখিয়া মুটেকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, "তুই বেটা বল, তোর মনিবের বাড়ী কোপায় ?" মুটে অবাক হইয়া কহিতেছে, "দে বেটা আমার সাতপুরুষের মনিব নয়। আমি মুটে; মুটেগিরি ক'রে দিন কাটাই; আমাকে চারি আনা দিয়ে ভবানী-পুরে পাঠাবে চুক্তি ক'রে ডেকে আনাতেই দক্তে সঙ্গে আসিয়াছিলাম, তার পর তোমাদের দোকানের মধ্যে গিয়া কি ব'লে কাপড় নিয়ে গেল—সে জানে আর তোমরা জান, আমি কি জানি।" দোকানী কহিল, "শালা জুরাচোর প্রবঞ্চনা ক'রে প্রায় ৫০।৬০ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। নে, মুটে বেটার নিকট হইতে সন্দেশের হাঁড়িটে কেড়ে নে; শালা ত সর্বনাশ ক'রেছেই, তবু মিষ্টিমুথ করা যাবে।"

ব্রহ্মা। বরুণ ! এ কি ? কলিকাতা ইংরাজ রাজধানী না বদমায়েসের আডগা !

দেবগণ বাসায় আসিলেন। উপ ইয়ারগণের বাসায় গেল। দেবগণ বসিয়া যথন কলিকাতার জুয়াচোর সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন, তথন উপ'র সমবয়স্কেরা এই গীতটি গাহিতেছিল।

এবার আমি বুঝব হরে।

ঐ যে ধ'রবো চরণ লব জোরে॥

পিতা পুজে দেখা হ'লে এনটী কথা কব তারে।

সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ হুদে ধরে কোন্ বিচারে।
ভোলানাথের ভুল ধ'রেছি, বল্ব এবার যারে তারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে চরণ ছেড়ে দেক আমারে॥
মায়ের ধন কি পায় না বেটায়, সে ধন নিলে কোন বিচারে।
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে॥
প্রসাদ বলে বল্বার নয় মা, ব'ল্লে পরে আপন পরে।
মায়ের ধনে পুজের দাবা, সে ধন দিলি তোর কোন বাবারে॥
মায়ের ধনে পুজের দাবা, সে ধন দিলি তোর কোন বাবারে॥

দেবগণ গান শুনিয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "ভোলাদার উপযুক্ত গান হয়েছে।"

ব্রহ্মা। বন্ধণ। আমাদের উপ'ও গান ক'র্চে নর ? ছোঁড়ার গলাটা ত মিষ্ট আছে, ওকে যাত্রার দলে দিলে হয়।

বঙ্গণ। এক্ষণে ব্যবসার মধ্যে যাত্রার ব্যবসাতে একটু লাভ আছে, ও গেলে সে পথও ঘুচে যাবে।

ব্রহ্মা। বরুণ । ছেলেরা যে গানটা গাইলে, ঐ গানের শেষে ব'ল্চে—প্রসাদ বলে,—প্রসাদটা কে । এ ব্যক্তি উত্তম সঙ্গীত রচনা ক'রেচেন; ইহার বিষয় আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বঞ্চ। ইনি আন্দাক ১৬৪৩ শকে হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমার-হট্ট নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রামরাম সেন। ইহারা জাতিতে বৈশ্ব। রামপ্রসাদ বাল্যকালে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারশু ও হিন্দি ভাষা স্থলাররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সমস্ত সংসারের ভার তাঁর নিজ স্কব্ধে পড়ে, স্কুতরাং কলিকাতার কোন ধনাত্য ব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া একটা মুম্বরিগিরি কর্মে নিযুক্ত হন। ইনি যে সমস্ত থাতা পত্রে জ্মীদারি হিসাবাদি লিখিতেন, অবসর পাইলেই ঐ থাতার চারি ধারে যে শাদা স্থান থাকিত, তাহাতে দক্ষীত লিখিয়া পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। এক দিন ইহার প্রভ ঐ খাতা দেখিয়া অত্যন্ত বিহক্ত হন, অবশেষে পাঠ করিয়া বিশ্বিত ও মুগ্ধ হইরা রামপ্রসাদকে 'কেন তিনি দাসত স্বীকার করিরাছেন গ' ভিজ্ঞাসা করেন। রামপ্রসাদ তত্তত্তে সংসারের কষ্টের বিষয় জ্ঞাত করাইলে তিনি ত্রিশ টাকা করিয়া মাসিক বৃদ্ধি দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এই বুদ্ধি পাইয়া রামপ্রসাদ বাটা আসিয়া অহোরাত্র কেবল শক্তিবিষয়ক দলীত, সংকীর্ত্তন ও সাধন ভজনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় ক্লফনগরের রাজা ক্লফচন্দ্র রায় তীহার ভণের কথা ভনিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং ভণের পরীক্ষা লইয়া বিশেষ আহলাদ প্রকাশ করেন। রাজা তাঁহাকে নিজের সভাসদ করিবার প্রস্তাব করিলে রামপ্রসাদ অসমত হন। ঘাহা হউক, রাজা ইহাতে অসহট না হইয়া কবিরঞ্জন উপাধি ও এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। রাজদন্তভূমি ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রামপ্রসাদ কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ একথানি বিস্তাস্থন্দর পুস্তক লিখিয়া রাজাকে উপহার প্রদান করেন। ইনি তালীকার্ত্তন নামক একখানি কাব্যগ্রন্থও প্রণয়ন করিরাছিলেন। তদ্ভিন্ন শিবকীর্ত্তন প্রভৃতি আরও কতকগুলি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার কালাকীর্ত্তন গ্রন্থানি অধিকতর উৎকৃষ্ট। ইহাঁর স্পষ্ট নৃতন স্থর

অতি সহক অথচ প্রতিমধুর ও ভক্তিরসাত্মক। ইনি গালা ক্রক্টপ্র রায়ের প্রিরশাত্র হইরা এক সমর তাঁহার সহিত মুরশিদাবাদে বাইতেছিলেন। বর্ধন তিনি ভাগীরথী-বক্ষে নৌকোপরি কালীনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন, বটনাক্রমে নবাব সিরাজ উদ্দোলা সেই সঙ্গীত প্রবণে বিমুগ্ধ হইরা তাঁহাকে ভাকিরা গান করিতে আদেশ করেন। রামপ্রসাদ নবাবের প্রিয় হইবার ইচ্ছার হিন্দিতে মুসলমান ধর্মের গান করিতেছিলেন; কিন্তু নবাব তাহাতে অসম্ভই হইরা কহেন, "না'না—নেই কালী কালী গান কর।" রামপ্রসাদ তৎপ্রবণে কালীবিষয়ক গান করিলে নবাবের পাষাণ-ভ্রমন্ত দ্রবীভূত ও বিমুগ্ধ হইরাছিল। ইহার কোন রোগে মৃত্যু হয় নাই, ভাবে মৃত্যু হইরাছিল। মৃত্যুর দিন এক গলা গলাজলে দাঁড়াইরা করেকটী শক্তিবিষয়ক গান করেন, সেই সলেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়।

ব্ৰহ্মা। আহা! রামপ্রসাদ সাধুলোক দিলেন।

নারা। উপ বেটা কত বাঙ্গালা পুস্তক জুটায়েছে দেখ় বরুণ, এক-খানা পাঠ কর শোনা যাক্।

বৰুণ তৎপ্ৰবণে বাসবদন্তা লইরা পাঠ করিতে লাগিলেন। দেবগণ অনেকক্ষণ পর্যান্ত শুনিরা কহিলেন, "এ লোকটা একজন স্কবি বটে, ইহার জীবনবৃত্তান্ত বল।"

বরুণ। এই কবির নাম ৺মদনমোহন তর্কালকার। ইনি ১২২২ সালে
নদীয়া জেলার অস্তর্গত বিশ্বপৃষ্করিণী নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ
করেন। ইহাঁর পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যার। মদনমোহন সংস্কৃত
কলেজে বিস্থা শিক্ষা করেন। ইনি এবং বিভাসাগর মহাশয় এক শ্রেণীতে
পাঠ করিতেন এবং উভরেই কলেজের মধ্যে উৎক্রপ্ত ছাত্র ছিলেন।
পাঠ্যাবস্থার ইনি সংস্কৃত রস্তর্জিণী নামক গ্রন্থের বাজালা অমুবাদ করেন
এবং বাসবদত্তা গ্রন্থধানি পঞ্জে রচনা করিয়াছিলেন। ১২৫০ সালে ইনি পাঠ
সমাপ্ত করিয়া কলিকাতার একটা বাজালা বিস্থালয়ে ১৫১ টাকা বেতনে

পঞ্জিত নিযুক্ত হন। ইহার পর ২৫১ টাকা বেতনে বারাসতের স্কুলের প্রধান পঞ্জিতের পদ পান। তথায় এক বংসর মাত্র থাকিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৪০ টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইন্নাছিলেন। ইহার পর ইনি ৫০১ টাকা বেতনে ক্লফনগর কলেঞ্জের প্রধান পণ্ডিত হইন্না-ছিলেন। তথায় এক বৎসর মাত্র কাজ করিয়া সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-भाषाधाशिकत शर्म २० रोका (वज्रत नियुक्त इन। >२৫१ माल महन-মোহন শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ রচনা করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইনি মুরশিদাবাদের জব্ধ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। ঐ পদের বেতন ১৫০ টাকা। ছব্ন বৎসর কাল জজ পশুতের কাজ করিয়া ঐ স্থানের ডেপুটী মাজিপ্টেট হইরাছিলেন: এই সময়ে ইনি মুর্শিদাবাদের হিতের জন্ম মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া বক্ততা করিতেন এবং বিধবা ও অনাধ বালকদিগের সাহায়ার্থে একটা দাতবা সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তত্তির ঐ স্থানে একটা অতিথিশালাও স্থাপন করেন। ১৮৬৫ সালে ১৫ আইন পাশ হয়। এই আইনের সার মর্ম্ম বিধবাবিবাহজাত পুত্রগণ পৈতক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে। এই আইন প্রচলিত হইলে মদনমোহন ঘটক হুটুয়া শ্রীশচন্দ্র বিন্তারতের সহিত এক বিধবার বিবাহ দিয়া ফেলেন। এই দোষের জন্ত তর্কালঙ্কারকে দেশে প্রায় ৮।১ বংসর পর্যান্ত সমাজচ্যুত হইয়া পাকিতে হইয়াছিল। ইহার পর ইনি কান্দি স্বডিবিসনের ভার প্রাপ্ত হন। ইনি কান্দির অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। তথায় ইহাঁর যত্নে একটা বালিকা-বিস্থালয়, একটা অতিথিশালা, চিকিৎসালয় এবং রাজপথ প্রভৃতি নির্দ্ধিত হয়। এ স্থানেই ১২৬৪ সালে ইহাঁর বিসূচিকা রোগে প্রাণতাাগ হইয়াছিল।

দেবগণ যথন কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে উপ সমবয়ন্ত্রদিগের বাসা হইতে কতকগুলো বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্র বগলে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নারায়ণ তাহার প্রতি চাহিরা হাস্ত করিরা কহিলেন, "উপ যেন আমাদের বৃহস্পতির প্রপৌত্র সেজে এসেছে।"

দেবতারা ইহার পর জলযোগ করিলে ইন্দ্র কহিলেন, "পিতামহ! মর্জ্যে আসিয়া কেবল পাপকার্য্য দেখা যাইতেছে। লোকের আচার-ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হয় একলে কলির শেষ দশা; অতএব আপনি কলিমাহাত্ম্য বর্ণন কর্মন।

বন্ধা। এই কলিকালে দত্য, ধর্ম পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল এবং স্থৃতি বিনষ্ট হইবে। এই কালে ধনই মন্মুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ হইবে এবং ধর্মনির্দ্ধারণ-বিষয়ে ধনই বলবং হইবে। এই কলিতে রুচি অমুসারে বিবাহ ক্রম-বিক্রম হইবে। এই কালে ব্রাহ্মণদিগের চিহ্ন মধ্যে কেবল যজ্ঞ-স্ত্র গাছটী গলে থাকিবে: আচার বিনয় বিস্থা প্রভতি শুণশুলি তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইবে। কলির পণ্ডিতেরা বছবাকা বার করিবেন এবং অর্থলোভে অক্সায় ব্যবস্থা-পত্র প্রদান করিতেও সঙ্কৃচিত হইবেন না। এই সময়ে কেশধারণ কৈবল সৌন্দর্য্যের জন্ম হইবে। মুমুম্মুগণ সর্ব্বদা শীত. বাত, রৌদ্র, বর্ষা, ক্রুধা, তৃষ্ণা ব্যাধি এবং চিস্তার দারা অতিশন্ধ কট পাইবে। মুম্বাদিগের পরমায় ৫০ বংসর স্থির থাকিবে, কিছ অধিকাংশ ২২।২৫ বংসর বয়সেই মানবলীলা শেষ করিবে। এই কালে দেহিদিগের দেহ থর্কাকুতি ও ক্ষীণ হইবে এবং মহুষ্যদিগের জাতিভেদ ও বর্ণভেদ থাকিবে না। মন্তব্যেরা চৌর্যাকার্য্যে তৎপর হইবে, মিথ্যা ভিন্ন সতা ভ্রমেও বলিবে না এবং বুপা হিংসা ইহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইবে। এই কালের গো সকল ছাগবৎ থকাকৃতি হইয়া অন্ন হগ্ধ প্রদান করিবে, ঘতাদিতে পুর্বের স্বান্ন গন্ধ ও মিষ্টতা থাকিবে না এবং বৃক্ষাদিতেও প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মাইবে না। লোকে পিতা মাতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে, ল্রাতা ল্রাতার সর্ব্ধনাশের टिही कतित्व। खेर्य मकलात खन कीन इटेर्द ; स्मा इटेरन जन इटेर्द ना. কেবল বিদ্যাৎ ও বন্ধ্রপাত হইবে এবং মনুষাগণের গর্দভের ক্রায় আচরণ

হইবে। কলিভে ছল, মিথাা, আলক্ষ, হিংসা, ছংখ, শোক, মোল, ভর ও रिम्छप्नात श्रीधाम श्हेरत। এই সময়ে মহুষাগণ কুলুদ্লী, অরভোগী ও ধনহীন হইবে। প্রত্যেক গ্রাম ও নগর পাকও ও দত্ম্য ছারা পরিপূর্ণ থাকিবে। ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত পেটুক হইবে, নিমন্ত্রণ হইলে জাতিবিচার कतिरव ना । जीतारकता धर्माकृष्ठि, अधिकरणांकी श्रेरव এवः वह मसान প্রস্ব করিবে। তাহাদের লজ্জার হাস হইবে। স্বামীরা শুরুর ভার স্ত্রী-লেবা করিবে ও অতান্ত দ্রৈণ হইবে। শক্তেরা ব্রাহ্মণের ফ্রায় ওপ প্রাপ্ত হইরা ধর্মচর্চা করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা শুদ্রের ক্সান্ধ তাহাদিগের নিকট ব্যবস্থা লইতে যাইবে। অন্নকষ্ঠ, অভিবৃষ্টির প্রাক্তর্ভাব হইবে এবং লোকের অন্নবস্ত্র, পান-ভোজন-স্থান ও ভূমি থাকিবে না। বংসামান্ত অর্থ সইয়া ভ্রাভূবিচ্ছেদ ঘটিৰে। লোকে অব্লাভাবে মাতা, পিতা, পুত্ৰ, কন্তা ও পদ্দীকে প্ৰতিপালন করিতে সক্ষম হইবে না। স্ত্রী পুরুষ বালক বুদ্ধ প্রত্যেককেই পরিপ্রম করিরা খাক্তরের সংগ্রহ করিতে হইবে। কপট ধর্ম প্রচারকের সংখ্যা রঞ্জি হইবে। দেশে বেদের চর্চা বিলুপ্ত হইয়া মন্ত্র সকলের পাঠবিক্কতি হইবে ও ব্রাহ্মণেরা সেই সকল বিক্লত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজেদের ও যজমানদিগের সর্বাশ করিবে।

वक्ना याहा विमालन, ममखरे रहेबाहा।

ইক্স। কলিতে যখন পাপীর সংখা এত বৃদ্ধি হইবে, তখন নরকে স্থান হইবে না।

উপ। কতকগুলো নৃতন নরক নির্দ্মাণ ক'র্তে হবে।

ব্রহ্মা। এই কালে লোকে দিনাম্ভে একবারমাত্র হরিনাম উচ্চারণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে।

हेस । कनिङ्ग त्यव प्रभाष्ठ किक्रश मांफाहेर्व १

ব্রহ্মা। যথন পশীর সংখ্যা অত্যক্ত বৃদ্ধি হইবে এবং লোকের জাতি-বিচার ও ধশ্ববিচার থাকিবে না, সেই সমন্ত্র নারারণ সম্বলপ্ররে বিষ্ণুযশার গৃহে ক্ষিত্রপে ক্ষাগ্রহণ করিবেন এবং দেবদন্ত অখারোহণে পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্বক কোটা কোটা পাষশুকে হস্তান্থিত থড়া ছারা শমনসদনে পাঠাইবেন। তৎপরে তাঁহার গাত্রের চন্দনগন্ধ বায়ু ছারা যে ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করিবে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং আবার সভাযুগ আবন্ধ হইবে। সেই সমরে চন্দ্র, সূর্বা, এবং বৃহস্পতি এক রাশিতে মিলিত হইবেন।

অনেক রন্ধনী পর্যান্ত সকলে কলিমাহান্দ্রা শুনিরা নিদ্রাভিভূত হইলেন এবং প্লাতে উঠিয়া কলের জলে স্থান করিলেন। পিতামহের সন্ধিবোধ হওয়াৰ অন্ত আর স্থান করিলেন না। ভিজা গামছাৰ গাত্র মার্ক্তন করিলেন। বক্লণ কহিলেন, "ও কাঁচো-পাকা জলে স্থান করিলে ভাল হইত; নচেৎ সন্ধি বসিরা যাইলে বড় কন্ত পাইবেন।" নাবারণ কহিলেন, "অপরাত্রে কতকগুলি গরম জিলাপী থাইবেন, সন্ধির পক্ষে উগ আমোৰ ঔষধ।"

অন্ন ব্যক্তন প্রশ্নত করিয়া সকলে আহাবে বসিবার উদ্যোগ করিয়া উপ'কে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন। উ'প "যাচিচ" বলিয়া বিলম্ব করিলে নারায়ণ কহিলেন ও কতকগুলো বালালা ও ইংরাশী সংবাদ-পত্র দেখিয়া কি লিখিতেছে। দেবরাজ কহিলেন, "বোধ হয় হাত পাকাচেচ, শুনেছে—হাতের লেখা ভাল না হ'লে কলিকাতার চাকরী হয় না।"

উপ'কে অনেক ডাকাডাকি করার পর আদিয়া আহারে বদিল। আহারাস্তে পাণ তামাক খাইয়' দেবগণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পিতামহের শরীরটা অস্তুত্ব থাকায় অল্প অপরাস্ত্রেই সকলে নগরভ্রমণে চলিলেন এবং মৃঙ্গাপুরষ্ট্রীট্ দিয়া এলবার্ট কলেজ, রিপন কলেজ, চাঁপাতলার দীঘি ও কতকগুলো কাঠের গোলা এবং চাঁপাতলার ডিস্পেন্সারি দেখিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

নারা। বঙ্গণ! এ ষ্টেশনটা বড় স্থন্দর। এস্থানের নাম কি १ বঙ্গণ। এই স্থানের নাম শিরালদহ। এই শিরালদহ ষ্টেশন হইতে পূর্ববঙ্গ রেলগুয়ে আরম্ভ হইরা অনেকগুলি ভদ্রপলীর মধ্য দিয়া পদ্মানদী- তাঁরস্থ গোরালন্দ নামক স্থান পর্যাস্থ গিরাছে। কলিকাতার পর পারে যেমন হাবড়া, এ পারে তেমনি শিরালদ্ধ। এই ষ্টেশনের মধ্যে রেলওয়ের এজেণ্ট অফিস, ইঞ্জিনিয়ার অফিস, একাউণ্টেণ্ট অফিস, অডিট ও ট্রাফিক অফিস এবং লোকোমটিভ অফিস নামে কতকগুলি অফিস আছে।

উপ। এ রেলওয়েতে আমার কর্ম হয় না ? এথানেও কি বড়বাবু আছে ?

দেবগণ একটা স্থন্দর দালানের মধ্যে প্রবেশ করিলে বন্ধণ কহিলেন "এই দালানে রেলওয়ে যাত্রীরা আসিয়া টেণের জক্ত অপেক্ষা করিয়া, থাকে। দালানটা বড় স্থন্দর, ইহার উপবিভাগটা দেখ, কেমন নানা বর্ণে চিত্রবিচিত্র করা। ১৮৬২ অব্ধ হইতে রেলওয়ের গাড়া চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই রেলওয়ের একটা শাখা চিৎপুর ও বাগবাজারের মধ্য দিয়া আরমানী ঘাট পর্যাস্ত গিয়াছে। পূর্ব্বে এই আরমানী ঘাটে, ই, আই, বেলওয়ের কলিকাতা ষ্টেশন ছিল। ভাগীরথীতে পোল হওয়া পর্যাস্ত ষ্টেশনটা উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই রেলওয়ে কোম্পানী ষ্টেশনটা ক্রেয় করিয়া মালগুদাম করায় কলিকাতার মহাজনদিগের যত মালামাল যাইয়া জমিতেছে, তৎপরে ট্রেণে বোম্বাই ইইয়া রেলপথে এখানে আসিতেছে। হাটথোলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া যথন গাড়ি আইদে, তথন মহাজনেরা মালামাল ভূলিয়া দিয়া থাকে।

এথান হইতে বহির্গত হইয়া দেবগণ দেথেন—একটা মাতাল অপরিমিত মন্ত পান করিয়া রাস্তায় পড়িয়া বমি করিতেছে। আর একটা মাতাল নেশায় জ্ঞানশৃত্য হইয়া সেই বমিগুলো লইয়া থাইতেছে। দেবগণ তদ্পষ্টে "ওয়াক্" "ওয়াক্" শব্দে অঞ্চদিকে যাইলেন। পিতামহ কহিলেন "এবিফু! মাতালদের কাওগুলো দেথে আমি বড় আশ্চর্যান্বিত হইতেছি।"

এখান হইতে সকলে ২৪ পরগণার মুব্দফী আদালত, ছোট আদালত

কাষেৰ মেডিকাৰ স্থুল ও হাস্পাতাৰ—কলিকাতা

\$5¢ ₽;

দেখিয়া ক্যানিং বাজারের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণ কহিলেন, "বঙ্কণ! এ স্থানটীর নাম কি ?"

বরুণ। এই স্থানের নাম ক্যানিং বাজার। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং এই বাজারটী প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহার নামামুসারে ইহার নাম ক্যানিং বাজার হইয়াছে। পূর্বের এই স্থানে নাপিতের বাজার ভিন্ন অন্ত বাজার না থাকায় ইংরাজ অধিবাসীদিগের কট্ট হওয়ায় বাজারটী প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু লোকসান হওয়ায় বাজারটী উঠিয়া গিয়াছে।

ব্ৰহ্ম। এক্ষণে কি হয় ?

বরুণ। এক্ষণে এখানে ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল ও ক্যাম্বেল স্কুল বসিতেছে। ক্যাম্বেল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী চিকিৎসাশান্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কম্পাউগুার উপাধি * পাইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২৫ টাকা বেতনের চাকরী পায়। স্বুলটী প্রতিষ্ঠা করিবার প্রধান উদ্দেশ্ত —গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতাল মাত্রেই একজন করিয়া কম্পাউগ্রার আবশ্রুক, কিন্তু ঐ কাজ অশিক্ষিত লোকের হস্তে দিলে কি ঔষধ দিতে কি দিয়া বিপদ্ ঘটাইতে পারে; এজ্ঞ এই বিত্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। তাহাতে চিকিৎসা করা ও ঔষধ দেওয়া উভয় কাজই স্থচারুর্কপে নির্বাহ হয়। মেডিকেল কলেজের যত পচা মড়া সর্বশেষে এই স্কুলের ছেলেদের জ্ঞু আসিয়া থাকে।

ইব্র বরুণ । ভিতরে চল না।

ব্রহ্মা। ভিতরে গিয়া কি হবে ? পচা মড়ার গন্ধ ভূঁক্তে বুঝি বড় শাধ হরেছে ?

^{*} একণে ক্যান্থেল স্কুলের পরীক্ষোন্তীর্ণ ছাত্রেরা হস্পিট্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট উপাধি পাইকা থাকেন।—সম্পাদক ।

বঙ্গণ তংশ্রবণে ক্যাদেশ হাঁসপাতাল না দেখাইরা দেবগণকে লইরা বৌবাজারের অক্রের দন্তের বাড়ীর সম্মুখে জলের কলের নিকট যাইরা উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, "পিতামহ। জলের কল দেখুন। পলতা, টালা ওয়েলিংটন স্বয়ার এই তিন স্থানে তিনটী জলের কল আছে। কলের দারা জল আনিয়া এই স্থানে প্রথমে সংশোধন করা হয়, তৎপরে পাইপের দারা লোকের বাড়ী বাড়ী ও রাস্তা ঘাটে বিতরণ করা হয়। থাকে। *

ইব্র । এখানে জল আনিয়া কোখায় সঞ্চিত হইতেছে १

বঙ্গণ। এই স্থানে পূর্ব্বে ওয়েলিংটন স্করার নামক একটি পুছরিণীছিল। এক্ষণে সেই পুছরিণীটীর জল শুছ করিয়া গজগিরি করিয়া বাঁধান হইয়াছে। ঐ পুছরিণীর উপরটী খিলান করা এবং ভিতরটী উত্তমরূপ চুণ কাম করিয়া তাহাতে বালি প্রভৃতি যাহাতে জল বিশুদ্ধ হয় এমন সব দ্রবা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে।

উপ। ভিতরে মেলা মড়ার হাড় আছে না ?

বঞ্চ। মড়ার হাড় থাক্বে কেন ?

উপ। তানা হ'লে জল পরিষ্কার হ'বে কেন ? গলার জল যে এত পরিষ্কার শুদ্ধ কেবল মড়ার হাড় থাকাতে।

বন্ধণ। তুই থাম্। সেই পুছরিণীর উপর যে থিলান আছে, তত্তপরি
মাটি চাপা দিয়া স্থানে স্থানে ঝাঁজরি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ দেখুন
দেখা যাইতেছে। যথন আবশ্রক হয়, ঝাঁজরি খুলিয়া জল পরীক্ষা করিয়া
দেখা হইয়া থাকে। ঐ স্থানের মধাস্থলে দেখুন, একটা ফোয়ারা
রহিয়াছে। ঐ ফোয়ারা দিয়া জল উঠাইয়া পরিছার হইয়াছে কি না
দেখা গিয়া থাকে, তৎপরে উহার চতুম্পার্শ্ব ঐ সমস্ত স্তুপাকার প্রস্তরের

শশ্রতি টালার এক প্রকাপ্ত Overhead reservoir নির্দ্ধিত হইরাছে। তথা
 হইতে সম্বন্ধ সহরে জল সরবরাহ করা হইরা থাকে।—সম্পাদক।

উপর জল পতিত হওরার ময়লা পরিকার হয়, আবার ভিতরে প্রবেশ করে, এবং পাইপের মধ্য দিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যায়। প্রথমে কলের জল কলিকাতার লোকে পান করে নাই; কিছ যথন সোমপ্রকাশ-সম্পাদক প্রারকানাথ বিক্যাভূষণ সোমপ্রকাশে বুরাইয়া দেন—কলের জলে কোন দোষ নাই, তথন সকলে পান করে।

বন্ধা। বৃদ্ধিবলে ইংরাজেরা জলকেও বশ করিয়াছে।

বরুণ। ঐ ছঃথে আমি আমার জ্বাধিপতিত্বের কাজ এক প্রকার পরিতাগ করিয়ছি। তবে অনেককালের চাকরী, এজস্তু মায়াটা পরিতাগ করিতে না পারিয়া সময়ে অসময়ে এক আধ বার বারিবর্ষণ করিয়া থাকি। ফলে আমার আর কাজকর্মে কোন স্থথ নাই। এই গণীর মধ্যে অক্রুর দত্তের বাড়ী। ঐ বাড়ীতে সাবিত্রী লাইত্রেরি নামে একটী স্থানর পুস্তকালয় আছে। প্রাসিদ্ধ হোমিওপ্যাধিক চিকিৎসক বাবুরাক্তেম্বে এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা। আমাকে ভাঁহার বিষয় বল।

বন্ধণ। রাজেন্দ্র দত্ত ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিবিধ সদ্গুণের জন্ম লোকে তাঁহাকে রাজা বাবু বলিয়া ডাকিত। তিনি শৈশবাবস্থায় পিতৃহীন হইয়াছিলেন। কিছুকাল অপ্তত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। যথাসময়ে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কয়েক বৎসর মেডিকেল কলেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে চিকিৎসাশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেই সময় হইতেই চিকিৎসাশান্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। চিকিৎসাবিজ্ঞায় পারদশী হইয়া দীন দরিদ্রের কস্ত মোচন করিব, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বদ্ধু ডাক্সার হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া নিজ বাটীতে একটা ঔষধালয় প্রতিষ্টিত করেন। এই ঔষধালয় হইতে দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইত। এই সময় হোমিঞ্স্যাধিক

চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতি তাঁহার অমুরাগ জন্ম। ডাব্রুলার টনার নামক একজন প্রদিদ্ধ ইংরাজ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সেই সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রাজেল্র বাবু তাঁহাকে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জক্স যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই স্ত্রে তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতায় একটি হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়। পরে যথন ডাব্রুলার বেরিনি কলিকাতায় আসেন, তথনও রাজা বাবু তাঁহার প্রধান সহায় হন। এই বারে তিনি এ দেশে হোমিওপ্যাথির প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এ দেশীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তাঁহার সহায়তা বড়ই প্রশংসনীয়। রোগীকে বাঁচাইবার জন্ম তিনি থেরূপ নিঃ স্বার্থভাবে চেষ্টা করিতেন, সেরূপ অধুনা প্রায় দেখা না। ি ১৮৮৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এখান হইতে সকলে লালবাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেবরাজ কহিলেন, "বঙ্গণ। এ বাজারটীর নাম কি ? বাজারের মধ্যে অনেক কাঠ কাঠরার দোকান দেখিতেছি।

বঙ্গণ। এই বাজারটীর নাম লাগবাজার। এই বাজারে অনেকগুলি বাঙ্গালীর কাঠ কাঠরার দোকান আছে। ল্যাজরস কোম্পানী নামক ইংরাজ সদাগরের দোকানে স্থন্দর স্থন্দর কৌচ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালীর দোকানে ইংরাজ দোকানদারের অপেক্ষা সন্তা দরে পাওয়া যায় বলিয়া অনেক ইংরাজেও এখানে দ্রব্যাদি থরিদ করিয়া থাকে। এই বাজারে বিস্তর মদের দোকান আছে, এবং হিন্দুস্থানী মুচীর দোকানও বিস্তর। এক সময়ে লালবাজারের জুতা বড় বিখ্যাত ছিল। কিছ ছঃথের বিষয়, এক্ষণে লোকের রুচির এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, চীনেমানের বাড়ীও দূরে থাক—সাহেব বাড়ীর জুতা না হইলে পছন্দ হয় না।

উপ। বরুণ কাকা! সাহেবদের কেমন জুতা, সেটা বল ?

ব্ৰহ্মা। বৰুণ ! ওদিকে দেখা যাইতেছে কি ?

বরুণ। উহার নাম লালবাজাব হোটেল। অনেক ইংরাজ থালাসী এই হোটেলে বাস করে। যদিচ গবর্ণমেন্ট থালাসীদিগের জক্ত সেলর হোম নিশ্মাণ করিয়াছেন, তথাপি এখানেও অনেক সেলর বাস করিয়া থাকে। এই থালাসীরা পরস্পারে কেবল দাঙ্গা মারামারি লইয়াই থাকে। এক বোতল মদের জন্ম ইহারা জীবন পর্যান্ত দিতে পারে। এই জন্মই পুলিস সর্বাদা ইহাদিগকে সতর্কভাবে রক্ষা করিতেছে।

্দেবগণ দেখেন—একটা যরে কতকগুলি কাপড় রহিয়াছে। একজন ঘণ্টা বাজাইতেছে এবং একজন । ৮০ আনা । ৮০ আনা । ৮০ আনা । ৮৫ করিতেছে। বাহিরে ১০।১৫ জন লোক । ৮১০ আনা । ৮০ আনা । ৮৫ আনা । তিনি থানটা লইয়া পয়সা দিবার সময় নীলামবিক্রেতা কহিল, "আর কৈ । ৮৫

নারা। আর কি ?

নীলামবিক্রেতা। ৩।১ থে।

নারা। তাত বল নাই, কেবল। ১০ আনা ব'ল্ছিলে।

বাহিরের লোকশুলো কহিল "৩।১০ আনাই ত ব'ল্ছিল বাবু!"
নারায়ণের সহিত এই সম্বন্ধে বচসা আরম্ভ হইল। দেবগণ কিছু দ্র
অগ্রসর হইয়াছিলেন, প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন—নারায়ণ ঠিকয়াছেন,
প্রতারকেরা প্রতারণা করিয়াছে। বরুণ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া
টাকা দিলেন এবং সকলে অগ্রসর হইলেন।

ব্রহ্মা। সদর রাস্তার উপর ঘন্টা বাজায়ে এ কিরূপ জুয়াচুরি ?

বরণ। এ একপ্রকার জুয়াচুরি। এই জুয়াচুরিতে বিস্তর লোক প্রতারিত হইতেছে বাহিরের যে লোকগুলো কহিল, "থাট আনাই ত ব'লেছিল বাবু" উহারা ঐ জুয়াচোরের দল। প্রতারকেরা একমাস এক স্থানে থাকে না। কথন মুরগীহাটা, কথন চিৎপুর রোড, কথন ধর্মতা, এইরপ স্থান পরিবর্ত্তন করিরা থাকে। ইহারো গবর্ণমেন্টকে লাইসেন্দ দিরা সিদ্ধ হইরা বসিরাছে। ইহাদের প্রতারণা ধরিরা প্রমাণ করা কঠিন। কারণ, বিদেশী লোক কলিকাতার আসিরা ঠকিল সত্য; কিন্তু সাক্ষী সাবৃদ পাবে কোথার ? প্রতারকদের সাক্ষীর অভাব নাই। প্রায় এক লক্ষ গুণ্ডা ইহাদের দলভুক্ত।

এখান হইতে কিছু দ্র যাইয়া দেবগণ দেখেন—একটা লোক হায় হায় করিয়া বৃক চাপড়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে কহিল, "মহাশয়, আমি সোমড়ার মুস্তফী বাবুদের একগাড়ী জিনিষ পত্র নৌকা হইতে তুলিয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাদের বাসায় নিয়ে যাছিলাম। গাড়োয়ান বেটা এই ৫৬ খানা গাড়ীর গোলে মিশিয়া কোন্ গলি দিয়া পালাইয়াছে খুঁজিয়া পাচিচ না।"

এখান হইতে যাইয়া সকলে চিৎপুর রোডের দক্ষিণ অংশে উপস্থিত হইয়া একটি বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলে নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! এ বাজারটীর নাম কি ?"

বন্ধণ। এই বাজারটীর নাম টিরেটা বাজার। মৃত টিরেটা সাহেব কর্ত্বক এই বাজার সংস্থাপিত হওয়ার ইহার নাম টিরেটার বাজার হইরাছে। উক্ত সাহেবের মৃত্যুর পর লটারির দ্বারা বাজারটা হস্তান্ধরিত হইরা এক্ষণে বর্ধমানের মহারাজার সম্পত্তি হইরাছে।

हेस । वाकात्री वड़ स्वन्त ।

বৰুণ। এই বাজারে বাঙ্গালী ও ইংরাজ প্রভৃতির নানাজাতীর খাগু-দ্রবা বিক্রন্থ হইনা থাকে। কাজলা, কোকিল, কাকাতৃরা, মন্ননা, ময়ুর প্রভৃতি পক্ষী এই বাজার ভিন্ন অন্ত বাজারে বিক্রন্থ হয় না।

উপ। বঙ্গণ-কাকা । একটা ময়না কিনে নিলে হয়। নারা। বঙ্গণ ! বাজারের দোকানগুলির উপরের খরে কি হয় । বরুণ। ইহাতে ভাড়াটেরা বাস করে। ভাড়াটেদিগের মধ্যে ইছুদীদিগের সংখ্যাই বেশী। এই টিরেটার জুতা বড় বিখাত। এখানকার
নাকটাদী, ভোতা এবং লালটাদ প্রভৃতির দোকানের জুতা বড় মজমুদ।
ইহাদের দোকানে জুতা ফরমাজ দিলে নির্দিষ্ট দিনে পাওয়া যার।
জুতাগুলি এক বংসর পর্যান্ত টেঁকিয়া থাকে। কলিকাতার অধিকাংশ
বড় লোক এই স্থান হইতে জুতা খরিদ করেন। এখানে ৬০।৬৫ টাকা
মূল্যেরও জুতা পাওয়া যার। প্রত্যেক জুতার দোকানে অর্ডার লইবার
জন্ত একজন করিয়া কেরাণী আছে।

এখান হইতে যাইতে যাইতে বক্ষণ কহিলেন, "পিতামহ! কৌজদারী বালাখানা। দেখুন। পূর্ব্বে কলিকাতার যাবতীর কৌজদারী মকদম। এই স্থানে হইত বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে। একণে একজন ধনী মুসলমান এই বাড়ী ধরিদ করিয়াছেন।"

এখান হইতে সকলে মাধব দত্তের বাড়ী দেখিয়া হীরালাল শীলের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে দেবরাক্ত কহিলেন, "বরুণ! ওদিকের ঐ গুলির মধ্যের বাড়ীতে কি হয় ?"

वक्ष्म । ঐ গলির ভিতরে বঙ্গবাসী নামক একথানি সংবাদপত্ত বাহির। হয় * । বঙ্গবাসী আধুনিক বাঙ্গালা সংবাদপত্তের মধ্যে সর্বাপেকা পুরাতন।

ব্রহ্মা। সমুথে এ বাড়ীটি কাহার ?

বরুণ। হাঁরালাল শীলের। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীলের পুত্র। ব্রহ্মা। মতিলাল শীলের বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইনি ১৯৯৮ সাল (১৭৯১ খৃঃ অবেদ) কলিকাতার কলুটোলার জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম চৈতন্তচরণ শীল। ইহাঁরা জাতিতে

বঙ্গবাসী অফিস একণে ভবানীচরণ দত্তের গলিতে উঠিয়া পিরাছে। একণে কলুটোলার হিতবাদী অফিস আছে।—সম্পাদক।

স্বৰ্ণবিশিক। চৈতন্মচরণ শীল মধ্যবিক্ত লোক ছিলেন। তিনি বস্ত্ৰব্যবসা দারা ক্রীবিকা নির্বাহ করিতেন। মতিশীলের পাঁচ বংসর বয়ঃক্রম কালে পিতবিয়োগ হয়। ইনি বাল্যকালে শুরুমহাশরের বিভালয়ে বিভাশিকা করিয়াছিলেন। ১৮ বৎসর বয়:ক্রম কালে ইহাঁর বিবাহ হয় এবং শগুরের সমভিব্যাহারে বুন্দাবন, জন্মপুর প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ১২২২ সালে (১৮১৫) খ্রী: অব্দে) কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতার গড়ে প্রথমে ইহাঁর একটা সামান্ত কর্ম্ম হয়। এই কর্ম্ম করিতে করিতে বাবসা করিবার স্ত্রপাত করেন এবং ১২২৬ দালে (১৮১৯ খ্রী: অব্বে) বোতল ও কর্কের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইনি বোতলের কর্ক বিক্রয় দ্বারা যথেই লাভ করেন এবং সেই লাভেই ইহার লক্ষ্মীন্সী হয়। ইহার পর কেলার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কাপ্তেনদিগের মুচ্ছদিগিরি কর্ম করিতে আরম্ভ করেন। বিলাত হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আসিত, বিক্রম্ব করিয়া দিতেন व्यवः व्याप्तम रहेरा य मकन जुनामि विनार गहेर. क्य कतिया मिर्टन। नम्र वरमत् এই काक कतिया विनक्तन धनवान इन । २०६ मार्ट हिन जिन्ही ইউরোপীয় হাউদের মুচ্ছুদি পদে নিযুক্ত হন। এইরূপে মতিলাল শীল বিশক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক হইন্না উঠেন। ১২৪৯ সালে (১৮৪২ খ্রী: অন্দে) ইনি একটা বিষ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিষ্যালয়ের নাম শীলস ফ্রি कलक । এই বিভালমুটীকে একণে শীলস खो ऋन বলিয়া থাকে। ইহাতে বালকগণকে বিনা বেতনে বিস্তাশিক্ষা দেওয়া হয়। ইনি বেলঘরিয়া নামক স্থানে একটা অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ঐ অতিথি শালায় অত্যাপি প্রায় ৪।৫ শত লোক প্রত্যহ আহার করিয়া থাকে। ১২৬১ সালে (১৮৫৪ থ্রী: অব্দে) ইহাঁর মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালে ইহার বয়:ক্রম ৬০ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

কলিকাতার মধ্যে সোণার বেণেরাই বড়মানুষ। বেণে পাঁচ প্রকার, তক্মধ্যে সোণার বেণে ও গন্ধবেণে বিখ্যাত। গন্ধবেণের জল অনেকে খার, কিন্তু সোণার বেণের জল স্পর্শ করে না। তবে আজ কাল, বিশেষতঃ কলিকাতার, দে সমস্ত বিচার কেহ করে না। এখন কলিতে সব একাকার।

ব্রহ্মা। কেন, সোণার বেণেরা এত নীচু হইবার কারণ কি १

वक्रण । देवश्चवः भीम्र ताका वङ्गामात्मन हें एकिशतक नीठ करत्रन ?

ব্ৰহ্মা। বল্লালসেন কে ?

বরুণ। রাজা বল্লাল সেন কুলীন ও মৌলিক শ্রেণী বন্ধ করেন। তিনি ঢাকার অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বাস করিতেন। অ্যাপি ঐ স্থানে একটা প্রশস্ত পরিথা-বেষ্টিত তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ইন্দ্র। বেণেরা বড় লোভী, ঠাকুরের গহনার সোণাও চুরি করে। বরুণ। উহারা পরিবারের গহনার সোণা চুরি করে ঠাকুর ত মাধায় পাক।

ই<u>ব্রু ।</u> সম্মুখে দেখা যাচেচ ওটা কি 🕫

বৰুণ। ওটা আন্তাবল। ইহাঁদের আন্তাবল বড় বিখ্যাত। অবিকল কুক সাহেবের আড়গড়ার স্থায়। বাটীর সমুখের বাগানে ওটা বৈঠকখানা।

তাঁহারা একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ। ওরিয়্যান্টাল গ্যাস রিফাইন করিবার স্থান দেখুন।"

ব্ৰহ্ম। এখানে কি হয় ?

বর্কণ। যেমন বৌবাজারের জলের কলে জল পরিষ্কার হইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যায়, তেমনি এই স্থানে গ্যাস পরিষ্কার হইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ও রাস্তাবাটে চালিত হয় । এই গ্যাস্নারিকেলডাক্সা নামক স্থানে পাথুরে কয়লা হইতে প্রস্তুত হইয়া এই স্থানে আইসে; তৎপরে কলের শ্বারা পরিষ্কার হয় ।

ব্ৰহ্মা। ইংরাজ-ক্ষমতাকে শত শত ধন্তবাদ। যে জাতি জল ও বাষ্পকে ক্ষমতামত চালাইতে পারে, তাহার অসাধ্য কান্ধ কিছুই নাই। এখান হইতে একস্থানে যাইয়া দেখেন—আন্ত আন্ত গৰু টাকান বহিরাছে। বন্ধুশ কহিলেন "এই স্থানের নাম খালাসীটোলা। মেছুরাবাজার রোড এই স্থান হইতে আরম্ভ হইরাছে। মুসলমান ও কাঞ্জি প্রভৃতি ছর্ক্ত খালাসীরা এই স্থানে বাস করায় নাম খালাসীটোলা হইরাছে। সন্ধ্যার সময় এখান দিয়া গমনাগমন করা ছংসাধ্য।"

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ নারায়ণ ও দেবরাজকে গোপনে কহিলেন, "এই স্থানের নাম সিন্দুরেপটা। ইহা চিৎপুর রোডের একটা শাথা মাত্র। এখানে ২।৪ পয়সা মূল্যের সন্তা বেশ্যারা বাস করে। সন্ধার সময় এই পাপিষ্ঠারা দলবদ্ধ হইয়া রান্তার দাঁড়াইয়া থাকে এবং কোন ব্যক্তি রান্তা দিয়া যাইলে "ও মায়্র্য" "ও মায়্র্য" শব্দে চীৎকার করিয়া ডাকে। ভল্র লোকেরা মান সম্প্রমের ভরে পলায়, নষ্ট লোকেরা হাশ্র করিয়া নিকটে যায় এবং যখন দেখে, মাগীগুলো ছুটিয়া আসিয়া "আমার বাড়ী চল" "আমার বাড়ী চল" বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করে, সেই সময় হাস্তে হাস্তে জিজ্ঞাসা করে, "বলি, রামভক্রপুড়ো তোমায় বরে নাই ত ?" অমনি মাগীগুলে তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া যা মুথে আসে তাই বলিয় মালি দেয়।"

নারা। এর কারণ কি ?

বঙ্গণ। এই স্থানের বেশ্রাদিগের মধ্যে একজনের, রামভদ্র স্থুড়োর নাম করায় পলার হয় নাই বলিয়া কোন বেশ্রা ঐ নাম উচ্চারণ কিংবা শ্রবণ করে না।

ব্ৰহ্মা। ৰহণ ! বাসায় চল ; সন্ধাও প্ৰায় হ'ল এবং আমার শরীরটাও ভাল নহে, আৰু আর নগর ভ্রমণে আবস্তুক নাই।

বরুণ তৎশ্রবণে পিতামহকে একথানি গাড়ী ভাড়া করিয়া উপ'কে সঙ্গে দিয়া কহিলেন, "আপনি বাসার যান, আমরা ৪।৫ মিনিট পরে যাইতেছি।" পিতামহ চলিয়া যাইলে তিন জনে মেছুরাবাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

দেখন—অন্তুত ব্যাপার ! রাস্তার ছই ধারে বেশ্রালয়। বেশ্রাগণ নানা বেশে বিভূষিত হইরা বারাপ্রায় বসিয়া ফরসীতে তামাক থাইতেছে, নিমে মালীরা নানাপ্রকার স্থগন্ধি প্রেপর মালা, প্রভ্পুড়ি, আড়ানি, পাধা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রম্ম করিয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার ধারে ধারে আতর, গোলাপ,ফুলল তৈল বিক্রম্ম হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মদের দোকানের সম্মুথের ফুলরি, চিক্লড়ি, তপ্রী, ইলিশ মাচ ভালা, পাঠা ও হাঁসের ডিম সিদ্ধ, আলুর দম, পেয়াজ দিয়ে তেলে ভালা ছোলা সাজান রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ছই একথানি মিঠায়ের দোকাও আছে। লম্পটেরা কোন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং কোন বাড়ী হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। বেশ্রাগণ বারাপ্রায় বাসয়া লোক ডাকিতেছে—না যাইলে গালি দিতেছে এবং স্থবিধা পাইলে থুড়ু দিতে ছাড়িতেছে না। কতকগুলো বালক মাথায় ফেটী বাধিয়া ছই একটা বাটীতে প্রবেশ করিবার উল্লোগ করিতেছে; কিন্তু নৃতন বলিয়া সাহস হইতেছে না, আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

নারা। বরুণ! ঐ ছেলেগুলো কি মাগীদের ছেলে ?

বঙ্গণ। না, না, উহারা ফেরারী বালক। এক্ষণে উৎসন্ধ যাইবার পথে পদার্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় সন্ধা। হওয়ায় স্থানটীর 🕮 ফিরিয়া গেল। এথানকার লোকগুলো আর যেন নিরানন্দ কাহাকে বলে জানে না। স্থর্গ ও নরক আছে কি না, তাহাও তাঁহাদের স্মরণ নাই। পাপ পুণ্য কাহাকে বলে, সে বোধ দুরে পলাইল। সকলেই বেশ্রা ও মদে মঞ্জিল।

নারা। বরুণ ! ঐ সমস্ত মাছভাজা, পাঁঠা, হাঁসের ডিম খার কারা ? বরুণ। ব্রাহ্মণ, বৈশ্র ও শুদ্র ; যে বেশ্রা-বাড়ী যার সেই থার। মদের মূথে ঐ সমস্ত দ্রব্যই উপাদের। বেশ্রাসক্ত ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রপান ও সংসক্তে জাতি, মান, বিষয়, বিভব সকলই বিস্ক্রেন করিতে হয়। এই সময় প্রত্যেক বেশ্রা-বাড়ীতে তবলার চাঁটি সহ সঙ্গীত আরম্ভ হইল। কোন বেশ্রা গান ধরিল:—

> ঐ আস্ছে বেদিনী রূপসী। আড়নম্বনে মুচ্কে হাসি প্রাণ করে খুসী, তাহে দাঁতেতে মিশি॥

অপর বাড়ীতে গান ধরিল :—
আবার কি বসস্ত এল ! অসময়ে ফুট্লো কুস্থম,
সৌরভে প্রাণ, (যাছ আমার) সৌরভে প্রাণ আকুল হ'ল ॥
কোন স্থানে গান ধ'রেছে :—

আমি রাজবালা, কি ছার বিচার ক'রে সন্ন্যাসিনী হব।
তুমি দেখারেছ যারে, আমি লো বরিব তারে,
যম্মপি না মিলাও তারে, প্রাণে মরিব।

দেবগণ দেখেন—চতুদ্দিক্ হইতে ধনী লম্পটদিগের ফেটিং, জুড়ি আসিতে আরম্ভ হইয়ছে। গাড়ীস্থিত বাবুদিগকে দেখিয়া ছই একটী লম্পট এমন ভাবে লুকাইতেছে যেন কোন রাজা ওমরাহের নাতি, কলিকাতার সকলেই ইহাদের চেনে, গাড়ীস্থিত বাবুরা দেখিলে লজ্জা পাইতে হইবে—যেহেতু ইহারা পদব্রজে এসেছে।

ইন্দ্র। বরুণ । এগুলোর লুকাইবার চং দেখ । এরা কারা ।
বরুণ । ইহারা ৮ টাকা বেতনের কেরাণীর দল । ইহারা পোষাক
ভাড়া করিয়া এমন বাবু সাজিয়া আসে যে, দেখিলে বোধ হয় কোন বড়
লোকের সন্ধান । ইহাদের বাড়ীর অবস্থা এমনি যে, মা কাট্না না কাট্লে
হাঁড়ি ঠন্ ঠন্ করে । কিন্তু ইহাদের এমনি গুল, মাতার নিকট কাট্না
কাটা পয়সা নিয়ে ভাঁড় হাতে ক'রে তেল কিনে প্রত্যাগমনসময়ে সল্পুথে
যদি কোন বেশ্লাকে দেখে, তৎক্ষণাৎ দুরে ফেলিয়া দেয়; কারণ পাছে ঐ

বেশ্রা বলে "তুমি তেজ্বচন্দ্র বাহাহুরে নাতি হয়ে তেল কিন্তুে এসেছ !" শেষে হতভাগ্যেরা বাটী গিয়া মাতার নিকট বকুনী থেয়ে মরে।

এই সময় দেবগণ দেখেন — চারি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া একজন সম্লাম্ভ মুসলমান আদিল এবং গাড়ী ধীরে ধীরে চালাইরা কোন্ বাড়ীতে প্রবেশ করিবে দেখিতে লাগিল।

नाता। वक्र १ (वश्राता कि काजि-विठात करत ना ?

বঞ্চণ। বেশ্রাদের আবার জাতি। ওদের ক্ষধির নিয়েই কথা, জাতি-বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না।

নারা। বরুণ। ওদিকের ও বাড়ীতে নহবৎ বাজিতেছে, বারেগুটা আলো জলিতেছে, নিশান উড়িতেছে ও বিস্তর গাড়ী পান্ধি আদিতেছে কেন ?

বরুণ। উহা একটী থোট্টা বেশ্বার বাড়ী। কোন বেটা বুঝি ভর্তি হইল, তাই সমারোহ হইতেছে।

ইন্দ্র। বেশ্রাবাড়ী আবার ভর্ত্তি কি १

বরুণ। খোট্টা বেশ্রাদিগের নিয়ম— একটি উপপতি ছাড়িয়া যাইলে বিস্তর বাবু উপপতি হইবার জন্ম উমেদারি করে। উহারা সেই দময়ে একটী ফর্দ্দ দিয়া কহে "এত টাকা যিনি প্রথমে খরচ করিবেন, তাঁহাকে উপপতিত্বে গ্রহণ করা হইবে।" এই সময় পাঁচ সাত শত টাকার ফর্দ্দ দেখিয়া অনেকে পলায়। যে সেই খরচ বহন করিতে পারে, তাহাকেই গ্রহণ করে এইরূপ করার মানে—বেশ্রা—এই উপলক্ষেই বাবু দাতা কি রূপণ হইবে পরীক্ষা করিয়া লয় এবং বাবুকে সর্ব্বয়ান্ত করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করে।

দেবগণ দেখেন—যত অন্ধকার হইতেছে, স্থানটা ততই গুল্জার হইতেছে। কোন দোকানী স্থার করিয়া হাঁকিতেছে—"চানাচুর কড়াকেদার, কড়া কোড়ি বোলে।" কেহ বলিতেছে—"মঞ্জাদার নকোলদানা, এই বেলা নে আর পাবি না।" মধ্যে মধ্যে শক্ষ হইতেছে—

কীরের ছাঁচ, ক্ষীরের মাচ, ক্ষীরের আঁচ, ক্ষীরপুলি চাই।" দূরে শব্দ হইতেছে "বরফ"—"চাই বেল ফুল।"

এ দিকে রামকৃষ্ণ শুঁড়ির দোকানের কাছে দাঁড়াইয়। একটা বেশ্রা
মদ দিতে কহিতেছে। রামকৃষ্ণ একটা ছেলের হাতে বোতল দিরা
বেশ্রার সহিত পাঠাইয়া দিতেছে। সন্মুখের দোকানী বেশ্রাকে লক্ষ্য
করিয়া চীৎকার করিতেছে "তপ্সী মাছ" "ইলিশ মাছ।" কোন দোকানে
মদের বোতল বগলে করিয়া একজন লম্পট শালপাতার ঠোলায় মাছভাজা,
ফুলুরি, ডিম সিদ্ধ কিনিতেছে। দূরে হাঁকিতেছে "গোলাপী খিলি।"
বরুণ কহিলেন, "এস্থানের বাইওয়ালির মধ্যে ইলাহি জান্ এবং খেন্টাওয়ালীর মধ্যে হরিদাসী ও কামিনী বিখ্যাত।"

দেবগণ এখান হইতে বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখেন—একটী ঘরে কতকশুলো ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। নারায়ণ কহিলেন, "আমাদের উপ'র মত কে দাঁড়াইয়া ?"

বন্ধণ। উপ'ই বটে, এটা ফুলবাবু সাজিবার আড্ডা। উপ বোধ হয় এয়ারদের সঙ্গে ফুলবাবু সাজিতে আসিয়াছে।

ইক্র। ফুলবাবু সাজিবার আড্ডা কি ?

বরুণ। এই স্থানে হটা করিয়া পয়সা দিলে বেশ ক'রে ব্রস দিয়া চুল ফিরাইয়া দেয় এবং মাথায় একটু গন্ধদ্রব্য দিয়া গোঁপে ও জতে আতর মাথাইয়া দেয় ও বিদায়কালে হাতে একটা গোলাপী থিলী ও পকেটে একটা গোলাপ ফুল শুঁজিয়া দেয়।

"হতভাগা ছেলে মরেছে !" বলিয়া নারায়ণ "উপ" "উপ" শব্দে ডাকিতে লাগিলেন। উপ'র এই সময় ফুলবাবু সাজা শেষ হইয়ছিল। "যাই" বলিয়া, বাহিরে আসিয়া কহিল, "আমি স্ব-ইচ্ছায় আসিনি, ওরা আমাকে জেদ ক'রে এনেছিল।"

ইন্দ্র। "বেস সেজেছিস, এখন বাসায় চল্" বলিয়া দেবগণ উপ'কে

সঙ্গে লইরা বাসার গিরা সকলে দেখেন, পিতামহ শরন করিরা আছেন। জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, "হুইখানা গরম জিলেপী খেরে একটু ভাল আছি।"

দেবগণ হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় সঙ্গীতধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে আসিল। দেবরাজ কহিলেন, "নিকটে কোথায় গান হইতেছে ?"

বরুণ। বোধ হয় বারইয়ারিতলায় বারইয়ারি পূজা আরম্ভ হওয়ায় পাঁচালি হইতেছে।

নারা। বারইয়ারিতলা এখান হইতে কত দূর ?

বরুণ। কেন, সেই যে, সে দিন কথকতা শুনে এসেছ।

ব্ৰহ্মা। দে স্থান ত নিকট। বৰুণ আমি কখনও পাঁচালি শুনি নাই—নিয়ে চল না।

এই সময় দেবগণ দেখেন, একটা বাবু দিব্য সাজ পোষাক করিয়া রাস্তা দিয়া কোথায় থাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া একপাল বাবু নিকটে আসিয়া কহিল, "তুমি ভাই কোথায় যাচচ ?" বাবু কহিলেন "আমি নিমন্ত্রণ থেতে যাচিচ, যাবে ?" হানি কি বলিয়া সেই সমস্ত বাবুর দল তাঁহার সঙ্গে সজে চলিল।

নারা। বকণ। এ কি। এক জনের নিমন্ত্রণে এরা যে সকলেই চলিল পু বরুণ। ইহারা সকলেই পাড়াগোঁরে, অল্প বেতনের কেরাণা। এথানে কর্ম্ম করে, একথানি সামায় খোলার ঘরে আট দশ আনা ভাড়া দিয়া বাসা লয়। প্রত্যহ নিজে নিজে হাত না পোড়াইয়া এক দিন রেঁখে তিন দিন খায়। যে বেতন পায়, পরিবার নিকটে রাখিলে চলে না, এজন্তু মাসে তুই একবার বাড়ী যায় ও প্রত্যাগমন সময় বিশম্ণে ব্যাগে কাঁচকলা কচু ও লাউ বোঝাই করিয়া আনিয়া সেই গুলো বেস থায়। প্রত্যহ হাত পোড়াইয়া থেয়ে থেয়ে ক্লাস্ক ও অক্রচি হইবার উপক্রম হইলে যদি কোন স্থানৈ দেখে ৫০।৬০ জন লোক থাইতেছে, বিনা নিমন্ত্রণে যাইয়া পাত পাতিয়া বদে।

रेख । शृंश्याभी विषाय क'रत एमय ना १

বঙ্গণ। ভদ্রলোক, থাসা গোঁপ, গলায় ঘড়ীর চেন, স্থতরাং বিদায়
করিতে চক্ষুলজ্জা হয়। ফলতঃ এই কর্দ্তাদের গুলে সহরে থাওয়ান-দাওয়ান
সম্বরেই লোপ হইবে। কারণ, সময়ে সময়ে এমন ঘটনাও ঘটেছে, কোন
মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক পুত্রের অন্ধপ্রাশন কিংবা উপনয়ন উপলক্ষে একশত
বা দেড়শত লোকের নিমন্ত্রণ করিয়া এই শ্রেণীর ১০।১২ শত ভদ্র কাঙ্গালী
না থাওয়াইয়া নিস্তার পান না। কি করেন, পরিবারের গহনা বিক্রম
করিয়া দায় হইতে উদ্ধার হন।

নারা। হঠাৎ এত লোকের আয়োজন হয় ?

বঙ্গণ। কলিকাতা সহরে পদ্মনা দিলে এক ঘণ্টায় এক হাজার লোকের থাওয়ান'র জোগাড় হয়। যাহা হউক, একবার ছটী বাবু বিনা নিমন্ত্রণে যাইয়া বড় জব্দ হইয়াছিলেন।

ইন্দ্র। সে কিরূপ ?

বঙ্গণ। ঐ বাবুদের এক বন্ধু ছিলেন, তিনি কলুর বামুন; কিন্তু তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এক দিন কলুর বামুন বাবু, ধলমানের বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ থাইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ঐ বাবু ছটা তাঁহার পেছু নিলেন। সকলে মজলিসে যাইয়া স্থান নিলে বাবুরা কলুর বামুন বাবুকে কহিলেন, "বেমন ব'লে আস নাই, কেমন গোপনে গোপনে এসে ধ'রেছি!" কলুর বামুন মনে মনে ভাবিলেন—অভাগার বেটারা মরেছে, এ কলুর বাড়ী তা ত জান না। এই সময় বাড়ীর কর্ত্তা কলু একবাটা সর্বের তৈল লইয়া বাবুদের নিকট আসিয়া কহিল, "মহাশয়েয়া পায়ের মোজা পুলুন—তৈল দিয়ে দিই।" বাবুরা তৎশ্রবণে আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিঞ্জাসা করিলেন, "দে কি ?" কলু কহিল, "আজ্ঞে, কলুর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ আসিলে পায়ে ৄ

তেল দিয়ে দেয়, একি আপনারা জানেন না ? নচেৎ এত তেল সন্তা কাদের বরে ?" বাবুরা তৎশ্রবণে পারের ইকিং খুলিয়া তৈল মাথাইয়া লইয়া, ছল করিয়া একে একে সরিয়া পড়িলেন। সেই অবধি নাকে কানে থত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—চির দিন হাত পুড়িয়ে থেয়ে অফুচি জন্ম সেও ভাল, তথাপি আর বিনা নিমন্ত্রণে মুখ বদলাইতে যাইব না।

সকলকে লইয়া বন্ধণ বারইয়ারিতলার অভিমুখে চলিলেন। দেবগণ উপস্থিত হইয়া দেখেন, লোকে লোকারণা! একথানি গৃহে বিদ্ধাবাসিনী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। আটচালাথানিকে ঝাড়লগ্ঠন দিয়া চমৎকার করিয়া সাজাইয়াছে। ঝাড়লগ্ঠনের উপর শোলার সালিক ও বুলবুলি পাথী গুলি বিসিয়া আছে। থামগুলিতে নানাপ্রকার আয়না ও দেয়ালগিরি দেওয়ায় অতি আশ্চর্যা শোভা হইয়াছে! আটচালাথানির ভিতরটা রেল দিয়া বেষ্টন করা। রেলিঙের মধ্যে শ্রোভ্বর্গ গায় গায় হইয়া বিসিয়া আছে। আটচালার চতুম্পার্শে লোকগুলো কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছে। দেবগণ এক স্থানে বাঁড়াইলেন। তাঁহারা দেখেন, কয়েকটা লোক ঢোল তবলা লইয়া বিসয়া আছে। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছড়া কাটাইতেছে:—

"পুলকে গোলোকেশ্বর, নিক্ষেপ করিবেন শর, লক্ষেশ্বর দেখে প্রাণ যায়। বসন গলে নয়ন জলে, পতিত হইয়া বলে, পতিতপাবন রামের পায়॥ ওহে বিরিঞ্জি বাঞ্চিত ধন, করি নাই ওপদ সাধন, জ্ঞানধন মোর লয়ে-

ছিলে হরি।"

তোমাকে ভেবে বৈরঙ্গ, হলো ছঃথের তরঙ্গ, আজি নিদ্রাভঙ্গ হ'ল হরি॥

এত ব'লে দশানন কি বলিতেছেন :--

এই সময় দোয়ারেরা যন্ত্রের তার ঠিক করিয়া বসিয়াছিল—ই ই শব্দে স্থর দিয়া গান ধরিল :— "দিন গত কিন্তু নয় হে রাম তোমার চরণে এ দীন গন্ত। আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়ে দেও হে চরণ, হ'লাম চরণে শরণাগত॥

সংবদ্ধে হয়ে স্থতন্ত্র, করি অসং ক্রিয়া সদত, তোমায় শত শত

মন্দ বল্লাম রামচন্দ্র না ভাবিয়া ভবিয়াত ॥
ওহে গুণধাম স্বগুণ প্রকাশ, গুণহীন জ্ঞানহীন দোব নাশ,
স্বগুণে তরিলে কি পৌরুষ, সে ত স্বগুণে পাবে স্পূপণ ।
জননী-জঠরে কঠিন যন্ত্রণা আর দিবে রাম কত.
ওহে দশরপাক্মক্র দাশর্বি, ঘুচাও দাশর্বির গতাগত ॥

দেবগণ পাঁচালী গুনিয়া সজ্জ ইইলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ। প্রত্যেক গানের শেষ চরণে দাশরণি নাম বহিয়াছে, দাশরণি কে আমাকে বল।"

বন্ধণ। ৺দাশরথি রায় ১৬২৬ শকে (১৮০৪ পৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺দেবীপ্রসাদ রায়। ইহাঁর রাটা শ্রেণী ব্রাহ্মণ—শ্রেণা বর্জমানের অন্তঃপাতী কাটোয়ার অতি সন্নিকটস্থ বাদস্থড়া নামক গ্রামে ইহাঁর পৈতৃক বাস। দৌশরথি বাল্যকালে পীলা নামক গ্রামে মাতৃলালয়ে বাস করিতেন। তিনি যৎসামান্ত ইংরাজী ও বালালা শিক্ষা করিয়া প্রথমে একটা নীলকুঠিতে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে কিছুদিন কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতে দিতে নিজে একটি পাঁচালীর দল করিয়াছিলেন। সেই পাঁচালী হইতেই দাওরায়ের নাম দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। ইনি যে সমস্ত পালা ও গীত বাঁধিয়াছিলেন, তৎসমস্ত পাঁচ থঙা পাঁচালী নাম দিয়া বটতলা হইতে পৃস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ পাঁচ থঙা পাঁচালী ভিয় ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে আরো অনেক পালা ও গান বাঁধিয়াছিলেন, তাহা নিজেও গাইতে পারেন নাই। ১৬৭৯ শকে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর পৃত্য-সন্তান ছিল না,

একটী মাত্র কস্তা ছিল। দাশুরারের মৃত্যুর পর জাঁহার কনিষ্ঠ প্রাজাতনকড়ি রার কিছুকাল দল রাধিরাছিলেন। এক্ষণে সকলেই গত হওরারণ ঐ বংশে দল রাধিবার কেহ নাই। দাশুরারের প্রণীত ছড়া ও গীতে কবিত্বের অনেক পরিচর পাওরা যার। মধ্যে মধ্যে করণ ও হাস্তরসের ছড়া যথেষ্ট আছে। এক সমর এই পাঁচালী লােকের বারে বারে প্রতিশ্বনিত হইরাছিল। অস্তাপি বঙ্গদেশে দাশুরারের কোন না কোন গান জানে না এমন লােক বিরল। রামপ্রসাদী স্থরের স্তায় দাশুরারের স্থর সরল ও স্থমিষ্ট। এজন্ত অনেকেই উহা স্থ করিয়া গাইয়া থাকে। কি ইতর কি ভদ্র, সকলেই এই গানের পক্ষপাতা। ইহাঁর প্রণীত ছড়াশুলীতে পরারের স্তায় অক্ষর স্থির নাই। ইহাঁর প্রণীত থেউড় সকল অতি জবন্ত ও অল্পীল ভ্রারের প্রার আন্তি করিলে দাশুরারের প্রতি অভক্তি হয়।

দেবগণ পাঁচালী শুনিয়া বাসায় যাইয়া শয়ন করিলেন এবং অধিক রাত্রি জাগরণ হওয়ায় সকলে অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

অনেক রাত্রি জাগরণ করার দেবগণের উঠিতে কিছু বিলম্ব হইল। তাঁহারা উঠিয়া মুথ হাত ধৌত করিলে বক্ষণ কহিলেন, "ঠাকুরদা, কাল সমস্ত রাত্রি থকু থক্ করিয়া কাসিয়াছেন, আজও স্থান বন্ধ থাক।" দেবরাজ কহিলেন, "না—কাঁচা পাকা জলে স্থান করান যাক। তাহাতে কেমন থাকেন দেখিয়া রজনীতে তেজপাত কজের সাজিয়া থাইতে দেওয়া যাইবে।"

ব্রহ্ম। ভাই! আমার শরীরে যখন ব্যাধি দেখা দিতেছে, তখন নি:সন্দেহ পাপ প্রবেশ করিয়াছে। আমার মতে আর মর্জ্যে থাকিবার আবশুকতা নাই, সম্বর স্বর্গে চল।

নারা। আর ছই চারি দিন দেখি, যদি নিতাস্ত বাড়াবাড়ি দেখি, স্বর্গে ই যাইতে হইবে। সতা সতা আমরা মর্জো কিছু জীবন দিতে আসি নাই।

ব্রহ্মা। উপ ! থাক্বি, না আমাদের সঙ্গে থাবি ? তুই কতক গুলো: ছাপার কাগজ খুলে দেখে দেখে কি লিখ্চিস্ ? উপ। কর্ত্তাজেঠা! আমি দেখুলাম চাকুরীতে স্থথ নাই, সহজেও হইবে না। বাবসা তাহাতেও মূলধন চাই। তদপেক্ষা একটী সহজ কাজ আচে, অর্দ্ধ আনা মূল্যের সংবাদপত্তের সম্পাদক হওরা; আজ কাল অনেকেই ঐ কাজে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি, স্বর্গে যাইয়া সংবাদপত্ত চালাইব। স্বর্গে কোন সংবাদপত্ত না থাকাতে আমার যথেষ্ঠ লাভও হইতে পারিবে এবং প্রজার হৃ:থ রাজার কানে তুলিয়া দেওয়ায় সাধারণের যথেষ্ঠ উপকার করা হইবে। এই সব মনে ভাবিয়া সংবাদ পত্র কি উপায়ে লিখিতে হয়, মোটামুটি টুকিয়া লইতেছি।

নারা। কিরূপ লিথ্লি পড়ে শোনা দেখি ? উপ। আমি অবিকল পাঠ করিয়া যাইতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন—

বরুণোদয় পত্রিকা

সংবাদপত্তের তুল্য কিবা আছে আর। শোনাতে রাজায় প্রজার হুংখ সমাচার॥

১ থণ্ড।) ১২৮৯ সাল। ৫ই শ্রাবণ বুধবার।) অগ্রিম বার্ধিকমূল্য ২১ ২ সংখ্যা।) ইংরাজী ১৮০২ সাল। ২০এ জুলাই) টাউনে ১॥০ বিজ্ঞাপন

"আবার আমি" নাটক—মূল্য ছই টাকা—ডাক মাণ্ডল do আনা। যম এণ্ড কোং লাইব্রেরি এবং ববিরাজের দোকানে প্রাপ্তবা।

সোণার চাঁদ (ঐতিহাসিক উপস্থাস।)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঠাকুর প্রণীত। মূল্য এক টাকা। রবিরাজের দোকানে প্রাপ্তব্য।

সংবাদপত্তের অভিপ্রায়

এই পুস্তকের ভূল্য স্থরলোকে অস্তাপি কোন উপস্থাস বাহির হয় নাই।
—বক্ষণোদয়।

এই পুস্তকের প্রতি ছত্তে মধু ঢালা।—শনিপ্রকাশ।
কার্তিক বাবু যে স্থলেথক, তাহা আমরা বিশেষ জানি।—বুধোদয়।
এই পুস্তকথানি পাঠে আমরা অতীব সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি।

-- অরুণোদয়।

"খুন না জবাই।" অত্যাশ্চর্য্য ডিটেকটিভ উপস্থাস, ঞীপন্নলোচন চক্র প্রণীত। মূল্য ৩৮৮/০ (আগাগোড়া ছবিতে ভরা।)

বিবিধ সংবাদ

পূর্বস্বর্গের ছভিক্ষ অভাপি নরম পড়ে নাই। শুনিতেছি, গ্রণমেন্ট প্রজার সাহায্যার্থ দশ জাহাজ ধান্ত প্রদান করিবেন। যদি প্রদান করিতে হয়, সম্বরে করাই উচিত, গরীব প্রজারা মারা যাইলে তাঁহারধান খাবে কে ?

শৃত্ত প্রদেশে এক মুসলমানের একটা পুত্র জন্মিরাছে, তাহার চারি মুখ, আট চক্ষু। ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়া ভ্রম হুইবে।

দক্ষিণ স্বর্গে একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহারা মামুষ খার। অনেক পথিক রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া সেই বৃক্ষতলে শরন করিয়া নিজা যাইলে শাখাগুলি নামিরা আসিরা মামুষটীকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং পূর্ব্বের ন্তার বৃক্ষে উঠিয়া বসিরা থাকে। আর্মীদিগের মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের উচিত, এক দিন স্বরুং যাইয়া শরন করিয়া পরীক্ষা লওয়া।

শনিপ্রকাশ বলেন, এ বৎসর কৈলাসে অত্যন্ত সর্পভন্ন হইয়াছে। এমন কি ৫।৭টী লোক বাল হইয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, সদাশিবের উচিত, সাপ গুলোকে স্কন্ধ হইতে না নামান।

একখানি ইংরাজী পত্তে দেখা গেল, বৈকুঠে একটি সাত হাত দীর্ঘ আট হাত প্রস্থ ব্যাদ্র আসিয়াছে। ব্যাদ্র গর্জনে মহারাজী শচী দেবীর কয়েক দিবসাবধি স্থনিদ্রা হইতেছে না। শচীনাথ ব্যাদ্র মারিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। নারায়ণ ২৩ এ জাফুয়ারি যমালয় দেশনে গমন

করিবেন এবং নরকাদি দর্শনের পর ২৫ এ তারিখে পশ্চিম আসমানে উপস্থিত হইবেন।

গত সোমরাব পদ্মধোনির একটি পুত্র সম্ভান জন্মিয়াছে। এত বুড়ো বয়সে যে পুত্র হর, ইহাই বড় আশ্চার্য্যের কথা।

্ **এই জাষ্ঠ** যে সপ্তাহ শেষ হ**র,** ভাহাতে বৈকুঠের ১০৮ জন লোকের। মৃত্যু হইরাছে।

আমাদের একজন সংবাদদাতা বলেন, তাঁহাদের প্রামের একজন গোরালার একটা গরু আছে। এক সময় ঐ গরুর মাথায় ঘা হয় এবং কত স্থানে একটা অর্থাথ ফল প্রবেশ করে। একলে ঐ বাঁজে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়াছে। গাড়োরান কোন স্থানে ভাড়ায় গেলে আরু রৌদ্রে কন্ত পায় না। সে সময়ে সময়ে মাঠের মধ্যে গাড়ী থামাইয়া বৃক্ষ হুইতে হাঁড়ি নামাইয়া রন্ধন করিয়া থায় এবং বৃক্ষতলে নিক্রা যায়। ভগবানের কি আশ্রুণ্টা মহিমা!

ধৃমকেতু প্রদেশের এক স্থানে পৃষ্ণরিণী থনন' উঠিয়াছে। এইবার মৃত বিক্রেতাদিগের সর্বনাশ উপস্থিতী গত সোমবার শৃক্ত প্রদেশে আবার সাইক্লোন হইয়া

গত লোমবার শুক্ত প্রদেশে আবার সাইক্লোন হয শুক্ত প্রদেশটী আর থাকে না।

এ বংসর পোরাতে প্রদেশ হইতে ১০০৮ টন স্বর্ণ সম্পাদকীয় উক্তি

আমাদিগের আশা ছিল, সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র ছাইছাই ক্রিক্ডানার সমূহ উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু ছাংখের বিষয় দিন দিন কতকপ্রলোগ আশিক্ষিত এবং চরিত্রহীন সম্পাদক সেই শুক্লভার বহন করিতে গিয়া আমাদের আশার বাসা ভালিয়া দিতেছে। অনেকে স্থলভ মূল্যের প্রলোভন দেখান, কেহ কেহ বিনা মূল্যের লোভ দেখাইয়া অগ্রে কিঞ্চিৎ ভাকমাশুল বিলিয়া গ্রহণ করিয়া হা> খানি কাগজ দিয়া অদুশ্র হন, পাঠকগণের লোভে

পড়িয়া একুল ওকুল হকুল যায়। যাঁহারাও রীতিমত বাহির করেন, কি যে লেখেন মাথা মুগু বোঝা যায় না। পত্রের চারি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন পূর্ণ, প্রবন্ধাদির জক্ত অত্যয়মাত্র স্থান থাকে। আমাদের দেশের মাসিক পত্রগুলির অবস্থা আরও ভয়জর। অনেকগুলি সম্পাদকের এরূপ বিল্লানাই বে, পত্রের লেখা ভাল মন্দ বিচার করিয়া পত্রস্থ করেন। অথচ সম্পাদকের পদ লইতেও ছাড়েন না—লাভের মধ্যে থিয়েটারের টিকিট পান। আমাদিগের দেশীয় ক্বতবিশ্ব সম্প্রদার যত দিন না এই গুরুভার হস্তে লইতেছেন, ততদিন কোন উপকার হইতেছে না। ভরসা করি সকলে এই কার্যো ব্রতী হইবেন।

১৮৮০ অব্দের জেল রিপোর্ট

মহামান্ত কালাস্কক বাহাত্বর অন্ধ্রগ্রহ করিয়া আমাদিগের এক এক কাপি জেল রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল—যমালবে প্রতি বৎসর কয়েদীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ঐ কয়েদীদিগের মধ্যে জাতিচ্যুত ও বাপ-মা-প্রহারকের সংখ্যা বেশী। স্থ্র্থের বিষয়, চৌর্যা-অপরাধীর সংখ্যার পূর্ব্ধ পূর্ব্ধ বৎসর অপেক্ষা অনেক হ্রাস দেখা যাইতেছে। প্রতারকের সংখ্যা এ বৎসর অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

এক্ষণে দেবগবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য কি ?

ইংরাজরাজ্ব দিন দিন মর্ত্তো থেরূপে স্বাধিকার বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে অনেকের মনে বিশ্বাস, সত্বরেই স্বর্গ রাজ্য ইংরাজরাজের করতলগত হইবে। আমাদিগেরও অনেক কারণে এ বিষয়্ন যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিল্ক বৃদ্ধ মন্ত্রী রহস্পতি এ বিষয় বিশ্বাস করেন না। ১৮ই জুলাই মহেক্সভবনে যে পার্লামেন্ট সভার অধিবেশন হয়, তাহাকে সচিবশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়াছেন, কয়েকটী কারণে ইংরাজদিগের প্রতি আমার আশক্ষা হইতেছে না। প্রথমতঃ স্বর্গে আসিবার কোন রাস্তা ঘাট নাই। দ্বিতীয়তঃ স্বর্গের সন্নিকটে এত শীত যে, পানীয় জল পর্যাস্ক জমিয়া যাইবে। আমরা

এ কথার প্রত্যুত্তরে ইহাই বলি—যদি ইংরাজরাজ আসেন, রাস্তা ঘাট না করিয়াই কি আসিবেন ? জল জমিলে আগুন করিয়া গলাইয়া লইতে পারিবেন না ?

মফঃস্বলে খোদকর্ত্তা

পাঠকগণ! তারকপুরের মাজিট্রেট শনৈশ্চরের বিষয় অনেকে শুনিয়াছেন, সম্প্রতি ইনি আর একটা লীলা থেলা দেখাইয়াছেন। তাঁহার বাড়াঁ মেরামতের জয়্ম কতকগুলি কুলি নিযুক্ত হয়। উহারা সম্ভবমত ইষ্টক ও প্রস্তরাদি মস্তকে করিয়া বহন করিয়া আনিতেছিল, কিন্তু কর্ত্তা দেখিলেন, ওরূপ করিলে তাঁহার ১০।১৫ টাকা মজুরিতেই যাইবে, অতএব স্বহস্তে কুলির মাথায় বোঝা চাপাইয়া দিতে লাগিলেন, সে পারি না বিলিয়া টীৎকার করিলেও ছাড়িলেন না। শেষে বোঝাই দিতে দিতে লোকটার মাথার খুলি ফাটিয়া যাওয়ায় মৃত্যু হইল। বিচারে স্থির হইয়াছে, ইহার মাথাটা ঘূলে ধরা ছিল।

ই্ছরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

আমাদিগের যন্ত্রালয়ের সিরকটস্থ রামলাল বণিকের গুদাম ঘরে অত্যস্ত ইঁহুরের উপদ্রব। একদিন একটা সাপ একটা ইঁহুরকে তাড়া করিয়া গিয়া যেমন ধরে ধরে হইয়াছে, অমনি ২০।২৫টে ইঁহুর ছুটিয়া আসিয়া উহার ল্যাক্তে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। সাপটি দংশন-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যেমন তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছে, অমনি এক একটা এক এক দিকে নিরাপদে প্লায়ন করিল।

পুস্তক সমালোচনা

এমন স্থথের মুথে ছাই। নাটক।

শ্রীগণেশচন্দ্র ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। গণেশ বাবু অতি স্থলেথক। ঠাকুর মহাশম্বের লেথার পরিচয় নৃতন করিয়া কি দিব। এ প্রকার পুস্তকের সংখ্যা যত বুদ্ধি হয়, দেবলোকের ততই উপকার। গণেশ-প্রণীত পুস্তকের প্রতি ছত্তে প্রতি পত্তে মধু ঢালা। পাঠকগণের দৃষ্ট্যর্থে নিমে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

১৫ পৃষ্ঠান্ব ভোমা স্থন্দরী কান্ধ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিতেছেন;— অর্জুরের মাসতুতো ভাই, রস কস কিছু নাই আঁটি আর চামড়া। কোন গুণ নাই তোর ওরে বেটা আমড়া॥

গ্রন্থকারের কি ক্ষমতা! ইনি থর্জুর ও আমড়া থাইয়া দোষ গুণ তর তর করিয়া দেথিয়া লেখনী দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। যিনি এরূপ পুরাতনকে নৃতন করিয়া না বলিতে পারেন, তিনি যেন কলম ধরেন না। ঠাকুর গুটা দীর্ঘজীবী হইয়া কেবল পুস্তক লিখিতে থাকুন, অক্সাম্ব গ্রন্থকারগুলো মরে যাক্।

গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ।

এ, জি, চক্র তিন মাসের বিদায় লইলেন। আর, জি, শনি তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। •

এম, সি, কার্ত্তিক হাজার টাকা বেতনে মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের আসিষ্ট্যান্ট জেনরেল নিষ্কুক্ত হইলেন এবং বি, সি, আই, গণেশকে তৎসহকারী নিযুক্ত করা হইল।

এম, এ, ভট্টাচার্য্য বুধ সাত শত টাকা বেতনে অমরাবতী কলেজের প্রিশিপাল নিযুক্ত হইলেন।

এম, ডি, ধরস্তরি ১৮ শত টাকা বেতনে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের পদ পাইলেন।

তারের সমাচার

২রা মে আরবিনট নামক দেবজাহাজ ক্ষীরোদ সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া
দধিউপকূলে উপস্থিত হইলে বানচাল হইয়া ১০৮ জনের প্রাণত্যাগ হইয়াছে।
১০ই মে প্রধান মন্ত্রী বুহস্পতি শীকারে যাইয়া একটি ব্যাম্ব মারিয়াছেন।

১১ই মে পার্লামেণ্ট সভার মহারাজ শচীনাথ বলিরাছেন, আশমান প্রদেশটী তোপে উড়াইরা দিবেন।

>২ই মে উক্ত সভায় থাসমহল সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে।

প্রেরিত পত্র

(সম্পাদক পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জ্ঞু দায়ী নহেন)

বুথা ক্রন্দন

সম্পাদক মহাশয়! আমার প্রেরিত পত্র থানি আপনার জগছিখ্যাত পত্রে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। আহা! ভেকগণ কি নির্চুর জাতি! ইহারা সস্তান প্রসব করিয়া পলায়ন করে। স্স্তানগণ মৎশ্র বালকের স্থায় জলে সাঁতার থেলে, ক্রণড়া করে, শেষে ল্যাজটি থিসিয়া চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ বাহির হইলে পিতা মাতার অমুসন্ধানে জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া থাকে। কিন্তু পিতা মাতা এমনি নির্চুর—সম্ভান বিসর্জ্জন দিয়া পাছে তাহারা খুঁজিয়া লয়, এই আশস্কায় গর্ত্তের মধ্যে লুকায়িত হয়, সহজে বাহিরে আসে না। তবে বর্ষা বাদলের দিনে গর্ত্তে জল প্রবেশ করিলে পল্লীগ্রামের রাস্তায় বিসয়া অন্ধকার রজনীতে দল বল সহ কাঁয় কোঁ শব্দ করিতে থাকে।

বিষম সন্দেহ

সম্পাদক মহাশয়! রামায়ণে বলে দশাননের দশটী বদন ছিল। কিন্তু ঐ মুথশ্রেণী এক লাইনে ছিল, কি দেহের চতুষ্পার্শে ছিল, তাহা কেহ খুলিয়া বলেন নাই। এক লাইনে থাকিলে তিনি কি প্রকারে শয়ন করিতেন এবং দেহের চতুর্দ্দিকে থাকিলে কি প্রকারেই বা দক্ষিণ হস্তে ভোজনগ্রাস পশ্চাতের মুথে তুলিতেন ?

নদীতটে।

কল্লোলিনী কল কল বহিতেছে ধারা রে।

শুনিতে মধুর বড়, মরি কিবা মনোহর
জলে বৃঝি জলদেবী বাজায় দেতারা রে ॥
নৌ'পরি নাবিকগণ, আঘাতিছে ঘন ঘন,
মীনগণে প্রাণভয়ে জাল মধ্যে যায় রে ।
দেতারের সঙ্গে বৃঝি ঢোল বাছ হয় রে ॥
কোন স্থানে জাল ঝাড়ি, ফেলিছে ঝপ ঝপ করি,
আহা কিবা বৃদ্ধিবলে জাল দড়া বোনে রে ।
বাঙ্গালীর তরকারি যাহা দিয়া ধরে রে ॥

উত্তম উত্তম ! লেথক অক্ষর ঠিক রাখিতে পারিলে একজন স্থকবি হইতে পারিবেন। ব—স।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি

শ্রীঃ স্বাক্ষরিত বাবু! আপনার পুরা নাম না পাইলে পত্রস্থ করিতে
 পারি না।

সিংহ! আপনি যাহা লিখিয়াছেন, ও বিষয়ের অনেক আন্দোলন হুইয়া গিয়াছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ! আপনার পত্রথানি বারাস্তরে প্রকাশিত হইবে।
শ্রী বি, বে, দেন! আপনার পত্র প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে।
বিজ্ঞাপনের নিষম

প্রত্যেক পংক্তি প্রথম তিনবার তিন আনা। তৎপরে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

অর্দ্ধ আনা মূল্যের ডাক টিকিট ভিন্ন আমরা মূল্য গ্রহণ করিব না। গ্রাহকগণ টিকিট প্রেরণ কালে অর্দ্ধ আনার হিসাবে বেশী টিকিট পাঠাই-বেন। কারণ আমাদিগকে কমিশন দিয়া টিকিট বেচিতে হয়।

গ্রাহকগণ রীতিমত সময়ে পত্র না পাইলে খামখানি পাঠাইয়া দিবেন।
কেহ রীতিমত সময়ে মূল্য না দিলে কাগজ দেওয়া বন্ধ করিব।

ত্থামরা বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করিব না।

এই যন্ত্রালয়ে যবওয়ার্কের কার্য্য অতি সম্বরে ও স্থুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়। থাকে। আমরা প্রফ সংশোধনেরও ভার লইয়া থাকি।

> শ্রীমিথ্যাবাদী দেব ম্যানেজার

বিজ্ঞাপন

তারকপুরের বঙ্গ বিভালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ থালি ইইয়াছে।
মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। যিনি নর্ম্মাল স্কুলের তৃতীয় বাৎসরিক পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ ইইয়া কিছুদিন শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছেন এবং বাঁহার উত্তমরূপ
সংস্কৃত জানা আছে, তাঁহারই আবেদন সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইবে।
আবেদনকারী জাতিতে ব্রাহ্মণ হওয়া চাই। ইহার দশকর্ম জানা থাকিলে
বাসা ধরচ চলিতে পারে।

শীরামচক্র সেনের গণোরিয়। মিক্স্চার। প্রতি শিশি এক টাকা।
আমি এই মিক্স্চার্ সেবনে বহু কালের গণোরিয়া রোগ হইতে আরোগ্য
লাভ করিয়াছি।
শীগণেশচক্র দেব

কৈলাস

কালনিদ্রা তৈল। মূল্য বার আনা।

স্পামি এই তৈল দেবন পর্যাস্ক সন্ধ্যার সময় শর্ম করিয়া বেলা ১া১॥টার সময় নিদ্রা হইতে উঠি। শ্রীভোলানাথ

কুস্তলেশ্বর তৈল। সূল্য এক টাকা।

এমন মনমুগ্ধকর হৃদয়বিদ্ধকর তৈল এজগতে আর নাই। ইহার সৌগদ্ধ এমন বে, এ গ্রামে একটু ব্যবহার করিলে ও গ্রামের লোকেরা গদ্ধে উন্মাদ হইরা যাইবে। শুধু তাই নয়—গদ্ধ দীর্ঘকালস্থায়ী—অস্ততঃ হুই বৎসর আর গদ্ধত্ব্য মাধিতে হইবে না। যাঁহাদের মাধার টাক আছে, ইহা ব্যবহারমাত্র তাঁহাদের মস্তক ভ্রমরক্ষক কুঞ্চিত কেশে বিমপ্তিত হইবে। এই তৈল মাথিলে গাত্রের কাল রং ঘুচিয়া শাদা হয়। যদি কাহারও
ফর্সা হইবার ইচ্ছা থাকে, এক এক শিশি থাবদ করিয়া পরীক্ষা করুন।
প্রশংসা পত্র দেখন—

ছাঁছড়া গ্রামের মহারাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপান্থিত জীযুক্ত লম্বাচওড়া রাম বিটকেলোপাধ্যায় বাহাছর কুম্বলেখর তৈল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আপনার কুন্তলেশ্বর তৈলের গুণ একমুথে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যে সমস্ত গুণের কথা আপনি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কড়ায় গণ্ডায় মিলাইয়া পাইলাম। টেকোর চুল উঠিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি ? সে দিন আমার ছোট কাকা আমার টেবিলের উপর খানিকটা তেল ঢালিয়া ফেলিয়াছিল। পর দিন দেখি, টেবিলের উপরটায় ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া চুল গজাইয়াছে। আশ্চর্যা ব্যাপার। আর এক শিশি পাঠাইবেন।"

এই পত্রিকা প্রতি শনিবারে বরুণোদয় কার্য্যালয় হইতে শাথাশনি কর্ত্তক প্রচারিত হইয়া থাকে।

ব্ৰহ্মা। লিখেছে মন্দ নয়।

ইহার পর দেবগণ আহারাদির উদ্যোগ করিলেন এবং আহারাস্তে বিশ্রাম করিয়া অপরাহে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

তাঁহারা চোরবাগানের মধ্যে কিছু দূরে যাইয়া দেখেন, দক্ষিণে একটা স্থানর অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। বাড়ীটির দরজায় সঙ্গীন ঘড়ে শান্তিপাহারা। বাড়াটির সন্মুখ লোহ রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টন করা। তন্মধ্যে নানাপ্রকার বৃক্ষ এবং অসংখ্য টবে পূষ্পাবৃক্ষসকল শোভা পাইতেছে। দেবগণ ফটক দিয়া উন্থানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, স্থানে স্থানে নানা প্রকার পশু পক্ষী বিচরণ করিতেছে।

ইন্দ্র। বঙ্গণ! এ বাড়ীটি কাহার ? বাড়ীটি কলিকাভার মধ্যে স্বন্ধর বলিয়া বোধ হইতেছে।

বরূপ। বাড়ীট রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের। ইহাঁর বাড়ীর প্রতি অত্যন্ত সথ্থাকায় বংসর বংসর মেরামত ও নৃতন নৃতন ক্যাসানে স্বস্থিকত করেন।

ইক্স। বাটীর ভিতরে প্রবেশামুমতি আছে ?

^{*}চল না" বণিয়া বরুণ সকলকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে যাইয়া দেখেন—বাড়ীটি বড়ই প্রন্দর। উঠানটী মার্বেল প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। মধ্যস্থলে নৃত্য গীতের স্থান। নিমে ও উপরে স্থব্দর ৰারাপ্তা সকল বিরাজ করিতেছে। নীচের বারাপ্তার এক স্থানে কতক-খলো ছবি রহিয়াছে। দেবগণ পঞ্জার দালানটা দেখিয়া অত্যন্ত আহলাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন: দালানটা অতি বৃহৎ অথচ এক ফুকুরে। ঐ ফুকরের উপরিস্থ খিলানটী এত বুহৎ যে সাত ফোকর তন্মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। এখান হইতে সকলে বৈঠকথানা দেখিয়া চমৎক্রত হইলেন। বৈঠকথানাটী এমন স্থন্দর সাজান যে, দেবগণ কহিলেন, "আমরা এরপ কখন চক্ষে দেখি নাই।" গৃহটী বছমুল্য দ্রব্যাদির দারা পরিপূর্ণ করা রহিয়াছে এবং সোণা, রূপা হীরার বুক্ষসকল বিরাজ করিতেছে। বরুণ কহিলেন "ইনি ছর্ভিক্ষের সময় দীন চু:খীদিগকে অকাতরে অল্প দান করায় রায় বাহাতর উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে মাক্রাজ ছর্ভিকে করেক লক্ষ টাকা সাহায্য করায় রাজা বাহাছর উপাধি পাইরাছেন, তদবধি দারে শাস্তি পাহারা বসিরাছে। অক্সাবধি ইহাঁর বাটীতে প্রত্যহ সহস্র কাঙ্গালীকে অন্ন দেওয়া হইন্না থাকে।

वका। वक्न, এই दश्मत विषय वन।

বরূপ। ইহাঁরা কলিকাতার বছদিনের অধিবাদী। জাতিতে স্থবর্ণবিণিক্। এই বংশের যাদবচন্দ্র শীল নবাব সরকার হইতে মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং জন্মরাম মল্লিক প্রথম আসিন্না কলিকাতান্ন বাস করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক এই বংশোদ্ভব। ১৮১৯ সালে ইহাঁর জন্ম হয়। ১৮৬৭ সালে ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাছর উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ সালের ছর্ভিকে ইনি যথেষ্ট বায় করায় ১৮৭৭ সালে কলিকাতার দরবারে উচ্চতর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বৈঠকথানা ও চিড়িয়াথানা বড় স্থলর। কলিকাতার জিওলজিকেল গার্ডেনে ইনি নিজ ব্যয়ে একটী গৃহ নির্দ্দাণ করিয়া তাহাতে অনেক মূল্যবান্ জন্ধ প্রদান করিয়াছেন। ঐ গৃহে লেখা আছে "মল্লিকের ঘর।" ইহাঁর বাগানে অনেক স্থলর স্থলর গাছ আছে। রাজার ছই পুত্র, কুমার গিরীক্রনাথ ও স্থরেক্রনাথ মল্লিক।

দেবগণ এথান হইতে মেছুরাবাজারের রাস্তায় আসিলেন। তৎপরে সকলে একটা তেতালা বাড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, আনকগুলি লোক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে। পিতামহ বক্লণকে কহিলেন "বরুণ। এ বাড়ীট কি ৮"

বরুণ। ইহার নাম আদি ব্রহ্মসমাজ। এই সমাজে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। এথানকার ব্রাহ্মদিগের পৈতা ফেলা অথবা স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া উপাসনা করার পদ্ধতি নাই।

পিতামহ হাস্ত করিয়া কহিলেন, "রাঁয়া! এটা ব্রাহ্মানদর ! বরুণ ! ভিতরে চল না।"

বঙ্গণ। এখন ভিতরে দেখিবার কিছু নাই। রজনীতে যখন আলো জ্বালিয়া সভ্যগণ স্তব স্তোত্র এবং সঙ্গীতাদি করেন, সেই সময় সমাজগৃহে উপস্থিত থাকিলে মনোমধ্যে ধর্মভাবের উদয় হয়।

बक्ता। ठल, ना रत्र भूत्र शृर्धीरे प्रिया यारे।

বৰুণ তৎশ্রবণে দেবগণকে গইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিলেন, এবং সমাজ-গৃহ দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৰুণ কহিলেন, "১৭৫০ শকে জোড়াসাঁকোর কমলবন্মর বাটীতে প্রকাশ্ররূপে ব্রহ্মোপাসনার জন্ম প্রথমে এই ব্রাহ্মসমাজ প্রভিষ্টিত হয়। পর বৎসর এই আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহটী নির্মিত হইলে সমাজ এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। প্রথম প্রথম এই ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাছর প্রভৃতি অনেক হিন্দু দণ্ডান্তমান হইরাছিলেন এবং প্রতিদ্ধা ধর্মসভা নামে একটা সভাও সংস্থাপন করিরাছিলেন। কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাবেদ ব্রাহ্মধর্ম সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করিলে সভার বিশেষ ক্ষতি ও ছরবস্থা হইরাছিল। কিন্তু দেবেক্সনাথ ঠাকুর এই ধর্ম্মে যোগদান করা পর্যান্ত ইহার বিলক্ষণ উন্নতি হইরাছে। এই সভা হইতে তত্ত্ববোধিনী নামক একথানি পত্রিকা বাহির হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণের বিশেষরূপে বিদিত হইরা পড়ে। পরিশেষে বার্ কেশবচন্দ্র সেন এই ধর্ম্মে যোগদান করিলে রাহ্মধর্ম্মের গোরবের বিশেষ বৃদ্ধি হয়। এই ব্রাহ্মসমাজ হইতে দেশের অনেক উপকার সাধিত হইরাছে। বিশেষতঃ এই ধর্ম্ম হিন্দু সন্তানকে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পথ হইতে একপ্রকার ফিরাইয়া আনিরাছে।"

ব্রহ্মা। এ ধর্মকে আমি মন্দ বলি না; তবে পৈতা ফেলা প্রভৃতি বাড়াবাড়িগুলো ভুনিলে মুণার উদ্রেক হইয়া থাকে।

ইক্সং। বরুণ। ও প্রতিমূর্ত্তি কাহার ? বরুণ। রাজা রামমোহন রায়ের।

ব্রহ্ম। আমাকে সংক্ষেপে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত বল।
বরুণ। ইনি ১৭৭২ খুষ্টাব্দে বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তঃপাতী
রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺রাধাকান্ত রায়।
ইনি প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া পাটনায় যাইয়া আরবী ও পারসী
ভাষা শিক্ষা করেন। সেধান হইতে বারাণগাতে যাইয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন
করেন। প্রত্যাগমন করিয়া "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী" নামক
একখানি পুত্তক লেখেন। তাঁহার পিতা ইহাতে তাঁহাকে বাটী হইতে
বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং
অবশেষে তিব্বত দেশে যাইয়া ব্রাক্ষধর্মের উপদেশ দেন। তৎপরে চারি

বৎসর দেশ ভ্রমণ করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগত হন। ইনি ২২ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং অচিরাং ঐ ভাষায় বিলক্ষণ বৃৎপত্তি লাভ করেন। ইহার পর সংসারভার নিজ স্কল্পে পড়ায় ইনি রক্ষপুরের কালেক্টরিতে একটী কর্ম্মে নিষ্ক্র হন এবং সম্বরেই সেরেস্তাদারি পদ প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুরশীদাবাদে গমন করেন এবং তথায় "পৌত্তলিকতা সকল ধর্মের বিরুদ্ধ" নামক একথানি পুস্তক পারস্থ ভাষায় প্রণয়ন করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে কলিকাতায় আসেন এবং এই স্থানে সর্বাদা ব্রাদ্ধর্মেরই আলোচনা করিতে থাকেন। এই সময় অনেকগুলি বিদ্ধান্ ও বৃদ্ধিমান্লোক আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইয়া ব্রাদ্ধর্মের উয়তি চেষ্টা করেন। এই সময় অর্থাৎ ১২৩৪ সালে (১৮২৭ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতার কমল বাবুর বাটীতে একটা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। রামমোহন রায় সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব, করায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি লর্ড বেন্টিক্র দারা তাহা রহিত হয়। ১২৩৭ সালে (১৮৩০ অব্দে) দিল্লীর সম্রাট্ ইইাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়া নিজের কোন কার্য্যোপলক্ষে বিলাতে পার্মান।

তথার যাইরা ইহাঁর অনেক বড় বড় সাহেবের সহিত আলাপ হয় এবং তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। সেথান হইতে তিনি ফ্রান্সে যাত্রা করেন এবং তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিরা ব্রিষ্টল দর্শনে গমন করিলে ঐ স্থানে তাঁহার পীড়া হওরার ১৮০১ অন্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর প্রাণত্যাগ করেন। ১২৫০ সালে (১৮৪৩ খুষ্টাব্দে) দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাত্রা করিরা রামমোহন রায়ের কবরের উপর একটা স্থানর স্বরণস্ক্তর নির্মাণ করিরা দিয়াছিলেন।

ইনি প্রায় ৭।৮ প্রকার ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কয়েকটী ভাষাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকথানি পুস্তকও রচনা করেন। ইহাঁর দ্বারা বাঙ্গালা গল্প লিখনারস্ক হয়। ১৮১৪ সালে ইনি সাধারণের বোধ জন্ত সংষ্কৃত বেদাস্থের অথুবাদ করেন এবং সংক্ষেপে বেদের সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া মৃদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ৮১৬ অব্দে ইনি সংক্ষিপ্তক্রেপে বেদ ইংরাজীতে অথুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং প্রীরামপুর
হইতে মার্সম্যান সাহেব তাঁহার প্রতিকৃলে কয়েকথানি পুস্তক লিথিয়া
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইনি নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় একটী বিদ্যালয়
ও মুদ্রায়ন্ত স্থাপন করেন। ইনি জাতিভেদ কিংবা বর্ণভেদ বিচার
করিতেন না, ইংরাজদিগের সহিত এক টেবিলে বসিয়া আহার করিতেন
এবং সময়ে সময়ে নিজ বাটীতে নিময়্রণ করিয়া আনিয়া ভোজ দিতেন।
ইহার প্রণীত ব্রাদ্ধসঙ্গীতগুলি বড় শ্রুতিমধুর এবং উদারভাবপূর্ণ ভক্তিরসাত্মক। রামমোহন রায় কর্ত্তক আদি ব্রাদ্ধসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখান হইতে সকলে যাইতে যাইতে দেখেন, এক স্থানে অনেকশুলি লোক জ্বমা হইয়াছে। একটা লোক হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকট দাঁড়াইয়া পুলিসের ২।১ জন জিজ্ঞানা করিতেছে— সে লোকটার আকার কি প্রকার, বয়স কত, দেখতে কেমন, তোমার ব্যাগে কি কি দ্রব্যাদি আছে ?

দেবগণ কারণ অমুসন্ধানে জানিলেন, এই লোকটী পদ্ধিপ্রামের। নৃতন কলিকাতার আসিরাছে। সহরের রাস্তা ঘাট না জানার একজনকে জিজ্ঞাসা করে, "মহাশর, গোপাল রায়ের বাসা কোথার ?" যাহাকে জিজ্ঞাসা করে, সে একজন প্রতারক। অতএব স্থবিধা দেখিয়া "আমার সঙ্গে আমুন" বলিয়া একটা ভয়ানক গলির মধ্যে লইয়া যায় এবং ইহার ছই চক্ষে কতকগুলো গুলি নিক্ষেপ করে। যখন এ ব্যক্তি চক্ষে গুলা যাওয়ায় ব্যাগ নামাইয়া চক্ষু রগড়াইতেছিল, সেই সময় সে ব্যাগটা লইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। এ ব্যক্তি পেটে না খেয়ে ২৷০ শত টাকা সংস্থান করিয়াছিল এবং সম্প্রতি দেশে একটী কাপড়ের দোকান করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতার বস্ত্র খরিদ করিতে আসিয়াছিল।

ব্ৰহ্ম। কলিকাতা কি সর্বনেশে স্থান ! এখানে অসাবধান লোকের পদে পদে বিপদ্ ঘটিতে পারে। এ লোকটার ভাগ্য ভাল যে, প্রাণ না নিয়ে ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছে। আহা ! কষ্টের ধন একজন বিনা কষ্টে গ্রহণ করিয়াছে।

এখান হইতে যাইয়া তাঁহারা একটি বহুদ্র বিস্তৃত তেতালা স্থলর বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ স্থানের নাম কি এবং এ স্থলের বাড়ীট কাহার ?"

বঙ্গণ। এই স্থানের নাম জ্বোড়াসাঁকো। বাড়ীট মহর্ষি দেবেক্সনাথ ঠাকুরের।

बन्ना। महर्षि १ वक्नन, जूमि व्यामाटक महर्षित विषय वन।

বরুণ। ইনি স্থবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের পূত্র। ১৭৯৩ শকে কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ রাজা রামমোহন রায়ের রুলে এবং তৎপরে হিন্দু কলেজে বিচ্ছালিক্ষা করিয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগের পর ইহাঁর পিতা ইহাঁকে নিজ প্রতিষ্ঠিত "কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী" এবং "ইউনিয়ন ব্যাক্ষ" প্রভৃতি বাণিজ্য্য কার্য্যালয়ে কার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত নিয়ুক্ত করেন। এই সময়ে ইনি সঙ্গাত ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং কিছুদিন পরে বাঙ্গালা ভাষায় এক সংস্কৃত আরম্ভ করেন এবং কিছুদিন পরে বাঙ্গালা ভাষায় এক সংস্কৃত আরাক্ষর লেখেন। ১৭৫১ শকে ইহাঁর দ্বারায় রামচক্র বিচ্ছা বাগীশের সাহায্যে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান ও ঈশ্বর-ভজনা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্র্য। বালকদিগকে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইহাঁ কর্ত্ত্ক ১৭৬২ শকে তত্ত্ববোধিনী সভাস্তর্গত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৭৬০ শকে ইনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ১৭৬৫ শকে ইহাঁর য়ত্র ও ব্যয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হয় এবং ঐ শকে ইনি চারিজন পঞ্জিতকে বেদাধ্য়ন জন্ম

কাশীধামে প্রেরণ করেন। তাঁহারা কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিলে ইনি বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অমুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন, বেদ হৈতবাদে পরিপূর্ণ। ইনি অক্ষয়কুমার দত্তের যত্বে বেদকে পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ হইতে বৈদিক ধর্মকে বিদায় দেন। বেদ বিদায় হইলে ১৭৭২ অবেদ ইনি ব্রাহ্মধর্মের কয়েকটা বীজমন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রচার করেন এবং ১৭৭৮ শকে যোগসাধনের জন্ত হিমালয়ে যান। ১৭৮৪ অবেদ কেশবচন্দ্র সেন আসিয়া ইহার সহিত যোগদান করেন এবং ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এক উপাসনা-প্রণালী সংগঠন করেন এবং তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৮२ সালে দেবেজনাথ ঠাকুর সিংহল যাত্রা করেন। ১৭৮৩ শকে ইহাঁর অর্থসাহায্যে বাবু মনোমোহন খোষ কর্তৃক মিরার পত্র প্রচারিত হয়। মনোমোহন বাবু বিলাত যাত্রা করিলে বাবু কেশবচক্র সেন ঐ পত্রের সম্পাদক হন। ১৭৮৪ শকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ দ্বিতীয় পুত্রকে সিবিল সার্বিস পরীক্ষার জন্ম বিলাতে প্রেরণ করেন। ১৭৮৫ শকে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অমুষ্ঠান" নামক একথানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ বাহির হইলে ইনি উপবীত ত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মধর্মমতে নিজ কক্সার বিবাহ দেন। এই সময় ইনি কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে তত্তবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ শকে উপবীত পরিত্যাগ লইয়া ব্রাহ্ম-দিগের মধ্যে বিবাদ হয় এবং কেশব বাবু ভাঙ্গিয়া গিয়া একটা দল করেন। মিরার পত্রথানি এই সময় তাঁহার সঙ্গে যাওয়ায় ভাসভাল পেপার নামক একথানি ইংরাজীপত্তের জন্ম হয়। বাবু নবগোপাল মিত্তের উপর ঐ পত্রের সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হয়। দেবেক্রনাথ ঠাকুর ঐ পত্রের ব্যরভার **স্বরং** বহন করেন। ১৮৫১ গৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক সভা সংস্থাপিত হইলে ইনিই প্রথমত: তাহার

সম্পাদক নিযুক্ত হন; কিন্তু অল্প দিন পরেই ঐ পদ পরিত্যাগ করেন।
এই সভার থাকিলে ইনি এতদিন রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন।
কিন্তু ইহার ধর্মের দিকে বেশী মন থাকায় রাজা না হইয়া মহর্ষি উপাধি
প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এখান হইতে যাইতে যাইতে একস্থানে উপস্থিত হইয়া পিতামহ কহিলেন "আহা। একখানি কালী দেখ, ঘটে শুক্নো ডাব, মার হাত ভাঙ্গা, চক্ষু নাই, ভাঙ্গাঘরে রয়েছেন। সমুথে একটা পাটা টাঙ্গান, হালদাররমণী মল পায় দিয়া বিসয়া আছেন। উপ, শীঘ্র প্রণাম কর্ণ বহুণ। এ ঠাকুর কাহার এবং ঠাকুরের নাম কি পূ

বরুণ। ঠাকুর হ'চেচ বেখাও লম্পটের, নাম কসাই কালী। ব্যাম। কি ?

বরুণ। কলিকাতার অনেকে বুথা মাংস থান না। এ জন্ম অনেক লম্পট নিজের এবং বেশ্চার ভরণ পোষণ জন্ম কলিকাতার স্থানে স্থানে ঐরূপ এক এক কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যহ ৫।৭টা পাঁটা জবাই করিয়া মাংস বিক্রয় করে।

বন্ধা। পাপিষ্ঠদের বংশ থাকে १

বরুণ। উহাদের বংশের মধ্যে মৃত্যুকালে বংশলোচন এবং বংশাবলীর মধ্যে কন্তা হ'চেচ মাগী ও পুত্র হ'চেচ মিন্দে।

এথান হইতে যাইয়া একস্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, "বক্ষণ! এ স্থলর বাড়ীট কাহার ?"

বরুণ। এটা শ্রাম মলিকের বাড়ী। বাড়ীটি অতি স্থন্দর এবং দরজার দিপাই পাহারা আছে। বাড়ীর পার্শ্বে ইহার ভ্রাতা জ্রীরুষ্ণ মলিকের বাড়ী। সম্পুথস্থ ঐ বাড়ীটি সাণ্ডেল বাবুদিগের। সাণ্ডেল বাবুরা ঐ বাড়ীটি বর্ণ্ কোম্পানীকে বিক্রন্ন করেন; তৎপরে আগুতোষ মল্লিক বর্ণ্ কোম্পানীর নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইয়া ঐ প্রকাণ্ড বাড়ী

নির্মাণ করিয়াছেন। বাটী নির্মাণসময়ে তাঁহার উৎকট পীড়া হওয়ার স্থান পরিবর্ত্তনের জন্ম পশ্চিমে যান, তথার তাঁহার মৃত্যু হয়। নৃতন বাড়ীতে বাস করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

ব্রহ্মা। আহা ! দথ্ক'রে কোন বস্তু প্রস্তুত করিয়া ভোগ করিতে না পাওয়া বড়ই ছঃখের বিষয়। তুমি এই মলিকদিগের বিষয় বল।

বঙ্গণ। ইহাঁরা জাতিতে স্থর্নবিণিক্। আদি বাস সপ্তথাম। জ্বরাম মিলিক বর্গীদিগের ভরে প্রথমে আদিরা কলিকাতার বাস করেন। ইহাঁর পুল্রদের নাম পদ্মলোচন। পদ্মলোচনের পৌল্রের নাম শ্রামস্থলর মিলিক। ইহাঁর ছই পুল্র—রামক্বন্ধ ও গঙ্গাবিষ্ণু মিলিক। ইহাঁরো ব্যবসা করিতেন। বাঙ্গালা, বেহার, সিঙ্গাপুর, চীন প্রভৃতি দেশে ইহাঁদের বাণিজ্যাগার ছিল। ইহাঁরা অত্যন্ত দাতাও ছিলেন। ধর্মশালা স্থাপন করিয়া শত শত অতিথিকে আহার দিতেন। এবং স্বজাতীয় দীন ছঃখীকে ভরণ পোষণ করিতেন। বোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেন। ১৭৭০ সালের মন্তর্ভারের সময় ইহাঁরা আটটা অল্লছত্র খুলিয়া অকাতরে দরিদ্রাদিগকে অন্নদান করিয়াছিলেন। বুন্দাবনে ইহাঁদের একটা ছত্র আছে।

১৭৪৪ সালে গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিকের মৃত্যু হয়। ইহাঁর পুল্রের নাম নীলমণি মল্লিক। রামকৃষ্ণ মল্লিকের ১৮০৩ সালে মৃত্যু হয়। ইহাঁর তুই পুলু, বৈঞ্চবদাস মল্লিক ও সনাতন মল্লিক।

নীলমণি মল্লিক অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। ইনি চোরবাগানের জগন্নাথজীউর ঠাকুরবাড়ী অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। রথের সমন্ত্র বিস্তর টাকা ব্যন্ত্র করিতেন। ইনি পুরীর ঘাত্রীদিগকে পথে জলবৃষ্টিতে কন্ত পাইতে দেখিয়া রাস্তার মধ্যে মধ্যে গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ ঘাত্রীদিগকে আঠার নালার পারাণীর পরসা ঘাহাতে না দিতে হয়, তজ্জ্ঞা বিস্তর টাকা কালেক্টরিতে প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীক্ষেত্রে একটী নাটমন্দির নির্মাণ করিয়া দেন এবং

কলিকাতার গন্ধার নীলমণি মল্লিকের ঘাট নামক একটা ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈষ্ণবদাস মল্লিকের অনেক সংকার্য্য ছিল। ইনি সদাত্রত স্থাপন করেন, বিত্যালয় স্থাপন করেন এবং সমারোহে বাটাতে তর্গোৎসব করিতেন। এই উপলক্ষে ১৫ দিন নাচ তামাস। হইত। বিস্তর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় পাইত। ইনিই ফুল আখড়ায়ের সৃষ্টি করেন—যাহা হইতে এক্ষণে হাফ আখড়াই হইয়াছে। ১৮২১ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক ইহাঁর পোষ্যপ্রত্র।

এই বংশের ব্রজবন্ধু মল্লিক অত্যন্ত দয়ালু ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ইনিই ক্লাইব রো নামক রাস্তার জমী দান করেন এবং ঐ রাস্তার পার্ম্বে উৎক্লষ্ট উৎক্ট বাড়ী নির্মাণ করাইয়াছেন। ১৮৫৯ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। আশুতোষ মল্লিক প্রভৃতি ইহাঁর পুত্র।

ব্রহ্ম। সাঙ্গেল বাব্দিগের বিষয় বল।

বরুণ। ইহাঁরা প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন এবং হাটথোলার দত্তদিগের সহিত বাবসা করিয়া বিষয়ী হন। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাঁদের ২৫টা নীলের কুঠা ছিল—যাহা হইতে বাৎসবিক ৬০ লক্ষ টাকা আর ছিল: তত্তির যথেষ্ট জমীদারীর আয় ছিল। ইহাঁর क्टे भूख- मधुरुपन ७ कानिमान नारखन। मधुरुपन हि भूत त्रार्छत ধারে ছই প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ করান। বাড়া ছইটিকে লোকে ইভিয়ান প্যালেদ বলিত। বাড়ী হইটা একণে আগুতোষ মল্লিক থরিদ করিয়াছেন।

এখান হইতে যাইয়া নুতন বান্ধারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ्राकानश्विष्ट हाँड़ी, कनभी, कन, मून, मश्च, তরकाরी, (थनना प्रता এবং বস্তাদি বিক্রম হইতেছে। ছানার জলে বাজারের মধ্যে যেন বান এসেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ। এ বাজাবটীর নাম কি ?

বরুণ। এই বাজারটীর নাম নৃতন বাজার। রাজা রাজেক্রণাক মল্লিক, বাজারটী নৃতন স্থাপিত করাতে ইহার নাম নৃতন বাজার হইয়াছে। ক্লিকাতার মধ্যে এই বাজার ভিন্ন অন্ত বাজারে ছানা বিক্রয় হয় না।

এখান হইতে বাহিরে আসিয়া দেবগণ দেখেন, কতকগুলো লোক হাস্ত করিয়া কহিতেছে—"চাল কলা খেগো বামুন পেয়ে জুয়াচোর বেটা আচ্চা ঠকান ঠকিয়েছে—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর স্থান হলো না—বাটীর বাহিরে আসিয়া কানে পৈতে গুঁজে যেমন প্রস্রাবে বসেছেন, এক বেটা জুয়াচোর এসে কহিল, "ঠাকুর মহাশয়! আপনার ধস্ত সাহস, তাই গাড়ু নিয়ে রাস্তার ধারে প্রস্রাব ক'চেন। এই কভক্ষণ হাতিবাগানে দেখে এলেম, ঠিক আপনার মত বসে এক টুলো পশুত প্রস্রাব কচ্ছিল; এমন সময় একবেটা জুয়াচোর এসে, দেখুন, এমনি ক'বে গাড়ু নিয়ে পালাল।" ব'লে জুয়াচোর বেটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে চকুদান দিয়েছেন।"

দেবগণ যথন রাস্তা দিয়া যান, এক ব্যক্তি আদিয়া তাঁহাদের হাতে কতকগুলো রাঙ্গা ছাপান কাগন্ধ দিয়া যাইল। তাঁহারা পাঠ করিয়া দেখেন, লেখা রহিয়াছে—নৃতন পুস্তক, নৃতন পুস্তক, নৃতন পুস্তক, "সংসার সহচরী" মূল্য ৩ টাকা—পৌষ মাস মধ্যে লইলে নিম্নলিথিত পুস্তকগুলি তৎসহ উপহার দেওয়া যাইবে। গোলকধাম ১ টাকা, রাধা বাই॥০, মুক্তিতত্ব ৵০, হারানিধি ১০০, মহাভারতের সারসংগ্রহ ৮৯/০, রামায়নী কীর্ত্তি ১৯/০, সৌভদ্রাহরণ ১০০, বিষ্টি পড়ে অবিরত ১১০, এক কলসী মধু ১১০, শাদা মেঘে জল॥০, আমারই চিস্তা ১৮০, প্রভাসমিলন ২০০, আশালতা ১, হৈমন্তিক ধান্ত ২০০, চোরা গরু॥০, কম্পোজ শিক্ষা ৮০ আরো ৩৬ খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

নারা। মণিঅর্ডার নিয়ে কলা দেখাবে বুঝি ?

বরুণ। না, পুস্তক দেবে; কিন্তু যে নেবে, হাতে পেয়ে কেঁদে মরবে। উপহারের পুস্তকগুলি একপাতা—কোন থানি হুপাতা। মলাটে বিজ্ঞাপনে লেথামত মূল্য ফেলা থাকিবে এবং ছই পন্নদা ডাকমান্তলে গ্রাহকের নিকট পঁহুছিবে।

ব্রহ্মা। বরুণ ! সমুখে ও স্থন্দর বাড়ীটি কাহার ?

বরুণ। মহারাজ যতীক্রমোহন ঠাকুরের। ইনি কলিকাভার একজন প্রধান লোক।

बन्ता। এই वःশের विषय वन।

বরুণ। ইহাঁরা ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভব। বৈল্পবংশীয় রাজা আদিশুর কনোজ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনম্বন করেন, ভট্টনারায়ণ তন্মধ্যে একজন। ইহার প্রণীত মুক্তি বিচার, প্রয়োগরত্ব, বেণীসংহার নাটক প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক আছে। এই বংশে হলায়ুধ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা লক্ষণদেনের মন্ত্রী ছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম বিভূ। বিভূর হুই পুত্র, মহেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র। মহেন্দ্রের পঞ্চম পুরুষ পরে রাজারাম জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রুতিসিদ্ধান্ত পুস্তক প্রণন্ত্রন করিয়াছিলেন। ইহাঁর পর জগরাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রসগঙ্গাধর, ভামিনীবিলাস এবং রেখা গণিত প্রণয়ন করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম পুরুষোত্তম বিভাবাগীশ। ইনি প্ররোগরত্বমালা, মুক্তিচিম্ভামণি, বিষ্ণুভক্তি কল্পলতা প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইনিই প্রথমে পিরালী নামে খ্যাত হন। কেহ কেহ বলে— পিরালী নামক একজন মুদলমান আমিনের খান্ত দ্রব্যের আন্ত্রাণ লওয়ায় ঐ উপাধি হয়। আবার কেহ কেহ বলে—ইনি ঘাঁহাকে জামাতা করেন. সেই ব্যক্তি উক্ত আমিনের থাত দ্রব্য লইয়া থাওয়ায় ঐ উপাধি হয়। পুরুষোত্তমের পুত্রের নাম বলরাম। ইনি প্রবোধপ্রকাশ নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাঁর ৬ প্রক্রম পরে পঞ্চানন জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইনিই কলিকাতাম আসিমা ফোর্ট উইলিয়ম হর্গের নিকট বাস করেন এবং ঠাকুর উপাধিতে বিখ্যাত হন। ইংরাজেরাও তাঁহাকে ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। ইহাঁর পুত্রের নাম জন্মরাম। ইহাঁর সমন্ন ইষ্টইণ্ডিন্না কোম্পানী

তাঁহার বাসস্থান লওয়ায় পাথুরেবাটায় আসিয়া বাস করেন। ইহাঁর ছিতীয় পুত্রের নাম দর্পনারায়ণ। ইনি বাণিজ্য করিয়া ও ফরাসী গবর্ণমেন্টের অধীনে কর্ম্ম করিয়া ঘথেষ্ট বিষয় করেন। ইহাঁর ছই পরিবার। প্রথমার গর্ভে রাধামোহন, গোপীমোহন, ক্লশুমোহন, হরিমোহন, প্যারীমোহন পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে লাদলিমোহন ও মোহিনীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। গোপীমোহনের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে হরকুমার ও প্রসম্মর বিখ্যাত। মহারাজা ঘতীক্রমোহন ঠাকুর ও রাজা সৌরেক্রমোহন ঠাকুর হরকুমার ঠাকুরের পুত্র।

গোপীমোহন ঠাকুর বাড়ীতে সমারোহের সহিত হুর্গোৎসব করিতেন এবং লাট সাহেব পর্যন্ত নিমন্ত্রণে আদিতেন। ইনি কুন্তিওয়ালা রাধা গোয়ালা, লক্ষ্মীকান্ত বেহালাদার ও কালোয়াত কালী মির্জ্জাকে বেতন দিয়া রাধিয়াছিলেন। এই মহাত্মা কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। এমন কি ইহার দেওয়ান গোঁদলপাড়ার রামমোহন মুখোপাধ্যায়েকে এক খানি উচ্চ আয়ের জমীদারী প্রদান করেন—যাহা উক্ত মুখোপাধ্যায়ের পোত্র গোপালচক্র অত্যাপি জ্লোগ করিতেছেন। গোপীমোহন ঠাকুর মূলাযোড়ে দ্বাদেশশিবমন্দির ও এক কালীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইহার পাচ প্রত্ত— স্থাকুমার, চক্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার এবং প্রসন্ধ্রার। হরকুমার ঠাকুর অত্যন্ত সংস্কৃতিক্ত ও হিন্দু ছিলেন। ইনি দাক্ষিণাতা পর্যাটন, হরতত্বদীধিতী, প্রশ্বরণ পদ্ধতি প্রভৃতি কয়েকখানি পুন্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৫৮ সালে ইহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুর ও রাজা সৌরেক্রমোহন ঠাকুর নামক ছই প্রে রাথিয়া যান।

বন্ধা। আমাকে তুমি যতীক্রমোহনের জীবন বৃত্তান্ত বল।

ন্বরূপ। ইনি ১৮৩১ খুষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৮ হরকুমার ঠাকুর। ইনি প্রথমে হিন্দু কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন ও ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। কলেজ পরিত্যাগের পর ইনি প্রায় তিন বংসর কাল ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবের নিকট ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। ইহাঁর বাল্যকাল হইতেই ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল। বালাকালে ইনি অনেক কবিতা লিখিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পঠদ্দশতে ইনি সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পরে বিপ্তালয় পরিত্যাগের পর অনেক দিন ঐ ভাষার চর্চন করিয়াছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও ইহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। বেলগেছিয়ার বাগানে প্রথমে রত্নাবলী নাটকের অভিনয় কালে ইহঁ৷ কর্তৃক দেশীয় কন্সার্ট বাষ্টের প্রচলন হয় এবং ইনি নৃতন রীতি বাহির করেন। ইনি ১৭৷১৮ বংসর বয়ক্রমকালে জমীদারি শাসনের কতক ভার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। তৎপরে ২৩।২৪ বৎসরে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সমস্ত বিষয়ভার নিজ হল্তে আসে। বিংশতি বৎসর বয়:ক্রমকালে "স্বভাববর্ণন" নামক একথানি কবিতাগ্রন্থ প্রচার করেন। তদ্ভির ইহাঁর প্রণীত আরও অনেক পুস্তক আছে। 'যথা:--বিত্যাস্থলর নাটক, যেমন কর্মা তেমনি ফল, ব্ঝিলে কি না, উভর সঙ্কট। সংস্কৃত মালতীমাধব নাটক ইনিই বাঙ্গালাভাষায় অমুবাদ কবেন। গীতাভিনয় প্রথমে ইহাঁর দারা প্রচলিত হয়। শক্তলা গীতাভিনয় ইনিই প্রথমে প্রণয়ন করিয়া ঐ পথ দেখান। পিতৃত্য ৮ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অমুরোধে ভারতবর্ষীয় সভার অবৈতনিক मम्लापक का लाम গ্রহণ করেন। ইনি পাবলিক লাইব্রেরির মেম্বর, মিউজিয়মের ষ্ট্রষ্টি এবং জ্লিষ্টি অব্দি পিস ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ্ প্রাপ্ত হন এবং সার উইলিয়ম গ্রে সাহেবের সময় বাঙ্গালার বাবস্তাপক সভার সভা পদ প্রাপ্ত হন। তিনিই ইহাঁকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সার জর্জ ক্যাবেল সাহেবের সময় পুনরায় ইনি উক্ত ব্যবস্থাপক সভার সদশু নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ অব্দের ছভিক্ষে ইনি প্রজা-मिशत्क 80 हास्तात **हो का मान क**तात्र शवर्गत्मत्हे विक्र विस्थ स्थारिक

লাভ করেন। অপ্তান্ত শুভ কার্যোও ইনি যোগদান করিয়া থাকেন।
যথা:—কেশবচন্দ্র সেনের আলবার্ট হল, ডাব্রুলার সাহেবের বিজ্ঞান সভার
ইনি ট্রষ্টি এবং নেটিভ হাঁসপাতালের গবর্ণরি পদে নিযুক্ত আছেন। দিল্লীর
দরবারে ইনি মহারাজা উপাধি লাভ করেন। *

रेखा। त्राका मोतोखस्मारन ठाकूरतत विषय वन।

বঙ্গণ। ইনি ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ সালে ইহাঁর প্রণীত ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত ছাপা হয়। ইহাঁর যথন ১৫ বৎসর বয়:ক্রম, তথন মুক্তাবলী নাটক প্রকাশ করেন। সৌরীক্রমোহন অত্যন্ত পক্ষী ভাল বাসেন। ইনি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট বেহালা শিক্ষা করেন ও কালিদাসের মালবিকাগ্রি মিত্র নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই মহাত্মা সঙ্গাত সম্বন্ধীয় পুস্তক নানা দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন—যাহা হইতে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গীতসার নামক পুস্তক প্রচার হইয়াছে। সৌরীক্র-মোহন বিপুল অর্থ ব্যয়ে চিৎপুর রোডে একটা সঙ্গাত বিভালয় স্থাপন করিয়াছেন। ১৮৮০ সালে ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইক্র। বরুণ। ও দিকের বাড়ীটি কাহার १

বঙ্গণ। দেওয়ান রামলোচন ঘোষের। ইনি লেডি হেটিংসের দেওয়ান ছিলেন। ঐ কর্মা করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। রামলোচন ঘোষের তিন পুত্র। শিবনারায়ণ, দেবনারায়ণ ও আনন্দনারায়ণ। দেবনারায়ণের পুত্রের নাম খেলচক্র ঘোষ। ইনি দয়া, দাক্ষিণ্য ও দানের জন্ম বিখ্যাত। ইহাঁর পুত্রের নাম আনন্দনারায়ণ। ধর্মতলার আনন্দ বাজারের ইনিই মালিক।

 > ১৯০৮ খৃষ্টাবেশ ইহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বীর ত্রাতৃপুত্র মহারাজ প্রভোতকুমার ঠাকুরকে পোয়পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। ইনিই একণে যতীক্রমোহনের সমস্ত
বিবরের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

— সম্পাদক ।

এখান হইতে যাইয়া দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ। এ বাড়ীটি কাহার ?" বরুণ। রাজা স্থমদ্বের।

रेखा। रेहांत विषय वन।

বরুণ। রাজা স্থথময় পরম হিন্দু ও দাতা ছিলেন। ইনি ঐক্তিরের যাত্রীদিগের স্থবিধার জন্তু একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে কটক রাস্তানির্দ্মাণ করিয়া দেন। ইনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের ও দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রাজা বাহাত্বর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর ভৃতীয় পুত্রের নাম রাজা বৈশ্বনাথ। ইহাঁকে লর্ড আমহারেপ্ত রাজা বাহাত্বর উপাধি প্রদান করেন। ইনিও অতাস্ত ধার্মিক ও দাতা ছিলেন। ইনি হিন্দু কলেজে ৫০ হাজার টাকা, কানীপুর গন্ ফাউপ্তারিতে ৪০ হাজার টাকা, নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ফপ্তে ২০ হাজার টাকা, কর্ম্মনাশা নদীর উপর বিজ নির্ম্মাণার্থ ৮ হাজার টাকা, লপ্তন জিওলজিকেল সোসাইটীতে ও হাজার টাকা দান ক্রিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রত্র কুমার কালীক্রম্ক রার বাহাত্বর চিৎপুর হাঁসপাতালে এককালীন ছই হাজার পাঁচ শত টাকা ও মাসিক একশত টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন।

এখান হইতে দেবগণ কিয়ৎ দুরে যাইয়া দেখেন একটা লোক অতি জ্বতবেগে আদিতেছে। তাহার পরিচ্ছদাদি নিতাস্ত মনদ নহে, মস্তকে একটু দিঁথিও আছে। লোকটা দেবগণের নিকট আদিয়া একবার উর্ছ দৃষ্টি করিল, এবং কহিল, "দর্ব্ধনাশ! আহারাস্তে একটু শয়ন করিয়া নিজা যাওয়ায় বেলাটা একেবারে শেষ করিয়া ফেলিয়াছি।"

ঐ ব্যক্তি চলিয়া যাইলে দেবরাঞ্চ কহিলেন, "বরুণ। ও লোকটা কে ?" বরুণ। উনি একজন মোসাহেব।

ইক্র। মোসাহেব কি ? এবং ইছাদের কাজই বাকি, বিশেষ করিয়া বল।

বঙ্গণ। মোসাহেব শব্দের প্রকৃত অর্থ ন্তাবক। ইহাদের কাজ ধনী

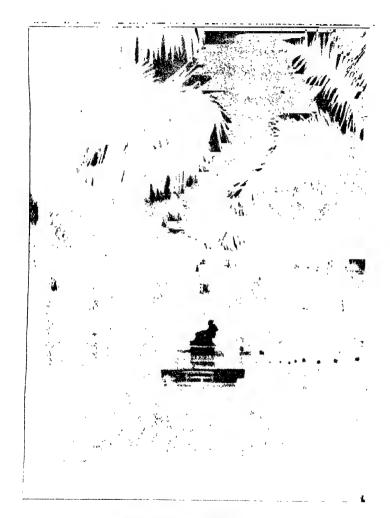
লোকের ন্তব করা ও মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে সন্তুট্ট রাখা। ইহারা বাব্
ভায় অঞায় যাহা বলেন, তাহার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া "আজ্ঞে" "যে
আজ্ঞে" শব্দে সায় দেয়। এই "আজ্ঞে" "যে আজ্ঞে" কথা ছটী
মোসাহেবেরা সর্বাদা ব্যবহার করে এবং ভালব্ধ প অভ্যন্ত করিয়া রাথে।
মোসাহেবেরা সর্বাদা প্রত্যহ বাবুর শ্যাভ্যাগের পূর্বে এবং অপরাহে
তাঁহার বৈঠকথানায় আসিবার অগ্রে যাইয়া আসর সরগরম করিয়া বসিয়া
থাকা এবং বাবু আসিলে গাত্রোখান করিয়া অভ্যর্থনা করা; মোসাহেবেরা
বাবু হাঁচ্লে "জীব" বলে এবং হাই ভূলিলে ভূড়ি দেয়। বাবু চালতে
পাছে কষ্ট পান, এজক্ক প্রস্রাব করিতে যাইবার সময় "আপনি বস্থন,
আমি আপনার হয়ে যাচিট" ব'লে মন বোগাইয়া থাকে এবং তামাক
চাহিলে পাছে তাঁহার তামাক চাহিতে গলা ভাঙ্গে এই আশক্ষায় তাহারা
চতুর্দ্দিক্ হইতে "তামাক দেরে" বলিয়া নিজের গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে।
ইহারা ধনী লোকের বাস্ত ঘুঘু। যে বাড়ীতে ইহাদের যাতায়াত হয়,
সেধানে ঘুঘু না চরায়ে ছাড়ে না। বাবুর স্ত্রীলোক আবশ্রুক হইলে তাহাও

এথান হইতে যাইয়া প্রাসন্মুমার ঠাকুরের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হুইলে পিতামহ কহিলেন, "বরুণ। এ বাড়ীট কাহার ?"

বরুণ। এ বাড়ীটি প্রসন্মর ঠাকুরের। বাড়ীর সন্মুথে তাঁহার বৈঠকথানা বাড়ী। ঐ বৈঠকথানাম জমীদারী সংক্রাস্ত কাজ কর্ম হইয়। থাকে। তিনি মৃত্যুকালে যাবতীয় বিষয় নিজ পুত্র জ্ঞানেক্রমোহনকে না দিয়া ব্যাহুস্পুত্র মহারাজ যতীক্রমোহন ঠাকুরকে দান করিয়া যান।

ইন্দ্র। পুত্রকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী না করিবার কারণ কি ?

বরুণ। কারণ জ্ঞানেক্রমোহন পিতার অনভিমতে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কৃষ্ণবন্দ্যোর কল্পার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কাবণে পিতা পুত্রের উপর এতদুর অসম্ভঃ ইইয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বের জ্ঞানেক্রমোহন আসিয়া



পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলে তিনি আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার জন্ম জানের্মাহন অনেক মকদমা করেন, শেষে হাইকোর্টের বিচারে স্থির হয় যে, যতীক্সমোহনের অবর্ত্তমানে জ্ঞানের্মাহন পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবেন।

এখান হইতে যাইষা সকলে বীডন গার্ডেনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একথানি বেঞ্চে উপবেশন করিলেন, এবং পরস্পরে গল্প করিতে আরস্ক করিলেন। দেবরাক্ষ কহিলেন, "কলিকাতায় দেখিতেছি, অনেকগুলি নন্দনবন আছে। এ বাগানটীর নাম কি বরুণ • "

বৰুণ। ইহার নাম বীডন গার্ডেন। ছোট লাট বীডন সাহেবের সময়ে এই বাগানটী নির্মিত হওরাতে তাঁহার নামামুসারে ইহাব নাম হইয়াছে। এথানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতার অনেক বড় বড় লোক ভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে বাবু কেশবচক্র সেন, কালী খ্রীষ্টান এবং পাদরি ম্যাকডনাল্ড সাহেব এথানে আসিয়া বক্ততা করিয়া থাকেন।

বাগান হইতে বাহির **হইয়া সকলে** বাসার অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "সম্মুখে দেখুন ছাতু বাবুর বাটী। ইহাঁর পিতা রামত্লাল সরকার চিকুম্বরণীয় লোক ছিলেন।"

"রামছলাল সরকার বিষয় করিয়া যান, কিন্তু তাঁহার প্রক্র ছাতু বাবু, বাবুগিরি ছারা সেই সমস্ত বিষয় নাই করিয়াছেন। তাঁহার প্রতা নাটু বাবু বিষয়কার্য্যে বড় দক্ষ ছিলেন। জ্যেষ্ঠের স্থায় তাঁহার বাবুগিরি ছিল না। তিনি উভয় লাতার বিষয় রক্ষার বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সমাক্রপে ক্রতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার জ্যেষ্ঠের সম্পত্তি যেরূপ নাই হইয়াছে, তাঁহার নিজ অংশের সম্পত্তি সেরূপ নাই হয় নাই।"

ব্রহ্ম। সংক্ষেপে আমাকে রামত্লাল সরকারের জীবনচরিত বল।
বরুণ। দমদমার অনভিদুরস্থ রেকজানি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাঁর পিতার নাম বলরাম সরকার। বাল্যকালে ইহাঁর পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়ায় কলিকাতায় মাতামহীর নিকট বাস করিতেন। ইহাঁর মাতামহী কলিকাতার মদন দত্তের বাড়ীতে পাচিকা ছিলেন। রামগুলাল ঐ বাড়ীতে থাকিয়া বিষ্যাশিক্ষা করেন এবং বদ্ধিবলে অচিরাৎ একজন স্থলেথক ও মৃত্বরি হইরা উঠেন। প্রথমে রামগুলাল পাঁচ টাকা বেতনে উক্ত মদন দত্তের অধীনে একটা বিল্সরকারের কর্ম্ম পান: কিন্তু তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া উক্ত মদন দত্ত তাঁহাকে একটা শিপ্সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে এক সময় রামহলাল টাল কোম্পানীর বাড়ী হইতে চৌদ্ধ হাজার টাকা মলো মদনমোহন দজের নামে একখানি জ্বমগ্ন জাহাজ নীলামে থরিদ করেন। ঐ জাহাজের মালিক পরিশেষে চৌদ্দ হাজার টাকার উপর এক লক্ষ টাকা দিয়া নিজ জাহাজ ফিরাইয়া লন। এই জাহাজ রাম্ছলাল নিজ প্রভর অনভিমতে থরিদ করেন; কিন্তু সমস্ত টাকা লইয়া গিয়া প্রভুর চরণে অর্পিত করিয়াছিলেন। মদনমোহন ইহাতে সম্ভষ্ট হইয়া সমস্ত টাকা রাম্চলালকে দিলেন। ঐ লক্ষ টাকাই ইহাঁর সৌভাগ্যের মূল। ঐ টাকাম্ব ব্যবসা করিয়া এত বৃদ্ধি করেন যে, মৃত্যকালে এক কোটী, তেইশ লক্ষ টাকা রাথিয়া গিয়াছিলেন। ইনি বিলক্ষণ দাতা ছিলেন। মাক্রাজ ছভিক্ষে এক লক্ষ, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা কালে তিন হাজার এবং প্রত্যহ প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে ৭০১ টাকা করিয়া ব্যয় করিতেন: তদ্ভিন্ন চারি শত আন্দাব্দ দরিদ্র প্রতিবেশীকে প্রত্যহ আহার দিতেন। ইনি দরিদ্র ব্যক্তিদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিতেন: এমন কি তাহাদের কাহার কি কষ্ট আছে, তাহার অমুসন্ধান জন্ম চাকর পর্যান্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়ার অতিথিশালায় অম্বাপি সহস্র সহস্র লোক আর পাইতেছে। ইনি ২২২০০০ ছই লক্ষ বাইশ হাজার টাকা বারে কাশীতে ত্রয়োদশটী শিবমন্দির স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। ১২১৩ সালে ৭৩ বৎসর বয়:ক্রম কালে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে ইনি ছই পুত্র এবং পাঁচ কন্তা রাথিয়া যান। ইহার প্রাদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যন্ন হইয়াছিল।

ইক্স। বরুণ, সমূথে হাতীর আস্তাবলের মত ও ছটা কি দেখা যাইতেছে ?

বরুণ। ও ছটি নাটকাভিনয়ের ঘর।

ইক্র। বাঙ্গালার নাটক কিরূপ ? নাটকাভিনয় দারা বোধ হয় দেশের যথেষ্ঠ উপকার সাধিত হইতেছে ?

বরুণ। প্রথমে লোক ভাবিয়াছিল, ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইবে।
কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, উপকার না হইয়া বরং দিন দিন বিষময়
ফল ফলিতেছে। পূর্ব্বে শিক্ষিত লোক নাটক প্রণয়ন করিতেন, এক্ষণে
কতকগুলি অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি ছই পয়সা উপার্জ্জনের আশায়
ছাই ভন্ম লিথিতেছে। * তাহাদের গ্রন্থে নাটকীয় কোন গুণই লক্ষিত
হয় না; আছে কেবল কদর্য্য গান ও কুৎসিত এয়ারকি। অপরিণতবৃদ্ধি
য়্বকেরা এই সকল নাটকের অভিনয় দর্শনে উৎসয় যাইতেছে। ছই
একটি সম্রান্তবংশীয় য়্বক এই থিয়েটারের নেশায় একেবারে নষ্ট হইয়াছে।
আজ দেথিতেছি, মেঘনাদবধের অভিনয় হইবে। অতএব সয়্ক্যার পর
তোমাদিগকে অভিনয় দেথিতে লইয়া আসিব।

বাসায় যাইয়া দেবতারা পদপ্রক্ষালন ও সন্ধ্যা আচ্ছিক সারিয়া অভিনয় দেখিতে চলিলেন। তাঁহারা রঙ্গভূমে প্রবেশ করিয়া দেখেন, দর্শকে স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ২০১ট দর্শক মত্যপান করিয়া আসিয়া মুথের ছুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্ম ছোট এলাচ চিবাইতেছে। বরুণ কহিলেন, "সম্মুখে

* স্থের বিষয় আজকাল বাবু ছিকেন্দ্রপাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদের স্থায় ছই একজন শিক্ষিত ব্যক্তি নাটক লিখিতেছেন। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমুতলাল বহর ছারা বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্জের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে—সম্পাদক। ঐ যে পরদা টাঙ্গান রহিয়াছে, উহা তুলিলেই ভিতরে স্থন্দর অট্রালিকা, দেবমন্দিব, প্রশোস্তান প্রভৃতি দেখিতে পাইবেন।"

্ উপ। বরুণ কাকা, ঐ পরদাটা তুল্লেই বাগান, পুকুর হবে। কেমন ক'রে ক'র্বে ১

অভিনয়ের বিলম্ব দেখিয়া দর্শকগণ গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। একজন অপরের কানে কানে কি বলিতেছেন, শ্রোতা তংশ্রবণে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছেন। কোন সৌখীন বাবু গ্রীয় বোধ হওয়াতে তালরুম্ভে বাতাসংখাইতেছেন, এবং ছোট ছোট যে ছেলে মেয়েগুলিকে সঙ্গে আনিয়াছেন "ঘুমণাবে না ত ?" বলিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অভিনেতাদের মধ্যে ২।১ জন প্যান্টুলান চাপকান গাত্রে এবং টুপি মাধায় ঘ্রিয়া বেড়াইতেছেন। উপ কহিল, "ঠাকুর কাকা, ঐ লোকগুলো কি নকিব সাজিবে ?"

এই সময় ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইল। লোক শুলো নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তৎপরে সোঁত করিয়া যেমন প্রদা উঠিয়াছে, দেবগণ আক্রেরে সহিত দেখেন, সভামধ্যে লক্ষাধিপতি রাবণ পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া বীরবাছর শোকে বিলাপ করিতেছেন—জাঁহার ছই চক্ষু দিয়া দরদ্বিত ধারা বহিতেছে। যেমন পর্দা উঠিল, সেই সঙ্গে উপও উঠিয়া দাঁডাইল।

ব্ৰহ্ম। আহা। যেমন সাজ, তেমনি কথাবার্তা।

উপ। কর্ত্তা জেঠা, ওরা কি চোখে লঙ্কা দিয়ে জল বার ক'র্ছে ?

এই সময় বীরবাহুজননী আলুলায়িত কেশে পাগলিনীর মত আসিয়া "নাথ! আমার বীরবাহু, প্রাণাধিক বীরবাহু কই ?" বলিয়া কপালে করাঘাত ও বিলাপ করিতে করিতে বমি করিয়া ফেলিলেন। তখন রাবণ কহিলেন, "মন্ত্রিগণ, প্রেয়সীকে গৃহে লইয়া যাও. উনি শোকে বড় বমি ক'রেছেন।"

এই সময়ে পরদা পড়িয়া গেল এবং পুনরায় ঐক্যুকান বাদন আরছ্ত কইল।

ইস্রা । বরুণ ! রাণী চমৎকার অভিনয় করিতেছিলেন, হঠাৎ এমন হ'লেন কেন ?

বঙ্গণ। উনি যে সুধা পান করিয়া আসিয়া সুধাসম অভিনয় করিতেছিলেন, সেই সুধা উদর মধ্যে রাখিতে না পারিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন।

দেবগণ আভোপাস্ত অভিনয় দেখিয়া সম্ভুষ্ট হইলেন। রাবণের খেদোব্রুতে তাঁহাদের চকু হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। পিতামহ বাললেন, "এই পুস্তক রচয়িতা একজন স্কবি বটে। বরুণ, ইহার নাম কি ?"

वक्र। इंदांत नाम माहेरकन मधुरूपन पछ।

ব্রহ্মা। মাইকেলু। তুমি তাঁর বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইনি ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে যশোহরের অন্তঃপাতী সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দক্ত। ইনি হিন্দু-কলেজে বিগ্রাশিক্ষা করেন এবং ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে খ্রীষ্টান হন। তজ্জপ্ত মাইকেল নাম হইরাছে। পৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার পর ইনি বিশক্ষকলেজে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিয়া মাক্রাফ যাত্রা করেন। তথার যাইয়া মাক্রাফ কলেজের প্রধান শিক্ষকের কঞ্চাকে বিবাহ করেন। ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি ইংরাজা ভাষায় একখানি পত্ত গ্রন্থ প্রচার করেন এবং ঐ স্থানের "এথিনিওম" নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্ত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি কিছু দিন মাক্রাফ কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া সন্ত্রীক বাজলাদেশে প্রত্যাগত হন এবং কলিকাভায় একটা করেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন। ১৮৫৮ সালে ইনি রক্তাবলী নাটকের ইংরাজীতে অন্ত্রাদ করেন। তৎপরে শর্ম্মিঙা, পত্মাবতী নাটক, তিলোভমাসম্ভব

কাব্য, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজান্ধনা কাব্য, রুক্তকুমারী নাটক এবং বীরাঙ্কনা কাব্য প্রাণয়ন করেন। ১৮৩২ সালে ইনি পঞ্জিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে বিলাতে আইন শিক্ষা করিতে যান। তথায় ইন চতুর্দিশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। ইনি জীবনের শেষ দশাতে হেক্টর বধ নামক একখানি গভ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে মধুস্দনের মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাভাবে ইহাঁর আলিপুর দাতবা চিকিৎসালয়ে মৃত্যু হয়।

কথা কহিতে কহিতে দেবগণ বাসায় আসিয়া শয়ন করিলেন। তৎপর দিন উঠিতে তাঁহাদিগের কিছু বিলম্ব হইল। যথন সকলে উঠিয়া মুখ হাত খৌত করিতেছেন, তথন পিতামহ কহিলেন, "বক্ষণ। ঢোলকের বাস্ত বাজে কোথায় ?"

বক্ষণ। বারোইয়ারিতলায় বোধ হয় যাত্রা হইতেছে, শুনিতে যাইবেন ? বন্ধা। হানি কি ? মর্ত্তো আর কিছু থাক্ না থাক্, রং তামাসা বিলক্ষণ আছে। নারায়ণ চল, গান শুনে আসি।

নারা। আমি আর যাব না, আপনারা যান।

हेका। जुभि यादा ना दकन ?

নারা। গিয়ে কি ক'র্বো ? হয়ত গিয়ে দেখ্বো কতকগুলো ছেলেকে কৃষ্ণ রাধিকা সাজাইয়ে ননী মাথন চুরী করাইতেছে।

वक्रग। ना-ना-वाधुनिक परन अनव नारे।

নারা। যে দলটার গান হ'ছে, আধুনিক কি সাবেক—তুমি কেমন ক'রে জান্লে ?

বরুণ। সাবেক হইলে ঢোলের শব্দের পরিবর্ত্তে থোল করতালের খচামচ শব্দ হইত।

নারা। তবে চল।

সকলে যাত্রা ভনিতে বাইয়া দেখেন—আসরটা যাত্রার দলেই পরিপূর্ণ।

সকলের, দাব্দ পোষাকও চমৎকার। এই সময় বালক "অভিমন্ধা" সপ্তর্থী কর্ত্ত্ব পরিবেষ্টিত হইয়া বিলক্ষণ বীর্ত্ব প্রকাশ ও তৎসহ থেদ উক্তি করিতেছিলেন।

ইক্স। বক্ষণ! এ যাত্রার দলটা ত মন্দ নহে। ইহারা থিয়েটারের ন্থায় স্থান্দর অভিনয় করিতেছে। তদ্তির থিয়েটারে পয়সা খরচ ব্যতীত কেহ দেখিতে কিংবা শুনিতে পায় না, ইহাদের অবারিত দ্বার। ইহাদিগের দ্বারা বোধ হয় বঙ্গভাষারও সমূহ উন্নতি হইতেছে। কারণ, ইতর শ্রেণীর মধ্যেও ইহা দ্বারা ক্রমে সাধুভাষা প্রচলিত হওয়া সম্ভব।

যতক্ষণ না যাত্রা ভাঙ্গিল, দেবগণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিলেন। অভিনেতাদিগের মুদ্র্য যাওয়া দেথিয়া সকলে ধন্তবাদ দিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "ইহাদের আমি এই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, দাঁড়াইয়া সটাং মুদ্র্য যাইতেছে, অথচ আঘাত পাইতেছে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ। এ প্রকার যাত্রার দল কতগুলি আছে এবং দলটির অধিকারীকে ?

বরুণ। এ প্রকার যাত্রার দল সম্প্রতি অনেক ইইয়াছে; অনেক ভদ্রলোক চাকরীর শোচনীয় অবস্থা দেথিয়া যাত্রার দল করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তন্মধ্যে ব্রজমোহন রায়, আশুতোয মুখোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র উকীল, মতিলাল রায়, বৌ-কুণ্ডু এবং যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকগুলি দল শ্রেষ্ঠ। যে দলটীর গান শুনিলেন, ইহার অধিকারীর নাম ৺ব্রজমোহন রায়। ইহার নিবাস হুগলী জ্বেলার অন্তর্গত বলাগড় থানার সন্নিকটস্থ চাদড়া নামক একটী পল্লীগ্রামে। ইহার প্রথমে একটী পাঁচালীর দল ছিল, কিন্তু অপর দলের সহিত লড়াই হইলে তাহারা অত্যস্ত পি থ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি দিত বলিয়া ব্রজ্বায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীরান্বের পরামর্শে এই দলটী করেন। ইহার নূতন স্করে গান বাঁধিবার ক্ষমতা ছিল, ভাঁহার মৃত্যুর পর অবধি গোপীমোহন রায় দল চালাইতেছেন।

এখান হইতে যাইরা সকলে সিমলার বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, নানাপ্রকার ফল মূল এবং দোকানে উৎক্লষ্ট উৎক্লষ্ট বস্তাদি বিক্রের হইতেছে। বক্লণ কহিলেন, "সিমলার ধুতি বড় বিখ্যাত, সে ধুতি এই বাজারেই পাওয়া যায়।"

সিমলার বান্ধার দেখিয়া সকলে একটী গির্জ্জার সন্ধিকটে উপস্থিত হুটলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ। এ গির্জ্জাটী কাহার ?"

বরুণ। ডাক্তার ক্লফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

रेख । वत्नाभाषारमञ्जू शिक्का १ वक्ष्म । क्रुश्ववत्नाम कीवनहित्र वन । বরুণ। ইনি ১৮১৩ অবেদ কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন: ইহাঁর পিতার नाम कीवनकृष्क वत्नगाभाषात्र । हेनि हिशांत्र ऋत्व भाठ कतिशाहित्वन । তৎপরে ১৮২৪ অবে হিন্দু কলেকে ভব্তি হন। ১৮২৯ অবে বিস্থালয় পরিত্যাগ করিয়া হেয়ার স্কলে শিক্ষকতার কার্যা করেন। এই সময় ইনি এনকোয়ারার নামক একখানি সংবাদপত্তের সম্পাদক হন। ১৮৩২ অব্দে ইনি পৃষ্টধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৭ অব্দেধর্ম্মযাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৩২ অব্দে ইনি গ্রণ্মেন্টের সাহায্যে সর্বার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রচার করেন। ১৮৫০ অবে ইনি বিশপ কলেজের অধ্যাপক হন এবং ১৮৬৮ অবেদ কর্মা হইতে অবসর লন। ১৮৬১ অবেদ ইনি ষড়্দর্শন সংগ্রহ এবং ১৮৬৫ অবেদ এরিব্লান উইট্নেস্ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি সংস্কৃত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভটিকাব্য এবং ঋগ্রেদ সংহিতার টীকা করিয়া মূলের দহিত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্বাতীত ইহাঁর ক্ষুদ্র কুদ্র অনেক গ্রন্থ আছে। বাঙ্গাণীর মধ্যে ইনি একজন উৎকুষ্ট ইংরাজী লেথক। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার একজন সভ্য ছিলেন। ১৮৫১ অব্দে বেথুন সভা স্থাপিত হইলে ইনি প্রথমে তাহার সভ্য এবং তৎপরে সহকারী সভাপতির পদে নিযুক্ত হন। হেরার সাহেবের স্মরণার্থ যথন যে সভা হইয়াছিল, ইনি প্রত্যেক সভাতেই যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৫৮

অবেদ ইনি বিশ্ববিদ্যালয় সভার সভাপতি ছিলেন। ১৮৭৬ অবেদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাব্রুলার ইন্ ল উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ইনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর একজন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি ১৫। ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করেন। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর স্ত্রীকে স্থানররূপে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাঁর কয়েকটী ক্যা বালিকাবিদ্যালয়ের পরিদর্শিকা পদে নিযুক্তা আছেন।

ব্রহ্মা। বরুণ, সন্মুখে যে চক্ষুরোগের চিকিৎসালয় দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানে আমাকে নিয়ে চল না।

বরুণ। কেন १

ব্রহ্মা। একবার চক্ষু ত্রইটী দেখাইব; কলিকাতায় আসিয়া পর্যান্ত যেন বেশী বেশী ঝাপুসা বোধ হইতেছে। ও ডাক্তারটী কেমন এবং উহাঁর নাম কি 🤊

বরুণ। উহাঁর নাম ক্বঞ্চহরি ভট্টাচার্য্য। বাড়ী স্থরো নামক স্থানে।
ইনি পাথুরিয়া ঘাটার ক্রমীদার গিরীক্রচক্র ঘোষ ও পণ্ডিত ঈশ্বরচক্র
বিস্থাসাগর মহাশরের অন্থগ্রহে কলিকাতা সংস্কৃত কলেক্সে সন্মান ও বৃত্তি
সহকারে উচ্চ শিক্ষা সমাপন করিয়া চারি বৎসর কাল মেডিকেল কলেক্রের
চক্ষু হাঁসপাতালে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন। এই সময় হইতেই ইনি
ডাক্তার কেলি সাহেবের অন্থগ্রহে লোকের বাটীতে চিকিৎসা করিয়া
থাকেন। ইহাঁর প্রণীত কয়েকথানি ডাক্তারি পুন্তক আছে—তল্মধ্যে
চক্ষু চিকিৎসা পুন্তকথানি নেটিভ ডাক্তারদিগের পাঠ্য। কলিকাতার
বাঙ্গালী চক্ষু চিকিৎসকদিগের মধ্যে নীলমাধ্য হালদার, লালমাধ্য
মুখোপাধাার ও ক্বঞ্চহরি ভট্টাচার্য্য বিখ্যাত।

পদ্মযোনি উপ'র হস্তস্থিত একথানি পুস্তকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ও পুস্তকথানার নাম কি ?"

বরুণ। টেকটাদ ঠাকুর প্রণীত "আলালের ঘরের ছলাল।" টেকটাদ ঠাকুরের প্রকৃত নাম প্যারীটাদ মিত্র। বন্ধা। আমাকে প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবনচরিত বল।

বক্ষণ। ১৮১৪ খুঃ অবেদ ২২ জুলাই কলিকাভার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে বাঙ্গালা ও পারসী শিক্ষা করিয়া ১৮২৯ খৃঃ অকে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। যথন ইনি কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন, তথন ১৬ টাকা করিয়া বুত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ইনি পঠদশায় ভারে জন পিটার গ্রাণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ইনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা প্রবাদক লাইব্রেরির ডেপ্রটী লাইব্রেরিয়ান হন। এই লাইবেরি পূর্ব্বে এদপ্লানেড রোডে ডাব্রুার ইঙ্গের বাটীতে ছিল। মুদ্রাযম্ভের স্বাধীনতাদাতা সার চার্লস মেটকাফ যথন সাধারণের চাঁদাতে গঙ্গাতীরে মেটকাফ হল প্রতিগ্রা করেন, তথন সেই স্থানে উঠিয়া যার। প্যারীটাদ ক্রমে এই লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, সেক্রেটারি ও কিউরেটার পর্যান্ত হন। ১৮৩৭ খৃ: অব্দে ইনি প্রাসিদ্ধ বাগ্মী জর্জ্জ টমশনের সহিত মিলিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটা নামে সভা স্থাপন করেন। ইহাঁরই চেষ্টায় বেথুন সাহেব কর্তৃক বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। ইনি রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলিয়া "জ্ঞানারেষণ" ও রামগোপাল ঘোষ এবং রসিকরুষ্ণ মল্লিকের সাহায্যে "বেঙ্গল স্পেক্টের" পত্র বাহিব করেন। মাসিক পত্র নামে প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইনিই জনদাতা। গবর্ণর সার উইলিয়ম গ্রে ইহাঁকে বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর করেন। ইহাঁরই যত্নে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ জন্তু আইন পাশ হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের একজন 'ফেলো'— একজন পুরাতন জষ্টিস্ অব্দি পিদ্ও অনরারি ম্যাজিট্রেট ছিলেন। ইনি একেশ্বরবাদী। ৮৮২ খৃঃ অবেদ প্যারীচাঁদ কর্ণেল অলকট ভারতবর্ষে আসিলে থিয়সভিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ১৮৮৩ অস্কের ২৬শে নবেম্বর ইহার উদরী রোগে মৃত্যু হয়। "আলালের ঘরের তুলাল" নামক পুস্তক, "অভেদী," "ক্ষ্মিপাঠ," "মংকিঞ্চিৎ," "মদ খাওয়া একি দায়,

জাত থাকে না কি উপায়," "বামাতোষিণী," "রামরঞ্জিকা," "আধাাজ্মিক"
এবং রামকমল দেন ও কোলস্ওয়ার্দিগ্রাণ্ট সাহেবের জীবনচরিত লেখেন।
সঙ্গীতশাল্পে ইহাঁর বিশেষ বাৎপত্তি ছিল। ইহাঁর স্মরণার্থে মেটকাফ হলে
একথানি অয়েল পেন্টিং ও টাউন হলে এক প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

দেবগণ মেছুয়াবাজাব রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বী**ণা** থিয়েটারের সম্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইক্র। বরুণ। এ থিয়েটার কাহার ?

বঙ্গণ। থিয়েটারটী পূর্ব্বে কবিবর শ্রীযুক্ত রাঞ্চক্কণ্ড রায় মহাশয়ের ছিল। ইহাঁর "অবসর সরোজিনী" প্রভৃতি কতকণ্ডলি ভাল ভাল কবিতা পুস্তক আছে।

ব্রহ্মা। ভাল বরুণ, রাজক্বঞ্চ বাবু একজন উচ্চদরের কবি হইয়া আবার থিয়েটার করিলেন কেন ?

বঙ্গণ। আজ্ঞে, ইনি বেঙ্গল থিয়েটারে প্রস্থলাদচরিত্র প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া দিয়া তাহাদের যেমন গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহার। . তাঁহার তাদৃশ সম্মান রক্ষা না করায় বীণা থিয়েটারের জন্ম হয়।

ব্রহ্মা। রাজক্ষ রায়ের বিষয় বল १

বঙ্গণ। বর্জমান জেলার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর নামক একটা ক্ষুদ্র পলীতে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম রামদাস রায়। জাতিতে তিলি। তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। রাজক্ষণ অতি শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হন। ইহাঁর আত্মীয় স্বজন কেংই ছিল না; স্থতরাং শৈশবেই অতান্ত হথে পতিত হন এবং পরের অনুগ্রহে সামান্ত মাত্র লেথা পড়া শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর কবিতা লেথা অভ্যাস থাকায় অনেকপ্রাল সংবাদপত্রে কবিতা লিখিতেন, শেষে ১২২ টাকা বেতনে কলিকাতার একটা ছাপাখানায় ইহাঁর কর্ম্ম হয়। ঐ টাকা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া স্বয়ং প্রেস করেন এবং অবসর সরোজনী প্রথম ও দিতীয় ভাগ, নিশীপ চিস্তা, হিরথায়ী কিরথায়ী প্রভৃতি উপস্থাস ও পতামুবাদ রামায়ণ ও মহাভারত এবং তারকসংহার, হরধমুভঙ্গ, তরণীসেন বধ, প্রহলাদচরিত্র প্রভৃতি নাটক লেখেন। ১৩০০ সালের ২৮ ফাল্পন রবিবার ইহাঁর মৃত্যু হইরাছে।

দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বা! বেশ কীর্ত্তন গাইছে।" নারায়ণ কহিলেন, "অনেকগুলো মাগীর গলা, বোধ হয় সম্মুথের এই বাড়ীটেতে প্রাদ্ধ আছে।" বলিয়া, সকলে উপরে উঠিয়া দেখেন, মধাস্থলে বেদীব উপর এক ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিদয়া আছেন। তাঁহার ছই পার্শ্বের বেঞ্চিতে কতকগুলি স্ত্রীলোক এবং সম্মুথের বেঞ্চিগুলিতে পুরুষেরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিদয়া আছে। রবিবার স্কৃতরাং বিস্তর কলেজের ছেলে স্ত্রীলোকদিগের বেঞ্চির নিকট গিয়া বিদয়াছে। তাহাদের চক্ষু মুদ্রিত নহে, কেবল এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে ও মধ্যে মধ্যে চিমটি কাটতেছে; কেহ কেহ ভাবিতেছে—ব্রাদ্ধ হ'লে হয়।

ইক্র । বরুণ । এ ত শ্রাদ্ধবাড়ী নয় ? এ স্থানের নাম কি ?

বরুণ। এ স্থানের নাম সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। কেশবচন্দ্র সেন কুচবেহারে মেয়ের বে দেওয়াতে কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহার সমাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এই সমাজ নির্মাণ করে। এ সমাজটী কেশবসেনের ভাক্সাদল।

ব্রন্ধা। কেশব সেন রাজজামাতা করায় কি ব্রান্ধেরা হিংসাতে তাঁর দল ছেড়ে এলো ?

বঙ্গণ। আজ্ঞে না—ব্রান্ধেরা কুচবেহারে বিবাহ দিতে নিষেধ করে, কেশববাবু সে কথা শোনেন নাই, এই স্ত্রে মনোমালিক্স হওয়ায় অনেকে চ'টে চ'লে আসেন।

ইন্দ্র। আচ্ছা—কুচবেহারের রাজা হ'চেচন কোঁচ, তাঁহার কলিকাতার একটী বৈন্দের মেয়ে বে করবার ইচ্ছা হ'ল কেন ? বক্লা। স্থা ও দেখতে শুন্তে ভাল, সভা ভবা, লেখা পড়া জান। ব্রীকার নাইচছাহয় ?

ব্রহ্মা। ও সব যাক্—বরুণ, কেশব সেনের সমাজ ও এ সমাজে প্রভেদ কি ?

বরুণ। প্রভেদ বড় বেশী। এ সমাজে বাঙ্গালের ভাগ বেশী আর স্ত্রী পুরুষ একত্র উপাসনা করে। স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশু স্থানে বসিয়া উপাসনা করার প্রথা উকীল হুর্গামোহন দাস প্রচলিত করেন।

ব্রহ্মা। হুর্গামোহন দাসের বিষয় বল।

বঙ্গণ। ১২৪৮ সালে ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ নামক থ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৬৪ সালে ১৬ বৎসর বন্ধসে প্রদর্শনী বৃদ্ধি লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ১২৬৭ সালে ইনি ব্যবস্থাপক শান্ত্রের পরাক্ষায় উদ্ভীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি গবর্ণমেন্টের উকীল হইয়া বরিশাল যান ও তথায় বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন। ১২৭১ সালে ইহার যত্নে বরিশালে ছইটী কায়স্থ বিধবার বিবাহ হয়। এই বিবাহের কিছু পূর্ব্বে কলিকাতায় ইহার বিমাতারও বিবাহ হইয়া যায়। বরিশালে ইহার যত্নে একটি রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়। ১২৭৬ সালে ইনি কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ইনি অত্যন্ত দাতা এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ইহার বিশেষ যত্ন। ইনি ভারতসভার একজন প্রধান সাহায্যকারী।

বন্ধা। সাধারণ বান্ধা সমাজে ভাল ভাল লোক কে আছে?

বক্লণ। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়ক্ষণ্ড গোস্থামী ইত্যাদি। শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মস্থান, মজিলপুর, পিতার নাম হারানন্দ ভট্টাচার্যা। শিবনাথ সংস্কৃত কলেজের এম, এ,—ইনি স্থথ ঐশ্বর্যা যাহা কিছু ব্রাহ্মসমাজে দিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজ নিয়াই ব্যতিব্যস্ত আছেন। ইনি অনেকগুলি পুস্তুক রচনা করিয়াছেন, যথা—নির্কাসিতের বিলাপ, পুশামালা, গৃহস্থধর্ম,

হিমাজিকুস্কম ও মেজো বৌ। বিজয়ক্কঞ্চ গোস্বামী শান্তিপুরের আতাবুনে গোঁসাইদের ছেলে। ইনি একজন গোঁড়া ব্রান্ধ, পৈতা পর্যান্ত পরিত্যাগ করিয়াচেন।

দেবগণ সমাজগৃহ হইতে বাহির হইলে বৰুণ কহিলেন, "পিতামহ! বান্ধ পাড়া দেখুন, এই গলির মধ্যে যত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা বাস করে।" ব্হমা। সমুখের বাড়ীট কি গ

বঙ্কণ। ব্রাহ্ম ব্যারাক। উহার বহির্বাটীতে একটী ব্রাহ্মমিশন প্রেস ও অবিবাহিত বা স্ত্রীহীন ব্রাহ্মেরা বাস করেন এবং ভিতর বাটীতে বিবাহিতা, অবিবাহিতা বা স্থামিহানা ব্রাহ্মিকারা বাস করেন।

ব্রহ্মা। বন্ধণ! ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকের। বিধবা হলেই আবার নাকি বিবাহ করে ?

বরুণ। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে বটে—কিন্তু
তা বলে আশী বছরের বুড়ী মাগী কি আবার বিবাহ করে ? তবে
ব্রাহ্মদিগের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা খুব বেশী। ইহাদের চালচলন ঠিক
ইংরাজদের মতন। সাহেব মেমেদের মত স্বামী স্ত্রা হাত ধরাধরি ক'রে—
কিংবা খোলা গাড়ীতে বেড়াতে যায়। সাহেবদের মতন উপাসনা-মন্দিরে
স্ত্রীপুরুষে সকলে, একসঙ্গে ব'সে চক্ষু মুদে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা
করে—হারমোনিয়ম বাজিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত করে।

ইন্দ্র। ব্রাক্ষেরা কি পূজা আহ্নিক তপ জপ কিছুই করে না ?

বরুণ। রাধামাধব ! পুতৃল পূজা মহাপাতক ব'লে সে সমস্ত ওদের নিষেধ। ব্রাহ্মণ পৈতাগাছটী একেবারে অগ্নিদেবকে সমর্পণ ক'রে তবে ব্রাহ্ম সমাজে নাম লেখাতে পারেন। তবে "নববিধান" সম্প্রদায়ভূক ব্রাহ্মেরা অনেকটা হিন্দুয়ানি মানেন।

ব্রাহ্মসমান্ত দেখিরা দেখগণ লাদের বাড়ী দেখিলেন; বঙ্গণ বলিলেন, "এই বাড়ীট রাজা হুর্গাচরণ লার। বাড়ীট গোরাচাদ দত্তের ছিল।



রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটী কলিকাতা—

গোরাটাদ দন্ত বাবুগিরিতেই বিষয় নষ্ট করেন। এত বড় বাড়ী কলিকাতার মধ্যে কাহারও নাই। বাটীর ভিতর বাগান পুকুর প্রভৃতি আছে। আর একটু পোজা যাইলে ঠনঠনেতে যাওয়া যায়।"

बचा। वक्रण! आभारक छ्रनाठतन नात विषय वन।

বঙ্গণ। ইহাঁর পিতার নাম প্রাণক্ষণ গা। ইহাঁদের আদি বাস চুঁচুড়ার। প্রাণক্ষণ গা একজন বিখ্যাত সদাগর ও সম্রান্ত লোক ছিলেন। হুর্গাচরণ লা ১৮২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিন্দুকলেজে বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞালয় ছাড়িয়া ইনি বাণিজ্য ব্যবসা আরক্ত করেন। এক্ষণে ব্যবসার হারার যথৈষ্ট সম্রম ও বিষয় করিয়াছেন। কলিকাতার এমন ইংরাজ বাণিজ্যাগার নাই, যাহার ইনি বেনিয়ান নহেন। বাঙ্গালির মধ্যে একমাত্র ইনি পোর্ট কমিসনারের পদ পাইয়াছেন। ইনি 'জস্টিস্ অব্ দি পিস্, কেলো অব্ দি ইউনিভারসিটি,' মেওহাঁসপাতালের গ্রবর্গর এবং বেঙ্গল নেটিভ কাউন্সেলের মেম্বর। ইহাঁর ভ্রাতার নাম শ্রামাচরণ লা। হুর্গাচরণ লা কলিকাতা ইউনিভারসিটিকে ৫০, হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনি গ্রব্গেকেট কর্ত্তক মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নারা। ঠনঠনে কিসের জন্ম বিখ্যাত ?

বরুণ। পুস্তক ও চটিজুতার দোকান এবং অমৃক খোষের জঞ্চ বিখ্যাত।

এখান হইতে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট দিয়া রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "এ বাড়ীটি কাহার ?"

বরুণ। রাজা দিগস্থর মিত্রের।

ইন্দ্র। তুমি আমাদিগকে এই রাজার বিষয় সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি ১২৯৩ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম শিবচক্র মিত্র। ইনি ৮৷৯ বংসর বন্ধক্রমকালে কলিকাভার আসিন্না ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি প্রাথমে হেমার

স্থুলে, পরে হিন্দু কলেন্ডে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি মুরশীদাবাদ নিজামত কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তৎপরে রাজসাহীর कारमञ्जेतित श्रथान क्वांनी रुहेश यान। हेरात किছू पिन পरत मूत्रभीपावारपत খাসমহল বন্দোবন্তের ভার প্রাপ্ত হন। ইহার পর কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রাম্বের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত রাজা ইহাঁকে কতকগুলি টাকা দেন। ঐ টাকায় ইনি নিজের উপাৰ্জ্জিত টাকা যোগ করিয়া মুরশীদাবাদে একটি রেসমের ও কোয়ার কারবার পুলেন। এই ব্যবসায়ে ইনি বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়া তিনটী বেসমের কুঠি চালাইতে থাকেন। ইহার পর ইনি ছাপুরা জেলায় ছটা নীলের কুঠি ক্রয় করিয়াছিলেন। এইরূপে বাণিজ্য ছারা ইনি যথেষ্ট সঙ্গতি করিয়া জমীদারি থরিদ করেন এবং কলিকাতায় বাস করেন। ১৮৫১ অবেদ ব্রিটশ ইতিয়ান এসোসিয়েসন সভা সংস্থাপিত হইলে প্রথমে ইনি ঐ সভার সভা এবং পরে অবৈতনিক সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি এই সভার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ অব্দে ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ অনুসন্ধানার্থ যে কমিদন নিযুক্ত হয়, ইনি সেই সভার সভা ছিলেন। ১৮৬৫ অবেদ ইনি বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার সভা নিযুক্ত হন। ইনি এ প্রদেশীয় দাতবা সভার সভা ছিলেন। ইনি বাটীতে ৫০।৬০ জন দরিদ্র ছাত্রকে রাথিয়া প্রতিপালন করিতেন। এই উপলক্ষে মাসিক প্রায় ২।৩ শত টাকা ইহাঁর বায় হইত। ১৮৪৬ অব্দে গ্রন্মেণ্ট হইতে ইহাঁকে সি. এস, আই এবং দিল্লীর দরবারে রাজা উপাধি দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু ইহাঁকে রাজা উপাধি বেশীদিন ভোগ করিতে হয় নাই।

ব্ৰহ্মা। সকলই অদৃষ্ট !

এথান হইতে যাইয়া তাঁহারা একটা সমাজগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পিতামহ কহিলেন, "এ স্থানের নাম কি বরুণ ?"

বরুণ। ইহার নাম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। মহর্ষি দেবেক্সনাথ



লারতবধীয় ব্রহ্মনন্দির

ঠাকুরের সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মতের বিরোধ হইলে, তিনি ঐ দৃশ হইতে স্বতম্ব হইরা ১৭৮৮ শকে এই সমাজটী সংস্থাপন করেন। ১৭৯৮ শকে এই সমাজ মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। ১২৭৭ সালে ব্রাহ্মমন্দিরের প্রকাশ্ত স্থানে ব্যক্ষিকাদিগকে বদিবার আসন প্রদান করা হয়।

ইক্র। আদি ব্রাক্ষসমাজ এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাক্ষসমাজে প্রভেদ কি ?
বরুণ। এ সমাজে পৈতাফেলা ও দাড়ি রাথা ব্রাক্ষ না হইলে
প্রবেশান্তমতি নাই। দাড়ি দেথেই সেনের দল চিনিতে পারা যায়।
তিন্তির ইহাঁরা হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

নারা। এ সমাজ্ঞী ত বেস্।

ইক্ত। বেদ না হবে কেন, এঁরা যে গুকুল রাথ্চেন।

বরুণ। হকুল নয়, এঁরা আজকাল বেদ, কোরাণ, বাইবেল, সকল কুলই রাথ্চেন। শেষকালে যে কুলে গিয়ে কিনারা হয়।

ব্রহ্মা। বরুণ! কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৮৩৮ অবেদ কলিকাতায় জন্মপ্রহণ করেন। ইনি রামকমল সেনের পৌত্র এবং প্যারীমোহন সেনের পুত্র। ইহাঁর অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিধবা মাতার সহিত বাল্যকাল হইতে নিরামিষ থেয়ে থেয়ে ইহাঁর আমিষ ভোজনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছে। ইনি বালাকাল হইতে হিলু কলেজে বিভা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ অবেদ ইনি কলুটোলায় একটি নাইট্ স্কুল স্থাপিত করিয়া নিজে তাহার সম্পাদক হন। ইহার পর ইনি গুড় উইল ফাটার্শিটি নামক এক সভা স্থাপনা করেন। এই সময় হইতে ইহাঁর বক্তৃতা করা অভ্যাস ২ইতে থাকে। ইনি কলেজ পরিতাপের পর ২৫ টাকা বেতনে টাকশালে একটা কেরাণীগিরি কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। এই সময় হইতে ইহাঁর ধর্মতৃষ্ণা প্রবল হয় এবং দেবেক্সনাথ ঠাকুরের সহিত যাইয়া আলাপ করেন। ১৮৫৯ অবেদ ইনি উক্ত ঠাকুরের সহিত সিংহল যাত্রা করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ২৫ টাকা

বেতনে বেঙ্গল বাাঙ্কে একটা কেরাণীগিরি কর্ম্ম লন। কিন্তু হস্তাক্ষর স্থন্দর থাকার অল্প দিন মধ্যে পঞ্চাশ টাকা পর্যান্ত বুদ্ধি হইরাছিল। এই সময় ইনি ইয়ং বেঙ্গল, নামে একথানি পুস্তক প্রচার করেন। ইহার পর ইনি ব্ৰাহ্মধৰ্ম প্ৰচাৰ জন্ম ৰোম্বাই ও মান্ধান্ত যাত্ৰা কবিষাচিলেন। নি জাতিভেদ श्रीकांत करतन ना विश्वा ও अभवर्ग विवाह श्रीहमन, ब्राह्मिका में मारेशायन প্রভৃতি অনেকগুলি নৃতন নৃতন কাজ করিয়াছেন। ১৮৬১ অব্দে ইনি ধর্ম প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়। ব্যাঙ্কের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই সময় ব্রাহ্মদলের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়া গৃহবিচ্ছেদের স্থ্রপাত হয়। ১৭৮৬ শকে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় ইনি ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক হইরাছিলেন। ১৭৮৮ শকে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের এক প্রকাশ্র সভা করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ সংস্থাপন করেন এবং ইহার কিছদিন পরে সশিষ্য সিমলা যান। সিমলায় লর্ড লরেন্স ইহাঁকে সমাদরের সহিত অভার্থনা করিয়াছিলেন। এই স্থানে ইনি বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। সিমলা হইতে প্রত্যাগমন সময় মুঙ্গেরে আসিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের ব্রাক্ষেরা ইহাঁকে অসঙ্গত ভব্তি দেখার এবং ইনিও তাহাতে বাধা না দেওয়ার অনেকের মনে সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, কেশব বাবু অবতার হইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ অনেক দিন পর্যাম্ভ জাঁহার গ্রহে হইত, তৎপরে ১৭৯১ শকে এই ব্রাক্ষমন্দির প্রতিষ্ঠা হুইলে উঠিয়া আইদে। ঐ সালে কেশব বাবু বিলাতে যাত্রা করেন। বিলাতে ইনি যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হটয়াছিলেন এবং তথাকার লোকে ইহাঁর বক্তুতায় যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইনি তথায় ভারত-বর্ষীয়ের প্রতি ইংলপ্তের কর্ত্তব্য বিষয় একটা চমৎকার বক্ততা করেন। ঐ বক্ততার সেথানকার অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ চটিরাছিলেন। কুমারী কলেট নামক এক রমণী ইহাঁর ইংলপ্তের বক্তৃতা সকল পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতসংস্থারক সভা সংস্থাপিত করেন। এই সমন্ন এক পদ্দশা মূল্যের স্থলন্ত সমাচার প্রচার হয়।

ব পত্র এই সভার অধীনে আছে। এই সমন্ন ইণ্ডিয়ানমিরার দৈনিক
আকারে হয়। ইনি আলবার্ট হল নামক একটি দালান প্রস্তুত করিয়া
কলিকাতার বাঙ্গালীদিগের বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন। বাঙ্গালা
ভাষায় ইহাঁর বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইনি বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের একজন অগ্রগণ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি কুচবেহারের বালক
মহারাজের সহিত নিজ কল্পার বিবাহ দেন। ঐ বিবাহের পর হইতে ইনি
বড় অক্সান্ন করিতেছিলেন—কথন বলেন "ঈশ্বর শিওরে বিসন্না আদেশ
দিলেন।" কথন বলেন "মক্কা হইতে মহম্মদ দেখা করিতে আসিয়াছিলেন
এবং বিশুখৃষ্ট পত্র লিখিয়াছেন," তদ্ভিয় প্রতি বাৎস্ত্রিক উৎস্বে একটী নৃতন
কাপ্ত দেখাইতেছেন এবং ক্রমে ক্রমে সমাজগৃহে যোগ, যাগ, হোম আরতিও
আরস্ত হইয়াছে। কথন ইনি "হরি হরি হরি" বলিলে মূর্ছ্র্য যান এবং
কথন কথন "সখী" সেজে নৃত্য করেন। সম্প্রতি বেদ, কোরাণ, বাইবেলের
সারাংশ লইয়া নববিধানের সৃষ্টি করিয়াছেন।" *

ব্রহ্মা। লোকে সাকার ভজে নিরাকার পায়, কেশব দেখ্ছি নিরাকার ভজে শেষে সাকার লাভ করিলেন; এ দলে কতগুলি ব্রাহ্ম আছেন ?

বরুণ। বেশী নাই। যে কয়েকজন আছেন, তন্মধ্যে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভাই অমৃতলাল বস্থা, ভাই ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এবং ভাই প্রসন্নর্মার সেন বিখ্যাত।

ইন্দ্র। বঙ্কণ! তুমি প্রত্যেক নামের পূর্ব্বে এক একটা "ভাই" শব্দ যোগ করিলে কেন ?

বরুণ ইহাঁরা রেভারেণ্ড ভাই নামক একটা "ভাই" উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরস্পর পরস্পরকে ডাকিবার সময় ঐ উপাধিতেই ডাকিয়া থাকেন।

১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের ৮ই ক্লামুয়ারি ইনি কলেবর পরিত্যাপ করিয়াছেন

উপ। বৰুণ কাকা ! বাপ বেটায় যদি ব্ৰাহ্ম হয়, তাহা হইলেও কি ভাই ব'লে ডাক্বে १

এথান হইতে তাঁহারা কিছু দূরে যাইয়া কেশব বাবুর লিলিকটেজ দেখিলেন।

ব্ৰহ্মা। লিলিকটেজ কি ?

বরুণ। পদ্মকুটীর। এই পদ্মকুটীরে অনেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা বাস করেন।

এখান হইতে কিছু দূরে যাইলে পিতামহ কহিলেন, "বক্কণ! ও দিকে দেখা যাইতেছে ও বাড়ীট কাহার ?

বরুণ। মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাগান বাটী॥

ব্রহ্মা। কোন্ হর্ণমন্ত্রী, সেই মস্ত দানশীল রাণী ? এ বাড়ীতে উাহার কি হয় ? বাড়ীটিও বুহৎ । বরুণ, বাটীর ভিতর কি আছে ?

বঙ্গণ। ভিতরে ঐ যে বড় বাড়ীটি দেখা যাইতেছে, উহাতে রাণী যথন কলিকাতার ছিলেন, বাস করিতেন। বাগান বাটীর মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ চারিটী পুরুরিণী আছে এবং নানাপ্রকার ফুলের গাছ আছে।

ব্রহ্মা। রাণীর এ বাড়ীতে কি হয় १

বরুণ। ইহার মধ্যে তাঁহার কাছারি হয়। অনেক দরিদ্র বালককে রাণী আহারাদি ও বিভালয়ের বেতন দিয়া লেখা পড়া শেখান।

ইক্র। রাণীর দেব দেবীতে ভক্তি কেমন ?

বরুণ। খুব, বিশেষ নারায়ণের প্রতি। তিনি নারায়ণকে শক্ষীনারায়ণ মুর্জিতে স্থাপন করিয়া সেবা করিতেছেন এবং রাধাগোবিন্দজী রূপে স্থাপন করিয়া মনের মত ভোগ থাওয়াইছেতেন। আবার গঙ্গার ধারে নিজ স্ত্রীধন ধারায় বহুম্গা ও স্বদৃশ্ম হর্ম্মা প্রস্তুত করিয়া শালগ্রাম মুর্জি স্থাপন করিয়াছেন। এথানে অপ্তপ্রহর নহবৎ ও কাঁসর ঘণ্টা বাজে এবং অকাতরে অতিথি সেবা হয় ? দেবরাজ ব'ল্বো কি ? রাণীর জন্ত মুর্শিদাবাদে দীন হঃখী নাই। ব্রহ্মা। হবে না ? রাণী যে কলির অন্নপূর্ণা। আহা। বরুণ, রাণীর কতক ওলো মোটামোটী দানের কথা বল।

বরুণ। এই রাণী ১৮৭৯ সালে মৃত রমানাথ কবিরাজের ঋণ পরিশোধার্থ कटल ८०० होका, विधिन এमानियमनामत वार्षिक हाँमा ८०० होका. কলিকাতার স্কুল বালকদিগের থাকিবার জন্ম যে হিন্দু হোটেল প্রস্তুত হয়. তাহার শাহাযাার্থ চারি হাজার টাকা, রাজকুমারী আলিদের স্মরণ চিক্ নির্মাণ জন্ম ছই হাজার টাকা এবং ডাব্রুনর টি, ই, চার্ল্স, এম, ডি ফণ্ডে রোগীদিগের ফ্রোর করিবার জন্ম হুই হাজার টাকা এককালীন দান করেন। ইনি ১৮৮০ সালে আইরিস ফাামিন রিলিফ ফণ্ডে দশ হাজার টাকা. পেটি-ষটিক ফণ্ডে পাঁচ হ'জার টাকা দান করেন। ১৮৮১ সালে আমেবিকান ফ্যামিন বিলিফ ফণ্ডে হাব্দার টাকা, সেণ্ট জেমস স্কল বাডী নির্ম্মাণার্থ পাঁচ শত টাকা, সংস্কৃত কলেজের চারি শাস্ত্রে যে চারি জন বালক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাদিগকে ব্লক্তি দিবার জন্ত আট হাজার পঞ্চাশ টাকা গবর্ণমেন্টে ज्ञा (पन. (ज्ञनाद्वन এरंगम्बि नामक करनरक्षत (य वानक मर्स्वाकृष्टे इटेर्द, তাহাকে এক বৎসরের জন্ম মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ছয়শত টাকা দান করেন। ১৮৮২ সালে রেভারেগু লাফোর্ড সাহেবের ভগ্নীকে পাঁচ শত টাকা. মোক্ষমূলারের সম্বন্ধে হেয়ার যে লেক্চার দেন, তাহা ভিন্ন ভাষার অমুবাদ করিবার জন্ম বি. এম. মালাবারিকে হাজার টাকা, ইডেন মেমেরিয়েল ফণ্ডে পাঁচ শত টাকা, ইণ্ডিয়ান এসোদিয়েদনের বাড়ী নির্মাণ-ফণ্ডে ত্বই হাজার টাকা, দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার্থে তিন শত টাকা দান করেন। ১৮৮৪ সালে সিমলা রিপণ হাঁসপাতাল নির্মাণার্থে চই হাজার টাকা, হাবডার টাইনহল বিল্ডিংফণ্ডে হাজার টাকা, বেঙ্গল টেনান্ধি বিলফণ্ডে হুই হাজার পাঁচ শত টাকা, ছগলি মিউনিসিপলিটীকে পাঁচশত টাকা দান করেন। ১৮৮৪ দালে ইণ্ডিয়ান এদোদিয়েদন ফণ্ডে হাজার টাকা দান করেন। ১৮৮৫ সালে কলিকাতার মেডিকেল কলেজের স্ত্রীলোক

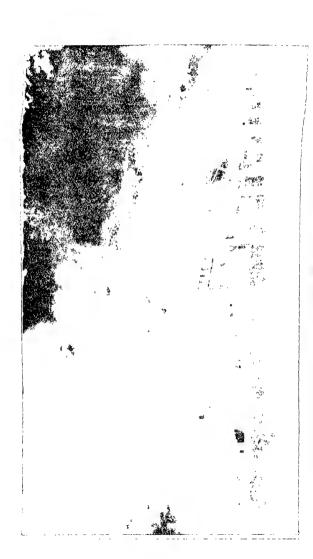
ছাত্রীদিগের জন্ত যে হোটেল নির্মাণ হয়, তাহার সাহায্যার্থে এককালীন এক লক পঞ্চাশ হাজার টাকা, টেনান্সি বিলের বিপক্ষে আন্দোলন করিবার জন্ত পাঁচ শত টাকা. মাহাত্মা লালমোহন ঘোষের নির্বাচনফণ্ডে হাজার টাকা. কাউন্টেদ ডফরিণ ফণ্ডের দাহায্যার্থ আট হাজার টাকা, কুষ্ঠ রোগীদিগের গতে রুরা হিন্দু রম্ণীদিগের গৃহ নির্মাণ জন্ম আট হাজার টাকা, ১৮৮৬ রক্ষা জন্ম তিন হাজার টাকা, রোভার স্কুলের সাহায্যার্থে পাঁচ শত টাকা, কেশব একাডেমাতে পাঁচ শত টাকা, লর্ডইউলিক ব্রাউনের মেমোরিয়েল ফণ্ডে পাঁচ শত টাকা, দান করেন। ১৮৮৭ সালে কলিকাতা মেডিকেল ইনষ্টিটিউদনের সাহায়ার্থে পাচ শত টাকা, কাউণ্টেদ ডফরিণ ফণ্ডের সাহায্যার্থে পুনরায় সাত শত সম্ভর টাকা, লগুনের ইম্পিরিএল জুবিলি इन्ष्ठिने छेनन छेनल क्लाइ हाकात होका, वानी तिनन इरलत माहायार्थ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৮৮ সালে কেশব একাডেমির সাহায্যার্থে পাঁচ শত টাকা, ডফরিণ মেমোরিয়েল ফণ্ডে তিন হাস্কার টাকা, দার্জ্জিলিং স্বাস্থানিবাস নির্মাণ জন্ত আট হাজার টাকা দান করেন। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে এক লক্ষ্পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়াছেন। এবং দেবগণের মর্জ্যে আগমনের সাহায্যার্থে একশত টাকা দান করিয়াছেন।

উপ। ওমা। দেবগণের বেলায় এত কম ?

ইন্দ্র। তুই থাম্—ভাল পিতামহ। এমন ধর্মশীলা রাণী পতিপুত্র-বিহানাকেন ?

ব্রহ্মা। ভাই, ওদৰ জ্ঞাল পাক্লে কি রাণীর ধর্মকর্মে একপ মতি থাকিত, না ভবিষাতের জন্ম অক্ষম পুণা সঞ্চিত হইত ?

এথান হইতে একটী গলির মধা দিয়া সকলে লং সাহেবের গির্জ্জার নিকট আদিয়া উপস্থিত হইলেন বরুণ কহিলেন, "এইটী লং সাহেবের গির্জ্জা। ইনি একজন বঙ্গবন্ধু ছিলেন। নীলদর্পণ নাটক প্রচার হইলে ইনি নীলকরগণ



ভূতগূर्स षाम्म राडिम (षष्मा स्विषास क्वीर थाना)—किनिकांडा

কিন্দ্রপ প্রজাপীড়ন করে তাহা রাজপুরুষদিগের গোচর করাইবার অভিপ্রায়ে উক্ত পুস্ত ক ইংরাজীতে অমুবাদ করিয়া প্রচার করেন। ইহাতে ইংলিসমান সম্পাদক আপনাদিগের খাতিলোপকর পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছে বলিয়া মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে কলিকাতা স্থপ্রীমকোর্টে অভিযোগ করেন। ইহাতে ১৮৬১ অব্দের জুলাই মাসে মহাত্মা লং সাহেবের এক মাস কারাবাস এবং হাজার টাকা অর্থদিগু হয়। ঐ টাকা ৬ কালাপ্রসর সিংহ মহাশয় তৎক্ষণাৎ দিয়াছিলেন, লং সাহেবকে দিতে হয় নাই। লং সাহেবের কারাবাস হইলে বাঙ্গালীমাত্রেই ত্বঃথিত হইরাছিলেন।"

"দেবরাজ! ও দিকে দেখ মিউনিসিপাল হাঁসপাতাল। কলিকাতার যত পাহারাপ্তরালা আছে এবং মিউনিসিপালিটীর সামান্ত সামান্ত কর্মচারী আছে, পীড়িত হইলে এই স্থানে চিকিৎসা করা হয়।"

এখান হইতে কিছু দ্র যাইলে নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! ওদিকের ওটা কি ?"

বরুশ উহার নাম পপার এদাইলম বা আম্ছাউস। এই স্থানে গরীব ছঃখী সাহেব—যাহাদিগের ভরণ পোষণের কোন উপার নাই—নাম লেখাইয়া বাস করে। গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে আহার দিয়া নানাপ্রকার কাজকর্ম করাইয়া লন। উহার ও দিকে ঐ যে বড় বাড়ী দেখা যাইতেছে, ঐথানে লেপার এসাইলম ছিল। মহাব্যাধি-রোগগ্রস্ত লোকদিগকে ঐ স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করা এবং পথ্যাদি দেওয়া হইত। ঐ এসাইলমটী স্থপ্রসিদ্ধ ছারকানাথ ঠাকুরের অর্থে সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ব্ৰহ্মা। দীনজঃখীকে ঔষধ ও পথা প্ৰদান ত সহজ পুণা নহে। ব্ৰুণ, তুমি আমাকে দাৱকানাথ ঠাকুৱের জীবনচ্রিত বল।

বরুণ। ইনি ১২০১ দালে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি ইহার পিতৃব্য রামণোচন ঠাকুরের পোদ্মপুত্র। সিরবোরণ সাহেবের স্কুলে সামান্ত ইংরাজী শিক্ষা করিয়া শেষে নিজের বুদ্ধিবলে শাস্তাদির আলোচনা করিয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রথমে ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। পরিশেষে রামমোহন রায়ের সহিত আলাপ হইলে ব্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করেন। ইনিও প্রথমে ওকালতী, তৎপরে নিম্কির কালেক্টরির সেরস্তাদার হন। এই কার্যা করিতে করিতে ক্রমে বোর্ডের দেওয়ান হন। অনেক দিন এই কার্য্য করিয়া শেষে কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাণিজ্ঞা বাবসা আরম্ভ করেন। ইনি প্রথমে এই স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করায় গবর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিং একথানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর ইনি কয়েক-জন বাঙ্গালী ও সাহেবের সহিত একত্র হইয়া একটী ব্যাঙ্ক খুলেন এবং নীল. রেশম, চিনির করেকটী কুঠি স্থাপন করেন। এই সময় ইনি অনেকগুলি জমীদারী থরিদ করিয়াছিলেন। ইনি অতান্ত পরোপকারী ও দাতা ছিলেন। ২৪ প্রগণার দাত্ব্য চিকিৎসালয়ে লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতার জ্বমীদার সভা ইছার ই যতে ১২৬৫ সালে স্থাপিত হয়। ঐ সভাকে এক্ষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা কহে। ১২৪৯ সালে বিলাত যাতা করিলে মহারাণী ভারতেশ্বরী যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। ইহাব পর ইনি ইউরোপের অপরাপর দেশ দেখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ১২৫১ সালে পুনরায় ইনি বিলাত্যাত্রা করেন এবং নিজ বায়ে বিলাত হইতে ডাক্তারি শিথিয়া আসিবার জন্ম ভোলানাথ বস্থ ও স্থাকুমার চক্রবর্ত্তীকে (গুডিব চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ১২৫৩ সালে ৫২ বৎসর বয়:ক্রম কালে বেলফাষ্ট নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। কেন্সালগ্রীন নামক স্থানে ইহাঁর সমাধি হইয়াছে। সমাধিস্তস্তে রক্তকলকে লেখা আছে "১৮৪৬ খুষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট কলিকাতার জমীদার দারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইল।" দারকানাথ ঠাকুরের বেলগেছিয়ার বড বিখ্যাত।

নারা। এ দিকে এ গলির ভিতর কি আছে ? বরুণ। মেটুপলিটান ইনিষ্টিটিউসন। ঐ বিভালয়টা প্রথমে বিভাসাগর



মেটোপলিটান কলেজ—(অধুনা বিছাসাগর কলেজ)—কলিকাতা ৭০৫ পৃ:়

ও ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের যত্নে ট্রেণিং স্কুল নাম দিয়া সংস্থাপিত হয়। ক্রমে ম্যানেজারদিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় বিভালয়টী হই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগের নাম মেট্রপশিটন ইন্ষ্টিউসন—ইহার তত্বাবধান-ভার বিভাসাগর মহাশয়ের উপর ছিল। অপর ভাগের নাম ট্রেণিং একাডেমি—ঐ অংশের ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী তত্বাবধান করিতেন।

এই সময়ে কুঁকড়ো ডাকার শব্দ গুনিয়া পিতামহ কহিলেন, "কলিকাতার মুস্লমানপাড়ায় এলাম নাকি ?"

বঙ্গণ। আজ্ঞে না, রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীর নিকট আসিয়ছি। রমা-প্রসাদ রায়ের পুত্র হরিমোহন রায় বড় ব্যবসাদার লোক; কুঁকড়োগুলোর বেশী বাচ্ছা হয়, এজন্ম কুঁকড়ো পুষিলে লাভ হইবার আশায় তিনি অসংখ্য কুঁকড়ো পুষিয়াছেন। এই দেখুন বাবুর কসাই কালী, তাহার পর রয়াল হোটেলে একজন চাচা কুঁকড়ো জবাই করিতেছে। তাহার পর সঙ্গীন পাহারা বাবুর বাটী। ও দিকে দেখুন, বাবু দোকান ঘরে বসিয়া সটকায় তামাক খাইতেছেন।

নারা। বাবুর আশে পাশে বিস্তর ঝাঁকড়া চুলো ছেলে ব'সে, উহারা কারা ?

বরুণ। বাবুর একটী যাত্রার দল আছে; ছেলেগুলো সেই দলের বালক।

এথান হইতে দেবগণ একথানি ছেক্ড়া গাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে নিমতলায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

रेखा। वक्रण । এ স্থানের নাম कि ?

বঙ্গণ। এ স্থানের নাম নিমতলা। ও দিকের ঐ সামান্ত বাটীতে আনন্দমন্ত্রী নামে কালীমূর্ত্তি আছেন। ঐ গৃহে ছটা কুঠারি আছে, কুঠারি-ম্বন্তের মধ্য দিল্লা একটা নিমগাছ উঠার এ স্থানের নাম নিমতলা হইয়াছে। ঐ দেবীমূর্ত্তি শিবক্লফ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির। দেবালয়টা একথানি ভালুক বিশেষ।

वका। वक्ना अहे वश्मात विषय वन।

বরুণ। দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি বাস কাদিহাটি।
ইনি গবর্ণমেণ্টের পাটনার আফিংয়ের কুঠির দেওয়ান ছিলেন। ঐ কর্ম
করিয়া রাধামাধব যথেষ্ট বিষয় করেন। ইনি নিমতলার স্নানের ঘাট ও
আনন্দময়ীর মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। ইহাঁর পাঁচ পুত্র—নবক্তয়্ব,
গোপালক্তয়্বয়, শিবক্তয়্বয় ও তারাক্তয়। শিবক্তয়্বয় কলিকাতার মধ্যে একজন
প্রভাপাদিত জমীদার ছিলেন। ইনি বেশ ইংরাজী জানিতেন। যথন
রাস্তা দিয়া বনী হাঁকাইয়া যাইতেন, যে সম্মুথে পড়িত চারুক মারিতেন।
ইনি শেষে জালিয়াৎ মকদমায় ১৪ বৎসরের জন্ম দ্বীপান্তরিত হন। যথন
ধালাস হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন, পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কিছুদূর যাইরা তাঁহারা একটা বাড়ীর সমূত্থে আসিয়া উপস্থিত। হইলেন।

বঙ্গণ। পিতামহ! নিমতলার মথুরমোহন সেনের বাড়ী দেখুন।
ইহাঁরা জাতিতে স্থবর্ণবিশিক্। ইহাঁর পিতার নাম জন্মশি দেন। ইনি
কলিকাতার মধ্যে বিখ্যাত পোন্দার ছিলেন। ইনি প্রকাশু বাড়ী নির্দ্ধাণ
করিন্ধা গবর্ণমেন্টের বাড়ীর ফ্রান্থ চারিটি গেট প্রস্তুত করান। এক্ষণে এই
বাটীর ধ্বংসাবস্থা। বাটীর সংলগ্ধ ঠাকুরবাটী ও ফুলবাগান অভ্যাপি
বর্তমান আছে—যাহাকে মথুর সেনের ফুলবাগান কহে। মৃত্যুকালে ইনি
অক্সাত্র বিষয় রাখিয়া যান।

এখান হইতে দেবগণ একটা ঘাটে বাইরা উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "এই ঘাটের নাম নিমতলার ঘাট। ঘাটের এক দিকে স্ত্রী, অপর দিকে পুরুষেরা মান করে, মধ্যস্থল দিরা জ্লেনে মরুলা নির্গত হর। দক্ষিণ দিকে দেখুন, নিমজ্ঞলার মৃদ্ধাঘাট। এক সময় এই ঘাটে কলে, মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা করিরাছিল; কিন্তু স্থপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ছোষের বক্তৃতার চোটে হইতে পার নাই।

ব্রহ্মা। কলে মড়া পোড়ান প্রচলিত হইলে বড় অক্সায় হইত। রাম-গোপাল ঘোষের বক্তৃতা-শক্তিকে ধন্তবাদ করি। তুমি আমাকে তাঁহার বিষয় কিছু শ্রবণ করাও।

বরুণ। ইনি জাতিতে কায়স্থ। ১২২১ সালে কলিকাতায় ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম গোবিন্দচক্র ঘোষ। প্রথমে ইনি সিরবোরণ সাহেবের স্কুলে, পরে হিন্দুস্কুলে বিস্তা শিক্ষা করেন। বিতালয় পরিত্যাগের পর একজন ইংরাজ সদাগরের কুঠিতে কর্মে নিষ্ঠু হন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সদাগরের মুচ্ছদি পর্যান্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ইনি স্থানে স্থানে বক্ততা করিয়া সম্বক্তা বলিয়া প্রাসিদ্ধ হন এবং সংবাদপত্তে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের আন্দোলন করিতে থাকেন। ইনি ইংরাজ বণিকদিগকে मञ्जूष्टे कतिया (भारव व्यश्वीमात इन এবং निक नारम कुठि करतन। ১২৫২ मार्ल देनि विनक्-मान्त मान्य देशाहित्मन। देशांत पाने या पर्दे हिन। ইনি একবার নির্দ্ধিষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্তগণকে হাজার টাকার পারিতোষিক দিয়াছিলেন এবং মার্সমান সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস এক শত খণ্ড ক্রম্ব করিয়া বালকদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন; তম্ভিন্ন হিন্দু কলেজে ছাত্রদিগকে বংসর বংসর বছসংখ্যক সোণা রূপার পদক দিতেন। ইহাঁকে কলিকাতার ছোট আদালতের জজের পদ দিবার প্রস্তাব হইলে অস্বীকার করেন। ১২৫৫ সালে ইনি কলিকাতার ডিষ্ট্রীক্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেশ্বর হইয়াছিলেন। ১২৭৫ সালে ইহাঁর মৃত্যুকালে ইনি তিন লক্ষ টাকার বিষয় রাখিয়া যান, তক্মধ্যে বিশ হাজার টাকা ডিখ্রীষ্ট দাতব্য চিকিৎসালরে এবং চল্লিশ হাজার বিশ্ববিত্যালয়ে দান করেন। বন্ধগণের নিকট ইহাঁর যে চল্লিশ হাজাত টাকা পাওনা ছিল—তাহা এককালে ছাড়িয়া দেন।

ব্ৰন্মা। আহা ! ইনি যথাৰ্থ দাতা ছিলেন।

গঙ্গার ধারে তিয়। দেবগণ একটী ঘাটে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "এ ঘাটটী বড় স্থলর। এ ঘাট কাহার বরুণ ?"

বরুণ। এ ঘাটটা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। মহারাজ যতীক্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক স্থান্দর করিয়া মেরামত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বক্ষণ ইহার পর দেবগণকে লইয়া গ্রব্মেণ্ট ডাব্জারখানার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, "পূর্ব্বে এই ডাব্জারখানাটি চাঁদনিতে ছিল, তখন বেলি সাহেব ইহার ডাব্জার ছিলেন। তৎপরে প্রসন্ধ্রুমার ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে চাঁদা দ্বারা এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।" এখান হইতে দেবতারা পাটের গাঁটকসা কল দেখিলেন।

বরুণ। পিতামহ ! কবির গান হ'চেচ—গুন্তে যাবেন ? ব্লমা। হানি কি, চল না।

বঞ্চণ তৎশ্রবণে দেবগণকে লইয়া বারোইয়ারিতলায় উপস্থিত হইলেন; দেখেন, লোকের ভিড়ে যাতায়াত করা স্থকঠিন। তাঁহারা অতি কপ্তে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, অগ্ন আর্কফলা-মস্তক ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রোতার সংখ্যাই বেশী। এই সময় কবিওয়ালারা ঢোলের বাজের সহিত তালে তালে নাচিতেছে। দেবতারা উহাদিগের আহ্লাদের অঙ্গভঙ্গীর সহিত নৃত্য দেখিয়া হাস্থ করিতে লাগিলেন।

এই সময় এক ব্যক্তি একথানি ঘেরাটোপ-ঢাকা বৃহৎ খাঁচা হস্তে চ্মুকুড়ী দিতে দিতে দেবগণের নিকট দাঁড়াইল এবং এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া দেবিয়া "পড় বাবা আত্মারাম" বলিয়া চলিয়া যাইল। বরুণ কহিলেন, "ঐ লোকটা জুতাঢোর। খালি খাঁচা আনিয়াছে, এক খাঁচা জুতা বোঝাই ক'রে নিয়ে যাবে।"

দেবগণ কবি শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। যতক্ষণ না ভাঙ্কিল, বাসায় যাইলেন না। পিতামহ কহিলেন, "দেখ বরুণ, যাত্রা ও থিয়েটার দেখা অপেক্ষা কবি আমার বড় ভাল লাগিল। গানগুলি কেমন স্কুরসাল ও কবিছে পরিপূর্ণ।" বরুণ। আঙ্কে এক সময় এই কবির দলের যথেষ্ট সমাদর ছিল। সেই সময় অনেকগুলি স্থাসিদ্ধ কবিওয়ালা জন্মগ্রহণ করেন।

বন্ধা। তুমি বিখ্যাত কবিওয়ালাদিগের নাম উল্লেখ কর।

বরুণ। ঐ কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রাম বস্তু একজন বিখ্যাত। ইনি জাতিতে কায়স্ত। কলিকাতার পশ্চিম পারস্ত শালিথায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে যোডাসাঁকোম্ব 🗸 বারাণসী খোষের বাটীতে ইনি ইহার পিতার নিকট বাস করেন। ইনি জন্মকবি ছিলেন। কারণ পাঁচ বৎসর বয়:ক্রম-কাল হইতেই কবিতা রচনা করিতেন। ভবানী বেণে নামক একজন কবিওয়াল। ইহাঁর নিকট হইতে গান বাধিয়া লইতেন। ইনি বৎসামান্ত ইংরাজা শিক্ষা করিয়া প্রথমে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন, তৎপরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কবির দলে গান বিক্রের করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকেন। ভবানী বেণে, নীলুঠাকুর, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহের দলেও ইনি গান দিতেন। পরিশেষে স্বয়ং একটী দল করেন। তাঁহার নিজের দল হইলে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই লোকে সমাদরের সহিত ডাকিতে লাগিল। ১২৩৫ সালে ৩২ বৎসর বয়:ক্রমকালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। হরুঠাকুর কলিকাতা সিমলায় ১১৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঠাকুর উপাধি হয়। ইনি প্রথমে গান বাঁধিলে রঘুনাথ দাস সংশোধন করিয়া দিতেন। ৭০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। নুত্যানন্দ বৈরাগা চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ৬০ বৎসর বয়:ক্রমকালে ইহার মৃত্যু হয়। ভবানী বেণে কলিকাতা ঘোড়াসাঁকোয় জ্মগ্রহণ করেন এবং ৭০ বৎসর বয়সে মারা যান। বলরাম,—ইহাঁর বাড়া চন্দননগরে ছিল। নীলু এবং রামপ্রসাদ ইহাঁরা ছই ভ্রাতা। ইহাঁদিগের কলিকাতার জন্ম হয়। ইহাঁদিগের উপাধি চক্রবন্তী। নীলুর ৬০ এবং রামপ্রসাদের ৮০ বৎসর বন্ধসে মৃত্যু হয়। ভোলা মধরা কলিকাতা সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। ৭২।৭৩ বৎসর বয়:ক্রম কালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। এক্ষণে

ইহাঁর উত্তরাধিকারিগণ দশ চাশাইতেছেন। রামচরণ বস্থ কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জয়নারায়ণ বস্থর প্রথম পুত্র। রামস্থন্দর স্বর্ণকার,—ইনি পূর্ব্বে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন, ৮৩ বংসর পর্যান্ত জীবিত ছিলেন। এই সময় এন্টনি সাহেব প্রভৃতি আরও কয়েক ব্যক্তির কবির দল ছিল।

এই সময় কবি ভান্সিল। ও দিকে "মার, মার" শব্দ আরম্ভ ছইলে লোকগুলো সেইদিকে ছুটিতে লাগিল। দেবতারাও "কি কি।" শব্দে যাইয়। শুনিলেন—জুতাচোর এক থাঁচা জুতা চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া মার থাইতেছে।

দেবগণ বাসায় আসিয়া দেখেন, উপ একথানি ইংরাজী পত্র খুলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় তরজমা করিতেছে। দেবতারা উপবেশন করিয়া কহিলেন, "উপ'র যে আজ লেখা পড়ায় বড় যতু! এক মনে বাসয়া কি লিখিতেছে। ও কাগজখানার নাম কি ?"

উপ। হিন্দুপেট্রিয়ট।

ব্ৰহ্মা। কি १

বঙ্গণ। হিন্দুপেট্রিষ্ট। স্থাসিদ্ধ বাবু ক্ষণদাস পাল ইহার সম্পাদক।
বন্ধা। বাঙ্গালীতে এত বড় খবরের কাগজ্ঞধানা পরভাষায় লেখেন—
ইনি ত কম লোক নন।

বঙ্গণ। আজ্ঞে এক্ষণে অনেক বাঙ্গালী ইংরাজী সংবাদপত্ত লিথিতেছেন; বাবু নরেক্রনাথ সেন প্রাতাহিক "মিরার" পত্র ও উট্যুত ক্সরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বেঙ্গলী" বাহির করিয়াছেন। পেট্রিট কাগজখানি বছদিনের। প্রথমে ইহা ৮হরিশ্চক্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত হয়; তৎপরে বাবু কৃষ্ণদাস পাল ইহাঁর সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পেট্রিট দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, ইহাতে রাজনৈতিক বিষয় সকলেরই বিশেষ আন্দোলন করা হয়। ব্রহ্ম। তুমি আমাকে ক্লফ্লদাসের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৮৩৮ অবে কণিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে ওরিয়েন্টাল দেমিনারীর বাজালা পাঠশালায় লেখা পড়া শিখেন। ১৮৪৮ অব্দে পাঠশালার পরীক্ষায় সর্বোৎক্রষ্ট হইরা এক রৌপা পদক প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরেই ঐ বিস্থালয়ের ইংরাজী বিভাগে পদ্ধিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫২ অবেদ ইনি ফ্রি ডিবেটিং ক্লবের সভাপদ প্রাপ্ত হন। ইহাতে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহার পর ইনি মিল নামক একজন পাদরি সাহেবের নিকট বাইবেল পাঠ করেন। ১৮৫: অবে মেটুপলিটন কলেজ সংস্থাপিত হইলে ইনি ঐ কলেজে ভর্মি হন এবং ১৮৫৬ অব হইতে ইনি ইংরাজী পত্তে লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৭ অবে কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ঐ বৎসরেই ব্রিটিশ ইঞ্জিয়ান সভার সহকারী সম্পাদক এবং ইহার কিছুদিন পরে হিন্দুপেট্রিয়টের লেখক হন। ১৮৬০ অবেশ ঐ কাগজের সম্পাদক হইন্নাছিলেন। ১৮৬৩ অবেশ ইনি অবৈতনিক মার্পিষ্টেট ও ১৮৭৬ অব্দে মিউনিসিপ্যাল কমিসনার এবং ১৮৭৭ অবে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নিযুক্ত হন। ইনি একজন भवका, ১৮৬१ অব্দের ছভিক্ষ**শ্বরে** ইহার বক্তৃতা, ১৮१∙ অব্দের ইনক্ষ ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বক্তৃতা এবং বাঙ্গালা বাবস্থাপক সভার কতকগুলি বক্তৃতা বিশেষ উৎকৃষ্ট ও গণনীয়। ইনি অনেকগুলি কৃদ্ৰ কৃদ্ৰ পুস্তক লিথিয়াছেন। ১৮৬৬ অবে ইনি নব্য বাঙ্গালীদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া যে প্রস্তাব লেথেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৯ অব্দে ইনি "বিদ্রোহ ও প্রজাম ওলী" নাম দিয়া একথানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে, -এদেশীয়েরা যে রাজভব্তিবিহীন নহে, তাহা স্থন্দররূপে দেখান হইয়াছে। ১৮৬০ অবে ইনি নীলের চাষ এবং ১৮৬৫ অবে জলের কল সম্বন্ধে ২।১টী প্রবন্ধ লিথিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৭৩ অবেদ ইহাঁকে ১৫৪০ শত টাকা বেতনে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি পদ প্রদানের প্রস্তাব হইলে ইনি ঐ পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলেন "কোন বিশেষ কার্য্যে নিষ্কু হওয়া অপেক্ষা আমি প্রকৃত স্বদেশামুরাগীর স্থায় দেশের সাধারণ হিত্কর কার্য্যে আজীবন নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করি।" ইহাঁর মৃত্যুতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

ব্ৰহ্মা। সাধু! সাধু!

ইন্তা। দেখ বরুণ! এপ্রকার মহাত্মাদিগের জীবনচরিত শুনিলে মনে বড় আহলাদ হয়, তুমি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়েরও জীবনচরিত বল।

বৰুণ। ইনি ১২৩১ দালে ইংরাজী ১৮২৪ খুষ্টাব্দে ভবানীপুরে জন্ম-প্রহণ করেন। ইনি কুলীন বাক্ষণের পুত্র। এজন্ত মাতৃলালয়ে ইহাঁর জন্ম হয় এবং সেই স্থানেই প্রতিপালিত হন। বাল্যকালে ভবানীপুরের এক**টা** ইংরাজী বিস্তালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং বিস্তালয় পরিত্যাগের পর কোন আফিসে আট টাকা বেতনে একটা কর্ম্ম পান এবং কার্য্যদক্ষতাপ্তবে এক বৎসর পরে ঐ আফিসে এক শত টাকা বেতন বুদ্ধি হয়। ক্রমে ইনি মিলিটারি অডিটের সম্মানস্ট্রক পদ পর্যান্ত প্রাপ্ত প্রাপ্ত ইয়াছিলেন। "হিন্দ ইন্টেলিক্রেন্সর" নামক একথানি সাপ্তাহিক পত্রে ইনি :রীতিমত লিখিতেন। কিছ সম্পাদকের সহিত বিবিধ কারণে বিবাদ হওয়ায় ঐ পত্রে লেখা বন্ধ করেন। ইহার পর পেটি মট পত্রের সৃষ্টি হইলে তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সম্পাদকের ক্ষতি হওয়ায় তিনি কাগজের সম্ব হরিশ বাবুকে বিক্রম করিম্নাছিলেন। হরিশবাবুর যত্নে এই কাগজের যথেষ্ট আয় হয় এবং ইহা দেশবিখ্যাত হইয়া উঠে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যথন রাজপুরুষেরা সন্দেহ করেন যে, বাঙ্গালীরাও রাজবিদ্রোহী হইয়াছে, তথন শুদ্ধ এই হরিশ বাবুর লেখায় তাঁহারা জানিতে পারেন যে, বাঙ্গালীর স্তায় রাজভক্ত জাতি দ্বিতীয় নাই। ইনি ভবানীপুরে একটী সভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় কঠিন শাস্ত্র সকলের আন্দোলন হইত। নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার হরিশ বাবুই নিজ পত্রে লিখিয়া গবর্ণমেন্টের কর্ণগোচর করেন

এবং এই উপলক্ষে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার ও অর্থ ব্যয় করেন। ইনি ব্লিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার একজন সভ্য ছিলেন। ইনিই ঐ সভা স্থাপনের প্রধান-উদ্বোগী। ভারতবাসীর ছঃথ ইংলগ্ডীয় মহাসভার গোচর করা এই সভার-প্রধান উদ্দেশ্য। ১২৬৪ সালের ১১ই আষাচু ইহার মৃত্যু হয়।

নারায়ণ এই সময় কহিলেন, "দেখ বরুণ, আমার শরীর এমন পাঞুবর্ণ হইল কেন ? মুখ দিয়ে অনবরত জল উঠিতেছে, ইহার কারণ কি ?"

বরুণ। তোমার লোণা লাগিয়াছে।

লোণা লাগার কথা শুনিয়া দেবগণ শক্ষিত হইয়া বরুণের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন "য়ঁগ! লোণা লেগেছে ? লোণা লাগা কি ? লোণা লাগাতে প্রাণহানি হয় না ত ?"

বক্লণ। না—উহাতে কোন ভয় নাই, স্বৰ্গ মিঠে দেশ এবং কলিকাতা লোণা দেশ, এজস্তুই লোণা লাগিয়াছে।

ইন্দ্র। আমারও লোণা লেগেচে, এক্ষণে ইহার ঔষধ কি 🤊

বৰুণ। ঔষধ—শীঘ্ৰ প্লায়ন কর, নচেৎ যত গ্রীম্ম বাড়িবে, লোণা লাগাও তত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

ব্রহ্মা। বরুণ ! তুমি যত সম্বর পার. কলিকাতা দেখাইয়া আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া চল।

আহারাস্তে নারায়ণ ও দেবরাজ বিমর্যভাবে শয়ন করিলেন দেখিয়া পিতামহ কহিলেন "তোমরা উদ্বিশ্ন হইও না, কোন পীড়া হইলে চিস্তা। করিলে রোগের শাস্তি না হইয়া বৃদ্ধি হইবারই সস্তাবনা। তোমাদের ভয় কি ? স্বর্গে যাইলে ধরস্তরি হুই দিনে ভাল করিয়া দিবেন। উপ ! ছ একখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ কর্ শোনা যাক্।" উপ তৎশ্রবণে পাদ্মনীর উপাথ্যান পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, পিতামহ কহিলেন, "এ কেতাবথানা লিখ্ছে ভাল, বরুল। এ গ্রন্থকারের নাম কি ?"

वक्रन। हेंशंत नाम तक्रनाम वत्नाभाषात्र। हेनि ১৮৪৮ व्यक्त

শার্মনার সমিছিত বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাফ শার্মনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল বাল্যাবস্থায় মিসনারি ছুলে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া হুগলী কলেজে কিছুদিন ইংরাজী শিক্ষা করেন। শারারিক পীড়া নিবন্ধন বিভালরে অধিক পড়াগুনা করিতে পারেন নাই। বিভালয় পরিত্যাগের পর নিজের যত্নে যথেষ্ট উয়তি করিয়াছেন। বাল্যকালাবিধি ইহাঁর কবিতা রচনায় অমুরাগ ছিল এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া শ্রেভাকরে" প্রকাশ করিতেন। ১৮২৫ অব্দে এডুকেশন গেজেট প্রচারিত হইলে ইনি তাহার সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৫৮ অব্দে এই পদ্মিনী উপাধ্যান প্রচার করেন। ইহার কয়েরক বংসর পরে প্রথমে ইনি ইন্কম ট্যাক্সের আসেসর, তংপরে ডেপুটা মাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬২ অব্দে ইহার প্রবিত হয়। ইহার কারাগুলি ইতিহাসমূলক। এই সকল গ্রন্থ জানীত হয়। ইহার কারাগুলি ইতিহাসমূলক। এই সকল গ্রন্থ জানীত্তন শামক আর গ্রন্থানি পদ্ম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত কুমারসম্ভব কাব্যের বাঙ্গালা অমুবাদও ইহার ছারা হইয়াছে।

উপ। "কর্ত্তাজাঠা। এই বইথানার মাতৃত্বেহ কেমন লিথ্চে শোন" বলিয়া পাঠ করিতে লাগিল।

পিতামহ তৎপ্রবণে কহিলেন, "এ লেখকও মন্দ নহে। বরুণ, এ পুস্তকের এবং লেথকের নাম কি ?"

বরণ। পুত্তকের নাম "স্থারঞ্জন।" ইহার প্রণেতা ৮ছারকানাথ অধিকারী। হান নদীয়া জেলার অস্তর্গত গোঁসাই তুর্গাপর নামক গ্রামে অধিকারী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রুক্ষনগর কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রভাকর পত্তে প্রায়ই পত্তে গছে প্রবন্ধ লিখিতেন। বিভালয় পরিত্যাগের পর ইনি রুক্ষনগরে একটা বিভালরে মাষ্টারি করিতেন। ১২৬৪ সালে অভি অর বয়সে ইহাঁর

মৃত্যু হয়, স্তরাং "স্থীরঞ্জন" ব্যতীত আর পৃস্তক লিথিতে প্যুরেন নাই।

অপরাহে দেবগণ নগর শ্রমণে বাহির হইবার সময় উপকে ডাকিলেন। উপ কহিল "আপনারা যান—আমি আজ যাব না, বড় হাত পা কামড়াচে ।" পিতামহ তৎশ্রবণে তাহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া সকলে হাটথোলায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন কোন গদীতে চাউলের যেন পাহাড় সাজান রহিয়াছে। কোন গদীতে গম ও অস্তায়্থ শস্ত সকল স্তুপাকার হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন গদীতে ঘত, চিনি, লবণ, পাট ঠাসা রহিয়াছে। ছোট দোকানও বিস্তর রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন "এই স্থানের নাম হাটথোলা। এখানে চাউল, ধান, গম, তূলা, ঘত, চিনি, লবণ, পাট, পেয়াজ, রশুন, লক্ষা হলুদ প্রভৃতির বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান আছে। এই স্থানে অনেক ধনী মহাজনের উক্ত দ্রব্য সকলের আড়ত ও গদী আছে। উক্ত মহাজ্বনিদিগের মধ্যে অধিকাংশই পূর্বদেশী বাজাল। কোন দ্রব্যাদি এখানে চালান দিলে আড়তদারেরা ক্রম্ম করিয়া তৎক্ষণাৎ-টাকা দেয়।"

এথান হইতে দেবগণ হাটথোলার দত্তবাড়ী দেখিতে যান এবং তথায় উপস্থিত হইয়া পিতামহ কহিলেন, "বরুণ। দত্তদিগের বিষয় বল।"

বরুণ। ইহাঁদের আদি বাস বালীতে। দিল্লীর সম্রাটের নিকট কলিকাতায় জায়গীর প্রাপ্ত হওয়ায় ইহাঁরা এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই বংশে মদনমেত্ন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। জনি স্থাসিদ্ধ জমীদার ও সওদাগর ছিলেন; ইহাঁরই দ্বারায় রামহলাল দে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। মদননোহন অত্যন্ত দয়ালু দাতা ও ধার্মিক ছিলেন। ইনি বিপূল অর্থ ব্যয়ে গয়ার প্রেতশিলায় উঠিবার সিঁঙি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। জগৎরাম দত্ত নামক এই বংশের অপর এক ব্যক্তি ইষ্ট ইপ্তিয়া কোম্পানীর

পাটনার কুটীর দেওয়ান ছিলেন! ইনি পাটনার পাটনেশ্বরী দেবীর মন্দির ও অনেক বিষয় করিয়া দিয়াছেন। এই বংশের অপর কোন মহাত্মা কোয়গব ও পানীহাটিতে গঙ্গাতীরে ছাদশ শিব মন্দির ও বাঁধা ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এখান হইতে দেবগণ এক দিকে যাইতেছিলেন, লক্ষা মরিচের ঝাঁজে থক্ থক্ করিয়া কাসিতে কাসিতে মুখে কাপড় দিয়া অপর দিক্ দিয়া দর্মাহাটার মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন, "এই স্থানের নাম দরমাহাটা, এখানেও বিস্তর মহাজনের গদী আছে।" এখান হইতে শোভাবাজারে যাইয়া একটা বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে দেবরাজ কহিলেন "বরুণ। এ সুন্দর বাড়ীটি কাহার ?"

বরুণ। ইহারই নাম শোভাবাজারের রাজবাড়ী। মহারাজ নবরুক্ষ এবং রাজা রাধাকাস্ত দেবের এই বাড়ী।

বন্ধা। বন্ধণ । তুমি আমাকে মহারাজ নবক্কফের জাবনচরিত বল।
বন্ধণ। মহারাজ নবক্কফ বাহাছর ১১৩৯ সালে (১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে)
গোবিন্দপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম দেওয়ান
রামচরণ দেব। ইহাঁরা জাতিতে কারস্থ। নবক্কফ বাহাছরের বাল্যকালে
পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং ভদ্রাসন বাটা ভাগীরথীতীরে ভাঙ্গিয়া পড়ায় ইহাঁর
মাতা পুত্রকন্তাগণকে লইয়া শোভাবাজারে আসিয়া বাস করিতে
লাগিলেন। ইনি মাতার যত্মে ও নিজের মেধাবলে অল্পবর্য়সে পারশ্র ভাষায়
বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা, উর্দ্দু, আর্ব্বি ও
ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি
কলিকাতাব নৃতন বাজারে নকুড় ধরের নিক্ট চাকরীর উমেদারী করিতে
থাকেন এবং তাঁহার দ্বারা ইংরাজদিগের সহিত পরিচয় করিয়া লন। ইনি
ওল্পারেণ হেন্টিং সাহেবকে পারশ্র ভাষা শিখাইবার জন্ম শিক্ষক নিযুক্ত হন।
উক্ত সাহেব এই সময় কোম্পানীর একজন কেরাণী ছিলেন। ইনি নবকুঞ্চকে

অত্যম্ভ স্নেহ্ করিতেন। ১৭৫৩ অব্দে হেষ্টিং সাহেব মুর্নীদাবাদের অন্তর্গত কাশীমবাজারের কুঠিতে প্রেরিত হইলে নবক্লফকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান ইহার পর তিনি ৬০১ টাকা বেতনে নবক্বফকে কোম্পানীর মুস্গীগিরি কাজ कतिया एनन। उब्बन्ध अथरम हेटाँ नत् मुक्ती नाम हय। हेनि मुक्तीिशिति কার্য্যে এমন পারদর্শিতা লাভ করেন যে, সময়ে সময়ে ক্লাইভ সাহেব ইহাঁকে চরহ দৌত্যকার্য্যেরও ভার দিতেন। যে সময়ে সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণেচ্ছায় আসিয়া হালসীবাগানে উমিচাঁদের উন্থানে শিবির সংস্থাপন করেন, মুন্সা নবকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের বাসনায় উপঢোকন সহ বাইয়া দতের কার্যো করিয়াছিলেন। তািনই আসিয়া নবাবের সৈন্তসংখ্যা কম বলায় ক্লাইন তৎপর দিন প্রত্যুষে আক্রমণ করেন। লর্ড ক্লাইবের এই বীরত্ব দর্শনে ভীত হইয়া নবাব সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দোলা পলাশী সংগ্রামে পরাজিত হইলে তাঁহার যে ধনাগার লুঠন করা হয়, তাহাতে, হই কোটী টাকার অধিক ছিল না। ঐ টাকা ক্লাইব প্রভৃতি বিভাগ করিয়া লন; কিন্তু দিরাজের অন্তঃপুরে আর একটা যে গুপ্ত ধনাগার ছিল, তাহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যাদিতে প্রায় আট কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল। ঐ টাকা মীরজাফর, আমীর বেগ খাঁ. রামটাদ ও নবক্লফ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে নবক্লফ এক কালে প্রায় ক্রোর টাকা প্রাপ্ত হন। লর্ড ক্লাইব দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসিম্বা নবক্লফের উপর মহারাজ বলবস্ত সিংহের সহিত কাশীর এবং সিতাব রায়ের সহিত বেহারের বন্দোবস্ত করিবার ভারার্পণ করিলে তিনি তাহাও অতি স্থন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্লাইব সম্বষ্ট হইয়া দিল্লির সমাটের নিকট ইইতে প্রথমে নবক্লঞ্চের "রাজা বাহাছুর" ও তৎপরে "মহারাজ বাহাতুর" উপাধি সনন্দ আনিয়া দেন এবং কোম্পানীর বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর রাজনৈতিক মুৎস্থাদি পদে অভিষিক্ত করেন। রাজা বাহাছর উপাধির সনন্দ প্রদান সময় লাট সাহেব কলিকাতার একটি দরবার করেন এবং কলিকাতাস্থ যাবতীর ইংরাজকে
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নবক্রককে একটী স্বর্ণপদক, মূল্যবান্ পরিচ্ছদ,
তরবারি এবং বহুমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। নবক্রক্তের উপর মুন্সীর
দশুর ব্যতীত আরজবেগী দশুর, জাতিমালা কাছারি, ধনাগার, ২৪
পরগণার লাল আদালত ও তহনীল দপ্তরের ভার ছিল। নবক্রক্তের ধন ও
মানসম্ভ্রম বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহার কতিপয় শক্র ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নামে
উৎকোচ গ্রহণের মিধ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে, কিন্তু বিচারে ইনি
নির্দোধী সপ্রমাণ হওয়ায় শক্রদিগের দশু হয়। ১৭৭৮ অবে হেষ্টিং সাহেব
নবক্রক্তকে নপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে স্তামুটীর তালুকদারী
প্রদান করেন।

ইক্র। ঐ স্থানের নাম স্থতামূটী হয় কেন ?

বঙ্গণ। বড়বাজারের শেঠ ও বসাকেরা কলিকাতার আদি অধিবাসী। ইহাঁরা হোগলাবন কর্ত্তন করিয়া বাস করায় ইহাঁদিগকে জঙ্গলকাটা বাসিন্দা কহে। ইহাঁরা জাতিতে তস্ত্তবায়; ইহাঁদের স্তার সূটী হাটথোলা প্রভৃতি স্থানে রৌদ্রে শুকাইত, এজস্থ ঐ স্থানের নাম স্তামূটী হয়।

ব্রহ্ম। তার পর-নবক্লফের বিষয় বল।

বরুণ। ১৭৭০ অব্দে নবক্কক বর্জমানের নাবালক রাজা কুমার তেজচক্র বাহাত্বের অছি নিযুক্ত হন। নবক্কক গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি বৎসর বংসর বার্টীতে হর্গোৎসব করিয়া দীন হঃখীকে অকাতরে অয় বস্ত্র দান করিতেন। তদ্ধিয় নগরস্থ হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, মিছদি প্রভৃতিকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভোজ দিতেন। এই উৎসব উপলক্ষে লাট সাহেব ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা ইহাঁর বার্টীতে আসিতেন। ইনি শুভবনে গোপীনাধণ ও গোবিন্দকী নামক হইটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি দোলমাত্রা, জন্মান্তমী ও চড়কের সময়েও বিস্তর অর্থ ব্যর করিতেন। এই সমস্ত কার্যা ভাঁহার উত্তরাধিকারীরাও অভ্যাপি করিয়া

থাকেন। ইহাঁর পুত্র না হওয়ায় অগ্রজের তৃতীয় পুত্র গোপিনাহনতে দত্তক গ্রহণ করেন। নবক্বক মাতৃশ্রাদ্ধে অতি সমারোহ করিরাছিলেন। এমন কি বাশালীদিগের জক্ত বাজারে চাউল, গাছে পাতা এবং ক্বেত্রে তরকারি ছিল না এবং ক্মারটুলিতে হাঁড়ি কলসী পর্যান্ত পাইবার যো ছিল না। এই উপলক্ষে তাঁহার নম্ন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অনেকে বলেন, শ্রাদ্ধোপলক্ষে নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্জিত ও কালালীগণ আগমন করাতে স্থানটীর চমৎকার শোভা হয়। তাহাতেই শোভাবাজার নাম হইয়াছে। ১৭৮২ অবেদ নবক্বক্ষের চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র জ্বরে। তাঁহার নাম রাজক্বক বাহাত্বর। পুত্র হইলে নবক্বক্ষের আক্রাদের পরিদীমাছিল না। তিনি এতত্বপলক্ষে প্রজাদিগের বাকী থাজানা রহিত করেন। ইহার ছই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৮৩ অবেদ নবক্বক্ষের দত্তক পুত্র গোলীনমানের এক পুত্র সম্ভান জন্মে; ইনিই মহাত্মা রাধাকাম্ভ দেব বাহাত্র। স্বেবিগাত "শক্ষকল্পক্রম" লিখিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

১৭৯৪ অব্দের নবেশ্বর মাসে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নবক্রকের মৃত্যু হয়। পুত্রাভিলাষে ইনি সাত বিবাহ করেন; তন্মধ্যে প্রথম স্ত্রীর গর্ভে এক কঞা এবং চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও ছই কঞার জন্ম হয়। ইনি বেহালা হইতে কুরী পর্যান্ত ১৬ ক্রোশ দীর্ঘ "রাজার জাঙ্গাল" নামে একটা রাস্তা করিয়া দেন। শুনিতে পাওয়া যায়, হেষ্টিং সাহেব তিন লক্ষ টাকা ইহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন, তাহা আর পরিশোধ করেন নাই; ইনিও ঐ টাকা লইবার অভিলাম জানান নাই। কলিকাতা চিৎপুর রোড হইতে অপার সারকুলার রোড পর্যান্ত একটা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়া নিজের নামামুসারে উহার নাম রাজা নবক্রক্ষের লেন রাথেন । প্রক্রণে কর্ণগুরালিস ব্রীট হইয়াছে। ইনি বাগবাজার ও কুমারটুলির লোকের স্নানের জন্ত ঘূটী ইষ্টকনির্মিত ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেন এবং শেবোক্ত ছানে ইহার প্রথমা স্ত্রী গুলামানীদিসের বাসার্থ একটা আয়ালিকা প্রস্তুত

করান। পোর্ট কমিশনারের অন্তগ্রহে এই বাড়ী এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মা। বন্ধণ । তুমি রাজা রাধাকাস্ত দেবের জীবনচরিত বল। বন্ধণ। ইনি ১১৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম

গোপীমোহন দেব। এই গোপীমোহন দেবের সঙ্গীতে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। ইহাঁরই যত্নে হাফ্ আথড়াই স্ষ্টি হয়। ইনিও একজন গোঁড়া হিন্দ ছিলেন। যথন সতাদাহ নিবারণ বিষয়ে রামমোহন রায় ও শ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি চেষ্টা করেন, তথন ইনি ধর্মসভার অধ্যক্ষ হইয়া অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১২৪০ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। রাধাকাস্ত দেব বাটীতে সংস্কৃত পশ্চিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ইনি একজন উৎক্লষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এই মহাত্মা নানা বিভাগ বিভূষিত হইয়াও সাহেব সাজেন নাই: হিন্দুধর্মে ইহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এই ধর্মেরই আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। ইহাঁর পরামর্শে হিন্দুরা মেডিকেল কলেজে পুত্রগণকে পড়িতে দেন: তৎপূর্বে সকলের মনে বিশ্বাস ছিল, ছেলেরা খ্রীষ্টানী পুস্তক পড়িয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। রাধাকাস্ক দেব প্রথমে ইংরাজী পুস্তকের অমুকরণে বাঙ্গালা বর্ণপরিচয় ও নীতিকথা নামে কুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া-ছিলেন। ১২২৯ সালে স্থবিখ্যাত শব্দকল্পক্রম প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইনি স্ত্রীশিক্ষারও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। ১২৪২ সালে ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে কলিকাতার জষ্টিস অব্দি পিস এবং অবৈত্নিক মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি স্কুলবুক সোসাইটা নামক সভার সেক্রেটরি ছিলেন। ক্লষি ও উম্পান কার্যোর উন্নতি করিবার জন্ত যে রাজকীয় সভা আছে, তাহার ইনি সভাপতি ছিলেন। তড়িন্ন ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোদিয়েসনের সভাপতি থাকেন এবং লাখরাজ বাজেয়াপ্ত ়করিবার **জন্ত স্বয়ং উ**দ্যোগী হইয়া এক সভা করেন। ১২৭৩ সালে ইনি

ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট হইতে ভারতনক্ষত্র (ষ্টার অব ইণ্ডিয়া) উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি শেষ দশায় বুন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। ঐ স্থানে ১২৭৪ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী ও মদনমোচন দর্শন করিলেন। বরুণ কহিলেন "এই ঠাকুর পুর্বে বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল।"

এখান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ কহিলেন "পিভামহ, রাজা রাজবল্লভের বাড়ী দেখুন।"

ব্ৰহ্মা। ইহাঁত বিষয় বল।

বঙ্গণ । মহারাজ রাজবল্লভ রায়রাঁইয়া বাহাছর জাতিতে কায়স্থ।
ইনি স্থবেদারের বকদী ছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইহাঁকে রায়রাইয়া
উপাধি প্রদান করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনচ্যত
হইলৈ মহারাজ রাজবল্লভ কলিকাতায় আসিয়া বাস কবেন। ইনি কিছু
সময়ের জন্ম ইষ্টইভিয়া কোম্পানীর কাউন্সেলের অনারারি মেম্বর
হইয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার গঙ্গাতীরে রাজা রাজবল্লভের ঘাট নামক
একটী স্লানের ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

এখান হইতে সকলে একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! দেওয়ান হর্নাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাটা দেখুন। ইনি পাটনার আফিংয়ের কুটার দেওয়ান ছিলেন এবং ঐ কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতার গঙ্গাতীরে হুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ঘাট নামক একটা স্লানের ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি অতাস্ত হিন্দু ছিলেন।"

এথান হইতে সকলে শুহদিগের বাটী দেখিতে যান এবং উপস্থিত হইয়। বৰুণ কছেন ;—

"রামকাস্ত শুহ ছগলী জেলার সিংহটী নামক স্থানের প্রসিদ্ধ জমাদার। ইহাঁরা জাতিতে কায়স্থ, মুসলমান নবাব কর্তৃক সরকার উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাদিগের প্রতিষ্ঠিত সিংহটীতে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি আছে। রামকান্ত শুহের পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম গন্ধানারারণ সরকার। তাঁহার পুত্রের নাম শস্তুচক্র সরকার। ইনি গোকুল মিত্রের বিষয়ের ম্যানেজার ছিলেন।

ু ব্রহ্মা। গোকুল মিত্রের বিষয় বল।

বরুণ। ইহাঁর পিতার নাম সীতারাম মিত্র। আদি বাস বালীতে।
সীতারাম প্রথমে কলিকাতার আসিরা বাগবাজারে বাস করেন। ইনি
যৎসামান্ত বিষর রাখিরা যান। গোকুল মিত্র লবণের ব্যবসা করিরা বিষয়
বৃদ্ধি করেন। এবং বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহকে এক লক্ষ টাকা
দিরা তাঁহার গৃহলক্ষী মদনমোহন বিগ্রহক্ষে ক্রম্ম করেন। ঐ ঠাকুর আসা
পর্যান্ত গোকুল মিত্র লক্ষ্মীবন্ত ও বিষ্ণুপুরের রাজা লক্ষ্মীছাড়া হন।
গোকুল মিত্র চিৎপুর রোডের ধারে মদনমোহনের বৃহৎ মন্দির ও রাসমঞ্চ
তৈরারী করিয়া দিয়াছেন।

এথান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! নিধুরাম বোসের বাড়ী দেখুন। ইনি ইংরাজদিগের রাজ্য বিস্তারের পূর্ব্বে আসিরা কলিকাতার বাস করেন। এই বংশের মোহনটাদ বস্থু বেশ হাফ আথড়ায়ের গান বাঁধিতে পারিতেন।"

এখান হইতে যাইতে যাইতে ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! সম্মুখের বাড়ীটি কাহার ?"

বরুণ। দেওয়ান গরিখোষের বাড়ী। হরিখোষ মুক্ষের কেল্লার দেওয়ান ছিলেন। ইনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন। কিন্তু দান ধ্যানেই অধিকাংশ ব্যয় করিয়া ফেলেন। ইনি বিস্তর নিরাশ্রয় এবং জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবদিগকে নিজ বাটীতে রাখিয়া ভরণ পোষণ করিতেন, এজয় লোকে অ্যাপি 'হরি-খোষের গোয়াল' বলিয়া থাকে। ইহাঁর সমস্ত বিষয় ইহাঁর কোন বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ফাঁকি দিয়া লইয়াছিল। শেষ দশায় ইহাঁর অর্থাভাবে অত্যস্ত কষ্ট হয় এবং কাশীতে যাইয়া বাস করেন। এথান হইতে দেবতারা কাণীক্লফ ঠাকুরের বাড়ীর সন্মুখে উপস্থিত হুইলে পিতামহ কহিলেন "বরুণ! এ স্থল্য বাড়ীটি কাহার ?"

বরুণ। ইহা কালীরুষ্ণ ঠাকুরের বাড়া। বাড়ীর সন্মুখে ইছার কাছারী বাড়ী। ইনি কলিকাতার মধ্যে একজন বিধ্যাত ধনী ও দাতা। ইনি সৎকার্য্যে বিস্তর দান করিয়া থাকেন।

এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "সম্মুখে বীরুমল্লিকের বাড়া। বাড়ার সম্মুখে আন্তাবল। আন্তাবলের উপর উহার বৈঠকথানা এবং উহার পার্শ্বে প্রমোদকানন নামে একটা উল্পান। ঐ উল্পানের মধ্যে নানাপ্রকার পুস্পর্ক্ষ শোভা করিতেছে। ওদিকে দেখা যাইতেছে, রমানাপ ঠাকুরের বাড়ী। রমানাথ ঠাকুর একজন প্রস্কৃত স্বদেশহিতৈষী লোক ছিলেন।"

ব্রহ্মা। তুমি রমানাথ ঠাকুরের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৮,০০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সমন্ন কলিকাতার বিভালিক্ষাপ্রােণী কোন বিভালর না থাকার ইনি সারবরণ সাহেবের স্কুলে সামাঞ্চমাত্র বিভালিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঘরে শিক্ষক রাথিয়া নিজের মেধাবলে বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত বিভার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ইনি কিছু দিন ইউনিয়ন ব্যাব্ধের দেওয়ান হন। রাজা রামমাহন রায়ের বিলাত যাত্রার পর ইনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি প্রজার পক্ষ হইয়া গ্রণমেন্টের সহিত বাদাম্বাদ করিতেন এবং ভূম্যধিকারী দিগের সভার একজন সভ্য ছিলেন। সভা উঠিয়া যাইলে ইহার উৎসাহে ও উভ্যোগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা সংস্থাপিত হয়। রমানাথ ঠাকুর প্রথমে এই সভার সহকারী সম্পাদক এবং তৎপরে সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি স্বদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ইনি হিন্দুস্কুলের সম্পাদক ও শিক্ষাবিভাগের সদস্ত ছিলেন। রমানাথ ঠাকুর কলিকাতার প্রত্যেক সভার এবং মিউনিসিপালিটির প্রত্যেক

মধিবেশনে যোগদান করিয়া সাধারণের উন্নতি পক্ষে যত্ন করিতেন। ১৮৫৯ মধ্যে বেণ্টবিল সম্বন্ধে যে আন্দোলন হয়, ইনি তৎসম্বন্ধে একথানি ক্ষুদ্র প্রক্ত প্রচার করিয়া ঐ বিলের দোষ দেখাইয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালা গেজিস্লেটিভ কাউজেলে উপস্থিত হইয়া প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া তর্ক করিতেন। বিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় ইইারই পরামর্শ মত কার্য্য করা হইত। ইনি মতি সহক্তা ছিলেন, প্রত্যেক বিষয়েই বক্তৃতা দ্বারা নিজ মত বাহাল রাথিতেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান করা ইহার যেন ব্রতক্ষরণ ছিল। ইনি দেশের লোকের অভাব ও ছঃখ স্থানররূপে ব্রেতে পারিতেন এবং ছঃখ দুর করিবার সাধামত চেষ্টা করিতেন। রমানাথ ঠাকুর রাজা প্রক্রায় কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহাও বিলক্ষণ জানিতেন। লার্ড নর্থব্রুক ইহাকে রাজা ও ষ্টার অক ইণ্ডিয়া উপাধি প্রদান করেন এবং দিল্লীর দরবারে লর্ড লিটন ইহাকে মহারাজা উপাধি দেন। ইহার ভার সন্মান লাভ কোন বাঙ্গালীর ভাগো ঘটে নাই। এই মহাআ। ১৮৭৭ অব্দের জুন মাসে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এখান হইতে যাইয়া বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুথে শিবরুষ্ণ দাঁর বাড়ী দেখুন। ইনি ছুর্গোৎসবের সময় অতি সমারোহের সহিত পূজা করিয়া থাকেন। প্রতিমার সাজ জন্মণী হইতে আমদানী করা হয় এবং তাহাতে প্রায় তিন হাজার টাকা বায় হইয়া থাকে।"

নারা। ওদিকের ও বাড়াট কাহার १

বরুণ। মহাত্মা কালীপ্রসন্ধ সিংহের। ইনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। ইনি সপ্তদশ বধ বয়ংক্রমকালে সংস্কৃত বিক্রমোর্কানী নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অমুবাদ করিয়াছিলেন। ইহাঁর ছতোম পেঁচার নক্ষা রচনা করিয়া বঙ্গভাষায় এক নৃতন রকমের রচনা দেখান। ইনি ছই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কৃত মূল মহাভারত উৎক্লপ্ত গৌড়ায় সাধুভাষায় অমুবাদ করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। মহাভারত ইহাঁর একটী দৃঢ়তর কীর্তিস্কন্ত। ১৮৭০ সালে ২৯ বৎসর বয়ংক্রমকালে ইই;র মৃত্যু হয়। অপরিমিত মন্তপানই ইহাঁর অকালমৃত্যুর কাবণ। ইহাঁর পদ্ধী ৺বলাইচাঁদ সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীবৃত বিজয় সিংহকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

ইন্দ্র। বরুণ ! সম্পুথে ও বাডীটি কাহার ! ব**রুণ**। ছোট আদালতের ক্ষজ ৮০ইরচন্দ্র ঘোষের।

ইন্দ্র। তুমি ইহার বিষয় আমাকে বল।

বরুণ। ইনি জাতিতে কারস্থ। ১৮০৮ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺অভ্রচরণ ঘোষ। হরচক্র ঘোষ হিন্দু কলেজে বিভাশিকা করেন। ১৮৩২ সালে ইনি বাঁকুড়ার মুন্সেফ নিযুক্ত হন এবং ১৮৪১ সালে ২৪ পরগণার আমিনের পদ প্রাপ্ত হন। ৮৫৪ সালে ইনি কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ সালে ইরি কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ সালে ইরি মৃত্যু হয়। ইনি বাঁকুড়া ও বেহালায় বিভালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাঁর চারি পুজ্র তন্মধ্যে জোট বাবু প্রতাপচক্র ঘোষ কলিকাতায় সব্রৈজিঞ্জার। ইকাঁব প্রণীত ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কয়েকথানি পুস্তক আছে।

এখান হইতে যাইয়া তাঁহারা কাঁসারিপটাতে প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন, "গুরুচরণ প্রামাণিকের পুদ্র তারক প্রামাণিকের বাড়ী দেখুন। গুরুচরণ প্রামাণিক ব্যবসায় দারা বিষয় করেন। ইহাঁদিগের অনেকগুলি ডক আছে। ইনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন। কালী সিংহের পিতা এক সময় গুরুচরণ প্রামাণিককে নামাবলি গাত্রে দিয়া স্নান করিতে যাইতে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ৪০।৫০ হাজার, টাকার বনাৎ কিনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। তাঁহার পুত্র তারক প্রামাণিকও একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন।

ব্রহ্মা। তুমি তারক প্রামাণিকের বিষয় বল।

বঙ্গণ। ইনি ১২২৩ সালের ৫ই আখিন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি
পৈতৃক বিষয় হইতে বড়বাজারে বাসনের দোকান ও অভান্ত অনেক
দোকানের অংশীদার হইয়া বিস্তর আয় বুজি করেন। ইনি ধনী হইয়া
মনে মনে ভাবিতেন, জগদীখর ধন দিয়াছেন পরোপকারের জন্ত; অতএব
তিনি ক্রিয়া কর্ম উপলক্ষে হাজার হাজার গরীবকে দান করিতেন। এমন
দিন ছিল না যে, হাজার হাজার দরিত্র এই দ্বারে বসিয়া অয় প্রাপ্ত না
হইয়াছে। ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইনি যাহা দান করিতেন,
আতি গোপনে করিতেন। ইনি গরীব ছাত্রদিগের বেতন দিবার জন্ত নাসে
১৫০ টাকা ব্যয় করিতেন। কিন্তু গোপনে দান কারলেও ইহার সর্বত্র
স্থ্যাতি ছিল। এমন কি ১৮৭৭ সালে দিল্লী দরবারে রাজপ্রতিনিধি লর্ড
লিটন বাহাত্রর ইহার দানের স্থ্যাতি করিয়াছিলেন। ইনি মৃত্যুর ৭।৮
বৎসর পূর্বেই বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর লন এবং দিবারাত্রি কেবল আছিক,
পূজা, শাস্ত্রপাঠ, হরিসংকীর্জন করিয়া কাটান। ১২৯১ সালের ৭ই টৈত্র
ইহার মৃত্য হইয়াছে।

ওদিকে দেখুন কৃষ্ণদাস পালের বাটী। তাহার ওদিকে ঐ যে বাড়ী দেখা যাইতেছে, যাহাতে হিতৈষী প্রেস লেখা আছে, উহা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাবের বাটী। গোপাল বাবু নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উহাঁর জন্মস্থান হালিসহর নামক স্থানে। গোপাল বাবুর অনেকশুলি পুস্তক আছে; যথা—পাটীগণিত, পাটীগণিত-প্রবেশিকা, মানসান্ধ ১ম হইতে ষষ্ঠ পর্যাস্ত ; তন্তির ইংরাজী বাঙ্গালাতে আরও ৭।৮ খানি পুস্তক হইবে। ইনি এক্ষণে মৃত।

এখান হইতে সকলে পালেদের বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন :—

"ইহাঁরা জাতিতে তেলি। কালীচরণ পাল বিষয় করেন। তাঁহার প্রত্র রাধাচরণ পাল অতাক্ত ধার্ম্মিক ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার প্রত্র রাম- গোবিন্দ পাল ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে কালীখাটের মন্দিরের সন্নিকটন্থ রাস্তা পাথরের করিয়া দেন। এই মহাত্মা ২৪ হাজার টাকা ব্যয়ে খড়দার ন্নানের ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

বঙ্গণ কহিলেন, "ওদিকে দেখা যাইতেছে শ্রীশ বিহ্যারজের বাড়ী। ইনি বিখ্যাত কথক রামধন শিরোমণির প্রশ্ন। ইহাঁর জন্মভূমি খাঁটুরা গ্রামে। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্যান্ত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। বিহ্যাসাগর যথন বিধবাবিহাহ দিবার জন্ম উত্যোগী হন, সেই সময় শ্রীশ বিহ্যারজের স্ত্রী মরিয়া যাওয়ায় বালিকা বিবাহ করা অপেক্ষা যুবতী দেখিয়া একটা বিধবা বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। ইহাঁর বিবাহে বেশ সমারোহ হইয়াছিল; অনেক প্রধাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; তদ্ভিয় বঙ্গদেশের ছোট লাট পর্যান্ত বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিহ্যাসাগর মহাশয় ১০ হাজার টাকা এই বিবাহে বায় করেন। শ্রীশ সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগের পর কিছু দিন জজ-পণ্ডিতের কাজ করিলে ডেপুটা মাজিট্রেটের পদ পান। তিনি ৩০ বৎসর ঐ কাজ করিয়া পেন্সন লন। পেন্সন লওয়ার অয়কাল পরে তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ হয় ও তাহাতেই মৃত্যু হয়।

এথান হইতে সকলে শ্রামবাজারের অভিমুথে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ বলিলেন—"পিতামহ, হোগলকুঁড়ের শুহদের বাড়ী দেখুন।"

बका। ইशाँपत विषय वन।

বরুণ। ইহাঁরা জাতিতে কায়স্থ। প্রায় ১২৫ বংসর হইল কলিকাতায় বাস করিতেছেন। শিবচন্দ্র গুহ হইতে এই বংশ উজ্জ্বল হইয়াছে। ইনি ১৭৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ব্রজনাথ গুহ। পিতার অবস্থা নিতাস্ত ভাল না থাকায় শিবচন্দ্র ১৪ বংসর বয়ঃক্রমকালে একটী ইংরাজ সদাগরের আফিসে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি বেনিয়ানের কাজ করেন। তৎপরে শ্বয়ং ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ব বসা দারায় অতুল ঐশর্যোর অধিকারী হন। ইনি অত্যস্ত হিন্দু ছিলেন। বাটাতে ইনি ১২ মাসে ১৩ পার্বাণ করিতেন এবং একবার তৈল পার্বাণ করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ইনি বৃন্দাবন বস্ত্বর লেনে এক শিব ও নিস্তারিণী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর পুত্রের নাম অভয়চরণ শুহু ও তারাচাঁদ শুহু। ছুই জাতাই বেনিয়ানের কাজ করিতেন। ইহাঁরা পৈতৃক বিষয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এথান হইতে যাইয়া সকলে দেওয়ান কৃষ্ণরাম বস্থুর বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে পিতামং কহিলেন, "বরুণ, এই বংশের বিষয় বল।"

বরুণ। ইনি ১৬৫৫ সালের পৌষ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দয়ারাম বস্তু। ক্লফারাম কলিকাতার আসিয়া পিতার সামান্ত সম্পত্তি দারায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। ব্যবসার দারায় মূলধন বুদ্ধি করিয়া একেবারে লবণ একচেটে করিয়া লন এবং ৫।৭ দিনের মধ্যে উহা বিক্রয় করিয়া চল্লিশ হাজার টাকা লাভ করেন। ঐ টাকার্য বাবসা করিয়া বিপুল ধন উপাৰ্জ্জন করিলে চাকরী করিতে হচ্ছা হয় এবং ছই হাজার টাকা বেতনে ইষ্ট্রই গ্রিয়া কোম্পানীর ছগ্লীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিয়া কলিকাতায় আদিয়া শ্রামবাজারের এই বাটা নির্মাণ করান। ইনি এক সময় ব্যবসার জ্ঞ্ম একলক্ষ টাকার চাউল খরিদ করিয়াছিলেন: কিন্তু বিক্রম্ম করিবার পুর্বেষ্ট ছভিক্ষ হওয়াতে অন্নসত্র খুলিয়া সমস্তই বিতরণ করেন। প্রতি বৎসর বাটীতে সমারোহে ছর্গোৎসব করিতেন। প্রতিমাবিসর্জন দিয়া বাটীতে প্রত্যাগমনসময় যত লোক তাঁহাকে পূর্ণকুম্ভ (এক কলসী করিয়া জল) দেখাইত, তাহাদের সকলকে এক টাকা করিয়া দান করিতেন। ঐ দিন ১৫।১৬ হাজার লোক গঙ্গার তীর হইতে তাঁহার বাটীর দরজা পর্যান্ত পূর্ণকুম্ভ লইয়া বসিয়া থাকিত। ইনি ধর্মসম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যয় করিতেন। যশোহরের মদনগোপালজী এবং

বীরভূমের রাধাবল্লভজী ইহাঁরই প্রতিষ্ঠিত। ইনি কাশীতে অনেক মন্দির ও শিব স্থাপন করেন. গয়ায় রামশিলার পাছাড়ে উঠিবার সিঁড়ি প্রস্তুত্ত করিয়া দেন। এই মহাস্থা জীক্ষেত্রের যাত্রীদিগকে রৌদ্রে কষ্টভোগ করিতে ও পিপাসায় কাতর হইতে দেখিয়া কটক হইতে পুরী পর্যাস্ক বিশ ক্রেশে রাস্তার উভয় পার্শ্বে আম্রুক্ষ রোপণ করিয়া দিয়াছেন। যাত্রীরা উচার তলে বিদয়া আম্র থাইয়া পিপাসা নিবারণ করিয়া থাকে। ইনি পুরীর জগয়াথের মন্দিরের প্রবেশপথের নিকট প্রকাণ্ড সরোবর খনন করিয়া দিয়াছেন। ৭৪ বৎসর বয়দে ইহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাণে মদন-গোপাল ও শুরুপ্রসাদ বস্থু নামক ছই পুত্র রাথয়া যান।

দেবগণ এখান হইতে গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ী দেখিতে যাইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "বরুণ! গোবিন্দরাম মিত্রের বিষয় আমাকে বল।"

বক্ষণ। ইহাঁর পিতার নাম রত্নেশ্বর মিত্র। ইহাঁর। ১৬৮৬ সালে কলিকাতার আসিয় করেন। গবর্ণর জব চার্ণক গোবিন্দরামকে ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার পারদর্শী দেখিয়া ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম দেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে পলাশী যুদ্ধের পর গোবিন্দরাম ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানার অধীনে ডেপুটী ফৌজদারীপদ প্রাপ্ত হন। সার গবর্ণর হলওরেল্ সাহেব অন্ধকৃপহত্যার পর হইতে ইহাঁকে "ব্লাক ডেপুটী" বলিয়া ডাকিতেন। ইনি অত্যন্ত হিন্দু ছিলেন। চিৎপুর রোডের ধারে ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন অত্যাপি বর্ত্তমান আছে। গোবিন্দরামের রাস্তা বড় বিখ্যাত। অত্যাপি চলিত কথায় লোকে বলিয়া থাকে:—

গোবিন্দরামের চেড়ি। (১) বনমালী সরকারের বাড়া। (২)

⁽১) রাস্ত। (২) বৃহৎ নাড়ী ছিল।

ওমিচাদের দাড়ী। (৩)

জগৎশেঠের কড়ি। (৪)

১৭৬৬ সালে গোবিন্দরামের মৃত্যু হয়। ইহাঁর পুজের নাম রঘুনাথ
মিত্র। ইনি অত্যন্ত দাতা ও ধার্মিক ছিলেন। বাটাতে দোল ছর্গোৎসবে
অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। ইনি ঢাকার কালেক্টরির দেওয়ান ছিলেন।
ইহাঁর পুত্র রামচন্দ্র মিত্রের বিবাহের সময় গবর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কুমারটুলিতে কামানের শব্দ করিবার হকুম দিয়াছিলেন এবং কেলা হইতেও
কয়েকটা কামান দাগা হইয়াছিল। এই বংশীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ
নন্দনবাগানে বাটা নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

এথান হইতে সকলে বনমালী সরকারের বাটী দেখিতে যান এবং উপস্থিত হইয়া বন্ধণ বলিলেন।—

ইংহারা জাতিতে সন্দোপ। আদি বাস ভদ্রেশ্বর। আত্মারাম সরকার প্রথমে কলিকাতার আসিরা বাস করেন। বনমালী পাটুনা রেসিডেন্সির দেওরান ছিলেন। পরে ইনি ইষ্টইণ্ডিরা কোম্পানীর কলিকাতার ডেপুটী ট্রেডারের পদ প্রাপ্ত হন। বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইনি কলিকাতা, হুগলী প্রভৃতি স্থানে বিষয় খরিদ করেন। ইহার বাটা কুমারটুলির মধ্যে বৃহৎ। ইনি শ্রামস্থলর ও শিব প্রতিগ্রা করেন। এই বংশের অন্ত কেহ নাই। সমস্ত বিষয় বিগ্রহের সেবার্থ দান করিয়া গিরাছেন।

এখান হইতে যাইয়া একস্থানে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন,
"বরুণ, এ বাড়ী কাহার ?"

বরুণ। বেণীমাধব মিত্রের।

ব্রহ্মা । বেণীমাধব মিত্রের বিষয় বল।

বরুণ। ই**ই**াদের বাস চাকদার নিকট গোঁড়পাড়া। বেণীমাধবের পিতামহ নিধিরাম নিত্র প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ইনি

⁽৩) প্রকাণ্ড দাড়ী ছিল। (৪) অত্যন্ত ধনী ছিলেন।

কুমারটুলির বোদেদের বাড়ী বিবাহ করেন এবং ঐ স্তেই কলিকাতায় বাদ হয়। বেণীমাধব ফার্গুসন্কোম্পানার বাড়ী চাকরী করিয়া অতুল ঐশ্বর্থ্য করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম বাবু বরদাচরণ মিঅ বি, এ। ইহাঁর ক্সাকে কলিকাতার রেজিষ্ট্রার বাবু প্রতাপচন্দ্র বোষ বিবাহ করিয়াছেন।

ক্রমে একস্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন, শত শত রোগী ঔষধ লইয়া বাহির হইতেছে। তদ্ধষ্টে পিতামহ কহিলেন, "এটা কবিরাজ-বাড়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। বরুণ, এই কবিরাজ-বংশের বিষয় বল।"

বরুণ। ইহাঁর। পূর্ববেশের বৈশ্ব কবিরাজ। এই বংশের স্থবিখ্যাত কবিরাজ নীলাম্বর দেন প্রথমে কলিকাতার কুমারটুলিতে আসিয়৷ বাস করেন। ইনি স্থচিকিৎসা-শুণে ধরস্করি নামে প্রসিদ্ধ হন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাপ্রসাদন্ত কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত কবিরাজ। ইনি প্রত্যহ শত শত রোগীকে বিনামূল্যে মহামূল্য ঔষধ দান, বিস্তর ছাত্রকে আহার ও বিশ্বা দান, করিতেন। ১৮৭৭ সালের কলিকাতা দরবারে ইনি গ্রবন্দেন্ট হইতে প্রশংসাপ্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্র্গাপ্রসাদ সেন ও অয়দাপ্রসাদ সেনও বিদ্বান্
স্কৃচিকিৎসক। অয়দাপ্রসাদ হোগলকুঁড়েয় থাকিয়া চিকিৎসা করেন। এই
বংশের কালীপ্রসন্ন সেন "চক্রদন্ত" প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গালায় অমুবাদ
করিয়াছিলেন। ইহাঁদের ঢাকা জেলায় জমীদারী ও কলিকাতায় অনেকগুলি
ভাড়াটে বাড়ী আছে।

সন্ধা হইতেই দেবগণ বাসায় আসিলেন এবং পর্বাদন প্রাতে উঠিয়া কালীঘাট দর্শনে চলিলেন এবং সকলে যাইয়াধন্মতলায় ট্রামগাড়ীতে উঠিলেন। ট্রামগাড়ী ভবানীপুরে উপস্থিত হইলে বরুণ বলিলেন, "পিতামহ, এই ভবানী-পুরে হাইকোর্টের জজ শস্তুনাধ পণ্ডিত বাস করিতেন।"

ব্রহ্মা। বরুণ, আমাকে শস্তুনাথ পশুতের বিষয় বল।

বরুণ। ইনি ১২২৬ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর

পিতার নাম শিবনারায়ণ পঞ্জিত। শুজুনাথ প্রথমে গৌরমোহন আঢ়োর মুলে পাঠ করেন। অয় দিনের মধ্যে বিজ্ঞালয় পরিত্যাগ করিয়া ২০০০টাকা বৈতনে সহকারী মহাক্ষেজের কর্মে নিযুক্ত হন। ১২৫১ সালে ডিক্রৌজারীর মোহরার নিযুক্ত হন। এই সময় ইনি ডিক্রৌজারীর আইন সম্বন্ধে একথানি ক্রুক্ত প্রেক লেখেন। ঐ পুস্তক কার্য্যোপযোগী হওয়ায় গবর্গমেন্টের পরিচিত হন। ১২৫৩ সালে ওকালতী সনন্দ লইয়া ঐ ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার কার্যাদক্ষতায় সম্ভন্ত হইয়া বিচারপতি জে, আর্, কলভীন্ সাহেব তাঁহাকে ১২৬০ সালে জুনিয়ার উকীল পদ প্রদান করেন। ১২৬৯ সালে গবর্গমেন্টের সিনিয়ার অর্থাৎ প্রধান উকালের পদ প্রদান করেন। ১২৬৯ সালে হাইকোর্ট সংস্থাপিত হইলে রাজা রমাপ্রসাদ রায়কে একজন দেশীয় বিচারপতিপদে নিযুক্ত করিছে গ্রহার মৃত্যু হওয়ায় শুরুনাথ পঞ্জিত ঐ পদ প্রাপ্ত হন। ইনি অতি সন্মান ও সন্ধিচারের সহিত ঐ পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১২৭৪ সালে সামান্ত জ্বরে ও একটা বিক্ষোটকে ইহার মৃত্যু হয় । ইনি একেশ্বরবাদী বান্ধা ছিলেন।

ব্রনা। ভবানাপুরে আর কি আছে ?

বরুণ। এথানে হাইকোর্টের দেশায় জজেরাই বাস করিয়া থাকেন। জজ অনুকৃল মুখোপাধ্যায়েরও এথানে বাড়ী আছে:

ব্রহ্মা। অনুকৃলের বিষয় বল।

বরুণ। ইহাঁর পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ইহাঁরা কলিকাতার মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত গোক। অনুকূল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিভালয় পরিত্যাগের পর ইহাঁর হাবড়ার মাজিষ্ট্রেটের আফিসে নাজিরি কর্ম্ম হয়। ঐ নাজিরি করিতে করিতে ইনি ১৮৭৬ অব্দে কমিটা একজামিন দিয়া হাইকোর্টে ওকালতা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁর হাইকোর্টে ক্রমে এমন পশার হয় যে, মক্কেল একটেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাঁর গুণের কথা গবর্ণমেণ্টের কানে উঠিলে প্রথমে ইনি জুনিয়ার উকীল ও তৎপরে কৃষ্ণকিশোর ঘোষ পদত্যাগ করিলে সিনিয়র উকীল হন। ১৮৭৯ অবদে ইনি বাঙ্গালা লেজিস্লেটিভ কাউন্সেলের মেম্বর হইয়াছিলেন। ইহার পর ইনি হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঐ কাজ করিতে করিতে ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসে ইহাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম ৪১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

দেবগণ ট্রামগাড়ি হইতে নামিলে কতকগুলি লোক নিকটে আসিয়া কহিল "মহাশয়েরা কি কালীমাকে দর্শন করিবেন ?"

ইন্দ্র। কেন, সে খোঁজে তোমাদের আবশ্রক কি ?

লোক। আজে, আমরা হালদার মহাশয়দের বাড়া কাজ কর্ম করি। সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে ভাল ক'রে দর্শন করাব।

বরুণ। তীর্গহানে তোমাদের মিথাা বলিবার আবশ্রক কি ? এসেছ দালালি ক'র্তে যাত্রাদিগের নিকট হ'তে ফাঁকি দিয়ে পূজার পয়সা গ্রহণ ক'র্তে; হালদারদের বাড়ী কাজ করি ব'লে কেন নরকে যেতে ব'সেছ ? তোমাদের এই জন্মে এই দশা, পেটেব জন্ম রাস্তায় ঘুরিয়া লোক ধরিতেছ, একবার পরজন্মের ভাবনা ভাব।

লোক গুলো চলিয়া যাইলে বরুণ দেবগণকে লইয়া বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া কালীবাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যাইয়া দেথেন, মহাসমারোহ ব্যাপার! সারি সারি সন্দেশের দোকান, ফলের দোকান, খেলানার দোকান। বিস্তর যাত্রী আসিতেছে; কেহ রাস্তায়, কেহ দোকানে কেহ কালীবাড়ীর দ্বারে ও গঙ্গামানের পথে দাঁড়াইয়া আছে। দোকানদারেরা সার্থক জন্মিয়াছে, দ্রব্যাদি বেচিয়া বিস্তর লাভ করিতেছে। যাত্রীদিগের পূজার দ্রব্য কম করিয়া দিয়া ঠকাইতেছে। আহা! হতভাগারা জানে না যে, এ ঠকান—যাত্রীদিগকে হইতেছে না, কালী মাকেই হইতেছে!

কালীঘাট

দেবগণ বাটার মধ্যে যাইয়া নাটমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, "মার এ দরজা এখনও খোলা হয় নাই কেন ৫"

বন্ধণ। তাহা হইলে শীকার ফস্কাবে অর্থাৎ সকলে এক স্থান হইতে মাকে দেখিয়া পাণ্ডাদিগকে কলা দেখাইবে—এই আশকায় এ দ্বারটী সহজে খোলে না। মন্দিরের ওধারে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে, তাহার রক্ষক ৮।১০ জন যমন্তের ন্থায় যণ্ডা যণ্ডা ব্রাহ্মণ; তাহাদিগকে টিকিট দিবার ন্থায় এক একটী প্রসা দিয়া তবে মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মাকে দেখিতে হয়।

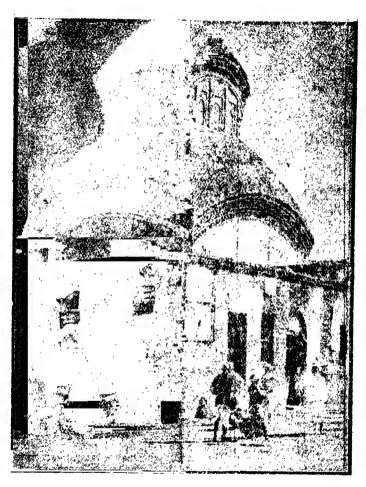
ব্রহ্মা। উ: ! কলিতে দেখছি সকল বিষয়েই দোকাঁনদারী। একণে পৃথিবীর ধ্বংস হওয়াই ভাল। আহা ! দরিদ্র ব্যক্তিরা যে মাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবে, তাহারও উপায় নাই। যাহোক্, তাহারা মনে মনে মাকে দর্শন করিয়া—পরসা দিয়া দর্শন করা অপেক্ষা অধিক পুণ্যলাভ করিতে পারে।

দেবগণ মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগদিয়। কালীমার গুপ্তদ্বাবের নিকটস্থ রোয়াকে উঠিয়া দেখেন, একটা অলঙ্কারবিভূষিত। যুবতী বদিয়া আছে, এবং বক্ষের কাপড় খুলিয়া বালিকাকে স্তনপান করাইতেছে। যাত্রিগণ সেই দিকে চাহিয়া আছে। নারায়ণও আড়চক্ষে সেই দিকে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "মা, বাড়ীর ভিতর যাও, তুমি ভদ্রলোকের বাড়ীর কুলবধু, তুমি এখানে কেন ?"

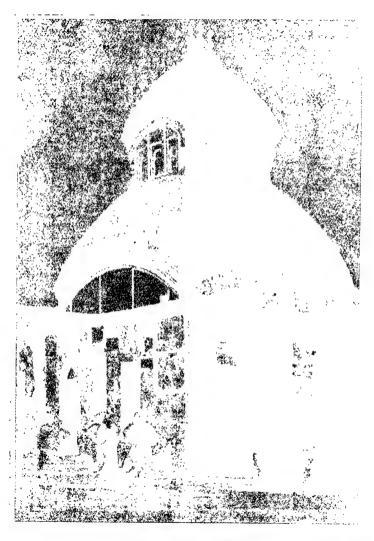
' স্ত্রী। আমার কি যাবার যো আছে, আমি ব'লে ব'লে পাহারা দিচ্ছি, নইলে ঐ দোবের মিন্সেরা দর্শনীর পয়সা চুরি ক'র্বে।

ব্রহ্মা। এ কাজ তোমার স্বামীর ক'র্লে ভাল হয় না ?

ন্ত্রী। আহা ! মিন্সের কি মজার কথা ! স্বামী বাজার কর্তে যাবে না ?



হালেছিকে চলী স্থানিক :



৬কালীর মন্দির—কালীঘাট

পিতামহ স্ত্রীলোকটীকে মুখরা দেখিয়া আর কোন কথা না বলিয়া বরুণকে কহিলেন, "বরুণ, কালীঘাটের উৎপত্তি বল।"

বঞ্চণ। দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে নারায়ণ যথন চক্রবারা তাঁহার মৃতদেহ থপ্ত থপ্ত করেন, তথন দেবীর দক্ষিণাস্কৃষ্ট এই কালীঘাটে পড়ায় এই কালী ও নকুলেখর শিবের উৎপত্তি হয়। এই ঠাকুর বঁড়িযার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের ছিল। পূর্ব্বে ইহাঁর কিছুই আয় না থাকায় চৌধুরী মহাশয়েরা কালীর পূজারি হালদারদিগকে দান করেন। এক্ষণে ইহাঁর যথেষ্ট আয় হইয়ছে। এত আয় য়ে, হালদারদিগের রাবণবংশ অথম্বছলে ও বাব্গিরির সহিত কাটাইতছে এবং প্রতাহ হাজার লোক ইহাঁর দারা প্রতিপালিত হইতেছে। ১২১৬ সালে কালীঘাটের এই মন্দির নিশ্বিত হয়।

हेक्द । शामपात्रप्तत कि উপায়ে माछ श्र १

বরুণ। এক্ষণে হালদারদিগের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় দেবী সাধারণের ভাগে পড়িরাছেন। কাহারও ভাগে একদিন, কাহারও ভাগে এক বেলা। এখানে প্রত্যহ শত শত রাজা, জমিদার, মায়ের পূজা দিতে আসে, এবং কেহ স্বর্ণের হাত, কেহ মুশুমালা, কেহ মুকুট প্রভৃতি দিয়া পূজা দের। বাহার পালার সময় এই সমস্ত পূজা হয়, তিনিই উহা প্রাপ্ত হন।

দেবগণ দ্বারে পয়সা দিয়া অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া মার নিকট যাইয়া দেবেন, তিনি কাঁদিতেছেন। ব্রহ্মা তদ্বুটে কহিলেন, "মা ! তুমি কাঁদ্চো ?"

কালী। বাবা, আমার কান্না বৈ আর কি আছে ? আমার যে চুষে চুষে রক্ত থাচেচ।

ব্ৰনা। কে মাণ

কালী। ছারপোকার বংশ। যথন প্রথম বাহির হই, তথন একটী ছারপোকা ছিল, এখন পঙ্গপাল। দেখ বাবা, এমন বংশর্দ্ধি কখন দেখি নাই।

ব্রহ্ম। হালদারেরা তোমার সহিত কেমন ব্যবহার করেন ?

কালী। আমি হইয়াছি তাঁদের পয়সা উপার্জনের পুঁতুল। যেমন লোকে একটা গয়র পাঁচটা সিং, একজন মামুষের পাঁচথানা হাত দেখিয়ে পয়সা নেয়, এরা তেয়ি আমার ধারায় পয়সা রোজগার ক'রচে। শীতে কেঁপে মর্ছি দেখে যদি কেহ আমার গাত্রে একথানি ভাল কাপড় দেয়, "আমার পালা" "আমার পালা" ব'লে, খুলে নিয়ে পালায়। আমার হাত নাই দেখে যদি কেহ চারিখানি সোলার হাত বা মাথায় মুকুট গড়িয়ে দেয়, তৎক্ষণাৎ খুলে নিয়ে গিয়ে পরিবারের গহনা গড়ায়।

নারা। এখানে বিস্তর পূজা আসে নয় ?

কালী। আসে সত্য; কিন্তু আমি কখনও চক্ষে দেখ্তে পাইনি। বিস্তর জুয়াচোর জুটেক্টে, তাহারা হালদারদের লোক ব'লে ধর্মতলা থেকে লোক ধ'রে আনে, এবং এখানে একটা জাল হালদার তৈয়ের ক'রে তাহার নিকট হাজির করে। তার পরে ফাঁকি দিয়ে তাহার নিকট হইতে পূজার টাকা-শুলি হাত ক'রে নিয়ে এক পয়সার কলা ও একটু চিনি ধরিদ ক'রে আমার মিদ্রে আসে। পূজা করা দ্রে থাক, আমার সিদ্রেশুলো মুচে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতে দেয়। বেচারারা কিছু জানে না, প্রসাদ নিয়ে ঘরে য়ায়ন

ব্রহ্মা। ও সব লোকের বংশ থাকে ত १

কালী। একদল নির্বংশ হ'লে আর একদল আসে। তারাও পেটের আলার আসে, আমিও পেটের জালায় তাদের থেয়ে কুধা নিবৃত্তি কার। হতভাগারা মনে করে, লোকে যেন ওদেরই পূঞা দিতে এসেছে।

উপ। কালী পিসী। তুমি খুব পাঁটা খেতে পাও ?

কালী। কৈ পাই বাবা ? পূজাও করে না, উৎসর্গও করে না, যেখানে সোনে কাটে, আর মেচুনী মাগীরে ভাগা দিয়ে বেচে।

বন্ধা। ভোমার প্রসাদে মা, অনেকে প্রতিপালন হ'চে i

কালী। তাতে ত আমি স্থী হই। প্রতারণা করে কেন ? সন্দেশ ধ্বয়ালারা ভাল সন্দেশ ব'লে চিনির সন্দেশ বেচে; আর পৈতে, ভাব, স্থুপারি, শাঁথা ও পূজার স্থাড় গুলো বারবার আমার বরে ও দোকানে যাতায়াত করে।

ব্ৰহ্ম। সে কেমন १

কালী। পূজা হ**ুলো**ুখার দোকানে গিয়ে বেচে আস্ছে। আবার যাত্রীরা তাই কিনে পূজা দিচে, আবার দোকানে যাচেচ ইত্যাদি।

ইন্দ্র। হালদার বাড়ীর মেয়েরা তোমাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন ?

কালা। ভক্তি ক'র্বে কেন ? আমি কে ? তাহাদের দেহ হিংসায় পরিপূর্ণ—"ওদের পালায় এত পেলে, আমার পালায় কম হ'ল" এই ছঃগেই মরে।

বনা। মিন্সেগুলো?

কালী। মিন্সেরা সর্বাদাই পালা কিন্চে, পালা বেচ্চে, যেন বাপ পিতামহের জমীদারী। দেথ বাবা! দেবতা অপেক্ষা মান্ত্র ভাল, মলো না চুকে গেল; আর আমি দেবতা, আমার তঃখ দেখ! যক্ষযজ্ঞে ম'রে কালী হঙ্গে নিস্তার নাই। কালীঘাটে কারাক্ষ হয়ে আছি। ঠাকুরপো, তোমরা আমাকে নিতে এসেছ ?

নারা। আমরা কলিকাতা দেখুতে এসেছি।

কালী। নিতে আসনি ? তা আস্বে কেন ? আমার কি তেমন কপাল ?

নারা। দাদার বিনা মতে কি নিয়ে যেতে পারি ? তাঁকে জিজ্ঞানা ক'রে নিয়ে যাব।

কালী। তিনিও এখানে আছেন, তাঁহার অবস্থা আমা অপেক্ষাপ্ত থারাপ। সমস্ত দিন ছুধ গ্লাজ্বল থেয়ে কাটাতে হয়।

এই সময় কপালে সিঁদ্র, গলায় মালা, একপাল বাঙ্গাল তেলালেল করিয়া কালীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করায় ব্রহ্মা কহিলেন, "মা। পালালীয়া, নিশ্বিস্ত হয়ে থাক। কলিতে তোমাদের কাহাকেও মর্ক্যে রাথিব না।" দেবগণ অতি কটে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া ট্রিয়াঁস ফেলিয়া বাঁচেন এই সময় একটা বালিকা আসিয়া নারায়ণের গলায় মালা দিলে নারায়ণ সবিস্ময়ে বলিলেন, "আহা! কি কর্লে আফি বুড়ো মায়য় আমার কি বে কর্বাব সময় ৽ বালিকা অবাক্ হইয়া নারায়ণের প্রতি চাহিতে লাগিল। এই সময় আর একটা বালিকা আসিয়া মালা দিল। নারায়ণ কহিলেন, "তোমরা কি কুলীনের মেয়ে তাই পাত্রাভাবে আমাকে বরনাল্য দিতেছ ৽ পেও তৎশ্রবণে অবাক হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় দলে দলে আসিয়া মালা দিতে লাগিল। নারায়ণ তড়াই কহিলেন বড় দা সর্ব্বনাশ! এথানেও আমার বোড়শ গোপিনী জুটল।

উপ। "ঠাকুর কাকা। মন্দ কি ইইল ? এই খুড়ি মা ঘর নিকাবেন এই খুড়িমা রাঁধবেন, এই খুড়ি মা কুটনো কুটবেন" বলিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে লাগিল।

ব্রহ্মা। বৌমা! তোমরা বড় মুস্কিলে ফেলে। বাদায় সবে একটা ঘর, তোমাদের নিয়ে গিয়ে রাখি কোথায় ?

মেরেগুলো এই সময় ব্রহ্মার গলায় মালা দিতে আরম্ভ করিল। তথন পিতামহ কহিলেন, "ছি। ছি! কি কর্লে আমি যে তোমাদের ভাশুর, তোমরা কি কলির দ্রৌপদী হলে ?"

নেরেপ্তলো এই সময় দেবগণের কোঁচা ধরিয়া "পর্মা" "পর্মা" শব্দে ট্রানিতে লাগিল। টানাটানিতে পিতামহের পরিধের বস্তু খুলিয়া গেল, নারায়ণের কাপড়থানি ছিঁড়িয়া যাইল। তিনি রাগিয়া কহিলেন, "যা তোরা দূরহ। এমন স্ত্রীতে আমার দরকার নেই,তোদেরকালীঘাটে বনবাস দিলাম।"

দেবগণ যেমন সরোধে বাহিরে আসিলেন, কতকগুলো লোক ছুটিয়া আসিরা তাঁহাদের কপালে সিন্দুর লেপিতে লাগিল। উপ কহিল "শালার দেশে সবই উল্টা, খুড়ি মারা ওদিকে আছেন, তাঁদের কপালে সিন্দুর দিগে না ?" সকলে বার্হিনে আসিয়া দেখেন, ছোট ছোট পাঁটা গুলোকে এমন ভাবে বাঁথিয়া রাথিয়াছে যেন গাছের ফল। পিতামহ কহিলেন, "হার রে পশুর প্রতি অত্যাচারনিবারিণী ক্রি! একবার কালাঘাটে এসে দেখে যাও এখানে কি অত্যাচার! বরুণ! শীল্প গাড়া ভাড়া কর, এই দণ্ডেই কালাঘাট পরিত্যাগ করিব।" বরুণ তৎশ্রবণে একথানি গাড়া ভাড়া করিলে দেবগণ ভাহাতে উঠিয়া আলিপুরে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা জজ আদালত প্রভৃতি দেখিয়া স্কুল ও কাছারির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটা ঘরের ভিতর এজলাসে বসিয়া হাকিম বিচার করিতেছেন।

দেবতারা বাহিরে আসিলে পিতামহ কহিলেন, "বঙ্গণ। দেশী হাকি**মদে**র উৎপত্তির কারণ বল।"

বরুণ। এক সময় ধমালয়ে কয়েদীনিগের আহারাদির কট দেওয়ায়
তাহারা বিচ্ছোহী হয় এবং যম মফঃশ্বল ভ্রমণে যাইলে জেল ভালিয়া বাহিরে
আসে। কয়েদিগণ তাহাদের মধ্যে একজনকে রাজা করে। যম
প্রত্যাগমন করিয়া সিংহাসন না পাওয়ায় কাঁদিতে কাঁদিতে বৈকুঠে য়াইয়া
নারায়ণের নিকট দরখাস্ত করিলেন। নারায়ণ যমালয়ে আসিয়া মিষ্ট কথায়
তাহাদিগকে তুট করিয়া মর্জো পাঠান, এবং কহেন, "তোমরা যমের স্তায়
তথায় গিয়া বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিবে।"

এখান হইতে সকলে যাইরা জিওলজিকেল গার্ডেনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। অন্নি ব্যান্তগণ "হালুম হালুম" শব্দে বানরগণ "উপ আপ" শব্দে ও বনমান্ত্রেরা "উকু উকু" শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল।

তাঁহারা প্রথমে যাইয়া ব্যান্ত ভল্লুক দেখিলেন। ব্যান্ত ও ভল্লুকগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া চঞ্চল চরণে রেলিংয়ের বাহিরে আসিয়া তাহাদের চরণে আছাড়িয়া পড়িবার প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু অক্তকার্য্য হইল। তৎ-পবে উট, গঙার, শুকর প্রভৃতি দেখিয়া বানরগণের ঘরে আসিলে কুদ্র কুদ্র বানরগণ করযোড় করিতে লাগিল। মনের ভাব "দেবগণ। আমারা স্বাধীনতা সত্ত্বেও পরাধীন হইয়। কষ্ট পাইতেছি, উদ্ধার ক্রির।" বড় বড় বানরগণ রেলিং নাড়িয়। নিজ প্রতাপ দেখাইতে লাগিল। মনের ভাব "আমাদের এত বল, কিন্তু ইংরাজবলের নিকট পরান্ধিত হইয়াছি।" বনমামুষ "উকু উকু" শব্দে এদিক্ হইতে ওদিকে যাইতে লাগিল এবং দোল থাইতে লাগিল। মনের ভাব, "আমি ভাল মামুষ, নিরপরাধ ব্যক্তি; আমার এ দশা কেন ?" জিওলজিকেল গার্ডেন হইতে বাহির হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! এই যে গ্রহটী অশ্বথ বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইংারই তলে হেষ্টিংদের সহিত ফুান্সিদের হুল্মুক্ক হইয়াছিল।"

দেবগণ ইহার পর ছোট লাটের বাড়া দেখিতে যাইলেন। বরুণ কহিলেন. "এই আলিপুরের বেলভেডিয়ার বাগান। এই স্থানে বঙ্গের বাস করেন। ইহারই পশ্চাৎ ভাগে হেষ্টিংসের বাগানবাটী ছিল। আলিপুরের আরাক্রট বাগানের নিকট হেষ্টিংস হাউস নামক একটী প্রশস্ত বাগানবাটী অন্তাপি বর্ত্তমান আছে।"

এখান হইতে তাঁহারা বালকগণের চরিত্রসংশোধিনী জেল. সেন্ট্রাল জেল কলাবাগান (এই স্থানে লক হস্পিটেল ছিল) গোরস্থান (দৈঞ্জদিগের কবর) গোরে যে পাথর বদান হয় তাহা বিক্রয়ের স্থান, কুলি চালানের ডিপো, ইংরাজ পাগলা গারদ ও বাঙ্গালী পাগলা গারদ, জেনেরল হস্পিটাল (নামে জেনেরল কিন্তু কেবল ইংরাজেরা থাকে, আর্মি হস্পিটাল) দৈভেরা থাকে. হরিণ বাড়ী, দেখিয়া ধর্মতলায় আদিয়া উপস্থিত ইইলেন।

এই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের হাতে লাল কাগজে ছাপান কতকগুলো বিজ্ঞাপন দিয়া যাইল। দেবগণ দেখেন লেখা বহিয়াছে— "ইলেট্রিক ক্যমিকেল গোল্ড রিং। মূল্য পাঁচ টাকা। এক ডজন খরিদ করিলে একটি ভাল ওয়াচ ও একসেট বোতাম এবং ৩টা খরিদ করিলে একটা উত্তম টাইমপিস ঘড়ী ও একগাছি কুকুরমুখে ছড়ি উপহার দেওয়া যায়। পুই আংটী ব্যবহারে কি হয় १ এই আংটি হস্তে থাকিলে অন্ধের চক্ষ্
হয়, খোড়ার পা হয়, বোবার বোল ফোটে, নির্ধনী ধনী হয়, আইবুড়ো
ছেলেব বে হয়, গোরু হারালে গারু নেলে। স্ত্রালোকেরা যদি ধারণ
করেন, তাহা হইটেন বন্ধা। পুত্রবতা হয়, কুরপার রূপ হয়, স্থামী বশে
থাকেন, সর্বাঙ্গে সোণা হয়, বুদ্ধার যৌবন হয়। বুদ্ধের পক্ষেও এ আংটী
বিশেষ উপকারী, কারণ পাকা চুল কাল হয়, নড়া দার্ত শক্ত হয় এবং নবযৌবন ফিরে আদে। সাধারণের পক্ষে আংটার কেমন গুণ দেখুন, যাহার
হাতে থাকে, তাহার সপ্তদশ পুরুষের রোগ, শোক ও সপভয় থাকে না,
সে বংশের কেহ হলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, অস্ত্রাঘাতে মরে না,
অধিক কি গ্রায় গিয়া পিও দিবারও আবশ্রুক হয় না। আমরা নিজে
নিজে পরীকা করিয়া তবে এই আংটি সাধারণে প্রচার করিয়াছি।

দন্ত, দেন, দাস, মল্লিক, মুখো, ফিত্র, চট্টো, গড়গড়ি, সাধুখা এণ্ড ব্যানাজ্জা ব্রাদারস্, মুজাপুর দ্বীট।

ফেশন

দেবগণ এখান ইইতে বাসায় যাইয়া আহারাদি করিয়া স্বর্গে যাইবার হস্ত মোট মাটারি গুছাইতে লাগিলেন এবং পরদিন প্রাতে মুটের মাথায় মোট দিয়া সকলে যাইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ষ্টেশনে যাইয়া দেখেন টিকিট দিবাব > ঘণ্টা বিলম্ব আছে। তখন সকলে একটি পাথরের বৈঞ্চের উপর বসিলেন এবং পিতামহ কহিলেন "বক্রণ! কলিকাতার ইতিহাস বল।"

বরুণ। ছই শত বৎসর পূর্বে এই কলিকাতার অবস্থা স্বতন্ত্র ছিল, তথন এ সকল কিছুই ছিল না। একণে দিন দিন ইহার অবস্থা ফিরিতেছে এবং অধিবাসীদিগের স্থা স্বচ্ছনতা ক্রমেই বাড়িতেছে। ইন্ত্র। কলিকাতা দহর কত দিনের ?

বহুলন গ্রহ্মন সহর যদিও বেশী দিনের নয়; কিন্তু এস্থানের নাম বহুলিন পর্যান্ত আছে। আইন-আকবরিতে এই স্থানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পরাণে, কলিকাতা যে স্থানে, এই স্থানকে কালী কিন্তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। কালাক্ষেত্র একটি বিখ্যাত পীঠস্থান। এই স্থান বায়ায় পীঠের মধ্যে একটি মহাপীঠ। প্রাচীন পীঠের উপর কালীমন্দির নির্মিত হয় নাই। কালীক্ষেত্র বহুলা নামক স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্যান্ত বিস্তৃত আছে, বহুলাকে এক্ষণে বেহালা কহে এবং দক্ষিণেশ্বর অভ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইংরাজ অধিকারের স্থানা হইতে কালীক্ষেত্র সম্পুচিত হইয়া এক্ষণে কালীঘাট নাম হইয়াছে। বল্লাল সেনের জীবনী পাঠেও এই স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। আকবর বাদসার সময় কলিকাতার উল্লেখ আছে। কারণ তোডরমল্ল যে "ওয়াশিল তুমার জমা" নামে একটি রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহাতে কলিকাতার নাম আছে। এই আকবরের সময় ১৫৮৬ অকে বেলা তিন ঘটকার সময় ভয়ানক ঝড় ও সমুদ্রের জল উর্থলিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক্ নষ্ট হইয়া যায় ও প্রায় ছই লক্ষ প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হয়। ঐ দক্ষিণ ভাগকে এক্ষণে স্কলর বন কহে।

কলিকাতার উন্নতি ইংরাজ হইতে হয়। এই ইংরাজেরা ইট্টইপ্তিয়া কোম্পানি নাম ধরিয়া ১৬৫১ অব্দে বাণিজ্য করিতে আসেন। ১৬৮৬ অব্দের ২০এ ডিসেম্বর জব্ চার্ণক্ সাহেবের সহিত হুগলির ফৌজদারের বিবাদ হ ৭য়ায় সাহেব দলবলসহ স্বতামূটী অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। ১৬৯০ অব্দে তিনি স্বতামূটিতে একটি কুঠি স্থাপন করেন। এই হইতেই কলিকাতা নগরের স্ত্রপাত হয়। চার্ণক্ অত্যন্ত সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যে স্থানে বাঙ্গালা নির্মাণ করিয়া বাস করেন, ঐ স্থানকে বারাকপুর কহে, ১৬৯২ অব্দে চার্গকের মৃত্যু হয়। এক্ষণে যে স্থানকে বৈঠকখানা কহে। ঐ স্থানে একটী প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল। বলিকেরা নানা স্থান হইতে

আসিন্ধা ট্রহার উলে বিশ্রাম করিও। তাহারা আমোদ করিয়া ঐ বৃক্ষতলকে বৈঠকখানা বলিত, তাহা হইতেই বৈঠকখানা নাম হইয়াছে। বুক্ষটি ১৮৭০ অব পর্যান্ত ছিল। ১৬৯৮ অবে ইংরাক্তেরা ফোর্ট উইলিরম নামক এক হুর্গ নির্মাণ করিতে নবা বর নিকট অমুমতি পান। প্রায় ঐ সময়েই তাঁহারা সমাট আজিম ওসমানের নিকট স্থতাত্তী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করিয়া লন। ফোর্ট উইলিয়ম হুর্গ বর্ত্তমান হুর্গ হইতে স্বতন্ত্র স্থানে ছিল। ঐ স্থানে অর্থাৎ কেরার্লি প্লেসে একণে বর্ত্তমান কাষ্ট্রম হাউদ প্রভৃতি অবস্থিত আছে। ১৭১৬ অব্দে রাইটাদ বিল্ডিংয়ের পশ্চিমে ইংরাজেরা প্রথম গির্জ্জা নির্মাণ করেন। উহার চড়া ১৭৩৭ সালের ঝড় ও ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া যায়। তৎপরে সিরাজউদ্দোলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া উহাকে একেবারে ভূমিদাৎ করেন। এই সময় চাঁদপালের ঘাটের দক্ষিণে অত্যন্ত বন ছিল, এক্ষণে দেই স্থানে চৌরঙ্গী শোভা করিতেছে। ১৭২৭ অব্দের অক্টোবর মাদে ঝড়ে ও ভূমিকম্পে দেণ্ট জন্ম চর্চের চূড়া ভাঙ্গে ও কলিকাতার প্রায় হই শত গৃহ নষ্ট হয় এবং প্রায় ২০,০০০ ডিঙ্গা, নৌকা ও জাহাজ স্থান-ত্রষ্ট হয়। ইংরাজদিগের নয় খানি জাহাজের মধ্যে আট খানি নষ্ট হয়। এই ঝড়ে ও ভূমিকম্পে প্রায় ৩০,০০০ লোক মারা যায়। ১৭৪০ সালে বঙ্গদেশে "বর্গীর হাঙ্গামা" হয়। ১৭৫৬ অব্দে বিখ্যাত অন্ধকুপহত্যা ঘটে ও কলিকাতা ইংরাজদিগের হাত ছাড়া হয়। ১৭৫৭ অব্দের ২রা জামুয়ারী তাঁহারা কলিকাতা পুনর্ধিকার করেন। অন্ধকুপহত্যার স্মরণার্থ হল ওয়েল সাহেব ৫ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভ লালদিঘীর উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল, ১৮৯০ অব্দে মাকু[′]ইন অব্ হেষ্টিংস সাহেবের আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ১৭৫৭ অব্দে ইংরাজেরা পলাশী যদ্ধে জন্ম লাভ করেন এবং সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচাত করিয়া মির্জাফরকে নবাব করেন। ঐ অস্কের ১৭ই আগষ্ট ইংরাজরাজনামাঙ্কিত প্রথম মুদ্রা প্রচার হয়। এই অব্দ হইতেই কলিকাতার 🕮 বুদ্ধি আরম্ভ হয়। কারণ সিরাজের আদেশে একপ্রকার এই স্থান নষ্ট

ইইয়াছিল, বড়বাজার অঞ্চলের সমস্ত গৃহ তাঁহার সৈক্ষেরা আর্থারা নই করিয়াছিল। লর্ড ক্লাইব ১৭৫৮ অবল বঙ্গদেশীর কুঠিসমূহের গবর্ণর হন। এই সময় কোম্পানী মির্জাফরের নিকট হইতে কলিকাতার চতুম্পার্থবর্ত্তী ভূভাগের স্বন্ধ লাভ করেন। উহাকেই ২৪ পরগণা কঠে। ১৭৫ অব্দের ১২ই আগস্ট ইংরাজেরা সম্রাট সাহ আলমের নিকট বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িয়ার দেওয়ানি প্রাপ্ত হন। ১৭৬৭ অব্দের রাজারার দেওয়ানি প্রপ্ত হন। ১৭৬৭ অব্দের রাজারার হইয়া বজদেশ ছার্থার হয়। ইহারই নাম "ছিয়াত্তরে ময়স্তর।" ইহাতে কলিকাতায় ১৫ই জুলাই হইতে ১০ই সেপ্টেরর ময়ের ৭৬,০০০ লোক মারা যায়। ইহার উপর অগ্রিকাণ্ড ও ঘটরাছিল। টাকায় চারিসের চাউল বিক্রের হইয়াছিল। ১৭৭২ সালে হেন্টিংস সাহেব গ্রন্থর হন। ইহার সময় বাঙ্গালা ও বেহার দেশ ১৮ জেলায় বিভক্ত হয়। কলিকাতায় রেভিনিউ বোর্ড স্থাপিত হয় এবং রোহিল। যুদ্ধ ঘটে। এই সময় মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। বারাণসীর রাজা তৈতসিংহের সর্ব্বনাশ হয়, প্রথম ও ছিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধ সংঘটত হয়।

हेक्स । वक्स्म । नम्सक्सारतत कीवनहित्र वन ।

বঙ্গণ। রাজা নন্দকুমার রাটা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ১৭৪৫ খৃঃ অব্দে মুর্শীদাবাদের অস্কঃপাতী ভদ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে ইনি হুগলীর ফৌজদার হন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে নবাব মীরকাসিমের দেওয়ান হন। ইনি মন্দন্ প্রভৃতির পক্ষ হইয়া গবণর হেষ্টিংসের দোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, হেষ্টিংস মোহনপ্রসাদ নামক একজন ব্যবসায়ীকে উপলক্ষ করিয়া মিধ্যা জাল করা অপরাধে ইহাঁকে স্থ্রীমকোর্টে উপস্থিত করেন। হেষ্টিংসের যত্নে প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইন্পি নন্দকুমারের প্রাণ-দ্বের আদেশ করেন।

ে ব্রহ্মা। যাকৃ, কলিকাতার বিষয় আরও বল।

শক্রণ। , চাঁদপালের ঘাট এই সমর বর্জমান ছিল। থিদিরপুরের উত্তর-স্থিত টালিগঞ্জের থাল ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে কর্ণেল টাল কর্তৃক খনন করা হয়। ১৭৭৫ অব্দে কর্ণেলু হেন্রি ওয়াট্সন্ সাহেব থিদিরপুরের ডক্ প্রস্তুত করিয়া জাহাজের কাজ আরম্ভ করেন এবং ইহাতে দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৭৮৩ অব্দে সার উইলিয়ম্ জোম্ম্ স্থ্রীমকোটের জজ হইয়া কলিকাতার আসেন। এথানে আসিয়া তিনি "এসিয়াটিক সোসাইটা অব্ বেক্সলম্ নামক সভা স্থাপন করেন এবং সংস্কৃত উত্তমরূপ শিক্ষা করেন। ১৭৮৯ অব্দে কালিদাসের অভিজ্ঞান শক্ষপ্রা ইহার ঘারা ইংরাজীতে অম্বাদিত হয় এবং ১৭৯৪ ঞ্জীঃ অব্দে ইহার অম্বাদিত মন্ত্রসংহিতা প্রচার হয়। ১৭৯৪ ঞ্জীঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

বন্ধা। দোসাইটা কোথায় ?

বঙ্গণ। পার্কস্থীটের উত্তর পশ্চিম কোণে এই সভা আছে। প্রথমে এই সভায় একটী চিত্রশালা ছিল. উহা ১৭৬৫ অবল গবর্ণমেন্টের হত্তে অর্পণ করেন। এক্ষণে সভার হত্তে প্রাচান মুদা, তামশাসনমূর্ত্তি ও পুত্তকালয় মাত্র আছে। পুত্তকালয়ে অন্যন ১৫,০০০ গ্রন্ধ আছে, তাহার মধ্যে ৫০০ সংস্কৃত, বক্রী অপরাপর ভাষার।

১৭৮৪ অব্দে দেপ্ট্জনের গির্জ্জার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহা পাথুরে গির্জ্জা নামে প্রাসিদ্ধ । ১৭৪৬ অব্দে গ্রবর্ণর লর্ড কর্ণ্ওয়ালিসের সময় শিবপুরের বোটানিকেল গার্ডেন্ স্থাপিত হয় ও তাহার কিছু উত্তরে বিসপ্কলেজ স্থাপিত হয়। ১৭৮৮ অব্দে তিরেতা (টেরিটির) বাজার স্থাপিত হয়। কর্ণ্ওয়ালিসের পর সার্জন সোর গ্রবর্ণর হন।

ইনি সাষ্ উইলিয়ন্ জোন্সের জীবনচরিত লেখেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দেধ্যতলার বাজার স্থাপিত হয়। পূর্বেই হাকে সেক্ষপীরের বাজার বলিত। ইহাঁর সময় আর কোন ঘটনা হয় নাই।

ইহার পর মাকু ইস্ অব্ ওয়েলেস্লি গবর্ণর হন। ফোর্ট উইলিয়কলেঞ্যু,

স্থাপিত হয় এবং ১৭৯৯ অবে এই ফেব্রুয়ারি গ্রণমেন্ট হাউনের ভিতি স্থাপিত হইয়া ১৮০৪ অ: নির্মাণ সমাপ্ত হয়। ইহা নির্মাণ করিতে ১৩ লক টাকা ব্যন্ন হইয়াছিল। ইহার ছাদের নিম্নভাগ, গবর্ণমেণ্ট্রের শিল্প বিস্থালয়েব অধাক্ষ এচ্ এচ্লক সাহেবের ডিজাইন অমুসারে সজ্জিত করা। এই বাড়ীতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, তৃতীয় জর্জ ও তাঁহার রাজ্ঞী, ক্লাইব, হেষ্টিংস, টিনমৌপ, করণ ওয়ালিস, ওয়েলেস্লি, মিণ্টো প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহাঁরই শাসনকালে এসিয়াটিক রিসার্চেস বাহির হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৮০০ থঃ ম: ফোর্ট উইলিয়ন কলেজ স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে বাঞ্চালাভাষার চর্চা বর্দ্ধিত হয়। ১৮০৪ অবেদ বর্ত্তমান টাউন হল ৭ লক টাকা বায়ে নির্শ্বিত হয়। এই স্থানে ওয়ারেণ হেষ্টিংস, কর্ণ ওয়ালিস, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, লর্ড গফ্, সার্চর্লস্ মেটকাফ্ ও দারকানাথ ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ১৮১৪ খৃ: অবে লর্ড ময়রা গবর্ণর হন। ইইার সময় নেপাল যুদ্ধে সার ডেবিড্ অক্টর্লোনী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার স্মরণার্থ গড়ের মাঠে অক্টর্লোনী মনুমেণ্ট স্থাপিত হয়। ইহা ১৬৫ ফুট উচ্চ। ১৮৫১ অব্দে সেন্ট আনুক্রুর চার্চ্চ, নির্ম্মিত হয়, ইহাকে লাট সাহেবের গিৰ্জ্জা কহে। ১৮৮২ অব্দে কাষ্ট্রম হৌদ নির্দ্মিত হয়। ইহার ছই বৎসর পরে বিসপ কলেজ স্থাপিত হয় এবং এই বৎসরেই এগ্রিকল্চাবেব ও হটিকল্-চারেল সমিতি কেরী সাহেব কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং "সমাচার দর্পণ" নামক প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার আরম্ভ হয়।

नाता। (कत्री माष्ट्रातत कीवनहित्र वन।

বরুণ। ইনি প্রথমে সামান্ত লেখা পড়া শিথিয়া জুতা সেলাই করিতে
শিক্ষা করেন এবং এই ব্যবসা করিতে করিতে ইংরাজী ও লাটিন শিক্ষা
করেন। ইনি ১৭৯২ অং কলিকাতায় আসেন এবং মালদহের নীলকুঠির
ভূষণক হন। এদেশে আসিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। প্রথমতঃ
ইনি "নিউটেই মেণ্ট" বাঙ্গালায় অমুবাদ করিয়া মৃদ্রিত করেন। এবং মার্স্

ম্যান্ শুড্ভির সহিত মিলিয়া ব্রীরামপুরে বাইরা ধর্মপ্রচার করেন। ১৮০১ অঃ
ইনি ফোর্ট উইলিরম কলেজের বাজালা অধ্যাপক হন। এই সময় ইহার
ব্যাকরণ ও কথাবলী প্রচার হয়। মিন্টোর শাসন সময়ে ইনি রামায়ণ
ইংরাজীতে অমুবাদ করেন ও সমাচারদর্পণ নামক একথানি সংবাদপত্র
বাহির করেন। ইহার পর ইনি বাজালায় একথানি অভিধান সক্ষলন
করেন। ১৮০৪ অঃ ইহার মৃত্যু হয় এবং শ্রীরামপুরের গিজ্জায় ইহার
সমাধি হয়।

১৮২৩ খু: অঃ লর্ড আম্হাষ্ট্র গ্রবর্ণর হইয়া আসেন। ইহার সময় বর্ত্তমান টাকশাল নিশ্মিত হয়, সংস্কৃত কলেজ ও বেঙ্গল ক্লব স্থাপিত হয়। এই সময় কলিকাতার উন্নতির দশা। কারণ এই সময় অনেকগুলি বিখ্যাত লেক আবিভূতি হন। যথা,—রামমোহন রায়, দারকানাথ ঠাকুর, রাম-গোপাল বোষ প্রভৃতি। ১৮২৮ অ: লর্ড বেন্টিক্ক্ ভারতবর্ষের গ্বর্ণর হন। ইহাঁর সময় রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম স্থাপন করেন। ১৮৩০ অ: ডিষ্ট্রীক্ট চাবিটেব্ল্ সোসাইটি স্থাপিত হয়। ১৮৩৮ অঃ ধারকানাথ ঠাকুর দরিদ্র অন্ধদিগের সাহায্যার্থে এই সভাতে অনেক টাকা দেন। ১৮৩০ অ: কবিবর ঈশরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপত্র "প্রভাকর" বাহির হয়। ১৮৩৮ অ: মহাত্মা ডফ্ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বিভালয় স্থাপন করেন। ১৮৩০ অ: জোড়াসাঁকোতে ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে স্থাপিত হয়। ইঁহারই নাম বর্তুমান আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং এই সালেই রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাছরের যত্নে "সনাতন ধর্মারক্ষিণী" সভা সংস্থাপিত হয় এবং সতীদাহ নিবারণ আইন বন্ধ করিবার জন্ম বিলাতে আপীল হয়। আপীলে কোন ফল হয়। নাই। ১৮৭৫ খৃঃ দার চার্লদ্ মেটকাফ এদেশের গবর্ণর হন। ১৮৩৫ আঃ মুদ্রণ স্বাধীনকা আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৪০ অঃ মেটকাফের নাম চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত ভাগীরখাতীরে "মেটকাফ" হল প্রস্তুত হয়। ১৮৩৬ আবে কলিকাতার সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপিত হয়। ইহাঁর শাসন সম**রে** ১৮৩৭ খুঃ

व्यत्म महातानी ভित्कोतिया हेश्मरश्चय मिश्होमर्ग व्याताहन करत्वन र् भावति দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হয় এবং দারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৪২ অব্দের ৩রা জুব্রু কলিকাতায় একটা ভয়ানক ঝড হয়। এই বৎসরে মতিলাল শীলের দাতব্য বিস্তালয় স্থাপিত হয়। এই সময় অক্ষরকুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্তের সম্পাদক হন। এই সময় দারকানাথ ঠাকুর দিতীয়বার বিলাত যান। ১৮৪২ অব্দে গবর্ণর লর্ড অকলাপ্তের ভগিনী মিদ ইডেন,ইডেন গার্ডেন নামক উল্পান স্থাপনা করেন। ১৮৪৬ অব্দে বিলাতে দারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। এই সময় কলিকাতায় গোয়ালিয়র মন্তুমেণ্ট নির্ম্মিত হয় এবং মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ৮৫৫ অব্দে ইডেন গার্ডেনে ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোর্ডা আনিয়া স্থাপিত করা হয়। এই সময় মহাত্মা ক্যানিং গ্বর্ণর হইয়া কলিকাতায় আসেন। ইহাঁর সময় পাথুরেঘাটায় রাজপরিবারে প্রথম ঐক্যতান বাদন স্ষ্টি হয়। ১৮৫৭ অবেদ সিমুলিয়ায় আশুতোষ দেব (ছাতৃবাবু) মহাশয়ের বাটীতে শকুস্তলা নাটক অভিনয় হয়। তৎপরে কলুটোলায় কেশব চক্র সেন মহাশরের তন্তাবধানে বিধবাবিবাহ নাটক অভিনীত হয়। ক্যানিং সাহেবের সময় সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৮৫৮ অ: কেশবচক্র সেন ব্রাহ্মনমাজে যোগদান করেন। ১৮৫৮ খঃ অব্দে"সোমপ্রকাশ"প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার পর লর্ড ডেল হাউসি গবর্ণর জেনেরল হন। তিনি উডিয়ার থক জাতির মধ্যে যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা উঠাইয়া দেন। ১৮৪২ অ: ওয়াকোপ সাহেব বাঙ্গালার ডাকাইত কমিশন হন এবং ডাকাইত দলকে উৎসন্ন দেন। .৮৫১ অ: রেলওয়ে কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তৎপর বৎসর ডাক্তার ওসানসি সাহেব টেলিগ্রাম প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাঁর সময় ডাকের জন্ম স্বতম্ব কার্য্যবিভাগ স্থাপিত হয় এবং ডাক বিভাগের কার্য্যাধাক্ষ ওজন বুঝিয়া মাতল গ্রহণ পূর্বক পত্রাদি চালাইবার বন্দোবস্ত করেন। ইহাঁর **শমর সাধারণের** গমনাগমন জন্ম প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত হয়। ইনি শিক্ষা

বিভাগের স্থবলাে বৈত্ত করেন। ইহাঁর সময় মধাশ্রেণী, নিয়শ্রেণী ও মডেল কুল স্থাপিত হয়। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিখার জক্ত মহাজ্যা বীটন সাহেব কলিকাতায় বীটন স্থল স্থাপন করেন। গবর্ণমেন্ট বিস্তালয়সমূহের সাহায্যার্থে "এড" দিবার নিয়ম করেন। এতদ্ভিম প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটী বিস্তালয় স্থাপিত হয় এবং ভাইরেক্টর" ও "ইনস্পেক্টর" পদের স্পষ্ট হয়। ১৮৫৩ অ: বঙ্গদেশে একজন লেফটেনেন্ট গবর্ণর হইবে, ইংলণ্ডে যাইয়া সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সিবিলিয়ান এবং ভারতবর্ষীয় বাবস্থাপক সভায় ছয় জন সদস্থের স্থলে বার জন হইবে স্থির হয়। ১৮৫৬ মঃ লর্ড ক্যানিং গবর্ণর হন। ইহার সময় সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৮৫৮ মঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্থহত্তে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ মঃ প্রায় কর প্রচলিত হয়। ১৮৫২ মঃ লড এলগিন গবর্ণর হন।

ইহাঁর সময় সদর আদাণত ও স্থপ্রীমকোট একত হইয়া হাইকোট স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ অঃ লড লরেন্স গবর্ণর হন। ইহাঁর সময় ১৮৬৬ অঃ উড়িয়াায় ভয়য়র ছভিক্ষ হয় ও বহু সংখ্যক লোক প্রাণত্যাগ করে। ইহাঁর সময় বীডন সাহেব বাঙ্গালার লেফটেনেন্ট গবর্ণর ছিলেন। ১৮৬৯ অঃ লড মেয়ো গবর্ণর হন। ইহাঁর সময় ১৮৭০ অঃ মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ভারতবর্ধ দর্শনে আসেন। ইহাঁর দারা ক্ষিবিভাগ স্থাপন ও স্টেট রেলওয়ে স্থাপনের স্ত্রপাত হয়। ১৮৭২ অঃ ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দানান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পোটরেয়ারে শের আলী নামক এক মুসলমান ইহাঁকে হত্যা করে। ১৮৭২ অঃ লড নর্থক্রক গবর্ণর জেনেরেল হন। ১৮৭৪ অঃ বাঙ্গালায় ছভিক্ষ হয়। ইহাঁর সময় বরদার গাইকবাড় রাজ্যচ্যুত হন। ১৮৭৬ অঃ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র (স্বর্গত ভারত সম্রাট সপ্তম এডায়ার্ড) ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৭৬ অঃ লর্ড লিটন্ ভারতব্বের গবর্ণর হন। ১৮৭৭ অঃ ইনি এদেশের সংবাদপ্রের বিশ্বদ্ধে ৯

আইন বিধিবদ্ধ করেন। ১৮৭৭ আঃ ইং। কর্ত্তক দিল্লীতে একটা দরবার হয় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের অধীশরী উপাধি গ্রহণ করেন। ইহাঁর সময় দক্ষিণ ভারতবর্ধে ভয়য়র হাজ্যিক হইয়া ১০ লক্ষ লোক প্রাণতাগি করে। ১৮৭৮ অঃ লভ রিপন গবর্ণর জেনেরল হন। ইহাঁ কর্তৃক ৯ আইন উচ্চেদ ও আত্মশাসন প্রণালীর স্ত্রপাত হয়। ১৮৮১ অঃ তৃলাজাত দ্রবোর আমদানী শুল্ক রহিত হয় এবং ইল্বাট বিল লইয়া মহা গগুগোল বাধে। ইনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গার্থ ছুটি লইলে প্রীযুক্ত বমেশ চক্র মিত্রকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময় নৃতন রাইটর্স বিল্ডিং স্থাপিত হয়। ইডেন হাঁসপাতাল স্থাপিত হয় এবং ট্রামণ্ডরে গাড়ী চলে ও এক পয়সা মূল্যের পোষ্টকার্ড প্রচলিত হয়। ১৮৮৪ খঃ অঃ লড় ডফরিগ গবর্ণর জেনারল হন। ইহাঁর সময় ব্রহ্মদেশ ইংরাজরাজ্যের অস্তর্জ্বক হয় এবং ব্রহ্মাধিপতি থিবো ভারতবর্ধে বন্দী অবস্থায় আনীত হন। ১৮৮৭ অঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বের "ক্র্বিলী" উৎসব হয়।

কলিকাতায় অনেকগুলি সলা আছে। যথা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ভারতসংস্কার সভা। এই সভা ১৮৬১ অব্দে স্থাপিত হয়। ইহার চারিটা বিভাগ আছে যথা—স্ত্রীশিক্ষা ও জাতীয় উয়তি, স্থলভ দাহিত্য বিভাগ, দাতব্য বিভাগ এবং স্থরাপান নিবারিণী সভা। জাতীয় সভা,—এই সভার তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একটা করিয়া মেলা হয়। বিজ্ঞান সভা,—১৮৭৬ অব্দে ডাক্ডার মহেল্রলাল সরকার কর্ত্বক প্রতিষ্টিত হয়। বৈজ্ঞানিক সভার অলোচনা ও অমুসন্ধান এই সভার উদ্দেশ্য। কলিকাতা ক্লমিসমাজ—১৮২০ অব্দে স্থাপিত হয়। ক্লবিতত্ব এই সভার কার্যা। সাহিত্য সভা—১৮৫০ অব্দে স্থাপিত হয়। ক্লবিতত্ব এই সভার কার্যা। সাহিত্য সভা—১৮৫০ অব্দে স্থাপিত হয়। সাহিত্য সংজ্ঞান্ত আলোচনা ও বক্তৃতাদি এই সভার কান্ধ। রাজনৈতিক সভা—১৮৩৮ অব্দে স্থাবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ত্বক সংস্থাপিত হয়। এই সভা এক্লণে আর নাই। ১৮৫১ অব্দে রাজা রাধাকান্ত দেব ও প্রসম্বর্মার ঠাকুর প্রভৃতির বত্বে ব্রিটিশ ইঞ্জিয়ান এসো

দিয়েশন সভা স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ অবে ইণ্ডিরান লিগ সভা প্রতিষ্ঠিত। ভারতসভা আনন্দমোহন বস্থ ও স্থ্রেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যারের যত্নে ১৮৮৬ অবে সংস্থাপিত হয়।

এই সময় টিকিট দিবার ঘণ্টা দেওয়ায় দেবগণ যাইয়া দার্জ্জিলিংয়ের টিকিট কিনিয়া আনিলেন এবং সকলে ভিতরে যাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বিদলেন।

দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ ওদিকে কতকগুলো গাড়ী দেখা যাইতেছে। যাগ ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে ও গাড়াগুলো কোথায় যাইবে ?"

বরুণ। ওপ্তলো মাতলা লাইনের গাড়া। ঐ মাতলা রেল কলিকাতার দক্ষিণ দেশ দিয়া গিয়াছে। মাতলা রেলের ধারে, সোণারপুর চাঞ্চাড়পোতা মলিকপুর প্রভৃতি অনেকগুলি ভদ্রগ্রাম আছে। সোণারপুর বা চাঙ্গাড়িপোতায় নামিয়া রাজপুর হরিনাভি নামক স্থানে যাওয়া যায়। রাজপুরে বিস্তর বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। বৈদিক ব্রাহ্মণ নাটুকে রামনারায়ণ তর্করত্ব হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা। নাটুকে কি ? তুমি আমায় রামনারায়ণের জাবনচরিত বল।
বরুণ। ইহার পিতার নাম ৮রামধন শিরোমণি। ১৭৪৪ শকে ইহাঁর
জন্ম হয় ! ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বিস্তা শিক্ষা করেন এবং পাঠ
সমাপ্ত করিয়া ঐ কলেজে একটি শিক্ষকতা পদ পান। ১৮৫২ অবদে ইনি
পাতরতোপাখান এবং ১৮৫৪ অবদে কুলীন কুলসর্কস্থ নাটক লেখেন।
ভিহার পর রত্মাবলী, বেণীসংহার, শকুস্তলা, নবনাটক, মালতীমাধ্ব ও
ক্রিল্মী হরণ নাটক নামক - খানি নাটক রচনা করেন।

এই সময়ে ট্রেণ চাড়িতে ইঙ্গিত করায় ট্রেণ হুপাহুপ শব্দে দমদমা, বেলঘরিয়া, দোদপুর, খড়দহ, (বারাকপুর), শ্রামনগর, অতিক্রম করিয়া নৈহাটিতে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "নৈহাটী,ভাটপাড়া, কাঁঠালপাড়া নামক তিনটা ভদ্রগ্রাম সারি সারি আছে। ভাটপাড়ার গুরুগুরীরা বড়

বিখ্যাত। ঐ স্থানে অনেক গুলি টোল আছে। পঞ্জিতদিগেব পাণ্ডিতোব মধ্যে, টাকা দিলে সকল বিষয়েব বিধান প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন কাঁঠালপাড়ার রাধাবল্লজ্জী নামে একটা বিগ্রহ আছেন। বিগ্রহটা উক্ত-স্থানের চাটুর্যো মহাশর্মদগের, ঠাকুরের বেস সেবা করা হয় এবং অনেক অতিথিসেবা হইয়া থাকে। বিগ্রহের রূপায় চাটুর্যোরা ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়াছেন। ঐ বাড়ীর প্রায় সকলেই ডেপ্টিমাজিট্রেট। উপস্থাস লেথক স্থাবিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।

বন্ধা। আমাকে বঙ্কিমের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি যাদবচকু চট্টোপাধ্যারের পুত্র: যাদব বাবু লড হাডিঞ্জের সময় একজন স্মপ্রাসন্ধ ডেপুটীমাজিপ্টেট ছিলেন 🔻 বঙ্কিমের স্মরণশক্তি এত তীক্ষ যে. যে দিন হাতেখড়া হয়. সেই দিনই প্রহলাদের স্থায় ৩৪ অক্ষর 'শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি পিতার নিকট পাকিয়া প্রথমে মেদিনীপুর স্কলে পডেন। তথার ইনি বৎসরে চই ক্রাশ করিয়া উঠিতেন। সালে ইহাঁর পিতা ২৪ প্রগণায় বদলী হইয়া আসিলে বন্ধিম জগলী কলেজে ভর্ত্তি হন। ছগলী কলেজে দারকানাথ মিত্র ও বঙ্কিম চটোপাধ্যারের ভাষ প্রতিভাশালী ছাত্র আর কথন আনে নাই। ছগলী কলেজ হইতে ইনি সিনিয়ার স্কলারশিপ লইয়া প্রেসিডেম্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ইহার পর ইনি এফ এ ও বি এ পরীক্ষা দেন। বি এ পরীক্ষা ইনি শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে তিন মাস মাত্র ঘরে পাঠ করিয়া দিয়াছিলেন। ১০ বৎসর বয়:ক্রম হইতেই ইনি ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ৮দীনবন্ধুমিত্র ও -ক্লম্বনগর কলেজের ছাত্র ৮ছারকানাথ অধিকারী তিন জনে ঈশ্বর শুপ্রের প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। ১২৫৩ সালে ইনি একজন অধ্যাপকের িনিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং এক বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ র<mark>ঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, মেঘদুত, উদ্ধ</mark>বদূত প্রভৃতি অধ্যন্ত্রন করিয়াছিলেন। ইনি ি বি. এ পাশ করিলে. লেপ্টনেণ্ট গভর্ণর হালিডে সাহেব উপযাচক হইয়া

ইহাঁকে ডেপুনী মাজিট্রেট করেন। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিট্রেট হইয়া
ইলি বি, এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ সালে ইনি যশেহরে বদলি হন
এই স্থানে ইহাঁর প্রির স্কুল দীনবন্ধুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহার পর
বিদ্ধিম পুলনার বদলি হইয়া নালকরদিগের দমন করিয়া প্রজা রক্ষা করিয়া
ছিলেন এবং স্থলবনের ডাকাত নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই
ইহাঁর প্রথম উপঞাস হুর্গেশনন্দিনী লিখনারম্ভ হয়। ইহার পর ইনি
বারইপুরে বদলি হন। এই স্থানে অবস্থিতি কালে ইহাঁর হুর্গেশনন্দিনী,
কপালকুগুলা, মৃণালিনী এই তিনখানি উপতাস বাহির হয়। ১২৭৯
সালে ইহাঁর বঙ্গদর্শন বাহির হয়। ইহার পর ইনি বহরমপুর, বারাশত,
মালদহ প্রভৃতি অনেক স্থানে কর্ম করিয়া ১৮২২ সালে পেন্সন লন।
বঙ্গদর্শন বাহির হইবার পর ইনি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। যথা—

১২৭৯ সালে বিষর্ক ও ইন্দিরা; ১২৮০ সালে চক্রন্থের ও যুগলাঙ্গুরীয় ; ১২৮১ সালে রজনা ; ১২৮২ সালে কমলাকাস্তের দপ্তর ; ১২৮৪ সালে ক্ষঞ্জাস্তের উইল ; ১২৮৫ সালে রাজসিংহ ; ১২৮৬ সালে আনন্দমঠ ; ১২৮৭ সালে মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ; ১২৮৮ সালে দেবীচোধুরাণী ; ১৮৮৯ সালে ক্ষ্ণচরিত ; ১২৯০ সালে ধর্মাতক ; ১২৯১ সালে সীতারাম প্রকাশিত হয় । ইনি গবর্ণমেণ্ট ইইতে রায়বাহাত্র ও সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন । ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে ইহাব মৃত্যু হয় ।

ট্রেণ পুনরায় ছাড়িল এবং ধুম উদগার করিতে করিতে কাঁচড়াপাড়া প্রেশনে যাইয়া উপস্থিত হইল।

বরুণ। এই স্থানের নাম কাঁচড়াপাড়া। যে স্থানে ষ্টেশন দেখিতেছেন, ইহা পূর্ব্বে মাঠ ছিল; কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীর প্রসাদে এক্ষণে এখানেও জামালপুরের ন্থার কলকারখানা প্রস্তুত হইতেছে ও বিস্তর কেরাণী খাটিতেছে। ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে কাঁচড়াপাড়া প্রাম। প্রামটী এক সময় বড় স্থানর ও বিস্তুর লোকের বাস ছিল, এক্ষণে কেবল বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ কাঁচড়াপাড়ায় ক্লক্ষরায়জী নামক একটী বিগ্রহ আছে, রথে তাঁহার বেস সমারোহ হয়। কাঁচড়াপাড়ার চাঁপা বড় বিখ্যাত। এই স্থানে স্থবিখ্যাত কবি ঈশ্বর শুপ্তের বাড়ী ছিল।

ব্রহ্ম। তুমি ঈশ্বর গুপ্তের বিষয় আমাকে বিল।

বঙ্গণ। ইনি ১৭১৩ শকে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ শুপ্ত। ইহাঁরা জাতিতে বৈষ্ণ। ইনি বাল্যকালে কেবল বিস্থালয়ে পাঠ করিয়া থ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই লাভ করেন নাই; কিছু কবিছ্বশক্তি থাকায় জনসমাজে অধিকতর আদৃত হন। ১৮৩০ সালে ইহাঁর শ্বংবাদ প্রভাকর" বাহির হয়। এই পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দ্ব্যাহিক, তৎপরে প্রাতাহিক হইয়া বাহিব হইয়াছিল। ইহাতে গল্প পল্প উভয়ই থাকিত, তন্মধ্যে পল্পের ভাগ বেনী। সাধুরজ্ঞন ও পামগুপীড়ন নামক ইনি আর ছইথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, এই শেষোক্ত পত্রের সহিত ৮গৌরীশঙ্কর (শুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য্যের রসরাজ নামক সাপ্তাহিক পত্রের সর্বাদা বিবাদ হইত। ঈশ্বর শুপ্ত শেষাবস্থায় প্রবাধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দ্বিকাশ এবং কলি নাটক নামক চারিথানি পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে কলি নাটক সমাপ্ত হয় নাই। ১৭৮০ শকে (১৮৮৫ খৃঃ অবল) ইহাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়স ৪৯ বৎসর হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে ঘোষপাড়ায় যাওয়া যায়। ঐ ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজার জন্ম বিথাতি।

ব্রহ্মা। কর্ত্তাভজাধর্ম কে প্রচার করে १

বরুণ। ঘোষপাড়ার রামশরণ পাল এই ধর্মপ্রচার করেন, কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক আউলচাঁদ নামক এক উদাসীন।

ব্রহ্মা। আউলচাঁদের বিষয় আমাকে বল।

বক্ষণ। উলার মহাদেব বাক্ষই ১৬১৬ শকের ফাস্কুন মাপে তাহার

আকের খেতে ৯ বৎসরের একটা বালক পায়। বালকটা ১২ বৎসর বারুই গৃহে থাকিয়া কোথার চলিয়া যায় এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়সে বেজরা গ্রামে উপস্থিত হয়। ইহারই নাম আউলচাঁদ। তথায় হটু ঘোষ প্রভৃতি ২২ জন তাঁহার অফুগত ও সমভিব্যাহারী হন এবং তৎপরে রামশরণ পাল তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। এই সময় একটা গান উঠে—

এ ভবের মামুষ কোথা হতি এলো।

এনার নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল। এনার সঙ্গে বাইশ জন, স্বার একটা মন, জন্ম কর্ত্তা বলি, বাছ তুলি, কল্লে প্রেমের চলাচল।

এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর ছকুমে গঙ্গা শুকুলো।।

ইতর লোকেরাই প্রথমে কর্তাভজা হয়। ১৬১৯ শকে বোয়ালে গ্রামে
আউলটাদের মৃত্যু হয়।

ব্ৰহ্মা। এত নাম থাকৃতে ইহাঁর নাম আউলচাঁদ হয় কেন গু

বরুণ। হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই ইনি সমান ভাবিতেন ও সকলেরই অন্ন থাইতেন। মুসলমানেরা ইহাঁর নাম আউলটাদ রাখে। কপ্তাভজারা ইহাঁকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া থাকে। তাহারা কহে, রুষ্ণচন্দ্র, গৌরচক্র আর আউলচন্দ্র তিনে এক, একে তিন। ইহারা আরো কহে, মহাপ্রভূ পুরুষোন্তমে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া আউল মহাপ্রভূরপে আবিভূতি হন। শুরুক্তের সহস্র নামের স্থায় ইহাঁরও সহস্র নাম আছে। যথা;—আউল-টাদ, আউল ব্রন্ধচারী, আউলে মহাপ্রভূ, ফকির ঠাকুর ইত্যাদি। কর্ত্তাভজারা কহে, ইনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। যথা—
মন্ধকে চক্লু, থঞ্জকে পা, রোগীকে স্বস্থু, মৃতকে সজীব ও দরিদ্রকে ধনী
করিয়াছেন। ইনি থড়ম পায়ে গঙ্গার জলের উপর দিয়ে চ'লে বেতেন।
কর্ত্তাভজাদিগের বিজ্ঞালোকেরা কহে "এক বিশ্বকর্তাকে ভক্তনা করাই

আমাদের ধর্ম।" কর্ত্তাভজার গুরুদিগের নাম মহাশর ও শিক্সদিগের নাম বরাতি। গুরু শিশুকে প্রথমে "গুরুসতা" এই এক আনা মন্ত্র প্রদান করেন, তৎপরে জ্ঞান পরিপক হইলে বোল আনা মন্ত্র দেন।

ব্ৰহ্মা। যোল আনা মন্ত্ৰ কি ?

বরুণ। বোল আনা মন্ত্র হচ্চে—"কণ্ডা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার স্থাথে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু।"

আউলটাদ ইন্দ্রিয় দোষের ভূয়োভূয়: নিষেধ করিয়াছেন। যথা—
"মেয়ে হিজড়ে, পূরুষ থোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।" কর্ত্তাভজারা জাতিভেদ
স্বীকার, উচ্ছিষ্ট বিচার করে না; কিন্তু কাঁচড়াপাড়ার বৈহ কর্ত্তাভজারা
জাতিভেদ স্বীকার করে। কর্ত্তাভজারা মন্ত্রজ্বপ ও প্রেমান্তর্টান দারা ক্রমে
ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিতেছে। ইহারা মধ্যে মধ্যে বৈঠক করিয়া নানা
আমোদে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে। শোনা যায়, বস্ত্রহরণ পর্যাস্ত
বাকী থাকে না। কর্ত্তাভজার মহাশয়েরা কহে—মন্ত্রদাতা, জগৎপ্রভূ
আউলটাদের স্বরূপ।

ঐ ঘোষপাদ্ধার পালদিগের বাটীতে এক গদি আছে; যে তাহার উত্তরাধিকারী হয়, তাহাকে ঠাকুর বলে এবং কায়য় ও প্রাহ্মা প্রভৃতি কর্ত্তাভজারা যাইয়া সেই ঘোষ ঠাকুরকে প্রশাম করে ও পদধূলি লইয়া পরে পাতের প্রসাদ খাইয়া পরিত্র হয়। আউলটাদের প্রসাদে পালেদের স্থা সৌভাগ্যের সীমা নাই। উহাদের বিস্তর সম্পত্তি হইয়াছে। মহাশরেরা পালেদের গোমস্তা স্বরূপ। তাহারা শিয়্ম সংগ্রহ, ধর্ম্মোপদেশ ও দান গ্রহণাদি করে এবং শিয়াদিগের নিকট কর আদায় করিয়া পাল কর্ত্তাকে দিয়া আসে। মহাশয়দের লাভ এই, শিয়াবাড়ী জামাই আদরে বেতে পায়, ভাল ভাল কাপড় পায়, আরো কত কি পায়। ঘোষপাড়ায় বৎসর বৎসর য়্রষ্টী করিয়া উৎসব হয়; যথা দোল ও রাস। দোলে সমারোহের সীমা

পরিদীমা থাকে না; বিস্তর স্ত্রী ও পুরুষ, নেড়া ও নেড়ী আদিয়া উপস্থিত হয়, এবং এক পাতে ১২টা স্ত্রী ও ৮জন পুরুষ একত্র ব'দে আহার করে। গান বাছ আমোদ প্রমোদ ঘোষপাড়া মাতাইয়া তুলে। এই উপলক্ষে এত যাত্রী জুটে যে, বাগান ও মাঠে তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না। পালকপ্রাদের বাড়ীতে পর্বতাকার ভাত রায়া হয়। মহাশদ্রেরা দলে দলে শিষা সঙ্গে আদিয়া ঝমাঝম্ শব্দে পাল কর্ত্তাকে টাকা দিয়া প্রণাম করে। এই সময় জনেক বন্ধা। নারী ও শত শত রোগী আদিয়া পালদিগের বাটার দাড়িমতলায় হত্যা দেয়। অনেক রোগী কর্ত্তাদের হিমসাগর নামক পুরুরে স্থান করিয়া পাপ স্বীকার করে।

মহোৎসবের সমন্ন গ্রামের মাঠে ঘাটে চতুর্দ্দিকে নানারূপ গান হন্ন; যথা----

ও কে ডাঙ্গার তরি যার বেরে।
কোন রসিক গেরে।
আছে দাঁড়ি মাঝি দশ জনা, ছর জনা তার ঋণ টানা,
সে কে জেনেও জানে না।
আনন্দেতে যাচে বেরে, যত অনুরাগী সারি গেরে.
এ কোন রসিক লেয়ে।

অপর স্থানে---

ক্ষ্যাপা এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে ভঙ্গন কর। যথন পালাবে সে রসের মানুষ পড়ে রবে শৃশু ঘর॥

এই সময় ট্রেণ স্থাচকা টান দিয়া হুপাহুপ শব্দ করিয়া চাকদহ যাইয়া উপস্থিত হইল।

বন্ধা। বরুণ। এ স্থানের নাম কি ?

বৰুণ। এই স্থানের নাম 'চাকদা'। ভগীরথ যথন গলাকে সগরবংশ উদ্ধার জন্ম লইয়া যান, এই স্থানে তাঁহার রথের চাকা বসিদ্ধা যাওয়ার চাকদা নাম হইরাছে। এই চাকদার সন্নিকটে স্থ্যাগরু। ৫০ বংসর পূর্বে স্থ্যাগর বড় সম্জিশালী নগর ছিল। তথন অট্টালিকাদিতে এই স্থান পরিপূর্ণ ছিল। লর্ড কর্ণপ্রয়ালিস গ্রীয়কালে এই স্থানে আসিরা বাস করিতেন। এখন যেমন গবর্ণরেরা সিমলা পাহাড়ে যান, তখন গ্রীয়কালে স্থ্যাগরে আসিতেন। রেভিনিউ বোর্ড মুরশীদাবাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া এই স্থানেই সংস্থাপিত হয়। স্থ্যাগরের সমস্তই এক্ষণে গলায় ভালিয়া লইয়াছে। ১৮২৩ সালের বভায় স্থ্যাগরের বাজার ধ্বংস হইয়াছে।

এই সময় আর একথানি ট্রেণ আসিবে বলিয়া চাকদায় এ ট্রেণ থানি বিলম্ব করিতে লাগিল। বরুণ কহিলেন—

^{*}চাকদার পরপারে অনেকগুলি ভদ্র স্থান আছে। যথা—জিরেট বলাগড; এই স্থানে বিশ্বর কুলান বামুনের বাস। জিরেটে গোপীনাথ নামক একটা বিগ্রহ আছেন, জাঁহার বেশ সেবা হয়। ইহাঁর প্রসাদে গোসাঁই মহাশয়েরাও বেশ স্থথ স্বচ্ছনে দিন কাটাইতেছেন। বলাগড়ের পর এপুর। এপুরে অনেকগুলি মুস্তফা-উপাধি কায়স্থ বাদ করেন। এক সময় ইহাঁদের বেশ বিষয় বিভব ছিল, এক্ষণে অবস্থা অতি হীন হইয়া পড়িয়াছে। তৎপরে স্থড়িয়া সোমড়া। স্থড়িয়ার মুস্তফী-উপাধি কায়স্থের। বেশ সঞ্চতিশালী লোক। বড মানুষের সমস্ত চিহ্ন আছে. অর্থাৎ দেবালয় প্রভৃতি আছে এবং প্রায় একশত আন্দাজ শিব গ্রামে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে গ্রুধ গঙ্গাজল থাইয়াই দিন কাটাইতে হয় এবং বর্ষাকালে জলে ভিজিয়া মরেন, কারণ মন্দিরগুলি মেরামত হয় কিনা সন্দেহ। তাজ্ঞ হরস্থলরী, আনলময়ী প্রভৃতি বড় বড় কালীমুর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, সম্মুখে একটা করিয়া নাটমন্দিরও আছে, কিন্তু প্রতিমাঞ্চলির আহারাভাবে আর সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নাই। স্থপড়িয়ার দেবদেবীদিগের মধ্যে নিন্তারিণী দেবী স্থথে আছেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠাতার নাম পকাশীগতি মৃস্তফী ৷ কাশীগতি শেষ দশাতে এই মূৰ্ত্তি প্ৰতিষ্ঠা

করিয়া দিবারপ্তি ইহাঁর হোম যাগে মগ্ধ থাকিতেন। দেবীর নামে যথেষ্ট বিষয় দিয়াছেন। বিষয়ের আরু হইতে অন্তাপি অতিথিসেবা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি হইয়া থাকে। ইহাঁর পুত্তেরাও বাপের কীর্ত্তি বজান্ন রাথিবার নিমিক্ত বিশেষ যত্ন ও মনো্যোগ করিয়া থাকেন।

স্থিজিয়ার পশ্চিম সোমড়া। ইহা অতি প্রাচীন গ্রাম। বছদিন হইতে এই গ্রামে বৈত্মের বাস আছে; ইহা বৈশ্বপ্রধান স্থান বলিয়া থ্যাত। এই গ্রামস্থ বৈশ্বগণ মোগল সম্রাটের অধিকারকালে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মুরশীদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে রাজকার্যো উচ্চপদার্চ্ ইইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে রায় রামশঙ্কর ঢাকার নবাবের নায়েব দেওয়ান ছিলেন। তিনি এই গ্রামে ১৬৭৭ শকে নবরত্মশোভিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তন্মধো "মহাবিভা" নামে জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। অভ্যাপি উক্ত মন্দির ও প্রতিমা বর্ত্তমান আছে। রামশঙ্করের কনিষ্ঠ ল্রাতা রাজকিশোর মহীশূর্ব রাজ্যের দেওয়ানী করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি আছে।

এই স্থানের রায়রায়ান্ রামচক্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্ক্রদর্শী বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজ ক্ষণচক্র ইহাঁর পিতা ক্রম্ণরামকে কারাক্রজ করিলে, প্রতিশোধ লইবার জন্ত ইনি দিল্লী যাত্রা করেন এবং সম্রাট্ আহ্মদেশাকে সম্বন্ধ করিয়া "রায়রায়ান্" উপাধি সহ এক সহস্র সৈত্ত রাথিবার অন্তমতি প্রাপ্ত ও মুরশীদাবাদের নবাব আলিবর্দি সহ পরিচিত হয়েন এবং মহারাজ ক্ষণচক্রকে মুরশীদাবাদে কারাক্রজ করিয়া নদায়ারাজ্য শাসন করেন। রাজার কারামুক্তি সংবাদে সোমড়ায় আসিয়া বাস করেন। অত্যাপি তহংশীয়েরা বর্ত্তমান আছেন। রামচক্রের সহিত মহারাজা নন্দকুমারের বিশেষ সৌহত্ত ছিল। নন্দকুমারের বিশ্বজ্ঞ অভিযোগ উপস্থিত হইলে ইনি প্রাণপণে তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত ক্ষতকার্য হইতে পারেন নাই। কর্ণেল মনসন্, জেনারেল ক্রেভারিং ও ফ্রান্সিদ্ ফিলিপ্ প্রভৃতি রাজপুরুষ্দিগের সহিত ইহার

বিশেষ বন্ধুস্থ ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ পদচ্যুত হইলে ইনি নায়েব-দেওয়ান পদে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। লর্ড কর্ণপ্রয়ালিদের সময় দশশালার বন্দোবন্তে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও দিনাজপুর বন্দোবন্তের ভার স্বয়ং লইয়াছিলেন। তাঁহার স্বাক্ষরিত লাখরাজ্বের ছাড় এখনও পূর্ব্ববঙ্গে অনেকের গৃহে আছে। তিনি এই সময় শালগ্রাম শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ জীউকে প্রাপ্ত হয়েন। অভাপি ঐ শিলা বর্ত্তমান আছেন।

এই গ্রামের বলরাম রাম্ব আরাকানের নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরীমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছেন।

বৈশ্ব ভিন্ন এই স্থানে অক্তান্ত জাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত লক্ষপ্রতিষ্ঠ লোক ছিলেন। অধুনা গ্রামে অত্যন্ত বানরের উপদ্রব, নর-বানরেরও অসন্তাব নাই।

এই সময় ওদিকের গাড়ীথানা অতিক্রম করিয়া যাওয়ায় কলিকাতার ট্রেণ সাঁ সোঁৎ সাঁ সোঁৎ শব্দে যাইয়া ঝাঁ ঝনাৎ শব্দে রাণাঘাটে যাইয়া। উপস্থিত হইল।

বরুণ। এই স্থানের নাম রাণাঘাট। স্থানটী চুণী নামক নদীর উপর
অবস্থিতি করিতেছে। পূর্বের এখানে অত্যস্ত বন ছিল এবং অনেক দস্ত্য
বাস করিত। রাণা নামক একজন দস্তা উহাদের সন্দার ছিল, ঐ রণার
নাম হইতেই রাণাঘাট নাম হইয়াছে। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে এক কালী
আছেন, ঐ কালী রণা দস্তার কালী। রাণাঘাট পাস্তিদিগের জন্ম বিখ্যাত।
এই পাস্তিদিগের আদিপুরুষ কুষ্ণ পাস্তিই বিষয় করেন, কুষ্ণ পাস্তি অতি
সদাশ্য ও মহৎ লোক ছিলেন।

वका। कुरु পास्त्रित विषय आभारक वन।

বঙ্গণ। ইনি ১৭৪৯ খ্রীঃ ১১৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাঁরা জাতিতে ছিলি। ইহাঁর পিতার নাম সহস্রাম পাস্তি। সহস্রাম পান বিজেয় করার পাস্তি উপাধি হয়। ইম্ফ পাস্তি বাল্যকালে রাণাঘাটের তিন জোশ

পূর্বে গাংনাপুর নামক স্থানের হাট হইতে দ্রুথাদি ধরিদ করিয়া আনিয়া বিক্রেয় করিতেন এবং তাহাতে যৎসামান্ত মুল্ধন ইইলে কয়েকটা বলদ থরিদ করেন এবং আছুলে কায়েতপাড়ার তিলিদের নিকট হইতে চাউল ধান ক্রম্ম করিয়া বিক্রেম করেন। ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় ছোলা হুপ্রাপ্য হওয়ায় একজন মহাজন এই দিকে ছোলা কিনিতে আসিলে রাণাঘাটের ঘাটে কৃষ্ণপাস্তির সহিত আলাপ হয়। কৃষ্ণপাস্তি 'চুক্তিপত্র লিখিয়া দিলে ছোলা কিনিয়া দিতে পারি' বলায় মহাজন সন্মত হইয়া চ্জিপত্র লিথিয়া দেন। এই সময় আডংঘাটার মহান্ত গোলার তাবং ছোলায় পোক। ধরিয়াছে, অতএব তিনি কর্মচারীকে কহেন- "থরিদদার পাইলে ছোলা-গুলো সন্তা দরে ছাড়িয়া দিও।" ক্লফপান্তির অদৃষ্টলন্দ্রী স্থপ্রসন্ন—তিনি এই ঘটনার পর মহাস্তের নিকট যাইরা স্থবিধা দরে সমস্ত ছোলা ধরিদ करतन এवः भाग नोकाम जुनिमा होका मिवात वस्मावस्य हम । ছোनात ছইপ্রকার মূল্য স্থির হইল, ভাল ৸৽ বার আনা ও পোকা ধরা ছই আনা মণ। কৃঞ্পান্তি মহাজনের নিকট মূল্য ধার্য্য করিলেন, ভাল ২১ ছই টাকা; মধ্যম দেড় টাকা এবং পোকা ধরা ছয় আনা। এই ছোলা বিক্রয় করিয়া তিনি ৭,৭৫০ টাকা লাভ করেন এবং এই টাকায় লবণের ব্যবসা করেন। ইহাতে তিন হাজার টাকা লাভ পান। তৎপরে নীলামে দ্রব্য খরিদ করিতে আরম্ভ করেন, এই সময় তিনি কলিকাতায় হাটখোলার কর্ম্ভাবাব নামে সকলের নিকট পরিচিত হন। ইহার পর ভ্রাতা শস্তচক্রের পরামর্শে তালুক ধরিদ করেন। ১২০৬ সালে রাণাঘাট ধরিদ করেন এবং আবাসবাটী উত্থানবাটী, গোলাবাটী, অশ্বশালা, বাধাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া নগরের শোভা সম্পাদন করিতে থাকেন। এক্ষণে স্থরেক্সনাথ পাল চৌধুরি যে . বাটাতে বাস করিতেছেন, ঐ বাটাতে রাস, দোল ও পর্গোৎসব প্রভৃতি হইত। মহোৎসব-বাটীতে উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির **পুত্তেরা এবং বৃসত** বাটীতে ব্রজনাথ পাল চৌধুরি বাস করিতেছেন। ক্রঞ্জনগরের রাজা

কৃষ্ণপাস্থির উন্নতি দেখিয়া চৌধুরী এবং গবর্ণর ক্রেনেরল এড মন্নরা পাল উপাধি প্রদান করেন। ক্রিঞ্চপাস্থির টাকার অনেকে বর্ড মানুষ হইরাছে। রাণাঘাটে যত কোটা বাড়ী আছে, তাহার বার আনা ক্র্যুপাস্থির ক্রপার হইরাছে। ইনি কথনও মিথ্যা কথা কহিত্নে না এবং সকল কার্য্যেই আর্থিক লাভ অমুসন্ধান করিতেন। ইনি সাধারণের উপকারার্থে রাণাঘাটে একটি পুদ্ধরিণী ও মান্ত্রাক্র গ্রভিক্ষে তিন লক্ষ টাকার চাউল বিতরণ করেন। ১৮০৯ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ইন্দ্র। ট্রেণ এত বিশ্বস্থ ক'র্তেছে কেন গ্ বরুণ। কল ধারাপ হইয়াছে।

ব্রহ্মা। তুমি রাণাঘাটের কাছে আর যে যে ভাল স্থান আছে, তাহাদের বিবরণ বল।

বঙ্গণ। রাণাঘাটের তিন চারি ক্রোশ দূরে শাস্তিপুর। এথানে নামিরা ঘোড়ার গাড়িতে শাস্তিপুর বাইতে হয়। শাস্তিপুরে ধনপতি সদাগরের পুত্র শ্রীমস্ত বাণিজ্য করিতে আসিতেন। চৈতন্তাদেবের প্রিয় শিয়্ম অবৈত ঐ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্তিপুর বহুসংখ্যক লোকপরিপূর্ণ একটা বাণিজ্যানা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই স্থানে বাণিজ্যাগার ছিল। মারকুইস ওয়েলেসলি মধ্যে এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। শাস্তিপুরের কাপড় বড় বিখ্যাত। ঐ স্থানে ১০।১২ হাজার তাঁতি বাস করে। শাস্তিপুরের আনেক গোঁসাই আছেন। তাঁহারা অবৈতের বংশ। গোঁসাইদের একটা বিগ্রহ আছেন, তাঁহার নাম শ্রামস্কর। শাস্তিপুরের প্রায় তিন ভাগ লোক বৈষ্ণব। শাস্তিপুরের স্ত্রীলোকেরা বড় লজ্জাহীনা। শাস্তিপুরের পরপারে গুপ্তিপাড়া। শুপ্তিপাড়ার লোকেরা স্থাভাবিক বেশ চালাক। পূর্বের এই স্থানে বেশ রহস্থ আলাপ হইত। মাতালেরা মদ খাইয়া এক্ষণে প্রয়প করিয়া থাকে। গ্রামটী বানরের জন্ম বিখ্যাত বানরের। বড় উপদ্রব

কোন লোককে "তুমি কি গুপ্তিপাড়া হইতে আসিতেছ ?" বলিলে বানর বলা হয়। রাজা ক্লফচন্দ্র একবার গুপ্তিপাড়া হইতে একটা বানর লইয়া গিয়া অতি সমারোহে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ বানরের বিবাহে তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেন এবং নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলা, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি হইতে বিস্তর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। গুপ্তিপাড়ায় কয়েকটী দেবালয় আছে, তন্মধ্যে বুন্দাবনচন্দ্র নামক বিগ্রহ বড় জাগ্রত। কেই ইহাঁর জমী, কি বাগান ও পুছরিণী ফাঁকি দিয়া লইয়া ভোগ করিলে নির্বাংশ হয়। বুন্দাবনচক্রের রথে বড় সমারোহ হইয়া থাকে। এই শুপ্রিপাডার বাণেশ্বর বিস্থালম্ভার জন্মগ্রহণ করেন। ইটার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। ইনি মহারাজ ক্লফচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। রাজা কলিকাতার শোভাবাজারে বিস্থান্তারকে একটা বাড়ী কিনিয়া দেন। ইনি কলিকাতায় বসাক বাড়ী শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যাওয়ায় রাজা কিছু অভক্তি প্রকাশ করেন, ইহাতে বাণেশ্বর কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধানে যান এবং তথাকার রাজা চিত্রদৈন ইহাঁকে সাদরে নিজ সভার প্রধান পণ্ডিত করেন। গুপ্তিপাড়ার পর কালনা। কালনা শান্তিপুরের অপেক্ষা ছোট. কিন্তু বাজার হাট বেশ পরিষ্কার। কালনায় বর্দ্ধমানের রাজার অনেক কীর্ত্তি আছে। যথা--রাজার চক, রাজবাটী, সমাজবাটী ইত্যাদি। সমাজবাটীতে--রাজা, কি রাণীর মৃত্যু হইলে অস্থি আনিয়া রক্ষা করা হয়। রাজা জীবদাশয় যেরূপ বাবুগিরি করিতেন, তদ্ধেপ দেবা ও খাট পালস্ক প্রভৃতি রাথা হয়। কালনায় বর্দ্ধমানের রাজার অনেক দেবালয় আছে, তন্মধ্যে লালজী নামক বিগ্রহ অতি প্রাসদ্ধ। ইহার রাস ও ঝুলানে বেশ সমারোহ হয় এবং প্রতাহ অনেক অতিথিদেবা হইয়া থাকে। 'চৈতক্সদেব সংসার পরিত্যাগ করিয়া দেশ পর্যাটনে যাইবার সময় কাল্নায় আসিয়া যে তেঁত্ৰতলায় বিশ্ৰাম করেন, সেই তেঁত্ৰগাছ অত্যাপ বৰ্ত্তমান আছে এবং তাহার তলায় মহাপ্রভর প্রতিমৃত্তি নিশ্মাণ করিয়া রাথিয়াছে।

এই সমন্ন অপর এঞ্জিন ছুটিয়া আসিগ্ধা গপাৎ শব্দে ট্রেণ্থানাকে লইয়া স্থপান্থপ শব্দে ছুটিয়া আডংঘাটায় উপস্থিত হুইল।

वक्र । এই शास्त्र नाम आफ्शाहा। आफ्शाहा हुनी नामक नमीत তীরে অবস্থিত। এখানে একটা বিগ্রহ আছেন, ইহাঁর নাম যুগলকিশোর। রাজা ক্লফ্টচন্দ্র ইহাঁকে অনেক বিষয় করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণেও দেবালয়ে অনেক নাগা সন্ন্যাসী বাস করিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। যুগলকিশোর এক জন মহাস্তের তত্ত্বাবধানে আছেন। মহাস্ত তেজারতি করিয়া ঠাকুরের বিষয় অনেক বাড়াইয়াছেন। এই মহাজ্বের নিকট হইতেই কুষ্ণপান্তি ছোলা থরিদ করিয়া বড়মানুষ হন। জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলরূপ দেখিলে স্ত্রীলোকেরা পরজন্মে বিধবা হইবে না. বর্ত্তমান মহান্ত এইরূপ স্বপ্ন দেখায় ঐ সময় ভাব অত্যম্ভ মহার্ঘ্য হয়। আড়ংঘাটার কিছু দূরে উলা নামক একটা বৃহৎ গ্রাম আছে। ধনপতি সদাগরের পুত্র শ্রীমস্ত সদাগর সিংহল যাত্রাকালে ঐ স্থানে নামিয়া মঙ্গলচঞ্জীর পূজা করেন। সেই চঞ্জী উলুই চঞ্জীনামে বিখ্যাত হ**ই**য়া অগ্নাপি বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁর নিকট বৎসর বংসর সমারোহে একটা করিয়া জাত হইয়া থাকে। জাতের দিন কত যে পাঁটা ও মহিষের প্রাণ নষ্ট হয় বলা যায় না। উলার অপর নাম বারনগর। বারনগরের মুথোপাধ্যায় মহাশয়ের। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার, উলার জমীদারদিগের মধ্যে বামনদাস বাবু বিখ্যাত। বামনদাস বাবুর পিতামহকে ক্লঞ্চপান্তি একথানি তালুক খরিদ করিয়া দেন। ঐ তালুক इटेट हैं। त्रा विशाज क्योमात हरेबाइन । উनात महामाती वर् विशाज। ঐ মহামারীতেই গ্রামটী এক প্রকার ধ্বংস হইরাছে।

এই সময় ট্রেণ আড়ং ঘাটা অতিক্রম করিয়া বগুলায় যাইয়া উপস্থিত হইল। বরুণ কহিলেন, "এই স্থানে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে ক্লমনগর ফাইতে হয়। কুক্মনগর বগুলা হইতে ৫।৭ ক্রোশ দূর হইবে।"

उचा। क्रुक्नश्रद्भन्न विषय वन।

বঙ্গণ। ' কুষ্ণনগর রাজা কুষ্ণচন্দ্র রায়ের জন্ম বিখ্যাত। ঐ রাজার প্রপিতামহ রাজা কুদ্রনারায়ণ ঢাকা হইতে আলাল দন্ত নামক একজন প্রিসিদ্ধ স্পতিকে আনাইয়া রাজবাটী ও চক নির্মাণ করেন এবং তাঁহার দ্বারায় ঐ হানের গাঁড়ালেরা ঐ বিভা শিক্ষা করে। গাঁড়ালেরা এমন স্থলর ঐ কাজ শিক্ষা করিয়াছিল যে, রাজার পূজার দালান তাহার সাক্ষা দিতেছে। ১৫০ বৎসরের দালানে এ পর্যাস্ত মেরামত আবশুক হয় নাই। ঐ স্থানের কুম্ভকারেরা বেশ প্রতিমা নির্মাণ, পট চিত্র ও ছবি গড়ায় নিপুণ। কুষ্ণনগর হইতেই জগদ্ধাত্রা ও অয়পুর্ণা প্রথম প্রচারিত হয়। কুষ্ণনগরের রাজবাটীতে পাচটী কামান আছে। ঐ কামানগুলি পলাশী বুদ্ধের পর ক্রাইব সাহেব রাজা কুষ্ণচন্দ্রকে উপহার দেন। নবাব মীরকাশিম রাজা কুষ্ণচন্দ্রকে তৎপুত্র শিবচন্দ্র সহ মৃক্ষেরে লইয়া গিয়া তাঁহাদের বধার্থে ধরিয়া আনিতে লোক পাঠাইবার সময় পিতা পুল্রে যে ভাবে বিসম্বা ইষ্টদেবতার স্মরণ করিয়াছিলেন, সেই প্রতিমূর্দ্ধি আছে।

ব্রহ্মা। তুমি রাজা ক্রফচন্দ্র রাষের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৭০৫ খৃঃ অবেদ নবাব মুরশিদ কুলি থাঁর সময়ে ক্লঞ্চনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা রঘুরাম রায়ের পুত্র। ক্লঞ্চন্দ্র অসাধারণ মেধাপ্রভাবে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পাসাঁ ভাষার বিশেষ বাংপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার সভার ভারতচক্র রার, রামপ্রসাদ সেন, বাণেশ্বর বিত্যালঙ্কার, রামশরণ তর্কালঙ্কার এবং অমুকুল বাচস্পতি প্রভৃতি সভাসদ্ ছিলেন। রাজা ক্লঞ্চন্দ্র অগ্নিহোল,, বাজপের প্রভৃতি অনেকগুলি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দোলাকে পদচ্যুত করিবার জন্ম যে সভা হয়, সেই সভার ইনি একজন সভা ছিলেন। ১১৯৭ সালে (১৫৯৭ খৃঃ) ইহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর জ্যেন্ত পুত্র শিবচক্র রাজা হন।

নারা। এ রাজা কেমন ছিলেন ?

वक्रन। त्राक्षा निवहत्त, कृष्णनगरत चाननमञ्जी नारम वेक कानो, ज्यानन-

ময় নামে এক শিব স্থাপনা করেন। শিবচন্দ্রেব পর ঈশুরচ্ন্দ্র রাজা হন।
ইহাঁর সময় রাজ্বাটীতে বিষ্ণুমহল, বারদারী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজা অঞ্চনা
নামক নদাতীরে এক স্থান্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম শ্রীবন
রাথেন। ইনি স্থপ্নে দেখিয়া ভাগীরখীতীরে বালুকা মধ্যে এক গোপালমূর্ত্তি
প্রাপ্ত হন। ঐ গোপাল নবদ্বীপনাথ নামে নবদ্বীপে আছেন। নবদাপের
ভবতারিণী কালা ও ভবতারণ শিব ইহাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

১৮১৬ খৃঃ অবেদ লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব ক্লফনগতে একটা কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৪৪ অবেদ ঐ স্থানে একটা ব্রাহ্মসমাজ হয়।

नाता। वक्रणा जुमि ताङा क्रुक्काटउक्त र मङामन्पिरशत विषय वन।

বরুণ। মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়। ইহাঁর বাড়ী উলায়। ইনি রাজা কৃষ্ণচক্রের সভাসদ্ ছিলেন। সকল কথায় বেশ সরস উত্তর দিতে পারিতেন। একদিন রাজা কহিলেন—"মুখুযো, আমি স্বপ্রে দেখিয়াছি, তুমি বিষ্ঠার হ্রদে ও আমি পারসের হ্রদে পড়িয়া গিয়াছি।" মুক্তারাম কহিলেন—"আমিও ঐ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তবে প্রভেদ এই—হল্পন হ্রদ হইতে উঠিয়া গা চাটাচাটি করিতেছি।"

গোপাল ভাঁড় নামক এক নাপিত ক্বঞ্চন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। ইহাঁর বাটী শাস্তিপুর। ইনি বেশ রসিক ছিলেন। গোপালের একটা স্থান্দর পুদ্রকে দেখিয়া একদিন রাজা কহেন—"গোপাল, ভোমার ছেলেটী যেন রাজপুত্র।" গোপাল তৎশ্রবণে ছেলেটীকে কোলে লইয়া কহেন—"বাবা, বেঁচে থাক, ভোমা হইতে আজ আমি রাজপুত্রের বাবা, হইরাছি।"

এক সময় গোপাল ভাঁড় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুরশীদাবাদের নধাব-বাড়ী যান। ঐ সময় অনেক রাজা আসায় বেগমেরা গবাক্ষ দিয়া দেখিতে-ছিলেন, গোপালভাঁড় বেগমদিগের প্রতি চাহে আর চক্ষু ঠারে। সভাভক্ষের পর নবাব বাটীর মধ্যে যাইয়া এ বিষয় শুনেন এবং গোপাল ভাঁড়কে জীবস্তু ক্বর দিবার জন্ম ধরিয়া আনেন। গোপাল আসিয়া প্রথমে নবাবের দিকে, তৎপরে নিজাসদ্দিগের প্রতি চক্ষু ঠারায় নবাব উহার চোখ ঠারা রোগ আছে ভাবিয়া ছাড়িয়া দেন। ক্লফ্লনগর হইতে ছই ক্রোশ দূরে নবদ্বীপ। নবদ্বীপ হৈতঞ্চদেবের জন্ম বিখ্যাত।

ব্রহ্মা। চৈতক্তদেবের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৪৮৪ খ্রীঃ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম জগরাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচী দেবী। চৈতন্তের বাল্য বয়দের অনেক গল্প আছে। যথা—এক দিবস তিনি মৃত্তিকা খাইলে মাতা তিরস্কার করায় কহেন "কেন মা। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ থাম্ব ত মৃত্তিকার রূপান্তর মাত্র।" আর এক সময় তিনি কোন অপরাধ করিলে জননা যথন মারিতে যান, আঁস্তাকুড়ে পলাইয়াছিলেন; মাতা স্নান করিতে বলায় কহেন, "মা ৷ ভালা হাঁড়িকুড়ি অপবিত্র নয় : যাহাতে মানুষকে অপবিত্র করে, তাহা ত মা**নু**ষের দেহেই থাকে।" চৈতঞ্চ গঙ্গাদাদের নিকট বিস্তাভ্যাস করেন।. ভাগবত গ্রন্থই ইহাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ইহাঁর প্রথম। স্ত্রী লক্ষ্মীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ১৫০৯ খু: চৈত্রাদেব কালনায় যাইয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় তাঁহার মাতা অত্যম্ভ হু:খিত হন। কারণ তিনি মায়ের একমাত্র ভরসাস্থল ছিলেন। চৈতন্তের আট ভগিনী শৈশবে মারা যান, জোষ্ট ভাতা বিশ্বরূপ ইতিপুর্বে সন্ন্যাসী হন। পাছে চৈতন্তদেব ফেলিয়া পলান, এজন্ম মাতা তাঁহাকে নয়নাম্বর করিতেন না। যে রাত্রিতে চৈত্র কালনায় ঘাইয়া সন্ন্যাসী হন, সেই রাত্রে শচী তাঁহাকে শিশুর স্থায় কোলে লইয়া শয়ন করিয়াছিলেন: কিন্তু তাঁহার সহচরেরা বংশী বাজাইয়া সঙ্কেত করায় তিনি নিদ্রিত মাতার ক্রোড হইতে সতর্ক ভাবে উঠিয়া পলায়ন করেন। এই কারণে অদ্যাপি যে মাতার এক পুত্র, তিনি রক্ষনীতে বংশীরব শুনিলে আহার করেন না। চৈতন্তের বক্তৃতা শ্রবণে ডাবির ও থ্যাশ নামক ছই যবন ভ্রাতা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া রূপ ও সনাতন নামে

বিধ্যাত হন। চৈতক্তদেব সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর, প্রকবার শান্তিপুরে অহৈতাচার্য্যের বাটীতে মাতাকে আনাইয়া সাক্ষাৎ করেন এবং তৎপরে জगन्नाथ (मर्टें पर्मनार्थ नीमाहरण यान এवः প्रथिमधा प्रार्व्दा प्रार्वे **उद्घाठाशास्त्र निक पगञ्चक करत्रन। नीम्फ्रांग इटेस्ट टेनि पश्चकार्र्गा,** এীরক্ষপত্তন ও কাবেরী দর্শন করিয়া সেতৃবন্ধ রামেশ্বরে যান। এই সময়ে বুদ্ধাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর বুন্দাবন যাতা করেন, তথায় করেকজন পাঠান ইহাঁর নিকট বৈঞ্চবধর্ম গ্রহণ করে এবং এই জন্মই উত্তর ভারতে ইনি পাঠান-গোঁসাই নামে বিখ্যাত। এখান হইতে ইনি नौनाठटन व्यामिश्रा वाम करतन এवः ঐ श्वात्मरे मुकुा रहा। क्रकाना লিথিয়াছেন, এক দিন চক্রের জ্যোতিঃ চিলকা হলের মধ্যে পড়িয়াছিল এবং দেই সময় অত্যন্ত বাতাসে জল তরজায়িত হওয়ায় বোধ হইতেছিল যেন দ্রবাভূত স্বর্ণ জলমধ্যে হিল্লোল করিতেছে। চৈত্তা তদর্শনে এক্রিঞ্চ ক্রীড়া করিতেছেন জ্ঞান করিয়া আলিঙ্গনার্থ লম্ফ দিয়া পড়েন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈতন্তের শিশ্বগণ তাঁহাকে শ্রীক্রন্থের অবভার বলিয়া স্বীকার করেন। রূপ গোস্বামী ইহাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রণীত বার-তের থানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। ইহার সনাতন গোস্বামী, জীবগোস্বামী, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি আরও অনেক শিষ্য ছিলেন। ইহারই সময় বঙ্গদেশে গ্রন্থ প্রাথমের আদি কাল।

নবদ্বীপ সংস্কৃত বিভার জন্ম বিখ্যাত। চৈতন্ত্ব-ভাগবতে বর্ণিত আছে,
নবদ্বীপ অপেক্ষা স্থান পৃথিবীতে নাই। কারণ এই স্থানে চৈতন্তের জন্ম
হয়। ঐ স্থানে বিস্তর টোল আছে। পুরাতন নবদ্বীপ এক্ষণে জঙ্গলে
পরিপূর্ণ। নৃতন নবদ্বীপের হুই দিকে ভাগীরখী ও জলঙ্গী আসিয়া মিলিত
হইয়াছে। বর্ধাকালে স্থানটী দ্বীপের আকার ধারণ করে। বিদ্যাম
ও ধাত্রীগ্রাম পূর্ব্ব নবদ্বীপের একটি পল্লী ছিল। পূর্ব্বে নবদ্বীপ জঙ্গলে
পরিপূর্ণ ছিল, কাশীনাথ নামক রাজা সঙ্গিগদহ প্রমণ করিতে আসিয়া

স্তানটী দেখিরা মোহিত হন এবং নিজের রাজধানী করেন। তিনি আসিবার সময় তিন ঘর গ্রাহ্মণ ও নয় ঘর চাষা সঙ্গে করিয়া আনেন। এই नवदीर्भेट देवछवरम्बद मिर ताका नक्का एत्रांत ताक्यांनी हिन । এই লক্ষণ সেনের সময় কুতৃব উদ্দীনের প্রধান সেনাপতি বক্তিয়ার থিলিজী আসিয়া নবদ্বীপ অধিকার করেন। চৈতন্তের প্রধান শিষ্ম রামানন্দ তন্ত্র শাস্ত্র হইতে সতীদাহপ্রথ্না প্রথমে নবদ্বীপে প্রচার করেন। চৈতক্ত দেব এই সতীদাহ দেখিয়া ছ:খিত হন এবং পথে পথে খোল করতাল বাজাইয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণবীবিবাহপ্রথা প্রচলিত করেন। মন্তু মন্ত্রয়াদেহ দাহ করিয়া জলে ফেলিয়া দিবার প্রথা প্রচার করেন। চৈতক্তদেব গোর দিবার ব্যবস্থা করেন। চৈত্ত যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। চৈতক্তের ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন। নবদ্বীপের একটা মন্দিরে চৈতন্তের পারিষদ নিত্যানন্দের মুর্ত্তি আছে, বৈষ্ণবেরা ঐ মৃত্তি পূজা করিয়া থাকে। চৈতন্তের ভক্তেরা বৈবাগী। নবদ্বীপে বিস্তব বৈবাগী আছে। বৈবাগীদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সম্ভাব নাই, উভয়ে উভয়কে ঠাট্টা করে। চৈতন্ত্রের ধর্ম অমুদারে কায়েত বেণেতে পাঁচ দিকা প্রবচ করিয়া বিবাহ করিতেছে। নবৰাপে আগমবাগীশের কালীমূর্ত্তি আছেন। ঐ ব্যক্তিই প্রথমে এই মূর্ত্তি বঙ্গদেশে প্রচার করেন। আগমবাগীশের বাসস্থান এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। নবছীপ যে বছকালের গ্রাম, ইহা পোড়া মা নামক দেবীকে দেখিলেই জানিতে পারা যায়। এই মৃত্তি পুরাতন নবছীপের জঙ্গলের মধ্যে ছিলেন। কাশীনাথের লোকের। বর্থন জঙ্গল দগ্ধ করে, তথন ইনি দগ্ধ হন। সেই জন্মই পোড়া মাকহে। ইনি প্রায় একশত বংসরের একটী ডমুর বুক্ষের তলায় আছেন। ইহার সন্নিকটে রাজা কুঞ্চন্দ্র রায়ের अक तृर्९ जाकारतत कानी मिन्त्रम्राश विताल कतिरण्डिन। नवहीरभन्ने কাসারির। অত্যন্ত ধনী, প্রায় সর্বজ্ঞই ইহাদিগের দোকান আছে।

কাঁসারিদিগের মধ্যে গুরুদাস কাঁসারি বিখ্যাত লোক ছিলেন, ইহাঁর গৃহে একটী কামধেক ছিল। গুরুদাস বাবুও নাই, তাঁহার সে কামধেকও নাই। তাঁহাদের সঙ্গে সংক্ষ বিষয় বিভবও নাই। নবনীপ স্থায়শান্তের আলোচনার জন্ম প্রিকা। এখানকার পঞ্জিকা বড় বিখ্যাত। নবনীপের পশ্চিমে জারগর। ঐ স্থানে জহু মুনির মন্দির আছে, ঐ স্থানে ক্ষ্ণনগরের রাজাকে মুরশীদাবাদের নবাব পিপীলিকার ঘরে কার্যুক্তর করেন। একটী ছর্গামুন্তি আছে। পূর্বে ঐ হুর্গার নিকট নরবলি দেওয়া হইত। হুর্গা যে স্থানে আছেন, সেই স্থানকে ব্রাক্ষণতলা কহে। অস্তাপি বৎসর বৎসর ঐ স্থানে একটী করিয়া মেলা হয়। ঐ মেলাকে ঝাপান কহে।

নবদ্বীপ হইতে অগ্রদ্বীপে যাওয়া যায়। অগ্রদ্বীপ ঘাইতে হইলে মিরতলা নামক স্থান দিয়া যাইতে হয়। ঐ মিরতলায় অত্যস্ত ডাকাইতের তয় ছিল। অগ্রদ্বীপ গঙ্গার তীরে অবস্থিত। অগ্রদ্বীপের গোশীনাথ অত্যস্ত বিখ্যাত। ইনি বৎসর বৎসর ঘোষ ঠাকুরের প্রাদ্ধ করেন। ঘোষ ঠাকুর চৈতন্তের এক জন শিষ্য, তিনিই গোপীনাথমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ১৭৬৩ অব্দে এই স্থানের নিকট মীরকাসিমের সৈম্প্রগণ ইংরাজ কর্ত্তক পরাজিত হয়।

ব্রহ্ম। ঘোষ ঠাকুরের বিষয় বল।

বরুণ। ঘোষ ঠাকুর জাতিতে কায়স্থ। চৈতক্সের শিষ্য ছিলেন।
ইনি এক দিন চৈতন্তদেবের মুখগুদ্ধির জন্ত একটা হরীতকী জিলা করিয়া
আনিয়া অর্দ্ধেক প্রদান করেন ও অর্দ্ধেক পর দিনের জন্ত রাথেন।
ইহাতে চৈতন্তদেব "অল্লাপি তোমার সঞ্চয়ের ইচ্ছা আছে, অতএব আমার
নিকট হইতে প্রস্থান কর" বলিয়া বিদায় দেন। ইহাতে ঘোষ ঠাকুর
ক্রেন, "আমি আপনাকে পুত্র অপেক্ষা ভালবাদি, অতএব ছাড়িয়া গিয়া
কির্পে থাকিব ?" চৈতন্তদেব তৎপ্রবণে কহেন, "তুমি যাইয়া এক
ক্রাক্স্ ক্রি স্থাপন করিয়া আমার স্থান্ন তাঁহার প্রতি বাংসলা প্রকাশ

করিও।" তৎশ্রবণে ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপে যাইয়া গোপীনাথ নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। ঘোষ ঠাকুর গোপীনাথকে ক্রুপত্যনির্বিশেষে শ্লেছ করিতেন বলিয়া অক্সাপি প্রতি বৎসর বারুণীর পূর্ব্বে চৈত্র মাসের ক্লঞ একাদশীতে গোপীনাথ কর্ত্তক ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। এই সময় অগ্রদ্বীপের মেলা হয়। অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ থাকায় ঐ স্থান হিন্দুদিগের একটি ভীর্থস্থান হইয়াছে। রাজা ক্রফচন্দ্রের সময় রাজা নবক্রঞ্চ ঐ ঠাকুর অপহরণ করিয়া কলিকাতায় আনেন। ক্রফচ্নু গবর্ণরের নিকট আবেদন করিলে ঠাকুর প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ হয়। ইগতে নবক্লফ অবিকল আর একটা প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া চিনিয়া লইতে কহেন। ঠাকুরের একজন পরিচারক মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিয়া লয়। অন্তাপি নবক্লফের প্রদন্ত বছমূল্য আভরণাদি ঠাকুরের গাত্রে আছে। এই দেবমর্ক্তি পূর্বের পাট্টলির জমীদারদিগের ছিল। এক সময় মেলায় ele জন লোক খুন হওয়ায় তাঁহারা ঠাকুরটীকে নিজের থলিয়া অস্বীকার করায় ক্ষুনগরের রাজা নিজের বলিয়া পরিচয় দেন এবং তদবধি তাঁচাবট রাজা ঠাকুরের সেবার্থ কুষ্টিয়া প্রভৃতি কতকগুলি গ্রাম দান করিয়াছেন।

অগ্রন্থীপের পর কাটোরা; এই স্থানে নবাব মুরণীদ কুলি থাঁর সৈঞ্চ থাকিত এবং একটা হুর্গপ্ত ছিল। মহারাষ্ট্রীরেরা এই স্থানে অত্যস্ত উপদ্রব করিত। কাটোরার টেতপ্সদেব সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। এজপ্ত এখানে চৈতপ্ত ও নিত্যানন্দের প্রতিমূর্ত্তি আছে। কাটোরার সন্নিকটে ভারতলক্ষ্মী ইংরাজের আশ্রম গ্রহণ করেন। এই স্থানের ১৬ মাইল দূরে বিখ্যাত পলাশীর মাঠ। পলাশীর যে স্থানে যুদ্ধ হয়, সেই স্থান একণে গঙ্গাগর্জে লীন হইরাছে। পলাশীর মাঠে লক্ষ-বাগ নামে একটা বাগান আছে। ঐ বাগানে এক লক্ষ ভাল ভাল আম্র গাছ ছিল। ঐ বাগানেই নবাবের সৈক্তাধ্যক্ষকে করর দেওয়া হয় এবং ইংরাজেরা এই বাগানেই

শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পুর্বের এই বাগানে বিস্তর চোর-ডাকাইত বাস করিত। প্লাশীর সামিকটে বিশ্রামতলা নামক একটি স্থান আছে। ঐ স্থানের বটতলায় বিশ্রা চৈতক্সদেব বিশ্রাম করেন ও মস্তক মৃগুন করিয়া স্বয়াসী হন। অ্আপি বুক্ষটী বর্ত্তমান আছে।

বঞ্জায় ট্রেণ অনেকক্ষণ থাকে. কারণ এই স্থানে এঞ্জিন বদল হয় ও কলে জল পুরিয়া লয়। এই কাজ শেষ হইলে টেণ.ছপাছপু শব্দে ছুটিতে ছুটিতে ক্লঞ্চগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। বৰুণ কহিলেন, "এই ষ্টেশনে নামিয়া শিবনিবাদ নামক একটি স্থানে যাইতে হয়। মহারাষ্ট্রীয়দের উপদ্রব-সময় নিরাপদে বাস করিতে পারা যাইবে ভাবিয়া মহারাজ কুঞ্চন্দ্র ঐ নগরে বাসস্থান নির্মাণ করেন। এথানে অম্বাপি রাজবাটী প্রভৃতি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজরাজেখরী, রাজ্ঞীখর এবং রামচক্র এই তিন দেবসৃত্তি বর্ত্তমান আছে। ताकदारकचरतत मन्दितत साम्र डेक मन्दित এ প্রদেশে আর নাই। শিবনিবাসের দক্ষিণ ক্লফপুর নামক একটা গ্রামে অনেক গোয়ালার বাস। এই ক্লম্বগঞ্জ, রাজা কুম্বচন্দ্র স্থাপন করেন। এখান হইতে ট্রেণ ছাড়িয়া চুয়াডাঙ্গায় থামিলে বরুণ কহিলেন, এই ষ্টেশন হইতে ৭৮ ক্রোশ দূরে মেহেরপুর নামক একটা স্থান আছে। ঐ স্থানেরমল্লিক ও মুখোপাধ্যায় জমীদারেরা বিখ্যাত। মেহেরপুর বেশ ভদ্র গ্রাম। ইহা একটী মহকুমা, স্থতরাং এখানে হুই একটা ছোট ছোট আফিদ আদালত আছে। মেহেরপুরে বলরাম ভব্ধা নামক কর্জেভজার ক্রায় একটা দল আছে। বলা হাড়ি নামক একব্যক্তি ঐ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। বলরাম মেহেরপুরের মল্লিকদের ঠাকুর বাড়ীর চৌকিদার ছিল। এক সময়ে চোরে ঠাকুরের গৃহনাপত্ত চুরী করার বাবুরা বলরামকে অত্যস্ত প্রহার করেন। প্রহারের পর বলরাম মনের ছঃথে গ্রাম হইতে চলিয়া যায় এবং কিছুদিন পরে বিস্তর শিয়া সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে।

পুনরার ট্রেণ ছাড়িল এবং ট্রেণ রামনগর, জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা,

মুন্সীগঞ্জ, আলমডাঙ্গা, হাল্সা, পোড়াদং, মিরপুর অতিক্রম করিয়া দামুকিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল।

দেবগণ ট্রেণ হইতে নামিয়া সমুখে দেখেন, ভয়ক্কবী প্রাণ বিরাজ করিতেছেন। দেবগণ প্রাকে দেখিয়া তীরে যাইলেন এবং পিতামছ কহিলেন, "মা কেমন আছ ?"

পন্ম। আছি একরপে মন্দনির ? বাবা, আপনি কেমন আছেন ? স্বর্গের কুশল ভ ্ব কলিতে আপনাদের মর্ক্তো আগমনের কারণ কি ?

ব্রহ্মা। গঙ্গাকে যেথানে গেথানে বাঁধ্ছে, অক্যক্ত কট দিচেচ, তাই মেয়েটীকে দেখুতে এসেছিলাম। মনে ক'রেছি শীঘ্র নিয়ে যাব।

পদা। ওরা নরমের বাব। গঙ্গাশাস্ত মেয়ে ব'লে অত কট্ট সফ্ ক'র্ছে। কৈ আমার কাছে ইংরাজ আহ্নক দেখি ? *

নারা। তোমাকে পারে না কেন १

পন্ম। কি ক'রে পার্বে—চোরাবালী, ঘুর্ণিপাক প্রভৃতি যে সকল সঙ্গী আছে; তাহারা থাক্তে কাহাকেও ভন্ন করি না।

ইব্র । তুমি বড় ভেক্সে চুরে দিয়ে গ্রামগুলিকে নষ্ট কর'। '

পদা। আমার তীরস্থ গ্রামগুলিও তেয়ি ধু ধু ক'র্ছে। তাহার উপর থোদা বক্স, রহিম উল্লা প্রভৃতি পাঁচ্ছর প্রস্কা ইলিস মাছের বাবসা কর্চে।

উপ। পদ্মা পিসি, তোমার গর্ভে থুব ইলিস মাচ হয় নয় ?

পনা। হাা। এ ছেলেটি কে 🤊

ব্রকা। শনির ছৈলে।

ইক্রত। পদ্মা, তুমি যে এক্ষণে বেশ শাস্তভাবে আছ ?

পন্মা। আমার ভরকরী মুর্ত্তি ভাদ্র আখিন মাসে হর। সেই সময় অনেক লোক পূজার বাড়ী যার কিনা। এই সমর ষ্টামার খোলার উদ্যোগ করার দেবগণ পদ্মার নিকট বিদার লইরা উপুরে উঠিলেন। এবং যথাসময়ে সারাঘাটে পৌছিলেন।

দেবগৰ পিতামহের হাত ধরিষা ট্রেণে তুলিলেন। পিতামহ কহিলেন, "অতগুলি গাড়ী বাদ দিয়া পশ্চাতের গাড়ীথানিতে উঠলে কেন ?"

বরুণ। ও গুলো ধ্বড়ী লাইনের গাড়ী। ও গুলোকে পার্ক্ব তীপুরে রাধিরা ট্রেণ লাজিলিং যাইবে এবং আর একথানি কল ঐ গাড়ীগুলোকে জুতে নিরে ধ্বড়ী অভিমুখে প্রস্থান করিবে। ধ্বড়ী লাইনের পথে পুঁটে ও রংপুর নামক ছটী স্থান আছে। পুঁটে রাণী শরৎস্করীর জন্ম বিখ্যাত। রংপুর একটী কেলা। রংপুর জেলার অনেকগুলি জমীদার আছেন, তম্মধ্যে তাজহাটের গোবিন্দলাল রায়, কাকিনীয়ার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী ও ত্বভাগুরের রায় রমণীমোহন রায় বিখ্যাত। ইইনের মধ্যে রাজা মহিমারঞ্জন দাতা, বদান্ত, মিইভাষী, বিজোৎসাহা ও প্রজাবৎসল। ইহাঁরে রাজধানী কাকিনীয়ায় দেবালয়, অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, বিভালয় প্রভৃতি বিস্তর আছে। ঐক্থান হইতে রাজার সাহাযো "রক্ষপুর দিক্প্রকাশ" নামক একথানি সাপ্রাহিক সংবাদ পত্র বাহির হইয়া থাকে।

এই সময় টেশ ছপাছপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। দেবতারা বেঞ্চিতে শয়ন করিরা নিজাভিভূত হইলেন। তাঁহারা ভোরে উঠিয়া দেখেন, টেশ জলপাইগুড়িতে উপস্থিত হইরাছে। তাঁহারা সকলে উঠিয়া গর আরম্ভ করিলেন। পিতামহ কহিলেন, "ইহারা দেবছি, ভারতের আছে পৃষ্টে ললাটে রেল চালাইয়াছে। আকর্যা ক্ষমতা!" এই সময় টেশ আসিয়া সিলিগুড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। দেবগণ টেশ হইতে নামিলে বরুণ কহিলেন "তোমরা হুই তিনটা করিয়া জামা গায় দাও, এইবার দার্জ্জিলিং উঠিতে হইবে। ঐ যে ট্রামগাড়ীগুলি দেখিতেছ, উহাতে উঠিয়া আমরা দার্জিলিং যাইব।"

দেবগুণ তৎশ্রবণে গাত্রবন্ধ গান্ধে দিলেন এবং ট্রামগাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ী যথাসময়ে দাৰ্জ্জিলিং অভিমুখে চলিল এবং শালবন ও চা-ক্ষেতের মধ্য দিয়া যাইয়া পাহাড়ের নীচে উপস্থিত হইল।

বরুণ। পিতামহ। এই প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর দাৰ্চ্জিলিং। বন্ধা। স্থাঁ। অত উচুতে উঠ্বে কেমন করে ?

এই সময় ট্রামগাড়ী শালবনের মধ্য দিরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটী ফাঁকা স্থানে উপস্থিত হইল। বরুণ কহিলেন, "ঠাকুরদা! নীচের দিকে দেখুন, আমরা কত দুরে উঠিয়াছি।"

পিতামহ তৎশ্রবণে নীচের তাকারে দেখেন, গাড়ী অনেক উচ্চে উঠিরাছে। নীচে থাল, জলল দেখা ঘাইতেছে। তিনি তদ্ষ্টে কহিলেন, "আহা! ধন্ত ইংরাজের বৃদ্ধি ও ক্ষমতা! দেবরাজ, ভাল ক'রে গড় ঝালাই করগে, নচেৎ স্বর্গরাজ্ঞা কথনই রক্ষা করিতে পারিবেনা।"

ক্রমে ট্রামগাড়ী পাপের প্রায় অল্প অল্প করিয়া উঠিয়া গয়াবাড়ী, কার্সিয়ং, সোণাদহ ষ্টেশন অভিক্রম করিয়া ঘুম ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। পুনরায় ট্রেণ ছাড়িলে আকাশ মেঘাছেয় হইল, গাড়ী যেন মেঘ ভেল করিয়া চলিতে লাগিল। দেবতারা দেখেন, উপরে মেঘ ও জল; নীচে রৌজ। নারায়ণ কহিলেন "আহা। কি স্থানার দুখা!"

এই সময় গাড়ী দার্জিজলিংশ্বের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ। দার্জিজলিং দেখুন।"

ব্রহ্মা। চমৎকার সহর ! বরুণ, দার্জ্জিলিংয়ের বাড়ীগুলি ওভাবে রহিয়াছে কেন ? একটা নীচে, একটা উপরে আর একটা তাহার উপরে ? যাহা হউক, বাড়ীগুলি ওরূপ স্তরে স্তরে থাকায় বড় স্থলর দেথাইতেছে এবং থড়থড়ি গুলিতে রৌদ্র লাগায় ঝলমল করিতেছে !

বরুণ। দাৰ্জ্জিলিং, পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ে সমতলভূমি না থাকার ঐ ভাবে গৃহাদি নির্দ্ধিত হইরাছে। রজনীতে দার্জিলিং বড় স্থানর দেখার। লোকের বাড়ী বাড়ী আলো আলে, দেখুলে, বোধ হয়।
পর্বতিগাতে যেন আলোর ফুল ফুটিরাছে।

এই সময় গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া পছছিলে দেবতারা নগরের মধ্যে যাইয়া বাসা লইলেন এবং আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ, এ স্থানের নাম দাজ্জিলিং হইল কেন ?"

বরুণ। পূর্বের ছক্তর নামে এক রাজা এই স্থানে বাস করিতেন। উাহার লিং অর্থাং দেশ। এই নাম হইতেই দার্জ্জিলিং নাম হইয়াছে। ইহার আদি নাম "দর জেলামা।".

ব্রহ্মা। বরুণ, ইংরাজের পাহাড়ের উপর আদিয়া রাজ্য স্থাপন করিবার অভিপ্রায় কি ? তাহারা কি স্বর্গের পথ ঘাট চিনিবার জন্মই এখানে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন ?

বঞ্চণ। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজেরা বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িব্যা প্রাপ্ত হন। তথন হিমালয় প্রদেশ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হর নাই। রংপুর ও পূর্ণিয়া বিভাগের উত্তর পর্যাস্ত তাঁহাদের সামা ছিল। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে স্তর্থাজাতিরা নেপাল-রাজকে রাজ্যন্ত্রষ্ঠ করিলে তিনি ইংরাজের নিকট সাহাযা প্রার্থনা করেন। ইংরাজেরা সাহায্যার্থ দৈল্ল পাঠাইলে তাহারা অক্লতকার্যা হয়।

১৭৮৭ খৃ: নেপাল ও সিকিনে যুদ্ধ হয়। ইহাতে ইংরাজেরা সিকিমের পক্ষ হইরা যুদ্ধ বোষণা করেন। এই যুদ্ধ দার ডেভিড অক্টরলোনী দেনাপতি ছিলেন। ছইবার যুদ্ধের পর ১৮:৬ অবদ নেপালরাজের সহিত সন্ধি হয়। তাহাতে সিকিমপতি নিচ্চ সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত মিত্রতা করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে লেপটী ও নেপালী-দিগের সীমা লইয়া বিবাদ হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মধ্যস্থ হন এবং ইংরাজের পক্ষ হইতে সৈম্ভ সামস্ক প্রেরিত হয়। তাঁহারা বিবাদ অপনন্ধন করিয়া দিয়া প্রত্যাগমন করেন এবং গবর্ণর জেনারল লর্ড বেণ্টিক্ষের নিকট

দার্জ্জিলিংরের অত্যৎক্রপ্ত জল হাওয়ার বিষয় বর্ণন করেন। ইহাতে গবর্ণর জেনারল সিকিমরাঞ্জকে মল্য প্রদানে বা তাঁহার নিকট বিনিময়ে দার্জিলিং প্রার্থনা করেন। ১৮৩৪ অব্দে পুনরায় দীমা ঘটিত বিবাদ হওয়ায় পর সিকিম ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট সিকিমরাজকে প্রথমে বাৎসরিক ৩০০০ টাকা ও পরে ছব্ন হাজার টাকা প্রদানে স্বীক্বত এবং ডাক্তার কাম্বেল সাহেব স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। মেজর লয়েড ইহার পর সিলিগুড়ি হইতে পাংখাবাড়ী ও দার্জ্জিলিং যাতামাতের রাস্তা নির্মাণ कररन। ১৮৩৫ অব্দে দাৰ্জ্জিলিং ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ করারন্ত হয়। ১৮৫০ অব্দে পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত সিকিমরাজের বিবাদ হওয়ায় ৬০০০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান বন্ধ করা হয়। ১৮৫৪ অবেদ দার্জ্জিলিংয়ে হর্ম্মাদি, বিন্তালয়, বিচারালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ অব্দে দার্জ্জিলিংয়ে চা ব্যবসা আরম্ভ হয় এবং বিস্তর ইংরাজ আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। এই সময়ে রেল রাম্ভা ও টেলিগ্রাফের স্বষ্টি হয়। ক্রমে ক্রমে এখানে ক্রীডা বাটা, নাট্যশালা, মৃগয়া ও তুর্য্যবিভার আলোচনা-স্থান প্রভৃতি বন্থ অর্থব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৬০ অবে সিকিমরাজ এই আদেশ প্রচার করেন, কোন ইউরোপীয় দিকিমের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইহাতে ইংরাজদিগের সহিত সিকিমরাজের পুনরায় বিবাদ হয়-এবং ১৮৬১ অবে তিনি পুনরায় এক সন্ধিপত্তে স্বাক্ষর করেন। ১৮৬০ অবেদ ভটিয়ারা বিদ্রোহী হইলে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা হয় এবং ১৮৬৫ অব্দে পুনরায় দিকিমরাজের সহিত এক সন্ধি হয়, তাহাতে বার্ষিক ৩০০০ হাজার টাকা গবর্ণমেন্ট দিকমরাজকে দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হন।

দার্জ্জিলিংরের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে দেবগণ নিদ্রাভিভূত হইলেন।
প্রাতে উঠিয়া সকলে মুথ হাত খৌত করিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন।
উপ কহিল, "বরুণ কাকা। ও বরুণ কাকা। এখানকার মারুষশুলো

এমন কেন ? ইহাদের মধো কোন্টা মেয়ে, কোন্টা প্রক্ষ ? উ: বাবা! একটা কিসের ঠাাং কাঁচা খাচেচ।"

বরুণ। দেবরাজ। দার্জিলিংরের অধিবাসী দেখ। এথানে লেপচা, ভূটীয়া ও পাহাড়িয়া এই তিন জাতি বাস করে। এথানকার অধিবাসীরা বলিষ্ঠ, গৌরবর্গ, খাঁদা ও মুখ চ্যাপ্টা।

ব্ৰহ্মা। উপ যা ব'লে মিথ্যা নর, উহাদের মধ্যে মেয়ে ও পুরুষ কোন্টা?
বরুণ। মেয়ে ও পুরুষ অনেক সময়ে চেনা যায় না। উভরেরই চেহারা
মোটা, পবিধের বস্ত্র চিলে এবং উভয়েরই চুল লম্বা। তবে প্রভেদ এই,
পুরুষ্বের মাথায় একটা বিহুনি ও স্ত্রীলোকের মাথায় ছটো বিহুনি।
শামাদের মাথায় চুল নাই।

ইন্দ্র বিবাহ হয়, না যে যার কাছে ইচ্ছা গমন করে १

বরুণ। মেরের। ১৬ হইতে ২৫।৩০ বৎসর ও পুরুষের। ২০ বৎসর বরুদের পূর্বে বিবাহ করে না। বিবাহ বাপ মারে ঠিক করে, বর ও কন্তা সম্মত হইলে বিবাহ হয়। ইহাদের বর্ণভেদ নাই। কাহারও ছোয়া বা কোন মাংস থাওয়া ইহাদের নিধিদ্ধ নহে। ইহারা সময়ে সময়ে কাঁচা মাংস থায়। ঐ দেথ থাচেচ।

ইক্স। মাগীপ্তলো ফুল তুলে মাথায় দিচে কেন ?

বরুণ। ফুল পরা এদের বড় সক। ইহারা চুলগুলি বেশ পরিষ্কার রাথে। গাত্রে অত্যস্ত মন্ধলা, তাহার কারণ স্থান করে না। জিজ্ঞাসা কবিলে বলে, গান্তে মন্ধলা থাকিলে শীত কম হন্ন—গাত্রবন্তের আবস্তুত হন্ন।

দেবগণ মল রোডের উত্তরে যাইয়া গবর্ণমেণ্ট হাউদ দেখিলেন। বরুণ কহিলেন, "এই বাড়ীটি পূর্ব্বে কুচবিহারের মহারাব্দের ছিল। রাজা অতি সামান্ত মূল্যে গবর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে এক্ষণে ছোট লাট বাস করেন। বাটীর চতুর্দ্ধিক্ প্রস্তর দারা নির্মিত এবং চাল পাইন নামক কার্তের ভক্তা দারা আরুত। এই বাটীর পশ্চিমে লাটসাহেবের ক্রীড়াভূমি। এখান হইতে যাইয়া সকলে বোটানিকেল গার্ডেন ও হট হাউস দেখিলেন। হট হাউসের ভিতরে অনেক লতা গুলা আছে।

উপ। কর্ত্তা দেখ ! দেখ ! ছটো বাঙ্গালী মাগী কেমন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

নারা। এ এক নৃতন দৃশু বটে। বরুণ এরা কি পাহাড়ে মেয়ে ?

বরুণ। বাঙ্গালীর মেয়ে কিন্তু পাহাড়ে এসে পাহাড়ে হয়েছে।

এই সমন্ব মাগীরা বোড়া ছুটাইরা যাওরার উপ ঐ পড়লো পড়লো শব্দে টেচাইতে লাগিল।

হক্র। সাড়ী পড়া, খোড়ার চড়া দেখতে বেশ।

বৰুণ। মাগীরে ঐ বেশে খোড়ায় চড়ে দেখিয়া—সাহেবেরা হাস্ত করিয়া বলেন, "Damn the nation."

নারা। বরুণ। মাগীরে মেমেদের মত একপেশে হয়ে খোড়ায় বসে না কেন গ

বৰুণ। সে অভ্যাস হ'তে বিলম্ব আছে।

দেবতারা ইহার পর মল রোডের বিপরাত দিকে চাললেন এবং ক্ষলের মধ্যে নানাক্রপ গাছ দেখিলেন। কোন গাছের সর্বালে সেওলা ধরা, কোন গাছের আপাদ মস্তক লতা পাতার জড়ান। বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, চারিজন লোক চকু বুজে বসে আছে।

নারা। এরাকে ? ঠিক মুনি ঋষির মত চক্ষু বুজে বসে আছে। বঞ্গ। আছা।

रेखा। बाक्षता प्रथित मर्का खाइ।

এথান হইতে এক স্থানে উপস্থিত হইরা দেবতারা দেখেন, ভরানক জলোচ্ছাস ভরকর শব্দ করিরা সহস্রধারার একথানি পাথরের উপর পড়িতেছে। নিকটে রেশিং দেওয়া একটী রাস্তা আছে। দেবগণ রেলিংশ্নের মধ্যে দাঁড়াইরা দেখিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, আহা কি স্থান্দর দৃষ্টা বরুণ, এ বরণাটীর নাম কি p

বঙ্গণ। ইহার নাম ভিক্টোরিয়া ওয়াটার ফল্স। দার্জ্জিলিংয়ের মধ্যে ইহা একটা প্রধান ঝরণা এখানকার লোকে ইহাকে কাক-ঝোরা বলে।

উপ। বঙ্গণ কাকা, দেখ যেথানে জল পড়ছে সেথানকার পাথরথানা, ধয়ে থয়ে ঠিক একটা ব্যাংগ্রের মত হয়েছে।

ইহার পর দেবগণ এংলো হিন্দি মধ্য শ্রেণীর বিষ্ণালয়, ভূটিয়া বোড়িং স্কুল কমিশনর সাহেবের গ্রীম্মবাটিকা দেখিয়া একটি পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন, "বরুণ আমরা কি স্বর্গে উঠিতেছি। যাহা হউক ভাই, একটু বোস আমার বড় হাঁপ ধরেছে।"

বরুণ। "আর বেশী দূর নাই, একটু উপরে উঠিয়া সকলে বিশ্রাম করিব" বলিয়া পিতামহের হাত ধরিয়া অব্দার্ভেটারি হিলের উপর সকলে উঠিলেন এবং বদিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এথান হইতে দেবগণ একটা কুটীরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন কুটীরথানি পাতা শ্বারা দেরা।

বরুণ। পিতামহ তুর্জারলিং নামক শিব দেখুন। এই শিবের নাম হইতে দার্কিলিং নাম হইরাছে। শিবের নিকট ভূটিয়ার। ছাগ বলি দের।

रेख। अशस्त्रती कि ?

বরুণ। লোকে বলে— এইজার লিং যবন ভরে এই পথ দিয়া তিব্বতে পলাইরাছিলেন। গুঙাটী যে কত দূর বিস্তৃত অক্টাপি তাহার নিরাকরণ হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, দিকিম পর্যাস্ত বিস্তৃত আছে।

এখান হইতে বাইয়া দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইলে বৰুণ কহিলেন, "পিতামহ ভূটিয়াদিগের বস্তি দেখুন। এইস্থানে ভূটিয়ারা বাস করে। গুদিকে ভূটিয়াদিগের প্রকা দেখা বাইতেছে।"

ব্ৰহ্মা। গুদ্ধাকি ?

বরুণ। ভূচিমানেগের দেবমন্দির। বাড়ীটি দোভালা, নীচ্চ ভাকা

हेका। (प्रवश्रहेब बाद्ध हानस्कत्र मूछ अब्रोही कि १

বরণ। চক্র। চক্রে মন্ত্র লেখা জাছে। চক্র যত খোরে তত পাপ
কর হয়। চেরে দেখ- গৃহ মধ্যে মাটিতে মহাকাল ও মহাকালীর মুর্জি
রহিয়াছে। পূজার সমর বাজনা বাজে। প্রোহিতকে লামা কছে।
লামারা বিধাহ করে না, কিন্তু মদ ও মাংস থার। ভূটিরারা নিজে পূজা
দিতে আসে না, পূজার টাকা লামাকে দের, লামা কিনে বেচে পূজা
করে।

উপ ৷ বৰুণ কাকা, লামারা বে করে না, ভবে খোকা লামা জন্মার কেমন করে ?

ইহার পর দেবগণ বোটানিকেল গার্ডেন দেখিলেন। এই স্থানে তিনটী কাঁচের ঘর আছে। ঘরগুলি ফুল ফলে স্থানাভিত। একটি ঘরে একটি কোয়ারা আছে।

ইন্দ্র। বরুণ। দেখ এস্থানে ছই একটি কাক দেখা যাইতেছে। উপ। রাজা কাকা। ওদিকে দেখ, একটা শেয়াল রোদে ওয়ে গা ভকাচে।

বরুণ। বর্জমানের রাজা সহর জমকাইবার জন্ত এখানে কাক ও শুগাল আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া ছিলেন।

নারা। ওদিকে দেখা যাইতেছে ও স্থলর বাড়ীটি কাহার ? বক্ষণ। বর্ধমানের রাজার।

ব্রহ্মা। আহা এই স্থানের কি স্থানর দৃষ্ঠা। পর্বতগাত বরফে শ্রেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং সেই শ্বেতবর্ণের উপর স্থাপ্তমি পড়িরা বরু বক্ করিতেছে। ঐ পর্বতের কোলে কোলে রক্তবর্ণ মের দেখা দেওয়ার আহা। কি স্থানর শোভাই হইয়াছে। আরও দেখা, ও দিকে পাছাড়ের কোলে বেশ নাই রৌজ দেখা দিতেছে—কেমন বেশ ও রৌজ লুকাচুরি খেলিতেছে।

বঞ্জা। পিতামহ সিঞ্চলে যাইবেন ? এখান হইতে হাজার ফিট উচ্চে সিঞ্চল আছে।

ব্রহ্মা। এআর আমার সাধ্য নাই যে এক পা গমন করি। একণে নীচে নামিব কেমন করে ভাবিতেছি।

🧽 বরুণ। চলুন আমরা ডাণ্ডি আর্রোছণে দিঞ্চলে যাই।

ইন্তা ডাণ্ডি কি ?

বরুণ। রাজতক্তানামা।

এই সমরে করেক জন ডাণ্ডিওয়ালা ডাণ্ডি ঘাড়ে করিয়া সেইস্থান দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া বরুণ ডাকিলেন, ''ওু ডাণ্ডিওয়ালা। এদিকে আর আমরা দিঞ্চলে যাইব।"

ডাঙি দেখিয়া দেবতারা হাস্ত করিতে লাগিলেন। পিতামহ কছিলেন,
"রাজতকানামাই বটে। খোলা চৌকীর মধ্য দিয়া এক প্রকাণ্ড ডাঙি
চালান। যাহা হউক উঠা যাক।" বলিয়া দেবতারা একে একে উঠিয়া
বিসিলে ডাঙি ওয়ালা ডাঙি ঘাড়ে করিয়া চলিল এবং এক এক বার পালা
দিবার জন্ত ছুটিতে লাগিল। পিতামই সভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সিন্ধলে যাইয়া দেবতারা আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিলেন এবং তৎপরে শ্রমণে বাহির হইলে দেবরাজ কহিলেন, "বরুণ সম্মুথে দেখা বাইতেছে কি ?"

বরণ। ঐ স্থানে পূর্বে গবর্ণমেণ্টের সেনানিবাস ছিল। কিন্তু এখান কার শীত সৈম্পদিগের সহ্মনা হওয়ায় এক্ষণে জলাপাহাড়ে বারিক ইইয়াছে।

ঁ নারা। । জলাপাহাড় কোখাঁই 📍

वक्त । अनाभाराष्ट्र वधान रहेरा भार मूठ कुछ छेरा । वधान वक

শীত যে, পাহারা দিতে ছই একজন পাহারাওয়ালা মরিয়া গিয়াছে। এ স্থান পরিত্যাগ করায় গবর্ণমেন্টের অনেক টাকা নষ্ট হইয়াছে।

এথান হইতে দেবগুণ আরও ৫০০ ফুট উচ্চে বাইয়া ধবলগিরি ও কাঞ্চনজ্ঞ্জা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় দেবগণ দেখেন, ছই জন বসিয়া গান করিতেছে। তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ।

উপ। वक्रन काका अपनत आस्मान प्रथ!

নারা। সত্য বহুণ ইহাদের এত আমোদ কেন ?

বরুণ। মাগী মিস্পেকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইক্র। এ কি রকম বিবাহ १

বক্ষণ। এ বড় মজার বিবাহ। তিববতের এই জাতিকে লিছুবলে।
ইহাদের গান গেয়ে মেয়ে ভুলাতে হয়। যদি কোন পুরুবের কোন মেয়েকে
বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে মেয়ের পিতা মাতার অমতে মেয়েটাকে
ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পরস্পর গান গাইতে থাকে। গানে পুরুষ হারিলে
মেয়েটাকে বিবাহ করে না, আর পুরুষ জিতিলে মেয়েটিকে জাের করে ধরে
নিয়ে গিয়ে বিবাহ করে ও বিবাহ হইলে মেয়ের পিতা মাতা জানিতে পারে
যে, মেয়ে বেড়াতে গিয়ে বিবাহ করে এসেছে। ইহাদের মধাে কােটিসপ্ত

ব্রহ্মা। বিবাহে খরচ পত্র কিরূপ ?

বরুণ। বরকে একটা গরু কি শুকর মারিয়া তাহার মাধায় একটি
টাকা রাখিয়া মেয়ের বাপকে দিতে হয়। আর বিবাহের সময় বদ্ধ বাদ্ধবকে এক ঝুড়ি চাউল ও এক বোতল মাড়ুয়া উপহার দিতে হয়। বিবাহের সময় বরকে বরের বদ্ধু বাদ্ধব প্রেদক্ষিণ করিয়া বিদিয়া থাকে, বর টোল বাজায়, কল্পা নৃত্য করে। তৎপরে প্রোহিত বিবাহকার্য্য সম্পাদন করে। বিবাহের সময় বর দক্ষিণ হাতে কল্পার দক্ষিণ হাত ধরিয়া থাকে, 'আর **হজনের বাম হাতে হটী মু**রগী থাকে। বর কন্তার নাসিকার সিন্দুর দিয়া কহে "ক্রন্সরি ৷ আজি হইতে তুমি আমার স্ত্রী হইলে।" বিবাহের পর মেন্তে বাপের বাড়ী যায়। একজন গিয়া মেন্তের বাপকে খবর দেয়, "তোমার মেন্বের বিবাহ হয়ে গিয়েছে।" মেন্বের বাপ এই সমাচারে প্রথমে রাগিয়া উঠেন। তৎপরে একটা শুকর, এক বোতল মদ ও একটা টাকা 'দিলে রাগ নরম পডে। পরে যথন বরের বাডীর লোক কক্সাকে আনিতে যায়, কল্প। তথন ভাঁড়ার ঘরে লুকাইষা থাকে। মেয়ের বাপ কহে "তোমরা চ'লে যাও, আমাব মেয়ে হারাইয়া গিয়াছে।" তৎপরে **হটা** টাক। দিলে মেয়েকে বাছির করিয়া দেয়।

ইন্দ্র। এ বিবাহ মন্দ্র নহে। এখানে আর কোন রকম বিবাহ আছে ?

বরুণ। তিবরতে, পাঞ্চবদিগের স্থায় সমস্ত ভ্রাতা এক পত্নী বিবাহ করে। তাহারা কহে, সমস্ত ভ্রতো পুথক পুথক বিবাহ করিলে পরিবারের মধ্যে বিবাদ হয় ও অর্থহানি ঘটে, স্থতরাং সংসার ছারখার হয়। ছেলেরা জেঠাকে বাবা বলে ও অপরাপরকে খুডা বলে।

উপ। আছা বৰুণ-কাকা, তাহা হইলে কোন্টী কাহার ঔর্সে জন্মিল কিরপে স্থির হয় ৪

বন্ধা। বন্ধণ, আর ভাল লাগ্ছে না। আমাকে দার্জিলিংয়ের ইতিহাস বলিয়া স্বর্গে লইয়া চল।

বরুণ। দার্জিলিং একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলা। এই স্থানের আদি নাম "দরজেলাম"। দার্দিলিংয়ে অন্তাপি উক্ত নামে একটী স্থান বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে দমরে সময়ে ভূটিয়ারা সমবেত হইয়া মহাকালের পূজা করিয়া থাকে। তেঁতুলিয়া নামক স্থান ও করতোয়া নদীর তীরস্থ শিলিগুড়ি দিকিমপতির অধিকারে ছিল। তেঁতুলিয়া পূর্বের রংপুর জেলার মধ্যে ছিল এবং তথার মাজিষ্ট্রেটের কাছারি হইত। করতোয়া হিন্দুদিগের

মহা তীর্থস্থান, সতীর মৃতদেহ নারায়ণের চক্রে খণ্ড খণ্ড হইলে এই স্থানে বাম কর্ণ পড়ে এবং অপর্ণা নামে দেবী ও ভৈরব নামক শিবের উৎপত্তি হয়। তেঁতুলিয়ায় পূর্কে সিকিমরাজের সৈত্য থাকিত। এক সময়ে কৃষ্ণগঞ্জের রাজা ঐ স্থানে বায়ু পরিবর্জন ছলে আসিয়া অসভ্য সৈত্যদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্ত একটা ঘোড়াকে রকম রকম সাজে সাজাইয়া প্ন: পুন: জলপান করিতে নদীতে পাঠাইতে আরম্ভ করেন। ইহাতে অসভ্য লোকেরা না জানি ফ ি সৈত্ত ও কত ঘোড়া আসিয়াছে ভাবিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়।

ইন্ত্র । এরপ কখন হ'তে পারে

বরণ। কেন না হবে ? এক সমন্ত্র মুক্তের ও ভাগলপুরের রাজাতে বিবাদ হর এবং উভরে সৈন্য সামস্ত লইরা শিবির সন্ধিবেশ করেন। ভাগলপুরের রাজা মুক্তেরের রাজার মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য শত শত শালপাতার দিধি ও ছাতু মাথাইরা নদীতীরে সাজাইরা রাথেন ইহাতে মুক্তেরের রাজা, ভাগলপুরের রাজা বিস্তর দৈন্য আনিয়াছেন ভাবিরা পলারন করেন। দার্জিলিং জেলার ছটা বিভাগ বা ডিবিজন আছে। প্রধানটীর নাম ফাঁসি দেওরা। ঐ স্থানে পালস স্টেশন ও মাজিট্রেটের আফিস আছে। ছোট লাট ইডেন সাহেবের সময়ে দার্জিলিংয়ে ট্রামওয়ে চলে। এভারেষ্ট শৃক্ত পৃথিবীর অপরাপর পর্বতশৃক্ত অপেক্ষা উচ্চ। ইহার উপর বৌজনিক্ষের একটা মন্দির আছে, ১৭৬০ অবল উহাতে অগ্নাৎপাত হয়। দার্জিলিংয়ে অনেকগুলি নদা আছে, তল্পধ্যে তিস্তা নদা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বিল্যাত।

ব্ৰহ্ম। ঐ নদীতে কি হয় ?

বক্ষণ। বিক্ষুর চক্রে সতীর মৃতদেহ থণ্ড থণ্ড হইলে তাঁহার বাম পদ উ্হাতে পতিত হওরার স্থামরী নামে দেবী ও অম্বল ভৈরব নামে শিবের উৎপত্তি হয়। দার্জিলিংরের জঙ্গলে শাল, শিশু, পানীসাজ, শিমুল, বাশ, ধরের, খড়, প্লাশ, বট ও রবার প্রভৃতি নানাবিধ রক্ষ উৎপন্ন হর।
এথানে লালকো, বন্হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা জন্মিরা থাকে। দার্জিলিংবাসীরা
মালিং নামক বংশ হইতে দরমা প্রস্তুত করে ও মঞ্জিষ্টা নামক রং দ্বারা
কাপড় ছোপাইরা থাকে। চিরেতা, এলাচি, তেজপত্র এথানে প্রচুর
পরিমাণে জন্মার। শালপানি, গক্ষুরী, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বহতী,
চাকুলা, ভলক্ষ প্রভৃতি কবিরাজী গাছও এথানে পাওয়া যার। গাঁজা
এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মার।

এই সময় জ্যোতিশায় রথ, দেবসারখি মাতলি কর্তৃক চালিত হইয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হইল ুুুুুু দেবতারা তদর্শনে সবিশ্বয়ে কহিলেন, "একি। একি। মাতলি কোথা হইতে।"

মাতলি। প্রভো! আপনাদিগের অমুপস্থিতি নিবন্ধন স্বর্গরাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইরাছে, পরিবারদিগের মধ্যে কাল্লাকাটি পড়িয়াছে। সকলেই অল্প জন পরিত্যাগ করিয়া শল্পন করিয়া আছেন। তজ্জন্ত যুবরাজ জন্ত আপনাদিগকে লইয়া যাইবার জন্ত কলিক। নাম আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেখানে দেখা না পাইয়া এথানে আসিয়াছি (১)।

দেবগণ তৎশ্রবণে অমনি উদ্বিগ্ন রেথে উটিলেন, রথ যথা সময়ে স্বর্গে যাইয়া উপস্থিত হইল অমনি গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কামানের (বজের) ক্ষম হইতে আরম্ভ হইল।

⁽১) করেক বৎসর পূর্ব্বে জনেকেই সন্ধার পর একটা আলোক নক্ষত্রবেগে বাইতে দেখিয়াছেন। সেই আলোক মান্তলি-চালিত জ্যোতির্ময় রখের।

2

স্বর্গে আজ মহা ধুম। কাবণ স্বর্গের দেবতাবা স্বর্গে কিবিরা আদিরাছেন। বাড়ী বাড়ী উলু ও শব্দেব ক্ষনি হইতেছে। বান্তার বান্তার আলো দিবাব কল্প খুঁটো পুভিতেছে। মেনকা উর্বশী প্রভৃতি নর্গুকীগণ দল বল সহ বাক্ষবাড়ী ও ঠাকুববাড়ী শুভিমুখে চলিয়াছে। দলে দলে ব্রাহ্মণগণ আশীর্কাদ কবিতে বাহিব হইরাছেন। অবিশ্রাম্ভ শুড়ুম শব্দে কেল্লা হইতে কামান (বজ্প) দাগা হইতেছে। প্রায় একলক্ষ বিবাশী হাজাব করেদীকে জেলখানা হইতে ছাড়িরা দিবাব জল্প যমেব প্রতি হকুমনামা বাহিব হইরাছে। ভূত্যেবা কর্দ্দ হন্তে বাড়ী বাড়ী গরাব পাখববাটী ও বুলাবনেব তিলকমাটি বিতবণ করিতে বাহিব হইরাছে। দেবিগণ স্বামী পাইরা একদিকে যেমন আহলাদিতা হইরাছেন, তেমনি অপব দিকে তাঁহাদেব শবীবে লোপা লাগিয়া ব্যাধি প্রবেশ কবার উৎক্তিত হইরাছেন এবং নিম-হলুদ মাখাইরা দিতেছেন। বাটীতে স্বস্তারন আবস্ত হইরাছে।

এই ঘটনাব ৫।৭ দিন পবে দেববাজেব আদেশে এবং গণেশেব উন্তোগে অনবাবতীতে একটা বৃহৎ সভাধিবেশনেব উন্তোগ হইতে লাগিল। বাস্তায় রাস্তায় নোটাশ দেওগা হইল এবং বাড়া বাড়া পত্র পাঠান হইল। নির্দ্ধাবিত দিবসে দেবগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মহিষারোহণে যম, হংস আবোহণে পদ্মবোনি, গক্ষড়াবোহণে নাবায়ণ, বৃষপৃষ্ঠে পঞ্চানন, ইছবেব টমটমে গণেশ, ময়ুবের বগীতে কার্ত্তিক, পূষ্পকবথে দেববাজ জুরং স্ব স্থান আবোহণে চল্লং, স্থা, নক্ষত্র প্রভৃতি ছত্রিশ কোটা দেবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবিগণেবও আবির্ভাব হইল। সিংহ , শবোহণে ভগবতী, পেচক আবোহণে লক্ষ্মা, বীণা হস্তে বাণাপাণি, ডোমেব স্ক শীতলা, বিশ্বাল আরোহণে বন্ধী প্রভৃতি আসিলেন। পাতাল হইতে নাগগণ । শ্বা উপস্থিত হইতে গাগিলেন। এতিজ্ঞা নানাপ্রকার বোগ, ষধা—ক্ষম, কলেষা,

কারবছন, বছমুত্র, বসস্ত প্রভৃতি আসিয়া ভূটিতে লাগিলেন। নোটীশ দৃষ্টি বৃষ্টি, বাদল, ঝদ্ধ, মহাঝড় (সাইক্লোন), অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলস্তম্ভ, ভূমিক লা প্রভৃতি আদিলেন। ইন্কম্, লাইদেন্স, চৌকিদারী, রোডদেস, লাইটিং প্রভৃতি ট্যাক্সগণ্ধ আসিরা দেখা দিলেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বিস্তা, বৃদ্ধি প্রভৃতি আসিলেন। শনি আসিয়া সভা পরিদর্শনের ভার লইলেন। সকলের পরামর্শে পিতামহ সভাপতির আসন গ্রহণ ক্রবিলন এবং দেবরাজ দভাষ্মান হইবা বলিতে লাগিলেন.—"হে অমর্বুন । আমরা সম্প্রতি মর্জো গমন করিয়াছিলাম। তথার বেরূপ দেখিলাম, তাহাতে পৃথিবী ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। মর্ত্তো ব্রাহ্মণগণের আর ব্রাহ্মণত নাই। পূর্বকার ব্রাহ্মণেরা সর্বত আদরের সহিত পূজা পাইতেন এবং তাঁহাদের ব্যবস্থাগুণে কদাচারী, জাতিচ্যুত ও পতিত ব্যক্তি উদ্ধার হইত। একণে ব্রাহ্মণেরাই জাতিচ্যুত ও পতিত হইরাছেন। পূর্বকার আহ্মণেরা দাসত্ব করিতেন না, কিন্তু এখনকার ব্রাক্ষণেরা পাঁচ টাকা বেতনে কনেষ্টবলি ও মেধরের পেরাদাগিরি পর্যাস্ত করিতেছেন। অমরবুন। ছঃখের কথা কি বলিব-পূর্বকার ব্রাহ্মণের। বেনামীতে দোকান করিয়া চাকর দিরা কাজ চালাইলেও সমাজচাত হইতেন, কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণেরা মুখাজ্জি, বানার্জি নাম দিয়া প্রকাশ্তে জুতার দোকান, ইংরাদী হোটেল করিরাও সমাজ্যাত হইতেছে না। পুর্বকার বান্ধণের। সকলের বাড়ী যাজন ও আহার করিতেন না। এখনকার ক্রমণেরা দক্ষিণা পাইলে বেখ্রাবাড়ী, ধোপার বাড়ীতেও আহার করিতে ছাড়েন না। পূর্বকার বান্ধণেরা সন্ধ্যা আছিক না করিয়া জন ুধাইতেন না, কিছু এখনকার ব্রাহ্মণদিগের সন্ধ্যা করা দুরে থাক, বেস্তা পরিচারিকা বুচি ও বেগুণ ভাজা না আনিলে জল খান না। পূর্বে কলা সম্প্রদান করা মহা পুণাকার্য্য ছিল, একণে তৎপদ্বির্থেষ্ট ব্রামণেরা 'ক্সা বিক্রম করিতেছেন ও কেহ কেছ পরিবর্তে বিবাহ করিছেছেন।

ব্রাহ্মণদিগের স্থায় শুদ্রদিগেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতি স্ব স্ব ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া চাকরি করিতেছে এবং সমবর্দ্ধ ব্রাহ্মণকুমারকে প্রণাম না করিয়া পাঞ্জা কসিয়া গুডমর্ণিং বলিতেছে। এক তুঁকায় ছত্তিশ জাতিতে তামাক খাইতেছে এবং ব্রাহ্মণেরা শুদ্রের বাড়ী আহার করিতে যাইয়া একবরে ছত্তিশ বর্ণের সহিত বিষয়া আহার করিতেছে। অগ্রে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিরা পাঁটার নাম শুনিলে কানে হাত দিত, এক্ষণে পাঁটার মাংস: না হইলে তাঁহাদের আহার ভালরূপ হয় না। পূর্বকার বিধবারা এক সন্ধ্যা নিরামিষ ভোকন করিতেন, এক্ষণে দে নিয়ম শিথিল হইয়াছে। পুর্বের জ্বীপুরুষে যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে সেরূপ নাই, এখনকার স্ত্রীলোকেরা নক্সা পেড়ে চিকণ ধৃতি ও পুরুষেরা প্যান্টুলেন চাপকান ব্যবহার করিতেছেন। পূর্বকার ধনী লোকেরাই দাস দাসী রাখিতেন, একণে একবন স্ত্রীলোক যত ছেলে প্রসব করে ততগুলি চাকরাণীর আবশ্রক হয়। পূর্বে বিষয় না হইলে স্ত্রীকে গহনা দিত না, এক্ষণে নিজে পেটে না খাইয়া ও পিতামাতাকে অনাহারে রাথিয়া পরিবারের গহনা দিতেছে। পূর্বকার জমিদার ও রাজারা সদগুণবিশিষ্ট লোক পাইলে নিজ রাজ্যে আনিয়া বাস করাইতেন ও বিষয় বিভব করিয়া দিতেন, এথনকার জমিদারেরা সেরূপ লোক দেখিলে তাহার জমি জমা কাড়িয়া তাহাকে উবাস্ত করিতেছেন। পূর্ব্বকার রাজারা মদ ও তাড়ি বিক্রয় করিতে দিতেন না, এক্ষণে মদে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। পূর্বের লোকেরা কোন বিষয়ে পরামর্শ জানিবার ইচ্ছা হইলে গ্রামস্থ প্রবীণ লোকের নিকট পরামর্শ লইতেন, এক্ষণে স্ত্রী-ই সকল বিষয়ের পরামর্শ দিতেছেন। পূর্বে পরম পূজ্য পিতা মাতাকে উচ্চ স্থানে রাখা হইত ; এক্ষণে লোকে সন্ত্রীক উপরের ঘরে থাকে এবং পিতা মাতাকে নীচের ঘরের চোর-কুঠারিতে শন্তনের স্থান দান করিতেছে। একণে বিষয়ী লোকের বাড়ীতে কাজ কর্ম উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের

পরিবর্ত্তে দাহেব ভোজন ইইতেছে। পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই উপদেষ্টা এক একজন শুরু থাকিত, একণে শুরুকে বিদার দিয়া ব্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিতেছে। একণে দেব দেবীর যে পূজা করা হয়, তাহা ভক্তির জন্ম নহে, আমোদ প্রমোদের জন্ম। একণে মনুষ্মের আর সংপ্রবৃত্তি নাই, কুপ্রবৃত্তিতে দেহ পরিপূর্ণ। এই নিমিত্ত আমি পৃথিবী ধ্বংস করিবার অভিগাব করিয়াছি।" চতুর্দ্দিক্ হইতে "সাধু সাধু" শব্দে সকলে করতালি দিলেন।

পিতামহ। আমি পৃথিবীকে একেবারে ধ্বংস না করিয়া ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি। অতএব উপস্থিত দেবগণের মধ্যে কে কি ভার লইতে প্রস্তুত আছেন জানিতে চাই।

তথন সাংক্রমিক রোগ গাল্রোখান করিয়া কহিলেন "কেবল আমার বাঙ্গালা দেশ ধ্বংস হইয়াছে। আমি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুর নামক গ্রামে প্রথম আবিভূতি হই। তৎপরে ১৮২৫।২৬ অব্দে নিজ যশোহর ও তৎসন্ধিহিত অনেকগুলি স্থানের লোককে সংহার করিয়া ১৮৩২।৩০ অব্দে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করি এবং অনেকগুলি গ্রাম নষ্ট করিয়া ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে উলাতে আসিয়া দেখা দিই। উক্ত নগর ধ্বংস করিয়া ১৮৫৭ অব্দে রাণাঘাটের নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রাম নষ্ট করি। তৎপরে ১৮৫৯ অব্দে কাঁচড়াপাড়ায় উপস্থিত হই। কাঁচড়াপাড়া ধ্বংস করিয়া গঙ্গা পার হই এবং হুগলীর উত্তর পূর্ব্বাংশ ও বারাসত জেলা ধ্বংস করিয়া তৎপরে ১৮৫৯।৬০ অব্দে শাস্তিপুরে আমার শুভাগমন হয়। তথা হুইতে ১৮৬৪ অব্দে রুফ্তনগরে যাই। ১৮৬৭ অব্দ পর্যাস্ত তথায় থাকিয়া নগরের একতৃতীয়াংশ লোক নষ্ট করিয়াছি। ডিঃ শুপুর মিক্শার ও স্থাসিয়্ব প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ হইয়া আমার প্রতাপ একটু কমাইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সামলাইতে লোকের অনেককাল লাগিবে। এক্ষণে আপনারা যদি বলেন ত পুনরায় একবার কোমর বাঁধিয়া লাগিব।"

তথন পালা জ্বর, হাম জ্বর, বসস্ত প্রভৃতি রোগেরা "বেশ বেশ" শব্দ

করিয়া কহিল, "আমরাও তোমার যথেষ্ট সাহায্য করিব।" ওলাউঠা উঠিয়া কহিলেন "আমি বুড়া হওয়ায় যদিও পূর্ব্বের ন্যায় সামর্থ্য নাই, তথাপি প্রাচীন হাড়ে আর একবার লাগিয়া দেখিব।"

অতিবৃষ্টি কহিল, "আমি অনবরত জল ঢালিয়া দেশ ভাসাইয়া দিব, তাহা হইলে শস্তু নষ্ট হইয়া যাইবে ও লোক খাইতে না পাইয়া মারা যাইবে।"

শুকা কহিল, "তোমার হাতে নিস্তার পাইয়াও যদি গুই একটী ক্ষেত্র বাঁচে, শশু পাকিবার পূর্বে আমি শুকাইয়া দিব।"

অগ্নিবৃষ্টি কহিল, "পৃথিবী ধবংদের আবার ভাবনা কি ? আমি মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে দেখা দিলে কুটটী পর্যাস্ত থাকিবে না।"

জশস্তম্ভ কহিল "আমি যদি এক একবার দেখা দিই—যে দিক দিয়া যাইব ৫।৭ মিনিটের মধ্যে বাড়ী ঘর ফরসা হইয়া পরিষ্কার রাস্তা হইবে !"

ভূমিকম্প বলিল, "আমি যদি পাঁচ মিনিট একটু জোর ক'রে পৃথিবীকে নাড়া দিই, তাহা হইলে বাড়ী ঘরদোর, মামুষ, পশু, গাছপালা প্রভৃতির আর কোনও চিহ্নমাত্র থাকে না।"

এই সময় ট্যাক্সের। কহিল, "ঘত রোগবালাই মর্ত্ত্যে যাচেচ; চল আমরা এই সময় যাইয়া লোকগুলোকে চেপে চুপে ধরিগে, তাহা হইলে পরণের কাপড় ফেলে পালাবে।"

কাম কহিল, "আমি আর সম্পর্ক বিচার করিতে দিব না।" জোধ কহিল, "আমি পিতৃমাতৃ ও স্ত্রীহত্যা পর্যান্ত ঘটাইব। তাহা হইলে দেবগণের জোধ 'আরও বৃদ্ধি হইবে।" বিষ্ণা কহিলেন, "আমি অন্ত হইতে অবিভারেপে দেখা দিব।" বৃদ্ধি কহিলেন, "আমি আর স্থবৃদ্ধিরপে খাকিব না।" লক্ষ্মী কহিলেন, "আমার অলক্ষ্মাই এখন ভারতে থাকিবে।" সরস্বতী কহিলেন, "আমার হৃষ্ট মূর্ত্তিই সকলের স্কল্কে চাপিবে।" ষ্ঠা কহিলেন, "আমি আর সহজে ধনী লোককে ছেলে দিব না।" স্পর্গণ কহিলেন, "প্রীক্ষিতের যজ্ঞে হুই ভাগ ও পুরস্কারলোভী সাপমারাদিগের

হাতে এক ভাগ দিয়া আমরা যে সিকি আছি, তাহাতেই যতদ্র পারি পৃথিবীর লোকদিগকে দংশন করিব।" সাইক্লোন (মহাঝড়) কহিলেন, "তোমরা সকলেই নিশ্চিস্ত থাক, আমি মধ্যে মধ্যে এক এক প্রদেশে দেখা দিয়া চালচাপা, দেওয়ালচাপা ও নৌকাড়বি করিয়া লক্ষ লক্ষ্ণ প্রাণীকে চালান দিব।" ছার্ভিক্ষ কহিল, "বেশ বেশ—আমিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া উপস্থিত হইব।" শিব কহিলেন, "এখন হইতে আমি এমন নৃতন নৃতন রোগের স্পষ্টী করিব, যাহার নাম বা ঔষধ ডাক্ডার কবিরাজেরা খুঁজিয়া পাইবেন না।"

ইন্দ্র। পিতামহ। এত লোক আদবে কিদে ?

পিতা। রেলগাড়ীতে অথবা ষ্টীমারে। রেলওয়ে ও ষ্টীমারে নিতাই থেরূপ ছর্বটনা ঘটে—তাহাতে এক এক চালানে অনেক আসিতে পারিবে।

যম। আমি তবে নরক সাফ করিগে।

চিত্রপ্তপ্ত । আমার কিন্তু কতকপ্তলো আাসিষ্ট্যাণ্ট চাই। এত হিসাব একা রাধিতে পারিব না।

অনস্তর পিতামহ উঠিয়া কহিলেন—"দেবগণ! আমরা মর্ক্তো গমনকরিয়া পূর্ব্বোক্ত কারণে নিতাস্ত অসস্তুষ্ট হইয়াছি বটে; কিন্তু ইংরাজের রাজ্য শাসনপ্রণালী দর্শনে সস্তোষ লাভ করিয়াছি। ইংরাজ রাজ্যের ভূলনায় আমাদের স্বর্গরাজ্যও ভূচ্ছ মনে হয়। এমন কি, দেবরাজও কোনও কোনও বিষয়ে ইংরাজরাজের অমুকরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আশীর্বাদ করি—ইংরাজরাজ্য চিরয়ায় হউক।"

তথন নারায়ণ সভাপতিকে ধন্তবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন এবং ইন্দ্র সেই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। "হরি" "হরি" শব্দে সভাভঙ্গ হইল।

(শিবমস্ত)

গ্রন্থ সমাপ্ত

বঙ্গ সাহিত্য-ভাতারের • * *

• • • কয়েকখানি অপূর্ব্ব-রত্ন

পৌন্দ্রী—শ্রীক্রমোহন দেনগুপ্ত— অভিনব গার্হস্থা উপস্থাস—
বিবাহবাসরে,—প্রিয়ন্তনকে উপহার দিবার অপূর্ব্ব গ্রন্থ—উৎকৃষ্ট সিক্ত
কাপড়ে বাঁধাই—১০ । বােদিদির মাতৃহীন শিশু দেবরকে মাতৃ স্নেহে
পালন—দেবরের মাতৃত্বরূপা ভ্রাতৃজায়ার প্রতি শৈশবের প্রীতিকর আন্ধারউপদ্রব—যৌবনে—মায়ের স্থায় প্রগাঢ় ভক্তি—অক্কৃত্রিম ভ্রাতৃ-স্নেহ। সকল
চরিত্রপ্তালিই অতি অপূর্ব্ব স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

আছে আছে আছি আছিল কৰিছ বিশ্ব বিশ্ব নৃত্য উপস্থাস, উৎক্ষ বাঁধাই—ছাপাই।—মূল্য ২্। শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।—গরীবের মেয়ে 'লক্ষ্মা' স্বধর্মত্যাগী পিতার জন্ম খৃষ্টান হ'তে বাধ্য হয়।—কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি মায়া সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পার্লে না। যত জোরেই সে তার বাপের নৃত্য লওয়া ধর্মকে আঁক্ড়ে ধর্তে যায়, ততই সে খৃষ্ট মতে অপবিত্র হিন্দুধর্মের দিকে আক্কট্ট হয়ে পড়তে লাগ্লো।

ত্র্যা—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যার প্রণীত। সংসারের স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। "উমা" একথানি মনোরম গৃহচিত্র —লেথক উপদেষ্টার আসন গ্রহণ না করিরা—জিজ্ঞাস্থ হইরা এই অপূর্ব্ব উপস্থাসের শ্রেষ্ঠ—উমা চরিত্র অন্ধিত করিয়াছেন। উমায় আদর্শে মাধুর্যো হাদর মৃদ্ধ হয়। মৃশ্য ১০/০।

তীতেনক্ক ড্রাপেন ক্রীদীনেক্রকুমার রাম্ব প্রণীত—মূল্য ১॥ । এই ড্রাগন কোটি-কোট মূলা ব্যয়ে নিশ্মিত ও চীনরাজর্ধি ফনফ্যুসির আশীর্কাদ-পুত। প্রবাদ —ইহা যতদিন চীনরাজবংশের নিকটে থাকিবে,ততদিন তাঁহা-

দের প্রাধান্ত অক্ষুপ্ত থাকিবে। স্থতরাং শত্রুপক্ষ ইহা চুরি করিয়া মাকিণদেশে পাঠায়। ডাক্তার রাইমার অন্ত্ত কৌশলে ইহা আত্মসাৎ করিয়া
ইংলত্তে পাঠান; তথায় চুরির উপর বাটপাড়ী হয়। ইহার প্রত্যেক
ঘটনাই বিভিত্ত।

সাহী—শ্রীযুক্ত বিজন্ধরত্ব মজুমদার প্রণীত। গার্হস্য উপস্থাস—
মূলা ২ টাকা। মানবচরিত্র-বিশ্লেষণ পটু স্থানিপুণ গ্রন্থকার তাঁহার
পুস্তকের এই নায়ক নিকুঞ্জের বিশুক্ষ-প্রাণে যে আনন্দের প্রস্তবণ ধারাটী
বহাইন্না দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতি চমৎকার এবং উপভোগ্য ইইন্নাছে।

কৃষ্ণ বিভাৱ — জীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ঐতিহাসিক বৃহৎ উপন্থান : মহারাণী মুবলার স্ববর্গ-কৃষ্ণ চুরির ব্যাপার লইয়া ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।—চাণক্যের কৃট রাজনীতি—চক্রগুপ্তের আত্মত্যাগ—মহারাণীর পতিভক্তি, তড়িতার অপূর্ব্ব লীলা—ইহাতে বিচিত্র নানা ঘটনার স্টি করিয়াছে। কি করিয়া চাণক্য ও চক্রগুপ্ত কর্ত্ত্বক মগধের নন্দবংশ ধ্বংস হয়,—তাহার বিচিত্র চিত্র—'ক্ষণচোরে' চিত্রিত আছে।—মূল্য ২১।

বালী ত ক্রল্যালী—কবি রজনাকান্ত দেনের সাহিত্যসাধনার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ফল। "বাণী" ও "কল্যাণী" রচনাই কবিবরকে অমর করিয়াছে। কবিবরের 'কান্ত পদাবলী' বঙ্গের নরনারীর প্রাণে এক স্পূর্ব্ব সঙ্গীতের মূর্চ্চনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। বাণী ও কল্যাণীর সঙ্গীত গুলি ত্রিপ্রোতের স্থায়—ভক্তি, প্রেম ও হাস্তরদের ত্রিধারায় বিভক্ত। ইহার প্রতি ছত্র "বীণা পঞ্চমে বোলেরে"। কবিবর জন্মভূমির দারুণ ব্যধায় ক্রোথাও গাহিয়াছেন,—

"মারের দেওরা মোটা কাপড় মাধার তুলে নেরে ভাই" আবার কোথাও—ভগবন্তক্তির গভীর গদ্গদ্ধনি বাহির হইরাছে। দিক্ষ কাপড়ে প্যাড ্বাঁধাই, মূল্য প্রত্যেক থানির ১।•। আহ্বাপ্রাক্তা — শ্রী ক্রন্ধ চিবালা রার প্রণীত। বামাজিক উপস্থাস

— মূল্য — ২ ছই টাকা। ব্রাশ্ধনেরে যুথিকা বলিতেছে— "বিশেষরের মন্দিরে আরতি দেখিতে বহুদিন গিরাছি। প্রথম প্রণম ভিড় এবং গোলমাল জ্ঞাল লাগিত না, তার পরে, প্রতিদিন দেখিরা দেখিরা মনটা বিশ্বরে পূর্ব হইরা উঠিত। সত্যি যদি কিছু নাই থাকে, লোকে ইচ্ছা করিয়া কি শুধু এত কষ্ট করে, এত ধাক্কা খার ? যদি কিছু নাই থাকে, তবে এই একই স্পোল মামুষের প্রতিদিনই কি করিয়া হয় ?"

… "আজ আমি দেবী নই, পাষাণী নই, আমার বিদ্যা মিথ্যা, জ্ঞান মিথ্যা

— আজ আমি শুধু নারী-নারী-নারী। … "কৈ বলে নারী কুদ্র, তুচ্ছ, শক্তিহীন ? সে জাগিয়া উঠুক দেখি।" নারী হৃদয়ের এমনই শত শত সত্যবাণীতে পূর্ব।

ক্রানা— শ্রীমতী গিরিবালা দেবী রত্মপ্রভা, সর্প্রতী প্রণীত।
নারী হৃদরের রহস্ত-ভেদে নিপুণা লেখিকার এই 'হুংখে দীনা দাসী-প্রেমিকা,'
'মেঘরিগ্ধ শ্রামকারা,' 'কালো নরনে কালো চিকুরে কালো রূপে
অমরা।' বঙ্গজারার নিথুঁত চিত্র অভিশন্ন উপভোগ্য। মূল্য ২ ।

মহান্য কোথা হা হ— তৈলোক্যনাথ মুথোপাধায় প্রণীত।
বঙ্গসাহিত্যে তৈলোক্যবাব্র স্থান অতি উচ্চ। গ্রন্থকার নরনারী চরিত্র
বর্ণনে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন,—সচরাচর সকল পুস্তকে সেরূপ
দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না।—সংসারে বর্জমান স্থেম্বচ্ছলতার মোহে
বিভিন্ন প্রকৃতির মানব দক্ষভরে কিরুপে আপন ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টা
পায় এবং পিশাচিনী-সদৃশী গৃহিণীর ত্বণিত ব্যবহারে কোন কোন কুলবধ্কে
কিরুপ মর্ম্ম্যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা যদি জানিতে চাহেন,—অর্থের
কুমকে মায়্র্য কিরূপ ভ্রমান্ধ, তাহা যদি হ্বদয়ঙ্গম করিবার বাসনা থাকে,
তবে শয়না কোধায়।" পাঠ কর্জন। মূল্য ১ টাকা।

শুণোরে জন্ম — অভিনব রহস্তময় সচিত্র ডিটেক্টিভ উপস্থাস।
শীবৃক্ত স্থারক বাগচি। মূল্য ১ টাকা। লোমহর্ষণ ভীষণ ঘটনার
সহিত সরল মধুর উপদেশের আশ্চর্যা সমাবেশ। কাপড়ে অনুষ্ঠা বাঁধাই,
সোণার জলে নাম লেখা, বহু স্কলর স্কলর হাফ্টোন চিত্রশোভিত। ছাপা,
কাগন্দ, ছবি—সকলই মনোমদ। বেঙ্গলী, ডেলিনিউন্ধ, সময়, নব্যভারত, গ্ সতীশচক্র বিত্যাভূষণ, শুরুদাস বাবু প্রভৃতি কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

'ভিন্নত্ত-স্বেশ্চক্র সমাজপতি সম্পাদিত । অপুর্ব্ব ডিকেক্টিভ ্ উপস্থাস—মূল্য ২ টাকা মাত্র।

শিদ্দিনী—শ্রীযুক্ত স্থরেক্সনাথ রায় প্রণীত। পৌরাণিক যুগে সাবিত্রী যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, ঐতিহাসিক যুগে পদ্মিনীর সেই স্থান। যিনি সতীম্ব, ধর্ম ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্ম অকাতরে ভীষণ জহরানলে দেহ-বিসক্ষন করিয়াছিলেন, বাঁহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ কবিয়া সমগ্র রাজস্থান এখনও গৌরবান্বিত—সেই সতীর পুণাকাহিনী প্রত্যেক বঙ্গবধূকে উপহার দিন। একাধারে শিক্ষা ও উপক্রাসের মাধুর্যা—এই নৃতন। অনেকগুলি বছরর্ণ ওদ্বিবর্ণের চিত্রশোভিত সিল্বের প্যাত বাঁধাই—মূল্য ১৮০।

ব্রক্ত হালে - শ্রীবৃক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বঙ্গদাহিত্যে ইহাই প্রথম সচিত্র ঐতিহাসিক উপস্থাস: মোগল-বাদসাহের সোণার রক্তমহালের প্রেমন্থতি-বিজড়িত ঘটনা-বৈচিত্র্য-কাহিনী। প্রীতি-উপহার দিবার এরূপ পুস্তক আর নাই। স্থান্দর ছাপা ও বিলাতী বাধাই, সোণার কলে চিত্রিত। ১॥০ টাকা।

ক্রেন্ত্রা—শ্রীমুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। সতী-সাবিত্রী "শৈব্যা"র অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য পাঠ করিয়া কোনও রমণীই অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। একথানি শইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করা উচিত। স্রাতা,

ৰোৰাইন্থা—-**ই**-থম্ব থৈয়াম

মামের রোবাইয়াৎ পড়তে গড়তে কল্পনার চক্ষে পরিবেষ্টিত বুল্বুল্-গাত মুথরিত গোলাপ-কুঞ্জের উঠতো, যার অধিবাসিনী সেই তথাতক্ষণী সাহ হ'টি স্থ্রমাটানা ডাগর আঁখির চপল চাহনি যেতে, সেই কল্পনার রঙীন ছবি আজ একাধিক স্পর্শে পাঠকের সম্মুথে যেন সজীব ও প্রতাক্ষ হয়ে

নৱেন্দ্ৰ দেব প্ৰাণীভ

বছৰণ চিত্র-শোভিত। তিনশত দশটি "রোধাই উৎকৃষ্ট বাঁধাই—ভারতে সম্পূর্ণ নৃতন ধংগেরুঞ্ছি মূল্য—চারিটাকা; ডাকবায় এগার আনা;

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

स्वर्गल म्याम १रामान

সৈনিকের জীবনচরিত—আমাদের শাসনকর্তাদের আৰু সৈনিক হইল। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্বে এই ভাক বঙ্গবাসী সেম্বল ব্যক্তি বিদেশে আপন অসাধারণ ক্ষমতাগুণে সৈটি ইয়াছিলেন। যাহার অপূর্ব্ব বীরত্বে ও কার্যো টাইম দেশে স্ক্রেশচক্র বিশ্বাস, জগদীশ বস্থ ও অতুলচক্র সে জাতিকে অবজ্ঞা করা যাইতে পারে না।" রশচক্রের বিস্তৃত জীবনী—সচিত্র সংস্করণ—মূল্য ১

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

জলধর সেন বাহাতুর 'ভবিতব্য 2110 প্রশ-পাথর 2110 कि लगामां 3110 भारतहरू हत्हीशाधाय নব-বিধান 2110 বিবাজ বৌ 340 বিন্দুর ছেলে ডাঃ নরেশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত ৰিপৰ্যায় 2110 গ্রামের কথা পিতাপুত্র 2110 মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অ্ভানির র অপূৰ্ণ চিব অপবাধী 2110

উপেন্দ্রনাথ বাজপথ অমূলা অমূলতরু প্রভাবতী দেবী বিজিতা দানের মর্যাদা বিসর্জ্বন শৈলজান**ন্দ** : ঝড়ো হাওয়া যোলজন লেখকলেখিকা ভাগের পূজা रेमनवाना । নমিতা অবাক ইমান্দার

ভাবের অভিব্যক্তি—মূল্য চারিটাব স্থন্দর চিত্তের এলবাম্—উপহার দিবার উপযোগী।

ওরঃদ্বাস চট্টোপাপ্র্যায় এও সব্দ_্ ২∙৩১১, কর্ণ9য়ালিস্ ষ্ট্রীট্,